হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য-কর্তৃক

অনুবাদিত

ভারবি | ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট । কলকাতা-১২

ভারবি প্রাচীন সাহিত্য

বাল্মীকি-কৃত রামায়ণের হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য-অনূদিত বাঙলা সংস্কৃত মূল ও টীকা-সহ ৬৪ পৃষ্ঠা পরিমিত প্রতি খণ্ডে ১৮৬৯-১৮৮৪ সনের মধ্যে প্রকাশিত।

প্রথম ভারবি সংস্করণ : মাঘ ১৩৮২, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-১২। মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু। আনন্দ প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিকেশন্‌স্ প্রাঃ লিঃ। পি. ২৪৮ সি. আই. টি. স্কিম কলকাতা-৫৪। ব্লক-নির্মাতা : ব্লক কনসার্ন। ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা-৬। গ্রন্থক : অশোকা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস। ৫০ পটলডাঙা স্ট্রিট, কলকাতা-৯।

ভূমিকা
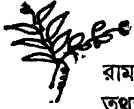
রামায়ণের প্রধান সার্থকতা তার রূপকার্থনির্ণয়ে নয়, তার ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্কর্ষণেও নয়। রামায়ণের আসল সার্থকতা হচ্ছে তার মানবিকতায়, তথা তার কাব্যরসে। মানুষের স্নেহপ্রেম স্বার্থসংঘাত বিরহমিলন সুখদুঃখ প্রভৃতিই কাব্যখানির আসল উপজীব্য। এই মানবিকতার গুণেই রামায়ণ চিরকালের জন্য ভারতবর্ষের চিত্তকে জয় করে নিয়েছিল এবং পরবর্তী কোনো কাব্যই ভারতবর্ষের এই আদিকাব্যকে এই গুণে অতিক্রম করে যেতে পারে নি।

এদিক্ থেকেও রামায়ণের সঙ্গে মহাভারতের তুলনা করা দরকার। এক হিসাবে বলতে গেলে রামায়ণের চেয়ে মহাভারতেই মানবচিত্তবৃত্তির প্রকাশবৈচিত্র্য বেশি, তাতে রাক্ষসাদি অ-মানুষের যেটুকু স্থান আছে তা অতি সামান্যই। পক্ষান্তরে রামায়ণে রাক্ষস-বানরাদি যে অতিপ্রাধান্য পেয়েছে তাতে অনেকের মতে এই কাব্যের মানবিক রস অনেকাংশে ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু অন্য দিক্ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, রামায়ণের চরিত্রগুলি ভারতবর্ষের চিত্তকে যেমন স্পর্শ করেছে মহাভারতের চরিত্রগুলি তা পারে নি। যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ বটেন, কিন্তু তাঁর রাজ্য আদর্শ নয় ; রামরাজ্যই আদর্শ রাজ্য। আজও রামলক্ষ্মণের সৌভ্রাত্র ও রামসীতার দাম্পত্য যে আদর্শ স্থান অধিকার করে আছে, মহাভারতের মুখ্য চরিত্রগুলিতে তার তুলনা নেই। রামের পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, সীতার পতিভক্তি ভারতবর্ষের জাতীয় মনকে যে আদর্শের দিকে প্রেরণা দেয় মহাভারতের চরিত্র তা দেয় না। বস্তুতঃ পঞ্চপান্ডবের কোনো চরিত্রই আদর্শরূপে অনুসরণীয় বলে স্বীকৃত নয়। একমাত্র অর্জুনের বীরত্ব অনেকাংশে আদর্শরূপে গণ্য হয়, কিন্তু তাও রামের বীরত্বের চেয়ে বেশি নয়। বস্তুতঃ একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে, ভারতবর্ষের জাতীয় চরিত্রগঠনে মহাভারতের চেয়ে রামায়ণের প্রত্যক্ষ প্রভাবই বেশি।

মহাভারতে ভারতবর্ষ প্রতিফলিত হয়েছে, কিন্তু রামায়ণের দ্বারা ভারতবর্ষ যুগপৎ প্রকাশিত ও প্রভাবিত হয়েছে। মহাভারত ভারতবর্ষের জাতীয় সমাজ ও মনের ইতিহাসকে ধারণ করেছে ; কিন্তু রামায়ণ নিজে ইতিহাস না হয়েও আমাদের ইতিহাসকে যুগে যুগে গঠন করেছে, রূপ দিয়েছে। ফলে ভারতবর্ষ রামায়ণের আদর্শে কালে কালে গঠিত হয়ে রামায়ণকে ইতিহাসই করে তুলেছে। মহাভারতের ন্যায় রামায়ণে ভারতবর্ষের প্রতিফলন ঘটে নি, কিন্তু রামায়ণই ভারতবর্ষের মনে প্রতিফলিত হয়েছে। এইভাবেই এই আদিকাব্যখানি শ্রেষ্ঠ ইতিহাসের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথ এটিকে আমাদের চিরকালের ইতিহাস বলে বর্ণনা করেছেন।

আমাদের জাতীয় মনের উপরে রামায়ণের এই যে প্রভাব, তার পরিচয় রয়েছে আমাদের জাতীয় সাহিত্যেও। মহাভারতের মূলকাহিনীকে অনুসরণ বা অবলম্বন করে খুব কম কাব্যই রচিত হয়েছে ; যা হয়েছে তাও অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে এবং তার প্রভাবও বেশি নয়। পক্ষান্তরে রামায়ণ যে কতভাবে অনুকৃত অনুসৃত

ও অনূদিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। খ্রীস্টীয় প্রথম শতকেই দেখি মহাকবি অশ্বঘোষ রামায়ণের আদর্শে রচনা করেন 'বুদ্ধচরিত' কাব্য। এই কাব্যখানিকে যদি 'বুদ্ধায়ন' নামে অভিহিত করা যায় তাহলেই এর স্বরূপ যথার্থভাবে প্রকাশ পায়। তার পরবর্তী কবিরা রামায়ণকে আদর্শমাত্ররূপে স্বীকার না করে প্রত্যক্ষ-ভাবেই রাম-কাহিনীকে অবলম্বন করে কাব্য-নাটকাদি রচনা করেন। এ ধরনের রামকাব্যের দ্বারা ভারতীয় সাহিত্য যুগে যুগেই অলংকৃত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে, রামায়ণই যে যুগে যুগে ভারতীয় চিন্তা ও চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত ও রূপদান করেছে তা নয়, ভারতীয় চিত্তও কালে কালে নিজের প্রয়োজনমতো রামায়ণকে নব নব রূপে গড়ে নিয়েছে। এইভাবে রামায়ণের সঙ্গে ভারতবর্ষের চিত্তগত ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই নিবিড়তর হয়ে উঠেছে। রামকাব্যের এই ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের অন্তরের ইতিহাসের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বলা বাহুল্য, সব বিবর্তনের ন্যায় এই বিবর্তনের মধ্যেও একটি ঐক্য অপরিবর্তিতরূপে নিত্যবিরাজমান আছে। এই সূক্ষ্ম ঐক্যসূত্রই ভারত-বর্ষের অতীতের সঙ্গে তার বর্তমানকে অচ্ছেদ্যরূপে গেঁথে রেখেছে। এইরূপেই রামায়ণ কাব্যখানি ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। তথ্যগত ইতিহাস নয়, সত্যগত ইতিহাস। নিছক তথ্যগত হলে রামায়ণের প্রভাব কখনও এমন গভীর হতে পারত না। কেননা তথ্য হচ্ছে বাইরের জিনিস, জাতির অন্ত-রাত্মাকে স্পর্শ করবার ক্ষমতা তার নেই এবং আপনার কালের সীমাকে অতিক্রম করে নিত্যকালকে সে অধিকার করতে পারে না। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ নারদ ঋষির মুখে বাল্মীকি কবিকে সম্বোধন করে বলেছেন :

সেই সত্য, যা রচিবে তুমি—
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

—'ভাষা ও ছন্দ', কাহিনী (১৯০০)

২

এই সত্যের ধারা সুদূর প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে এবং পূতসলিলা গঙ্গার স্রোতের মতোই ভারতীয় চিত্ত-ভূমিকে চিরশ্যামল করে রেখেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক-একটি যুগের যথার্থ পরিচয় পেতে হলে তৎকালীন রামকাব্যের আশ্রয় নেওয়া অত্যাবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আমাদের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুগ গুপ্তরাজত্ব-কালের যথার্থ রূপটি কালিদাসের রঘুবংশকাব্যে যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তেমন আর কিছুতেই নয়।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে যখন প্রাদেশিক ভাষাসমূহের অভ্যুদয় ঘটেছে তখনও রামকাহিনীর আশ্চর্য প্রভাব কিছুমাত্র ক্ষীণ হয় নি। বাংলা রামায়ণের কথা স্মরণ করলেই একথার তাৎপর্য বোঝা যাবে। সংস্কৃতসাহিত্যের আদিকবি যেমন বাল্মীকি, বাংলার আদিকবিও তেমনি কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাসের পূর্ববর্তী চর্যাপদগুলিকে কাব্য না বলে ঋগ্‌বেদের রচনাগুলির ন্যায় সূক্ত-পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করাই সমীচীন। বাংলাসাহিত্যের আদিকাব্য যে রাম-কাহিনীকে অবলম্বন করেই রচিত হল সেটা যেমন বিস্ময়ের বিষয় নয়, তেমনি

সুখের বিষয়ও বটে। কৃত্তিবাসের পূর্বেও যে বাংলাদেশে রামায়ণচর্চা ছিল তার প্রমাণ অভিনন্দ (সম্ভবতঃ খৃস্টীয় নবম শতক) এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর (একাদশ-দ্বাদশ শতক) রামচরিত (দ্বাদশ শতক) কাব্যদ্বয়। কৃত্তিবাসের রামায়ণ যেমন আদি বাংলাকাব্য, অভিনন্দের রামচরিতও সম্ভবতঃ তেমনি বাংলা-দেশের আদি সংস্কৃতকাব্য। যা হক, ভাববার বিষয় এই যে, বাংলাদেশ কৃত্তিবাস বা অন্য কবির কোনো একখানি রামায়ণ নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারে নি। যুগে যুগে বাংলাদেশে কত রামায়ণ যে রচিত হয়েছে তার হিসাব দেওয়া কঠিন। যতগুলি মহাভারত আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, বাংলা রামায়ণের সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশি। শুধু তাই নয়, যে কৃত্তিবাসী রামায়ণকে সব বাংলা রামায়ণের শীর্ষে স্থান দেওয়া হয় সেই কৃত্তিবাসী রামায়ণও একা কৃত্তিবাসেরই রচিত নয়। কৃত্তিবাসের সঙ্গে সমগ্র বাংলার জাতীয় চিত্তই এই মহাকাব্য রচনায় যোগ দিয়েছে। ফলে এক-এক যুগের আদর্শ ও রুচি অনুসারে কৃত্তিবাসী রামায়ণ আপন রূপ অল্পবিস্তর পরিবর্তন করেছে। ফলে আজকাল আমরা যে রামায়ণ-খানি পাই তা যথার্থতঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণমাত্র নয়, সেটি হচ্ছে আসলে বাংলা-দেশের জাতীয় মহাকাব্য। বাংলার জাতীয় ইতিহাস ও সাহিত্যে এই রামায়ণের স্থান কতখানি সে কথা আমাদের বিচার্য নয়।

শুধু বাংলা নয়, ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রাদেশিক সাহিত্যই রামায়ণের অমৃত-রসে পুষ্ট হয়েছে। তামিল (কম্বম-রামায়ণ), কানাড়ী (পম্পা-রামায়ণ) প্রভৃতি দ্রাবিড় সাহিত্যও অকৃপণহস্তেই রামচরিত্রকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছে। এই প্রাদেশিক রামায়ণগুলির মধ্যে তুলসীদাসের রামচরিতমানসই যে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই রামায়ণখানি স্বমহিমায় অতি অনা-য়াসেই প্রাদেশিকতার সীমা অতিক্রম করে সমগ্র ভারতবর্ষকেই গৌরবান্বিত করেছে। বস্তুতঃ তুলসীদাসী রামায়ণের স্থান শুধু ভারতীয় নয়, বিশ্বসাহিত্যেই সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে।—

> The most celebrated name in Hindi literature is undoubtedly that of Tulsidas, whose Hindi Ramayana has had great and deserved fame not only in India but throughout the whole world.
>
> —F. E. Keay, *Hindi Literature* (১৯২০)

ভারতীয় কবিসমাজে তুলসীদাসের আসন যে বাল্মীকি ও কালিদাসের পাশেই সে বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। তুলসী-রামায়ণের দুই দিক্, এক তার কাব্যসৌন্দর্য আর-এক তার নৈতিক সম্পদ্। নিছক কাব্যসৌন্দর্যের বিচারে রামচরিতমানসকে নিঃসংশয়েই বাল্মীকি-রামায়ণ ও রঘুবংশের যোগ্য উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করা যায়। নৈতিক প্রভাবের বিচারে রামচরিতমানসকে রঘুবংশের উপরেই স্থাপন করতে হয়। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের জাতীয় নৈতিক চরিত্রগঠনে রামচরিতমানস যে শক্তি দেখিয়েছে, এক ভগবদ্‌গীতা ছাড়া আর কারও সঙ্গেই তার তুলনা হয় না। গীতার সঙ্গেও তুলনা হয় কি না সন্দেহ। কেননা, গীতার প্রভাব মূলতঃ তত্ত্বময়, সংস্কৃতজ্ঞ শিক্ষিতসমাজেই তার প্রভাব সীমাবদ্ধ। তুলসী-রামায়ণের আকর্ষণশক্তি প্রত্যক্ষ আদর্শগত, তা অতি সহজেই ব্যাপকভাবে বিপুল জনতাকেও প্রভাবিত করে। এই কারণে পাশ্চাত্ত্য মনীষীরা এই রামায়ণকে উত্তরভারতের বাইবেল বলে বর্ণনা করেছেন। হিন্দীসাহিত্যের

ইতিহাস-রচয়িতা Keay সাহেব বলেন :

> Amongst all classes of Hindu community in North India, with the exception of a few Sanskrit pandits, it is today everywhere appreciated and venerated whether by rich or poor, old or young, learned or unlearned, and it has sometimes been called the Bible of the Hindu people of North India.

সুবিখ্যাত ভাষাবিৎ পণ্ডিত জর্জ গ্রীআর্সন সাহেবের মতও উদ্ধৃতিযোগ্য :

> Pandits may speak of the Vedas and the Upanishads, and a few may even study them, others may say that their beliefs are represented by the Puranas; but for the great majority of the people of Hindustan, learned and unlearned, the *Ramayana* of Tulsidas is the only standard of moral conduct.

—A. A. Macdonell-প্রণীত *India's Past* গ্রন্থে (১৯২৭) উদ্ধৃত

৩

রামায়ণের এই যে নৈতিক মর্যাদা, তার প্রধান কারণ রামচরিত্রের মহত্ত্ব। রামায়ণের সূচনাতেই দেখি বাল্মীকি নারদ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করছেন, পৃথিবীতে এমন মানুষ কে আছেন যিনি :

চারিত্রেণ চ কো যুক্তঃ সর্বভূতেষু কো হিতঃ।
বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈব প্রিয়দর্শনঃ॥
আত্মবান্ কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে॥

—আদিকাণ্ড, ১।৩-৪

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের ভাষা উদ্ধৃত করছি :

"কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,
কহ মোরে সর্বদর্শী, হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্য নাম।"
নারদ কহিলা ধীরে, "অযোধ্যার রঘুপতি রাম।"

—'ভাষা ও ছন্দ', কাহিনী (১৯০০)

"রামায়ণ এই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে। রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজের গুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।"

— 'রামায়ণ', প্রাচীন সাহিত্য

তাই বাল্মীকির এই উক্তি :

দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি আনে,
তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দে গানে।

বস্তুতঃ বাল্মীকি রামচন্দ্রকে দেবমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বলেই পরবর্তী কালে ভারতবর্ষ রামকে নরদেবতারূপে পূজার অর্ঘ্য দিয়েছিল। তার প্রমাণ আছে রামায়ণগ্রন্থেই। বাল্মীকি তাঁর মূল রামায়ণে (দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ কাণ্ড) রামকে মানুষরূপেই চিত্রিত করেছেন। কিন্তু নরচরিত্রের দেবমহিমায় মুগ্ধ হয়ে পরবর্তী কালের কোনো কবি রামায়ণের যে দুই কাণ্ড (আদি ও উত্তর) যোজনা করেন, তাতে রামচন্দ্র প্রত্যক্ষতঃ দেবতা বলেই স্বীকৃত হয়েছেন। অতঃপর ভারতবর্ষের সমগ্র রামসাহিত্যেই তাঁকে দেবতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রঘুবংশে তাঁকে বলা হয়েছে 'রামাভিধানো হরিঃ'। কৃত্তিবাসী রামায়ণেও রাম বিষ্ণুর অবতার বলেই বর্ণিত হয়েছেন। রামচন্দ্রের এই দেবত্ব সবচেয়ে পরিস্ফুট হয়েছে তুলসী-রামায়ণে। অথচ তাঁকে মানবমহিমার অতীত ও সাধারণ মানুষের আদর্শবহির্ভূত করে রাখা হয় নি। এইজন্যই তুলসী-রামায়ণের নৈতিক প্রভাব ভারতীয় সমাজকে এমনভাবে উন্নীত করতে পেরেছে। এই নৈতিক গৌরবেই রামায়ণ ভারতবর্ষের চিত্তে এমন অনন্যসাধারণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। বাল্মীকির অনতিদীর্ঘকালের মধ্যেই এই প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। তাই আদিকাণ্ডেই ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছে :

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্‌রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥

—আদিকাণ্ড, ২।৩৬

এই ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্ভব হয়েছিল তখনই যখন রামায়ণ ভারতবর্ষের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছিল, যখন এই কাব্যখানি দেশের চিত্তভূমিতে জাহ্নবী-হিমাচলের মতোই চিরন্তন প্রতিষ্ঠার অধিকারী হয়েছিল। সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতা ম্যাকডোনেল তাই বলেছেন :

No product of Sanskrit literature has enjoyed a greater popularity in India down to the present day than the *Ramayana*... Above all, it inspired the greatest poet of medieval Hindustan, Tulsidas, to compose in Hindi his version of the epic entitled *Ram-Charit-Manas*, which, with its ideal standard of virtue and purity, is a kind of Bible to a hundred millions of the people of Northern India.

—A. A. Macdonell, A History of Sanskrit Literature (১৯১৩), পৃ ৬১৭

রামায়ণের এই নীতিসম্পদের সঙ্গে ভারতবর্ষের আর কোনো সাহিত্যেরই তুলনা হয় না। ভারতীয় সাহিত্যের যে দুটি নরচরিত্র আমাদের জাতীয় চরিত্রের উপরে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে সে দুটি হল রাম এবং কৃষ্ণ। এই দুই চরিত্রের প্রভাব দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত পথে অগ্রসর হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা না করে শুধু তিনজন মনস্বী ব্যক্তির অভিমত উদ্‌ধৃত করেই নিরস্ত হব। হিন্দীসাহিত্যের ঐতিহাসিক Keay সাহেবের মত এই :

One most commendable feature of the *Ramayana* is its pure and lofty moral tone which it compares very favourably with the literature put forth by some of the devotees of Krishna.

—*Hindi Literature* (১৯২০), পৃ ৫৩

মনস্বী ঐতিহাসিক রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর বলেন :

In the Rama cultus Sita is dutiful and loving wife and is benignant towards devotees of her husband... There is no amorous suggestion in her story as in that of Radha, and consequently the moral influence of Ramaism is more wholesome... The Rama cultus represents a saner and purer form of Hindu religious thought than Radha-Krishnaism.

—*Vaishnavism* (১৯১৩), পৃ ৮৭

রবীন্দ্রনাথও বহুপূর্বেই অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন আরও বিশদ-ভাবেই :

'একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, পশ্চিমে, যেখানে রামায়ণ-কথাই সাধারণের মধ্যে বহুলপরিমাণে প্রচলিত সেখানে বাংলা অপেক্ষা পৌরুষের চর্চা অধিক। আমাদের দেশে হরগৌরী-কথায় স্ত্রী-পুরুষ এবং রাধাকৃষ্ণ-কথায় নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধ নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে ; কিন্তু তাহার প্রসর সংকীর্ণ, তাহাতে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের খাদ্য পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে রাধা-কৃষ্ণের কথায় সৌন্দর্যবৃত্তি এবং হরগৌরীর কথায় হৃদয়বৃত্তির চর্চা হইয়াছে ; কিন্তু তাহাতে ধর্মপ্রবৃত্তির অবতারণা হয় নাই। তাহাতে বীরত্ব, মহত্ত্ব, অবিচলিত ভক্তি ও কঠোর ত্যাগস্বীকারের আদর্শ নাই। রামসীতার দাম্পত্য আমাদের দেশপ্রচলিত হরগৌরীর দাম্পত্য অপেক্ষা বহুতরগুণে শ্রেষ্ঠ, উন্নত এবং বিশুদ্ধ, তাহা যেমন কঠোরগম্ভীর তেমনি স্নিগ্ধকোমল। রামায়ণকথায় একদিকে কর্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য অপরদিকে ভাবের অপরিসীম মাধুর্য একত্র সম্মিলিত। তাহাতে দাম্পত্য, সৌভ্রাত্র, পিতৃভক্তি, প্রভুভক্তি, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি মনুষ্যের যত প্রকার উচ্চ অঙ্গের হৃদয়বন্ধন আছে তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহাতে সর্বপ্রকার হৃদ্‌বৃত্তিকে মহৎ ধর্মনিয়মের দ্বারা পদে পদে সংযত করিবার কঠোর শাসন প্রচারিত। সর্বতোভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী এমন শিক্ষা আর কোনো দেশে কোনো সাহিত্যে নাই। বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণ-কথা হরগৌরী ও রাধা-কৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পৌরুষ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর।'

—'গ্রাম্যসাহিত্য' (১৮৯৮), লোকসাহিত্য

এই প্রসঙ্গে মনস্বী ভূদেবের একটি উক্তিও স্মরণীয় :

'হিন্দুজাতি সাধারণের আদর্শ নরনারী শ্রীরামচন্দ্র ও সীতা। হিন্দুজাতির অন্তর্নিবিষ্ট এবং শিরোভূত ব্রাহ্মণদিগের আদর্শ মহর্ষি বশিষ্ঠ। ঐ আদর্শ-

গুলির অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ পৃথিবীর আর কোন দেশে কোন কালে সৃষ্টি হইয়াছে কি? কোথাও হয় নাই।'

—সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২), তৃতীয় অধ্যায় : উন্নতিশীলতা

৪

এর চেয়ে বিশদভাবে রামায়ণের মহত্ত্ব বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। রামায়ণ-প্রচারিত এই সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব ও ধর্মপ্রেরণার আদর্শ যে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কাহিনী-প্লাবিত বাংলাদেশে যথোচিত প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, সেজন্য রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে গিয়েছেন। সুখের বিষয় সেই আক্ষেপের কারণ দূর করবার সুযোগ আজ উপস্থিত হয়েছে। বাল্মীকির মূল রামায়ণের সঙ্গে বাঙালির সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের পথ কিছু পরিমাণে সুগম হয়েছিল স্বর্গত রাজশেখর বসু-কৃত সারানুবাদের (১৩৫৩) দ্বারা। রাজশেখর যে বিশেষ প্রণালীতে রামায়ণের মূল-কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত আকারে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন তাতে রামায়ণ-অনুরাগী সাধারণ পাঠকের যথেষ্ট উপকার হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু রামায়ণের ন্যায় মহৎ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সারটুকু মাত্র নিয়ে জাতীয় জাগ্রত চেতনা কখনও তৃপ্ত থাকতে পারে না। তৃপ্ত থাকলে বাঙালির চিত্তদৈন্যই সূচিত হবে। স্বীকার করতে হবে রাজশেখরের সারানুবাদের দ্বারা কোনো কোনো বিষয়ে আমাদের মহদুপকার সাধিত হয়েছে। এক শ্রেণীর পাঠকের মন বৃহদায়তন গ্রন্থের প্রতি স্বতঃই বিমুখ থাকে। রাজশেখরের গ্রন্থ তাঁদের অনেকেরই তৃপ্তি-সাধন করেছে, বাল্মীকি-রামায়ণ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণে পার্থক্য কত সুবিস্তৃত তা উপলব্ধি করতেও সহায়তা করেছে। ফলে বহুসংখ্যক পাঠকের মনে সমগ্র বাল্মীকি-রামায়ণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছে। তাঁদের পক্ষে আর সারানুবাদ নিয়ে তৃপ্ত থাকা সম্ভব নয়। সারাংশ যতই সু-নির্বাচিত হক, অংশ কখনও সমগ্রের অভাব পূরণ করতে পারে না। সকলের রুচি ও জিজ্ঞাসা এক প্রকৃতির নয়। ফলে কোনো একজনের রুচিবুদ্ধি অনুসারে নির্বাচিত অংশের দ্বারা সকলের রুচি তৃপ্ত ও জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হতে পারে না। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, রাজশেখরের বর্জিত অংশগুলিতেও বহু জ্ঞাতব্য বিষয়, আনন্দ ও ঔৎসুক্যের বহু উপাদান নিহিত আছে। ফলে সমগ্রের সঙ্গে পরিচয় না হলে মূল রামায়ণের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ এবং আমাদের রসবোধ অতৃপ্ত থেকে যাবে, বহু মূল্যবান্ উত্তরাধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত হব। আর, ভারতীয় চিত্তসংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের অন্তরের সংযোগ হবে ব্যাহত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে একথা উপলব্ধি করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, রমেশচন্দ্র দত্ত এবং আরও অনেকে। ঈশ্বরচন্দ্র মহাভারত অনুবাদে ব্রতী হয়েছিলেন। অনুক্রমণিকা অধ্যায় অনুবাদ করার পরে জানতে পারেন কালীপ্রসন্ন সিংহও এই কাজ করছেন। একথা জেনে তিনি নিজে অনুবাদকার্য থেকে নিরস্ত হন এবং কালীপ্রসন্নকে তাঁর অনুবাদকার্যে নানাভাবে সহায়তা করেন। কালীপ্রসন্ন বহু পণ্ডিত ব্যক্তির সহায়তায় মহাভারত-অনুবাদ সমাপ্ত করেন বহু বৎসরের প্রচেষ্টায় (১৮৬০-৬৬)। রামায়ণ-অনুবাদের অভি-প্রায়ও তাঁর ছিল। কিন্তু যে কারণেই হক, সে কাজ তিনি আরম্ভ করতে পারেন নি। মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৭০ সালে। মহাভারত-অনুবাদে যাঁরা

কালীপ্রসন্নের সহায়তা করেছিলেন তাঁদের অন্যতম হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন (? ১৮৩১-১৯০৬)। মহাভারত-অনুবাদের শেষ খণ্ড প্রকাশের (১৮৬৬) পরে হেমচন্দ্র স্বাধীনভাবে রামায়ণ-অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং প্রায় পনেরো বৎসরের (১৮৬৯-৮৪) একক প্রচেষ্টায় এই সুকঠিন কর্তব্য সমাপ্ত করেন। মহাভারত ও রামায়ণের অনুবাদে তাঁর জীবনের প্রায় ত্রিশ বৎসর উদ্‌যাপিত হয়। মহাভারত-অনুবাদে লব্ধ অভিজ্ঞতা নিয়েই তিনি রামায়ণ-অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাই অনুবাদের উৎকর্ষ সর্বত্র একবাক্যে অভিনন্দিত হয়েছিল। এ বিষয়ে আর-একটি বিশেষ স্মরণীয় বিষয় এই যে, তিনি শুধু বঙ্গানুবাদ করেই নিরস্ত হন নি। মূল সংস্কৃত পাঠ ও তার টীকাসহ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। এটি তাঁর মতো পরম সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতের যোগ্য কাজ বলে অবশ্য স্বীকার্য। ফলে তাঁর অনুবাদ যে শুধু ভাষাগত উৎকর্ষের জন্যই প্রশংসিত হয়েছিল তা নয়, তাঁর অনুবাদের মূলানুগত্যও সমভাবে স্বীকৃত হয়েছিল।

তাঁর এই অসামান্য অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার দ্বারা তিনি রমেশচন্দ্র দত্তের ন্যায় ভারতীয় সাহিত্য ও শাস্ত্রানুরাগী কৃতবিদ্য ব্যক্তির শ্রদ্ধা অর্জনেও সমর্থ হয়েছিলেন। রমেশচন্দ্র অগ্রগণ্য পণ্ডিতদের সহায়তায় ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। তিনি রামায়ণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদকর্মের দায়িত্ব অর্পণ করেন হেমচন্দ্রের উপরে। এই অনুবাদ প্রকাশিত হয় 'হিন্দুশাস্ত্র' গ্রন্থমালার ষষ্ঠ গ্রন্থরূপে (১৮৯৬)। এই গ্রন্থের ভূমিকায় রমেশচন্দ্র লেখেন—

> "পণ্ডিতবর শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ইতিপূর্বে মূল সংস্কৃত রামায়ণ এবং তাহার একখানি বিস্তীর্ণ ও সর্বাঙ্গসুন্দর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গ-দেশে কীর্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদের ন্যায় উৎকৃষ্ট বঙ্গানুবাদ আর একখানিও নাই। তাঁহার কৃত রামায়ণের এই সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বঙ্গীয় পাঠকমাত্রের নিকটই আদরণীয় হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।"

দেখা যাচ্ছে, হেমচন্দ্র শুধু যে সম্পূর্ণ রামায়ণের সর্বাঙ্গসুন্দর ও উৎকৃষ্ট বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেই কীর্তিমান্ হয়েছিলেন তা নয়, রামায়ণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদকার্যের দ্বারাও রমেশচন্দ্রের ন্যায় ব্যক্তির অভিনন্দন লাভ করেছেন। রামায়ণের সমগ্রানুবাদ ও সারানুবাদ, এই দুই ক্ষেত্রেই সমান কৃতিত্ব অর্জন করে হেমচন্দ্র নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অ-তুলনীয় মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন। একথাও মনে রাখা উচিত যে, সারানুবাদের ক্ষেত্রেও তিনিই অগ্রণী, রাজশেখর তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরী। হেমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত রামায়ণ এখন অপ্রাপ্য ও প্রায় বিস্মৃত। তার স্থান অধিকার করেছে রাজশেখরের সুখপাঠ্য প্রাঞ্জল অনুবাদ। রাজশেখরের সারানুবাদ স্বভাবতঃই প্রাচীনসাহিত্য-প্রেমিক, গবেষক ও জিজ্ঞাসু পাঠকের মনে সমগ্র রামায়ণ পাঠের গভীর আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছে। অথচ আমাদের সাহিত্যে দীর্ঘকাল যাবৎ সমগ্র রামায়ণের নির্ভরযোগ্য কোনো অনুবাদ প্রচলিত নেই, হেমচন্দ্রের ন্যায় কৃতী অনুবাদকের গ্রন্থও উপেক্ষিত। এটা পূর্বসূরীদের প্রতি অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক এবং আমাদের সকলের পক্ষে পরম লজ্জার বিষয়। অবশেষে হেমচন্দ্র-কৃত রামায়ণের সমগ্র অনুবাদ পুনঃপ্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে 'ভারবি' প্রকাশন-সংস্থা এবং বিশেষ করে তার উৎসাহী উদ্‌যোক্তা শ্রী গোপীমোহন সিংহরায় আমাদের এই লজ্জা নিরসন করলেন। বাংলা সাহিত্যের এই লজ্জাজনক অভাব মোচন করে তিনি

শুধু সাহিত্যানুরাগীদেরই নয়, পরন্তু সমগ্র বাঙালি জাতিরই কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। কেননা, এই গ্রন্থপ্রকাশের দ্বারা চিরন্তন ভারতবর্ষের সঙ্গে শুধু বাংলা-সাহিত্যকে নয়, বস্তুতঃ বাঙালির জাতীয় চিত্তকেই পুনঃসংযুক্ত করা হল। বাঙালি জাতির পক্ষে এর চেয়ে বড় লাভ আর কিছুই হতে পারে না। কারণ রামায়ণের অনুবাদ একটি গ্রন্থের ভাষান্তরণমাত্রই নয়, এ অনুবাদ আসলে বৃহৎ ভারতবর্ষের একটি মহৎ আদর্শ ও সংকল্পেরই অনুবাদ।

পরিশেষে বলতে আনন্দ হচ্ছে, এই মহাগ্রন্থখানির সুচারু মুদ্রণপারিপাট্য, বহিরঙ্গসৌষ্ঠব ও আধুনিক রুচিসম্মত অলংকরণবৈশিষ্ট্যের দ্বারা শুধু যে বাল্মীকি-রামায়ণের বিষয়গত গুরুত্ব ও মর্যাদা রক্ষিত হল তা নয়, ভারবি-প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনকলাগত স্বীকৃত খ্যাতিও বর্ধিত হল। এক কথায়, বাংলা গ্রন্থনশিল্পের ইতিহাসে একটি নূতন গৌরবময় কাষ্ঠা স্থাপিত হল। আশা করি, ভারবি-প্রতিষ্ঠানের অক্লান্তকর্মা অধিকর্তা শ্রী গোপীমোহন সিংহরায়ের সযত্ন ও সনিষ্ঠ প্রচেষ্টাজাত এই সুদর্শন গ্রন্থখানি প্রত্যেক গুণী ও রুচিবান্ পাঠকের কাছে সাদর অভিনন্দন লাভ করবে।

২৫ পৌষ ১৩৮১ প্রবোধচন্দ্র সেন

সুন্দরকাণ্ড

প্রথম সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর হনুমান জানকীর উদ্দেশ্যে ব্যোমপথে যাইবার সংকল্প করিলেন। তিনি এই দুষ্কর কর্ম নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করিবার জন্য গ্রীবা ও মস্তক উত্তোলন করিয়া বৃষভের ন্যায় শোভিত হইলেন এবং সলিল-শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন ভূপৃষ্ঠে স্বৈরপদে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ মহাবল গর্বিত সিংহের ন্যায় মৃগসকল দলিত এবং বক্ষের আঘাতে পাদপদল ভগ্ন করিয়া পক্ষিগণকে একান্ত শঙ্কিত করিয়া তুলিলেন। মহেন্দ্র পর্বতে নানারূপ ধাতু, তৎসমুদয় স্বভাবজাত ও নির্মল, ইতস্ততঃ নীল, রক্ত ও পাটল রাগ বিস্তাব করিতেছে। তথায় সুরপ্রভাব সুরূপ যক্ষ, কিন্নর ও গন্ধর্বগণ উজ্জ্বলবেশে নিরন্তর রহিয়াছেন। হনুমান উহার নিম্নদেশে দণ্ডায়মান হইয়া হ্রদমধ্যস্থ মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি সূর্য, ইন্দ্র, স্বয়ম্ভূ বায়ু ও ভূতগণকে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদনপূর্বক পিতা পবনকে পশ্চিমাস্যে বন্দনা করিলেন এবং রামের অভ্যুদয়-কামনায় পর্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় বর্ধিত হইতে লাগিলেন। বানরগণ চতুর্দিক হইতে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে উঁহাকে দেখিতে লাগিল। ঐ মহাবীর সমুদ্র লঙ্ঘনে প্রস্তুত হইলেন! তাঁহার দেহ অতিপ্রমাণ ; তিনি করচরণে পর্বতকে সুদৃঢ়রূপ ধারণ করিলেন। গিরিবর মহেন্দ্র তৎক্ষণাৎ বিচলিত হইয়া উঠিল। বৃক্ষের পুষ্পসকল পতিত হইতে লাগিল। ঐ সমস্ত সুগন্ধি পুষ্প সর্বত্র সমাকীর্ণ হওয়াতে পর্বত যেন পুষ্পময় হইয়া গেল। তৎকালে হনুমান বল প্রকাশপূর্বক ক্রমশঃ উহাকে নিষ্পীড়ন করিতেছেন ; মহেন্দ্র মদমত্ত মাতঙ্গবৎ জলধারা প্রবাহিত করিতে লাগিল। উহার কোন স্থানে স্বর্ণের প্রভা, কোথাও রজতের আভা এবং কোথাও বা কজ্জলের কৃষ্ণকান্তি ; কিন্তু ঐ প্রবল জলস্রোতে সমস্তই বিপর্যস্ত হইয়া গেল। মনঃশিলার সহিত বিশাল শিলা স্খলিত হইতে লাগিল ; সুতরাং শৈল জ্বালা-করাল বহ্নির ধূমশিখার ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। গহ্বরস্থ জীবজন্তুগণ বিকৃতস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল ; দিক্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল ; উরগগণ স্বস্তিকচিহ্নিত স্থূল ফণমণ্ডল উত্তোলন করিয়া, ক্রোধভরে ঘোর অনল উদ্গারপূর্বক অনবরত শিলা দংশন করিতে লাগিল। শিলাসকল ঐ বিষাক্ত সর্পতুণ্ডে খণ্ড খণ্ড হইয়া হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। তথায় যে-সমস্ত ওষধি ছিল, বিষঘ্ন হইলেও তৎসমুদয় আর বিষের উপশম করিতে পারিল না।

অনন্তর মহর্ষিগণ অকস্মাৎ এই লোমহর্ষণ কাণ্ড উপস্থিত দেখিয়া মনে করিলেন, বুঝি ব্রহ্মরাক্ষসেরা এই পর্বত বিদীর্ণ করিতেছে। এই ভাবিয়া সকলে ভয়বিহ্বল চিত্তে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদ্যাধরগণ পানভূমিস্থ স্বর্ণাসন, স্বর্ণপাত্র, স্বর্ণকমণ্ডলু, স্বাদু লেহন-দ্রব্য, বিবিধ মাংস, আর্ষভ চর্ম ও স্বর্ণমুষ্টি খড়্গ পরিত্যাগপূর্বক প্রমদাগণের সহিত ভীতমনে ধাবমান হইলেন। রমণীগণ হার নূপুর ও কেয়ূর ধারণপূর্বক রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনে বেশ রচনা

করিয়া মদরাগ-লোহিতলোচনে বিহার করিতেছিল। ইত্যবসরে উহারা সহসা এই অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত দেখিয়া স্ব-স্ব নায়কের সহিত গগনমার্গে আরোহণপূর্বক হর্ষ ও বিস্ময়ভরে সমস্ত প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। মহর্ষিগণ মিলিত হইয়া পরস্পর এই প্রকার জল্পনা আরম্ভ করিলেন, এই পর্বতপ্রমাণ মহাবীর হনুমান মহাবেগে শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিবেন। ইনি রামের ও বানরগণের শুভসংকল্পে অতি দুষ্কর সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া এই অপার সমুদ্র অনায়াসে পার হইবেন।

তখন বিদ্যাধরগণ মহর্ষিদিগের মুখে এই কথা শুনিয়া একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং পর্বতোপরি হনুমানকে বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে ঐ প্রদীপ্তপাবকতুল্য মহাবল ঘন ঘন কম্পিত হইতেছেন এবং সর্বাঙ্গের রোমস্পন্দনপূর্বক জলদগম্ভীররবে গর্জন করিতেছেন। তাঁহার লাঙ্গুল অনুক্রমে বর্তুল ও লোমে আচ্ছন্ন। তিনি লম্ফপ্রদান করিবার সংকল্পে উহা ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ-পূর্বক পৃষ্ঠদেশে মুহুর্মুহু আস্ফালন করিতে লাগিলেন। বোধ হইল, যেন বিহগরাজ গরুড় একটি ভীষণ অজগরকে লইয়া প্রস্থান করিতেছেন।

অনন্তর ঐ মহাবীর, অর্গলাকার ভুজদণ্ড পর্বতের উপর দৃঢ়রূপে স্থাপন করিলেন; পদযুগল সঙ্কুচিত করিয়া, ক্রোড়দেশে সর্বাঙ্গ আকুঞ্চন করিয়া লইলেন এবং গ্রীবা ও বাহুদ্বয় খর্ব করিয়া তেজ ও বলবীর্যে বর্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টি নিরন্তর ঊর্ধ্বে; তিনি হৃদয়ে প্রাণরোধপূর্বক নির-বচ্ছিন্ন গমনপথ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন এবং লম্ফপ্রদানের ইচ্ছায় কর্ণসঙ্কোচ করিয়া বানরগণকে কহিলেন, দেখ, আজ আমি রামের শরদণ্ডের ন্যায় বায়ুবেগে রাবণরক্ষিত লংকায় গমন করিব। যদি তথায় জানকীর দর্শন না পাই, তবে এই বেগেই দেবলোকে উপস্থিত হইব। যদি সে স্থানেও কৃতকার্য না হই, তবে লংকাপুরী উৎপাটনপূর্বক রাক্ষসরাজ রাবণকে বন্ধন করিয়া আনিব।

এই বলিয়া ঐ মহাবীর, গরুড়ের ন্যায় বেগ প্রদর্শনপূর্বক অকাতরে লম্ফ প্রদান করিলেন। পর্বতস্থ বৃক্ষসকল শাখাপ্রশাখা সঙ্কুচিত করিয়া চতুর্দিক হইতে উঁহার সহিত মহাবেগে উত্থিত হইল। বৃক্ষসমূহে নানাপ্রকার পুষ্প, বিহঙ্গেরা উন্মত্ত হইয়া কলরব করিতেছে। হনুমান গমনবেগে ঐ সকল বৃক্ষ সমভিব্যাহারে লইয়া নির্মল ব্যোমপথে যাইতে লাগিলেন। তখন স্বজনগণ যেমন সুদূরগামী বন্ধুর এবং সৈন্যেরা যেমন নৃপতির অনুগমন করে, সেইরূপ শাল তাল প্রভৃতি বৃক্ষসকল মুহূর্তকাল উঁহার অনুসরণ করিল। ঐ সময়

পর্বতপ্রমাণ হনুমান পুষ্প অঙ্কুর ও কলিকায় সমাকীর্ণ হইয়া খদ্যোতপরিবৃত শৈলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর সারবৎ বৃক্ষসকল স্খলিতবেগে পুষ্পভার পরিত্যাগ করিয়া, পক্ষ-চ্ছেদনভয়ে পর্বতের ন্যায় সাগরজলে নিমগ্ন হইল এবং পুষ্পরাশি লঘুত্ববশতঃ ক্রমশঃ আসিয়া পতিত হইতে লাগিল। তখন মহাসমুদ্র ঐ সমস্ত সুগন্ধি বিচিত্র পুষ্পে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া বিদ্যুন্মণ্ডিত মেঘ ও নক্ষত্রখচিত আকাশের ন্যায় দৃষ্ট হইল। হনুমানের বাহুদ্বয় অম্বরতলে প্রসারিত, তৎকালে উহা গিরিবিবরনিঃসৃত পঞ্চমুখ উরগের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ বীর যেন তরঙ্গসঙ্কুল মহাসমুদ্রকে এবং অসীম আকাশকে পান করিবার জন্য যাইতেছেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় পিঙ্গল ও বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল, উহা পর্বতোপরি প্রজ্বলিত অনলবৎ প্রকাশিত হইতেছে এবং পরিবেষভীষণ চন্দ্রসূর্যের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছে। তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, উহা রক্তনাসিকা-সংযোগে যেন সন্ধ্যারাগে ভাস্করের প্রভা বিস্তার করিতে লাগিল। উঁহার লাঙ্গুল ঊর্ধ্বে উচ্ছ্রিত, উহা ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি ঐ লাঙ্গুলচক্রে বেষ্টিত হইয়া জ্যোতিশ্চক্রগত সূর্যের ন্যায় নিতান্ত ভীমদর্শন হইলেন। উঁহার কটিতট সম্যক্ লোহিত, সুতরাং পর্বত যেমন দলিত ধাতুদ্বারা শোভা পায়, তিনি সেইরূপই শোভিত হইলেন। উঁহার কক্ষ্যান্তর-গত বায়ু জলদবৎ গম্ভীররবে গর্জন করিতেছে। উল্কা যেরূপ উত্তর দিক হইতে নিঃসৃত হইয়া গগনে লম্বরেখায় নিরীক্ষিত হয়, হনুমান ঐ সুদীর্ঘ লাঙ্গুল দ্বারা সেইরূপই দৃষ্ট হইলেন। তাঁহার দেহ ঊর্ধ্বে এবং ছায়া সমুদ্রবক্ষে; সুতরাং তিনি বায়ুবেগপ্রেরিত নৌ-যানের ন্যায় যাইতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর সমুদ্রের যে-যে স্থান অতিক্রম করিয়া চলিলেন, সেই-সকল স্থান উঁহার গতিবেগে উন্মত্তের ন্যায় অনবরত তরঙ্গ আস্ফালন করিতে লাগিল। তিনি শৈলবৎ বিশাল বক্ষে সাগরের ঊর্মিজাল প্রতিহত করিয়া মহাবেগে যাইতেছেন। একে উঁহার দেহবায়ু নিতান্ত প্রবল, তাহাতে আবার মেঘবায়ু উত্থিত হইয়াছে, সুতরাং ঐ গভীরনাদী সমুদ্র যারপরনাই বিচলিত হইয়া উঠিল। হনুমান গতিবেগে উহার বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গসকল আকর্ষণপূর্বক পৃথিবী ও অন্তরীক্ষকে যেন পৃথক নিক্ষেপ করিয়া যাইতেছেন। বোধ হইল, তৎকালে তিনি মেরু-মন্দরাকার ঊর্মিজাল একাদিক্রমে গণনা করিতেছেন। ঐ সমস্ত ঊর্মি হনুমানের বেগে মেঘপথ পর্যন্ত উত্থিত হইয়া আকাশে প্রসারিত শারদীয় জলদের ন্যায়

দৃষ্ট হইল। তখন বস্ত্রাপকর্ষণে সমগ্র অবয়ব যেমন সুস্পষ্ট দেখা যায়, তদ্রূপ সমুদ্রচর জীবজন্তুগণ সম্পূর্ণ নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। উরগগণ ব্যোমমার্গে হনুমানকে গমন করিতে দেখিয়া বিহঙ্গরাজ গরুড়বোধে যারপরনাই ভীত হইল। ঐ মহাবীরের ছায়া দশ যোজন বিস্তীর্ণ ও ত্রিশ যোজন দীর্ঘ, বেগপ্রভাবে উহা অতি সুদৃশ্য হইয়া উঠিল। ছায়া সততই তাঁহার অনুগামিনী, উহা সমুদ্রবক্ষে নিপতিত হইয়া স্বচ্ছ মেঘশ্রেণীর ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি নিরবলম্ব আকাশে সপক্ষ পর্বতবৎ যাইতেছেন। তাঁহার গমনবেগে মেঘ হইতে বারিধারা নিঃসৃত হইয়া সমুদ্রকে যেন পয়ঃপ্রণালীর অনুরূপ করিয়া তুলিল। ঐ মহাকায় মহাবল নানা বর্ণের মেঘ আকর্ষণপূর্বক কখন ভীমবেগে বায়ুর ন্যায় এবং কখন বা পক্ষিমার্গে গরুড়ের ন্যায় চলিয়াছেন। তিনি গতি-প্রসঙ্গে একবার মেঘের অন্তরালে আবার বহির্ভাগে, সুতরাং তৎকালে প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশিত চন্দ্রের ন্যায় যারপরনাই শোভিত হইলেন।

তখন দেবতা ও গন্ধর্বেরা হনুমানকে এই অদ্ভুত কার্যসাধনে প্রবৃত্ত দেখিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সূর্যদেব উত্তাপদানে বিরত হইলেন। বায়ু স্নিগ্ধস্রোতে বহিতে লাগিলেন। নাগ, যক্ষ ও রাক্ষসেরা ঐ মহাবীরকে অপরিশ্রান্ত দেখিয়া স্তুতিবাদ আরম্ভ করিলেন। ঋষিগণ উঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাসমুদ্র ইক্ষ্বাকুকুলের সম্মান কামনায় ভাবিলেন, এক্ষণে যদি আমি এই কপিপ্রবীর হনুমানকে সাহায্য না করি, তবে নিশ্চয়ই লোকে আমার অযশ ঘোষণা করিবে। ইক্ষ্বাকুরাজ সগর আমাকে সংবর্ধিত করিয়াছেন, এই মহাবীর সেই ইক্ষ্বাকুবংশের পরম সহায়। এক্ষণে যাহাতে ইঁহার শ্রান্তি দূর হয়, তাহাই আমার কর্তব্য হইতেছে। ইনি গতক্লম হইয়া গন্তব্য পথের অবশেষ অক্লেশে অতিক্রম করিবেন।

সমুদ্র এইরূপ সুযুক্তি করিয়া সলিলমগ্ন কনকময় মৈনাককে কহিলেন, মৈনাক! সুররাজ ইন্দ্র পাতালবাসী অসুরগণের সঞ্চার রোধ করিবার নিমিত্ত তোমাকে অর্গলস্বরূপ স্থাপন করিয়াছেন। তুমিও ঐ সকল দুষ্টবীর্য দুরাত্মা-দিগের পুনরুত্থানে ব্যাঘাত দিবার জন্য অতলস্পর্শ পাতালের নির্গমন-দ্বার অবরোধ করিয়া আছ। তোমার শক্তি অতীব অদ্ভুত। তুমি সর্বতোভাবে বর্ধিত হইতে পার। এক্ষণে এই জন্যই আমি তোমায় নিয়োগ করিতেছি, তুমি অবিলম্বে সমুদ্র হইতে গাত্রোত্থান কর। ঐ দেখ, কপিকেশরী মহাবীর হনুমান রামের কার্যসাধন-সঙ্কল্পে আকাশপথে ক্রমশঃ তোমার নিকটস্থ হইতেছেন। উনি শ্রান্ত ও ক্লান্ত, অতএব তুমি সত্বরই উত্থিত হও।

অনন্তর গিরিবর মৈনাক সমুদ্রের জলরাশি ভেদ করিয়া সহসা বৃক্ষলতার সহিত উত্থিত হইল। বোধ হইল, যেন খরতেজ ভাস্কর মেঘের আবরণ উন্মোচন-পূর্বক উদিত হইলেন। ঐ পর্বতের চতুষ্পার্শ্ব সাগরজলে বেষ্টিত, শিখরসকল স্বর্ণময়, গগনস্পর্শী ও উজ্জ্বল এবং কিন্নর ও উরগে পরিপূর্ণ। তৎকালে উহার জ্যোতিতে অসিশ্যামল আকাশ স্বর্ণবর্ণ হইয়া উঠিল।

তখন হনুমান মৈনাককে সহসা সম্মুখে উত্থিত দেখিয়া, লবণসমুদ্রের মধ্যে বিঘ্ন বোধ করিলেন এবং বায়ু যেমন মেঘকে অপসারিত করিয়া যায়, তদ্রূপ উহাকে বক্ষের আঘাতে নিক্ষিপ্ত করিয়া চলিলেন। তদ্দর্শনে গিরিবর মৈনাক উঁহার গমনবেগ অনুধাবন করিয়া, হর্ষভরে গর্জন করিতে লাগিল এবং মনুষ্য-রূপ ধারণ এবং স্বীয় শিখরে আরোহণপূর্বক প্রীতমনে কহিল, কপিরাজ!

তুমি অতি দুষ্কর কর্মসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ। অতএব আমার শিখরে উপবেশন করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রামসুখ অনুভব কর। দেখ, রঘুবংশীয়েরা এই মহাসমুদ্রকে বর্ধিত করিয়াছেন। তুমি রামের হিতব্রতে দীক্ষিত, তদ্দর্শনে সমুদ্র তোমায় অর্চনা করিতেছেন। প্রত্যুপকার করাই সনাতন ধর্ম। তিনি তোমাকে পূজা করিবার জন্য আমাকে বহুমানপূর্বক নিয়োগ করিলেন এবং কহিলেন, এই কপিপ্রবীর শতযোজন লঙ্ঘন করিবার নিমিত্ত আকাশমার্গ দিয়া যাইতেছেন। তিনি তোমার শিখরে ক্লান্তি দূর করিয়া গন্তব্যশেষ অক্লেশে অতিক্রম করিবেন। বীর! এক্ষণে তুমি দাঁড়াও, এবং আমার শিখরে গতক্লম হইয়া যাও। এই স্থানে সুস্বাদু সুগন্ধি কন্দ, মূল, ফল সুপ্রচুর রহিয়াছে, তুমি ইচ্ছানুরূপ ভক্ষণ কর। তোমার সহিত আমার কোন একটি সম্বন্ধ আছে, তুমি ভুবনবিখ্যাত ও গুণবান; এই জীবলোকে যত বেগবান বানর দেখিতে পাওয়া যায়, তুমি তৎসর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তোমার কথা কি, সামান্য অতিথিকেও সৎকার করা সুবিজ্ঞ ধার্মিকের কর্তব্য হইতেছে। তুমি দেবপ্রধান বায়ুর পুত্র এবং বেগে তাঁহারই অনুরূপ; সুতরাং তোমায় পূজা করিলে তিনিই সমাদৃত হইবেন। বীর! এক্ষণে যে কারণে তুমি আমার পূজনীয় হইতেছ, তাহারও উল্লেখ করি, শ্রবণ কর।

সত্যযুগে পর্বতসমূহের পক্ষ ছিল। উহারা গরুড়বৎ মহাবেগে সর্বত্র পরিভ্রমণ করিত। তদ্দর্শনে দেবতা ও মহর্ষিগণ পর্বতপাত আশঙ্কায় নিতান্তই ভীত হইয়া উঠেন।

অনন্তর সুররাজ ইন্দ্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাদের পক্ষচ্ছেদে প্রবৃত্ত হন। একদা তিনি বজ্রাস্ত্র উদ্যত করিয়া ক্রোধভরে আমার নিকটস্থ হইলেন। কিন্তু তৎকালে তোমার পিতা পবন আমায় আকাশে তুলিয়া এই লবণসমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। তিনি আমায় গোপন করিয়াছিলেন বলিয়া আমার পক্ষ রক্ষা হয়। বীর! আমি এই জন্যই তোমায় সম্মান করিতেছি। তুমি আমার পরম মান্য এবং তোমার সহিত এই আমার সম্বন্ধ। এক্ষণে প্রত্যুপকারের কাল উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি প্রসন্নমনে আমাদের প্রীতি বর্ধন কর। বায়ু সম্পর্কে আমিও তোমার পূজ্য। আমি তোমায় দেখিয়া সবিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। অতঃপর তুমি শ্রান্তি দূর করিয়া আমার প্রদত্ত পূজা গ্রহণ কর।

তখন হনুমান কহিলেন, মৈনাক! আমি তোমার এই প্রার্থনায় একান্ত প্রীত হইলাম। এক্ষণে প্রসঙ্গমাত্রেই আতিথ্য অনুষ্ঠিত হইল, তজ্জন্য তুমি কিছুমাত্র ক্ষোভ করিও না। কার্যকাল আমাকে ব্যস্তসমস্ত করিয়া তুলিতেছে, দিবসও প্রায় অবসান হইয়া আসিল। বিশেষতঃ আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, শতযোজনের মধ্যে আমি কোন স্থানে কদাচ বিশ্রাম করিব না। যাহাই হউক, এক্ষণে চলিলাম। এই বলিয়া মহাবীর হনুমান মৈনাককে স্পর্শমাত্র করিয়া অপ্রতিহতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। সমুদ্র ও শৈল সবহুমানে উঁহাকে নিরীক্ষণপূর্বক সমুচিত বাক্যে প্রশংসা ও আশীর্বাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

অনন্তর হনুমান ক্রমশঃ দূরতর আকাশে আরোহণ করিলেন এবং মৈনাককে দেখিতে দেখিতে মহাবেগে যাইতে লাগিলেন। তখন সুর, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ এই দুষ্কর কার্য দর্শন করিয়া উঁহার সবিশেষ প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে সুররাজ ইন্দ্র মৈনাকের সদাচরণে একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া বাষ্প-গদগদ কণ্ঠে কহিলেন, মৈনাক! হনুমান ভয়ের কারণ সত্ত্বেও নির্ভয় হইয়া এই শত-যোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিতেছেন। তুমি উঁহার শ্রান্তিনাশে সাহায্য করিয়াছ।
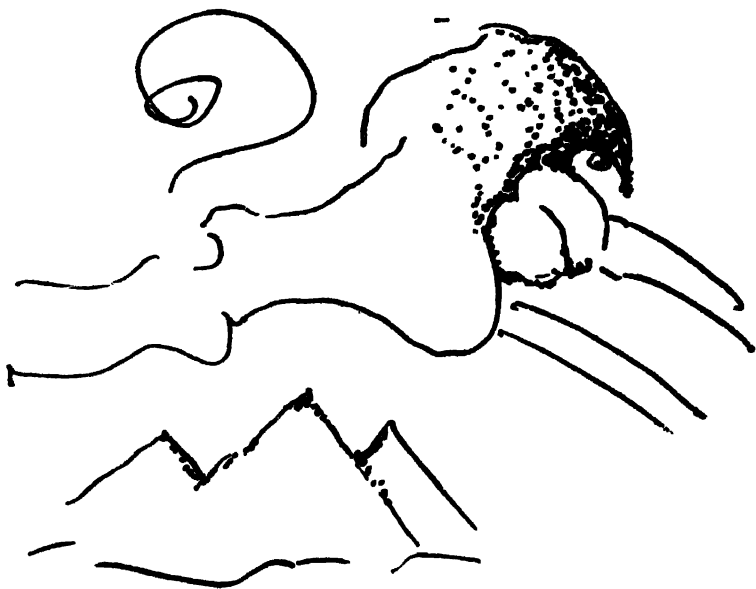
ঐ মহাবীর রামের হিতোদ্দেশেই চলিয়াছেন, তুমি যথাশক্তি ইঁহার অর্চনা করিয়াছ ; এই কারণে আমি নিতান্তই প্রীত হইলাম। এক্ষণে তোমাকে অভয় দান করিতেছি, তুমি যথায় ইচ্ছা প্রস্থান কর।

তখন গিরিবর মৈনাক ইন্দ্রকে প্রসন্ন দেখিয়া একান্ত পরিতুষ্ট হইল এবং উঁহার নিকট বর গ্রহণপূর্বক পুনর্বার সাগরজলে প্রবেশ করিল।

অনন্তর সুর, সিদ্ধ, মহর্ষি ও গন্ধর্বগণ নাগজননী তেজস্বিনী সুরসাকে পরম সমাদরে কহিলেন, দেবি! এই পবনকুমার শ্রীমান হনুমান সমুদ্র পার হইতেছেন। তুমি পর্বতাকার ঘোর রাক্ষসমূর্তি ধারণপূর্বক পিঙ্গল চক্ষু ও বিকট দন্ত বিস্তার করিয়া ক্ষণকালের জন্য ইঁহার গমনপথে বিঘ্ন আচরণ কর। আমরা ঐ বীরের বলবীর্য জানিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছি। দেখিব, ইনি কোন কৌশলে তোমায় পরাজয় করেন, কি ভয়ে অবসন্ন হন।

তখন সুরসা ভীষণ বিরূপ রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়া হনুমানের গতিরোধ-পূর্বক কহিল কপিরাজ! দেবগণ তোমাকে আমার ভক্ষ্যস্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং আজ আমি তোমায় ভক্ষণ করিব। এক্ষণে তুমি আমার এই আস্যকুহরে প্রবিষ্ট হও। এই বলিয়া সুরসা মুখব্যাদানপূর্বক হনুমানের নিকট দণ্ডায়মান হইল। তখন হনুমান প্রফুল্ল বদনে কহিলেন, ভদ্রে! দশরথ-তনয় রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্যা জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তথায় রাক্ষসগণের সহিত উঁহার ঘোরতর শত্রুতা জন্মে। তিনি একদা কার্যান্তরে ব্যাসক্ত ছিলেন, ইত্যবসরে রাবণ বলপূর্বক উঁহার ভার্যাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। এক্ষণে আমি সেই রামের অনুজ্ঞাক্রমে যশস্বিনী জানকীর নিকট দূতস্বরূপ যাইতেছি। রাক্ষসি! চরাচর সমস্তই রামের অধিকার, তুমি তন্মধ্যে বাস করিয়া আছ, সুতরাং এ সময় তাঁহাকে সাহায্য করা তোমার কর্তব্য হইতেছে। অথবা আমি সত্যই অঙ্গীকার করিতেছি, আমি জানকীরে দর্শন

এবং রামকে তাঁহার বৃত্তান্ত জ্ঞাপনপূর্বক পশ্চাৎ তোমার নিকট উপস্থিত হইব। হনুমান এই বলিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলেন।

তখন কামরূপিণী সুরসা উঁহার বলবীর্যের পরিচয় লইতে একান্ত উৎসুক হইয়া কহিল, দেখ, পূর্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা আমাকে এইরূপ বর প্রদান করিয়াছেন যে, যে-কেহ আমার সম্মুখীন হইবে, আমি তাহাকে গ্রাস করিব। এক্ষণে যদি তুমি সমর্থ হও, তবে আজ আমার আস্যকুহর হইতে গমন করিও। এই বলিয়া সুরসা মুখব্যাদানপূর্বক সহসা হনুমানের অগ্রে দণ্ডায়মান হইল। তদ্দর্শনে হনুমান একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রাক্ষসি! তবে তুমি আমার এই সুদীর্ঘ দেহের অনুরূপ মুখবিস্তার কর। এই বলিয়া ঐ মহাবীর উহারই দেহপ্রমাণে স্বয়ং দশ যোজন দীর্ঘ হইলেন। সুরসা বিশ যোজন মুখব্যাদান করিল। ঐ ঘোর মুখ মেঘাকার নরকসদৃশ ও রসনাকরাল। তদ্দর্শনে হনুমান রোষে স্ফীত হইয়া ত্রিশ যোজন বর্ধিত হইলেন। সুরসা চত্বারিংশৎ যোজন মুখবিস্তার করিল। হনুমান পঞ্চাশৎ যোজন দেহ বৃদ্ধি করিলেন : সুরসার মুখ ষষ্টি যোজন হইল। হনুমান সপ্ততি যোজন বর্ধিত হইলেন : সুরসার মুখ অশীতি যোজন হইল। হনুমান নবতি যোজন দীর্ঘ হইলেন : সুরসার মুখও শত যোজন হইল।
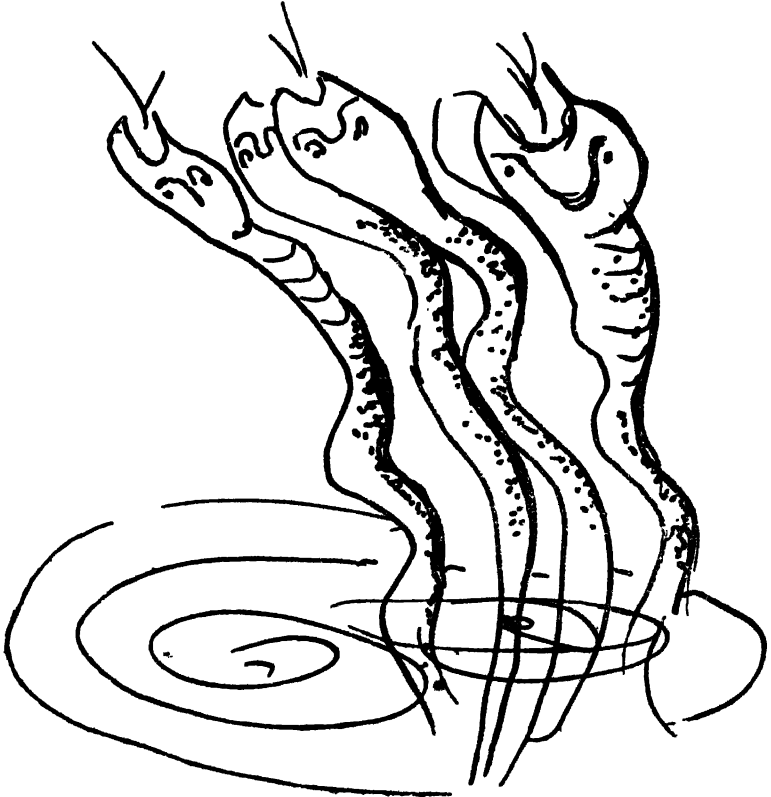
অনন্তর মহাবীর হনুমান তৎক্ষণাৎ মেঘবৎ দেহ সংক্ষেপ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ হইলেন এবং সুরসার মুখমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঝটিতি নিষ্ক্রমণ ও অন্তরীক্ষে আরোহণপূর্বক কহিলেন, দাক্ষায়ণি! আমি তোমার আস্যকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। এক্ষণে তোমায় নমস্কার, তোমার বর সত্য হইল, অতএব আমিও জানকীর উদ্দেশে চলিলাম।

তখন নাগজননী সুরসা উপরাগমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় হনুমানকে স্বীয় আস্যদেশ হইতে নির্গত দেখিয়া পূর্বরূপ ধারণপূর্বক কহিলেন, বীর! তুমি কার্যসাধনের জন্য যথায় ইচ্ছা যাও এবং রামের জানকীলাভে যত্নবান হও।

অনন্তর গগনবিহারী জীবগণ এই ব্যাপাব দর্শন করিয়া হনুমানকে বারংবার সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। হনুমানও মহাবেগে আকাশপথে যাইতে লাগিলেন। মহাকাশ দূর হইতে দূরে বিস্তৃত; ইতস্ততঃ বিশাল জলদজাল সমস্ত শীতল রাখিয়াছে; বিহগগণ উড্ডীন; নৃত্যগীতাচার্য গন্ধর্বেরা বিরাজ করিতেছেন; সুরধনু নানারাগে রঞ্জিত; দিব্য বিমান সিংহব্যাঘ্রবাহনযোগে মহাবেগে গতায়াত করিতেছে। উহা অগ্নিকল্প কৃতপুণ্যের আশ্রয়স্থান। তথায় হব্যবাহী হুতাশন নিরন্তর জ্বলিতেছেন; চন্দ্রসূর্য প্রভৃতি জ্যোতির্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইতেছে এবং মহর্ষি, গন্ধর্ব, নাগ ও যক্ষগণ অধিষ্ঠান করিয়া আছেন। উহা সমস্ত বিশ্বের আধার ও একান্ত নির্মল। উহার কোন স্থানে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু এবং কোথাও বা করিবর ঐরাবত। উহা যেন জীবলোকের চন্দ্রাতপ-স্বরূপ প্রসারিত আছে। হনুমান ঐ ব্রহ্মনির্মিত বায়ুপথে মেঘজাল আকর্ষণ-পূর্বক মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে সিংহিকা নাম্নী কোন এক কামরূপিণী রাক্ষসী ঐ কপিবীরকে দর্শন করিয়া মনে করিল, বুঝি বহুদিনের পর আজ আমার ভক্ষ্য লাভ হইবে। অদূরে ঐ একটি প্রকাণ্ড জীব আগমন করিতেছে, বুঝি ভাগ্যে উহা আমারই হস্তগত হইবে। সিংহিকা এই ভাবিয়া হনুমানের ছায়া গ্রহণ করিল। হনুমান সহসা শিহরিয়া উঠিলেন, মনে করিলেন, বায়ুর প্রতিস্রোতে যেমন সামুদ্রিক যানের গতিরোধ হয়, সেইরূপ এক্ষণে কেন আমার গতিরোধ হইয়া গেল? এই বলিয়া তিনি ঊর্ধ্বাধোভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, লবণসমুদ্রের মধ্য হইতে এক বিকটাকার রাক্ষসী উত্থিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে বুঝিলেন, কপিরাজ সুগ্রীব যে-মহাকায় মহাবীর্য ছায়াগ্রাহী জীবের কথা কহিয়াছিলেন, ইহাই সেই জীব হইবে। ঐ ধীমান এইরূপ অনুমান করিয়া বর্ষার মেঘের ন্যায় বর্ধিত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর সিংহিকা আকাশ-পাতালপ্রমাণ মুখব্যাদান করিয়া জলদগম্ভীর রবে গর্জন করিতে লাগিল এবং হনুমানকে লক্ষ্য করিয়া দূর হইতে ধাবমান হইল। তৎকালে ঐ বজ্রকায় মহাবীর, রাক্ষসীর বিকট মুখ ও দেহপ্রমাণ দর্শনপূর্বক মর্মভেদের সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে খর্বাকার হইয়া উহার আস্যকুহরে প্রবেশ করিলেন। তখন পর্বকালে রাহু যেমন চন্দ্রকে গ্রাস করে, তদ্রূপ ঐ রাক্ষসী উঁহাকে এককালে গ্রাস করিয়া ফেলিল। মহাবল হনুমানও উহার জঠরে গিয়া সুতীক্ষ্ণ নখরপ্রহারে মর্মস্থান ছিন্নভিন্ন করিলেন এবং ধৈর্য ও চাতুর্যে তাহাকে বধ করিয়া বায়ুবৎ মহাবেগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। উঁহার আকার পূর্ববৎ হইল। নিশাচরী সিংহিকাও ছিন্নমর্ম হইয়া সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া গেল।

পরে ব্যোমচর সিদ্ধ ও চারণগণ এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া হনুমানকে হলেন, বীর! আজ তুমি অতি ভয়ঙ্কর কার্য করিয়াছ, তোমারই বলবীর্যে রাক্ষসী নিহত হইল। এক্ষণে তুমি নির্বিঘ্নে আপনার অভীষ্ট সাধন কর। . যাঁহার ধৈর্য, বুদ্ধি, দৃষ্টি ও দক্ষতা তোমার অনুরূপ, তিনি কদাচ কোন ষয়ে অবসন্ন হন না।

তখন মহাবীর হনুমান এইরূপ সম্মানিত ও প্রস্থানে অনুজ্ঞাত হইয়া াবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অদূরে সমুদ্রের পরপার; তিনি ইতস্ততঃ ষ্ট প্রসারণপূর্বক শত যোজনের অন্তে বনশ্রেণী দর্শন করিলেন এবং গতি-ঙ্গে বিবিধ বৃক্ষপূর্ণ দ্বীপ, মলয়পর্বতের উপবন, সমুদ্রের কচ্ছদেশ, তত্রত্য ক্ষ ও লতা এবং নদীসমূহের সঙ্গমস্থান ক্রমশই দেখিতে পাইলেন। উঁহার দেহ ধাকার; যেন অম্বরকে নিরোধ করিয়া আছে। তদ্দৃষ্টে তিনি মনে করিলেন, ক্ষসেরা আমার এই প্রকাণ্ড দেহ ও গতিবেগ নিরীক্ষণ করিলে যারপরনাই তূহলাক্রান্ত হইবে। হনুমান এইরূপ অনুমান করিয়া আপনার পর্বতপ্রমাণ হ খর্ব করিলেন এবং মোহমুক্ত যোগীর ন্যায় পুনর্বার প্রকৃতিস্থ হইলেন।

তখন বোধ হইল, যেন বলবীর্যহারী ভগবান হরি ত্রিলোকে ত্রিপাদ নিক্ষেপের পর পূর্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। সাগরতীরে লম্ব পর্বত, উহার শিখরসকল রমণীয় ; তথায় কেতক, উদ্দালক ও নারিকেল প্রভৃতি নানা প্রকার বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছে। হনুমান স্ববিক্রমে ঐ ভুজঙ্গসঙ্কুল তরঙ্গপূর্ণ সমুদ্র পার হইয়া, লম্ব পর্বতে পতিত হইলেন। মৃগপক্ষিগণ চকিত ও ভীত হইয়া উঠিল। হনুমান তথায় উত্তীর্ণ হইয়া অমরাবতীর ন্যায় মহাপুরী লঙ্কা দেখিতে পাইলেন।

দ্বিতীয় সর্গ ॥ ঐ মহাবীর, শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া কিছুমাত্র শ্রান্ত হন নাই। বহুল আয়াস স্বীকারেও তাঁহার ঘন ঘন নিঃশ্বাস নির্গত হইতেছে না। তিনি অটলদেহে শোভমান। পরিমিত শত যোজন ত সামান্য, অপেক্ষাকৃত দূরপথ পর্যটনই উঁহার পক্ষে সবিশেষ শ্লাঘার হইতে পারে। তখন বৃক্ষসকল ঐ বীরের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিল। তিনি তদ্দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া যেন পুষ্পময় দেহে দণ্ডায়মান রহিলেন। লম্ব পর্বতের অপর নাম ত্রিকূট, তদুপরি লঙ্কাপুরী প্রতিষ্ঠিত আছে। হনুমান মৃদুপদে ক্রমশঃ তদভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তথায় সুনীল সুবিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছন্ন প্রদেশ, মধুগন্ধী বন এবং সুচারু তরুশ্রেণী। হনুমান একটি মধ্যপথ আশ্রয়পূর্বক লঙ্কার দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ত্রিকূটে নানারূপ বৃক্ষ : দেবদারু, কর্ণিকার, পুষ্পিত খর্জুর, প্রিয়াল, কুটজ, কেতক, সুগন্ধি প্রিয়ঙ্গু, কদম্ব, সপ্তচ্ছদ, অসন, কোবিদার ও করবীর। ঐ সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে কতকগুলি মুকুলিত এবং বহুসংখ্য পুষ্পভরে অবনত রহিয়াছে ; পল্লবদল বায়ুর মৃদুমন্দ হিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে এবং বিহঙ্গগণ শাখা-প্রশাখায় উপবেশন করিয়া মধুর স্বরে কূজন করিতেছে। তথায় নানারূপ স্বচ্ছ জলাশয় ও সরোবর, তন্মধ্যে শ্বেত ও রক্ত পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া আছে এবং হংস, সারস প্রভৃতি জলচর জীবগণ সতত বিচরণ করিতেছে। উহার স্থানে স্থানে সুরম্য ক্রীড়াপর্বত এবং শোভনতম উদ্যান। মহাবীর হনুমান এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে রাবণরক্ষিত লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন। মহাপুরী লঙ্কা উৎপলশোভী পরিখায় বেষ্টিত। নিশাচরগণ সীতাপহরণ অবধি রাবণের নিয়োগে উহার রক্ষাবিধানার্থ ধনুর্ধারণপূর্বক চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। ঐ পুরী অতিশয় রমণীয় : উহা কনকময় প্রাকারে পরিবৃত, অত্যুচ্চ সুধাধবল গৃহ এবং পাণ্ডুবর্ণ সুপ্রশস্ত রাজপথে শোভিত আছে। উহার ইতস্ততঃ পতাকা এবং লতাকীর্ণ স্বর্ণময় তোরণ। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ঐ পুরী বহুপ্রযত্নে নির্মাণ করিয়াছেন। যেমন গিরিগুহা উরগে, সেইরূপ উহা ঘোররূপ রাক্ষসে পূর্ণ হইয়া আছে। ঐ নগরী পর্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং দূর হইতে বোধ হয়, যেন গগনে উড্ডীন হইতেছে। উহা যেন কাহারও মানসী সৃষ্টি হইবে। উহার স্থানে স্থানে শতঘ্নী ও শূলাস্ত্র। তখন দেবরাজ ইন্দ্র যেমন অমরাবতীকে নিরীক্ষণ করেন, তদ্রূপ হনুমান উহাকে সবিস্ময়ে দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর ঐ বীর ক্রমশঃ লঙ্কার উত্তর দ্বারে গমন করিলেন। উহা গগনস্পর্শী : দৃষ্টিমাত্র যেন কুবেরপুরী অলকার দ্বার বোধ হইয়া থাকে। তথায় গৃহসকল যারপরনাই উচ্চ, বোধ হয়, যেন আকাশকে ধারণ করিয়া আছে। হনুমান ঐ দ্বারের রক্ষাপ্রণালী, সমুদ্র এবং প্রবল রিপু রাবণের বিষয় চিন্তা

করিয়া অনুমান করিলেন, বানরগণ লঙ্কায় আগমন করিলেও কৃতকার্য হইতে পারিবে না। যুদ্ধ ব্যতীত ইহা অধিকার করা সুরগণেরও অসাধ্য হইবে। এই পুরী নিতান্ত দুর্গম, রাম এস্থানে উপস্থিত হইলেও, জানি না, কি করিবেন। রাক্ষসগণের সহিত সন্ধি সুদূরপরাহত এবং দান, ভেদ ও যুদ্ধেরও সুবিধা দেখি না। বলিতে কি, হয় ত সুগ্রীব, অঙ্গদ ও নীল প্রভৃতি বানরগণের এস্থানে আসাই দুর্ঘট হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে জানি, জানকী জীবিত আছেন কি না। আমি তাঁহার দর্শন পাইলে পশ্চাৎ কিংকর্তব্য অবধারণ করিব।

পরে হনুমান গিরিশিখরে উপবেশন করিলেন এবং সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, এই লঙ্কার চতুর্দিক রাক্ষসসৈন্যে রক্ষিত হইতেছে। সুতরাং আমি এই আকারে ইহাতে কোন প্রকারে প্রবেশ করিতে পারিব না। রাক্ষসগণ মহাবীর্য ও মহাবল ; জানকীরে অনুসন্ধান করিবার জন্য উহাদিগকে বঞ্চনা করা আমার আবশ্যক হইতেছে। সুতরাং আমি আজ রজনীযোগে দৃশ্য ও অদৃশ্য রূপে এই পুরীতে প্রবেশ করিব।

অনন্তর তিনি লঙ্কাকে সুরাসুরের অগম্য দেখিয়া, মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, আমি দুর্বৃত্ত রাবণের অসাক্ষাতে কিরূপে জানকীরে দেখিব। রামের কার্যনাশ কোনও মতে উপেক্ষণীয় নহে, সুতরাং আমি একাকী নির্জনে কি প্রকারে সেই অনাথার দর্শন পাইব? দেখ, যে কার্য সিদ্ধপ্রায় হয়, তাহা দূতের অবিমৃষ্যকারিতা-দোষে দেশকালবিরোধী হইয়া সূর্যোদয়ে অন্ধকারবৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। কর্তব্যাকর্তব্যপক্ষে মন্ত্রণা স্থিরতর হইলেও দূতবৈগুণ্যে সম্পূর্ণ উপহত হইয়া থাকে। অতএব পাণ্ডিত্যাভিমানী দূতই কার্যব্যাঘাতের মূল। এক্ষণে যে উপায়ে সংকল্পসিদ্ধ হয়, বুদ্ধিবৈপরীত্য না ঘটে এবং সমুদ্রলঙ্ঘন-ক্লেশও নিষ্ফল হইয়া না যায়, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া আমার আবশ্যক। রাম রাবণের অনিষ্টাচরণে ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু যদি রাক্ষসগণ আমায় দেখিতে পায়, তবে তাঁহারই কার্যে বিঘ্ন ঘটিবে। এক্ষণে আর কোনরূপ আকারের কথা দূরে থাক, আমি রাক্ষসরূপেও আত্মগোপন করিয়া, লঙ্কায় রাক্ষসগণের অজ্ঞাতে তিষ্ঠিতে পারিব না। অধিক কি, বোধ হয় স্বয়ং পবনদেবও এ স্থানে প্রচ্ছন্নচারণে সমর্থ নহেন। এই লঙ্কার মধ্যে রাক্ষসগণের অগোচর কোন বিষয়ই সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং যদি আমি প্রকাশ্যরূপে থাকি, তবে আত্মনাশ এবং প্রভুরও কার্যক্ষতি হইবে। অতএব আজ রজনীযোগে খর্বাকার হইয়া পুরপ্রবেশ করিব এবং উহার ইতস্ততঃ সমস্ত গৃহ অনুসন্ধানপূর্বক জানকীরে দেখিব। হনুমান এইরূপ স্থির করিয়া সূর্যাস্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সূর্যদেব অস্তমিত হইলেন ; নিশাকালও উপস্থিত। তখন হনুমান আপনার দেহ খর্ব করিয়া মার্জারপ্রমাণ হইলেন। তাঁহার মূর্তি অতি অপূর্ব! তিনি ঐ প্রদোষকালে সত্বর উত্থিত হইয়া রমণীয় লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। ঐ পুরীর পথসকল প্রশস্ত ; সর্বত্র প্রাসাদ ; স্বর্ণের স্তম্ভ ও স্বর্ণজাল ; কোন স্থানে সাপ্তভৌমিক ভবন, কোথাও বা অষ্টতল গৃহ ; কুট্টিমসকল স্বর্ণ ও স্ফাটিকে ভূষিত, স্থানে স্থানে বিচিত্র কনকময় তোরণ। হনুমান ঐ গন্ধর্বনগরতুল্য পুরী নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত বিষণ্ণ হইলেন এবং জানকী-দর্শনের ঔৎসুক্যে যারপরনাই হৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে সহস্ররশ্মি ভগবান চন্দ্র জ্যোৎস্নারূপ চন্দ্রাতপে সমস্ত জগৎ

আচ্ছন্ন করিয়া হনুমানের সাহায্যবিধানের জন্যই যেন উদিত হইলেন। তিনি শঙ্খধবল ক্ষীরবর্ণ ও মৃণালকান্তি; স্বয়ং তারকাগণমধ্যে বিরাজমান আছেন। হনুমান উঁহাকে অম্বরতলে উত্থিত দেখিয়া মনে করিলেন, যেন সরোবরে রাজহংস সন্তরণ করিতেছে।

তৃতীয় সর্গ ॥ অনন্তর ঐ ধীমান রাত্রিকালে একাকী সাহসে নির্ভর করিয়া পুরপ্রবেশ করিলেন। লঙ্কা গগনস্পর্শী এবং মেঘাকার লম্ব পর্বতে প্রতিষ্ঠিত। ঐ স্থানে কাননসকল রমণীয়, জল স্বচ্ছ এবং প্রাসাদ শারদীয় অম্বুদের ন্যায় ধবল। তথায় রাক্ষসগণ ভীমরবে গর্জন করিতেছে এবং সামুদ্রিক বায়ু নিরন্তর বহমান হইতেছে। দ্বারদেশে বৃহদাকার মত্ত হস্তী এবং চতুর্দিকে মহাবল রাক্ষসবল। ঐ নগরীকে দেখিলে যেন ভুজগভীষণ সুরক্ষিত পাতালপুরী বলিয়া বোধ হয়। উহা বিদ্যুৎ ও মেঘে আবৃত এবং গ্রহনক্ষত্রে পূর্ণ। উহার স্থানে স্থানে পতাকা কিঙ্কিণীরব বিস্তারপূর্বক উড্ডীন হইতেছে। দ্বারসকল কনকময়; দ্বারবেদি মরকতময় মণিমুক্তাস্ফটিকে খচিত এবং মণিসোপানে শোভিত আছে। উহা অত্যন্তই পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। তথায় অত্যুৎকৃষ্ট সভাগৃহ উচ্চশিরে শোভা পাইতেছে। ইতস্ততঃ ক্রৌঞ্চ ও ময়ূরের কণ্ঠস্বর, রাজহংসেরা সঞ্চরণ করিতেছে। উহার কোন স্থানে তূর্যধ্বনি, কোথাও বা ভূষণরব। কপিকেশরী মহাবীর হনুমান ঐ সুসমৃদ্ধ লঙ্কাপুরী নিরীক্ষণপূর্বক অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন। ভাবিলেন, রাক্ষসসৈন্য অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলনপূর্বক নিরবচ্ছিন্ন এই পুরী রক্ষা করিতেছে, ইহার মধ্যে বলদর্পে প্রবেশ করিতে কাহারই সাধ্য নাই; কিন্তু বলিতে কি, কুমুদ, অঙ্গদ ও সুষেণ প্রভৃতি বীরগণ এই কার্য সহজেই পারিবেন। তৎকালে ঐ বীর রাম ও লক্ষ্মণের বিক্রম স্মরণপূর্বক হৃষ্ট ও উৎসাহিত হইতে লাগিলেন। লঙ্কার সর্বত্র দীপালোক; বিমল জ্যোৎস্না অন্ধকার নষ্ট করিতেছে; স্থানে স্থানে গোষ্ঠ ও যন্ত্রাগার; হনুমান উহা দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃই গমন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী রাক্ষসী পুরদ্বারে সহসা উঁহাকে নিরীক্ষণ করিল, এবং বিকৃতমুখে বিকটনেত্রে স্বয়ং উঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভৈরবনাদে কহিল, বানর! তুই কে? কি জন্য এখানে আসিয়াছিস? সত্য বল, নচেৎ এই দণ্ডেই তোর প্রাণসংহার করিব। নিশাচরগণ এই নগরীর চতুর্দিক নিরন্তর রক্ষা করিতেছে, আজ তুই কোনমতে ইহাতে প্রবেশ করিতে পাইবি না।

তখন হনুমান ঐ সম্মুখবর্তিনী রাক্ষসীকে কহিলেন, দারুণে! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসিতেছ, আমি তাহা অবশ্যই কহিব। কিন্তু বল, তুমি কে? কি জন্য এই পুরদ্বারে দণ্ডায়মান আছ এবং কেনই বা রোষাবেশে আমায় এইরূপ ভর্ৎসনা করিতেছ?

কামরূপিণী লঙ্কা হনুমানের এই কথা শ্রবণপূর্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কঠোরভাবে কহিতে লাগিল, বানরাধম! আমি রাক্ষসরাজ রাবণের কিঙ্করী, এই নগরী রক্ষা করিতেছি। তুই আমাকে উপেক্ষা করিয়া আজ কখনই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবি না। আমি স্বয়ং এই লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; বলিতে কি, আজ তোরে আমার হস্তে নিহত হইয়া এখনই ধরাতলে শয়ন করিতে হইবে।

তখন হনুমান লঙ্কাবিজয়ে যত্নবান এবং পর্বতের ন্যায় অটলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমি এই প্রাকারবেষ্টিত তোরণসজ্জিত লঙ্কা নিরীক্ষণ করিব এবং ইহার বন, উপবন ও অত্যুচ্চ অট্টালিকাসকল স্বচক্ষে দেখিব, এই কৌতূহলেই এখানে আসিয়াছি।

তখন লঙ্কা রুক্ষস্বরে পুনর্বার কহিল, রে নির্বোধ! মহাপ্রতাপ রাবণ এই নগরী রক্ষা করিতেছেন ; সুতরাং আজ তুই আমাকে জয় না করিয়া কখন ইহা দেখিতে পাইবি না। তখন হনুমান বিনীতবচনে কহিলেন, ভদ্রে! আমি এই পুরী প্রত্যক্ষ করিয়া পশ্চাৎ স্বস্থানে প্রস্থান করিব।

লঙ্কা হনুমানের এইরূপ নির্বন্ধাতিশয় দর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং ভীমরব পরিত্যাগপূর্বক মহাবেগে উঁহাকে এক চপেটাঘাত করিল। তখন হনুমানও রোষে ঘোর গর্জন করিয়া উঠিলেন, এবং বাম মুষ্টি উত্তোলনপূর্বক অনতিবেগে উহাকে প্রহার করিলেন। লঙ্কা স্ত্রীলোক, সুতরাং তৎকালে তিনি উঁহার প্রতি অতিমাত্র ক্রোধপ্রকাশ করিলেন না। তখন নিশাচরী লঙ্কা প্রহার-বেগে বিহ্বল হইয়া তৎক্ষণাৎ বিকটাস্যে বিকৃতদৃশ্যে ভূতলে পড়িল। তদ্দর্শনে হনুমানও স্ত্রীবোধে যারপরনাই দুঃখিত হইলেন।

অনন্তর লঙ্কা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া গদগদকণ্ঠে বিনীতবচনে কহিতে লাগিল, বীর! প্রসন্ন হও, আমায় রক্ষা কর ; বীর পুরুষেরা কখন শাস্ত্রমর্যাদা লঙ্ঘন করেন না। আমি এই নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এক্ষণে তুমিই আমাকে বলবীর্যে পরাজয় করিলে। যাহা হউক, অতঃপর আমি কোন একটি পূর্বকথার উল্লেখ করিতেছি, শুন। একদা ভগবান স্বয়ম্ভূ আমাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন। রাক্ষসি! যখন তুমি কোন বানরের হস্তে পরাজিত হইবে, তখনই জানিও, নিশাচরগণের ভাগ্যে ভয় উপস্থিত। বীর! বুঝিলাম, আজ তোমার আগমনে সেই সময় আসিয়াছে। প্রজাপতির যেরূপ নির্বন্ধ, কদাচই তাহা খণ্ডন হইবার নহে। এক্ষণে এক জানকীর জন্য দুরাত্মা রাবণের এবং অন্যান্য রাক্ষসগণের সর্বনাশ ঘটিল। এই পুরী অভিশাপে দূষিত হইয়া আছে, আজ তুমি স্বচ্ছন্দে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সর্বত্র সেই সতী সীতাকে অন্বেষণ কর।

চতুর্থ সর্গ ॥ অনন্তর হনুমান রাত্রিযোগে অদ্বার দিয়া প্রাকার উল্লঙ্ঘন-পূর্বক পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎকালে তাঁহার এই অসম সাহসের কার্য দেখিয়া বোধ হইল, যেন তিনি বিপক্ষ রাবণের মস্তকে বাম পদ অর্পণ করিলেন। লঙ্কার রাজপথ সুপ্রশস্ত ও কুসুমাকীর্ণ, হনুমান উহা আশ্রয়পূর্বক ক্রমশঃ গমন করিতে লাগিলেন। নগরীর কোথাও হাস্যের কোলাহল উত্থিত হইতেছে এবং কোথাও বা তূর্যনিনাদ; উহা রাক্ষসগণের গৃহসমূহে মেঘাবৃত গগনের ন্যায় নিরন্তর শোভিত হইতেছে। ঐ সমস্ত গৃহ সুধাধবল ও মাল্যশোভিত এবং পদ্ম ও স্বস্তিকাদি প্রণালীক্রমে নির্মিত; উহাতে বজ্র ও অঙ্কুশের প্রতিকৃতি চিত্রিত আছে এবং হীরকের গবাক্ষসকল জ্যোতি বিস্তার করিতেছে।

হনুমান ঐ পুরী নিরীক্ষণপূর্বক রামের কার্যসাধন উদ্দেশে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তৎকালে উঁহার মনে যারপরনাই হর্ষ উপস্থিত হইল। তিনি গৃহ হইতে গৃহান্তর দর্শন করিতে লাগিলেন। তথায় সর্বাঙ্গসুন্দরী প্রমদা-সকল মদনাবেশে উন্মত্ত হইয়া, মন্দ্র, মধ্য ও তারস্বরে সুমধুর সঙ্গীত করিতেছে।

কোন স্থানে কাঞ্চীরব, কোথাও নূপুরধ্বনি এবং কোথাও বা সোপানশব্দ। এক স্থানে কেহ করতালি দিতেছে, অন্যত্র সিংহনাদ করিতেছে। কোন গৃহে বেদমন্ত্র জপ এবং কোথাও বা বেদপাঠ হইতেছে। স্থানে স্থানে রাক্ষসগণ ঘোররবে রাবণের স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মহাবীর হনুমান গতিপ্রসঙ্গে এই সমস্ত শুনিতে পাইলেন। দেখিলেন, মধ্যম গুল্মে গুপ্তচরসকল দলবন্ধ হইয়া আছে। উহাদের মধ্যে কেহ দীক্ষিত, কাহারও মস্তকে জটাজূট এবং কেহ বা মুণ্ডিত। অনেকে গোচর্ম পরিধান করিয়াছে, কেহ দিগম্বর এবং কেহ বা বস্ত্রধারী। ঐ সমস্ত রাক্ষসের মধ্যে কেহ কূটাস্ত্র, কেহ মুদ্গর, কেহ দণ্ড, কেহ কুশমুষ্টি, কেহ অগ্নিকুণ্ড, কেহ কার্মুক, কেহ খড়্গ, কেহ শতঘ্নী, কেহ মুষল, কেহ শক্তি, কেহ বৃক্ষ, কেহ বজ্র, কেহ পট্টিশ, কেহ ক্ষেপণী, কেহ পাশ এবং কেহ বা পরিঘ ধারণ করিয়া আছে। সকলের সর্বাঙ্গ বর্মে আবৃত। কাহারও বক্ষঃস্থলে একটিমাত্র স্তনচিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে। উহাদের বর্ণ নানাপ্রকার; কেহ ভীমদর্শন, কেহ চীরধারী, কেহ বিকলাঙ্গ এবং কেহ বা বামন। উহারা অতিস্থূল বা অতিকৃশ নহে, অতিদীর্ঘ বা অতিহ্রস্ব নহে এবং অতিগৌর বা অতিকৃষ্ণও নহে। উহারা বিরূপ ও বহুরূপ এবং সুরূপ ও সতেজ। উহাদিগের গলে উৎকৃষ্ট মাল্য এবং অঙ্গে বিচিত্র অনুলেপ। সকলে বিবিধ বেশভূষায় সজ্জিত আছে। কাহারও হস্তে ধ্বজদণ্ড এবং কাহারও বা পতাকা। উহারা স্বেচ্ছাচারে পরাঙ্মুখ নহে। হনুমান অন্তঃপুরসান্নিধ্যে এই সমস্ত রাবণনির্দিষ্ট রক্ষক দেখিতে পাইলেন।

অনন্তর ঐ মহাবীর ক্রমশঃ দ্বারদেশে প্রবেশ করিলেন। তথায় অশ্বগণ হ্রেষারব করিতেছে; ইতস্ততঃ চতুর্দন্তশোভিত সুসজ্জিত শ্বেতহস্তী; কোন স্থানে রথ, যান ও বিমান; মৃগপক্ষিগণ উন্মত্ত হইয়া কলরব করিতেছে। ঐ দ্বার মহামূল্য মণিমুক্তায় খচিত এবং রাক্ষসসৈন্যে সুরক্ষিত আছে। উহার চতুর্দিকে স্বর্ণপ্রাকার, কালাগুরু ও চন্দনের সৌরভ উহার সর্বত্র সুরভিত করিতেছে।

পঞ্চম সর্গ ॥ ঐ সময় ভগবান শশাঙ্ক গগনতলে যেন জ্যোৎস্নাজাল উদ্গার করিতেছিলেন। তিনি শঙ্খধবল ও মৃণালবর্ণ; উঁহার চতুর্দিক তারকাস্তবকে বেষ্টিত আছে; তিনি গোষ্ঠে মদমত্ত বৃষের ন্যায় ব্যোম সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সকলের দুঃখসন্তাপ দূর হইয়া গেল, মহাসমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল এবং জীবলোক আলোকে রঞ্জিত হইতে লাগিল। যে শ্রী গিরিবর মন্দরে, প্রদোষে সাগরে এবং দিবসে কমলবনে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, তিনিই প্রিয়-দর্শন নিশাকরে বিরাজ করিতে লাগিলেন। হংস যেমন রৌপ্যপিঞ্জরে, সিংহ যেমন গিরিগুহায় এবং বীর যেমন গর্বিত কুঞ্জরে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ চন্দ্র গগনপথে নিরীক্ষিত হইলেন। উঁহার অঙ্কদেশে পূর্ণ কলঙ্ক, সুতরাং তিনি তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষের ন্যায় এবং উচ্চশিখর শ্বেত পর্বতের ন্যায় শোভিত হইলেন। সূর্যের জ্যোতিঃসঞ্চারে উঁহার নৈসর্গিক অন্ধকার দূর হইয়া গেল। তিনি স্বয়ং প্রকাশশ্রীসম্পন্ন হইয়া, শিলাতলে সিংহের ন্যায়, রণস্থলে মাতঙ্গের ন্যায় এবং স্বরাজ্যে রাজার ন্যায় গগনতলে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। প্রদোষশ্রী প্রাদুর্ভূত হইল; রমণীগণের প্রণয়কোপ দূর হইয়া গেল এবং

রাক্ষসেরা অবৈধ হিংসা দ্বারা মাংসাহারে প্রবৃত্ত হইল। চতুর্দিকে সুমধুর বীণারব: কামিনীরা প্রিয়তমকে আলিঙ্গনপূর্বক শয়ন করিয়াছে এবং রজনীচর হিংস্র জন্তুগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে।

এদিকে মহাবীর হনুমান গমনকালে দেখিলেন, কোন স্থানে পানগোষ্ঠীর কোলাহল হইতেছে, কোথাও বিবিধ যান, অশ্ব ও স্বর্ণাসন এবং কোথাও বা বীরদর্প। কোন স্থানে পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার করিতেছে। কোন বীর বাহ্বাস্ফোটনে ব্যস্ত এবং কেহ বা অনবরত বক্ষ আস্ফালন করিতেছে। কোন নায়ক প্রেয়সীর কোমল অঙ্গে করন্যাস এবং কেহ বা বেশবিন্যাস করিতেছে। কেহ অঙ্গরাগ রচনায় উন্মত্ত; কেহ রুচির মুখে নিরবচ্ছিন্ন হাস্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কেহ শরাসন আকর্ষণে নিযুক্ত এবং কেহ বা ক্রোধভরে হ্রদ-মধ্যস্থ হস্তীর ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। কোন স্থানে বৃহদাকার মাতঙ্গের গর্জন; কোথাও বা সাধুসকল একত্র উপবিষ্ট আছেন। হনুমান এই সকল দর্শন করিয়া যারপরনাই পরিতৃষ্ট হইলেন। তিনি দেখিলেন, নিশাচরগণ বিচক্ষণ, মধুরভাষী ও আস্তিক। উহাদিগের নাম সুমধুর ও সুশ্রাব্য; উহারা জগতের প্রধান; ইহাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন প্রকার বেশবিন্যাস করিয়াছে এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ যদিও বিরূপ, কিন্তু বেশসৌষ্ঠবে সুরূপবৎ শোভা পাইতেছে। উহারা গুণবান এবং গুণানুরূপ কার্যেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। উহাদিগের পরিণীতা পত্নীসকল শুদ্ধস্বভাব মহানুভব পানাসক্ত ও প্রিয়ানুরক্ত। ঐ সকল স্ত্রী উৎকৃষ্ট বসনভূষণে নিরন্তর সজ্জিত হইয়া, স্বসৌন্দর্যে তারকার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। তাহারা একান্ত লজ্জাশীল, তন্মধ্যে কেহ হর্ম্যতলে এবং কেহ বা প্রিয়তমের অঙ্কদেশে মনের উল্লাসে উপবিষ্ট আছে। উহারা ভর্তার মনোনীত ও ভর্তৃসেবায় নিযুক্ত। উহাদের মধ্যে কেহ উত্তরীয়শূন্য, কেহ স্বর্ণবর্ণ এবং কাহারও বা কান্তি শশাঙ্কের ন্যায় উজ্জ্বল। কেহ প্রিয়বিরহে উৎকণ্ঠিত, কেহ প্রিয়সমাগমে পুলকিত আছে। সকলের মুখকমল চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর এবং সকলেরই পক্ষ্মশোভী নেত্র কিছু বক্র। ঐ সমস্ত রমণী পুষ্পমাল্যে সুশোভিত আছে। উহাদিগের ভূষণজ্যোতি বিদ্যুতের ন্যায় জ্বলিতেছে। মহাবীর হনুমান উহাদিগকে দেখিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু তন্মধ্যে কুসুমিত সুজাত লতার ন্যায় সুশোভন সীতার সন্দর্শন পাইলেন না। সীতা ধর্মনিষ্ঠ রাজকুলে বিধাতার মন হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি একান্ত পতি-পরায়ণা; হৃদয়ে রামকে নিরন্তর চিন্তা করিতেছেন। তিনি সমস্ত রমণী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বিরহতাপ তাঁহাকে একান্তই ক্লিষ্ট করিতেছে। তাঁহার বাক্য বাষ্পভরে গদগদ; তিনি যে কণ্ঠে রুচির আভরণ ধারণ করিতেন, এখন তাহা শূন্য রহিয়াছে। সেই রামমনোহারিণী কামিনী বনবিহারিণী ময়ূরীর ন্যায় কলকণ্ঠে আলাপ করিয়া থাকেন। তিনি অস্ফুট চন্দ্রলেখার ন্যায়, ধূলি-ধূসরিত কনকরেখার ন্যায়, ক্ষতোৎপন্ন শরচিহ্নের ন্যায় এবং বায়ুভরে ভগ্ন স্বর্ণযষ্টির ন্যায় সুদৃশ্য। হনুমান তাঁহাকে না দেখিয়া আপনাকে অকর্মণ্য বোধে যারপরনাই দুঃখিত হইলেন।

ষষ্ঠ সর্গ ॥ অনন্তর তিনি সপ্ততল প্রাসাদে ত্বরিতপদে বিচরণ করিতে করিতে অদূরে রাবণের আলয় দেখিতে পাইলেন। উহা রক্তবর্ণ উজ্জ্বল প্রাকারে বেষ্টিত;

মৃগরাজ সিংহ যেমন মহারণ্যকে রক্ষা করিয়া থাকে সেইরূপ ভীমরূপ রাক্ষসেরা ঐ দিব্য নিকেতন নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। উহার স্থানে স্থানে রৌপ্যখচিত কনকচিত্রিত বিচিত্র তোরণ এবং সুবিস্তীর্ণ কক্ষা; ইতস্ততঃ গজারোহী মহামাত্র, শ্রমসুপটু বীর এবং দুর্নিবার অশ্ব দৃষ্ট হইতেছে। রথসকল দ্বিরদদন্ত স্বর্ণ ও রজতের প্রতিকৃতি দ্বারা শোভিত হইয়া, ঘর্ঘর রবে ভ্রমণ করিতেছে। ঐ গৃহ বহুরত্নপূর্ণ এবং উৎকৃষ্ট আসনে সুসজ্জিত। তথায় মহারথগণ বাস করিতেছেন। উহার সর্বত্র দৃশ্যপদার্থ অতি সুন্দর; মৃগপক্ষীরা অনবরত কলরব করিতেছে; প্রান্তদেশে বিনীত অন্তপালগণ দণ্ডায়মান; সর্বাঙ্গ-সুন্দরী কামিনীরা নিরন্তর আমোদপ্রমোদ করিতেছে। উহাদের ভূষণরবে সমস্ত গৃহ মুখরিত। তথায় রাজব্যবহার্য উপকরণসমুদয় সঞ্চিত আছে। স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট চন্দনের সৌরভ; মহারণ্যে সিংহ যেমন অবস্থান করে, তদ্রূপ মহাজনেরা তন্মধ্যে বাস করিতেছেন। উহার কোথাও শঙ্খনিনাদ, কোথাও ভেরীরব এবং কোথাও বা মৃদঙ্গধ্বনি। ঐ স্থানে নিশাচরগণ প্রতিপর্বে যজ্ঞার্থ সোমরস প্রস্তুত করিতেছে এবং দেবতারা প্রতিনিয়ত পূজিত হইতেছেন। ঐ গৃহ সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর এবং সমুদ্রবৎ ঘোররবে নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে। উহা নানারূপ পরিচ্ছদ এবং নানারূপ রত্নে পরিপূর্ণ; মহাবীর হনুমান ঐ দিব্য নিকেতন নিরীক্ষণপূর্বক উহাকে লঙ্কার অলঙ্কার মনে করিলেন।

অনন্তর তিনি উহার প্রাকারে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, গৃহের পর গৃহ ও উদ্যানসকল অশঙ্কিত মনে দর্শন করিতে লাগিলেন এবং নিশাচর প্রহস্তের আলয়ে মহাবেগে লম্ফ প্রদানপূর্বক তথা হইতে মহাপার্শ্বের গৃহে উপস্থিত হইলেন। পরে মহাবীর কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ, বিদ্যুজ্জিহ্ব, বিদ্যুৎমালী, বহুদংষ্ট্র, শুক, সারণ, ইন্দ্রজিৎ, জম্বুমালী, সুমালী, রশ্মিকেতু, সূর্যশত্রু, বজ্রকায়, ধূম্রাক্ষ, সম্পাতি, বিদ্যুদ্রূপ, ভীম, ঘন, বিঘন, শুকনাভ, চক্র, শঠ, কপট, হ্রস্বকর্ণ, দংষ্ট্র, লোমশ, যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, ধ্বজগ্রীব, সাদি, দ্বিজিহ্ব, হস্তিমুখ, করাল, বিশাল ও রক্তাক্ষ প্রভৃতি বীরগণের গৃহে অনুক্রমে গমন করিলেন। ঐ সমস্ত নিশাচর অতিশয় ধনবান্, হনুমান পর্যটন প্রসঙ্গে উহাদিগের ঐশ্বর্য দেখিতে লাগিলেন। অদূরে রাক্ষসরাজ রাবণের আলয়, তিনি অন্যান্য সকলের গৃহ অতিক্রম করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, অনেকানেক বিকৃতনয়না রাক্ষসী এবং মহাকায় রাক্ষস শূল, মুদ্গর, শক্তি ও তোমর ধারণপূর্বক পর্যায়ক্রমে রাবণের শয়নস্থান রক্ষা করিতেছে। উহার কোথাও বিচিত্রবর্ণ বায়ুবেগগামী অশ্ব এবং কোথাও বা সুদৃশ্য ও সৎকুলজাত হস্তী। ঐ সকল দুর্দান্ত হস্তীর গণ্ডযুগল হইতে নিরবচ্ছিন্ন মদধারা প্রবাহিত হওয়াতে উহারা বর্ষণশীল মেঘ ও উৎসশোভী পর্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। উহাদের বিক্রম ঐরাবতের অনুরূপ; উহারা মেঘগম্ভীর রবে গর্জনপূর্বক শত্রুসৈন্য ছিন্নভিন্ন এবং প্রতিপক্ষ মাতঙ্গকে পরাস্ত করিয়া থাকে।

ঐ সুরম্য নিকেতনের কোথাও সেনা সুসজ্জিত; কোথাও স্বর্ণজালজড়িত তরুণ সূর্যকান্তি নানারূপ শিবিকা; কোথাও বিচিত্র লতাগৃহ, কোথাও ক্রীড়া-গৃহ, কোথাও রতিগৃহ এবং কোথাও বা দিনবিহার গৃহ। উহার এক স্থানে চিত্রশালা, অন্যত্র দারুনির্মিত ক্রীড়াপর্বত শোভা পাইতেছে। ঐ সুন্দর গৃহ অচলরাজ মন্দরবৎ দৃশ্যমান। উহার স্থানে স্থানে ময়ূরের বাসযষ্টি ও ধ্বজ-দণ্ড উচ্ছ্রিত আছে; কোথাও অনন্ত রত্ন ও নিধি সঞ্চিত রহিয়াছে। ধীর পুরুষেরা

নির্ধিরক্ষার্থ মহিষাদি বলি প্রদান করিতেছে। ঐ দিব্য নিকেতন সুসমৃদ্ধ বলিয়া যক্ষেশ্বর কুবেরের গৃহবৎ অনুমান হইয়া থাকে। উহা রত্নের কিরণচ্ছটা এবং রাবণের তেজে যেন সূর্যপ্রভা বিস্তার করিতেছে। ঐ গৃহে ভোজনপাত্র মণিময় এবং পর্যঙ্ক ও আসন স্বর্ণময়। উহা মদজলে নিরন্তর পঙ্কিল হইয়া আছে; কামিনীগণের কাঞ্চীরব, নূপুরধ্বনি এবং মৃদঙ্গের মধুর নিনাদে সততই ধ্বনিত হইতেছে। উহার প্রাসাদসকল ঘনসন্নিবেশে শোভিত এবং কক্ষাসকল সুবিস্তীর্ণ।

সপ্তম সর্গ॥ হনুমান দেখিলেন, রাবণের গৃহ মরকতখচিত স্বর্ণময় গবাক্ষে বিদ্যুৎমণ্ডিত বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহা প্রশস্ত শঙ্খ ও অস্ত্রে পরিপূর্ণ; উহার উপরিভাগে একটি বিস্তীর্ণ মনোহর শিরোগৃহ নিরীক্ষিত হইতেছে। ঐ সর্বদোষশূন্য সুসমৃদ্ধ নিকেতন সুরাসুরেরও প্রশংসনীয়; রাক্ষসরাজ রাবণ স্বীয় বলবীর্যে ইহা অধিকার করিয়াছেন। পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গৃহ আর নাই। ইহা বহু প্রযত্নে নির্মিত, যেন দানবশিল্পী ময় মায়াবলে প্রস্তুত করিয়াছেন। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর একটি গৃহ আছে; তাহার আর উপমা নাই। ঐ গৃহ বিস্তীর্ণ মেঘাকার, গগনচারী হংসবাহন সুরচিত বিমানের ন্যায় সুদর্শন; দেখিলে বোধ হয় যেন ভূতলে স্বর্গ অবতীর্ণ হইয়াছে। উহা রত্নখচিত শ্রীসৌন্দর্যে উজ্জ্বল এবং রাজপ্রভাবের অনুরূপ। ঐ স্থানে নানারূপ বৃক্ষ পুষ্পস্তবকে শোভিত আছে; ঐ সমস্ত পুষ্পের পরাগ বায়ুভরে সর্বত্র উড্ডীন হইতেছে। তথায় মেঘমধ্যে সৌদামিনীর ন্যায় কামিনীসকল বিরাজমান এবং রাবণের পুষ্পকরথও শোভমান আছে। ঐ রথ ধাতুচিত্রিত শৈলশিখরের ন্যায়, নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডলের ন্যায় এবং নানারাগলাঞ্ছিত মেঘের ন্যায় সুদৃশ্য। উহার শূন্যস্থান স্বর্ণপর্বতে পূর্ণ, পর্বত বৃক্ষে সমাকীর্ণ, বৃক্ষ পুষ্পে অলঙ্কৃত এবং পুষ্পও দল ও কেশরে শোভিত আছে। ঐ রথে শ্বেতকান্তি গৃহ, প্রফুল্লসরোজ সরোবর এবং বিচিত্র বন দৃষ্ট হইতেছে। উহা অন্যান্য বিমান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; উহাতে রত্নময় বিহঙ্গ, স্বর্ণময় ভুজঙ্গ এবং জীবিতবৎ তুরঙ্গ শোভা পাইতেছে। বিহঙ্গের পক্ষ ঈষৎ সঙ্কুচিত ও বক্র, উহাতে রত্নময় পুষ্প খোদিত রহিয়াছে। হস্তিসকল যেন ব্যস্তসমস্ত; উহাদের দেহে পদ্মপরাগ এবং শুণ্ডে পদ্মপত্র। কোথাও বা পদ্মের উপর দেবী কমলা পদ্মহস্তে বিরাজ করিতেছেন।

রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহ এইরূপ নানারূপ উপকরণে সজ্জিত; উহা গুহাশোভিত গিরি ও বসন্তকালীন চারুকোটর তরুর ন্যায় একান্ত রমণীয়; মহাবীর হনুমান ঐ গৃহ দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু পূজ্যস্বভাব বিনীত নীতিনিষ্ঠ রামের গুণানুরাগিণী দুঃখিনী জানকীরে না দেখিয়া অত্যন্তই কাতর হইলেন।

অষ্টম সর্গ॥ অনন্তর ধীমান হনুমান ঐ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া, বারংবার পুষ্পকরথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। উহা মণিরত্নখচিত স্বর্ণগবাক্ষশোভিত

এবং রমণীয় প্রতিমূর্তিতে সুসজ্জিত; দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা আপনার সমস্ত সৃষ্টিমধ্যে ইহাকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ঐ রথ ব্যোমমার্গে উত্থিত হইয়া, সূর্যের গমনাগমন পথ পর্যন্ত স্পর্শ করিয়া থাকে। উহার সমস্ত অংশ প্রযত্ননির্মিত এবং সমস্তই মহামূল্য। উহার মধ্যে যেরূপ রচনানৈপুণ্য আছে, দেববিমানেও তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। উহার প্রত্যেক উপকরণ সবিশেষ গুণসম্পন্ন। রাক্ষসরাজ রাবণ তপোলব্ধ বীর্যপ্রভাবে ঐ পুষ্পক অধিকার করিয়াছিলেন। উহা আরোহীর ইচ্ছানুরূপ স্থানে অপ্রতিহত গমনে বিচরণ করিয়া থাকে। ঐ রথের নির্মাণপ্রণালী নিতান্ত বিস্ময়কর; উহা নানাস্থান-সঞ্চিত নানারূপ উৎকৃষ্ট পদার্থে রচিত হইয়াছে। পুষ্পক বায়ুবেগগামী এবং অকৃতপুণ্যের একান্ত দুর্লভ; যাহারা সুসমৃদ্ধ যশস্বী ও সুখী, উহা কেবল তাহাদিগকেই বহন করিয়া থাকে। উহা গতিবিশেষ অবলম্বনপূর্বক আকাশের স্থানবিশেষে গমন করিতে পারে। উহাতে নানারূপ বিচিত্র পদার্থের সমবায় দৃষ্ট হয়। উহা বহুসংখ্য গৃহে পূর্ণ এবং গিরিশিখরের ন্যায় উচ্চ। কুণ্ডলশোভিত গগনচারী ভোজনপটু রাত্রিচর ভূতগণ নিষ্ঘূর্ণিত ও নির্নিমেষলোচনে উহাকে বহন করিয়া থাকে। উহা বসন্তের পুষ্পবৎ চারুদর্শন এবং বসন্তশ্রী অপেক্ষাও সুন্দর।

নবম সর্গ ॥ অনন্তর হনুমান ঐ জনসাধারণ-গৃহের মধ্যে আর একটি গৃহ দেখিতে পাইলেন। তথায় রাক্ষসরাজ রাবণ বাস করিয়া আছেন। ঐ গৃহ বহুসংখ্য প্রাসাদে বিভক্ত, অর্ধযোজন বিস্তীর্ণ ও একযোজন দীর্ঘ। হনুমান আকর্ণ-লোচনা সীতার অন্বেষণপ্রসঙ্গে উহার মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, রাবণের বাসগৃহ একান্ত প্রশস্ত; উহার স্থানে স্থানে ত্রিদন্তধারী চতুর্দন্তমণ্ডিত মাতঙ্গেরা শোভমান; রক্ষকগণ অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলনপূর্বক উহার সর্বত্র নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। কোন স্থানে রাবণের রাক্ষসী পত্নী এবং বীর্য-সমাহৃত রাজকন্যাগণ বিরাজমান। ঐ গৃহকে দেখিলে যেন তরঙ্গসঙ্কুল নক্রকুম্ভীরভীষণ তিমিঙ্গিলপূর্ণ মহাসাগরের ন্যায় নিতান্ত গম্ভীর বোধ হইয়া থাকে। যক্ষরাজ কুবেরের যে শোভা, চন্দ্রের যে শোভা, উহার মধ্যে তাহাই স্থিরভাবে নিয়তকাল প্রতিষ্ঠিত আছে। কুবের, যম ও বরুণের যেরূপ সমৃদ্ধি, রাবণের তদ্রূপ বা তদপেক্ষাও অধিক হইবে। তাঁহার হর্ম্যের মধ্যস্থলে পুষ্পক-রথ; পুষ্পকের নির্মাণবৈচিত্র্য দেখিলে বিস্ময় জন্মে। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা সুরলোকে ব্রহ্মার নিমিত্ত ঐ দিব্যরথ নির্মাণ করিয়াছিলেন। উহা বহুরত্ন-খচিত; যক্ষাধিপতি কুবের তপোবলে প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে উহা লাভ করেন। পরে রাক্ষসরাজ রাবণ স্বীয় বলবীর্যে কুবেরকে পরাস্ত করিয়া উহা হস্তগত করিয়াছেন। ঐ দিব্যরথের স্তম্ভসকল স্বর্ণময় ও সুরচিত, তদুপরি ব্যাঘ্রের প্রতিকৃতি খোদিত রহিয়াছে। রথ শ্রীসৌন্দর্যে উজ্জ্বল; গগনস্পর্শী কূটাগার ও বিহারগৃহে শোভা পাইতেছে। উহা স্বর্ণময় সোপান, স্ফটিকময় গবাক্ষ এবং ইন্দ্রনীলময় বেদিসমূহে অলঙ্কৃত; মহামূল্য পদ্মরাগ এবং নিরুপম মুক্তাস্তবকে খচিত আছে। উহার কুট্টিমসকল সুদৃশ্য এবং স্থানে স্থানে পবিত্রগন্ধী রক্ত-চন্দন অরুণরাগ বিস্তার করিতেছে।

তখন মহাবীর হনুমান ঐ তরুণ সূর্যপ্রকাশ পুষ্পকরথে আরোহণ

করিলেন এবং উহাতে উপবেশনপূর্বক অন্নপানসম্ভূত সর্বব্যাপী দিব্যগন্ধ আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বায়ু স্বয়ংই যেন ঐ গন্ধসম্পর্কে গন্ধবৎ পদার্থের স্বারূপ্য লাভ করিয়াছেন। হনুমানের সর্বাংগ সেই বায়ুসংসর্গে সুগন্ধি: তখন বন্ধু যেমন বন্ধুকে সেইরূপ তিনি তাঁহাকে আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন এবং কেবল ঐ গন্ধ দ্বারাই রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহ অনুমান করিয়া লইলেন।

অনন্তর তিনি পুষ্পকরথ হইতে অবতরণপূর্বক রাবণের শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ গৃহ একান্ত রমণীয়: উহার সোপান মণিময়, গবাক্ষ স্বর্ণময় এবং কুট্টিম স্ফটিকময় ; স্থানে স্থানে হস্তিদন্তনির্মিত প্রতিমূর্তিসকল শোভা পাইতেছে। চতুর্দিকে রত্নখচিত সরল ও সুদীর্ঘ স্তম্ভ: দেখিলে বোধ হয় যেন ঐ দিব্য নিকেতন পক্ষসংযোগে গগনে উড্ডীন হইতেছে। উহার কুট্টিমতলে চতুষ্কোণ সুবিস্তীর্ণ চিত্র-আস্তরণ: স্থানে স্থানে বিহঙ্গেরা হর্ষভরে কলরব করিতেছে। উহা হংসধবল ও অগুরুধূপে ধূম্রবর্ণ। উহা পত্র ও পুষ্পে সুসজ্জিত বলিয়া বশিষ্ঠধেনু শবলার ন্যায় নানাবর্ণে রঞ্জিত আছে। ঐ গৃহে দৃষ্টিপাতমাত্র সকলেই উল্লসিত হয়। উহার প্রভায় লোকের কান্তি পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। তৎকালে উহা জননীর ন্যায় রূপ, রস প্রভৃতি পঞ্চ পদার্থ দ্বারা হনুমানের চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। তিনি ঐ দিব্য গৃহ দর্শনে মনে করিলেন, ইহা কি ভোগভূমি স্বর্গ, না বরুণাদি লোক, ইন্দ্রপুরী অমরাবতী না কোন গন্ধর্বের মায়া? দেখিলেন, স্বর্ণস্তম্ভোপরি দীপশিখা মহাধূর্তের কপটে পাশক্রীড়ায় পরাজিত ধূর্তের ন্যায় ধ্যান করিতেছে। তৎকালে দীপালোক, রাবণের তেজ ও ভূষণজ্যোতিতে সমস্ত গৃহ যারপরনাই উজ্জ্বল রহিয়াছে।

তথায় বহুসংখ্য সুরূপা রমণী নানাবিধ বসনভূষণ ও উৎকৃষ্ট মাল্যে সুসজ্জিত হইয়া চিত্র-আস্তরণে শয়ন করিয়া আছে। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত; উহারা ক্রীড়াকৌতুকে বিরত হইয়া, পানভরে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। উহাদের ভূষণশব্দ আর শ্রুতিগোচর হয় না, সুতরাং সমস্ত গৃহ ভৃঙ্গরবশূন্য পদ্মবনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহাদের নেত্র মুদ্রিত, মুখে পদ্মগন্ধ; ঐ সকল মুখশ্রী দিবসে বিকসিত এবং রাত্রিকালে মুকুলিত পদ্মের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। তদ্দৃষ্টে হনুমান এইরূপ অনুমান করিলেন, বুঝি মদমত্ত ভ্রমরেরা এই সমস্ত মুখ পদ্মবোধে নিয়তই প্রার্থনা করিয়া থাকে। ফলতঃ তৎকালে তিনি গুণগৌরবে উহাদের মুখ পদ্মেরই অনুরূপ বোধ করিতে লাগিলেন।

রাবণের শয়নগৃহ ঐ সকল রমণীতে পূর্ণ; সুতরাং উহা নক্ষত্রখচিত শারদীয় নির্মল নভোমণ্ডলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ সর্বাঙ্গসুন্দরী নারীসমূহে স্ততই পরিবৃত; তিনি তারকাবেষ্টিত শ্রীমান শশাঙ্কের ন্যায় বিরাজিত আছেন। তখন হনুমান রাজপত্নীগণকে দেখিয়া মনে করিলেন, পুণ্যক্ষয় হইলে যে সকল তারকা গগনতল হইতে স্খলিত হয়, তাহারাই বুঝি এস্থলে মিলিত হইয়াছে। ফলতঃ উহাদিগের রূপ, লাবণ্য ও উজ্জ্বলতা তারকারই অনুরূপ। পানপ্রমোদে উহাদের কেশপাশ আলুলিত ও অলঙ্কার শ্লথ হইয়াছে। সকলেই ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন; কাহারও তিলক বিলুপ্ত, কাহারও নূপুর চরণচ্যুত, কাহারও হার পার্শ্বলম্বিত, কাহারও মুক্তাদাম

ছিন্ন, কাহারও বসন স্খলিত এবং কাহারও বা কাঞ্চীগুণ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। উহারা আসবরসে অলস হইয়া, ভারবহনক্লান্ত বড়বার ন্যায় শয়ান। কোন রমণীর কর্ণে কুণ্ডল নাই এবং কাহারও বা মাল্য ছিন্ন ও মর্দিত হইয়াছে। সকলেই অরণ্যে মাতঙ্গদলিত পুষ্পিত লতার ন্যায় প্রিয়দর্শন। কাহারও

জ্যোৎস্নাধবল মুক্তাহার স্তনযুগলের মধ্যে স্তূপাকার হইয়া নিদ্রিত হংসের ন্যায়, কাহারও নীলকান্তহার জলকাকের ন্যায় এবং কাহারও বা স্বর্ণহার চক্রবাকের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। উহারা নদীবৎ শোভিত; উহাদিগের জঘনস্থান পুলিন, কিঙ্কিণীজাল তরঙ্গ, মুখ কনকপদ্ম এবং বিলাসই নক্রকুম্ভী

অনুমিত হইতেছে। কামিনীগণের মধ্যে কাহারও সুকুমার অঙ্গে এবং কাহারও বা স্তনমণ্ডলে বিহারচিহ্ন ভূষণের ন্যায় শোভিত। কাহারও অঞ্চল মুখমারুতে চঞ্চল হইয়া বারংবার মুখেরই উপর পড়িতেছে; দেখিলে বোধ হয়, যেন মুখ-মূলে স্বর্ণসূত্ররচিত নানাবর্ণের পতাকা উড্ডীন হইতেছে। কোন রমণীর কুণ্ডল শ্বাসপবনে মৃদুমন্দ আন্দোলিত; তৎকালে ঐ মধুগন্ধী স্বভাবসুরভি সুখকর নিঃশ্বাসবায়ু রাবণকে সেবা করিতেছে। কেহ নিদ্রাবেশে রাবণবোধ করিয়া পুনঃ পুনঃ সপত্নীর মুখ আঘ্রাণ করিতেছে। উহাদের মধ্যে সকলেই রাবণের প্রতি একান্ত অনুরক্ত এবং সকলেই পানসম্পর্কে হতজ্ঞান; সুতরাং ঐ সপত্নীও আবার উহাকে রাবণবোধে চুম্বন করিতেছে। কেহ বলয়মণ্ডিত ভুজলতা এবং রমণীয় বসন উপধান করিয়া শয়ান; একজন অন্যের বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিয়াছে; আর একজনও আবার উহার বাহুমূলে আশ্রয় লইয়াছে; একজন অন্যের ক্রোড়ে নিপতিত, আর একজনও আবার উহার স্তনমণ্ডলের উপর নিদ্রিত। এইরূপে সকলে পরস্পর পরস্পরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আশ্রয়পূর্বক ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দেহসংস্পর্শে সুখী। উহারা ভুজসূত্রে পরস্পর গ্রথিত হইয়া, মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। তদ্দর্শনে বোধ হইল যেন লতাসকল বসন্তের প্রাদুর্ভাবে কুসুমিত, বায়ুভরে পরস্পর মালাকারে গ্রথিত, বৃক্ষের স্কন্ধে সংসক্ত এবং ভৃঙ্গসঙ্কুল হইয়া শোভিত আছে। তৎকালে কামিনীগণ পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া শয়ান, উহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বসন-ভূষণের আর কিছুমাত্র প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে না। রাবণ নিদ্রিত, সুতরাং প্রজ্বলিত স্বর্ণ-প্রদীপ নির্নিমেষলোচনে নির্ভয়েই যেন ঐ সমস্ত রমণীকে দেখিতেছে। রাজর্ষি, ব্রাহ্মণ, দৈত্য, গন্ধর্ব ও রাক্ষসের কন্যা-সকল উহারা তদীয় শ্রীসৌন্দর্যের একান্ত পক্ষপাতিনী হইয়া, স্মরাবেশে স্বয়ংই উপস্থিত হইয়াছে। উহাদিগের মধ্যে এক জানকী ব্যতীত কেহই অন্য পুরুষে অনুরাগিণী নহে। ঐ সকল রাজপত্নী সৎকুলোৎপন্ন ও রূপসম্পন্ন। উহারা রূপগুণে রাবণের একান্ত মনোহারিণী হইয়া আছে। তখন হনুমান এইরূপ অনুমান করিলেন, যদি রামের সহধর্মিণী এই সমস্ত রাজপত্নীর ন্যায় রাজভোগ্যা হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে রাবণের পক্ষে একপ্রকার শ্রেয় ছিল; কিন্তু তিনি একান্ত পতিপরায়ণা, রাবণ মায়ারূপ ধারণপূর্বক, তাঁহাকে অতি ক্লেশেই হরণ করিয়াছে।

দশম সর্গ ॥ পরে হনুমান শয়নগৃহের ইতস্ততঃ দৃষ্টি প্রসারণপূর্বক এক স্ফটিকনির্মিত বেদি নিরীক্ষণ করিলেন। উহা রত্নখচিত ও একান্ত রমণীয়, ভূলোকে উহার উপমা বিরল। ঐ বেদির উপর নীলকান্তময় পর্যঙ্ক বিন্যস্ত রহিয়াছে। পর্যঙ্কের পদসকল হস্তিদন্তরচিত ও স্বর্ণমণ্ডিত, সর্বোপরি মহা-মূল্য আস্তরণ অপূর্ব শোভা পাইতেছে। পর্যঙ্ক একান্ত উজ্জ্বল ও অশোক-মাল্যে অলঙ্কৃত; উহার একদেশে একটি শশাঙ্কসদৃশ শ্বেতছত্র আছে; সর্বত্র যন্ত্রনির্মিত পুত্তলিকা চামর বীজন করিতেছে; উহা বিবিধ গন্ধদ্রব্যে সুরভিত এবং অগুরুধূপে সুবাসিত; উহাতে একান্ত মৃদুল ঊর্ণায়ুচর্ম আস্তীর্ণ রহিয়াছে।

ঐ পর্যঙ্কে রাক্ষসরাজ রাবণ নিদ্রিত আছেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ সুগন্ধি রক্ত-

চন্দনে চর্চিত, বর্ণ ঘন মেঘের ন্যায় নীল, নেত্রযুগল আরক্ত, কর্ণে উজ্জ্বল কুণ্ডল, পরিধান স্বর্ণখচিত বস্ত্র এবং অঙ্গে নানারূপ উৎকৃষ্ট অলঙ্কার। তিনি সন্ধ্যারাগরঞ্জিত বিদ্যুদ্গণজড়িত জলদের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন তরুলতাসঙ্কুল মন্দরগিরি ধরাপৃষ্ঠে পতিত আছে। তিনি কামরূপী ও সুরূপ; পানপ্রমোদে বিরত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন এবং মাতঙ্গের ন্যায় ঘন-ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন।

তখন হনুমান লঙ্কাধিপতি রাবণকে দর্শন করিয়া, ভীতবৎ শঙ্কিতমনে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলেন। পরে সোপানপর্বে ক্রমশঃ আরোহণপূর্বক, বারংবার ঐ মদবিহ্বল মহাবীরকে দেখিতে লাগিলেন। মহাপ্রতাপ রাবণ নির্ঝরজলে গন্ধ-গজবৎ শয়নতলে নিপতিত; তাঁহার ভুজযুগল ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় প্রসারিত আছে। উহা কেয়ূরমণ্ডিত স্থূল ও দৃঢ়; দেখিতে অর্গলতুল্য ও করিশুণ্ডাকার। ঐ ভুজদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ শোভন নখে ও অঙ্গুরীয়কে সুশোভিত; উহা পঞ্চশীর্ষ উরগের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। উহা করিবর ঐরাবতের দন্তপ্রহারব্রণে অঙ্কিত, বজ্রাস্ত্রে খণ্ডিত এবং বিষ্ণুচক্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। উহা সুশীতল সুগন্ধি রক্তচন্দনে চর্চিত; ঐ হস্ত রণস্থলে সুরাসুরকেও নিবারণ করিয়া থাকে। উহা মন্দরপার্শ্বস্থ রোষদৃপ্ত ভুজঙ্গের ন্যায় ভীষণ। পর্বতপ্রমাণ রাবণ ঐ দুই গিরিশৃঙ্গবৎ হস্তে একান্ত শোভিত আছেন। তাঁহার মুখ হইতে পুন্নাগ-সুরভি বকুলসুবাস মদগন্ধবাহী নিঃশ্বাসবায়ু সমস্ত গৃহ পূর্ণ করিয়াই যেন নির্গত হইতেছিল। তাঁহার মুখ কুণ্ডলশোভিত, মস্তকে মণিমুক্তাখচিত ঈষৎ স্খলিত স্বর্ণকিরীট, বিশাল বক্ষে রক্তচন্দনলিপ্ত মণিহার এবং পরিধান পীত-বর্ণ পট্টবাস। তৎকালে উঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন জাহ্নবীগর্ভে একটি মাতঙ্গ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছে।

ঐ সময় শয্যাগৃহের চতুর্দিকে চারিটি স্বর্ণপ্রদীপ দীপ্যমান; তদ্দ্বারা বিদ্যুদ্গণে জলদের ন্যায় রাবণের কৃষ্ণ কলেবর সুস্পষ্ট নিরীক্ষিত হইতেছিল। পত্নীগণ উঁহার পদতলে নিপতিত; উঁহাদিগের মুখশ্রী শশাঙ্কসুন্দর, কর্ণে নীলকান্তখচিত স্বর্ণকুণ্ডল, হস্তে হীরকশোভিত কেয়ূর এবং গলে অম্লান মাল্য। উঁহাদিগের মুখশ্রীতে পর্যঙ্ক তারকাকীর্ণ গগনের ন্যায় শোভিত আছে। উঁহারা নৃত্যগীতে অতিশয় পটু, ক্রীড়াকৌতুকে পরিশ্রান্ত হইয়া প্রসুপ্ত রহিয়াছে। উঁহাদিগের মধ্যে কেহ নৃত্যকালে সুললিত অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন-পূর্বক ক্লান্ত; কেহ বীণা আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে; তদ্দৃষ্টে বোধ হয়, যেন স্রোতোবিহারিণী নলিনী যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত একটি পোতের আশ্রয় লইয়াছে। কেহ মড্ডুক বাদ্য কক্ষে লইয়া, বালবৎসা জননীর ন্যায় শয়ান, কেহ মৃদঙ্গ এবং কেহ বা পণব গ্রহণপূর্বক প্রসুপ্ত; কেহ সম্মুখে ও পৃষ্ঠে ডিণ্ডিম রাখিয়া, যেন স্বামী ও পুত্রের সহিত নিদ্রিত আছে; কেহ আড়ম্বর লইয়া শায়িত; কেহ স্বীয় স্বর্ণকলসতুল্য কুচযুগল বাহুপাশে বেষ্টন এবং কেহ বা অন্যকে আলিঙ্গনপূর্বক নিদ্রিত।

অনন্তর হনুমান ঐ সমস্ত কামিনীর মধ্যে রাবণের প্রিয়মহিষী মন্দোদরীকে নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি এক স্বতন্ত্র শয্যায় শয়ান, মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কারে সুসজ্জিত, আপনার শ্রীসৌন্দর্যে যেন শয়নগৃহ শোভিত করিতেছেন। তাঁহার বর্ণ কনকগৌর; তিনি সমস্ত অন্তঃপুরের অধীশ্বরী। হনুমান ঐ মন্দোদরীকে দেখিয়া উঁহার রূপ ও যৌবনপ্রভাবে এইরূপ অনুমান করিলেন, বুঝি ইনিই

জানকী হইবেন।

তখন হনুমানের মুখ সহসা প্রফুল্ল হইল এবং মনের হর্ষ উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় কপিপ্রকৃতি প্রদর্শনপূর্বক কখন বাহ্বাস্ফোটন, কখন পুচ্ছ-চুম্বন, কখন ক্রীড়া, কখন গান ও কখন বা স্তম্ভে আরোহণ করিতে লাগিলেন।

একাদশ সর্গ ॥ অনন্তর হনুমান কপিবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্বক স্থিরভাবে ভাবিলেন, জানকী রামের প্রতি একান্ত অনুরক্ত, তিনি যে এই বিরহদশায় পানাহার ও নিদ্রা প্রভৃতি ভোগসুখে আসক্ত হইবেন এরূপ কখনো বোধ হয় না; বেশবিন্যাস তাঁহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব; অন্য ব্যক্তিকে, অধিক কি, সুররাজ ইন্দ্রকেও যে তিনি প্রার্থনা করিবেন, ইহাও বিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হইতেছে না। রাম সর্বপ্রধান, দেবগণের মধ্যেও কেহ তাঁহার তুল্যকক্ষ নাই। সুতরাং এক্ষণে এই যে রমণীকে দেখিতেছি, ইনি বোধ হয় অন্য কেহ হইতে পারেন।

মহাবীর হনুমান এইরূপ অনুমান করিয়া পানভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তথায় কোন কামিনী পাশক্রীড়ায় শ্রান্ত হইয়া শয়ান, কেহ নৃত্য, কেহ গীতে ক্লান্ত এবং কেহ বা অতিপানে বিহ্বল হইয়া পতিত আছে। উহাদিগের মধ্যে কেহ স্বপ্নাবেশে কাহারও রূপ বর্ণনা করিতেছে; কেহ গীতার্থ সুসংগত রূপ ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছে এবং কেহ বা দেশকাল সংক্রান্ত নানা বিষয় উল্লেখ করিতেছে। ঐ পানগৃহে বিবিধরূপ আহার্যবস্তু প্রস্তুত; মৃগ, মহিষ ও বরাহমাংস স্তূপাকারে সঞ্চিত আছে। প্রশস্ত স্বর্ণপাত্রে অভুক্ত ময়ূর ও কুক্কুটমাংস, দধিলবণসংস্কৃত বরাহ ও বাধ্রীনসমাংস, শূলপক্ক মৃগ-মাংস, নানারূপ কৃকল, ছাগ, অর্ধভুক্ত শশক এবং সুপক্ক একশল্য মৎস্য প্রচুর পরিমাণে আহৃত আছে। এক স্থানে বিবিধ লেহ্য ও পেয়, অন্যত্র লবণাম্ল-মিশ্রিত পূপ এবং কোথাও বা নানারূপ ফলমূল দৃষ্ট হইতেছে। পানভূমি পুষ্পোপহারে সুরভিত এবং ঘনসংশ্লিষ্ট শয্যা ও আসনে সুসজ্জিত; তৎকালে উহা অগ্নিসংযোগ ব্যতীতও যেন প্রদীপ্ত হইতেছে। উহার কোথাও রাশীকৃত মাল্য, কোথাও স্বর্ণকলস এবং কোথাও বা মণিময় ও স্ফাটিক পানপাত্র, ঐ সমস্ত পাত্রে সুরা পরিপূর্ণ আছে। সুরা শর্করা, মধু, পুষ্প ও ফল হইতে উৎপন্ন এবং চূর্ণ গন্ধদ্রব্যসমূহে সুবাসিত। তথায় কোন পাত্রের মদ্য অর্ধাবশিষ্ট, কোন পাত্রের সমস্তই নিঃশেষে পীত এবং কোনটি এককালে অস্পৃষ্ট আছে। তৎসমুদয় লোকব্যবস্থাক্রমে প্রণালীপূর্বক স্থাপিত। তথায় বহুসংখ্য শয্যা লোকশূন্য দৃষ্ট হইতেছে; কামিনীগণ পরস্পর পরস্পরের আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ, একজন অন্যের বস্ত্র গ্রহণ ও তদ্দ্বারা আপনার সর্বাঙ্গ আবরণপূর্বক নিদ্রিত আছে। বায়ু শীতল চন্দন, মধুর মদ্য এবং বিবিধ প্রকার মাল্য ও ধূপের গন্ধ হরণপূর্বক প্রবাহিত হইতেছে। তৎকালে হনুমান ঐ অন্তঃপুরের সমস্ত স্থান পর্যটন করিলেন, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলেন না। তিনি রাবণের পত্নীগণকে দেখিয়া ধর্মলোপভয়ে শঙ্কিত হইলেন। ভাবিলেন, নিদ্রাবস্থায় পরস্ত্রী দর্শন অবশ্যই আমার দোষাবহ হইবে। আমি জন্মাবচ্ছিন্নে কখন পরনারী দেখি নাই; বিশেষতঃ আজ এই পরদারপরায়ণ রাবণকে নিরীক্ষণ করিলাম, ইহাতে নিশ্চয়ই আমার পাপ স্পর্শ হইবে। তিনি

আরো ভাবিলেন, আমি এই স্থানে রাবণের পত্নীদিগকে অসঙ্কুচিত অবস্থায় দেখিলাম, কিন্তু ইহাতে আমার ত কিছুমাত্র চিত্তবিকার উপস্থিত হইল না। মনই পাপ-পুণ্যে ইন্দ্রিয়কে প্রবর্তিত করিয়া থাকে; কিন্তু আমার মন অটল। আরও স্ত্রীজাতির মধ্যে স্ত্রীকে অনুসন্ধান করা আবশ্যক, অনুদ্দিষ্ট স্ত্রী-লোককে কে কোথায় মৃগীর মধ্যে অন্বেষণ করিয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে কদাচই আমার ধর্মলোপ হইবে না। আমি পবিত্র মনে এস্থানে প্রবেশ করিয়াছি। এক্ষণে এই অন্তঃপুরের সকল স্থানই দেখিলাম, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলাম না।

হনুমান দেবকন্যা ও নাগকন্যাসকল অবলোকন করিলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে জানকীর উদ্দেশ পাইলেন না। পরিশেষে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং অন্যত্র সীতার অন্বেষণার্থ প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ সর্গ ॥ অনন্তর হনুমান তৎকালে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি এই লঙ্কাপুরীর নানাস্থান অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু কোথাও সেই চারুদর্শনা সীতাকে দেখিতে পাইলাম না। এক্ষণে বোধ হয় সাধ্বী সীতা দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আপনার পাতিব্রত্য ধর্ম রক্ষায় একান্ত যত্নবতী, হয়ত দুরাচার রাবণ তজ্জন্য ভগ্নমনোরথ হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছেন। রাবণের পত্নীগণ দীর্ঘাঙ্গী, উহাদের দৃশ্য বিকট এবং আস্য বিশাল, হয়ত জানকী ঐ সমস্ত রাক্ষসী মূর্তি নিরীক্ষণপূর্বক ভয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হা! এক্ষণে তাঁহার দর্শন পাইবার উপায়ান্তর নাই। আমার এই সমুদ্রলঙ্ঘনের শ্রম ব্যর্থ হইল এবং অন্বেষণের নিরূপিত কালও অতিক্রান্ত হইবা গেল; অতঃপর সেই উগ্রস্বভাব সুগ্রীবের নিকট গমন করা আমার পক্ষে নিতান্তই দুষ্কর হইতেছে। আমি এই অন্তঃপুরের সর্বত্র অনুসন্ধান করিলাম, রাবণের পত্নীদিগকে দেখিলাম, কিন্তু কোথাও সেই পতিপ্রাণাকে পাইলাম না। আমার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইল। আমি সমুদ্র পার হইলে, বৃদ্ধ জাম্ববান ও অঙ্গদ প্রভৃতি বীরগণ আমায় কি বলিবেন! আমি জিজ্ঞাসিত হইয়াই বা উঁহাদিগের নিকট কি প্রত্যুত্তর করিব। এক্ষণে অন্বেষণের নির্দিষ্ট কাল অতীত হইয়াছে, অতএব প্রায়োপবেশনই আমার পক্ষে শ্রেয়। অথবা নিজের দেহ নষ্ট করা সুসঙ্গত নহে। উৎসাহ শ্রীলাভের মূল, উৎসাহ অনির্বচনীয় সুখ, উৎসাহ কার্যপ্রবর্তক এবং উৎসাহই কার্যসম্পাদক, সুতরাং উৎসাহ অবলম্বন করা আমার উচিত হইতেছে। আমি পানগৃহ, পুষ্পাগার, চিত্রশালা, ক্রীড়াভূমি, বিমান, ভূমধ্যস্থ গৃহ, চৈত্যস্থান এবং উদ্যান ও প্রাসাদের মধ্যবর্তী পথসকল অনুসন্ধান করিয়াছি, এক্ষণে যে সমস্ত স্থান দেখি নাই, তাহাই অন্বেষণ করা আমার আবশ্যক হইতেছে।

হনুমান এইরূপ অবধারণপূর্বক লঙ্কার ইতস্ততঃ পর্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কখন ঊর্ধ্বে উত্থিত, কখন বা নিপতিত হইতে লাগিলেন; কখন কোন স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন, কখন বা কয়েক পদ গমন করিলেন, কখন কোথাও দ্বাররোধ করিয়া দিলেন, কখন বা কোথাও দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। এইরূপে ঐ মহাবীর অন্তঃপুরের তিলার্ধ ভূমিও দেখিতে অবশিষ্ট রাখিলেন না। চৈত্যবেদি, ভূবিবর ও সরোবর অনুসন্ধান করিলেন; বিকৃত বিরূপ

নানারূপ রাক্ষসী, সর্বাঙ্গসুন্দরী বিদ্যাধরী এবং পূর্ণচন্দ্রাননা নাগকন্যা অবলোকন করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি সেই পতিপ্রাণা সীতার দর্শন পাইলেন না। তখন তাঁহার মনে অত্যন্ত বিষাদ উপস্থিত হইল। তিনি বানরগণের উদ্যোগ ও সমুদ্রলঙ্ঘন বিফল দেখিয়া যারপরনাই চিন্তিত হইতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ ॥ অনন্তর হনুমান রাবণের অন্তঃপুর হইতে প্রাকারে আরোহণপূর্বক তড়িতের ন্যায় ঝটিতি কিয়দ্দূর গমন করিলেন। ভাবিলেন, আমি রামের শুভ সংকল্পে এই লংকায় সকল স্থানই অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু কোথাও জানকীর সন্দর্শন পাইলাম না। আমরা পৃথিবীর সরিৎ, সরোবর ও দুর্গম পর্বতসকল পর্যটন করিলাম, কিন্তু কোথাও সেই পতিপ্রাণাকে দেখিতে পাইলাম না। বিহগরাজ সম্পাতি কহিয়াছিলেন, এই লংকাতেই জানকী আছেন, একথা কি মিথ্যা হইবে; রাবণ বলপূর্বক সীতাকে আনিয়াছে; সীতা এখন ত সম্পূর্ণ পরাধীন, তথাচ যে রাবণের ভোগ্যা হইবেন, ইহা সম্ভবপর হইতেছে না। বোধ হয় দুরাত্মা রাবণ জানকীরে অপহরণপূর্বক অপসরণকালে রামের সুতীক্ষ্ণ-শর-পাতে ভীত হইয়া, মহাবেগে গগনপথে উত্থিত হইয়াছিল, সেই সময় সীতা পথিমধ্যে উহার করভ্রষ্ট হইয়া থাকিবেন। অথবা তিনি ব্যোমমার্গ হইতে মহাসাগর নিরীক্ষণপূর্বক স্ত্রীজনসুলভ ভয়েই বিনষ্ট হইয়াছেন; কিম্বা সেই সুকুমারী, রাবণের গমনবেগ ও বাহুপীড়নে ক্লান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। জানকী রাবণের রথে লুণ্ঠিত হইতেছিলেন, গতিপথে বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র, বোধ হয়, তিনি রথ হইতে স্খলিত হইয়া ঐ গভীর জলে নিপতিত হইয়া থাকিবেন। না, দুর্দান্ত রাবণ নিতান্ত ক্ষুদ্রাশয়, সে ঐ অনাথাকে পাতিব্রত্য রক্ষায় যত্নবতী দেখিয়া কুপিত মনে ভক্ষণ করিয়াছে। অথবা রাবণের পত্নীগণ অত্যন্ত দুষ্টস্বভাব, হয়ত তাহারাই সেই অসিতলোচনাকে গ্রাস করিয়া থাকিবে। হা! জানকী আর নাই; তিনি পদ্মপলাশলোচন রামের দুঃসহ বিরহতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহারই মুখচন্দ্র ধ্যান করিতে করিতে দেহপাত করিয়াছেন। তিনি নিরবচ্ছিন্ন, হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা অযোধ্যা! এই বলিয়া করুণকণ্ঠে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে আপনার প্রাণান্ত করিয়াছেন। অথবা যদিও তিনি জীবিত থাকেন তাহা হইলে পঞ্জরস্থ সারিকার ন্যায় এই স্থানে অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জন করিতেছেন। সেই জনকনন্দিনী রামের সহধর্মিণী, তিনি যে রাবণের বশবর্তিনী হইবেন, কখনই এরূপ বোধ হয় না। হা! এক্ষণে আমি পত্নীগতপ্রাণ রামের নিকট গিয়া কি কহিব? জানকীরে দেখি নাই, কি দেখিয়াছি, অথবা তিনি বিনষ্ট হইয়াছেন; এই সমস্ত কথার কোনটিই তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিতে পারিব না। যদি কোন কথা বলি তাহাতে দোষ, যদি না বলি, তাহাতেও দোষ। হা! এক্ষণে আমার গ্রহবৈগুণ্যে কি সংকটই উপস্থিত হইল!

অনন্তর হনুমান পুনর্বার মনে করিলেন, যদি আমি সীতার উদ্দেশ না লইয়া কিষ্কিন্ধায় গমন করি, তাহাতে আমার পুরুষার্থ কি? শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার শ্রম ও যত্ন ব্যর্থ হইল; লংকাপ্রবেশ এবং নিশাচর দর্শনও নিষ্ফল হইয়া গেল। জানি না এক্ষণে কিষ্কিন্ধায় গমন করিলে, সুগ্রীব আমায় কি বলিবেন! বানরগণ কি কহিবে! এবং সেই রাম ও লক্ষ্মণই বা কি কহিবেন!

হা! যদি আমি রামকে গিয়া বলি যে, জানকীরে কোথাও দেখিতে পাইলাম না, তবে তন্দণ্ডেই তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। এই কথা নিতান্ত নিদারুণ, বলিতে কি, রাম শ্রবণ করিলে কোনক্রমেই আর বাঁচিবেন না। লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ-ভক্তিপরায়ণ, রামের মৃত্যু হইলে তিনিও নিশ্চয় মরিবেন। অনন্তর ভরত এই দুঃসংবাদে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন এবং শত্রুঘ্নও উঁহার অনুগামী হইবেন। পরে দেবী কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা পুত্রশোকে একান্ত অধীর হইয়া শরীরপাত করিবেন। সুগ্রীব কৃতজ্ঞ ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ, তিনি উপকারী রামের বিয়োগদুঃখে ব্যাকুল হইয়া, কোনমতে প্রাণরক্ষা করিতে পারিবেন না। পরে রুমা পতিশোকে দুর্মনা ও দীনা হইয়া নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। তারা একে বালীর জন্য কাতরা আছেন, তাহাতে আবার সুগ্রীবের বিচ্ছেদ; তিনি এই অপ্রীতিকর ঘটনায় নিশ্চয়ই মরিবেন। কুমার অঙ্গদ জনক-জননীর অদর্শন এবং সুগ্রীবের লোকান্তরগমন এই দুই কারণে দেহ বিসর্জন করিবেন। অনন্তর বানরগণ প্রভুবিরহে কাতর হইয়া মুষ্টিপ্রহার ও চপেটাঘাতে স্ব স্ব মস্তক চূর্ণ করিবে। কপিরাজ সুগ্রীব সাম দান ও সম্মানে ঐ সকল বানরকে প্রতিনিয়ত লালন-পালন করিতেন; এক্ষণে তাহারা বন, পর্বত, বা গুহায় আর বিহার করিবে না এবং ভর্তৃবিনাশ শোকে পুত্রকলত্রের সহিত শৈলশিখর হইতে সম ও বিষমস্থলে দেহপাত করিবে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ বিষপানে, কেহ উদ্বন্ধনে, কেহ অগ্নিপ্রবেশে, কেহ উপবাসে এবং কেহ বা শস্ত্রাঘাতে মৃত্যুলাভ করিবে। বোধ হয়, আমি কিষ্কিন্ধায় প্রবেশ করিলে একটি তুমুল রোদনশব্দ উত্থিত হইবে, সুতরাং এক্ষণে তথায় গমন করা আমার নিতান্ত অকর্তব্য হইতেছে। আমি জানকীর উদ্দেশ না লইয়া, সুগ্রীবের নিকট কোন-ক্রমেই যাইতে পারিব না। বরং যদি কিষ্কিন্ধায় না যাই, তাহা হইলে ধর্ম-পরায়ণ রাম, লক্ষ্মণ ও বানরগণ আশাবলে প্রাণধারণ করিয়া থাকিবেন। সুতরাং আমি এই স্থানে বানপ্রস্থাশ্রম আশ্রয়পূর্বক তরুতলে বাস করিব; বৃক্ষ হইতে যে সকল ফল আমার হস্তে ও মুখে স্বচ্ছাক্রমে পতিত হইবে, আমি তাহা ভক্ষণ করিয়া দিনপাত করিব। অথবা এই জীবনেই বা প্রয়োজন কি? আমি সাগরতীরে জ্বলন্ত চিতা প্রস্তুত করিয়া এই দেহ ভস্মসাৎ করিব; কিম্বা তথায় এই সঙ্কট হইতে মুক্তির জন্য প্রায়োপবেশন করিয়া থাকিব; প্রায়োপবিষ্ট হইলে শৃগাল, কুক্কুর ও কাকেরা আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিবে। জলপ্রবেশই ঋষিনির্দিষ্ট মৃত্যু, আমি তাহাও স্বীকার করিব। হা! আমার সমুদ্রলঙ্ঘনরূপ যশস্কর ও সুন্দর কীর্তি সীতার অদর্শনে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইল! আত্মহত্যা মহাপাপ; জীব দেহ রক্ষা করিলে সর্বপ্রকারে শুভ ফল উপভোগ করিয়া থাকে; সুতরাং আমি প্রাণধারণ করিয়া থাকিব, ইহাতে নিশ্চয়ই আমার শ্রেয়োলাভ হইবে।

অনন্তর হনুমান ধৈর্য ও সাহস আশ্রয়পূর্বক পুনর্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি মহাবল রাবণকে বিনাশ করিব। ঐ দুরাচার সীতাকে হরণ করিয়াছে, এক্ষণে উহার বধসাধনপূর্বক নিশ্চয়ই বৈরশুদ্ধি করিব। অথবা উহার দেহ সমুদ্রবক্ষে উৎক্ষেপণ করিতে করিতে পরপারে লইয়া পশুপতির নিকট পশুর ন্যায় রামকে উপহার দিব। আমি যতদিন না জানকীর সন্দর্শন পাইতেছি, তাবৎ এই লঙ্কাপুরী বারংবার অনুসন্ধান করিব। যদি সম্পাতির বাক্যে বিশ্বাস করিয়া এই স্থানে রামকে আনয়ন করি, আর তিনি আসিয়া

যদি জানকীরে দেখিতে না পান, তবে নিশ্চয়ই কুপিত হইয়া আমাদিগকে দগ্ধ করিবেন। সুতরাং এই প্রদেশে মিতাহারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, তরুতলে বাস করাই আমার পক্ষে শ্রেয় হইতেছে। একমাত্র আমার ব্যতিক্রমে যে সমস্ত নরবানরের প্রাণসংকট উপস্থিত হইবে, ইহা উপেক্ষা করা কোনক্রমে উচিত হইতেছে না। ঐ অদূরে একটি সুবিস্তীর্ণ ও বৃক্ষবহুল অশোক বন দেখিতেছি, উহা আমার অনুসন্ধান করা হয় নাই, এক্ষণে আমি ঐ বনে গমন করিব। বসু, রুদ্র, আদিত্য, বায়ু ও অশ্বিনীকুমারযুগলকে নমস্কার করিয়া ঐ বনে গমন করিব। আমি রাক্ষসদিগকে পরাজয়পূর্বক তাপসকে তপঃসিদ্ধির ন্যায় নিশ্চয়ই রামের হস্তে জানকী অর্পণ করিব।

মহাবীর হনুমান এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া, উদ্বিগ্ন মনে উত্থিত হইলেন এবং রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও সুগ্রীবকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, চতুর্দিক অবলোকনপূর্বক অশোক বনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, ঐ নিবিড় বন সুপরিচ্ছন্ন ও রাক্ষসে পরিপূর্ণ; প্রহরিগণ নিরবচ্ছিন্ন উহার বৃক্ষ রক্ষা করিতেছে। পবনদেবও ঐ বনে প্রবলবেগে বহমান হইতে পারেন না। আমি রাবণের দৃষ্টি পরিহার ও রামের উপকার সংকল্পে দেহসংক্ষেপ করিয়াছি। এক্ষণে দেবতা ও ঋষিগণ আমার কার্যসিদ্ধি করিয়া দিন। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য ও অশ্বিনীকুমার আমার কার্যসিদ্ধি করিয়া দিন। ভূতগণ, প্রজাপতি এবং আর আর অনির্দিষ্ট দেবতাসকল আমার কার্যসিদ্ধি করিয়া দিন। হা! কবে আমি জানকীর সেই অকলংক মুখচন্দ্র—সেই উন্নতনাসা, শুভ্র দন্ত, মধুর হাস্য ও বিশাললোচনে শোভিত মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিব। ক্ষুদ্রাশয় নিকৃষ্ট ক্রূররূপী রাবণ সেই অবলাকে বলপূর্বক হরণ করিয়াছে, আজ আমি কিরূপে তাঁহার সন্দর্শন পাইব।

চতুর্দশ সর্গ ॥ অনন্তর হনুমান মুহূর্তকাল ধ্যান এবং জানকীরে স্মরণপূর্বক অশোক কাননের প্রাকারে লম্ফ প্রদান করিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল। দেখিলেন, নানারূপ বৃক্ষ বসন্তাদি সমস্ত ঋতুর ফলপুষ্পে শোভিত হইতেছে। শাল, অশোক, চম্পক, উদ্দালক, নাগকেশর ও আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ এবং নানারূপ লতাজাল পুষ্পশ্রী বিস্তার করিতেছে। হনুমান শরাসনচ্যুত শরের ন্যায় মহাবেগে বৃক্ষবাটিকায় লম্ফ প্রদান করিলেন। ঐ স্থান সুরম্য, ইতস্ততঃ স্বর্ণ ও রজতের বৃক্ষ দৃষ্ট হইতেছে; সর্বত্র মৃগ ও বিহঙ্গের কলরব; ভৃঙ্গ ও কোকিলগণ উন্মত্ত হইয়া সঙ্গীত করিতেছে। বৃক্ষশ্রেণী ফলপুষ্পে অবনত; ময়ূরগণ কেকারবে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে। তথাকার জনপ্রাণী সকলই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট; হনুমান ঐ বৃক্ষবাটিকায় প্রবিষ্ট হইয়া জানকীর অনুসন্ধানার্থ সুখসুপ্ত বিহঙ্গগণকে প্রবোধিত করিতে লাগিলেন। পক্ষিসকল উড্ডীন হইল, উহাদের পক্ষপবনে বৃক্ষশাখা কম্পিত এবং নানাবর্ণের পুষ্প পতিত হইতে লাগিল। তৎকালে হনুমান ঐ সমস্ত পুষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া, পুষ্পময় পর্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে জীবগণ উঁহাকে সাক্ষাৎ বসন্ত বলিয়া অনুমান করিতে লাগিল। বনভূমি বৃক্ষচ্যুত পুষ্পে সমাকীর্ণ হইয়া সুবেশা রমণীর ন্যায় শোভিত হইয়া উঠিল। বৃক্ষের পত্রসকল স্খলিত এবং পুষ্প ও ফল পতিত হইতে লাগিল, তৎকালে

উহা ক্রীড়ানির্জিত বিবস্ত্র ধূর্তের ন্যায় সম্পূর্ণই হতশ্রী হইয়া গেল। মহাবীর হনুমান কর চরণ ও লাঙ্গুল দ্বারা ঐ বন ভগ্ন করিতে লাগিলেন। বিহঙ্গেরা পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল, বৃক্ষসকল শাখাপত্রশূন্য এবং স্কন্ধমাত্রাবশিষ্ট হইয়া বায়ুবেগে কম্পিত হইয়া উঠিল। বর্ষাকালে বায়ু যেমন জলদজালকে লইয়া যায়, তদ্রূপ হনুমান অঙ্গসংলগ্ন লতাসকল বেগে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অশোক বনের কোন স্থানে মণিভূমি, কোথাও রজতভূমি ও কোথাও বা স্বর্ণভূমি; স্থানে স্থানে স্বচ্ছসলিলপূর্ণ দীর্ঘিকা আছে, উহার চারিদিকে মণিসোপান, মুক্তারেণু, প্রবালের বালুকা এবং স্ফটিকের কুট্টিম; তীরে স্বর্ণময় তরুশ্রেণী শোভা পাইতেছে, পদ্মসকল প্রস্ফুটিত হইয়া আছে এবং হংস সারস প্রভৃতি জলচরগণ বিচরণ করিতেছে। কোন স্থানে স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতী, কোথাও কুসুমিত করবীর, কোথাও কল্পবৃক্ষ, কোথাও গুল্ম এবং কোথাও বা লতাজাল। অদূরে একটি মেঘশ্যামল গগনস্পর্শী পর্বত আছে। উহা রমণীয় এবং নানারূপ বৃক্ষে পরিপূর্ণ; উহার স্থানে স্থানে শিলাগৃহ আছে এবং উহা হইতে প্রিয়তমের অঙ্কচ্যুত রমণীর ন্যায় একটি নদী নিপতিত হইতেছে। উহার প্রবাহবেগ তীরস্থ বৃক্ষের সন্নত শাখায় রুদ্ধ, যেন কোন

ক্রুদ্ধ কামিনীকে তদীয় বন্ধুজন গমনে নিবারণ করিতেছে। ঐ নদীর অদূরে বিহঙ্গসঙ্কুল সরোবর এবং কোথাও বা সুশীতল সলিলপূর্ণ কৃত্রিম দীর্ঘিকা, উহার অবতরণপথ মণিময়, তীরে রমণীয় কানন, মৃগগণ চতুর্দিকে বিচরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদ, দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা তৎসমুদয় নির্মাণ করিয়াছেন। ইতস্ততঃ কৃত্রিম কানন, তন্মধ্যে বৃক্ষসকল ছত্রাকার ও ফলপুষ্পে পূর্ণ, মূলে স্বর্ণময় বেদি নির্মিত আছে। অদূরে একটি স্বর্ণবর্ণ শিংশপা বৃক্ষ, উহা লতাজালজড়িত ও পত্রবহুল, উহার মূলদেশে একটি কনক-রচিত বেদি শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে বহুসংখ্য সুদৃশ্য স্বর্ণবৃক্ষ, তৎ-সমুদয় নিরবচ্ছিন্ন অনলের ন্যায় জ্বলিতেছে। হনুমান ঐ সকল বৃক্ষের প্রভা-পুঞ্জে আপনাকে সুমেরু পর্বতের ন্যায় স্বর্ণময় অনুমান করিতে লাগিলেন। স্বর্ণবৃক্ষ বায়ুভরে কম্পিত এবং উহাতে নৈসর্গিক কিঙ্কিণীজাল ধ্বনিত হইতেছিল, উহা কুসুমিত এবং কোমল অঙ্কুর ও পল্লবে শোভিত; তদ্দর্শনে হনুমান যারপরনাই বিস্মিত হইলেন।

অনন্তর তিনি ঐ শিংশপা বৃক্ষে আরোহণপূর্বক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, বোধ হয়, জানকী রামের দর্শনলাভ লালসায় দুঃখিতমনে স্বেচ্ছা-ক্রমে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন, আমি এই বৃক্ষ হইতে সেই অনাথাকে নিরীক্ষণ করিব। এই ত দুরাত্মা রাবণের সুরম্য অশোক কানন, এই বিহগসঙ্কুল সরোবর, রামমহিষী জানকী নিশ্চয়ই এই স্থানে আগমন করিবেন। তিনি অরণ্য সঞ্চারে সুনিপুণ, এই বনও তাঁহার অপরিচিত নহে, এক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই এই স্থানে আগমন করিবেন। সেই সাধ্বী রাম-চিন্তায় ব্যাকুল এবং রামের শোকে একান্ত কাতর, এক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই এই স্থানে আগমন করিবেন। বনচরগণ তাঁহার প্রীতিভাজন, সন্ধ্যাবন্দনকালও উপস্থিত, এক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই এই নদীতে আগমন করিবেন। এই অশোক তাঁহারই বিচরণের যোগ্য স্থান। এক্ষণে যদি তিনি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই শীতলসলিলা নদীতে আগমন করিবেন। হনুমান এইরূপ অনুমান করিয়া, তথায় সীতার প্রতীক্ষায় থাকিলেন এবং বৃক্ষের পত্রাবরণে প্রচ্ছন্ন হইয়া চতুর্দিক দেখিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ সর্গ ॥ হনুমান শিংশপা বৃক্ষে প্রচ্ছন্ন হইয়া জানকীরে দেখিবার জন্য ইতস্ততঃ দৃষ্টি প্রসারণ করিতে লাগিলেন। অশোকবন কল্পবৃক্ষে সুশোভিত, তথায় দিব্য গন্ধ ও রস সততই নির্গত হইতেছে। ঐ বন নানারূপ উপকরণে সুসজ্জিত, দেখিবামাত্র নন্দনকানন বলিয়া বোধ হয়। উহার ইতস্ততঃ হর্ম্য ও প্রাসাদ, কোকিলেরা মধুর কণ্ঠে নিরন্তর কুহুরব করিতেছে। সরোবর স্বর্ণ-পদ্মে শোভমান, অশোক বৃক্ষসকল কুসুমিত হইয়া সর্বত্র অরুণশ্রী বিস্তার করিতেছে। ঐ স্থানে সকল রূপ ফলপুষ্পই সুলভ, নানারূপ উৎকৃষ্ট আসন ও চিত্রকম্বল ইতস্ততঃ আস্তীর্ণ রহিয়াছে। কাননভূমি সুবিস্তীর্ণ; বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাসকল বিহঙ্গগণের পক্ষপুটে সমাচ্ছন্ন, সহসা যেন পত্রশূন্য বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। পক্ষিগণ নিরন্তর বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উপবেশন করিতেছে এবং অঙ্গসংলগ্ন পুষ্পে অপূর্ব শ্রীধারণ করিতেছে। অশোকের শাখা-প্রশাখা সমস্তই পুষ্পিত; কর্ণিকার পুষ্পভরে ভূতল স্পর্শ করিতেছে; কিংশুকসকল

পুষ্পস্তবকে শোভিত, কাননভূমি ঐ সমস্ত বৃক্ষের প্রভায় যেন প্রদীপ্ত হইতেছে। পুন্নাগ, সপ্তপর্ণ, চম্পক ও উদ্দালক বৃক্ষসকল কুসুমিত। কানন মধ্যে বহুসংখ্য অশোক নিরীক্ষিত হইতেছে। তন্মধ্যে কোনটি স্বর্ণবর্ণ, কোনটি অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত এবং কোনটি নীলাঞ্জনতুল্য সুন্দর। ঐ অশোকবন দেব-কানন নন্দনের ন্যায় এবং ধনাধিপতি কুবেরের উদ্যান চিত্ররথের ন্যায় সুদৃশ্য; বলিতে কি উহা তদপেক্ষাও অধিকতর মনোহর: উহার শোভাসমৃদ্ধি মনে ধারণা করা যায় না। উহা যেন দ্বিতীয় আকাশ, পুষ্পসকল গ্রহ-নক্ষত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। উহা যেন পঞ্চম সমুদ্র, নানারূপ পুষ্পই যেন রত্নশ্রী প্রদর্শন করিতেছে। ঐ অশোকবনে নানারূপ পবিত্র গন্ধ, উহা গন্ধপূর্ণ হিমাচল এবং গন্ধমাদনের ন্যায় বিরাজিত আছে। অদূরে অত্যুচ্চ চৈত্যপ্রাসাদ, উহা গিরিবর কৈলাসের ন্যায় ধবল, উহার চতুর্দিকে সহস্র সহস্র স্তম্ভ শোভিত হইতেছে; সোপানসকল প্রবালরচিত এবং বেদিসকল স্বর্ণময়; উহা শ্রীসৌন্দর্যে নিরন্তর প্রদীপ্ত হইতেছে এবং লোকের দৃষ্টি যেন অপহরণ করিতেছে। উহা গগন-স্পর্শী ও নির্মল।

মহাবীর হনুমান ঐ অশোক বনের মধ্যে সহসা একটি কামিনীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি রাক্ষসগণে পরিবৃত, উপবাসে যারপরনাই কৃশ ও দীন। ঐ রমণী পুনঃ পুনঃ সুদীর্ঘ দুঃখনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। নানারূপ সংশয় ও অনুমানে তাঁহাকে চিনিতে পারা যায়। তিনি শুক্লপক্ষীয় নবোদিত শশিকলার ন্যায় নির্মল; তাঁহার কান্তি ধূমজালজড়িত অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল; সর্বাঙ্গ অলঙ্কারশূন্য ও মললিপ্ত, পরিধান একমাত্র পীতবর্ণ মলিন বস্ত্র। তিনি সরোজশূন্য দেবী কমলার ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছেন। তাঁহার দুঃখসন্তাপ অতিশয় প্রবল, নয়নযুগল হইতে অনর্গল বারিধারা বহিতেছে; তিনি কেতুগ্রহ-নিপীড়িত রোহিণীর ন্যায় একান্ত দীন; শোকভরে যেন নিরন্তর হৃদয়মধ্যে কাহাকে চিন্তা করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে প্রীতি ও স্নেহের পাত্র কেহ নাই, কেবলই রাক্ষসী; তৎকালে তিনি যূথভ্রষ্ট কুক্কুরপরিবৃত কুরঙ্গীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠে কালভুজঙ্গীর ন্যায় একমাত্র বেণী লম্বিত, তিনি বর্ষার অবসানে সুনীল বনরেখায় অঙ্কিত অবনীর ন্যায় শোভিত হইতেছেন।

হনুমান ঐ বিশাললোচনাকে নিরীক্ষণ করিয়া, পূর্বনির্দিষ্ট কারণে সীতা বলিয়া অনুমান করিলেন। ভাবিলেন, কামরূপী রাক্ষস যে অবলাকে বল-পূর্বক লইয়া আইসে, তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, ইনি অবিকল সেইরূপই লক্ষিত হইতেছেন।

জানকীর মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন; স্তনযুগল বর্তুল ও সুন্দর। তিনি স্বীয় প্রভাপুঞ্জে সমস্ত দিক তিমিরমুক্ত করিতেছেন। তাঁহার কণ্ঠে মরকতরাগ, ওষ্ঠ বিম্ববৎ আরক্ত, কটিদেশ ক্ষীণ এবং গঠন অতি সুদৃশ্য। তিনি স্বসৌন্দর্যে স্মরকামিনী রতির ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। তিনি পৌর্ণমাসী চন্দ্রপ্রভার ন্যায় জগতের প্রীতিকর। তিনি ব্রতপরায়ণা তাপসীর ন্যায় ধরাসনে উপবেশন করিয়া আছেন এবং এক এক বার কালভুজঙ্গীর ন্যায় নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। তিনি সন্দেহাত্মক স্মৃতির ন্যায়, পতিত সমৃদ্ধির ন্যায়, স্খলিত শ্রদ্ধার ন্যায়, নিষ্কাম আশার ন্যায়, বিঘ্নবহুল সিদ্ধির ন্যায়, কলুষিত বুদ্ধির ন্যায় এবং অমূলক অপবাদে কলঙ্কিত কীর্তির ন্যায় যারপরনাই শোচনীয় হইয়াছেন। তিনি রামের অদর্শনে ব্যথিত এবং নিশাচরগণের উপদ্রবে

নিপীড়িত। তিনি চপললোচনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তাঁহার মুখ অপ্রসন্ন ও নেত্রজলে ধৌত এবং পক্ষ্মরাজি কৃষ্ণবর্ণ ও কুটিল। তিনি নীল নীরদে আবৃত চন্দ্রপ্রভার ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছেন।

হনুমান জানকীরে এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া অতিমাত্র সন্দিহান হইলেন। জানকী অভ্যাসদোষে বিস্মৃত বিদ্যার ন্যায় এবং সংস্কারহীন অর্থান্তরগত বাক্যের ন্যায় দুর্বোধ হইয়া আছেন। হনুমান ঐ অনিন্দনীয়া নৃপনন্দিনীকে দেখিয়া এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন, রাম যে-সমস্ত অলঙ্কারের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, দেখিতেছি, সেগুলি জানকীর অঙ্গে বিন্যস্ত রহিয়াছে। ই'হার কর্ণে সুরচিত কুণ্ডল ও ত্রিকর্ণ এবং হস্তে প্রবালখচিত আভরণ। এই সকল অলঙ্কার দৈহিক মলসংস্রবে মলিন হইয়াছে। যাহাই হউক, রাম যেগুলির উল্লেখ করিয়াছিলেন, বোধ হয়, এই-ই সেই সমস্ত অলঙ্কার; তিনি যে অঙ্গে যে আভরণের কথা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, আমি তাহাও প্রত্যক্ষ করিলাম। তন্মধ্যে জানকী ঋষ্যমূকে যাহা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এক্ষণে কেবল তাহাই দেখিতেছি না। পূর্বে এই কামিনীই অত্যুৎকৃষ্ট ভূষণসকল ভূতলে ঝনঝন রবে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং বানরগণ ই'হারই অঙ্গ হইতে একখানি পীত-বর্ণ উত্তরীয় স্খলিত ও বৃক্ষে আসক্ত দেখিয়াছিল। জানকী এই বস্ত্র বহুদিন যাবৎ পরিধান করিয়া আছেন, তজ্জন্য ইহা মলিন ও ম্লান হইয়াছে, কিন্তু ইহা সেই উত্তরীয়বৎ সুদৃশ্য এবং ইহার পীতরাগও অবিকৃত রহিয়াছে। এই কনক-কান্তি কামিনী রামের প্রণয়িনী, ইনি এক্ষণে দূরবর্তিনী হইলেও তাঁহার মনে নিরন্তর বাস করিতেছেন। ই'হার বিরহে করুণা, শোক, দয়া ও কাম, মহাত্মা রামের হৃদয়কে বারংবার অধিকার করিতেছে। সংকটকালে স্ত্রী রক্ষিত হইল না বলিয়া করুণা, একান্ত আশ্রিতের প্রতি উচিত ব্যবহার না হইবার জন্য দয়া, পত্নীবিয়োগনিবন্ধন শোক এবং প্রণয়িনী দূরান্তরে আছেন বলিয়া কাম, মহাত্মা রামকে যারপরনাই কষ্ট প্রদান করিতেছে। এই দেবীর যেরূপ রূপ এবং যে প্রকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব, রামেরও তদ্রূপ, সুতরাং ইনি যে তাঁহারই সহধর্মিণী হইবেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ হইতেছে না। ই'হার মন রামের প্রতি এবং রামের মন ই'হার প্রতি অনুরক্ত, তজ্জন্য রাম জীবিত রহিয়াছেন, নচেৎ মুহূর্তের জন্যও বাঁচিতেন না। তিনি ই'হার বিয়োগ-দুঃখ সহ্য করিয়া যে দেহ রক্ষা করিতেছেন এবং শোকে যে অবসন্ন হইতেছেন না, বলিতে কি, ইহা অত্যন্তই দুষ্কর।

হনুমান তৎকালে সীতার দর্শনলাভ করিয়া হৃষ্টমনে রামকে চিন্তা এবং বারংবার তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর হনুমান জানকী ও রামের পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া সজলনয়নে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, জানকী সুশিক্ষিত লক্ষ্মণের গুরুপত্নী ও পূজ্যা, তিনিও যে দুঃখে এইরূপ কাতর হইয়াছেন, ইহা কেবল দুরতিক্রমণীয় কালেরই মহিমা। জানকী রাম ও লক্ষ্মণের বলবিক্রম বিলক্ষণ অবগত আছেন, তজ্জনাই বোধ হয়, বর্ষার প্রাদুর্ভাবে জাহ্নবীর ন্যায় স্থির ও গম্ভীরভাবে কাল যাপন করিতেছেন। ই'হার আভিজাত্য কুলশীল ও বয়স রামের অনুরূপ, সুতরাং ই'হারা যে
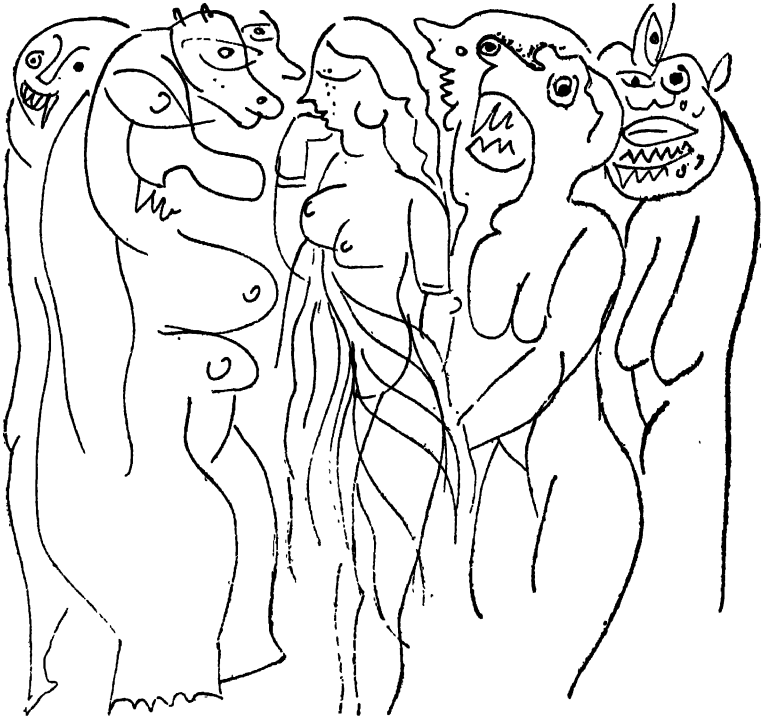
পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত, ইহা উচিতই হইতেছে। এই আকর্ণলোচনা জানকীর জন্য মহাবল বালী এবং রাবণসম কবন্ধ নিহত হইয়াছে; ইঁহারই জন্য রাম স্ববীর্যে মহাবীর বিরাধকে বধ করিয়াছেন; ইঁহারই জন্য খর, দূষণ ও ত্রিশিরা, চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসসৈন্যের সহিত সুশাণিত শরে জনস্থানে নিহত হইয়াছে; ইঁহারই জন্য যশস্বী সুগ্রীব, মহাবল বালী হইতে দুর্লভ কপিরাজ্য অধিকার করিয়াছেন এবং ইঁহারই জন্য আমি মহাসাগর লঙ্ঘন ও এই লঙ্কাপুরীও দর্শন করিলাম। এক্ষণে বোধ হইতেছে, মহাবীর রাম এই জানকীর নিমিত্ত সমগ্র পৃথিবী অধিক কি, যদি বিশ্বসংসারও সংহার করেন, তাহা অনুচিত হইবে না। একদিকে বিশ্বরাজ্য, অন্যদিকে জানকী, কিন্তু বিশ্বরাজ্য ইঁহার শতাংশের একাংশও স্পর্শ করিতে পারে না। এই কামিনী রাজর্ষি জনকের কন্যা এবং পতিপরায়ণা; ইনি হলকর্ষিত যজ্ঞক্ষেত্র হইতে পদ্মপরাগতুল্য ধূলিজালে ধূসরিত হইয়া উত্থিত হইয়াছেন। ইনি প্রবলপ্রতাপ পূজ্যস্বভাব রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ, ধর্মশীল রামের প্রণয়িনী; ইনি ভর্তৃস্নেহের বশবর্তিনী হইয়া, ভোগস্পৃহা বিসর্জনপূর্বক নির্জন অরণ্যের কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। যিনি স্বামিসেবার জন্য ফলমূলমাত্রে দেহযাত্রা নির্বাহ করিয়া, গৃহের ন্যায় বনেও সুখানুভব করিতেন এবং যিনি ক্লেশের লেশও জ্ঞাত নহেন, হা! এক্ষণে তিনিই এইরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছেন। বলবতী পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইলে যেমন সরোবর দর্শনের ইচ্ছা হয়, সেইরূপ রাম এই সুশীলাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আছেন। রাজ্যভ্রষ্ট রাজা পূর্বসমৃদ্ধি পাইলে যেমন

প্রীত হন, সেইরূপ রাম ইঁহাকে প্রাপ্ত হইলে, যারপরনাই সন্তুষ্ট হইবেন। এই জানকী স্বজনহীন এবং ভোগসুখে বঞ্চিত, এক্ষণে কেবল রামের সমাগম লাভ উদ্দেশ করিয়াই জীবিত রহিয়াছেন। ইনি এই সমস্ত রাক্ষসীকে নিরীক্ষণ করিতেছেন না এবং এই বৃক্ষ, পুষ্প ও ফলও দেখিতেছেন না, ইনি একান্তমনে কেবল রামকেই হৃদয়ে চিন্তা করিতেছেন। স্বামী স্ত্রীজাতির ভূষণ অপেক্ষাও শোভাবর্ধন, এক্ষণে এই জানকী তদ্ব্যতীত হতশ্রী হইয়াছেন। রাম ইঁহার বিরহে যে দেহধারণ করিতেছেন এবং দুঃখাবেগে যে অবসন্ন হইতেছেন না, ইহা অত্যন্ত দুষ্কর। এই কৃষ্ণকেশী সীতাকে দুঃখিতা দেখিয়া, বলিতে কি, আমারও মন একান্ত ব্যথিত হইতেছে। যিনি ক্ষমাগুণে পৃথিবীর তুল্য, যাঁহাকে রাম ও লক্ষ্মণ সতত রক্ষা করিতেন, এক্ষণে তাঁহাকে বিকৃতনয়না রাক্ষসীরা বৃক্ষমূলে বেষ্টন করিয়া আছে! এই জানকী দুঃখে নিপীড়িত, সুতরাং নীহারহত নলিনীর ন্যায় ইঁহার শোভা নষ্ট হইয়াছে। ইনি সহচরবিহীন চক্রবাকীর ন্যায় দীন দশায় নিপতিত, এই পুষ্পভারাবনত অশোক বসন্তকালীন প্রচণ্ড সূর্যের ন্যায় ইঁহার শোক একান্ত উদ্দীপিত করিতেছে।

সপ্তদশ সর্গ ॥ অনন্তর এক দিবস অতীত হইয়া গেল; পরদিন রাত্রিকাল উপস্থিত; কুমুদধবল ভগবান শশাঙ্ক স্বীয় প্রভা বিস্তারপূর্বক হনুমানকে সাহায্য দিবার জন্যই যেন সুনীল সলিলে হংসের ন্যায় নির্মল নভোমণ্ডলে উদিত হইলেন। তিনি সুশীতল করজালে ঐ মহাবীরকে পুলকিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে পূর্ণচন্দ্রাননা জানকী গুরুভারে মগ্নপ্রায় নৌকার ন্যায় শোকভরে আচ্ছন্ন আছেন। উঁহার অদূরে বহুসংখ্য ঘোররূপা রাক্ষসী। উহাদের মধ্যে কাহারও চক্ষু একমাত্র, কেহ এককর্ণ, কাহারও কর্ণ নাই, কাহারও কর্ণ সুবিস্তীর্ণ এবং কাহারও বা কর্ণ শঙ্কুতুল্য। কোন নিশাচরীর নাসারন্ধ্র ঊর্ধ্বভাগে নিবিষ্ট আছে; কাহারও দেহের উত্তরার্ধ অতিপ্রমাণ; কাহারও গ্রীবা সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ; কাহারও কেশজাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; কেহ সর্বাঙ্গব্যাপী কেশে যেন কম্বলে সংবৃত হইয়া আছে; কাহারও ললাটদেশ সুপ্রশস্ত; কাহারও ওষ্ঠ চিবুকে সন্নিবিষ্ট আছে এবং কাহারও বা মুখ ও জানু সুদীর্ঘ। উহাদের মধ্যে কেহ দীর্ঘ, কেহ কুব্জ, কেহ বিকট এবং কেহ বা বামন। কাহারও চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, কাহারও মুখ বিকৃত; কেহ ছিন্ন বস্ত্র ধারণ করিতেছে; কেহ কৃষ্ণকায়, কেহ পিঙ্গলবর্ণ, কেহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং কেহ বা কলহপ্রিয়। কেহ লৌহশূল উদ্যত করিয়া আছে, কেহ কূটাস্ত্র এবং কেহ বা মুদ্গর। ঐ সমস্ত রাক্ষসীর মুখ নানারূপ দৃষ্ট হইতেছে; কেহ বরাহ-মুখ, কেহ মৃগ-মুখ, কেহ শার্দূল-মুখ, কেহ মহিষ-মুখ, কেহ ছাগ-মুখ ও কেহ বা শৃগাল-মুখ। কাহারও মস্তক বক্ষে নিবিষ্ট আছে। কেহ গোপদ, কেহ হস্তিপদ, কেহ অশ্বপদ এবং কেহ বা উষ্ট্রপদ; কেহ একহস্ত এবং কেহ বা একপদ। উহাদের কর্ণ বিভিন্ন প্রকার; কাহারও কর্ণ গর্দভের ন্যায়, কাহারও অশ্বের ন্যায়, কাহারও কর্ণ কুক্কুরের ন্যায়, কাহারও বৃষের ন্যায়, কাহারও কর্ণ হস্তীর ন্যায় এবং কাহারও বা সিংহের ন্যায়। কোন রাক্ষসীর নাসা সুদীর্ঘ, কাহারও বা বক্র; কাহারও নাসা করিশুণ্ডাকার এবং কাহারও বা উহা এককালে নাই। কোন রাক্ষসীর কেশপাশ পদতল স্পর্শ করিতেছে। কাহারও জিহ্বা লোল ও দীর্ঘ
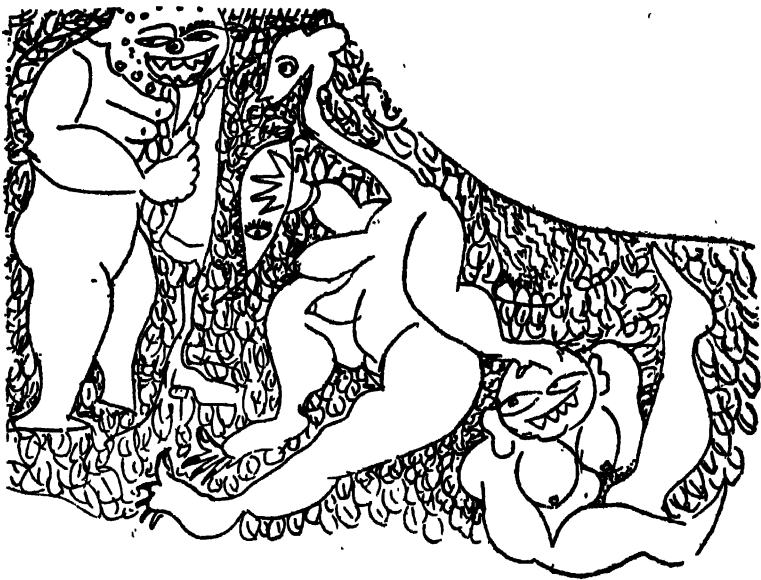
এবং কাহারও কেশ করাল ও ধূম্র। উহারা নিরন্তর সুরাপান করিতেছে। সুরা মাংস ও শোণিত উহাদিগের একান্ত প্রিয়। কেহ মাংস ও শোণিতে অবগুণ্ঠিত হইয়া আছে।

মহাবীর হনুমান প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ঐ সমস্ত ভীমদর্শন রাক্ষসীগণকে দেখিতে লাগিলেন। উহারা শাখা-প্রশাখাসম্পন্ন শিংশপাকে বেষ্টনপূর্বক দণ্ডায়মান আছে। ঐ বৃক্ষের মূলদেশে জানকী; তিনি শোকসন্তাপে একান্ত নিষ্প্রভ হইয়াছেন; তাঁহার কেশপাশ মললিপ্ত এবং চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত। তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলে বোধ হয়, যেন একটি তারকা পুণ্যক্ষয় নিবন্ধন গগনতল হইতে স্খলিত হইয়াছে। ভর্তৃদর্শন তাঁহার ভাগ্যে যারপরনাই অসুলভ; তিনি পাতিব্রত্য কীর্তিতে সমস্ত জগৎ মোহিত করিতেছেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ অলঙ্কার-শূন্য, তিনি কেবল ভর্তৃবাৎসল্যে শোভা পাইতেছেন। তাঁহার নিকট আত্মীয়-স্বজন কেহই নাই; তিনি রাবণের অশোকবনে অবরুদ্ধ, সুতরাং যূথভ্রষ্ট সিংহনিরুদ্ধ করিণীর ন্যায় শোচনীয় হইয়াছেন। তিনি শারদীয় মেঘে আবৃত শশিকলার ন্যায় প্রিয়দর্শন; তাঁহার সর্বাঙ্গ মলদিগ্ধ, সুতরাং পঙ্কলিপ্ত কমলিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন এবং নাও পাইতেছেন। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ক্লিষ্ট ও মলিন, মুখে দীনভাব এবং হৃদয় ভর্তৃপ্রভাব স্মরণে একান্ত ওজস্বী। পাতিব্রত্যই নিরন্তর তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। তিনি চকিত মৃগীর ন্যায় চতুর্দিক দেখিতেছেন এবং নিঃশ্বাসে যেন শাখাপল্লবপূর্ণ বৃক্ষসকল দগ্ধ করিতেছেন। তিনি স্বয়ং শোকের মূর্তি এবং দুঃখের উত্থিত তরঙ্গ। তিনি বিনা বেশে শোভা পাইতেছেন, তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কৃশ ও সুপ্রমাণ। মহাবীর হনুমান ঐ পতিপ্রাণাকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র হৃষ্ট হইলেন। তাঁহার নেত্র হইতে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল; তিনি উদ্দেশে রাম ও লক্ষ্মণকে বারংবার নমস্কার করিলেন এবং শিংশপা বৃক্ষের আবরণে বিলীন হইয়া রহিলেন।

অষ্টাদশ সর্গ ॥ শর্বরী অল্পমাত্র অবশিষ্ট। রাত্রিশেষে বেদবেদাঙ্গবিৎ যজ্ঞশীল ব্রহ্মরাক্ষসগণ বেদধ্বনি করিতে লাগিল। মঙ্গলবাদ্য ও সুললিত মঙ্গলগীত উত্থিত হইল। মহাবীর রাবণ প্রবোধিত হইলেন। তাঁহার মাল্যদাম ছিন্নভিন্ন এবং পরিধেয় বসন স্খলিত হইয়াছে। তিনি গাত্রোত্থানপূর্বক জানকীরে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্ত জানকীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, ঐ সময় স্মরবেগ সংবরণ করা তাঁহার পক্ষে অতিশয় দুষ্কর হইয়া উঠিল।

অনন্তর তিনি বৃক্ষশ্রেণীর শোভা দর্শন করিতে করিতে অশোক বনে চলিলেন। তথাকার বৃক্ষসকল সর্বপ্রকার ফলপুষ্পে শোভিত; স্থানে স্থানে সুপ্রশস্ত সরোবর; সুদৃশ্য পক্ষিগণ মধুমদে মত্ত হইয়া কলরব করিতেছে; তরুতল যদৃচ্ছাক্রমে নিপতিত ফলপুষ্পে আচ্ছন্ন, রমণীয় মৃগ ও পক্ষিগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। রাক্ষসরাজ রাবণ কামমদে বিহ্বল; দেব-গন্ধর্ব-কামিনীরা যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের অনুসরণ করে, সেইরূপ বহুসংখ্য রমণী উঁহার অনুগমন করিতেছে। উহাদিগের মধ্যে কাহারও হস্তে স্বর্ণপ্রদীপ, কাহারও করে চামর এবং কাহারও বা তালবৃন্ত ; কোন রমণী জলপূর্ণ ভৃঙ্গার লইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতেছে; কেহ পশ্চাৎ পশ্চাৎ মণ্ডলাকার স্বর্ণাসন বহন করিতেছে; কেহ মদ্যপূর্ণ রত্নপাত্র এবং কেহ বা স্বর্ণদণ্ডমণ্ডিত হংসধবল পূর্ণচন্দ্রাকার ছত্র লইয়া চলিয়াছে। রাক্ষসরাজ রাবণের সমভিব্যাহারে বহুসংখ্য রাজপত্নী; সৌদামিনী যেমন জলদের অনুগামিনী হয়, তদ্রূপ উহারা স্নেহ ও অনুরাগভরে উঁহার অনুসরণ করিতেছে। উহাদের হার ও কেয়ূর কিঞ্চিৎ স্খলিত, অঙ্গরাগ বিলুপ্ত, কেশপাশ আলুলিত এবং নয়নযুগল নিদ্রাবেশ ও পানাবশেষে বিঘূর্ণিত হইতেছে। উহাদিগের মুখকমল ঘর্মজলে আর্দ্র, মাল্য ম্লান এবং কটাক্ষ উন্মাদকর; কামাসক্ত রাবণ জানকীচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া মৃদুমন্দ গমনে যাইতেছেন।

ইত্যবসরে হনুমান সহসা রমণীগণের কাঞ্চীরব ও নূপুরধ্বনি শ্রবণ করিলেন। দেখিলেন, অচিন্ত্যবিক্রম রাক্ষসরাজ রাবণ অশোক বনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার অগ্রে অগ্রে অত্যুজ্জ্বল বহুসংখ্য গন্ধতৈলের প্রদীপ; তিনি কাম, দর্প ও মদ্যে বিহ্বলপ্রায়; তাঁহার নেত্র কুটিল ও আরক্ত; তিনি যেন স্বয়ং কন্দর্প; তাঁহার হস্তে শরাসন নাই, স্কন্ধে পুষ্পবাসসুরভি অমৃতফেনধবল উত্তরীয় বস্ত্র, উহা এক একবার স্কন্ধ হইতে স্খলিত ও অঙ্গদ-কোটিতে সংলগ্ন হইতেছে, আর তিনি তাহা বিমুক্ত করিয়া দিতেছেন। তৎকালে হনুমান শিংশপা বৃক্ষের শাখায় যেন বিলীন, তিনি দেখিলেন, ঐ বীর ক্রমশঃই সন্নিহিত হইতেছেন। হনুমান ব্যক্তিগ্রহ করিবার জন্য যত্নবান হইলেন। রাবণের সঙ্গে বহুসংখ্য রূপবতী যুবতী; তিনি উহাদিগকে লইয়া ঐ মৃগবহুল পক্ষি-সঙ্কুল স্ত্রীজনযোগ্য অশোক বনে প্রবেশ করিলেন। তথায় শঙ্কুকর্ণনামা একজন মদমত্ত অলংকৃত দ্বাররক্ষক ছিল। সে দেখিল, রাবণ রমণীগণের সহিত তারকা-বেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় আসিতেছেন। হনুমান এতক্ষণ উঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, এক্ষণে রাবণ বলিয়া জানিতে পারিলেন। ভাবিলেন, আমি পুরমধ্যে যাঁহাকে সেই সুরম্য গৃহে শয়ান দেখিয়াছিলাম, ইনিই সেই বীরপুরুষ। তখন ঐ ধীমান এক লম্ফ প্রদান করিয়া বৃক্ষের অগ্রশাখায় উত্থিত হইলেন। তৎকালে রাবণের তেজ তাঁহার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি ঐ শিংশপা বৃক্ষের শাখাপল্লবে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে রাবণও সীতা-

দর্শনাথী হইয়া ক্রমশই সন্নিহিত হইতে লাগিলেন।

একোনবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর জানকী মহাবীর রাবণকে দেখিবামাত্র বায়ুভরে কদলীর ন্যায় ভয়ে নিরবচ্ছিন্ন কম্পিত হইতে লাগিলেন এবং ঊরুযুগলে উদর ও করদ্বয়ে স্তনমণ্ডল আচ্ছাদনপূর্বক জলধারাকুল লোচনে উপবেশন করিয়া রহিলেন। তিনি একান্ত দীন এবং শোকে যারপরনাই কাতর; রাক্ষসীরা নিরন্তর তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। রাবণ ঐ বিশাললোচনার সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন, তিনি অর্ণবোপরি জীর্ণ নৌকার ন্যায় অবসন্ন হইয়া আছেন। তিনি ধরাসনে নিষণ্ণ, কুঠারছিন্ন ভূতলপতিত বৃক্ষশাখার ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ মলদিগ্ধ, বেশভূষার লেশমাত্র নাই; তিনি পঙ্কলিপ্ত নলিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন এবং নাও পাইতেছেন। রাবণের মৃত্যুকামনাই তাঁহার একান্ত ব্রত; তিনি মানসরথে সংকল্প-অশ্ব যোজনা করিয়া যেন রাজকেশরী রামের নিকট চলিয়াছেন। শোকতাপে তাঁহার শরীর শুষ্ক ও কৃশ; তিনি ধ্যানে নিমগ্না, একাকিনী কেবলই রোদন করিতেছেন। রামের প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ, তিনি তৎকালে আপনার দুঃখসাগরের অন্ত দেখিতেছেন না; যেন কোন একটি কালভুজঙ্গী মন্ত্রবলে নিরুদ্ধ হইয়া ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। তিনি ধূমকেতু-নিপীড়িত রোহিণীর ন্যায় শোচনীয়। তাঁহার পিতৃকুল ধর্মনিষ্ঠ ও সদাচার-নিরত, তাঁহার ঐরূপ বংশে জন্ম এবং বিবাহাদি সংস্কারও সম্পন্ন হইয়াছে; কিন্তু বেশমালিন্য দেখিলে বোধ হয় যেন তিনি কোন নীচ বংশে উৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ রাজবন্দিনী অবসন্ন কীর্তির ন্যায়, অনাদৃত শ্রদ্ধার ন্যায়, ক্ষীণ বুদ্ধির ন্যায়, উপহত আশার ন্যায়, বিমানিত আজ্ঞার ন্যায়, উৎপাতপ্রদীপ্ত দিকবধূর ন্যায়, বিঘ্নবিনষ্ট পূজার ন্যায়, ম্লান কমলিনীর ন্যায়, নিবীর সৈন্যের ন্যায়, অন্ধকারাচ্ছন্ন সূর্যপ্রভার ন্যায়, দূষিত বেদির ন্যায় এবং প্রশান্ত অগ্নিশিখার ন্যায় একান্ত শোচনীয় হইয়া আছেন। তিনি রাহুগ্রস্তচন্দ্র পূর্ণিমা রজনীর ন্যায় মলিন ও ম্লান। তিনি করিকরদলিত ছিন্নপত্র ও ভৃঙ্গশূন্য পদ্মিনীর ন্যায় অতিশয় হতশ্রী হইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন তিনি একটি নদী, উহা প্রবাহপ্রতিরোধনিবন্ধন অন্যত্র অপনীত ও শুষ্ক হইয়াছে। তিনি ভর্তৃশোকে একান্ত কাতর ও অঙ্গসংস্কারশূন্য, সুতরাং কৃষ্ণ-পক্ষীয় রাত্রির ন্যায় মলিন হইয়া আছেন। তিনি সুকুমারী, তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুদৃশ্য, রত্নগর্ভগৃহে বাস করাই তাঁহার অভ্যাস। তিনি উত্তাপতপ্ত অচিরোদ্ধৃত পদ্মিনীর ন্যায় ম্লান ও মসৃণ; যেন একটি করিণী ধৃত স্তম্ভে বদ্ধ ও যূথপতিশূন্য হইয়া, দুঃখভরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে। জানকীর পৃষ্ঠে একটি সুদীর্ঘ বেণী লম্বিত, শরতে ঘননীল বনরেখায় অবনী যেমন শোভা পায়, সেইরূপ তিনি তদ্দ্বারা অযত্নসুলভ শোভায় দীপ্তি পাইতেছেন। তিনি অনাহার শোক ও চিন্তায় যারপরনাই কৃশ। তাঁহার মনে নিরন্তর নানা-রূপ আতঙ্ক উপস্থিত হইতেছে। তিনি দুঃখে একান্ত কাতর, যেন কুলদেবতার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণবধ প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহার নেত্রযুগল ক্রোধে আরক্ত এবং উহার প্রান্তভাগ কিঞ্চিৎ শুক্ল। তিনি সজলনয়নে পুনঃ পুনঃ চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

বিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাবণ ঐ রাক্ষসী-পরিবৃত জানকীর সমক্ষে গিয়া, তাঁহাকে মধুর বাক্যে প্রলোভন প্রদর্শনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, অয়ি করিকরজঘনে! তুমি আমাকে দেখিবামাত্র স্তনদ্বয় ও উদর গোপন করিলে, এক্ষণে বোধ হয়, যেন ভয়েই লুক্কায়িত হইবার ইচ্ছা করিতেছ। বিশাললোচনে! আমি তোমার প্রণয় ভিক্ষা করিতেছি, তুমি আমাকে সম্মান কর; এই অশোকবনে মনুষ্য বা কামরূপী রাক্ষস কেহ নাই, সুতরাং অন্য পুরুষের সঞ্চারভয় দূর কর। পরস্ত্রীগমন এবং পরস্ত্রীকে বলপূর্বক হরণ রাক্ষসের স্বধর্ম, কিন্তু বলিতে কি, তুমি অনিচ্ছুক, আমি এই জন্য তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতেছি না। এক্ষণে অনঙ্গদেব যতই কেন আমার উপর বিক্রম প্রকাশ করুন না, তথাচ আমা হইতে কদাচ কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিবে না। দেবি! তুমি আমাকে বিশ্বাস কর, কিছুমাত্র ভীত হইও না; আমাকে সম্মান কর, কিছুমাত্র শোকাকুল হইও না। একবেণী ধারণ, ধরাতলে শয়ন, উপবাস, মলিন বস্ত্র পরিধান ও ধ্যান তোমার সঙ্গত হইতেছে না। তুমি আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া ভোগসুখে আসক্ত হও। সুচারু মাল্য, অগুরু চন্দন, উত্তম বস্ত্র ও উত্তম অলঙ্কারে বেশ রচনা কর। শয্যা, আসন, মদ্য, নৃত্য, গীত ও বাদ্য প্রভৃতি বিলাসসামগ্রী লইয়া সুখে কালহরণ কর। তুমি একটি স্ত্রীরত্ন, ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিও না, সর্বাঙ্গ সুবেশে সজ্জিত কর, আমার প্রণয়প্রার্থিনী হইলে, তোমার আর কোন বিষয়েরই অনির্বৃতি থাকিবে না। তোমার এই যৌবনশ্রী সুন্দর, জন্মিয়া অল্পে অল্পে অতিক্রম করিতেছে, ইহা নদীস্রোতের ন্যায় একবার গেলে আর ফিরিবে না। বোধ হয়, রূপস্রষ্টা বিধাতা তোমাকে নির্মাণপূর্বক স্বকার্যে বিরত হইয়াছেন, এই জন্যই জগতে তোমার এই রূপের আর উপমা দৃষ্ট হয় না। তুমি সুরূপা ও যুবতী, তোমাকে পাইলে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মারও মন চঞ্চল হইয়া উঠে। প্রিয়ে! আমি তোমার যে যে অঙ্গ দেখিতেছি, বলিতে কি, সেই সেই অঙ্গ হইতে চক্ষু আর কিছুতেই প্রত্যাহার করিতে সমর্থ নহি। এক্ষণে তুমি বুদ্ধিমোহ দূর কর। আমার অন্তঃপুরে অনেকানেক সুরূপা রমণী আছে, তুমি তাহাদের অধীশ্বরী হইয়া থাক। আমি স্ববিক্রমে যে-সমস্ত ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছি, তৎসমুদয় এবং বিশ্বসাম্রাজ্যও তোমাকে অর্পণ করিতেছি; তোমার প্রীতির জন্য এই গ্রামনগরপূর্ণ পৃথিবী অধিকার করিয়া, তোমার পিতাকে রাজা করিতেছি, তুমি আমার ভার্যা হইয়া থাক। দেখ, আমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উঠে, ত্রিভুবনে এমন আর কেহই নাই। দেবি! তুমি আমার অপ্রতিহত বলবীর্যের পরিচয় শুন। একদা সমস্ত সুরাসুর আমার প্রতিযোদ্ধা হইয়া রণক্ষেত্রে তিষ্ঠিতে পারে নাই; আমি তাহাদের ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়াছি এবং তাহাদিগকে বারংবার ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছি। সুন্দরি! আজ তুমি আমার প্রতি অনুরাগিণী হও এবং অঙ্গে বেশ বিন্যাস কর; আমি তোমাকে সুবেশে একটিবার চক্ষে দেখিব। তুমি কৃপা করিয়া বাসনানুরূপ ভোগবিলাসে প্রবৃত্ত হও এবং পানাহার কর। নানারূপ ধন, রত্ন ও বিশ্বরাজ্য আমার অধিকারে আছে, তুমি যেরূপ ইচ্ছা বিতরণ কর, অশঙ্কিত মনে আমার প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষী হও এবং এই প্রগলভকে আজ্ঞা কর। প্রেয়সি! আমার রাজ্য ঐশ্বর্য যে কিরূপ, তুমি তাহা স্বচক্ষে দেখ, চীরবাসী রামকে লইয়া আর কি হইবে। সে এখন হতশ্রী হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেছে; জয়লাভ তাহার পক্ষে সুদূরপরাহত; সে ব্রতপরায়ণ ও স্থণ্ডিলশায়ী; সে জীবিত আছে কি না সন্দেহ, যদিও থাকে,

তাহা হইলে সমাগমের কথা কি. তোমাকে দেখিবারও সুযোগ পাইবে না; বকপক্ষী কিরূপে মেঘান্তরিত জ্যোৎস্নাকে নিরীক্ষণ করিবে? হিরণ্যকশিপু যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের হস্ত হইতে ভার্যাকে লাভ করিয়াছিল, তদ্রূপ রাম তোমাকে আমার হস্ত হইতে কদাচ পাইবে না। অয়ি বিলাসিনি! বিহগরাজ গরুড় যেমন ভুজঙ্গকে হরণ করে, সেইরূপ তুমি আমার মনোহরণ করিতেছ। তোমার এই কৌষেয় বস্ত্র অতিশয় মলিন, দেহ উপবাসে কৃশ ও অলঙ্কারশূন্য, তথাচ তোমাকে দেখিয়া আর আমার স্বভার্যায় অনুরাগ নাই! এক্ষণে আমার অন্তঃপুরে যে-সমস্ত গুণবতী রমণী আছে, তুমি উহাদের অধীশ্বরী হও। অপ্সরোগণ যেমন দেবী কমলার পরিচারণা করে, সেইরূপ ঐ সকল ত্রিলোক-সুন্দরী তোমার সেবা করিবে। তুমি, যক্ষেশ্বরের যা কিছু ঐশ্বর্য আছে তৎ-সমুদয় এবং পৃথিব্যাদি সপ্তলোক আমার সহিত ভোগ কর। দেবি! রাম তপস্যা, বলবিক্রম ও ধনে আমার তুল্য নয় এবং তাহার তেজ এবং যশও আমার সদৃশ হইবে না। ঐ সমুদ্রতীরে সুরম্য কানন আছে, তুমি স্বর্ণহারে শোভিত হইয়া তন্মধ্যে আমার সহিত বিহার কর।

একবিংশ সর্গ ॥ তখন জানকী উগ্রস্বভাব রাবণের এইরূপ বাক্য শ্রবণে কম্পিত হইয়া অবিরল রোদন করিতে লাগিলেন। রামচিন্তা তাঁহার মনে নিরন্তর জাগরূক; তিনি একটি তৃণ ব্যবধানে রাখিয়া উঁহাকে কাতরস্বরে কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসাধিনাথ! তুমি আমায় অভিলাষ করিও না, স্বভার্যায় অনুরাগী হও; পাপাত্মার পক্ষে মুক্তিপদার্থের ন্যায় তুমি আমাকে সুলভ বোধ করিও না। পরপুরুষস্পর্শ পতিব্রতার একান্তই দূষণীয়, আমি মহৎ বংশে জন্মিয়া এবং যৌনসম্বন্ধে পবিত্রকুলে পড়িয়া কিরূপে তদ্বিষয়ে সম্মত হইব।

জাগরূক; তিনি একটি তৃণ ব্যবধানে রাখিয়া উঁহাকে কাতরস্বরে কহিতে
লাগিলেন, দেখ্, আমি অন্যের সহধর্মিণী ও সাধ্বী, তুই আমাকে সামান্য ভোগ্যা স্ত্রী বোধ করিস্ না। ধর্মকে শ্রেয় জ্ঞান কর্ এবং সৎব্রতচারী হ। রাক্ষস! নিজের ন্যায় পরের স্ত্রীকেও রক্ষা করা উচিত, তুই এই আত্মপ্রমাণ লক্ষ্য করিয়া আপনার স্ত্রীতে অনুরাগী হ। যে পুরুষ স্বভার্যায় সন্তুষ্ট নয়, সেই

অজিতেন্দ্রিয় চঞ্চল পরস্ত্রীর নিকট অপমানিত হইয়া থাকে এবং সজ্জনেরাও তাহার বুদ্ধিতে ধিক্কার করেন। যখন তোর বুদ্ধি এইরূপ বিপরীত ও ভ্রষ্ট, তখন বোধ হয়, এই মহানগরী লঙ্কায় সজ্জন নাই, থাকিলেও তুই তাঁহাদিগের কোনরূপ সংস্রব রাখিস্ না। কিম্বা বিচক্ষণেরা তোকে যা কিছু হিতকথা কহেন, রাক্ষসকুল উৎসন্ন দিবার জন্য তাহা অসারবোধে নিশ্চয়ই উপেক্ষা করিয়া থাকিস্। দেখ্, কুক্রিয়াসক্ত নির্বোধের রাজ্য ঐশ্বর্য কিছুই থাকে না। এক্ষণে এই ধনরত্নপূর্ণ লঙ্কা একমাত্র তোর দোষে অচিরাৎ ছারখার হইবে। অদূরদর্শী দুরাচার স্বীয় কর্মদোষে বিনষ্ট হইলে সকলেই হর্ষ প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং অনেকে তোর বিপদ দেখিয়া হৃষ্টমনে এইরূপ কহিবে, ভাগ্যক্রমেই এই নিষ্ঠুর শীঘ্র উৎসন্ন হইল।

রাবণ! প্রভা যেমন সূর্যের, আমিও সেইরূপ রামের; সুতরাং তুই আমাকে ঐশ্বর্য বা ধনে কদাচ প্রলোভিত করিতে পারিবি না। আমি সেই লোকনাথের হস্ত মস্তকের উপাধান করিয়া, এক্ষণে বল্, কিরূপে অন্যের বাহু আশ্রয়পূর্বক শয়ন করিব। ব্রতপারগ বিপ্রের ব্রহ্মবিদ্যার ন্যায়, আমাতে সেই তত্ত্বদর্শী মহারাজের সম্পূর্ণ অধিকার। রাবণ! তুই এক্ষণে এই দুঃখিনীকে রামের সঙ্গিনী করিয়া দে। যদি লঙ্কার শ্রী রক্ষায় ইচ্ছা থাকে, যদি সবংশে বাঁচিবার বাসনা থাকে, তবে সেই শরণাগতবৎসল রামকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা কর্। দেখ, যদি তুই আমাকে লইয়া তাঁহার হস্তে দিস, তবেই তোর মঙ্গল, নচেৎ ঘোর বিপদ। বজ্রাস্ত্র তোকে সংহার নাও করিতে পারে, কৃতান্ত চিরদিনের জন্য তোরে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু সেই লোকাধিপতি রামের হস্তে কিছুতেই তোর নিস্তার নাই। তুই অচিরাৎ ইন্দ্রের বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় রামের ভীষণ শরাসনের টঙ্কার শুনিতে পাইবি। এই লঙ্কায় তাঁহার নামাঙ্কিত শরজাল জ্বলন্ত উরগের ন্যায় মহাবেগে আসিয়া পড়িবে। ঐ সমস্ত শর কঙ্কপত্রলাঞ্ছিত, তদ্দ্বারা এই স্থান আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে এবং রাক্ষসগণ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। সেই রামরূপ বিহঙ্গরাজ রাক্ষসরূপ ভুজঙ্গদিগকে মহাবেগে লইয়া যাইবেন। যেমন বামনদেব ত্রিপদনিক্ষেপে অসুরগণ হইতে সুরশ্রী উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাম তোর হস্ত হইতে শীঘ্রই আমাকে উদ্ধার করিবেন। দেখ্, জনস্থান উচ্ছিন্ন হইয়াছে, রাক্ষসসৈন্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখন তুই ত অক্ষম, সুতরাং যে কার্য করিয়াছিস, তাহা নিতান্তই গর্হিত। সেই নরবীর মৃগগ্রহণের জন্য ভ্রাতার সহিত অরণ্যে গিয়াছিলেন, তুই তাঁহার শূন্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া যে কার্য করিয়াছিস, তাহা অত্যন্ত ঘৃণিত। তুই তাঁহাদিগের গন্ধ আঘ্রাণ করিলে, ব্যাঘ্রের নিকট কুক্কুরের ন্যায় কদাচ তিষ্ঠিতে পারিতিস না। বৃত্রাসুরের এক হস্ত ইন্দ্রের দুই হস্তের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিল। তোর অদৃষ্টে নিশ্চয় সেইরূপই ঘটিবে। যখন রামের সহিত বৈরপ্রসঙ্গ হইয়াছে, তখন তোর সহায়সম্পদ অকিঞ্চিৎকর হইবে, সন্দেহ নাই। সূর্যের পক্ষে যেমন জলবিন্দু শোষণ, সেইরূপ আমার প্রাণনাথের পক্ষে তোর প্রাণহরণ। এক্ষণে তুই কৈলাসে যা, বা পাতালেই প্রবিষ্ট হ, রামের হস্তে বজ্রাগ্নিদগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় তোর কিছুতেই আর নিস্তার নাই।

দ্বাবিংশ সর্গ॥ অনন্তর রাবণ প্রিয়দর্শনা জানকীরে অপ্রিয় বাক্যে কহিতে

লাগিলেন, জানকি! পুরুষ স্ত্রীলোককে যেরূপ সমাদর করে, সে সেই পরিমাণে তাহার প্রিয়পাত্র হয়; কিন্তু আমি তোমাকে যতটুকু সমাদর করিয়াছি, তুমি সেই পরিমাণে আমার অপমান করিয়াছ। যেমন সুনিপুণ সারথি বিপথগামী অশ্বকে নিরোধ করিয়া রাখে, সেইরূপ প্রবল কাম তোমার প্রতি ক্রোধ এককালে রোধ করিতেছে। বলিতে কি, কাম নিতান্তই বাম, ইহা যে রমণীর আসঙ্গ ইচ্ছা করে, তাহার প্রতি স্নেহ ও দয়া জন্মাইয়া দেয়। সুন্দরি! তুমি অকারণ আমার উপর বীতরাগ হইয়াছ। তুমি বধ ও অপমানের যোগ্য, কিন্তু উৎকট কামই আমাকে এই সঙ্কল্প হইতে পরাঙ্মুখ করিতেছে। তুমি এক্ষণে যেরূপ কঠোর কথা কহিলে, ইহাতেই তোমাকে বধদণ্ড প্রদান করা কর্তব্য।

অনন্তর রাবণ কুপিত মনে জানকীরে পুনর্বার কহিলেন, দেখ, আমি তোমার কথাপ্রমাণ আর দুই মাস অপেক্ষা করিয়া থাকিব, কিন্তু পরে আমার পর্যঙ্কোপরি তোমাকে আরোহণ করিতে হইবে। যদি এই নির্দিষ্টকালের অন্তে তুমি আমার প্রতি অনুরাগিণী না হও, তবে পাচকগণ আমার প্রাতর্ভক্ষ্য বিধানের জন্য নিশ্চয়ই তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিবে।

তখন দেবগন্ধর্বরমণীগণ রাবণের এই বাক্যে যারপরনাই বিষণ্ণ হইল এবং কেহ ওষ্ঠাগ্র উৎক্ষেপণ, কেহ নেত্রের ইঙ্গিত ও কেহ বা মুখভঙ্গী করিয়া জানকীরে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিল। তখন জানকী কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া রাবণের শুভসঙ্কল্পপূর্বক পাতিব্রত্য তেজ ও পতির বীর্যগর্বে কহিতে লাগিলেন, রে নীচ! তোর শুভাকাঙ্ক্ষা করে, বোধ হয়, এই নগরীতে এমন কেহই নাই, থাকিলে সে তোরে অবশ্যই এই গর্হিত কার্যে নিবারণ করিত। শচী যেমন সুররাজ ইন্দ্রের, আমিও সেইরূপ ধর্মশীল রামের ধর্মপত্নী, তুই ভিন্ন ত্রিলোকে আর কেহই আমাকে মনেও কামনা করিতে পারে না। রে পামর! তুই এক্ষণে আমায় যে-সকল পাপ কথা কহিলি, বল্‌ কোথায় গিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবি? রাম গর্বিত মাতঙ্গ, আর তুই তাঁহার পক্ষে একটি ক্ষুদ্র শশক, সুতরাং তাঁহার সহিত যুদ্ধে তোরে অবশ্যই পরাস্ত হইতে হইবে। এক্ষণে যাবৎ না রামের দৃষ্টিপথে পড়িতেছিস, তাবৎ তাঁহার নিন্দা করিতে কি তোর লজ্জা হইতেছে না? তুই আমাকে কুদৃষ্টিতে দেখিতেছিস, তোর ঐ বিকৃত ক্রূর চক্ষু ভূতলে কেন স্খলিত হইল না? আমি রামের ধর্মপত্নী এবং রাজা দশরথের পুত্রবধূ, আমাকে অবাচ্য কহিয়া তোর জিহ্বা কেন বিশীর্ণ হইয়া গেল না? আমি পাতিব্রত্য তেজে এখনই তোকে ভস্ম করিতে পারি, কিন্তু তপোরক্ষা এবং রামের অনুমতির অপেক্ষায় তাহাতে নিরস্ত থাকিলাম। দেখ্‌, তুই আমাকে হরণ ও গোপন করিয়া কদাচই রাখিতে পারিবি না যতদূর করিয়াছিস, তোর মৃত্যুর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইবে। তুই কুবেরের ভ্রাতা এবং বীরপুরুষ, তুই কি জন্য মারীচের মায়ায় রামকে দূরবর্তী করিয়া চৌর্যবৃত্তি দ্বারা তাঁহার স্ত্রীকে আনিলি।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রূর দৃষ্টি বিঘূর্ণিত করিয়া জানকীরে দেখিলেন। তাঁহার দেহ কৃষ্ণমেঘাকার, বাহুযুগল প্রকাণ্ড, গ্রীবা অত্যুচ্চ, জিহ্বা প্রদীপ্ত এবং নেত্র বিকট। তাঁহার বলবিক্রম সিংহের ন্যায় এবং গতি অত্যন্ত মন্থর; তিনি রক্তমাল্য ও রক্তবসনে শোভা পাইতেছেন; তাঁহার হস্তে স্বর্ণকেয়ূর, মস্তকে কম্পিত কনক-কিরীট এবং কটিতটে রত্নকাঞ্চী; তিনি ঐ কাঞ্চীযোগে সমুদ্রমন্থনকালীন উরগপরিবৃত মন্দরের ন্যায় শোভিত আছেন। তাঁহার কর্ণে

মণি-কুণ্ডল, তিনি তদ্দ্বারা অশোকের রক্তবর্ণ পুষ্পপল্লবে প্রদীপ্ত পর্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। তিনি স্বয়ং কল্পবৃক্ষের অনুরূপ এবং দেখিতে যেন মূর্তিমান বসন্ত, তিনি সুবেশেও শ্মশানস্থ চৈত্যের ন্যায় ভীষণ হইয়া আছেন। তাঁহার নেত্রযুগল ক্রোধে আরক্ত, তিনি ভুজঙ্গের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। তাঁহার মুখ ভ্রূকুটিকুটিল, তিনি রোষভরে জানকীর প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক কহিলেন, দেখ, তুমি দুর্নীতিনিষ্ঠ, তোমার ভালমন্দ কিছুমাত্র বিচার নাই; এক্ষণে সূর্য যেমন অন্ধকারকে সংহার করেন, সেইরূপ আমি অদ্যই তোমার বধসাধন করিব। এই বলিয়া রাবণ ঘোরদর্শন রাক্ষসীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তথায় একাক্ষী, এককর্ণা, কর্ণপ্রাবরণা, গোকর্ণী, হস্তিকর্ণী, লম্বকর্ণী, অকর্ণিকা, হস্তিপদী, অশ্বপদী, গোপদী, পাদচূলিকা একপদী, পৃথুপদী, অপদী, দীর্ঘশিরোগ্রীবা, দীর্ঘকুচোদরী, দীর্ঘনেত্রা, দীর্ঘজিহ্বা, দীর্ঘনখা, অনাসিকা, সিংহমুখী, গোমুখী ও শূকরীমুখী প্রভৃতি নিশাচরী দণ্ডায়মান ছিল। রাবণ তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, রাক্ষসীগণ! জানকী যেরূপে শীঘ্র আমার বশবর্তিনী হন, তোমরা স্বতন্ত্র বা মিলিত হইয়া তাহার উপায় বিধান কর। প্রতিকূল বা অনুকূল কার্য এবং সাম দান ভেদ ও দণ্ডে ইহারে আমার প্রীতিপ্রবণ করিয়া দেও। রাবণ রাক্ষসীদিগকে পুনঃ পুনঃ এইরূপ আদেশ দিয়া, কাম ও ক্রোধে জানকীরে তর্জন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে ধান্যমালিনী নাম্নী এক রাক্ষসী রাবণের নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিল, মহারাজ! তুমি আমার সহিত ক্রীড়া কর, এই দীনা বিবর্ণা মানুষীকে লইয়া তোমার কি হইবে? দেখ, দেবগণ ইহার ভাগ্যে ভোগ বিধান করেন নাই। এই নারী নিতান্ত বামা, তুমি ইহাকে কামনা করিতেছ বলিয়া আমার সর্বাঙ্গ দগ্ধ হইতেছে। যে স্ত্রী ইচ্ছুক, তাহারে প্রার্থনা করিলেই উৎকৃষ্ট প্রীতি জন্মে। এই বলিয়া ধান্যমালিনী রাবণকে প্রণয়ভরে কিঞ্চিৎ অপসারিত করিয়া দিল। রাবণও হাসিতে হাসিতে তৎক্ষণাৎ প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, এবং নারীগণে বেষ্টিত হইয়া পদভরে পৃথিবীকে কম্পিত করত তথা হইতে চলিলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাবণ অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলে, বিকৃতাকার রাক্ষসীরা সীতার সন্নিহিত হইল এবং উঁহাকে ক্রোধভরে কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিল, জানকি! তুমি মোহক্রমে পুলস্ত্যকুলোৎপন্ন মহামান্য রাবণের নিকট পত্নীভাব স্বীকার করা গৌরবের বলিয়া বুঝিতেছ না। পরে একজটা নাম্নী অপর এক রাক্ষসী তাঁহাকে সম্ভাষণপূর্বক, রোষরক্তলোচনে কহিল, দেখ, পুলস্ত্যদেব ব্রহ্মার মানসপুত্র, ছয় জন প্রজাপতির মধ্যে তিনিই চতুর্থ, প্রজাপতিকল্প মহর্ষি বিশ্রবা ঐ পুলস্ত্যেরই মানসপুত্র, মহাবীর রাবণ এই বিশ্রবা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি এই রাবণের পত্নী হও, কি জন্য আমার বাক্যে অনাস্থা করিতেছ? পরে হরিজটা নাম্নী এক বিড়ালাক্ষী রাক্ষসী ক্রোধে নেত্রদ্বয় বিঘূর্ণিত করিয়া কহিল, যিনি দেবগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করিয়াছেন, তুমি সেই রাবণের প্রণয়িনী হও। যিনি বলগর্বিত রণদক্ষ ও বীর, তাঁহার প্রতি কেন তোমার অনুরাগ নাই? মহারাজ রাবণ সর্বশ্রেষ্ঠা প্রাণপ্রিয়া মন্দোদরীকে ত্যাগ করিয়া তোমার নিকট আসিবেন। তিনি রত্নসজ্জিত রমণী-

পূর্ণ অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। পরে বিকটা নাম্নী আর একটি রাক্ষসী কহিল, দেখ, যিনি নাগ, গন্ধর্ব ও দানবগণকে পুনঃ পুনঃ জয় করেন, তিনিই তোমার পার্শ্বে আসিয়াছিলেন। রে অধমে! মহাধন মহাত্মা রাবণের পত্নী হইতে কেন তোর ইচ্ছা নাই? পরে দুর্মুখী কহিল, দেখ, যাঁহার ভয়ে সূর্য উত্তাপ দেন না, বায়ু সঞ্চরণ করেন না, তরুরাজি পুষ্পবৃষ্টি করিয়া থাকে এবং যাঁহার ইচ্ছাক্রমে পর্বত ও মেঘ বারিবর্ষণ করে, তুমি কি জন্য সেই রাজাধিরাজ রাবণের পত্নী হইতে অভিলাষী নও? জানকি! আমি তোমাকে ভালই কহিতেছি, তুমি কথা রক্ষা কর, অন্যথা মরিবে।

চতুর্বিংশ সর্গ ॥ অনন্তর ঐ সমস্ত করালবদনা রাক্ষসী অপ্রিয় ও কঠোর বাক্যে প্রিয়দর্শনা জানকীরে কহিতে লাগিল, দেখ, রাক্ষসরাজ রাবণের রমণীয় অন্তঃপুরে বহুমূল্য শয্যাসকল সুসজ্জিত আছে, তথায় বাস করিতে কি জন্য তোমার অভিলাষ নাই? তুমি মানুষী, মনুষ্যের পত্নী হওয়া গৌরবের বলিয়া বুঝিতেছ, কিন্তু তোমার এই সংকল্প কোনমতেই সিদ্ধ হইবে না। রাম রাজ্যভ্রষ্ট ভগ্নমনোরথ ও দীন, তুমি তাহার প্রতি বীতরাগ হও। রাবণ বিশ্বরাজ্যের ঐশ্বর্য ভোগ করিতেছেন, তুমি তাঁহাকে পাইয়া স্বেচ্ছানুরূপ সুখ লাভ কর।

তখন জানকী রাক্ষসীগণের এই কথা শ্রবণপূর্বক অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন, দেখ, তোমরা যে আমাকে পরপুরুষ সংস্রবের কথা কহিতেছ, এই ঘৃণিত পাপ কিছুতেই আমার মনে স্থান পাইতেছে না। মানুষী কি প্রকারে রাক্ষসের পত্নী হইবে? বরং তোমরা আমাকে ভক্ষণ কর, কিন্তু আমি কোনমতে তোমাদের অনুরোধ রক্ষা করিব না। আমার পতি রাম দীন বা রাজ্যহীন হউন, তিনিই আমার পূজ্য। সুবর্চলা যেমন সূর্যের, সেইরূপ আমি রামের পক্ষপাতিনী হইয়া আছি। শচী যেমন ইন্দ্রের, অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠের, রোহিণী যেমন চন্দ্রের, লোপামুদ্রা যেমন অগস্ত্যের, সুকন্যা যেমন চ্যবনের, সাবিত্রী যেমন সত্যবানের, শ্রীমতী যেমন কপিলের এবং দময়ন্তী যেমন নলের, সেইরূপ আমি রামের অনুরাগিণী হইয়া আছি।

তখন রাক্ষসীগণ জানকীর এই বাক্য শুনিয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিল এবং রুক্ষভাবে তাঁহারে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর হনুমান শিংশপা বৃক্ষে নীরব হইয়া প্রচ্ছন্ন ছিলেন, তিনি স্বকর্ণে ঐ সমস্ত কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। জানকী ভয়ে কম্পিত, নিশাচরীগণ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া ক্রোধভরে জ্বালাকরাল লম্বিত ওষ্ঠ পুনঃ পুনঃ লেহন করিতে লাগিল এবং শীঘ্র পরশু গ্রহণপূর্বক কেবল এই কথাই কহিতে লাগিল, এই হতভাগিনী কোন অংশেই মহারাজ রাবণের যোগ্য নয়।

অনন্তর জানকী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জন করিতে করিতে শিংশপা বৃক্ষের মূলে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। রাক্ষসীগণ পুনর্বার চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে বেষ্টন করিল। উহাদের মধ্যে বিনতা নাম্নী এক করালদর্শনা নিশাচরী ছিল। সে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া জানকীরে কহিতে লাগিল, ভদ্রে! তুমি ভর্তৃস্নেহ যতদূর দেখাইলে, এই পর্যন্তই যথেষ্ট, অতিবৃষ্টি কষ্টের কারণ হইয়া উঠিবে। তুমি কুশলে থাক, আমি তোমার ব্যবহারে যারপরনাই পরিতোষ পাইলাম। মনুষ্যজাতির যাহা কর্তব্য তুমি তাহাই করিয়াছ। কিন্তু এক্ষণে আমার একটি কথা

আছে, শুন। রাক্ষসরাজ রাবণ একান্ত প্রিয়বাদী অনুকূল বদান্য ও বীর, তুমি দীন মনুষ্যের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাকে গিয়া আশ্রয় কর। আজ হইতে দিব্য অঙ্গরাগ ও দিব্য অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া, স্বাহা ও শচীর ন্যায় সকলের অধীশ্বরী হও। নির্জীব, দীন রামকে লইয়া তোমার কি লাভ হইবে? এক্ষণে যদি তুমি আমার কথা না রাখ, তবে এই মুহূর্তেই আমরা তোমাকে ভক্ষণ করিব।

অনন্তর লম্বিতস্তনী বিকটা ক্রোধভরে মুষ্টি উত্তোলন করিয়া, তর্জন-গর্জনপূর্বক কহিতে লাগিল, জানকি! আমি দয়া ও সৌজন্যে তোমার অনেক বিসদৃশ কথা সহ্য করিলাম, কিন্তু তুমি যে আমাদিগকে উপেক্ষা করিতেছ, ইহাতে তোমার শ্রেয় হইবে না। দেখ, তুমি দুর্গম সমুদ্রপারে আনীত হইয়াছ, রাবণের ঘোর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছ, এই অশোক বনে রুদ্ধ এবং আমাদিগের প্রযত্নে রক্ষিত হইতেছ; সুতরাং এক্ষণে তোমাকে উদ্ধার করিতে স্বয়ং দেবরাজেরও সাধ্য নাই। তুমি আমার কথা শুন, অকারণ শোকাকুল হইয়া রোদন করিও না এবং এই চিরদীনতা দূর করিয়া প্রফুল্ল হও। জানই ত, স্ত্রীলোকের যৌবন অস্থায়ী, এক্ষণে যতদিন এই যৌবন আছে সুখভোগ করিয়া লও। তুমি রাবণের সহিত সুরম্য উদ্যান, উপবন ও পর্বতোপরি বিচরণ কর। অসংখ্য নারী তোমার বশবর্তিনী হইবে, তুমি রাবণকে কামনা কর। দেখ, যদি তুমি আমার কথা না রাখ, তবে আমি তোমার হৃৎপিণ্ড উৎপাটনপূর্বক নিশ্চয়ই ভক্ষণ করিব।

অনন্তর ক্রূরদর্শনা চণ্ডোদরী এক প্রকাণ্ড শূল বিঘূর্ণিত করিতে করিতে কহিল, এই রমণী অত্যন্ত ভীত, ইহাকে দেখিয়া অবধি আমার বড়ই সাধ হইতেছে যে, আমি ইহার যকৃৎ, প্লীহা, বক্ষ, হৃৎপিণ্ড, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া খাই।

পরে প্রঘসা কহিল, তোমরা কি জন্য নিশ্চিন্ত আছ? আইস, আমরা এই নিষ্ঠুর নারীকে গলা টিপিয়া মারি। পরে মহারাজকে গিয়া বলিও, সেই মানুষী মরিয়াছে। তিনি এই সংবাদ শুনিলে নিশ্চয়ই কহিবেন, তোমরা তাহাকে খাও।

অজামুখী কহিল, দেখ, এই স্ত্রীকে হত্যা করিয়া ইহার মাংসপিণ্ড তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লও; ইহার সঙ্গে এইরূপ বিবাদ আমার ত ভাল লাগিতেছে না। এক্ষণে যাও, শীঘ্র পানার্থ জল ও প্রচুর মাল্য লইয়া আইস।

শূর্পণখা কহিল, দেখ, অজামুখী ভালই বলিতেছে, আমারও ঐ মত। এক্ষণে শীঘ্র সন্তাপহারিণী সুরা আন, আজ আমরা মনুষ্যমাংস খাইয়া দেবী নিকুম্ভিলার নিকট নৃত্য করিব।

তখন সুরনারীসম সীতা ঐ সমস্ত বিরূপ রাক্ষসীর এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক অধীরভাবে রোদন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর তিনি নিতান্ত ভীত হইয়া, বাষ্পগদগদ স্বরে কহিলেন, দেখ, আমি মানুষী, বল, কিরূপে রাক্ষসের পত্নী হইব? বরং তোমরা আমাকে খাও, ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি কিছুতেই তোমাদের কথা রাখিতে পারিব না।

জানকীর চতুর্দিকে রাক্ষসী, তিনি ভয়ে নিরন্তর কম্পিত হইতেছেন এবং

ভয়েই যেন নিজের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি অরণ্যে যূথভ্রষ্ট ব্যাঘ্র-নিপীড়িত মৃগীর ন্যায় একান্ত বিহ্বল। তৎকালে রাক্ষসীগণের লাঞ্ছনায় তাঁহার মন যারপরনাই অশান্ত হইয়াছে। তিনি শিংশপা বৃক্ষের এক সুদীর্ঘ পুষ্পিত শাখা অবলম্বনপূর্বক ভগ্নমনে রামকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষের জলধারায় স্তনযুগল সিক্ত হইয়া গেল। কিরূপে যে শোকের শান্তি হইবে, তিনি কেবল এই চিন্তাই করিতেছেন, কিন্তু কিছুতে তাহার আর অন্ত পাইতেছেন না। তাঁহার মুখশ্রী ভয়ক্ষোভে নিতান্ত মলিন। তিনি বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় সততই কম্পিত হইতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশে একটি সুদীর্ঘ বেণী লম্বিত, ঐ কম্পনিবন্ধন তাহা গমনশীল ভুজঙ্গীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। তিনি শোকে জ্ঞানশূন্য এবং দুঃখে একান্ত কাতর; তিনি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন এবং হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা কৌশল্যে! হা সুমিত্রে! এই বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কহিলেন, স্ত্রী বা পুরুষ হউক, অকালমৃত্যু কাহারই ভাগ্যে সুলভ নহে, এই যে লোকপ্রবাদ আছে ইহা যথার্থ, নচেৎ কি জন্য আমাকে এই সকল ক্রূর রাক্ষসীর উৎপীড়ন সহিয়া রাম ব্যতীত ক্ষণকালও বাঁচিতে হইবে? আমি অতি মন্দভাগিনী, সমুদ্রে ভারাক্রান্ত নৌকা যেমন প্রবল বায়ুবেগে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ আমি নিতান্ত অনাথার ন্যায় বিনষ্ট হইতেছি। এক্ষণে আমি রাক্ষসী-দিগের বশবর্তিনী আছি, রামকেও আর দেখিতেছি না, সুতরাং প্রবাহবেগে নদীর কূল যেমন স্খলিত হয়, সেইরূপ আমি শোকে অতিশয় অবসন্ন হইতেছি। রাম প্রিয়বাদী ও কৃতজ্ঞ, ধন্য ও কৃতপুণ্যেরাই সেই পদ্মপলাশলোচনকে দেখিতেছেন। সুতীক্ষ্ন বিষপানে যেরূপ হয়, আত্মজ্ঞ রাম ব্যতীত আমার ভাগ্যে তাহাই ঘটিবে। জানি না, আমি জন্মান্তরে কি মহাপাপ করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে আমায় এই নিদারুণ যাতনা সহ্য করিতে হইতেছে। এই মনুষ্য-জন্মে ধিক, পরাধীনতাকেও ধিক, আমি যে স্বেচ্ছাক্রমে প্রাণত্যাগ করিব, কেবল এই জন্যই তাহা ঘটিতেছে না।

ষড়্‌বিংশ সর্গ ॥ জানকী যেন উন্মত্তা, শোকভরে যেন উদ্ভ্রান্তা। তিনি পরিশ্রান্ত বড়বার ন্যায় এক একবার ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন। তাঁহার চক্ষু দুঃখাশ্রুতে পরিপূর্ণ, তিনি অবনত মুখে কেবলই এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, রাম মারীচের মায়ায় মুগ্ধ হন, এই সুযোগে রাবণ আমাকে বলপূর্বক হরণ করিয়াছে। এক্ষণে আমি রাক্ষসীদিগের হস্তে, উহাদের বিস্তর বাক্যযন্ত্রণা সহিতেছি। বলিতে কি, এইরূপ দুঃখ-চিন্তায় আর আমার বাঁচিতে সাধ নাই; আমি যখন রামবিহীন হইয়া এইরূপ নিদারুণ ক্লেশে আছি, তখন আমার আর জীবনে কাজ কি? ধন, রত্ন ও অলঙ্কারেই বা প্রয়োজন কি? বোধ হয়, আমার এই হৃদয় পাষাণময় এবং অজর ও অমর, কারণ, এরূপ দুঃখেও ইহা বিদীর্ণ হইতেছে না। আমি অনার্যা ও অসতী, আমাকে ধিক! আমি রাম ব্যতীত মুহূর্তকালও জীবিত রহিয়াছি! রাবণকে কামনা করা দূরে থাক, আমি তাহাকে বামপদেও স্পর্শ করিতেছি না। দুরাত্মা প্রত্যাখ্যান বুঝে না এবং আত্মগৌরব ও আপনার কুলমর্যাদাও জানে না। সে স্বীয় নিষ্ঠুর প্রকৃতির পরতন্ত্র, এক্ষণে অন্য দ্বারা আমাকে প্রার্থনা করিতেছে। রাক্ষসীগণ! তোমরা অধিক আর কেন

বল, আমাকে ছিন্নভিন্ন বা বিদীর্ণ করিয়া ফেল, অথবা অগ্নিতেই দগ্ধ কর, আমি কিছুতেই রাবণের প্রতি অনুরাগিণী হইব না। রাম কৃতজ্ঞ, বিজ্ঞ, সুশীল ও দয়ালু, বলিতে কি, তিনি কেবল আমারই অদৃষ্টের দোষে এইরূপ নির্দয় হইয়াছেন। যিনি জনস্থানে একাকী চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসসৈন্য পরাস্ত করেন, তিনি কি জন্য আমার নিকট আগমন করিতেছেন না। হীনবল রাবণ আমাকে আনিয়া এই কাননে রুদ্ধ করিয়াছে, রাম যুদ্ধে অনায়াসেই তাহাকে বিনাশ করিবেন। যিনি দণ্ডকারণ্যে বিরাধকে বধ করিয়াছিলেন, তিনি কি জন্য আমার উদ্ধারার্থ আসিতেছেন না। এই মহানগরী লঙ্কার চতুর্দিকে মহাসমুদ্র, সুতরাং ইহা অন্যের অগম্য, কিন্তু রামের শর সর্বত্রগামী, এখানে কদাচই উহার গতিরোধ হইবে না। আমি রামের প্রাণসম পত্নী, দুরাত্মা রাবণ আমাকে বলপূর্বক হরণ করিয়াছে, জানি না, এক্ষণে সেই মহাবীর কি জন্য আমার অন্বেষণে নিশ্চেষ্ট হইয়া আছেন। আমি যে এই স্থানে আছি, বোধ হয়, তিনি তাহা জ্ঞাত নহেন, জানিলে কি এইরূপ অবমাননা সহ্য করিতেন? হা! যিনি তাঁহাকে আমার হরণ-বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিবেন, রাবণ সেই জটায়ুকেও বধ করিয়াছে। জটায়ু বৃদ্ধ হইলেও আমার রক্ষার্থ রাবণের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে কি অদ্ভুত কার্য করিয়াছিলেন। আমি এখানে রুদ্ধ হইয়া আছি, আজ রাম একথা শুনিলে নিশ্চয়ই রোষভরে ত্রিলোক রাক্ষসশূন্য করিতেন। লঙ্কাপুরী ছারখার করিয়া ফেলিতেন; সমুদ্র শুষ্ক করিতেন এবং নীচপ্রকৃতি রাবণের কীর্তি বিলুপ্ত করিয়া দিতেন। আমি যেমন এক্ষণে কাতরপ্রাণে কাঁদিতেছি, প্রতি গৃহে রাক্ষসীগণ অনাথা হইয়া এইরূপে রোদন করিত। অতঃপর মহাবীর রাম লক্ষ্মণের সহিত লঙ্কাপুরী অন্বেষণ করিয়া রাক্ষসদিগের এইরূপ দুরবস্থা করিবেন। বিপক্ষ একবার তাঁহাদের চক্ষে পড়িলে আর ক্ষণকালও বাঁচিবে না। এই লঙ্কার রাজপথ অচিরাৎ চিতাধূমে আকুল হইয়া উঠিবে, গৃধ্রগণে সঙ্কুল হইবে; অচিরাৎ ইহা শ্মশান-তুল্য হইয়া যাইবে এবং অচিরাৎই আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। রাক্ষসীগণ! আমার এই বাক্য অলীক বোধ করিও না. ইহাতে তোমাদেরই অদৃষ্টে বিপদ ঘটিবে। দেখ, এক্ষণে এই লঙ্কায় নানারূপ অশুভ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা শীঘ্রই হতশ্রী হইবে। পাপাত্মা রাবণ বিনষ্ট হইলে এই নগরী বিধবা নারীর ন্যায় শুষ্ক হইয়া যাইবে। আজ ইহাতে নানারূপ আনন্দোৎসব হইতেছে, কিন্তু অবিলম্বেই ইহা নিষ্প্রভ হইবে। আমি শীঘ্রই গৃহে গৃহে রাক্ষসীদিগের দুঃখ-শোকের আর্তনাদ শুনিতে পাইব। আমি যে এ স্থানে আছি, যদি মহাবীর রাম কোন প্রসঙ্গে ইহা জানিতে পারেন, তখন দেখিবে, এই লঙ্কাপুরী তাঁহার শরে ছিন্নভিন্ন ও ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ হইবে এবং রাক্ষসকুলেও আর কেহ অবশিষ্ট থাকিবে না। নির্দয় নীচ রাবণ আমার সহিত যে সময়ের সীমা স্থির করিয়াছে, তাহা ত প্রায় অবসান হইয়া গেল, এখন আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। রাক্ষসগণ পাপাচারী ও বিবেকশূন্য, এক্ষণে ইহাদিগেরই হস্তে আমাকে মৃত্যু দর্শন করিতে হইবে। ঐ সমস্ত মাংসাশী পামর ধর্মের অনুরোধ রক্ষা করে না, ইহাদিগেরই অধর্মে এই লঙ্কায় একটি ঘোরতর উৎপাত ঘটিবে। আমি ত এখন রাক্ষসের প্রাতর্ভক্ষ্য হইতেছি, কিন্তু প্রিয়দর্শন রামকে দেখিতে না পাইলে মৃত্যুকালে কি করিব? তাঁহাকে না দেখিলে সকাতরে কিরূপেই বা প্রাণত্যাগ করিব। আমি যে জীবিত আছি, বোধ হয়, রাম তাহা জানেন না; জানিলে নিশ্চয়ই সমস্ত পৃথিবীতে আমার অন্বেষণ করিতেন। অথবা তিনিই হয়ত

আমার শোকে দেহপাত করিয়া থাকিবেন। হা! দেবলোকে দেবগণ এবং ঋষি সিদ্ধ ও গন্ধর্বগণই ধন্য, তাঁহারা সেই রাজীবলোচনকে দর্শন করিতেছেন। ধীমান রামের ধর্মসাধনই উদ্দেশ্য, তিনি জীবন্মুক্ত রাজর্ষি, বোধ হয়, ভার্যা-সঙ্গে তাঁহার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই, সেইজন্যই তিনি আমার অনুসন্ধান লইতেছেন না। চক্ষে চক্ষে থাকিলে প্রীতি এবং অন্তরালে থাকিলেই স্নেহের উচ্ছেদ হয়, এইরূপ একটি প্রবাদ আছে বটে, কিন্তু কৃতঘ্নের পক্ষে একথা সঙ্গত, রামের ইহা কদাচই সম্ভবিতেছে না। আমি যখন তাঁহার স্নেহভ্রষ্ট হইয়াছি, তখন বোধ হয়, আমারই কোন দোষ অর্শিয়া থাকিবে, কিম্বা আমার অদৃষ্ট নিতান্তই মন্দ। যাহাই হউক, এক্ষণে আমার বাঁচিবার আর আবশ্যক নাই। হা! বোধ হয়, সেই দুই ভ্রাতা অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক ফলমূল ভক্ষণ ও বনে বনে বিচরণ করিতেছেন। কিম্বা দুরাত্মা রাবণ কৌশলক্রমে তাঁহাদিগকেও বিনাশ করিয়া থাকিবে। এক্ষণে আমার মৃত্যুই শ্রেয়, কিন্তু দেখিতেছি, এরূপ দুঃখেও আমার অদৃষ্টে মৃত্যু নাই। হা! ব্রহ্মনিষ্ঠ স্বাধীনচিত্ত মহাভাগ মুনিগণই ধন্য, তাঁহারা প্রিয় ও অপ্রিয় কোন বিষয়েরই অনুরোধ রাখেন না। প্রিয় হইতে দুঃখোৎপত্তি হয় না, অপ্রিয় হইতেই তাহা অধিক হইয়া থাকে; যাঁহারা সেই প্রিয় ও অপ্রিয়ের কোন অপেক্ষা রাখেন না, সেই সমস্ত মহাত্মাকে নমস্কার। আমি প্রিয় রামের স্নেহচ্যুত হইয়া রাবণের বশবর্তী হইয়াছি, সুতরাং প্রাণত্যাগ করাই আমার শ্রেয় হইতেছে।

সপ্তত্রিংশ সর্গ॥ তখন রাক্ষসীগণ জানকীর এই সমস্ত বাক্যে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং উহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ সকল কথা দুরাত্মা রাবণের গোচর করিবার জন্য তথা হইতে প্রস্থান করিল। অনন্তর অন্যান্য রাক্ষসীগণ জানকীর সন্নিহিত হইয়া রুক্ষস্বরে কহিতে লাগিল, অনার্যে! তুই আর এক মাস অপেক্ষা করিয়া থাক, পরে আমরা তোরে পরম সুখে খন্ড খন্ড করিয়া খাইব।

ইত্যবসরে ত্রিজটানাম্নী এক বৃদ্ধা রাক্ষসী জাগরিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং ঐ সমস্ত রাক্ষসীকে সীতার প্রতি তর্জনগর্জন করিতে দেখিয়া কহিল, দেখ, জানকী জনকের কন্যা এবং দশরথের পুত্রবধূ, তোমরা ইঁহাকে ভক্ষণ না করিয়া পরস্পর পরস্পরকে খাও। আজ আমি রাত্রিশেষে এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়াছি; বোধ হয়, রাক্ষসরাজ রাবণ সবংশে শীঘ্রই বিনষ্ট হইবেন।

তখন রাক্ষসীগণ ত্রিজটার মুখে এই দারুণ স্বপ্নের কথা শুনিয়া যারপরনাই ভীত হইল, কহিল, বল, তুমি আজ রাত্রিশেষে কিরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছ? ত্রিজটা কহিল, আমি দেখিলাম, যেন রাম শুক্লবস্ত্র ও শুক্লমাল্য ধারণপূর্বক লক্ষ্মণের সহিত গজদন্তনির্মিত গগনগামী বিমানে আরোহণ করিয়াছেন এবং সহস্র অশ্ব তাঁহাকে বহন করিতেছে। ঐ সময় জানকী শুক্লবস্ত্র পরিধানপূর্বক সমুদ্রবেষ্টিত শ্বেতপর্বতের উপর উপবেশন করিয়া আছেন এবং সূর্যের সহিত প্রভা যেমন মিলিত হয়, সেইরূপ তিনি রামের সহিত সমাগত হইয়াছেন। আবার দেখিলাম, রাম লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে এক শৈলপ্রমাণ দংষ্ট্রাকরাল প্রকান্ড হস্তীর পৃষ্ঠে উঠিয়াছেন। উঁহারা সূর্যের ন্যায় তেজস্বী এবং স্বতেজে যেন প্রদীপ্ত; উঁহারা শুক্লবসন পরিধানপূর্বক জানকীর নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। দেখিলাম,

রাম ঐ শ্বেতপর্বতের শিখরদেশে এক হস্তীকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং কমল-লোচনা জানকী তাঁহার অঙ্কদেশ হইতে উত্থিত হইয়া তদুপরি আরোহণ করিতেছেন। তিনি স্বহস্তে চন্দ্রসূর্যকে স্পর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার সহিত রাম ও লক্ষ্মণ লঙ্কার ঊর্ধ্বে এক হস্তীর পৃষ্ঠে আরূঢ় আছেন। রাম একখানি উৎকৃষ্ট রথে আটটি শ্বেতবর্ণ বৃষভে বাহিত হইয়া, লক্ষ্মণের সহিত উপস্থিত হইলেন এবং সীতাকে লইয়া, অত্যুজ্জ্বল পুষ্পকরথে আরোহণ-পূর্বক উত্তরদিকে প্রস্থান করিলেন। দেখিলাম, রাবণ মুণ্ডিত মুণ্ড ও তৈলাক্ত; তিনি উন্মত্ত হইয়া মদ্যপান করিতেছেন; তাঁহার পরিধান রক্তাম্বর, গলে করবীর মাল্য; আজ তিনি পুষ্পকরথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন। আবার দেখিলাম, তিনি কৃষ্ণাম্বর পরিধান করিয়াছেন, তাঁহার কণ্ঠে রক্তমাল্য এবং অঙ্গে রক্তচন্দন; একটি স্ত্রীলোক বলপূর্বক তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। তিনি এক গর্দভযুক্ত রথে আরূঢ় আছেন, তাঁহার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত, তিনি কখন হাসিতেছেন, কখন নাচিতেছেন এবং কখন বা তৈল পান করিতেছেন। তিনি গর্দভে আরোহণপূর্বক দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছেন। আবার এক স্থলে দেখিলাম, রাবণ অধঃশিরা হইয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে গর্দভ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন এবং সসম্ভ্রমে পুনরায় উঠিলেন। তাঁহার কটিতটে বস্ত্র নাই, মুখাগ্রে কেবলই দুর্বাক্য; তিনি অনতিবিলম্বে এক দুর্গন্ধ মলপূর্ণ পঙ্কবহুল দুঃসহ ঘোর অন্ধকারময় গর্তে নিমগ্ন হইলেন এবং দক্ষিণাভিমুখী হইয়া এক শুষ্ক হ্রদে প্রবেশ করিলেন। আরও দেখিলাম, তাঁহার নিকট একটি রক্তবসনা কৃষ্ণবর্ণা নারী কর্দমাক্ত হইয়া উপস্থিত, সে তাঁহার কণ্ঠে রজ্জুবন্ধনপূর্বক উত্তরাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। আরও দেখিলাম, কুম্ভকর্ণ এবং ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি বীরগণ মুণ্ডিত মুণ্ড ও তৈলাক্ত হইয়াছেন। রাবণ বরাহে, ইন্দ্রজিৎ শিশুমার পৃষ্ঠে এবং কুম্ভকর্ণ উষ্ট্রে আরোহণপূর্বক দক্ষিণ দিকে চলিয়াছেন। কিন্তু দেখিলাম, একমাত্র বিভীষণ মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়া, চারি জন মন্ত্রীর সহিত গগনতলে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে সুসজ্জিত সভা, তন্মধ্যে নানারূপ গীতবাদ্য হইতেছে। আবার দেখিলাম, এই হস্ত্যশ্বপূর্ণ সুরম্য লঙ্কা-পুরীর পুরদ্বার ভগ্ন, ইহা সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছে; রাক্ষসীরা তৈলপান-পূর্বক প্রমত্ত হইয়া অট্টহাস্যে হাসিতেছে। লঙ্কার সমস্তই ভস্মাবশিষ্ট এবং কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষসেরা রক্তবস্ত্র ধারণপূর্বক গোময়-হ্রদে প্রবিষ্ট হইতেছেন। রাক্ষসীগণ! তোমরা এখনই এ স্থান হইতে পলায়ন কর, দেখ, মহাবীর রাম জানকীরে নিশ্চয়ই পাইবেন। এক্ষণে যদি তোমরা সীতাকে যন্ত্রণা দেও, রাম তাহা সহ্য করিবেন না, তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের সকলকে বিনাশ করিবেন। জানকী তাঁহার প্রাণসমা পত্নী, অরণ্যের সহচরী হইয়াছেন, তোমরা যে ইঁহাকে কখন ভর্ৎসনা এবং কখন যে তর্জনগর্জন করিতেছ, রাম তাহা কখনই সহ্য করিবেন না। অতঃপর রূক্ষ কথা পরিত্যাগ কর, ইঁহাকে স্নেহবচনে সান্ত্বনা করা আবশ্যক; আইস, সকলে ইঁহার নিকট মঙ্গলভিক্ষা করি; আমার ত ইহাই ভাল বোধ হইতেছে। জানকী শোকসন্তাপে একান্ত কাতর, আমি ইঁহারই অনুকূল স্বপ্ন দেখিয়াছি; ইনি সমস্ত দুঃখ বিমুক্ত হইয়া প্রিয়লাভে সন্তুষ্ট হউন। রাক্ষসগণের ভাগ্যে রাম হইতে ঘোরতর ভয় উপস্থিত, এক্ষণে অধিক আর কি, তোমরা যদিও জানকীরে ভর্ৎসনা করিয়াছ, তথাচ এক্ষণে ইঁহার প্রসাদ ভিক্ষা কর। ইনি প্রণিপাতে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তোমাদিগকে গুরুতর ভয়

হইতে রক্ষা করিবেন। দেখ, ইঁহার সর্বাঙ্গে কোনরূপ কুলক্ষণ দেখিতেছি না, কেবল অঙ্গসংস্কার নাই বলিয়া, যেন ইঁহাকে কিঞ্চিৎ দুঃখিত বোধ হইতেছে। বলিতে কি, এক্ষণে অচিরাৎই ইঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবে; রাক্ষসরাজ রাবণের মৃত্যু এবং রামেরও জয়শ্রী লাভ হইবে। আমরা শীঘ্রই যে জানকীর প্রিয় সংবাদ শুনিতে পাইব, এই স্বপ্নই তাহার মূল। ঐ দেখ, ইঁহার পদ্মপলাশবৎ বিস্ফারিত চক্ষু স্ফুরিত হইতেছে; বামহস্ত অকস্মাৎ কণ্টকিত ও কম্পিত হইতেছে এবং এই করিশুণ্ডাকার বাম ঊরু স্পন্দিত হইয়া, যেন রামের আগমনবার্তা সূচনা করিতেছে। আর ঐ সমস্ত পক্ষীও বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট হইয়া, বারংবার শান্ত-স্বরে ডাকিতেছে এবং হৃষ্টমনে রামের প্রত্যুদ্‌গমনের জন্য যেন সংকেত করিতেছে'

তখন লজ্জাবতী এই স্বপ্ন-সংবাদে হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, ত্রিজটে! তুমি যাহা কহিলে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমি অবশ্যই তোমাদিগকে রক্ষা করিব।

অষ্টাবিংশ সর্গ ॥ পরে তিনি রাবণের এই অমঙ্গল-সংবাদে শঙ্কিত হইয়া, অরণ্যে সিংহভয়ভীত করিণীর ন্যায় কম্পিত হইলেন এবং বিজন বনে পরিত্যক্ত বালিকার ন্যায় কাতর হইয়া এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, হা! অকালমৃত্যু যে কাহারই সুলভ নয়, সাধুগণ একথা সত্যই কহিয়া থাকেন; তাহা না হইলে, এই পাপীয়সী এইরূপ লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে পারিত না। হা! আজ আমার এই দুঃখপূর্ণ কঠিন হৃদয় বজ্রাহত শৈলশৃঙ্গের ন্যায় চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। অপ্রিয়দর্শন রাবণ কয়েক দিন পরেই ত আমারে বধ করিবে; কিন্তু এক্ষণে যদি আমি নিজের ইচ্ছায় প্রাণত্যাগ করি, তজ্জন্য কেন আমি দোষী হইব। ব্রাহ্মণ যেমন অব্রাহ্মণকে মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারেন না, তদ্রূপ আমিও ঐ দুরাচারকে মন সমর্পণ করিতে পারিব না। এক্ষণে

রাম যদি এ স্থানে না আইসেন, তাহা হইলে চিকিৎসক যেমন অস্ত্র দ্বারা গর্ভস্থ জন্তুকে ছেদন করে, সেইরূপ ঐ নীচ শাণিত শরে শীঘ্রই আমারে খণ্ড খণ্ড করিবে। আমি একে দীন ও ভর্তৃহীন, ইহার উপরও আবার আমাকে এই বধ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। এক্ষণে এই ঘটনার আর দুই মাস কাল অবশিষ্ট আছে। যে তস্কর রাজাজ্ঞায় বধ্য ও বদ্ধ হইয়া আছে, নিশান্তে তাহার যেমন মৃত্যুর আশংকা জন্মে, এই নির্দিষ্ট সময় অতীত হইলে আমারও সেইরূপ হইবে। হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা কৌশল্যে! হা মাতৃগণ! বুঝি, এই মন্দভাগিনী সমুদ্রে প্রবল বায়ু-প্রতিঘাতে তরণীর ন্যায় বিনষ্ট হয়। হা! রাম ও লক্ষ্মণ আমারই কারণে মৃগরূপী মারীচের হস্তে নিহত হইয়াছেন; আমিই সেই দুর্বৃত্ত রাক্ষসের মায়ায় প্রলোভিত ও মোহের বশীভূত হইয়া, উঁহাদিগকে অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছিলাম। রাম! তুমি সত্যনিষ্ঠ ও হিতকারী, এক্ষণে আমি এই স্থানে রাক্ষসের বধ্য হইয়া আছি, কিন্তু তুমি ইহার কিছুই জানিতেছ না। হা! আমার এই পাতিব্রত্য, ক্ষমা, ভূমিশয্যা ও নিয়ম সমস্তই নিরর্থক হইল। কৃতঘ্নে কৃত উপকার যেমন নিষ্ফল হইয়া যায়, সেইরূপ এ সমস্তই পণ্ড হইয়া গেল। আমি দুঃখশোকে বিবর্ণ দীন ও কৃশ হইয়াছি, ভর্তৃসমাগমে আমার কিছুমাত্র আশা নাই। রাম! বোধ হয়, তুমি নির্দিষ্ট নিয়মে পিতৃনিদেশ পালন ও ব্রতাচরণপূর্বক গৃহে প্রতিগমন করিয়াছ এবং তথায় নির্ভয় ও কৃতার্থ হইয়া, বহুসংখ্য আকর্ণলোচনা কামিনীর সহিত সুখে কালক্ষেপ করিতেছ। কিন্তু আমি তোমার একান্ত অনুরাগিণী, এক্ষণে প্রাণান্ত করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমি নিরর্থক তপ ও ব্রত অনুষ্ঠান করিলাম, অতঃপর প্রাণত্যাগ করিব। হা! আমি অতি মন্দভাগিনী, আমাকে ধিক! আমি বিষপান বা শাণিত কৃপাণ দ্বারা আত্মহত্যা করিব, কিন্তু তদ্বিষয়ে আমার সহায়তা করে, এই রাক্ষস-পুরীতে এমন আর কাহাকেই দেখিতেছি না।

জানকী রামকে স্মরণপূর্বক এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিলেন। তাঁহার মুখ শুষ্ক; সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে। তিনি ঐ শিংশপা বৃক্ষের নিকটস্থ হইলেন। তাঁহার অন্তরে শোকানল যারপরনাই প্রবল; তিনি অনন্যমনে বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং পৃষ্ঠলম্বিত বেণী গ্রহণপূর্বক কহিলেন, আমি শীঘ্রই কণ্ঠে বেণীবন্ধনপূর্বক প্রাণত্যাগ করিব। পরে তিনি শিংশপা বৃক্ষের এক শাখা ধারণ করিলেন এবং রাম, লক্ষ্মণ ও আত্মকুল পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে লাগিলেন॥

একোনত্রিংশ সর্গ॥ জানকী নিতান্ত নিরানন্দ ও দীন; তিনি বৃক্ষশাখা অবলম্বনপূর্বক দণ্ডায়মান আছেন; ইত্যবসরে নানারূপ শুভ লক্ষণ তাঁহার সর্বাঙ্গে প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তাঁহার কুটিলপক্ষ্ম কৃষ্ণতারকা উপান্তশুক্ল প্রান্তলোহিত একমাত্র বামনেত্র মীনাহত পদ্মের ন্যায় স্পন্দিত হইতে লাগিল। রাম এতদিন যাহা আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই অগুরুচন্দনযোগ্য সুবৃত্ত স্থূল বামহস্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। যাহা করিশুণ্ডাকার ও স্থূল সেই বাম উরু পুনঃ পুনঃ স্পন্দনপূর্বক যেন রাম সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন, এইরূপ সূচনা করিয়া দিল এবং যে বস্ত্র স্বর্ণবর্ণ ও ঈষৎ মলিন, তাহাও কিঞ্চিৎ স্খলিত হইয়া পড়িল।

তখন শিখরদশনা জানকী এই সমস্ত বিশ্বাস্য লক্ষণে রৌদ্রবায়ুপ্রনষ্ট বীজ

যেমন বৃষ্টিজলে স্ফীত হয়, সেইরূপ হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখ উপরাগমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি বীতশোক হইলেন, এবং তাঁহার জড়তাও বিদূরিত হইল। তখন রজনী যেমন শুক্লপক্ষে চন্দ্র দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, সেইরূপ মুখপ্রসাদ তাঁহাকে একান্তই উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

ত্রিংশ সর্গ ॥ হনুমান শিংশপা বৃক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া এতক্ষণ সমস্তই শ্রবণ করিলেন। তিনি জানকীর বিলাপ, ত্রিজটার স্বপ্ন ও রাক্ষসীদিগের গর্জনও শুনিলেন। অনন্তর ঐ মহাবীর সুরনারীসম জানকীরে নিরীক্ষণপূর্বক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, অসংখ্য বানর যাহার জন্য দিক-দিগন্তে ভ্রমণ করিতেছে, আমি তাঁহাকেই পাইলাম। আমি যাঁহার জন্য সুগ্রীবের প্রচ্ছন্নচারী চর হইয়া শত্রুর শক্তি পরীক্ষা করিতেছিলাম, আজ তাঁহাকেই পাইলাম। আমি মহাসাগর লঙ্ঘনপূর্বক রাক্ষসগণের বিভব, লঙ্কাপুরী ও রাবণের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এক্ষণে সেই অসীমশক্তি সকরুণচিত্ত রামের এই অনুরাগিণী পত্নীকে আশ্বস্ত করিব। এই চন্দ্রাননা কখন দুঃখ সহ্য করেন নাই, এক্ষণে অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, আমি ইঁহাকে আশ্বস্ত করিব। যদি আজ ইঁহাকে প্রবোধ দিয়া না যাই, তাহা হইলে আমার প্রতিগমনে সম্পূর্ণই দোষ অর্শিতে পারে। আর এই রাজকুমারীও পরিত্রাণের উপায় না দেখিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। রাম ইঁহাকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া আছেন, তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করা যেমন আবশ্যক, ইঁহাকেও তদ্রূপ। কিন্তু দেখিতেছি, জানকীর চতুর্দিক রাক্ষসীগণে বেষ্টিত, সুতরাং ইহারা থাকিতে ইঁহার সহিত বাক্যালাপ করা আমার শ্রেয় হইতেছে না। এক্ষণে কি করি, আমি কি সংকটেই পড়িলাম। যদি আমি এই রাত্রিশেষে ইঁহাকে আশ্বাস দান না করিয়া যাই, তবে ইঁনি নিশ্চয়ই আত্মঘাতী হইবেন। যদি আমি ইঁহার সহিত কথোপকথন না করিয়া যাই, তাহা হইলে রাম যখন জিজ্ঞাসিবেন, সীতা আমার উদ্দেশে কি কহিলেন, তখন কি বলিয়া তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইব। তিনি এইরূপে ব্যতিক্রমে আমাকে নিশ্চয়ই ক্রোধজ্বলিত নেত্রে ভস্মীভূত করিবেন। আমি যদি সুগ্রীবকে বিশেষ সংবাদ না দিয়া সংগ্রামের উদ্যোগ করিতে বলি, তবে তাঁহারও এই স্থানে সসৈন্যে আগমন ব্যর্থ হইবে। যাহাই হউক, এক্ষণে সতর্ক হইলাম, এই সমস্ত রাক্ষসী কিঞ্চিৎ অসাবধান হইলে আজ মৃদু বচনে এই দুঃখিনীকে সান্ত্বনা করিব। আমি ত ক্ষুদ্রাকার বানর, তথাচ আজ মনুষ্যবৎ সংস্কৃত কথা কহিব। কিন্তু যদি ব্রাহ্মণের মত সংস্কৃত কথা কই, তাহা হইলে হয়ত সীতা আমাকে রাবণ জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত ভীতা হইবেন। বস্তুতঃ এক্ষণে অর্থসঙ্গত মানুষী বাক্যে আলাপ করা আমার আবশ্যক হইতেছে। তদ্ভিন্ন অন্য কোনরূপে ইঁহাকে সান্ত্বনা করা সহজ হইবে না। জানকী একে ত রাক্ষসভয়ে ভীত হইয়া আছেন, তাহাতে আবার আমার এই মূর্তি দর্শন এবং বাক্য শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই শঙ্কিত হইবেন। পরে আমাকে মায়ারূপী রাবণ অনুমান করিয়া চকিতমনে চীৎকার করিতে থাকিবেন। ইঁহার চীৎকার শব্দ শুনিবামাত্র করাল-দর্শন রাক্ষসীগণ তৎক্ষণাৎ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া উপস্থিত হইবে এবং ইতস্ততঃ অনুসন্ধানে আমাকে প্রাপ্ত হইয়া বধ-বন্ধনের চেষ্টা করিবে। তৎকালে আমিও নিজমূর্তি ধারণপূর্বক বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ও স্কন্ধে লম্ফ প্রদান করিতে

থাকিব। তদ্দর্শনে রাক্ষসীগণ অত্যন্ত শঙ্কিত হইবে এবং বিকৃতস্বরে রক্ষাধিকারে নিযুক্ত প্রহরীদিগকে আহ্বান করিবে। পরে প্রহরীরা উহাদিগের উদ্বেগ দর্শনে শূল শর ও অসি গ্রহণপূর্বক মহাবেগে উপস্থিত হইবে। আমি তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ হইব এবং রাক্ষসসৈন্য ছিন্নভিন্ন ও বিদীর্ণ করিতে থাকিব, কিন্তু বলিতে কি ঐ সময় আমি যে পুনর্বার সমুদ্র লঙ্ঘন করিব ইহা কোন-ক্রমেই সম্ভব নয়। তখন রাক্ষসগণ আমাকে অনায়াসে গ্রহণ করিবে এবং জানকীও আমার এই স্থানে আগমন করিবার কারণ কিছুই জানিতে পারিবেন না। রাক্ষসগণ হিংসাপরায়ণ, উহারা ঐ প্রসঙ্গে জানকীর প্রাণনাশেও পরাঙ্‌মুখ হইবে না। সুতরাং এই সূত্রে রাম ও সুগ্রীবের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে। দেখিতেছি, এই লঙ্কায় আসিবার কোনরূপ পথ নাই, ইহা সমুদ্র-বেষ্টিত রাক্ষসরক্ষিত ও অত্যন্ত গুপ্ত, জানকী এই স্থানে বাস করিতেছেন, সুতরাং ইঁহার উদ্ধার সাধনের আর কিছুমাত্র প্রত্যাশা থাকিবে না। আর আমি যদি বধ-বন্ধনে আত্মসমর্পণ করি, তাহা হইলে রামের একটি উত্তরসাধক বিনষ্ট হইবে। আমার অভাবকালে এই শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে, বিশেষ অনুসন্ধানেও এমন আর কাহাকে দেখিতেছি না। আমি এক্ষণে সহজেই অসংখ্য রাক্ষসকে রণশায়ী করিতে পারি, কিন্তু যুদ্ধশ্রমের পর পুনর্বার যে এই সমুদ্র পার হইব কিছুতেই এরূপ সম্ভব হয় না। আরও যুদ্ধে যে কোন্‌ পক্ষ জয়ী হইবে তাহারই বা স্থিরতা কি? সুতরাং সংশয়মূলক কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। জানি না, অতঃপর কোন্‌ বিচক্ষণ এই সংশয়ের কার্য নিঃসংশয়ে সাধন করিবেন? এক্ষণে আমি যদি জানকীর সহিত কথোপকথন করি, তাহাতে এই সমস্ত বিঘ্ন ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ; আর যদি না করি, তাহা হইলে ইনি নিশ্চয়ই হতাশ হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। সিদ্ধপ্রায় কার্যও দূতের বুদ্ধিবৈগুণ্যে দেশকালবিরোধী হইয়া সূর্যোদয়ে অন্ধকারবৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। কার্যাকার্যে কোনরূপ মন্ত্রণা নির্ণীত হইলেও অপটু দূতের দোষে বিশেষ ফল দর্শিতে পারে না। ফলতঃ পণ্ডিতাভিমানী দূতই কার্যক্ষতির মূল। এক্ষণে কিসে কার্যে ব্যাঘাত না জন্মে, কিসে বুদ্ধিদোষ উপস্থিত না হয় এবং কিসেই বা এই সমুদ্র লঙ্ঘনের শ্রম ব্যর্থ হইয়া না যায়, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া আমার আবশ্যক। এই জানকী অশঙ্কিত মনে আমার বাক্য শ্রবণ করিবেন এমন কোন সংকল্প স্থির করা আমার আবশ্যক।

হনুমান এইরূপ বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত করিলেন, জানকী অনন্যমনে রামকে চিন্তা করিতেছেন, এক্ষণে যদি সেই মহাবীরের নাম কীর্তন করি, তাহা হইলে ইনি কদাচ শঙ্কিত হইবেন না। সেই ইক্ষ্বাকুকুলতিলক রাম যে-সমস্ত ধর্মানুকূল শ্রেয়স্কর কার্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন, আমি এক্ষণে তৎসমুদয়ের প্রসঙ্গ করিয়া স্ববক্তব্য শান্ত ও মধুরভাবে জ্ঞাপন করিব। জানকী যাহাতে আমাকে বিশ্বাস করিতে পারেন, আমি এইরূপ বাক্যই প্রয়োগ করিব।

একত্রিংশ সর্গ॥ হনুমান এইরূপে অবধারণপূর্বক জানকীর নিকটস্থ হইলেন এবং মৃদুবাক্যে কহিতে লাগিলেন, দশরথ নামে কোন এক পুণ্যশীল রাজা ছিলেন। তিনি সুসম্পন্ন রাজশ্রীযুক্ত ও পরমসুন্দর। সর্বশ্রেষ্ঠ ইক্ষ্বাকুবংশে তাঁহার উৎপত্তি; সমগ্র পৃথিবীতেই তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল। তিনি মিত্রগণকে

অত্যন্ত সুখী করিতেন। রাম সেই দশরথের একমাত্র প্রিয় ও জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ধনুর্ধরগণের অগ্রগণ্য, স্বজনপালক ও সুশীল। এই জীবলোক তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে; তিনি ধর্মরক্ষক ও জ্ঞানবান! ঐ মহাত্মা, সত্যনিষ্ঠ বৃদ্ধ পিতার আদেশে ভার্যা ও ভ্রাতার সহিত বনবাসে প্রবিষ্ট হন। তিনি যখন মৃগয়াপ্রসঙ্গে অরণ্য পর্যটন করেন, তখন তাঁহার বলবীর্যে বহুসংখ্য রাক্ষসবীর নিহত হয় এবং খর দূষণ প্রভৃতি নিশাচরগণ জনস্থানস্থ সৈন্যের সহিত উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পরে রাক্ষসরাজ রাবণ এই সংবাদে অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হয় এবং মৃগরূপী মারীচের মায়াবলে রামকে বঞ্চনা করিয়া দেবী জানকীরে অপহরণ করে। পরে রাম জানকীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ হন এবং বালীকে বিনাশ করিয়া, সুগ্রীবকে কপিরাজ্যের আধিপত্য প্রদান করেন। অনন্তর বানরগণ সুগ্রীবের নিয়োগে চতুর্দিকে জানকীর অন্বেষণে নির্গত হয় এবং আমিও এই উপলক্ষ করিয়া সম্পাতির বাক্যে মহাবেগে শত-যোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র লঙ্ঘন করি। রামের নিকট জানকীর যেরূপ রূপ, যেরূপ বর্ণ এবং যেরূপ লক্ষণ শুনিয়াছিলাম, তদনুসারে বোধ হয় এক্ষণে জানকীরেই পাইলাম। মহাবীর হনুমান এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

জানকী এই সমস্ত কথা শুনিবামাত্র অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং অলক-সঙ্কুল মুখকমল উত্তোলনপূর্বক সভয়ে শিংশপা বৃক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। রামের সংবাদ পাইয়া তাঁহার মনে যারপরনাই হর্ষ উপস্থিত হইল। তৎকালে তিনি কখন ঊর্ধ্বে কখন অধোতে এবং কখন বা তির্যকভাবে দৃষ্টি প্রসারণ করিতেছেন। ইত্যবসরে উদয়োন্মুখ সূর্যের ন্যায় একান্ত উজ্জ্বল ধীমান হনুমান তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইলেন।

দ্বাত্রিংশ সর্গ ॥ হনুমান ধবলবর্ণ বস্ত্র পরিধানপূর্বক বৃক্ষশাখায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন, জানকী তাঁহাকে দেখিবামাত্র চমকিত হইয়া উঠিলেন। হনুমান প্রিয়বাদী ও বিনীত, তাঁহার কান্তি অশোক পুষ্পবৎ আরক্ত এবং চক্ষু স্বর্ণ-পিঙ্গল। জানকী উঁহাকে বৃক্ষের পত্রাবরণে উপবিষ্ট দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন, ভাবিলেন, এই বানর অত্যন্ত ভীমদর্শন! তিনি উহাকে দুর্নিরীক্ষ্য বোধ করিয়া ভয়ে অতিশয় বিমোহিত হইলেন। তাঁহার মনে নানারূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইল। তিনি দুঃখভরে অস্ফুট স্বরে হা রাম! হা লক্ষ্মণ! এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পুনর্বার ঐ বানরকে দেখিলেন; মনে করিলেন, বুঝি আমি স্বপ্ন দেখিতেছি। তিনি ঐ বানরকে নিরীক্ষণ করিয়া বিপন্ন ও মৃতকল্প হইলেন। পরে বহু বিলম্বে সংজ্ঞালাভপূর্বক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কি দুঃস্বপ্নই দেখিলাম! একটি নিষিদ্ধদর্শন বানর আমার দৃষ্টিপথে পড়িল! যাহাই হউক, রাম, লক্ষ্মণ ও রাজা জনকের সর্বাঙ্গীণ স্বস্তি ও শান্তি হউক। অথবা না, ইহা স্বপ্ন নহে, আমি দুঃখ-শোকে নিপীড়িত হইয়া আছি, নিদ্রা আমাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছে, রামের অদর্শনে আমার মনে সুখই নাই। আমি তাঁহাকে নিরন্তর হৃদয়ে চিন্তা করিতেছি, তাঁহার কথা সততই আলাপ করিতেছি, সুতরাং যাহা কিছু শুনি, তাহা ঐ চিন্তা ও আলাপের অনুরূপ করিয়া লই। এক্ষণে যাহা দেখিলাম ইহা কল্পনা নহে, কারণ, কল্পনায় বুদ্ধির সংস্রব থাকে না এবং তাহাতে রূপও

প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু আমি এই বানরকে সুস্পষ্ট দেখিতেছি এবং ইহার কথাও সুস্পষ্ট শুনিতেছি। এক্ষণে বৃহস্পতিকে নমস্কার, ইন্দ্রকে নমস্কার এবং ব্রহ্মা ও অগ্নিকেও নমস্কার। এই বানর আমার নিকট যাহা বলিল তাহা সত্যই হউক।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ॥ অনন্তর হনুমান বৃক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ অবতীর্ণ হইলেন এবং বিনীত ও দীনভাবে জানকীর নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। পরে মস্তকে অঞ্জলি স্থাপনপূর্বক মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, পদ্মপলাশ-লোচনে! তুমি কে? কি জন্য মলিন কৌষেয় বস্ত্র ধারণ এবং বৃক্ষশাখা অবলম্বন-পূর্বক এই স্থানে দণ্ডায়মান আছ? যেমন কমলদল হইতে জল নিঃসৃত হয় সেইরূপ তোমার নেত্রযুগল হইতে কি জন্য দুঃখের বারিধারা বহিতেছে। তুমি সুরাসুর নাগ গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষস ও কিন্নর মধ্যে কোন্ জাতীয় হইবে? রুদ্র মরুৎ বা বসুগণের সহিত কি তোমার কোন সম্পর্ক আছে? বোধ হয়, তুমি দেবী। বোধ হয়, তুমি তারাপ্রধানা সর্বশ্রেষ্ঠা গুণবতী রোহিণী হইবে, এক্ষণে চন্দ্রের স্নেহভ্রষ্ট হইয়া সুরলোক হইতে স্খলিত হইয়াছ? কল্যাণি! তুমি কে? তুমি কি দেবী অরুন্ধতী? ক্রোধ বা মোহবশতঃ কি বশিষ্ঠদেবকে কুপিত করিয়াছ? তোমার পুত্র কে এবং তোমার ভ্রাতা, পিতা ও ভর্তাই বা কে? তুমি কি ইঁহাদিগের মধ্যে কাহারও বিয়োগে এইরূপ শোকাকুল হইয়াছ? রোদন, দীর্ঘ-নিঃশ্বাস, ভূমিস্পর্শ এবং রামের নাম গ্রহণ এই সমস্ত চিহ্নে তোমাকে দেবী বলিয়া বোধ হইতেছে না। তোমার সর্বাঙ্গে যে-সমস্ত লক্ষণ দেখিতেছি তদ্দ্বারা তোমাকে রাজকন্যা ও রাজমহিষী বলিয়াই আমার হৃদ্‌প্রত্যয় জন্মিতেছে। রাবণ জনস্থান হইতে যাঁহাকে বলপূর্বক আনিয়াছে, যদি তুমি সেই সীতা হও, তাহা হইলে আমার বাক্যে প্রত্যুত্তর কর। তোমার যেরূপ অলৌকিক রূপ, যেরূপ দীনতা এবং যেরূপ পবিত্র বেশ তাহা দেখিয়া তোমাকে রামমহিষী বলিয়াই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছে।
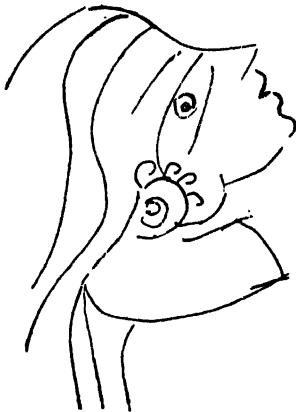
তখন জানকী রামের নাম শ্রবণপূর্বক হৃষ্টমনে কহিলেন, আমি রাজাধিরাজ প্রবলপ্রতাপ দশরথের পুত্রবধূ, মহাত্মা জনকের কন্যা এবং ধীমান রামের ধর্ম-পত্নী; আমার নাম সীতা। আমি বিবাহের পর দ্বাদশ বৎসরকাল শ্বশুরালয়ে নানারূপ সুখভোগে কালক্ষেপ করি। পরে ত্রয়োদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে, দশরথ উপাধ্যায়গণের সহিত সমবেত হইয়া রামের রাজ্যাভিষেকের সংকল্প করেন। তখন দেবী কৈকেয়ী অভিষেকের আয়োজন দেখিয়া দশরথকে এইরূপ কহিলেন, আমি আজ হইতে পানাহার পরিত্যাগ করিলাম; যদি তুমি রামকে রাজ্য দেও, তাহা হইলে আমি আর কিছুতেই প্রাণ রাখিব না। এক্ষণে রাম বনে যাক, পূর্বে তুমি প্রীতিভরে আমাকে যে কথা কহিয়াছিলে, তাহা সত্য হউক।

তখন বৃদ্ধ দশরথ কৈকেয়ীর এই ক্রূর নিষ্ঠুর কথা শ্রবণ এবং বরপ্রদান-বৃত্তান্ত স্মরণপূর্বক বিমোহিত হইলেন। সত্যে তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা, তিনি জলধারাকুললোচনে রামকে এইরূপ কহিলেন, বৎস! তুমি ভরতকে সমস্ত রাজ্য-ভার দিয়া স্বয়ং বনবাসী হও। তৎকালে পিতার এই আদেশ রামের রাজ্যাভিষেক অপেক্ষাও প্রীতিকর বোধ হইল এবং তিনি অবিচারিত চিত্তে উহা বাক্যমনে স্বীকার করিলেন। দানেই তাঁহার অনুরাগ, তিনি কখন প্রতিগ্রহ করেন না, সত্যেই তাঁহার নিষ্ঠা, তিনি প্রাণান্তে মিথ্যা কহেন না। পরে ঐ ধর্মশীল, মহা-মূল্য উত্তরীয় রাখিয়া, রাজ্যসংকল্প বিসর্জনপূর্বক জননীর হস্তে আমায় অর্পণ করিলেন। কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না এবং শীঘ্রই নির্গত হইয়া তাঁহার সহিত বনচারী হইলাম। বলিতে কি, রাম ব্যতীত স্বর্গসুখেও আমার স্পৃহা নাই। তখন মিত্রবৎসল লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিবার জন্য সর্বাগ্রে কুশচীর ধারণ করিলেন। পরে আমরা রাজনিয়োগ শিরোধার্য করিয়া অদৃষ্টপূর্ব গভীরদর্শন নিবিড় কাননে প্রবেশ করিলাম। আমরা কিছুদিন দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া আছি, এই অবসরে দুরাত্মা রাবণ আমাকে অপহরণ করিয়া আনে। এক্ষণে সে দুই মাস আমার প্রাণরক্ষায় অনুগ্রহ করিয়াছে, এই নির্দিষ্ট কাল অতীত হইলে আমি নিশ্চয়ই দেহত্যাগ করিব।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ ॥ তখন কপিবর হনুমান দুঃখাভিভূতা সীতাকে সান্ত্ববাক্যে কহিতে লাগিলেন, দেবি! আমি রামের আদেশে তোমার নিকট দূতস্বরূপ আসিয়াছি। এক্ষণে তাঁহার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল, তিনি তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসিয়াছেন। যিনি ব্রাহ্ম অস্ত্র ও সমগ্র বেদের অধিকারী, তিনি তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসিয়াছেন। যিনি তোমার ভর্তার প্রিয় অনুচর, সেই মহাবীর লক্ষ্মণও কাতর মনে তোমার চরণে প্রণাম নিবেদন করিলেন।

তখন জানকী রাম ও লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ পাইয়া, যারপরনাই পুলকিত হইলেন। কহিলেন, জীবিত লোক শত বৎসরেও আনন্দ লাভ করে, এই যে লৌকিক প্রবাদ আছে, ইহা এক্ষণে আমার সত্যই বোধ হইল। ফলতঃ সীতা রাম ও লক্ষ্মণের সন্দর্শন পাইলে যেরূপ প্রীত হন, হনুমানের বাক্যে সেইরূপই প্রীতিলাভ করিলেন এবং বিশ্বস্ত মনে উঁহার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে হনুমান ক্রমশঃ উঁহার সন্নিকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তিনি দুই এক পদ অগ্রসর হন, অমনি সীতার মনে আশংকা উপস্থিত হয়। রাবণ যে ছলনা করিতে আসিয়াছে, এই বিশ্বাসই ক্রমশঃ তাঁহার সুদৃঢ় হইতে লাগিল।

তিনি দুঃখিত মনে এইরূপ কহিলেন, হা ধিক! আমি কেন ইহার সহিত বাক্যালাপ করিলাম, দেখিতেছি, সেই রাবণই মায়াবলে রূপান্তর গ্রহণপূর্বক আগমন করিয়াছে।

তখন জানকী শিংশপা বৃক্ষের শাখা উন্মোচনপূর্বক ভূতলে উপবিষ্ট হইলেন। হনুমানও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন; কিন্তু তৎকালে সীতা অত্যন্ত ভীতা হইয়া, উঁহার প্রতি আর দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না এবং এক দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক মধুর স্বরে কহিতে লাগিলেন, বোধ হয়, তুমি মায়াবী রাবণ, পুনরায় মায়া অবলম্বন করিয়া আমাকে পরিতাপিত করিতে আসিয়াছ, কিন্তু দেখ, ইহা তোমার উচিত হইতেছে না। যে ব্যক্তি জনস্থানে স্বীয় রূপ বিসর্জন এবং পরিব্রাজকের বেশ ধারণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হয়, তুমি সেই রাবণ সন্দেহ নাই। রাক্ষস! এক্ষণে আমি উপবাসে কৃশ এবং অত্যন্ত দীন হইয়া আছি, এ সময়ও তুমি যে আমাকে যন্ত্রণা দিবার চেষ্টা করিতেছ, ইহা তোমার উচিত নহে। অথবা আমার এইরূপ আশঙ্কা করা সঙ্গত হইতেছে না; কারণ, তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার মনে বিলক্ষণ প্রীতি সঞ্চার হইতেছে। এক্ষণে তুমি যদি যথার্থই রামের দূত হও, তবে আমি তাঁহার বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বল, তোমার মঙ্গল হউক, রামের কথা আমার একান্তই প্রীতিকর। সৌম্য! তুমি আমার সেই প্রিয়তমের গুণকীর্তন কর; প্রবল জলবেগ যেমন নদীকূল শিথিল করিয়া দেয়, সেইরূপ তুমি আমার বিশ্বাস এক একবার হ্রাস করিয়া দিতেছ! হা! স্বপ্ন কি সুখকর! বহুদিন হইল, আমি অপহৃত হইয়াছি, কিন্তু স্বপ্নপ্রভাবেই আজ এই রামদূতকে দেখিলাম; এক্ষণে যদি একবার প্রিয়তম রাম ও লক্ষ্মণের দর্শন পাই, তাহা হইলে আমাকে আর এইরূপ অবসন্ন হইতে হয় না। কিন্তু বলিতে কি, অদৃষ্টদোষে স্বপ্নও আমার শুভদ্বেষী শত্রু হইয়াছে। অথবা না, ইহা স্বপ্ন নহে; স্বপ্নে রামকে দেখিয়া এইরূপ অভ্যুদয় লাভ সম্ভব হয় না। ইহা কি মনের ভ্রম? না, বায়ুর ব্যাপার? ইহা কি উন্মাদজ বিকার? না মরীচিকা? অথবা না, ইহা উন্মাদ নহে, উন্মাদবৎ মোহও নহে, কারণ আমি আপনাকে এবং নিকটস্থ বানরকেও সম্যকরূপ বুঝিতেছি!

জানকী নানা বিতর্কের পর ঐ বানরকে মায়াবী রাবণ বলিয়াই বিশ্বাস করিলেন এবং তৎকালে উঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে বিরত হইলেন। তখন হনুমান জানকীর মনোগত অভিপ্রায় সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়া শ্রুতিসুখকর বাক্যে হর্ষোৎপাদনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, মহাত্মা রাম সূর্যের ন্যায় তেজস্বী, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন। সকলেই তাঁহার প্রতি অসাধারণ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে। তিনি ধনাধিপতি কুবেরের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং মহাযশা বিষ্ণুর ন্যায় বীর্যবান; তিনি সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় সত্যনিষ্ঠ ও মিষ্টভাষী; তিনি অত্যন্ত রূপবান, যেন মূর্তিমান কন্দর্প; তাঁহার রাজদণ্ড যথাস্থানেই উদ্যত হইয়া থাকে। তিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জীবলোক তাঁহারই বাহুচ্ছায়ায় সুখী হইয়া আছে। দেবি! যে দুরাত্মা সেই মহাবীরকে মৃগরূপে অপসারণপূর্বক শূন্য আশ্রম হইতে তোমাকে আনয়ন করিয়াছিল, দেখিও, সে অচিরাৎই ইহার ফললাভ করিবে। তিনি জ্বলন্ত অগ্নিকল্প ক্রোধনির্মুক্ত শরে শীঘ্র তাহারে বিনাশ করিবেন। আমি তাঁহারই আদেশে তোমার সকাশে আসিয়াছি। তিনি তোমার বিরহে অতিমাত্র কাতর হইয়া তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তেজস্বী

লক্ষ্মণ অভিবাদনপূর্বক তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। রামের মিত্র কপিরাজ সুগ্রীব তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ইঁহারা প্রতিনিয়তই তোমাকে স্মরণ করিয়া থাকেন। তুমি রাক্ষসীগণের বশবর্তিনী হইয়া ভাগ্যবলেই জীবিত রহিয়াছ! তুমি অবিলম্বে রাম ও লক্ষ্মণের সন্দর্শন পাইবে। অসংখ্য বানর সৈন্যের মধ্যে কপিরাজ সুগ্রীবকে দেখিতে পাইবে। আমি তাঁহারই নিয়োগে সমুদ্রলঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছি এবং স্ববীর্যে রাবণের মস্তকে পদার্পণপূর্বক তোমায় দেখিতে আসিয়াছি। দেবি! আমি মায়াবী রাবণ নহি। তুমি এই আশঙ্কা পরিত্যাগ এবং আমার বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ ॥ তখন জানকী হনুমানের নিকট রামের কথা শুনিয়া সান্ত্ব ও মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বানর! রামের সহিত কোথায় তোমার সংস্রব? তুমি কিরূপে লক্ষ্মণকে জ্ঞাত হইলে? এবং নরবানরের সমাগমই বা কোন সূত্রে সংঘটন হইল? আরও, রাম ও লক্ষ্মণের অঙ্গে যে-সমস্ত অভিজ্ঞান চিহ্ন আছে, তুমি পুনরায় সেই সকল উল্লেখ কর, শুনিলে অবশ্যই আমি বীতশোক হইব।

তখন হনুমান কহিলেন, দেবি! তুমি যে আমায় এইরূপ জিজ্ঞাসিতেছ, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। এক্ষণে আমি, রাম ও লক্ষ্মণের যে-সমস্ত চিহ্ন দেখিয়াছি, কীর্তন করি, শুন। রাম পদ্মপলাশলোচন, তাঁহার মুখশ্রী পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন, তিনি আজন্ম সুরূপ ও সরল। তিনি তেজে সূর্যের ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং যশে ইন্দ্রের ন্যায়। তিনি জীবলোকের রক্ষক ও স্বজনপালক। তিনি ধর্মশীল ও সুশীল, বর্ণচতুষ্টয় তাঁহারই আশ্রয়ে কালযাপন করিতেছে। তিনি স্বতঃ পরতঃ লোকের মর্যাদা বর্ধন করিয়া থাকেন। তিনি দীপ্তিমান, সকলেই তাঁহাকে সম্মান করে। ব্রহ্মচর্যে তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা; তিনি সাধুগণের উপকার ও সৎকার্যের প্রচার করিয়া থাকেন। রাজনীতি তাঁহার কণ্ঠস্থ, বিপ্রসেবায় তাঁহার একান্ত অনুরাগ; তিনি জ্ঞানী ও বিনীত; যজুর্বেদ, ধনুর্বেদ ও বেদাঙ্গে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তিনি বেদবিদগণের পূজিত; তাঁহার স্কন্ধ স্থূল, বাহু দীর্ঘ, গ্রীবা মনোহর, আনন সুন্দর, জত্রুদ্বয় প্রচ্ছন্ন, চক্ষু তাম্রবর্ণ। তাঁহার স্বর দুন্দুভির ন্যায় গভীর, বর্ণ শ্যামল ও চিক্কণ। তাঁহার মণিবন্ধ, মুষ্টি ও উরু স্থির, মুষ্ক ভ্রূ ও বাহু লম্বিত, কেশাগ্র ও জানু সমান। তাঁহার নাভিমধ্য, কুক্ষি ও বক্ষ উন্নত, নেত্রান্ত, নখ ও করচরণতল আরক্ত, পদরেখা ও কেশ স্নিগ্ধ। তাঁহার স্বর গতি ও নাভি গভীর, উদর ও কণ্ঠে ত্রিবলী, পদমধ্য, পদরেখা ও স্তনচুচুক

নিমগ্ন ; তাঁহার পৃষ্ঠ ও জঙ্ঘা হ্রস্ব, মস্তকে তিনটি কেশের আবর্ত, অঙ্গুষ্ঠ-মূল ও ললাটে চারিটি রেখা, দেহপ্রমাণ চারিহস্ত। তাঁহার বাহু, জানু, ঊরু ও গণ্ড সমান, ভ্রূ, নেত্র ও কর্ণ প্রভৃতি চতুর্দশ স্থান একরূপ, দন্তপংক্তির পার্শ্বে অপর দন্ত। তাঁহার গতি সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী ও বৃষের অনুরূপ ; ওষ্ঠ, হনু ও নাসা প্রশস্ত ; মুখ নখ ও লোম স্নিগ্ধ। তাঁহার বাহু অঙ্গুলি ও ঊরু দীর্ঘ, মুখাদি দশ স্থান পদ্মাকার, ললাটাদি দশ স্থান প্রশস্ত, অঙ্গুলিপর্ব প্রভৃতি নয়টি স্থান সূক্ষ্ম। সত্যধর্মে তাঁহার নিষ্ঠা আছে ; তিনি দেশকালজ্ঞ ও প্রিয়-বাদী। লক্ষ্মণ নামে তাঁহার এক বৈমাত্র ভ্রাতা আছেন। তিনি অনুরাগ রূপ ও গুণে জ্যেষ্ঠের অনুরূপ। তাঁহার বর্ণ স্বর্ণের মত ; তিনি মহাবীর। দেবি! ঐ দুই ভ্রাতা তোমার উদ্দেশ লাভের নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া পৃথিবী পর্যটন করিতেছিলেন, এই প্রসঙ্গে বানরজাতির সহিত তাঁহাদিগের পরিচয় হয়। ঐ সময় কপিরাজ সুগ্রীব বালীর বলবীর্যে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, বৃক্ষবহুল ঋষ্যমূকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। তৎকালে বালীর উৎপীড়ন-ভয় তাঁহাকে নিতান্তই কাতর করিয়া তুলে। আমরা তাঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলাম। তিনি প্রিয়দর্শন ও সত্যপ্রতিজ্ঞ। তিনি ঋষ্যমূক পর্বতে উপবেশন করিয়া আছেন, ইত্যবসরে ধনুর্ধারী চীরবসন রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হন। কিন্তু তিনি উঁহাদিগকে দেখিবামাত্র অত্যন্ত ভীত হইয়া লম্ফ প্রদানপূর্বক শৈল-শিখরে আরোহণ করেন। পরে আমি তাঁহার আদেশে ঐ দুই মহাবীরের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হইলাম এবং উঁহারা যে কি জন্য ঋষ্যমূকে আসিয়াছেন, তাহার কারণও জানিলাম। দেবি! উঁহাদিগকে দেখিলে অত্যন্ত সুরূপ ও সু-লক্ষণ বলিয়াই বোধ হয়।

পরে ঐ দুই রাজকুমার আমার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় প্রীত হই-লেন। আমিও উঁহাদিগকে পৃষ্ঠে আরোপণপূর্বক কপিরাজ সুগ্রীবের সন্নিহিত হইলাম এবং তাঁহার নিকট উঁহাদিগকে পরিচিত করিয়া দিলাম। তখন উঁহারা পরস্পর কথাবার্তায় যারপরনাই পরিতৃপ্ত হইলেন এবং পূর্ববৃত্তান্তের প্রসঙ্গ করিয়া পরস্পরকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। বালী স্ত্রীলাভের জন্য সুগ্রীবকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন, রাম তাঁহাকে প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। দেবি! ঐ সময় লক্ষ্মণ সুগ্রীবের নিকট তোমার বিরহজ শোকের প্রসঙ্গ করিলেন, কিন্তু সুগ্রীব তাহা শ্রবণপূর্বক রাহুগ্রস্ত সূর্যের ন্যায় একান্ত নিষ্প্রভ হইলেন। যখন রাবণ আকাশপথে তোমাকে লইয়া যায়, তখন তুমি অঙ্গের কয়েকখান অলঙ্কার পৃথিবীতে নিক্ষেপ কর। আমি তৎসমুদয় সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। বানরগণ সুগ্রীবের আদেশে হৃষ্ট হইয়া সেইগুলি রামকে প্রদর্শন করিল। রাম তোমার সেই সুদৃশ্য অলঙ্কার অঙ্কদেশে লইয়া মূর্ছিত হইলেন। তাঁহার শোকা-নল যারপরনাই প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি প্রবল দুঃখে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন ; তৎকালে তাঁহার ধৈর্যও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি বহুক্ষণ শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে নানারূপে সান্ত্বনা করিয়া বহু কষ্টে পুনরায় উত্থাপিত করি। পরে তিনি ঐ সমস্ত বহুমূল্য অলঙ্কার বারংবার সকলকে দেখাইতে লাগিলেন এবং পুনর্বার সুগ্রীবের হস্তে তৎসমুদয় রাখিয়া দিলেন। দেবি! দেবপ্রভাব রাম তোমাকে না দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, আগ্নেয়গিরি যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হয়, সেইরূপ তিনি তোমার বিচ্ছেদে নিরন্তর জ্বলিতেছেন। অনিদ্রা শোক ও চিন্তা তাঁহাকে যারপরনাই

সন্তপ্ত করিতেছে। ভূমিকম্পে প্রকাণ্ড পর্বত যেমন বিচলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ তোমার বিরহশোক তাঁহাকে চঞ্চল করিতেছে। তিনি রমণীয় কানন নদী ও প্রস্রবণ পর্যটন করিয়া থাকেন, কিন্তু কুত্রাপি শান্তিলাভ করিতে পারেন না। এক্ষণে সেই মহাবীর রাম রাবণকে সগণে সংহার করিয়া শীঘ্রই তোমাকে উদ্ধার করিবেন। তিনি ও সুগ্রীব পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ হইয়া, বালীবধ ও তোমার অন্বেষণ এই দুই কার্যে প্রতিজ্ঞারূঢ় হন। পরে রাম স্বীয় বলবীর্যে বালীকে বিনাশপূর্বক সুগ্রীবকে বানর-ভল্লুকের রাজা করিয়া দেন। দেবি! এইরূপেই নর-বানরের সমাগম সংঘটন হইয়াছে, আমি তাঁহাদিগের দূত, আমার নাম হনুমান। কপিরাজ সুগ্রীব রাজ্য অধিকার করিয়া, বানরদিগকে তোমার উদ্দেশ লাভের জন্য দশ দিকে নিয়োগ করিয়াছেন। এক্ষণে উহারা সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করিতেছে। শ্রীমান অঙ্গদ সৈন্যসমষ্টির তৃতীয়াংশ লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন। আমি এই অঙ্গদেরই সমভিব্যাহারে আসিয়াছি। আমরা নির্গত হইয়া বিন্ধ্যপর্বতে অত্যন্ত বিপদস্থ হই, এবং তথায় দৈবদুর্বিপাক বশতঃ আমাদিগের বহুদিন অতীত হইয়া যায়। পরে আমরা কার্যে নৈরাশ্য, কালাতিপাত এবং রাজভয় এই কয়েকটি কারণে শোকাকুলমনে প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হই। আমরা গিরিদুর্গনদী ও প্রস্রবণ অন্বেষণ করিয়াছিলাম কিন্তু পরিশেষে তোমার উদ্দেশ না পাইয়া প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হই এবং সেই পর্বতে প্রায়োপবেশন করিয়া থাকি। তদ্দৃষ্টে অঙ্গদ কাতর হইয়া বিস্তর বিলাপ করেন এবং তোমার অদর্শন, বালী-বধ ও আমাদিগের প্রায়োপবেশন পুনঃ পুনঃ এই সমস্ত কথার উল্লেখ করেন। ঐ সময় কোন এক মহাবল মহাকায় বিহঙ্গ কার্যপ্রসঙ্গে তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার নাম সম্পাতি। তিনি জটায়ুর সহোদর। সম্পাতি অঙ্গদের মুখে ভ্রাতৃবধবার্তা পাইবামাত্র অত্যন্ত কুপিত হইয়া কহিলেন, বল, কে আমার কনিষ্ঠ জটায়ুকে কোন্ স্থানে বিনাশ করিল? তখন দুরাত্মা রাবণ তোমার জন্য জনস্থানে জটায়ুকে যে বধ করিয়াছিল, অঙ্গদ এই কথা উল্লেখ করেন। পরে সম্পাতি তাহা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তুমি যে লঙ্কায় বাস করিতেছ তাহাও কহিয়া দিলেন।

অনন্তর আমরা বিহগরাজের এই প্রীতিকর কথায় পুলকিত হইয়া বিন্ধ্য-গিরি হইতে সমুদ্রতীরে আগমন করিলাম। তৎকালে তোমার দর্শন পাইবার জন্য আমাদিগের বিশেষ উৎসাহ জন্মিয়াছিল। কিন্তু আমরা সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া যারপরনাই চিন্তিত হইলাম। বানরসৈন্য উপায়ান্তর না দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল। পরে আমি ভয় দূর করিয়া ঐ শত যোজন অক্লেশে লঙ্ঘন করিলাম এবং রাত্রিকালে রাক্ষসপূর্ণ লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইয়া রাবণকে ও তোমাকে দেখিলাম।

দেবি! যেরূপ ঘটিয়াছে, আমি আনুপূর্বিক সমস্তই কহিলাম। এক্ষণে তুমি আমার সহিত সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হও। আমি রামের দূত, আমি রামের জন্যই এইরূপ সাহসের কর্ম করিয়াছি এবং তোমার উদ্দেশ লাভার্থই এই স্থানে আসিয়াছি। পবনদেব আমার পিতা, আমি কপিরাজ সুগ্রীবের সচিব। এক্ষণে রাম কুশলে আছেন, যিনি জ্যেষ্ঠের পরিচর্যায় অনুরক্ত এবং জ্যেষ্ঠেরই হিত সাধনে আসক্ত, সেই সুলক্ষণাক্রান্ত লক্ষ্মণও কুশলে আছেন। এক্ষণে কেবল আমিই সুগ্রীবের আদেশে এই স্থানে আসিয়াছি। কেবল আমিই তোমার উদ্দেশ লাভের জন্য এই দক্ষিণদিকে উপস্থিত হইয়াছি। বানরসৈন্যরা তোমার অদর্শনে অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া আছে। এক্ষণে আমি সৌভাগ্যক্রমে তোমার সংবাদ

দিয়া তাহাদিগকে পুলকিত করিব। সৌভাগ্যক্রমেই আমার এই সমুদ্রলঙ্ঘন করিবার পরিশ্রম ব্যর্থ হইল না।

দেবি! অতঃপর আমি তোমার উদ্দেশকৃত যশ অধিকার করিব এবং মহাবীর রামও রাবণকে সগণে সংহার করিয়া অবিলম্বে তোমায় লাভ করিবেন। আমি হনুমান, কপিবর কেশরীর পুত্র। ঐ কেশরী মাল্যবান নামে এক উৎকৃষ্ট পর্বতে বাস করিতেন। পরে তথা হইতে গোকর্ণ পর্বতে প্রস্থান করেন। তিনি তথায় পবিত্র সমুদ্রতীর্থে দেবর্ষিগণের আদেশে শাম্বসাদন নামে এক অসুরকে সংহার করিয়াছিলেন। আমি এই কেশরীর ক্ষেত্রজাত ও বায়ুর ঔরস পুত্র। স্ববীর্যে হনুমান নামে প্রথিত হইয়াছি। আমি রামের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য নিজের এই সমস্ত গুণ উল্লেখ করিয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি চিন্তিত হইও না, তিনি অচিরাৎ নিশ্চয়ই এই স্থান হইতে তোমাকে লইয়া যাইবেন।

তখন শোকার্তা সীতা এই সকল বিশ্বস্ত কারণে হনুমানকে রামদূত বলিয়াই স্থির করিলেন। তাঁহার মনে অত্যন্ত হর্ষের উদ্রেক হইল, নেত্রযুগল হইতে অনর্গল আনন্দবারি নির্গত হইতে লাগিল এবং মুখমণ্ডলও উপরাগমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি হনুমানকে বানরই বোধ করিলেন। উঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মনোমধ্যে যে নানারূপ কুতর্ক উপস্থিত হইতেছিল, তাহাও দূর হইয়া গেল।

তখন হনুমান ঐ প্রিয়দর্শনাকে কহিলেন, দেবি! এই আমি তোমাকে সমস্তই কহিলাম, এক্ষণে তুমি আশ্বস্ত হও। অতঃপর আমি কি করিব এবং তোমার অভীষ্টই বা কি? বল, আমি আর এ স্থানে থাকিতেছি না। বায়ুর ঔরসে আমার জন্ম এবং আমার প্রভাব তাঁহারই অনুরূপ। তুমি আমাকে যেরূপ আদেশ করিবে, আমি স্বীয় বলবীর্যে তাহা অবশ্যই সাধন করিব।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ ॥ অনন্তর হনুমান সীতার মনে বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত পুনরায় কহিলেন, দেবি! আমি ধীমান রামের দূত, জাতিতে বানর। এক্ষণে তুমি এই রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় নিরীক্ষণ কর। রাম ইহা আমাকে অর্পণ করিয়াছেন, আমি তোমার প্রত্যয়ের জন্য ইহা আনয়ন করিয়াছি। তুমি আশ্বস্ত হও, দেখিও শীঘ্রই তোমার এই দুঃখের অবসান হইবে।

তখন জানকী হনুমানের হস্ত হইতে রামের করভূষণ অঙ্গুরীয় গ্রহণপূর্বক সতৃষ্ণনয়নে দেখিতে লাগিলেন এবং রামের সমাগমলাভে যেরূপ প্রীত হন, তিনি ঐ অঙ্গুরীয় পাইয়া সেইরূপই প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার রমণীয় মুখ রাহুগ্রাসনির্মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি পরিতুষ্ট হইয়া সমাদরপূর্বক হনুমানকে এইরূপ কহিতে লাগিলেন, বানর! তুমি যখন একাকীই এই রাক্ষসপুরী লঙ্কায় আসিয়াছ তখন তুমি বীব, সমর্থ ও বিজ্ঞ সন্দেহ নাই। মহাসাগর নক্রমকরপূর্ণ ও শত যোজন বিস্তীর্ণ, তুমি যখন ইহা গোষ্পদবৎ জ্ঞান করিয়াছ, তখন তোমার বিক্রম শ্লাঘনীয় সন্দেহ নাই। বীর! আমি তোমাকে সামান্য বোধ করি না। তুমি সমুদ্র দর্শনে ভীত এবং রাবণ হইতেও শঙ্কিত হও নাই। এক্ষণে যদি তুমি রামের নিদেশে আগমন করিয়া থাক, তবে আমার সহিত কথোপকথন কর। রাম অপরীক্ষিত অদৃষ্টবীর্য ব্যক্তিকে কখনই আমার নিকট প্রেরণ করিবেন না। বলিতে কি, আমি ভাগ্যক্রমেই সেই সত্যনিষ্ঠ ধর্মশীল রাম

ও লক্ষ্মণের কুশলবার্তা জানিতে পারিলাম। দূত! যদি রামের কোনরূপ অমঙ্গল না ঘটিয়া থাকে, তবে তিনি প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় উত্থিত হইয়া ক্রোধভরে এই সসাগরা পৃথিবীকে কেন ভস্মসাৎ করিতেছেন না? অথবা দেবগণকে নিগ্রহ করাও তাঁহার পক্ষে অধিক নহে, কিন্তু বোধ হয়, আমার অদৃষ্টে আজিও দুঃখের অবসান হয় নাই। বীর! এক্ষণে রাম ত দুঃখে কাতর নহেন? তিনি ত আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন? দীনতা ও ভয় তাঁহাকে ত অভিভূত করে নাই? কার্যকালে তাঁহার ত কোনরূপ বুদ্ধিমোহ উপস্থিত হয় না? পৌরুষ প্রকাশে তাঁহার ত সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে? তিনি ত জয়লাভের জন্য মিত্রবর্গে সাম দান এবং শত্রুগণে ভেদ ও দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন? তাঁহার ত প্রকৃত মিত্র আছে এবং তাঁহার প্রতি মিত্রগণের ত যথোচিত অনুরাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে? দেবপ্রসাদ লাভ করিতে তাঁহার ত ঔদাস্য নাই? দূরবাসনিবন্ধন তিনি ত আমার উপর বীতরাগ হন নাই? সেই রাজকুমার কখন দুঃখ সহ্য করেন নাই, তিনি নিয়ত সুখেই কাল ক্ষেপণ করিয়াছেন, এক্ষণে ক্লেশের পর ক্লেশ সহ্য করিয়া ত অবসন্ন হইতেছেন না? আর্যা কৌশল্যা, দেবী সুমিত্রা ও ভরতের কুশলবার্তা ত সর্বদাই শ্রুত হওয়া যায়? রাম কি আমার শোকে অতিশয় কাতর হইয়াছেন? তিনি কি নিরবচ্ছিন্ন বিমনা হইয়া আছেন? ভ্রাতৃবৎসল ভরত আমার উদ্ধার সংকল্পে কি মন্ত্রিরক্ষিত সৈন্যগণকে নিয়োগ করিবেন? কপিরাজ সুগ্রীব তীক্ষ্ণদশন খরনখ বানরসৈন্যে পরিবৃত হইয়া কি এই স্থানে আসিবেন? মহাবীর লক্ষ্মণ কি শরনিকরে নিশাচরগণকে সংহার করিবেন? আমি কি শীঘ্র রামের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে রাবণকে সবংশে বিনষ্ট দেখিতে পাইব? প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে জল-শোষ হইলে পদ্ম যেমন ম্লান হইয়া যায়, তদ্রূপ রামের সেই পদ্মগন্ধি মুখ আমার বিরহে কি শুষ্ক হইয়াছে? তিনি যখন ধর্মের উদ্দেশে রাজ্য পরিত্যাগ করেন এবং যখন পাদচারে আমাকে লইয়া অরণ্যে নিষ্ক্রান্ত হন, তৎকালে যেমন তাঁহার ভয় শোক কিছুমাত্র ছিল না, এখনও কি তিনি সেইরূপ আছেন? দূত! মাতা পিতা বা যে-কেহ হউন না, রামের পক্ষে আমা অপেক্ষা অধিক বা আমার সমান কেহই স্নেহের পাত্রী নাই। আমি যতক্ষণ তাঁহার সংবাদ পাইব, জানিও, তাবৎকাল আমার জীবন। জানকী এই বলিয়া রামসংক্রান্ত সুমধুর কথা কর্ণ-গোচর করিবার জন্য মৌনাবলম্বন করিলেন।

তখন হনুমান মস্তকে অঞ্জলি স্থাপনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, দেবি! তুমি যে এই লঙ্কায় বাস করিতেছ পদ্মপলাশলোচন রাম তাহা জ্ঞাত নহেন; জানিলে নিশ্চয়ই আসিয়া তোমাকে উদ্ধার করিতেন। এক্ষণে তিনি আমার নিকট তোমার সংবাদ পাইলে বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন এবং অক্ষোভ্য সমুদ্রকে শরজালে স্তম্ভিত করিয়া এই লঙ্কানগরী রাক্ষসশূন্য করিবেন। যদি এই বিষয়ে স্বয়ং মৃত্যুও অন্তরায় হন, যদি সুরাসুরও কোনরূপ ব্যাঘাত দেন, তবে তিনি তাহাদিগকেও বিনাশ করিবেন। দেবি! রাম তোমার অদর্শনে কাতর হইয়া সিংহনিপীড়িত মাতঙ্গের ন্যায় অত্যন্ত অশান্ত হইয়াছেন। আমি মলয়, মন্দর, বিন্ধ্য, সুমেরু, ও দর্দুর পর্বতের নামোল্লেখপূর্বক শপথ করিতেছি, ফলমূল স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, তুমি সেই রামের কুণ্ডল-শোভিত উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখমণ্ডল শীঘ্রই দেখিতে পাইবে। দেবি! তুমি রামকে ঐরাবতপৃষ্ঠে উত্থিত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় শীঘ্রই প্রস্রবণ-শৈলে উপবিষ্ট দেখিতে পাইবে। তিনি তোমার বিরহে আর মদ্য মাংস স্পর্শ

করেন না, যথাকালে শাস্ত্রবিহিত বন্যফলমূলে দিনপাত করিয়া থাকেন। সেই রাজকুমার সমস্ত রাত্রি কেবল তোমারই ধ্যানে নিমগ্ন, দংশ মশক কীট ও সরীসৃপের উপদ্রব কিছুই জানিতে পারেন না। তিনি নিয়ত শোকাক্রান্ত ও চিন্তিত হইয়া আছেন, তোমার বিরহে অন্য কোনরূপ ভাবনা তাঁহার মনে কদাচই উদিত হয় না। একে তিনি নিরবচ্ছিন্ন জাগরণক্লেশ সহিতেছেন, তাহাতে যদিও কখন নিদ্রিত হন, তাহা হইলে সীতা এই মধুর নাম উচ্চারণপূর্বক সহসা প্রবুদ্ধ হইয়া থাকেন। তিনি ফল পুষ্প বা অন্য কোন স্ত্রীজনকমনীয় পদার্থ দেখিলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক হা প্রিয়ে! বলিয়া রোদন করেন। দেবি! সেই বীর এইরূপে পরিতপ্ত হইতেছেন এবং তোমাকে পাইবার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিতেছেন।

সপ্তত্রিংশ সর্গ ॥ অনন্তর চন্দ্রাননা জানকী হনুমানকে ধর্মসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, দূত! তোমার কথা বিষমিশ্রিত অমৃত; রাম অনন্যমনে আছেন এই বাক্য অমৃত, আর তিনি নিতান্ত শোকাকুল রহিয়াছেন, এই কথা বিষ। প্রভূত সম্পদ বা ঘোর বিপদেই হউক, দৈব সকল ব্যক্তিকেই যেন রজ্জু দ্বারা কঠোর বন্ধনপূর্বক আকর্ষণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ কেহ দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না; এই দৈবদুর্বিপাকেই আমরা বিপদে পড়িয়াছি। এক্ষণে সমুদ্রে তরণী জলমগ্ন হইলে সন্তরণবলে যেমন তীরে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তদ্রূপ রাম সবিশেষ যত্নে শোকের পরপার দেখিতে পাইবেন। জানি না, কবে সেই মহাবীর রাবণকে রাক্ষসগণের সহিত সংহার ও লঙ্কাপুরী ছারখার করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইবেন। যাহাতে শীঘ্র এই কার্য সম্পন্ন হয় তজ্জন্য তুমি তাঁহাকে অনুরোধ করিও; দেখ, যাবৎ না এই সংবৎসর পূর্ণ হইতেছে, ততদিন আমি প্রাণধারণ করিব। নিষ্ঠুর রাবণ আমার সহিত যে সময় নির্দিষ্ট করিয়াছে, তদনুসারে এইটি দশম মাস, সুতরাং বর্ষশেষের আর দুই মাস কাল অবশিষ্ট আছে। বিভীষণ আমাকে রামের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য রাবণকে বিস্তর অনুনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ দুষ্ট তদ্বিষয়ে কিছুতেই সম্মত হয় নাই। সে মৃত্যুর বশবর্তী হইয়াছে, কৃতান্ত তাহাকে যুদ্ধে অনুসন্ধান করিতেছে। ঐ বিভীষণের কলা নাম্নী সর্বজ্যেষ্ঠা এক কন্যা আছে। সে মাতৃনিয়োগে একদা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিয়াছিল, এই লঙ্কাপুরীতে অবিন্ধ্য নামে এক বৃদ্ধ রাক্ষস বাস করেন। তিনি ধীমান বিদ্বান সুশীল ও সুধীর। তিনি রাবণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। ঐ অবিন্ধ্য একদা উহাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন, তুমি যদি রামকে জানকী প্রত্যর্পণ না কর তাহা হইলে তিনি শীঘ্রই রাক্ষসকুল নির্মূল করিবেন,

কিন্তু ঐ দুরাত্মা তাঁহার এই হিতকর বাক্যে কর্ণপাতও করে নাই।

বানর! এক্ষণে বোধ হয়, রাম শীঘ্রই আমাকে উদ্ধার করিবেন ; এই বিষয়ে আমার কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে না। তাঁহার যেরূপ বলবীর্য তাহা পর্যালোচনা করিলে আমাকে উদ্ধার করা তাঁহার পক্ষে সামান্যই বোধ হয়। দেখ, উৎসাহ, পৌরুষ ও প্রভাব এই কয়েকটি গুণ তাঁহাতে দীপ্যমান। যিনি লক্ষ্মণের সাহায্য না লইয়া জনস্থানে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস সৈন্য ছিন্নভিন্ন করিয়াছেন, এক্ষণে কোন শত্রু তাঁহার ভয়ে সংকুচিত না হইবে? রাক্ষসগণ যদিও তাঁহাকে বিপদস্থ করিয়াছে কিন্তু তাঁহার সহিত উহাদিগের কোন অংশেই উপমা হইতে পারে না। শচী যেমন ইন্দ্রের প্রভাব অবগত আছেন, সেইরূপ আমিও রামের প্রভাব সম্যক্ জানিয়াছি। তিনি দীপ্ত দিবাকরতুল্য, শরজালই তাঁহার কিরণ, এক্ষণে তিনি তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই রাক্ষসময় সলিল শুষ্ক করিবেন।

তখন হনুমান কহিতে লাগিলেন, দেবি! রাম আমার নিকট তোমার সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র বানর ভল্লুক সমভিব্যাহারে লইয়া শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন। অথবা তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, আমি অদ্যই তোমাকে এই রাক্ষসদুঃখ হইতে উদ্ধার করিব, তোমায় পৃষ্ঠোপরি রাখিয়া অক্লেশে বিস্তীর্ণ সমুদ্র সন্তরণ করিব ; এবং রাবণের সহিত লঙ্কা নগরীও লইয়া যাইব। অগ্নি যেমন ইন্দ্রকে হব্য কব্য প্রদান করিয়া থাকেন, সেইরূপ আজ আমি সেই শৈলবিহারী রামের হস্তে তোমায় অর্পণ করিব। আজ তুমি দৈত্যবধোদ্যত বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রান্ত রাম ও লক্ষ্মণকে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে। দেবি! রাম তোমার দর্শন পাইবার জন্য অত্যন্তই উৎসুক, তিনি শৈলশিখরে সাক্ষাৎ পুরন্দরের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন, তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, এ বিষয়ে ঔদাস্য বা উপেক্ষা করিও না। চন্দ্রের সহিত রোহিণীর ন্যায় তুমি রামের সহিত সমাগম ইচ্ছা কর। তোমার সমস্ত সুলক্ষণ দৃষ্টে আমার প্রতীতি হইতেছে যেন তুমি শীঘ্রই রামের সহিত মিলিত হইবে। এক্ষণে তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, চল, আমি তোমাকে লইয়া আকাশপথে সমুদ্র পার হই। গমনকালে লঙ্কাবাসী রাক্ষসগণের মধ্যে কেহই আমার অনুসরণ করিতে পারিবে না। দেবি! আমি যেরূপে এ স্থানে আসিয়াছি, তোমাকে লইয়া গগনমার্গে আবার সেইরূপেই প্রস্থান করিব।

তখন জানকী হনুমানের কথায় হৃষ্ট ও বিস্মিত হইয়া কহিলেন, বীর! তুমি এই দূর পথে কিরূপে আমায় লইয়া যাইবে? বলিতে কি, এইরূপ বুদ্ধিতেই তোমার বানরত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। তুমি যারপরনাই ক্ষুদ্রাকার, এক্ষণে বল, কিরূপে আমাকে লইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইবে?

তখন হনুমান মনে করিলেন, জানকী আমায় যেরূপ কহিলেন, এইরূপ কথা আমার পক্ষে নূতন পরাভব। ইনি আমার বল ও প্রভাবের কিছুই জানেন না। আমি ইচ্ছা করিলে কি প্রকার আকার ধারণ করিতে পারি, এক্ষণে ইনি তাহাই প্রত্যক্ষ করুন।

হনুমান এইরূপ চিন্তা করিয়া জানকীকে আপনার পূর্বরূপ প্রদর্শন করিবার সংকল্প করিলেন এবং ঐ শিংশপা বৃক্ষ হইতে অবরোহণপূর্বক সীতার মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বর্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং মেরু-মন্দর-তুল্য ও প্রদীপ্ত অগ্নিকল্প। তাঁহার আকার ভীষণ, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, এবং দংষ্ট্রা ও নখ বজ্রসার ও সুদৃঢ়। তিনি এইরূপ পূর্বরূপ ধারণপূর্বক জানকীর

সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, দেবি! আমি এই লঙ্কাপুরী, বন, পর্বত, প্রাসাদ, প্রাকার, তোরণ, অধিক কি, রাবণেরও সহিত অক্লেশে লইয়া যাইব। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর, কিছুতেই সন্দিগ্ধ হইও না এবং আমার সহিত গমনপূর্বক রাম ও লক্ষ্মণকে বীতশোক কর।

তখন কমললোচনা জানকী হনুমানের ঐ ভীমমূর্তি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, বীর! আমি তোমার বলবীর্য বুঝিলাম ; তোমার গতিবেগ বায়ুতুল্য এবং তেজ অগ্নিকল্প, তাহাও জানিতে পারিলাম। ফলতঃ সামান্য লোক কিরূপেই বা এই স্থানে আসিবে? যাহাই হউক, এক্ষণে তুমি যে আমায় লইয়া অপার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ হইতেছে না। কিন্তু সবিশেষ বুঝিয়া কার্য করা আবশ্যক। দেখ, তুমি যখন আমাকে পৃষ্ঠে লইয়া প্রস্থান করিবে, তখন তোমার গতিবেগে হয়ত আমি বিমোহিত হইতে পারি। আমি মহাসমুদ্রের উপর আকাশপথে অবস্থান করিব, কিন্তু তৎকালে হয়ত বেগবশাৎ তোমার পৃষ্ঠ হইতে আমি পতিত হইতে পারি। সমুদ্র জল-জন্তুতে পরিপূর্ণ, আমি পতিত হইলে নক্রকুম্ভীরগণ নিশ্চয়ই আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। বীর! আমি স্ত্রীলোক, তুমি যদি আমাকে লইয়া প্রস্থান কর, তাহা হইলে রাক্ষসগণের মনে নিশ্চয়ই সন্দেহ উপস্থিত হইবে এবং উহারা আমাকে হ্রিয়মাণ দেখিয়া দুরাত্মা রাবণের নিয়োগে তোমার অনুসরণ করিবে। পরে ঐ সমস্ত রাক্ষসবীর চতুর্দিক বেষ্টনপূর্বক তোমাকে এবং আমাকে প্রাণ-সঙ্কটে ফেলিবে। উহাদের হস্তে অস্ত্রশস্ত্র, তুমি আকাশে নিরস্ত্র, উহারা বহু-সংখ্য, তুমি একাকী, সুতরাং এইরূপ অবস্থায় তুমি কি প্রকারে উহাদিগকে অতিক্রমপূর্বক আমায় রক্ষা করিবে? বোধ হয়, রাক্ষসগণের সহিত তোমার যুদ্ধ ঘটিবে, যুদ্ধ ঘটিলে আমি সভয়ে কম্পিতদেহে তোমার পৃষ্ঠ হইতে পতিত হইব। রাক্ষসগণ নিতান্ত ভীষণ, হয়ত উহারা কথঞ্চিৎ তোমাকে জয় করিতে পারে। অথবা যদিচ তুমি জয়ী হও, তথাচ যুদ্ধের সময় আমার রক্ষা বিধানে বিমুখ হইলে আমি নিশ্চয়ই পতিত হইব এবং পাপাচার রাক্ষসেরাও আমাকে লইয়া প্রস্থান করিবে। বলিতে কি, তৎকালে উহারা তোমার হস্ত হইতে আমাকে বিনাশও করিতে পারে। আরও, যুদ্ধে জয় ও পরাজয়ের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। রণস্থলে রাক্ষসগণ তর্জনগর্জন করিবে, ইহাতে আমি নিশ্চয়ই ভীত ও বিপন্ন হইব এবং তোমারও সমস্ত প্রয়াস বিফল হইয়া যাইবে। বীর! যদিচ তুমি রাক্ষসদিগকে সহজে সংহার করিতে সমর্থ হও, কিন্তু ইহা দ্বারা রামের যশঃক্ষয় হইবে, সন্দেহ নাই। আরও, রাক্ষসেরা তোমার হস্ত হইতে আমায় আচ্ছিন্ন করিয়া এমন এক প্রচ্ছন্ন স্থানে রাখিতে পারে, যে রাম ও বানরগণ তাহার কিছুই জানিতে পারিবেন না। সুতরাং একমাত্র আমারই জন্য তোমার সমুদ্র লঙ্ঘন প্রভৃতির সমস্ত ক্লেশ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কিন্তু তুমি যদি রামের সহিত এখানে উপস্থিত হও, তাহাতে বিশেষ ফল দর্শিবার সম্ভাবনা। মহাবীর রাম, লক্ষ্মণ, তুমি ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ তোমাদের সকলেরই জীবন সম্পূর্ণ আমার অধীন, কিন্তু তোমরা আমার উদ্ধার-সঙ্কল্পে নিরাশ হইলে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবে। বীর! আমি পতিভক্তির অনুরোধে রাম ব্যতীত অন্য পুরুষকে স্পর্শ করিতেও ইচ্ছুক নহি। দুরাত্মা রাবণ বলপূর্বক আমাকে তাহার অঙ্গস্পর্শ করাইয়াছিল, কিন্তু আমি কি করিব, তৎকালে আমি নিতান্ত অনাথা ও বিবশা ছিলাম। এক্ষণে যদি রাম স্বয়ং আসিয়া আমাকে এ স্থান হইতে লইয়া যান,

তবেই তাঁহার উচিত কার্য করা হইবে। আমি সেই মহাবীরের বলবীর্য দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি ; দেব গন্ধর্ব উরগ ও রাক্ষসগণের মধ্যে কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে না। তিনি যখন রণস্থলে শরাসন গ্রহণপূর্বক প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় নিরীক্ষিত হন, তখন কে তাঁহাকে সহিতে পারিবে? তিনি যখন রণস্থলে বীর লক্ষ্মণের সহিত মত্ত দিগ্‌গজের ন্যায় বিচরণ করেন, তখন যুগান্তকালীন সূর্যের ন্যায় তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে জ্যোতি নির্গত হইয়া থাকে। দূত! তুমি সুগ্রীবের সহিত সেই দুই মহাবীরকে শীঘ্র এই স্থানে আনয়ন কর, আমি রামের শোকে একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া আছি, তুমি তাঁহাকে আনিয়া আমাকে সন্তুষ্ট কর।

অষ্টাত্রিংশ সর্গ ॥ অনন্তর কপিপ্রবীর হনুমান জানকীর এই বাক্যে অতিমাত্র প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিতে লাগিলেন, দেবি! তুমি সংগত কথাই কহিতেছ ; ইহা স্ত্রীস্বভাব পাতিব্রত্য ও বিনয়ের সম্যক্ উপযোগী হইতেছে। তুমি স্ত্রীলোক, সুতরাং আমার পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক শত যোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করা তোমার পক্ষে যে অসম্ভব তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। জানকি! রাম ব্যতীত পুরুষান্তর স্পর্শ করা তোমার অকর্তব্য, তুমি এই যে একটি কারণ উল্লেখ করিতেছ, ইহা সেই মহাত্মা রামের সহধর্মিণীর উপযুক্তই হইতেছে। তোমা ব্যতীত এইরূপ আর কে বলিতে পারে? এক্ষণে তুমি যে-সমস্ত কথা কহিলে, রাম আমার নিকট এইগুলি অবশ্যই শুনিতে পাইবেন। আমি রামের প্রিয়চিকীর্ষা ও স্নেহে প্রবর্তিত হইয়া তোমাকে এইরূপ কহিতেছিলাম। এই লঙ্কাপুরী নিতান্ত দুষ্প্রবেশ, মহাসমুদ্র যারপরনাই দুর্লঙ্ঘ্য এবং আমার শক্তিও অসাধারণ, এই সমস্ত কারণে আমি তোমাকে ঐরূপ কহিতেছিলাম। আমি আজি রামের সহিত তোমাকে সম্মিলিত করিয়া দেই এই আমার ইচ্ছা ; ফলতঃ তাঁহার প্রতি স্নেহ ও তোমার প্রতি ভক্তি এই দুই কারণে আমি তোমাকে ঐরূপ কহিতেছিলাম। অন্য কোন অভিসন্ধি করিয়া যে ঐ কথা কহিয়াছি এরূপ সম্ভাবনা করিও না। এক্ষণে যদি তুমি আমার সহিত গমন করিতে উৎসাহী না হও, তাহা হইলে রামের প্রত্যয়ের জন্য কোন একটি অভিজ্ঞান দেও।

তখন জানকী বাষ্পগদগদস্বরে কহিলেন, দূত! তুমি এই উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞান রামের নিকট উল্লেখ করিও। চিত্রকূটের পূর্বোত্তরভাগে একটি প্রত্যন্ত পর্বত আছে। উহা ফলমূলবহুল ও সিদ্ধজনসঙ্কুল ; উহার অদূরে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। আমি যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছি, ঐ স্থানে সেই ঘটনা উপস্থিত হয়। এক্ষণে তুমি গিয়া আমার বাক্যে রামকে কহিবে, নাথ! তুমি চিত্রকূট পর্বতের পুষ্পসৌরভপূর্ণ উপবনে জলবিহার করিয়া আর্দ্রদেহে আমার ক্রোড়ে উপবেশন করিতে। একদা একটি কাক মাংসলোলুপ হইয়া আমাকে তুণ্ডপ্রহার করিয়াছিল। আমি লোষ্ট্র উদ্যত করিয়া উহাকে বারংবার নিবারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তৎকালে সে কোনক্রমেই আমার প্রতিষেধে ক্ষান্ত হয় নাই। তদ্দৃষ্টে আমি উহার উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছি, ব্যস্ততায় আমার কটিদেশ হইতে বস্ত্র স্খলিত হইয়াছে এবং আমি কাঞ্চীদাম পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিতেছি, ইত্যবসরে তুমি আমায় দেখিতে পাও এবং আমাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া উপহাস কর। তোমার উপহাসে আমি ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত হইলাম। তখন তুমি উপবিষ্ট

ছিলে, আমি ক্ষতদেহে নিকটস্থ হইয়া শ্রান্তিনিবন্ধন তোমার ক্রোড়ে উপবেশন করিলাম। তুমি হৃষ্টমনে আমায় সান্ত্বনা করিতে লাগিলে। নাথ! আমার মুখে অশ্রুধারা, আমি বস্ত্রাগ্রলে চক্ষু মার্জন করিতেছি এবং সেই কাকের উপর যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছি, ইত্যবসরে তুমি আমায় দেখিতে পাও। পরে আমি শ্রান্তিভরে বহুক্ষণ তোমার ক্রোড়ে নিদ্রিত হইলাম। তুমিও বৈপরীত্যে আমার ক্রোড়ে শয়ন করিলে।

অনন্তর আমি জাগরিত ও উত্থিত হইলাম। ঐ কাকও পুনর্বার আমার সন্নিহিত হইল এবং সহসা আমার স্তনমধ্য বিদীর্ণ করিয়া দিল। তুমি উত্থিত হইলে এবং আমাকে ক্ষতবিক্ষত দেখিয়া ক্রোধভরে ভুজঙ্গবৎ গর্জন করিতে লাগিলে। কহিলে, বল, কে তোমার স্তনমধ্য এইরূপ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল? ক্রোধপ্রদীপ্ত পঞ্চমুখ সর্পের সহিত কাহারই বা ক্রীড়া করিবার ইচ্ছা হইল?

তুমি এই বলিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি প্রসারণ করিতে লাগিলে এবং সহসা ঐ কাককে রক্তাক্ত নখে আমার সম্মুখে দেখিতে পাইলে। সে ইন্দ্রের পুত্র, গতিবেগে বায়ুর তুল্য, সে ভূবিবরে বাস করিতেছিল। তুমি উহাকে দেখিবামাত্র ক্রোধে নেত্রযুগল আবর্তিত করিয়া উহার বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইলে এবং দর্ভাস্তরণ হইতে একটি দর্ভ গ্রহণপূর্বক ব্রহ্মাস্ত্রমন্ত্রে যোজনা করিলে। দর্ভ মন্ত্রপূত হইবামাত্র প্রলয়বহ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল এবং তুমিও তৎক্ষণাৎ উহা কাকের প্রতি নিক্ষেপ করিলে। কাক আকাশে উড্ডীন হইল, দর্ভও উহার অনুসরণ করিতে লাগিল। কাক পরিত্রাণ পাইবার জন্য সকল লোক পর্যটন করিল, কিন্তু কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। ইন্দ্র ও অন্যান্য মহর্ষিগণও তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। পরিশেষে সে তোমার শরণাপন্ন হইল। তুমি শরণাগত-বৎসল, তুমি উহাকে পদতলে নিপতিত, হীনবল ও বিবর্ণ দেখিয়া একান্ত কৃপাবিষ্ট হইলে এবং কহিলে, বায়স! আমার এই ব্রহ্মাস্ত্র অমোঘ, ইহা কদাচ ব্যর্থ হইবার নহে ; এক্ষণে বল, ইহা দ্বারা তোমার কি নষ্ট করিব? পরে তুমি ঐ বায়সের দক্ষিণ চক্ষু বিদ্ধ করিলে। সে দক্ষিণ চক্ষু দিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা করিল এবং রাজা দশরথ ও তোমাকে বারংবার নমস্কারপূর্বক বিদায় লইল।

নাথ! তুমি যখন আমার জন্য সামান্য কাকের উপর ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলে, তখন যে দুরাত্মা আমাকে অপহরণ করিয়াছে, জানি না, তাহাকে কি কারণে ক্ষমা করিতেছ? তুমি যাহার নাথ, সে আজ অনাথার ন্যায় রহিয়াছে ; এক্ষণে তুমি আমাকে দয়া কর। দয়া যে পরম ধর্ম, ইহা তোমারই মুখে শুনিয়াছি। তুমি মহাবল ও মহোৎসাহী ; তোমার গাম্ভীর্য সাগরের অনুরূপ। তুমি আসমুদ্র পৃথিবীর অধীশ্বর, এবং ইন্দ্রপ্রভাব। তুমি বীরপ্রধান ও মহাবীর্য। তুমি কি জন্য রাক্ষস বিনাশ করিতেছ না? দূত! দেবগন্ধর্বগণের মধ্যেও কেহ প্রতিযোদ্ধা হইয়া রামের যুদ্ধবেগ নিবারণ করিতে পারে না। এক্ষণে যদি আমার প্রতি সেই মহাবীরের কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে, তবে তিনি কি জন্য তীক্ষ্ম শরে রাক্ষস বিনাশ করিতেছেন না? লক্ষ্মণই বা কি জন্য তাঁহার নিদেশক্রমে

আমায় উদ্ধার করিতেছেন না? ঐ দুই রাজকুমারের বলবিক্রম সুরগণেরও দুর্নিবার, এক্ষণে তাঁহারা কি জন্য আমায় উপেক্ষা করিতেছেন? তাঁহারা সাধ্য-পক্ষেও যখন এইরূপ উদাসীন হইয়া আছেন, তখন বোধ হয়, আমারই কোন ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

তখন হনুমান সজলনয়না জানকীরে কহিতে লাগিলেন, দেবি! আমি সত্যশপথে কহিতেছি, রাম তোমার বিরহদুঃখে সকল কার্যেই উদাসীন হইয়া আছেন এবং মহাবীর লক্ষ্মণও তাঁহার ঐরূপ অবস্থান্তর দেখিয়া যারপরনাই অসুখী আছেন। এক্ষণে আমি বহুক্লেশে তোমার অনুসন্ধান পাইলাম। অতঃপর তুমি আর হতাশ হইও না; বলিতে কি, তোমার এই দুঃখ শীঘ্রই দূর হইয়া যাইবে। রাম ও লক্ষ্মণ তোমাকে দেখিবার জন্য উৎসাহিত হইয়া ত্রিলোক ভস্মসাৎ করিবেন। মহাবীর রাম দুরাচার রাবণকে বন্ধু-বান্ধবের সহিত বধ করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। এক্ষণে তুমি তাঁহাদিগকে এবং সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরকে যদি কিছু বলিবার থাকে ত বলিয়া দেও।

তখন জানকী কহিলেন, দূত! তুমি আমার হইয়া রামকে কুশলপ্রশ্ন সহকারে অভিবাদন করিবে। যিনি দুর্লভ ঐশ্বর্য, দিব্য স্ত্রী ও ধনরত্ন পরিত্যাগ-পূর্বক পিতামাতাকে প্রণাম ও প্রসন্ন করিয়া জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিয়াছেন, যিনি আমার সহিত মাতৃনির্বিশেষ ব্যবহার এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃবৎ মর্যাদা করিয়া থাকেন, যিনি আমাকে অপহরণ করিবার কথা অগ্রে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, যিনি নিরন্তর বৃদ্ধগণকে সেবা করিয়া থাকেন, যিনি আমা অপেক্ষাও রামের প্রীতি ও স্নেহের পাত্র, যিনি সর্বাংশে আমার পূজ্য শ্বশুরের অনুরূপ হইয়াছেন, যিনি বিসদৃশ কার্যের ভারগ্রহণেও কুণ্ঠিত হন না, যিনি একান্ত প্রিয়দর্শন ও অত্যন্ত মিতভাষী, রাম যাঁহার মুখ চাহিয়া পিতৃবিয়োগ-শোক সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন, তুমি তাঁহাকে আমার হইয়া কুশলপ্রশ্নপূর্বক কহিবে, তিনি যেন আমার এই দুঃখ দূর করিয়া দেন। দূত! তুমিই কার্যসিদ্ধির মূল; তোমার যত্ন ও উদ্যোগেই রাম আমাকে সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখিবেন। তুমি তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ইহাই কহিও যে, আমি আর এক মাস কাল জীবিত থাকিব। আমি সত্যই কহিতেছি, এই এক মাস অবসান হইলে আমি কিছুতেই আর প্রাণ রাখিব না। পাপাত্মা রাবণ আমাকে অপমানপূর্বক অবরুদ্ধ করিয়াছে, এক্ষণে নারায়ণ যেমন পাতাল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি আমাকে উদ্ধার করিবেন।

অনন্তর জানকী একটি উৎকৃষ্ট চূড়ামণি উন্মোচন এবং হনুমানের হস্তে সমর্পণপূর্বক কহিলেন, বীর! তুমি গিয়া রামকে এই চূড়ামণি প্রদান করিও। তখন হনুমান অভিজ্ঞান-চূড়ামণি গ্রহণ করিয়া স্বীয় অঙ্গুলিমূলে ধারণ করিতে অভিলাষী হইলেন, কিন্তু তৎকালে প্রকাশ আশঙ্কায় তদ্বিষয়ে সমর্থ হইলেন না। পরে তিনি জানকীরে প্রদক্ষিণ সহকারে প্রণাম করিয়া, তাঁহার এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। সীতার সন্দর্শনলাভে তাঁহার মনে যারপরনাই হর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি রাম ও লক্ষ্মণকে নিরন্তর স্মরণ করিতে লাগিলেন। লোকে শৈলশিখরের সুশীতল বায়ু দ্বারা আক্রান্ত ও পশ্চাৎ উন্মুক্ত হইলে যেমন সুখ লাভ করে তিনি সেইরূপই সুখী হইলেন এবং চূড়ামণি লইয়া তথা হইতে প্রস্থানের উপক্রম করিলেন।
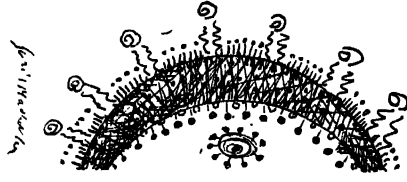
একোনচত্বারিংশ সর্গ ॥ তখন জানকী হনুমানকে কহিলেন, দূত! এই অভিজ্ঞান রামের অবিজ্ঞাত নহে। তিনি ইহা দেখিবামাত্র আমাকে, আমার জননীকে ও রাজা দশরথকে স্মরণ করিবেন। বীর! বোধ হয়, অতঃপর রাম আমার উদ্ধারের জন্য পুনর্বার তোমাকেই নিয়োগ করিবেন। তুমি নিযুক্ত হইলে কিরূপে সমস্ত সুসম্পন্ন হইতে পারে এক্ষণে তাহাই নির্ণয় কর ; কিরূপে রামের দুঃখ শান্তি হইতে পারে তুমি তাহাই স্থির কর, এবং কিরূপেই বা আমার এই বিপদ দূর হইয়া যায় তুমি তাহাই অবধারণ কর।

অনন্তর হনুমান জানকীর এই বাক্যে সম্মত হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। তদ্দৃষ্টে জানকী বাষ্পগদগদস্বরে পুনর্বার কহিলেন, বীর! তুমি গিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে, অমাত্যসহ সুগ্রীব ও অন্যান্য বৃদ্ধ বানরকেও কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। আমি যেরূপে এই দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারি, আমার জীবনসত্তে যাহাতে এই দুঃখের অবসান হয়, রাম যেন তাহাই করেন। বীর! তুমি কথামাত্রে সাহায্য করিয়া ধর্মলাভ কর। রাম অত্যন্ত উৎসাহী, তিনি সমস্ত শুনিতে পাইলে আমার উদ্ধারের জন্য নিশ্চয়ই বিক্রম প্রকাশ করিবেন।

তখন হনুমান মস্তকে অঞ্জলি স্থাপনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, দেবি! রাম বানরভল্লুকে পরিবৃত হইয়া শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন এবং সমরে শত্রুসংহারপূর্বক তোমার শোক-সন্তাপ দূর করিবেন। তিনি যখন যুদ্ধে অনবরত শর বর্ষণ করিয়া থাকেন, তখন সুরাসুরের মধ্যেও তাঁহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে এমন আর কাহাকে দেখি না। তিনি তোমার জন্য সূর্য ইন্দ্র ও কৃতান্তের সহিতও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন এবং তিনি তোমারই জন্য এই সসাগরা পৃথিবীকে অধিকার করিবেন। বলিতে কি, এক্ষণে তাঁহার জয়লাভের উদ্যোগ কেবল তোমারই জন্য সন্দেহ নাই।

তখন জানকী হনুমানের এই সমস্ত সত্য কথা সবহুমানে শ্রবণ করিলেন, এবং তাঁহাকে প্রস্থানে উদ্যত বুঝিয়া বারংবার দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি রামের প্রতি প্রীতিনিবন্ধন পুনর্বার কহিলেন, দূত! যদি তোমার অভিপ্রায় হয় ত তুমি এই লঙ্কার কোন নিভৃত স্থানে অন্তত একদিনের জন্যও অবস্থান কর, পরে গতক্লম হইয়া কল্য প্রস্থান করিবে। বলিতে কি, তোমাকে দেখিলে এই মন্দভাগিনীর শোক ক্ষণকালের জন্য উপশম হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে আমার মনে নানারূপ আশঙ্কার উদয় হইতেছে। তুমি এই দুর্গম পথে পুনর্বার কিরূপে আসিবে, তদ্বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিতেছে। কিন্তু তুমি না আইলেও প্রাণরক্ষা করা আমার পক্ষে সুকঠিন হইবে। আমি একে দুঃখের উপর দুঃখ সহিতেছি, অতঃপর তোমার অদর্শন আমাকে আরও বিহ্বল করিবে। বীর! জানি না, বানর ও ভল্লুকগণ, কপিরাজ সুগ্রীব, ও ঐ দুই রাজকুমার

কিরূপে এই দুষ্পার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া আসিবেন। গরুড়, বায়ু ও তোমা ব্যতীত সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে এমন আর কাহাকেই দেখি না। তুমি স্বয়ং বুদ্ধিমান, এক্ষণে বল, ইহার কিরূপ উপায় অবধারণ করিতেছ? মানিলাম, তুমি একাকীই সকল কার্য সাধন করিতে পার এবং যশস্কর জয়ও সহজে তোমার হস্তগত হইতে পারে, কিন্তু যদি রাম সসৈন্যে আসিয়া সমরে শত্রুবিনাশ করেন, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে সমুচিত কার্য হইবে। তিনি যদি এই লঙ্কাপুরী বানরসৈন্যে আচ্ছন্ন করিয়া আমাকে লইয়া যান, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে সমুচিত কার্য হইবে। দূত! এক্ষণে সেই মহাবীর যাহাতে অনুরূপ বিক্রম প্রকাশে উৎসাহী হন, তুমি তাহাই করিও।

তখন হনুমান জানকীর এই সুসঙ্গত কথা শুনিয়া কহিতে লাগিলেন, দেবি! সুগ্রীব সত্যনিষ্ঠ. তিনি তোমার উদ্ধার সংকল্পে কৃতনিশ্চয় হইয়া আছেন। এক্ষণে সেই মহাবীর রাক্ষসগণকে সংহার করিবার জন্য অসংখ্য বানরসৈন্যের সহিত শীঘ্রই আগমন করিবেন। বানরগণ তাঁহারই আজ্ঞানুবর্তী ভৃত্য; উহারা মহাবল ও মহাবীর্য। উহাদিগের গতি কোনদিকে কদাচই প্রতিহত হয় না। উহারা মনোবেগবৎ শীঘ্র গমন করিয়া থাকে। দুষ্কর কার্যেও উহাদিগের কোনরূপ অবসাদ দৃষ্ট হয় না; উহারা বায়ুবেগে বারংবার এই সসাগরা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছে। দেবি! কপিরাজের নিকট আমা হইতে উৎকৃষ্ট এবং আমার সমকক্ষ এমন অনেক বানর আছে কিন্তু আমা অপেক্ষা হীনবল আর কাহাকেই দেখিতেছি না। এক্ষণে সেই সমস্ত বীরের কথা দূরে থাক, আমি এইরূপ সামান্য দুর্বল হইয়াও এখানে উপস্থিত হইয়াছি। দেখ. উৎকৃষ্টেরা কখন কোন কার্যে নিযুক্ত হন না. যাহারা নিকৃষ্ট তাহারাই প্রেরিত হইয়া থাকে। অতঃপর তুমি আর দুঃখিত হইও না, শোক পরিত্যাগ কর। কপিবীরেরা এক লম্ফে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় উত্তীর্ণ হইবে এবং রাম ও লক্ষ্মণও আমার পৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্বক উদিত চন্দ্র সূর্যের ন্যায় তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। তাঁহারা শরনিকরে লঙ্কা ছারখার করিবেন এবং রাবণকে সগণে সংহার করিয়া তোমাকে গ্রহণপূর্বক অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইবেন। এক্ষণে তুমি আশ্বস্ত হও, ক্রমান্বয়ে দিন গণনা কর। আমি নিশ্চয় কহিতেছি. তুমি অচিরেই জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় রামকে নিরীক্ষণ করিবে।

হনুমান জানকীরে এই বলিয়া প্রতিগমনমানসে পুনর্বার কহিলেন. দেবি! তুমি শীঘ্রই রাম ও লক্ষ্মণকে লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত দেখিতে পাইবে। যাহাদিগের খর নখ ও তীক্ষ্ণ দন্তই অস্ত্র, বলবিক্রম সিংহ ব্যাঘ্রকেও পরাস্ত করিতে পারে, তুমি সেই সমস্ত বানরকে এই স্থানে শীঘ্রই সমাগত দেখিতে পাইবে। মেঘাকার বানরযূথ মলয়গিরির শিখরে আরোহণপূর্বক সমরস্পৃহায় শীঘ্রই সিংহনাদ করিবে। দেবি! রাম তোমার বিরহতাপে নিতান্ত কাতর হইয়া আছেন, তাঁহার মনে আর কিছুতেই শান্তি নাই। এক্ষণে তুমি রোদন করিও না, তোমার মনে যেন কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত না হয়। ইন্দ্রের সহিত শচীর ন্যায় তুমি শীঘ্র রামের সহিত সমাগত হইবে। রাম ও লক্ষ্মণের অপেক্ষা বীর আর কে আছে? তাঁহারা তেজে অগ্নিকল্প এবং বেগে বায়ুসদৃশ; সেই দুই মহাবীরই তোমার আশ্রয়। এক্ষণে তোমায় এই ভীষণ রাক্ষসভূমিতে আর অধিক কাল বাস করিতে হইবে না। রাম শীঘ্রই আসিবেন। আমি যাবৎ তাঁহার নিকট না যাই, তাবৎ তুমি প্রতীক্ষা কর।

চত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর জানকী আপনার মঙ্গলসঙ্কল্পে কহিতে লাগিলেন, দূত! তুমি প্রিয়বাদী; উত্তাপদগ্ধা পৃথিবী বৃষ্টিপাতে যেরূপে তুষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমি তোমার সন্দর্শনে যারপরনাই পুলকিত হইয়াছি। এক্ষণে এই শোকশীর্ণ দেহে যেরূপে রামকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হই, তুমি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া তাহারই উপায় অবধারণ কর। আমি যে জলজ চূড়ামণি তোমায় অর্পণ করিলাম, তুমি গিয়া রামকে তাহা প্রদর্শন করিবে। তিনি ক্রোধভরে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ইন্দ্রকুমার কাকের যে এক চক্ষু নষ্ট করিয়াছিলেন, তুমি তাঁহার নিকট একথা উল্লেখ করিবে। এই দুই অভিজ্ঞান ব্যতীত তুমি আমার বাক্যে ইহাও কহিবে, "নাথ! মনে করিয়া দেখ, আমার পূর্বকার তিলক বিলুপ্ত হইলে তুমি মনঃশিলা দ্বারা গণ্ডপার্শ্বে অপর একটি তিলক রচনা করিয়া দেও। তুমি মহাবীর ইন্দ্র-প্রভাব ও বরুণতুল্য, এক্ষণে তোমার সীতা অপহৃতা হইয়া রাক্ষসপুরীতে বাস করিতেছে, জানি না, তুমি ইহা কিরূপে সহ্য করিয়া আছ? আমি এতদিন এই চূড়ামণি সাবধানে রাখিয়াছিলাম, দুঃখশোকে তোমায় পাইলে যেমন আহ্লাদিত হইয়া থাকি, সেইরূপ এই চূড়ামণি দেখিলে অত্যন্তই সুখী হই। এক্ষণে ইহা অভিজ্ঞানের জন্য তোমার নিকট পাঠাইলাম, কিন্তু তুমি যদি শীঘ্র এ স্থানে না আইস, তাহা হইলে আমি শোকভরে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব। নাথ! আমি কেবল তোমারই জন্য দুর্বিষহ দুঃখ, মর্মভেদী বাক্য ও রাক্ষস-সহবাস সহিয়া আছি। আমি আর এক মাস প্রাণ রক্ষা করিব, এই অবকাশে যদি তোমার সন্দর্শন না পাই, তবে নিশ্চয়ই দেহপাত করিব। দুরাত্মা রাবণ উগ্রস্বভাব, সে কুদৃষ্টিতে আমায় দেখিয়া থাকে, এক্ষণে যদি তোমার কালবিলম্ব হয় তবে আমি নিশ্চয়ই দেহপাত করিব।"

তখন হনুমান সজলনয়না জানকীর এইরূপ সকরুণ বাক্য শ্রবণে পুনর্বার কহিলেন, দেবি! আমি সত্যশপথে কহিতেছি, রাম তোমার বিরহদুঃখে সকল কার্যেই উদাসীন হইয়া আছেন। মহাবীর লক্ষ্মণও তাঁহার এইরূপ অবস্থান্তর দেখিয়া যারপরনাই অসুখে কালযাপন করিতেছেন। এক্ষণে আমি বহু ক্লেশে তোমার অনুসন্ধান পাইলাম। অতঃপর তুমি আর হতাশ হইও না, বলিতে কি, শীঘ্রই তোমার এই দুঃখ দূর হইবে। রাম ও লক্ষ্মণ তোমাকে দেখিবার জন্য উৎসাহিত হইয়া ত্রিলোক ভস্মসাৎ করিবেন। মহাবীর রাম দুরাচার রাবণকে পাত্রমিত্রের সহিত বধ করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। দেবি! এক্ষণে রাম দৃষ্টিপাত মাত্র যাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন এবং তাঁহার পক্ষে যাহা সবিশেষ প্রীতিকর হইবে, তুমি আমাকে আরও এইরূপ কোন অভিজ্ঞান দেও।

তখন জানকী কহিলেন, দূত! আমি তোমাকে উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞানই দিয়াছি। রাম ইহা সাদরে দেখিয়া তোমার বাক্যে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিবেন।

অনন্তর হনুমান চূড়ামণি গ্রহণ এবং জানকীরে নতশিরে অভিবাদনপূর্বক প্রতিগমনে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে জানকী সজলনয়নে গদগদ বাক্যে কহিলেন, দূত! তুমি গিয়া রাম লক্ষ্মণ ও অমাত্যসহ সুগ্রীবকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। রাম যেন কৃপা করিয়া অবিলম্বে আমায় এই দুঃখ হইতে উদ্ধার করেন। তুমি তাঁহাকে আমার এই তীব্র শোকবেগ এবং রাক্ষসগণের ভর্ৎসনার কথা পুনঃ পুনঃ কহিবে। দূত! অধিক আর কি কহিব, এক্ষণে তুমি এ স্থান হইতে নির্বিঘ্নে যাত্রা কর।

একচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর হনুমান জানকীর নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। গমনকালে ভাবিলেন, আমি ত দেবী জানকীর সন্দর্শন পাইলাম, এক্ষণে এ স্থানে আগমন করিবার প্রয়োজন অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে। এই কার্য শত্রুপক্ষের অন্তর্বল পরিজ্ঞান; কিন্তু ইহাতে সামাদি তিন উপায় কোন কার্যকর হইবে না; এক্ষণে দন্ড দ্বারা সমস্ত নির্ণয় করাই আবশ্যক হইতেছে। রাক্ষসগণের সহিত সন্ধি ফলপ্রদ হইবে না; সুসমৃদ্ধ পক্ষে দান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, এবং বলগর্বিত বীরগণকে সুযোগক্রমে ভেদ করাও সহজ নয়। সুতরাং এক্ষণে পৌরুষ আশ্রয় করাই আমার উচিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত শত্রুপক্ষের অন্তর্বল পরিজ্ঞানের আর কোনরূপ সম্ভাবনা দেখি না। আরও আমার হস্তে রাক্ষসগণ পরাস্ত হইলে রাবণ ভাবী যুদ্ধে অবশ্য সঙ্কুচিত হইবে। যদিচ এই বিষয়ে কপিরাজ সুগ্রীব আমাকে কোনরূপ আদেশ দেন নাই, কিন্তু যে দূত প্রধান উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হইলে অবিরোধে অবান্তর কার্য সাধন করেন, তিনি কোন অংশে নিন্দনীয় হইতে পারেন না। আমি জানকীর অন্বেষণ পাইয়াছি, এক্ষণে যদি স্বপক্ষ ও বিপক্ষের যুদ্ধ সংক্রান্ত বিশেষ তত্ত্ব বুঝিয়া সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইতে পারি, ইহাতে তাঁহারই অভিপ্রায় সম্যক্ সাধিত হইবে। যাহা হউক, আজ আমার আগমন কিরূপে সুফল উৎপাদন করিবে, রাক্ষসগণের সহিত কিরূপে সহসা যুদ্ধ ঘটিবে এবং কিরূপেই বা রাবণ আমার এবং আমার পক্ষ বীরগণের বলবীর্য যথার্থতঃ বুঝিতে পারিবে। আমি আজ সংগ্রামে উহাকে পাত্রমিত্রের সহিত দেখিতে পাইব এবং উহার ইচ্ছা ও সামর্থ্য সহজে বুঝিতে পারিয়া পুনর্বার এ স্থান হইতে প্রতিগমন করিব। এই অশোকবন বৃক্ষলতাবহুল এবং সুরকানন নন্দনতুল্য, ইহা সকলের নেত্র পরিতৃপ্ত এবং মন পুলকিত করিতেছে। অগ্নি যেমন শুষ্ক বন দগ্ধ করিয়া থাকে, সেই-রূপ আমি আজ ইহা ছারখার করিয়া ফেলিব। এই কার্যে রাবণ অবশ্যই কুপিত হইবে এবং চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে। তখন আমিও ভীমবল রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব এবং রাবণের সৈন্যসকল বিনাশ করিয়া কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট প্রতিগমন করিব।

মহাবীর হনুমান এইরূপ সংকল্প করিয়া ক্রোধভরে অশোকবন ভগ্ন করিতে লাগিলেন এবং বায়ুবৎ মহাবেগে বৃক্ষসকল নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পক্ষিগণ আর্তরবে কোলাহল আরম্ভ করিল। তাম্রবর্ণ পত্রসকল ম্লান হইয়া গেল; বিহারশৈলের সুদৃশ্য শিখর চূর্ণ এবং জলাশয়ের অন্তস্তল বিদীর্ণ হইল; বৃক্ষ ও লতা মসৃণ হইয়া পড়িল; লতাগৃহ, চিত্রগৃহ ও শিলাগৃহ ভগ্ন হইয়া গেল; হিংস্র জন্তুগণ দ্রুতবেগে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল; অশোক-বন দাবানলদগ্ধ কাননের ন্যায় হতশ্রী হইল এবং মদবিহ্বলা স্খলিতবসনা কামিনীর ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। ফলতঃ মহাবীর হনুমানের হস্তে উহা যারপরনাই শোচনীয় হইয়া উঠিল এবং হনুমানও একাকী বহু বীরের সহিত সংগ্রামার্থী হইয়া উদ্যানের তোরণে আরোহণ করিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর লঙ্কানিবাসী রাক্ষসগণ বৃক্ষভঙ্গের শব্দ ও পক্ষি-গণের কোলাহলে চকিত ও ভীত হইয়া উঠিল; মৃগপক্ষিসকল সভয়ে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল; চতুর্দিকে কুলক্ষণ; অনেক রাক্ষসী নিদ্রিত ছিল; তাহারা

গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দেখিল, মহাবীর হনুমান অশোকবন ভগ্ন করিয়া, তোরণের উপর উপবেশন করিয়া আছেন।

ঐ সময় মহাবাহু মহাবীর্য মহাবল হনুমান রাক্ষসীগণকে নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ভীষণ রূপ ধারণ করিলেন। তখন রাক্ষসীরা হনুমানের ঐ ভীমমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া, শঙ্কিত মনে জানকীরে জিজ্ঞাসিতে লাগিল, জানকি! এই বানর কে? কাহার চর? কি জন্য কোথা হইতে আসিয়াছে? এবং তুমিই বা কি নিমিত্ত উহার সহিত কথোপকথন করিতেছিলে? বিশাললোচনে! তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই ; বল, ঐ বানর তোমায় কি কহিয়া গেল?

তখন জানকী কহিলেন, দেখ, আমার কি সাধ্য যে, আমি কামরূপী রাক্ষস-দিগের ভাবগতি বুঝিয়া উঠি। এই বানর কে এবং উহার অভিপ্রায়ই বা কি, তাহা তোমরাই জান। দেখ, সর্পই সর্পের পদ চিনিতে পারে। ফলতঃ আমি ঐ বানরের বিষয় কিছুই জানি না : কোন রাক্ষস মায়ারূপ ধারণপূর্ব্বক আগমন করিয়াছে আমি এইমাত্র বুঝিয়াছি এবং উহাকে দেখিয়া অবধি যারপরনাই ভীত হইয়াছি।

অনন্তর রাক্ষসীরা তথা হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। কেহ কেহ তথায় রহিল এবং কেহ কেহ বা রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, রাক্ষসরাজ! একটি ভীমমূর্ত্তি বানর জানকীর সহিত নানারূপ আলাপ করিয়া অশোকবনের তোরণে উপবেশন করিয়া আছে। আমরা জানকীরে নির্ব্বন্ধসহকারে জিজ্ঞাসিলাম, কিন্তু তিনি ঐ বানরের পরিচয় প্রদানের ইচ্ছা করিলেন না। বানর আপনার অশোকবন ভাঙ্গিয়াছে। অনুমানে বোধ হইতেছে, সে হয় ইন্দ্রের, না হয় কুবেরের দূত হইবে, অথবা রাম সীতার উদ্দেশ লইবার নিমিত্ত তাহাকে পাঠাইয়াছে। যাহাই হউক, ঐ অদ্ভুতাকার বানর আপনার রমণীয় অশোকবন ভগ্ন করিয়াছে। সে ঐ বনের সকল স্থানই নষ্ট করিয়াছে, কেবল যে বৃক্ষতলে দেবী জানকী আছেন তাহা স্পর্শমাত্র করে নাই। বোধ হয় জানকীরে রক্ষা বা শ্রান্তি, ইহার অন্যতরই ঐ বৃক্ষ না ভাঙ্গিবার কারণ হইবে। অথবা সেই বানরের আবার শ্রান্তি কি? সে নিশ্চয়ই জানকীরে রক্ষা করিয়াছে। জানকী স্বয়ং যাহার মূলে বাস

করেন, সে কেবল সেই পত্রবহুল প্রকাণ্ড শিংশপা বৃক্ষটি নষ্ট করে নাই। রাক্ষসরাজ! আপনি তাহাকে কোনরূপ কঠোর দণ্ড করুন। সে প্রমদবন ভগ্ন করিয়াছে। যে সীতার সহিত কথাবার্তা কহে, সেই দুর্বৃত্তই প্রমদবন ভগ্ন করিয়াছে। সীতা আপনার মনোমতা, যাহার প্রাণে মমতা নাই, তদ্ব্যতীত উহার সহিত আর কে সম্ভাষণ করিতে পারে।

রাক্ষসরাজ রাবণ এই সংবাদ শুনিবামাত্র ক্রোধভরে চিতাগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার নেত্রযুগল বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল ; প্রদীপ্ত দীপশিখা হইতে যেমন জ্বলন্ত তৈলবিন্দু নিপতিত হয় তদ্রূপ তাঁহার নেত্র হইতে দরদরিত ধারে অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ হনুমানকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত কিংকর নামক বীরগণকে নিয়োগ করিলেন। অশীতি সহস্র কিংকর তদীয় নিদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র কূটমুদ্গরহস্তে নির্গত হইল। উহারা লম্বোদর ও করালদশন। ঐ সমস্ত বীর হনুমানকে গ্রহণ করিবার জন্য অতিমাত্র উৎসাহের সহিত যাইতে লাগিল।

তখন মহাবীর হনুমান যুদ্ধার্থ বদ্ধপরিকর হইয়া তোরণে উপবিষ্ট আছেন ; কিংকরগণ জ্বলন্ত পাবকের মধ্যে যেমন পতঙ্গ পতিত হয়, সেইরূপ উঁহার সম্মুখীন হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কাহারও হস্তে বিচিত্র গদা, কাহারও স্বর্ণপট্টমণ্ডিত অর্গল, কাহারও সুতীক্ষ্ণ শর, কাহারও মুদ্গর, কাহারও পট্টিশ, কাহারও শূল এবং কাহারও বা প্রাস ও তোমর। ঐ সমস্ত বীর হনুমানের চতুর্দিক বেষ্টনপূর্বক দণ্ডায়মান হইল। তদ্দৃষ্টে পর্বতপ্রমাণ হনুমান ভূপৃষ্ঠে অনবরত লাঙ্গুল আস্ফালনপূর্বক ঘোররবে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ সমরোৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিল। তিনি লঙ্কাপুরী প্রতিধ্বনিত করিয়া লাঙ্গুল আস্ফালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উহার চটাচট শব্দে গগনতল হইতে বিহঙ্গেরা পতিত হইতে লাগিল। হনুমান রণোৎসাহে উন্মত্ত ; তিনি উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ ঘোষণা করিতে লাগিলেন, রামের জয়, লক্ষ্মণের জয়, রামের আশ্রিত সুগ্রীবের জয়। আমি পবনদেবের পুত্র এবং অযোধ্যাধিনাথ রামের ভৃত্য, নাম হনুমান। আমি যখন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বৃক্ষশিলা নিক্ষেপ করিব, তখন সহস্র সহস্র রাবণও আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে না। আজ সকল রাক্ষসই দেখিবে, আমি লঙ্কাপুরী ছারখার করিয়া দেবী জানকীরে অভিবাদনপূর্বক প্রতিগমন করিব।

তখন রাক্ষসগণ হনুমানের ঘোর নিনাদে অতিমাত্র ভীত হইল, দেখিল, ঐ বীর সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় উন্নত হইয়াছেন। উঁহার মুখে নিরবচ্ছিন্ন রামের নাম উচ্চারিত হইতেছে ; তন্নিবন্ধন রাক্ষসেরা তিনি যে রামের দূত তদ্বিষয়ে এক প্রকার নিঃসংশয় হইল এবং ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চতুর্দিক হইতে উঁহাকে অবরোধ করিল। তখন হনুমান ঐ সমস্ত বীরে পরিবৃত হইয়া তোরণের এক প্রকাণ্ড অর্গল গ্রহণপূর্বক উহাদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং অসুর সংহারে প্রবৃত্ত বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় অর্গলপ্রহারে উহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ; কখনও বা অজগরবাহী বিহগরাজ গরুড়ের ন্যায় অর্গলহস্তে নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিংকরগণ বিনষ্ট হইল, তিনিও সমরাভিলাষে পুনর্বার তোরণে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ দ্রুতপদে পলায়নপূর্বক রাবণকে গিয়া কহিল, মহারাজ! কিংকরগণ সেই বানরের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে। রাবণ দূতমুখে এই

কথা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং প্রহস্তের পুত্র মহাবল জম্বুমালীকে কহিলেন, বীর! তুমি অনতিবিলম্বে যুদ্ধযাত্রা করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ ॥ এদিকে মহাবীর হনুমান কিঙ্কর নামক রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া ভাবিলেন, আমি প্রমদবন ভগ্ন করিলাম, এক্ষণে ঐ সুমেরুশৃঙ্গবৎ উচ্চ চৈত্যপ্রাসাদ চূর্ণ করিব। তিনি এইরূপ সংকল্প করিয়া একলম্ফে কুলদেবতা-প্রাসাদে উত্থিত হইলেন। তৎকালে বিভাকরের ন্যায় তাঁহার প্রভাজাল চতুর্দিকে প্রসারিত হইল। তিনি বলপ্রদর্শনপূর্বক ঐ চৈত্যপ্রাসাদ চূর্ণ করিলেন এবং স্বপ্রভাবে দেহবৃদ্ধি করিয়া নির্ভয়ে বাহ্বাস্ফোটন করিতে লাগিলেন। ঐ শ্রুতি-বিদারক শব্দে লঙ্কাপুরী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, পক্ষিগণ গগনতল হইতে পতিত হইল এবং চৈত্যপালেরা বিমোহিত হইয়া গেল। ইত্যবসরে হনুমান উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ ঘোষণা করিতে লাগিলেন, রামের জয়, লক্ষ্মণের জয়, রামের আশ্রিত সুগ্রীবের জয়। আমি রামের কিঙ্কর, নাম মহাবীর হনুমান। আমি যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বৃক্ষশিলা নিক্ষেপ করিব তখন সহস্র রাবণও আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে না। আজ রাক্ষসেরা দেখিবে, আমি লঙ্কাপুরী ছারখার করিয়া দেবী জানকীরে অভিবাদনপূর্বক প্রতিগমন করিব।

হনুমান এই বলিয়া বীরনাদ করিতে লাগিলেন। চৈত্যপালগণ নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া উঁহাকে আক্রমণ করিল এবং চতুর্দিক হইতে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে উহারা ভাগীরথীর বিপুল আবর্তের ন্যায় চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

অনন্তর হনুমান ক্রোধভরে প্রাসাদের এক স্বর্ণখচিত প্রকাণ্ড শতধার স্তম্ভ উৎপাটনপূর্বক মহাবেগে বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। স্তম্ভের ঘর্ষণে সহসা অগ্নি উত্থিত হইল এবং তদ্দ্বারা সমস্ত প্রাসাদ দগ্ধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে হনুমান বৃক্ষশিলাপ্রহারে বহুসংখ্য রাক্ষসকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রাসাদ দগ্ধ হইতে দেখিয়া অন্তরীক্ষ হইতে কহিতে লাগিলেন, দেখ, মাদৃশ বহুসংখ্য বীর কপিরাজ সুগ্রীবের বশবর্তী হইয়া আছেন। তাঁহারা সুগ্রীবের আদেশে আমারই ন্যায় ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতেছেন। উঁহাদিগের মধ্যে কাহারও বল দশ হস্তীর, কাহারও শত হস্তীর এবং কাহারও বা সহস্র হস্তীর অনুরূপ হইবে। কেহ বায়ুবল এবং কেহ বা অপ্রমেয়বল। কপিরাজ তোমাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত মাদৃশ বহুসংখ্য বীরে পরিবৃত হইয়া শীঘ্রই আসিবেন। যখন মহাত্মা রামের সহিত বৈরিতা জন্মিয়াছে, তখন সমস্ত রাক্ষস এবং এই লঙ্কা-পুরী কিছুই থাকিবে না।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ ॥ এদিকে মহাবীর জম্বুমালী রাবণের নিদেশে যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। তাঁহার পরিধান রক্তাম্বর, গলে রক্তমাল্য, কর্ণে রুচির কুণ্ডল, তাঁহার নেত্রযুগল ক্রোধে নিরবচ্ছিন্ন বিঘূর্ণিত হইতেছে ; তিনি উগ্রস্বভাব ও দুর্জয়, তিনি চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া ইন্দ্রধনুসদৃশ প্রকাণ্ড শরাসনে বজ্ররবে টঙ্কার প্রদান করিলেন।

তখন হনুমান যুদ্ধার্থে তোরণে উপবিষ্ট হইয়া আছেন। তিনি মহাবীর জম্বুমালীকে গর্দভবাহিত রথে সমুপস্থিত দেখিয়া হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জম্বুমালী হনুমানকে লক্ষ্য করিয়া শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি উঁহার মুখের উপর অর্ধচন্দ্র, মস্তকে একমাত্র কর্ণি এবং ভুজদ্বয়ে দশ নারাচ প্রহার করিলেন। হনুমানের মুখমণ্ডল স্বভাবত রক্তবর্ণ, উহা শরবিদ্ধ হইয়া শরৎকালে সূর্যরশ্মি-রঞ্জিত বিকসিত রক্তপদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তিনি অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড দেখিতে পাইয়া তাহা উৎপাটনপূর্বক মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর জম্বুমালী ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঁহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। প্রচণ্ডবিক্রম হনুমান শিলাখণ্ড বিফল হইল দেখিয়া বৃহৎ এক শালবৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে জম্বুমালী উঁহার প্রতি অনবরত শর বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং চার শরে শালবৃক্ষ ছেদন করিয়া পাঁচটি শর ভুজদ্বয়ে, একটি বক্ষে ও দশটি স্তনমধ্যে প্রহার করিলেন। তখন হনুমান শরপূর্ণকলেবর হইয়া অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং সেই পরিঘ গ্রহণপূর্বক মহাবেগে বিঘূর্ণিত করিয়া উঁহার বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ পরিঘের আঘাতে জম্বুমালীর মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল, হস্ত ও জানু ছিন্নভিন্ন এবং শর শরাসন রথ ও অশ্ব এককালে অদৃশ্য হইল। জম্বুমালী নিহত হইয়া ছিন্নবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ জম্বুমালীর বধবার্তা শ্রবণে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার আরক্ত নেত্র বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং তিনি হনুমানের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিকুমারগণকে নিয়োগ করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর অগ্নিকল্প মন্ত্রিকুমারগণ রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। উহারা অস্ত্রবিদ্যায় সুপটু এবং অস্ত্রবিৎগণের শ্রেষ্ঠ। ইহাদিগের মধ্যে সকলেই জয়শ্রী লাভার্থ উৎসুক হইয়াছে। উহারা স্বর্ণজালজড়িত ধ্বজদণ্ডমণ্ডিত পতাকাশোভিত ও অশ্বযোজিত রথে আরোহণপূর্বক মেঘগম্ভীর রবে নির্গত হইল। বহুসংখ্য সৈন্য উহাদের সমভিব্যাহারে চলিল ; উহারা স্বর্ণখচিত শরাসন হৃষ্টমনে আকর্ষণ করিতে লাগিল। উহাদের জননীরা কিংকরগণের বধসংবাদ শ্রবণে উহাদিগেরও জীবনে সংশয়াপন্ন ও অতিমাত্র শোকাকুল হইল।

অনন্তর স্বর্ণালংকারধারী মন্ত্রিপুত্রগণ যুদ্ধার্থ পরস্পর অতিশয় সত্বর হইয়া তোরণস্থ হনুমানের সন্নিহিত হইল এবং চতুর্দিক হইতে শর বর্ষণপূর্বক বর্ষাকালীন জলদের ন্যায় গভীর গর্জন সহকারে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর হনুমান উহাদিগের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া বৃষ্টিপাতে শৈলরাজ হিমাচলের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন এবং রাক্ষসগণের শর ও রথবেগ বিফল করিয়া মহাবেগে নির্মল গগনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বায়ু যেমন আকাশে সুরধনু-শোভিত মেঘের সহিত ক্রীড়া করে, সেইরূপ তিনি ঐ সমস্ত ধনুর্ধারী বীরের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। পরে ঘোর সিংহনাদে সমস্ত রাক্ষসকে চকিত ও ভীত করিয়া মন্ত্রিকুমারদিগের উপর বেগ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কোন বীরকে চপেটাঘাত, কাহাকে মুষ্টিপ্রহার এবং কাহাকেও বা খর নখরে ক্ষত

বিক্ষত করিলেন। কোন বীরকে বক্ষের আঘাতে এবং কাহাকেও বা প্রবল উরুবেগে বিনষ্ট করিলেন। অনেকে তাঁহার সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল।

তদ্দর্শনে সৈন্যগণ অতিমাত্র ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল; মাতঙ্গেরা বিকৃতস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল; অশ্বসকল ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল; রথের ভগ্ন নীড়, ভগ্ন ধ্বজ ও ছিন্ন ছত্রে রণস্থল আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং সর্বত্র রক্তনদী প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। হনুমানও যুদ্ধার্থ পুনর্বার তোরণে আরোহণ করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাবণ মন্ত্রিপুত্রগণের বধসংবাদ পাইয়া ধৈর্যসহকারে চিত্তবিকার সম্বরণ করিলেন। পরে বিরূপাক্ষ, যূপাক্ষ, দুর্ধর্ষ, প্রঘষ, ও ভাসকর্ণ এই পাঁচজন নীতিনিপুণ সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সেনাপতিগণ! তোমরা চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ শীঘ্রই নির্গত হও এবং সেই বানরকে গিয়া যথোচিত শাসন কর। দেখ, তোমরা উহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সাবধান হইও এবং দেশকাল বুঝিয়া কার্য করিও। আমি উহার ভাবগতিকে বুঝিলাম, সে সামান্য বানর নহে, সে মহাবলপরাক্রান্ত অন্য কোন জীব হইবে। বীরগণ! উহাকে বানরজাতি বলিয়া কিছুতেই আমার হৃৎপ্রত্যয় হইতেছে না। বোধ হয়, সুররাজ ইন্দ্র আমার কোন অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে উহাকে তপোবলে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি ত অনেকবার তোমাদিগের সাহায্যে সুরাসুর নাগ যক্ষ গন্ধর্ব ও মহর্ষিগণকে পরাজয় করিয়াছি, এক্ষণে তাহারা অবশ্যই আমাদিগের কিছু অনিষ্ট করিতে পারে। এক্ষণে এই বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, তোমরা অচিরেই ঐ বানরকে বলপূর্বক বাঁধিয়া আন। তোমরা চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে এখনই যাও এবং উহারে দমন করিয়া আইস। ঐ ভীমবিক্রম মহাবীরকে উপেক্ষা করা সঙ্গত নহে। আমি ইতিপূর্বে অনেকানেক বানর দেখিয়াছি; মহাবল বালী, সুগ্রীব, জাম্বমান, সেনাপতি নীল ও দ্বিবিধ প্রভৃতি বানরকে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাদিগের গতিশক্তি ইহার মত নয়, তাহাদিগের তেজ বলবীর্য বুদ্ধি ও উৎসাহও এরূপ নয় এবং তাহারা স্বেচ্ছাক্রমে এই প্রকার দীর্ঘ আকারও ধারণ করিতে পারে না। নিশ্চয়, আর কোন জীব বানররূপে উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমরা যত্নসহকারে উহাকে শাসন করিও। সুরাসুর

মানব রণস্থলে তোমাদের অগ্রে তিষ্ঠিতে পারে না সত্য, তথাপি তোমরা জয়ী হইবার জন্য সাবধানে আপনাকে রক্ষা করিও। দেখ, যুদ্ধসিদ্ধি যে কোন্ পক্ষে হয় ইহার কিছুই স্থিরতা নাই, সুতরাং সর্বদা সতর্ক হওয়াই আবশ্যক।

তখন মহাবল রাক্ষসগণ প্রভুর আদেশমাত্র জ্বলন্ত অগ্নিসম তেজে নির্গত হইল। উহাদিগের সহিত বহুসংখ্য রথ, মত্ত হস্তী, মহাবেগ অশ্ব এবং শস্ত্রধারী সৈন্যসকল চলিল।

এদিকে মহাবীর হনুমান প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় খরতেজে তোরণের উপর উপবিষ্ট আছেন। তিনি মহাবুদ্ধি মহাকায়; তিনি যুদ্ধোৎসাহে পূর্ণ হইয়া তোরণের উপর উপবিষ্ট আছেন। ইত্যবসরে মহাবল রাক্ষসগণ উঁহাকে দেখিতে পাইয়া উঁহার চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইল এবং ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া উঁহাকে আক্রমণ করিল। মহাবীর দুর্ধর, হনুমানের মস্তক লক্ষ্য করিয়া স্বর্ণফলক পদ্মপলাশকল্প সুতীক্ষ্ম পাঁচ শর প্রয়োগ করিল। হনুমানও ঐ সমস্ত শরে বিদ্ধ হইবামাত্র ঘোর গর্জনে দশ দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া নভোমণ্ডলে উত্থিত হইলেন। অনন্তর দুর্ধর শর বর্ষণপূর্বক উঁহার সন্নিহিত হইতে লাগিল। হনুমান এক হুঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া উহাকে নিবারণ করিলেন এবং উহার শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া সিংহনাদ সহকারে বর্ধিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি এক লম্ফে সহসা বহুদূরে উত্থিত হইয়া পর্বতে যেমন বিদ্যুৎপাত হয় সেইরূপ দুর্ধরের রথে মহাবেগে পতিত হইলেন। রথ তৎক্ষণাৎ আটটি অশ্ব অক্ষ ও কূবরের সহিত চূর্ণ হইয়া গেল, দুর্ধরও বিনষ্ট হইয়া রণশায়ী হইল।

অনন্তর হনুমান পুনর্বার গগনতলে উত্থিত হইলেন। ইত্যবসরে বিরূপাক্ষ ও যূপাক্ষ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঁহার সন্নিহিত হইল এবং উঁহার বক্ষে মহাবেগে দুই মুদ্গর প্রহার করিল। হনুমান উহাদের মুদ্গর ব্যর্থ করিয়া বিহগরাজ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে পুনর্বার ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং এক শালবৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক উহাদের মস্তক চূর্ণ করিয়া দিলেন।

পরে মহাবল প্রঘষ হাস্যমুখে মহাবীর হনুমানের সন্নিহিত হইল। ভাসকর্ণও ক্রোধভরে শূল ধারণ এবং উঁহার পার্শ্ব আক্রমণপূর্বক দাঁড়াইল। প্রঘষ উঁহার প্রতি পট্টিশ এবং ভাসকর্ণ শূল নিক্ষেপ করিল। হনুমান ঐ পট্টিশ ও শূলের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইলেন, তাঁহার সর্বাঙ্গ হইতে শোণিতস্রাব হইতে লাগিল এবং কান্তিও নবোদিত সূর্যের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পরে তিনি ক্রোধভরে এক গিরিশৃঙ্গ উৎপাটনপূর্বক উহাদিগকে প্রহার করিলেন। উহারাও তিলপ্রমাণ চূর্ণ হইয়া রণশায়ী হইল।

তখন হনুমান হতাবশিষ্ট সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অশ্ব দ্বারা অশ্ব, হস্তী দ্বারা হস্তী এবং পদাতি দ্বারা পদাতি বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। রণক্ষেত্র হস্তী অশ্ব ও রাক্ষসের মৃতদেহে আচ্ছন্ন এবং ভগ্নরথে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হনুমানও সংহারোদ্যত কৃতান্তের ন্যায় পুনর্বার তোরণে আরোহণ করিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাবণ সেনাপতিগণ সসৈন্যে সবাহনে বিনষ্ট হইয়াছে শুনিয়া সম্মুখীন কুমার অক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অক্ষ অত্যন্ত যুদ্ধোৎসাহী, তিনি যুদ্ধ করিবার জন্য একান্ত সমুৎসুক হইয়াছিলেন। তিনি

রাবণের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ হুতহুতাশনের ন্যায় উত্থিত হইলেন এবং তরুণসূর্যকান্তি স্বর্ণজালবেষ্টিত রথে আরোহণ ও স্বর্ণখচিত শরাসন গ্রহণপূর্বক নির্গত হইলেন। তাঁহার রথ তপঃপ্রভাবলব্ধ পতাকাসজ্জিত ও রত্ন-ধ্বজে শোভিত ; আটটি অশ্ব বায়ুবেগে উহা বহন করিতেছে ; উহা ব্যোমচর, ও অস্ত্রপূর্ণ। ঐ রথের আট দিকে ফলকোপরি সুতীক্ষ্ণ খড়্গ স্বর্ণরজ্জুতে লম্বিত আছে এবং যথাস্থানে তূণ শক্তি ও তোমর চন্দ্রসূর্যের ন্যায় জ্বলিতেছে। উহা সুরাসুরের অধৃষ্য ও বিদ্যুৎবৎ উজ্জ্বল। দেববিক্রম কুমার অক্ষ উহাতে আরোহণপূর্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। অশ্বের হ্রেষা,—হস্তীর বৃংহিত ও রথের ঘর্ঘর শব্দে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল ; তিনি সসৈন্যে হনুমানের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন ঐ মহাবীর তোরণে উপবিষ্ট হইয়া সংহারোদ্যত প্রলয়বহ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে ছিলেন। তিনি অক্ষকে দেখিতে পাইলেন। উঁহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার মনে যুগপৎ বিস্ময় ও আদরবুদ্ধি উপস্থিত হইল। তৎকালে কুমার অক্ষও উঁহাকে সিংহবৎ ক্রূর চক্ষে সাদরে দেখিতে লাগিলেন। তিনি উঁহার বেগ বিক্রম এবং স্বীয় শক্তি পর্যালোচনা করিয়া প্রলয়-সূর্যের ন্যায় তেজে বর্ধিত হইলেন। তাঁহার ক্রোধ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। হনুমান অত্যন্ত দুর্নিবার, তাঁহার বলবীর্য দর্শনযোগ্য : রাজকুমার অক্ষ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তিন শরে তাঁহাকে সংগ্রামার্থ সঙ্কেত করিলেন। হনুমান রণগর্বিত, যুদ্ধশ্রান্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি শত্রুজয়ে সুপটু ; কুমার অক্ষ নির্নিমেষ লোচনে উঁহাকে দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর ঐ উগ্রপৌরুষ বীর যুদ্ধার্থ হনুমানের নিকটস্থ হইলেন। উভয়ের অনুপম সমাগম দেবাসুরগণেরও মনে ভয় সঞ্চার করিয়া দিল। উঁহাদের বীর্য-প্রবৃত্ত যুদ্ধ উপস্থিত দেখিয়া প্রাণিগণ আর্তনাদ করিতে লাগিল, সূর্য নিষ্প্রভ হইলেন, বায়ু স্থির ও নিশ্চল, পর্বত বিচলিত হইয়া উঠিল, আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল এবং সমুদ্রও যারপরনাই ক্ষুভিত হইলেন। কুমার অক্ষ সমরদক্ষ ; তিনি লক্ষ্য দর্শন শরসন্ধান ও শরমোচনে বিলক্ষণ সুপটু, তাঁহার ক্রোধবেগ ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে লাগিল, তিনি স্বর্ণপুঙ্খশোভিত সর্পাকার তিন শরে হনুমানের মস্তক বিদ্ধ করিলেন। তখন হনুমানের মস্তক হইতে রুধিরধারা বহিতে লাগিল, নেত্রদ্বয় বিবৃত্ত হইয়া গেল ; তিনি নবোদিত সূর্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর ঐ মহাবীর, রাবণকুমার অক্ষকে নিরীক্ষণপূর্বক অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছায় দেহবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য ; তাঁহার ক্রোধ উদ্বেল হইয়া উঠিল ; তিনি দৃষ্টিপাতে বলবাহনের সহিত অক্ষকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল অক্ষ যেন বর্ষার মেঘ, তাঁহার শরাসন যেন ইন্দ্রধনু, তিনি হনুমানের দেহপর্বতে অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিক্রম অতি প্রচণ্ড এবং তেজ নিতান্ত দুঃসহ ; হনুমান উঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া মহাহর্ষে মেঘগম্ভীর রবে ঘোর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। রাজকুমার অক্ষ বালকস্বভাব, বলগর্বিত, তাঁহার নেত্রযুগল রোষভরে আরক্ত হইয়াছে, তিনি হস্তী যেমন তৃণাচ্ছন্ন কূপের তদ্রূপ ঐ অপ্রতিমবল হনুমানের নিকটস্থ হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবীর হনুমান তন্নিক্ষিপ্ত শরে আহত হইয়া ঘোর রবে সিংহনাদ করিলেন এবং বাহু ও ঊরু নিক্ষেপপূর্বক বিকটাকারে

উৎসাহের সহিত নভোমণ্ডলে উত্থিত হইলেন। রাক্ষসবীর অক্ষ উঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মেঘ যেমন পর্বতোপরি শিলাবৃষ্টি করে সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভীমবল হনুমান মনোবৎ শীঘ্রগামী, তিনি শরনিকরের অন্তরে বায়ুবৎ নিপতিত হইয়া গগনে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অক্ষের শরক্ষেপও ব্যর্থ হইতে লাগিল।

অনন্তর হনুমান সবহুমানে উঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তৎকালে কিরূপ বিক্রম প্রকাশ করা আবশ্যক, মনে মনে কেবল এই চিন্তাই করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সহসা অক্ষের শর মহাবেগে আসিয়া উঁহার বক্ষ বিদ্ধ করিল। হনুমান অত্যন্ত নিপীড়িত হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিলেন। তিনি সমরদক্ষ, ভাবিলেন. এই বীর তরুণসূর্যকান্তি ও বালক, তথাচ ইনি প্রৌঢ়ের ন্যায় বিলক্ষণ বীরত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। যুদ্ধবিদ্যায় ইঁহার দক্ষতা আছে, কিন্তু এক্ষণে ইঁহাকে বিনাশ করিতে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। ইনি মহাবল, সাবধান ও ক্লেশসহিষ্ণু ; নাগ যক্ষ ও মুনিগণও ইঁহার বলবীর্যের উৎকর্ষ দেখিয়া বিস্মিত হন। ইনি অত্যন্ত ক্ষিপ্রকারী, এক্ষণে আমার সম্মুখবর্তী হইয়া আমার প্রতি অকাতরে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছেন। বলিতে কি, ইঁহার পৌরুষে সুরাসুরেরও ত্রাস জন্মে। যদি আমি ইঁহাকে উপেক্ষা করি তাহা হইলে নিশ্চয় পরাভূত হইব। আরও এই বীরের বিক্রম ক্রমশঃই বর্ধিত হইতেছে. সুতরাং ইঁহাকে বধ করাই শ্রেয় ; বর্ধনশীল অগ্নিকে উপেক্ষা করা উচিত নহে।

মহাবীর হনুমান এইরূপে বিপক্ষের বলাবল অবধারণ এবং আপনার কর্মযোগ উদ্ভাবনপূর্বক কুমার অক্ষকে বিনাশ করিতে অভিলাষী হইলেন। অক্ষের আটটি অশ্ব অত্যন্ত ভারসহ এবং মণ্ডলপরিভ্রমণে সুদক্ষ, হনুমান এক চপেটাঘাতে তৎসমুদয় বিনষ্ট করিয়া রথোপরি এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। রথ তৎক্ষণাৎ ভূমিসাৎ হইল. উহার নীড় ভগ্ন ও কূবর চূর্ণ হইয়া গেল। তখন মহাবীর অক্ষ ভূতলে অবতরণ করিলেন এবং এক সুশাণিত অসি ধারণপূর্বক নভোমণ্ডলে উত্থিত হইলেন। তদ্দৃষ্টে বোধ হইল যেন, কোন মহাতপা ঋষি তপোবলে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিতেছেন।

তখন বায়ুবিক্রম হনুমান ঐ ব্যোমচারী বীরের পদযুগল সুদৃঢ়রূপে গ্রহণ করিলেন এবং বিহগরাজ গরুড় যেমন সর্পকে বিঘূর্ণিত করিয়া ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করেন, তিনি তদ্রূপ উহাকে বারংবার বিঘূর্ণিত করিয়া মহাবেগে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। অক্ষের ভুজদ্বয় ভগ্ন হইল. উরু কটী ও বক্ষ এককালে চূর্ণ হইয়া গেল. সর্বাঙ্গে রুধিরধারা বহিতে লাগিল. অস্থি নিষ্পিষ্ট হইল, চক্ষের চিহ্নমাত্র রহিল না এবং সন্ধিবন্ধনও বিশ্লিষ্ট হইয়া গেল ; তিনি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া রণশায়ী হইলেন।

তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং যক্ষ উরগ মহর্ষি ও গ্রহগণ এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া সবিস্ময়ে হনুমানকে দেখিতে লাগিলেন। মহাবীর হনুমানও পুনর্বার সংহারোদ্যত কৃতান্তের ন্যায় তোরণে আরোহণ করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ অক্ষের নিধন সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র অতিমাত্র ভীত হইলেন এবং ধৈর্যবলে চিত্তবিকার সংবরণপূর্বক সরোষে সুরপ্রভাব ইন্দ্রজিৎকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি বীরপ্রধান, স্ববীর্যে

সুরাসুরগণকেও শোকাকুল করিয়া থাক ; তুমি প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রসাদে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিয়াছ ; দেবগণ বারংবার তোমার বলবীর্যের পরিচয় পাইয়াছেন ; উঁহারা ইন্দ্রের আশ্রয়ে থাকিয়াও রণস্থলে তোমার অস্ত্রবল সহ্য করিতে পারেন নাই। বীর! কেবল তুমিই যুদ্ধশ্রমে কাতর হও না, তুমি স্বীয় ভুজবলে রক্ষিত, এবং স্বীয় তপোবলে রক্ষিত, দেশকাল তোমার নিকট কদাচ উপেক্ষিত হয় না ; তুমি ধীমান ; যুদ্ধে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, তুমি বুদ্ধিবলে সমস্তই সমাধান করিতে পার ; তোমার অস্ত্রবল ও বল জ্ঞাত নহে ত্রিলোকে এরূপ লোকই অপ্রসিদ্ধ ; তোমার তপস্যা বিক্রম ও শক্তি সর্বাংশে আমারই অনুরূপ, সন্দেহ নাই ; সঙ্কটযুদ্ধেও তুমি জয়ী হইবে এই আশ্বাসে মন তোমার জন্য ক্লান্ত হয় না। বৎস! এক্ষণে কিঙ্করগণ নিহত হইয়াছে ; রাক্ষস জম্বুমালী, পঞ্চ সেনাপতি এবং মন্ত্রিকুমারগণ দেহপাত করিয়াছে, বহুসংখ্য সৈন্য এবং হস্তী অশ্ব রথ নষ্ট হইয়াছে। বীর মহোদর এবং কুমার অক্ষও রণশয্যায় শয়ন করিয়াছেন ; কিন্তু দেখ, আমি যেমন তোমার প্রতি সেইরূপ উহাদের প্রতি কোন অংশে নির্ভর করি না। এক্ষণে তুমি এই সৈন্যক্ষয়, বানরের বিক্রম এবং নিজের শক্তি অনুধাবনপূর্বক কার্য কর। তুমি যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া যেরূপে শত্রুশান্তি হয়, স্বপক্ষ ও পরপক্ষের বলাবল বুঝিয়া সেইরূপই করিও। আরও আমি তোমায় নিবারণ করি, তুমি সসৈন্যে যাইও না ; উহারা ঐ বানরের হস্তে দলে দলে বিনষ্ট হইতেছে। বজ্রসার অস্ত্রও গ্রহণ করিও না, ঐ অগ্নিকল্প বানরের শক্তি অপরিচ্ছিন্ন, সে অস্ত্রের বধ্য নহে। এক্ষণে আমি তোমাকে যেরূপ কহিলাম, তুমি তাহা সবিশেষ বুঝিয়া দেখ এবং যুদ্ধসিদ্ধি বিষয়ে যত্নবান হও। বিবিধ দিব্যাস্ত্রে তোমার অধিকার আছে তুমি তাহা স্মরণ কর এবং আত্মরক্ষায় সাবধান হও। বীর! আমি যে তোমায় সঙ্কটে পাঠাইতেছি ইহা আমার অনুচিত, কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা ক্ষত্রিয় ও আমাদিগের অনুমোদিত। শত্রুর যে যে শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে এবং তাহার যেরূপ সমরপটুতা ইহা অনুসন্ধান করা যোদ্ধার আবশ্যক এবং তদ্বিষয়ে কৃতকার্য হইয়া জয়লাভে যত্ন করা কর্তব্য।

তখন সুরপ্রভাব ইন্দ্রজিৎ পিতা রাবণের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র যুদ্ধযাত্রা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। সভাস্থ আত্মীয়স্বজন উঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎ সমরোৎসাহে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার রথ তীক্ষ্ণদশন ভীমবেগ ভুজঙ্গচতুষ্টয়ে যোজিত হইয়া আনীত হইল। ঐ মহাবীর তদুপরি আরোহণপূর্বক পর্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় মহাবেগে নির্গত হইলেন। উঁহার রথের ঘর্ঘর রব এবং শরাসনের টঙ্কার শব্দ শ্রবণ করিয়া হনুমানের মনে অত্যন্ত হর্ষ উপস্থিত হইল। ইন্দ্রজিৎও উঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি হৃষ্টমনে নির্গত হইলে, দশদিক অন্ধকারে আবৃত হইল ; শৃগালগণ চীৎকার করিতে লাগিল ; নাগ যক্ষ মহর্ষি সিদ্ধ ও গ্রহগণ সমাগত হইয়া কোলাহল আরম্ভ করিলেন এবং পক্ষিগণ নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া পুলকিত মনে কলরব করিতে প্রবৃত্ত হইল।

তখন হনুমান ইন্দ্রজিৎকে উপস্থিত দেখিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কলেবর বর্ধিত হইয়া উঠিল। ইন্দ্রজিতের হস্তে বিদ্যুৎবৎ উজ্জ্বল বিচিত্র শরাসন ; তিনি ভীমরবে উহা আস্ফালন করিতে লাগিলেন। ঐ দুই বীর মহাবল ও মহাবেগ ; উঁহাদের মন যুদ্ধভয়ে কিছুমাত্র অভিভূত হয় নাই ; বোধ হইল যেন, দেবাসুরের অধীশ্বর পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ আরম্ভ করিলেন। হনুমান তৎসমস্ত বিফল করিয়া নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ তীক্ষ্ণফলক স্বর্ণপুঙখ শরনিকর বজ্রবৎ বেগে নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রণস্থলে রথের ঘর্ঘর রব, মৃদঙগ ভেরী ও পটহের শব্দ এবং শরাসনের টঙকার নিরন্তর শ্রুত হইতে লাগিল। হনুমান পুনর্বার ঊর্ধ্বে উত্থিত হইলেন এবং ইন্দ্রজিতের লক্ষ্য বিফল করিয়া শরপাতের অন্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি সর্বাগ্রে শরপাতমুখে দণ্ডায়মান হন, পরে শরত্যাগ মাত্র বাহু প্রসারণ-পূর্বক ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া থাকেন। দুই বীরই বেগবান, দুই বীরই সমরদক্ষ ; তৎকালে উঁহাদের এই ঘোরতর যুদ্ধ সকলেরই মনোমত হইতে লাগিল। উঁহারা পরস্পরের কতদূর অন্তর কিছুই জানেন না, কিন্তু ক্রমশঃ উভয়ের পক্ষে উভয়েই দুঃসহ হইয়া উঠিলেন।

তখন মহাবীর ইন্দ্রজিৎ শরসমস্ত ব্যর্থ হইতে দেখিয়া স্থিরমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, হনুমানকে বধ করা দুঃসাধ্য, কিন্তু কোন-রূপে একবার নিশ্চেষ্ট হইলে উঁহাকে বন্ধন করা যাইতে পারে। তিনি এইরূপ সঙকল্প করিয়া শরাসনে ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন এবং উঁহাকে ব্রহ্মাস্ত্রেরও অবধ্য জানিয়া কেবল বন্ধনোদ্দেশে উহা প্রয়োগ করিলেন। তখন হনুমানের করচরণ নিবন্ধ হইল। তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপূত, হনুমান উহা দ্বারা বদ্ধ হইয়াও ব্রহ্মার মহিমায় নির্ভয় হইলেন এবং আপনার প্রতি ব্রহ্মার বরদানরূপ অনুগ্রহ পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, চরাচরগুরু ব্রহ্মার প্রভাবে এই অস্ত্র হইতে মুক্তিলাভ করা আমার অসাধ্য। সুতরাং ক্ষণকালের জন্য আমাকে এই বন্ধনদশা সহ্য করিতে হইবে।

তখন হনুমান এই স্থির করিয়া মনে মনে অস্ত্রবল বিচার করিলেন, আপনার প্রতি ব্রহ্মার অনুগ্রহ স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং অচিরভাবিনী বন্ধনমুক্তিও বুঝিতে পারিলেন। তিনি এই সমস্ত আলোচনা করিয়া ব্রহ্মার শাসন শিরোধার্য করিয়া রহিলেন। তিনি আরও ভাবিলেন ব্রহ্মা ইন্দ্র ও বায়ু আমাকে নিরন্তর রক্ষা করিতেছেন, এইজন্য আমি ব্রহ্মাস্ত্রে বদ্ধ হইলেও নির্ভয়ে নিপতিত আছি। আরও এক্ষণে যদি রাক্ষসেরা আমাকে গ্রহণ করে ইহাতে আমার পক্ষে বিস্তর উপকার দর্শিবে : এই প্রসঙেগ আমি রাবণের সহিত কথোপকথন করিয়া লইব। সুতরাং শত্রুপক্ষ আমাকে এখনই গ্রহণ করুক।

অনন্তর রাক্ষসেরা হনুমানের নিকটস্থ হইয়া উঁহাকে বলপূর্বক গ্রহণ করিল এবং নানারূপ কটূক্তি প্রয়োগ সহকারে উঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। হনুমান সমীক্ষ্যকারী, তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষসগণ শণ ও বল্কলের রজ্জু দ্বারা উঁহাকে বন্ধন করিল। হনুমান মনে করিলেন, যদি রাবণ কৌতূহলক্রমে একবার আমাকে দেখিবার বাসনা করেন, তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্য অনেকাংশেই সুসিদ্ধ হইবে। তিনি এইরূপ সঙকল্প করিয়া প্রবল বন্ধন ও ভর্ৎসনা সহ্য করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে তিনি সহসা ব্রহ্মাস্ত্র হইতে উন্মুক্ত হইলেন। মন্ত্রবন্ধন অপর কোনরূপ বন্ধনের সংস্রবে থাকিতে পারে না। তদ্দৃষ্টে মহাবীর ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। মনে করিলেন, রাক্ষসগণ মন্ত্রগতি কিছুমাত্র বুঝিল না, আমি যে দুষ্কর সাধন করিলাম তাহা সম্পূর্ণই পণ্ড হইয়া গেল ; এই অস্ত্র দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করিলে কোন ফল দর্শিবে না, সুতরাং আমাদিগের জয়লাভে বিলক্ষণ

ব্যাঘাত ঘটিল। এক্ষণে হনুমান নিবদ্ধ হইয়া আকৃষ্ট ও নিপীড়িত হইতেছে, কিন্তু আপনার ব্রহ্মাস্ত্রমুক্তি কিছুমাত্র প্রকাশ করিতেছে না।

অনন্তর কালমুষ্টি ক্রূর রাক্ষসগণ হনুমানকে আকর্ষণপূর্বক প্রহার করিতে লাগিল। রাবণ সভাস্থলে পাত্রমিত্রের সহিত উপবিষ্ট হইয়া আছেন, ইত্যবসরে মহাবীর ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে লইয়া উঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। হনুমান যেন শৃংখলবদ্ধ মত্ত হস্তী, সভাস্থ সমস্ত রাক্ষস তাঁহাকে দেখিয়া কেবল ইহাই কহিতে লাগিল, এই বানর কে? কাহার পুত্র? কোথা হইতে কোন্ উদ্দেশে আইল? এবং কাহার আশ্রয়েই বা এইরূপ নির্ভয় হইল? অনেকে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিল, ঐ দুর্বৃত্তকে এখনই সংহার কর, কেহ কহিল, উহাকে দগ্ধ কর এবং কেহবা কহিল, উহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেল। তৎকালে বিকৃতাকার রাক্ষসেরা হনুমানকে ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিতে লাগিল। হনুমান তেজস্বী মহাবল রাবণকে দেখিতে লাগিলেন এবং বৃদ্ধ পরিচারক ও রত্নখচিত গৃহও দর্শন করিলেন। রাবণের চক্ষু ক্রোধভরে আরক্ত হইয়া বিঘূর্ণিত হইতেছে, তিনি হনুমানকে নিরীক্ষণপূর্বক মহাবংশোৎপন্ন সুশীল মন্ত্রিগণকে উঁহার পরিচয় গ্রহণে সংকেত করিলেন। উঁহারাও হনুমানকে কাহার প্রবর্তনায় এবং কোন্ উদ্দেশে আসা হইয়াছে আনুপূর্বিক এই সমস্ত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। তখন হনুমান কহিলেন, আমি কপিরাজ সুগ্রীবের দূত। এক্ষণে তাঁহারই নিয়োগে এই স্থানে আগমন করিয়াছি।

একোনপঞ্চাশ সর্গ ॥ রাক্ষসরাজ রাবণ সভাস্থলে উপবিষ্ট; তাঁহার মস্তকে মুক্তাজালখচিত স্বর্ণকিরীট এবং সর্বাঙ্গে হীরকশোভিত মণিময় অলংকার; তিনি রক্তচন্দনে রঞ্জিত হইয়া, মহামূল্য পট্টবসন পরিধান করিয়াছেন। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ ও ভীষণ, দন্ত সুতীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল এবং ওষ্ঠ লম্বিত। মন্দর যেমন হিংস্রজন্তুসংকুল শৃঙ্গসমূহে শোভা পায় সেইরূপ তিনি দশটি মস্তকে অতিমাত্র শোভা পাইতেছেন। তাঁহার বর্ণ কজ্জলের ন্যায় নীল এবং বক্ষে সুদৃশ্য স্বর্ণহার, তিনি অরুণরাগরক্ত জলদের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন। তাঁহার বাহু চন্দনচর্চিত ও অঙ্গদশোভিত, উহা পঞ্চশীর্ষ উরগের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। তাঁহার আসন স্ফটিকময় রত্নখচিত ও আস্তরণমণ্ডিত। বহুসংখ্য সুবেশা রমণী চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে চামর বীজন করিতেছে। দুর্ধর, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব ও নিকুম্ভ এই চারিজন মন্ত্রী তাঁহার অদূরে উপবিষ্ট, অন্যান্য মন্ত্রণানিপুণ প্রিয়দর্শন মন্ত্রিগণ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন। মহাবীর হনুমান বল্কলবন্ধনে

নিপীড়িত ও বিস্মিত হইয়া রোষরক্ত লোচনে উঁহাকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং উঁহার তেজে বিমোহিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই বীরের কি রূপ! কি ধৈর্য! কি শক্তি! কি কান্তি! সর্বাঙ্গে কি সুলক্ষণ! যদি অধর্ম ইঁহার বলবৎ না হইত তাহা হইলে ইনি সুরলোক অধিক কি ইন্দ্রেরও রক্ষক হইতেন। ইঁহার কার্য ক্রূর ও কুৎসিত, এই কারণে সুরাসুর দানবও ইঁহাকে দেখিলে ভীত হইয়া থাকেন। এই মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া জগৎকে সমুদ্রে প্লাবিত করিতে পারেন।

পঞ্চাশ সর্গ ॥ তখন রাবণ তেজস্বী হনুমানকে সম্মুখে নিরীক্ষণপূর্বক ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মনে নানারূপ শঙ্কা উপস্থিত হইতে লাগিল, তিনি মনে করিলেন, পূর্বে যিনি আমার উপহাসে ক্রুদ্ধ হইয়া, আমাকে গিরিবর কৈলাসে অভিশাপ দেন, এই মহাবীর কি সেই ভগবান নন্দী, তিনিই কি বানর-রূপে এই স্থানে আসিয়াছেন, অথবা ইনি স্বয়ং অসুররাজ বাণ।

রাবণ এইরূপ বিতর্ক করিয়া রোষকষায়িত লোচনে মন্ত্রী প্রহস্তকে কহিলেন, দেখ, ঐ দুরাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর, ও কোথা হইতে কি জন্য আসিয়াছে? বন ভগ্ন করিবার কারণ কি? আমার এই পুরী নিতান্ত দুর্গম, ইহার মধ্যে কোন্ উদ্দেশে উপস্থিত হইয়াছে? এবং রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিবারই বা হেতু কি?

তখন প্রহস্ত রাবণের আদেশে হনুমানকে কহিলেন, বানর! তুমি আশ্বস্ত হও, সত্য বল, ইন্দ্র তোমাকে এই লঙ্কাপুরীতে প্রেরণ করিয়াছেন কিনা? ভয় নাই, এখনই তোমার বন্ধনমুক্তি হইবে। বল, তুমি কুবের যম না বরুণের দূত? তুমি কি তাঁহাদেরই নিয়োগে বানররূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া পুরপ্রবেশ করিয়াছ? না, জয়লাভার্থী বিষ্ণু তোমাকে পাঠাইয়াছেন? তুমি রূপমাত্রে বানর, কিন্তু তোমার তেজ বানরজাতির অনুরূপ নহে। তুমি সত্য বল, এখনই তোমার বন্ধনমুক্তি হইবে। মিথ্যা কহিলে নিশ্চয়ই প্রাণদণ্ড করিব ; বল, তুমি কি নিমিত্ত এই স্থানে আসিয়াছ?

তখন হনুমান রাবণকে কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসরাজ! আমি ইন্দ্র, যম, ও বরুণের প্রচ্ছন্নধারী চর নহি, কুবেরের সহিত আমার সখ্যতা নাই, এবং ভগবান বিষ্ণুও আমাকে প্রেরণ করেন নাই। আমি বানরজাতি, প্রকৃত বানরই তোমায় দেখিবার জন্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আমি দেখিলাম, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করা নিতান্ত দুষ্কর, এইজন্য প্রমদবন ভগ্ন করিয়াছি। পরে রাক্ষসগণ যুদ্ধার্থী হইয়া আমার নিকট গমন করে, আমিও আত্মরক্ষার্থ প্রতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। ব্রহ্মার বরে দেবাসুরগণও আমায় অস্ত্রপাশে বন্ধন করিতে পারেন না ; কিন্তু তোমারে দেখিবার প্রত্যাশায় যেন বদ্ধ রহিলাম। পরে রাক্ষসেরা আমাকে লইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইল। আমি মহাবীর রামের দূত, এক্ষণে আমি তোমার হিতার্থ যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

একপঞ্চাশ সর্গ ॥ রাজন্! আমি কপিরাজ সুগ্রীবের আদেশক্রমে তোমার নিকট আসিয়াছি। তোমার ভ্রাতা সুগ্রীব তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসিয়াছেন। তিনি

তোমার ঐহিক ও পারত্রিক শুভসংকল্পে তোমাকে যেরূপ কহিয়াছেন, শ্রবণ কর। অযোধ্যায় দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পিতার ন্যায় প্রজাগণের প্রতি-পালক। রাম তাঁহার প্রিয়তর জ্যেষ্ঠপুত্র; তিনি পিতৃনিদেশে ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্যা জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন। রাম অতি ধার্মিক, তাঁহার পত্নী জানকী জনস্থানে অনুদ্দেশ হন। রাম তাঁহার অন্বেষণ প্রসঙ্গে অনুজ লক্ষ্মণের সহিত ঋষ্যমূক পর্বতে আগমন করেন এবং কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত সমাগত হন। সুগ্রীব জানকীর অন্বেষণ করিয়া দিবেন, রামের নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন এবং রামও তাঁহাকে কপিরাজ্য অর্পণ করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হন। পরে তিনি একমাত্র শরে বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে বানর ও ভল্লুকের আধিপত্য প্রদান করেন। রাক্ষসরাজ! তুমি মহাবল বালীকে বিলক্ষণ জান. রাম তাঁহাকে এক শরেই সংহার করিয়াছিলেন।

অনন্তর সুগ্রীব জানকীর অন্বেষণে ব্যগ্র হইয়া চতুর্দিকে বানরগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। অসংখ্য বানর জানকীর উদ্দেশ পাইবার জন্য পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে পর্যটন করিতেছে। উহাদের মধ্যে কেহ বেগে গরুড়ের তুল্য এবং কেহ বা বায়ুর অনুরূপ. উহারা অপ্রতিহতগতি ও মহাবল। আমিও জানকীর জন্য শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্বক তোমার দর্শনার্থী হইয়া এই স্থানে আইলাম। আমি বায়ুর ঔরস পুত্র, নাম হনুমান। আমি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে তোমার গৃহে জানকীরে দেখিতে পাইলাম। তুমি ধর্মার্থদর্শী, তপোবলে ধনধান্য সংগ্রহ করিয়াছ, সুতরাং পরস্ত্রীকে অবরোধ করিয়া রাখা তোমার উচিত হইতেছে না। যে কার্য ধর্মবিরুদ্ধ ও অনিষ্টমূলক, তদ্বিষয়ে ভবাদৃশ বুদ্ধিমান কখনই প্রবৃত্ত হন না। রাজন্! মহাবীর রামের অপ্রিয় আচরণপূর্বক সুখী হইতে পারে ত্রিলোকে এরূপ লোকই অপ্রসিদ্ধ। দেবাসুরগণও রাম ও লক্ষ্মণের ক্রোধনির্মুক্ত শরের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারেন না। অতএব তুমি এই ত্রিকালহিতকর ধর্মানুগত কথায় আস্থা-বান হও এবং নরবীর রামকে জানকী সমর্পণ কর। আমি এই স্থানে দেবী জানকীরে দেখিয়াছি, যাঁহার দর্শন নিতান্ত দুর্লভ, আমি তাঁহাকেই দেখিয়াছি, অতঃপর রাম কার্যবিশেষ সমাধান করিবেন। জানকী অতিমাত্র শোকাকুল, তিনি যে পঞ্চমুখ ভুজঙ্গীর ন্যায় তোমার গৃহে অবস্থান করিতেছেন তুমি তাহা জানিতেছ না। দেখ, আহারশক্তিবলে বিষাক্ত অন্ন যেমন জীর্ণ করা যায় না, তদ্রূপ তাঁহারে অবরুদ্ধ করিয়া পরিপাক করা, সুরাসুরগণের পক্ষেও সহজ নহে। তুমি তপোবলে দিব্য ঐশ্বর্য ও সুদীর্ঘ আয়ু অধিকার করিয়াছ, কিন্তু পরস্ত্রীপরিগ্রহরূপ অধর্মে তাহা বিনষ্ট করা তোমার উচিত হইতেছে না। তুমি স্বয়ং সুরাসুরেরও অবধ্য, তদ্বিষয়ে ধর্মই কারণ। কিন্তু কপিরাজ সুগ্রীব দেব, যক্ষ, ও রাক্ষসও নহেন, তিনি জাতিতে বানর এবং মহাবীর রামও মনুষ্য, বল, তুমি কিরূপে তাঁহাদিগের হইতে আত্মরক্ষা করিবে। সুখ ধর্মের ফল, তাহা অধর্মফল দুঃখের সহিত ভোগ করা নিতান্ত দুষ্কর এবং পূর্বকৃত ধর্ম পরবর্তী অধর্মকেও কদাচ বিলুপ্ত করিতে পারে না। রাজন্! তুমি ইতিপূর্বে যথেষ্ট সুখভোগ করিয়াছ, এক্ষণে শীঘ্রই তোমাকে বিলক্ষণ দুঃখ অনুভব করিতে হইবে। জনস্থানে বহুসংখ্য রাক্ষস বিনষ্ট হইয়াছে, মহাবীর বালী রণশায়ী হইয়াছেন এবং রামও সুগ্রীবের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়াছেন, এক্ষণে তোমার পক্ষে কি শ্রেয় হইতে পারে, তুমিই তাহা চিন্তা কর। দেখ, আমি একাকী হস্ত্যশ্ব প্রভৃতি সমস্ত উপকরণের সহিত লঙ্কাপুরী ছারখার করিতে পারি, কিন্তু রাম

এই কার্যে আমায় অনুজ্ঞা দেন নাই। তিনি স্বয়ংই তাঁহার ভার্যাপহারক শত্রুকে বিনাশ করিবেন, বানর ভল্লুকগণের সমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। রাক্ষসরাজ! তুমি ত সামান্য ব্যক্তি, সাক্ষাৎ ইন্দ্রও রামের অপ্রিয় আচরণপূর্বক সুখী হইতে পারেন না। তুমি যাহাকে জানকী বলিয়া জান, যিনি তোমার আলয়ে অবরুদ্ধ হইয়া আছেন, তিনি স্বয়ং লঙ্কানাশিনী কালরজনী, তুমি সেই সীতারূপী মৃত্যুপাশ স্কন্ধে সংলগ্ন করিয়া রাখিও না ; কিসে আপনার মঙ্গল হয় এক্ষণে তাহাই চিন্তা কর। অতঃপর এই লঙ্কা জানকীর তেজ ও রামের ক্রোধে নিশ্চয়ই দগ্ধ হইবে। তুমি আপনার পুত্রকলত্র মন্ত্রী মিত্র ও প্রভৃত ধন-সম্পদ স্বদোষে উচ্ছিন্ন করিও না। আমি জাতিতে বানর, রামের দূত এবং রামের কিঙ্কর, সত্যই কহিতেছি, তুমি আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। মহাবীর রাম চরাচর জগৎ সংহার করিয়া পুনর্বার সৃষ্টি করিতে পারেন। তাঁহার বলবীর্য বিষ্ণুর তুল্য ; সুরাসুর, মনুষ্য, যক্ষ, রক্ষ, উরগ, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব, মৃগ, সিদ্ধ, কিন্নর ও পক্ষীর মধ্যে এমন কেহই নাই যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে। সেই ত্রিলোকীনাথ রাজাধিরাজের অপকার করিয়া প্রাণ রক্ষা করা, তোমার পক্ষে সুকঠিন হইবে। তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া উঠে, ত্রিজগতে এমন কেহ নাই, স্বয়ং চতুরানন ব্রহ্মা, ত্রিপুরান্তক রুদ্র এবং দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁহার শরমুখে তিষ্ঠিতে পারেন না।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ ॥ তখন রাক্ষসরাজ রাবণ হনুমানের এই সগর্ব বাক্যে যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার নেত্র রক্তিমরাগ বিস্তারপূর্বক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘাতকগণকে উঁহার প্রাণদণ্ডের অনুজ্ঞা দিলেন। হনুমান দৌত্যে নিযুক্ত, তৎকালে বিভীষণ উঁহার বধদণ্ড কিছুতেই অনুমোদন করিলেন না। কিন্তু রাবণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছেন, দূতবধও আসন্ন, তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়া স্থিরভাবে ইতিকর্তব্য চিন্তা করিলেন এবং পূজ্য অগ্রজকে সান্ত্ববাদপূর্বক হিতবাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! আপনি ক্ষান্ত হউন এবং প্রসন্নমনে আমার কথায় কর্ণপাত করুন। যে-সকল মহীপাল কার্যের গৌরব ও লাঘব বুঝিতে পারেন দূতবধে তাঁহাদের কদাচই প্রবৃত্তি জন্মে না। এই কার্য ধর্মবিরুদ্ধ ও ব্যবহারবিদ্বিষ্ট, সুতরাং ইহা কিছুতেই আপনার সমুচিত হইতেছে না। আপনি রাজনীতিনিপুণ ধর্মনিষ্ঠ ও বিচক্ষণ ; যদি ভবাদৃশ লোকও ক্রোধের বশীভূত হন, তাহা হইলে শাস্ত্রপাণ্ডিত্যের সমস্ত শ্রমই পণ্ড হইয়া যায়। এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হউন এবং ন্যায়ান্যায় সম্যক্ বিচার করুন।

তখন রাবণ বিভীষণের বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, বীর! পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে বধ করিলে কোন অংশেই পাপ স্পর্শে না। অতএব আমি এই রাজ-বিদ্রোহী বানরকে এখনই বিনাশ করিব।

তখন ধীমান বিভীষণ রাবণের এই অসঙ্গত কথা শ্রবণ করিয়া, তত্ত্বোপদেশ সহকারে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! আপনি প্রসন্ন হউন এবং আমার ধর্মার্থপূর্ণ বাক্যে কর্ণপাত করুন। সাধু ব্যক্তিরা কহেন যে, যে দূত প্রভুর নিয়োগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাকে বধ করিতে নাই। সত্য বটে, এই শত্রু বিলক্ষণ প্রবল এবং ইহা দ্বারা যথেষ্টই অনিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু দূতবধে কেহই অনুমোদন করিবে না। অঙ্গের বৈরূপ্য সম্পাদন, কষাভিঘাত ও মুণ্ডন এই সমস্ত দণ্ডের

একটি বা সমগ্রই হউক, দূতের পক্ষে নির্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু প্রাণদণ্ড করা আমরা কখনই শুনি নাই। আপনি ধর্মদর্শী, কার্য ও অকার্য সম্যক্ বুঝিতে পারেন, সুতরাং ভবাদৃশ লোকের পক্ষে ক্রোধ নিতান্ত দূষণীয় সন্দেহ নাই; যাঁহারা সুবিজ্ঞ তাঁহারা ক্রোধকে কদাচই প্রশ্রয় দেন না। কি ধর্মবিচার, কি লোক-ব্যবহার, কি শাস্ত্রবোধ এই সমস্ত বিষয়ে কেহই আপনার সদৃশ নহে, সুরাসুরের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে এই বানরকে বধ করিলে আপনার কোনও ফল দর্শিবে না, যে ইহাকে নিয়োগ করিয়াছে তাহাকেই দণ্ড করা কর্তব্য হইতেছে। দেখুন. এই বানর অন্যের প্রেরিত, অন্যের কথা লইয়াই উপস্থিত হইয়াছে, এ ব্যক্তি পরাধীন. সুতরাং ইহাকে বধ করা সুসঙ্গত নহে। আপনি যদি ইহাকে সংহার করেন তাহা হইলে এই লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইতে পারে এরূপ আর কাহাকেই দেখিতেছি না; সুতরাং ইহাকে বধ করিবেন না। আপনি ইন্দ্রাদি দেবগণকে নির্মূল করুন, তাহাতে আপনার বিলক্ষণ পৌরুষ প্রকাশ পাইবে। আরও সেই দুই মনুষ্যজাতীয় রাজপুত্র দুর্বিনীত ও আপনার বিরোধী. এই বানর বিনষ্ট হইলে তাহাদিগকে গিয়া যুদ্ধে উদ্যত করিয়া দেয় এরূপ আর কাহাকেই দেখি না। এক্ষণে রাক্ষসগণ বীরত্ব প্রদর্শনে উৎসুক হইয়া আছে, আপনি যুদ্ধের ব্যাঘাত দিয়া তাহাদিগকে ক্ষুব্ধ করিবেন না। উহারা আপনার বশীভূত ভৃত্য, নিরন্তর আপনার হিতচিন্তা করিয়া থাকে; তাহারা সদ্বংশীয় ও বীরগণের অগ্রগণ্য। ঐ সমস্ত রুষ্টপ্রকৃতি বীর সত্ত্বে জয়শ্রী অবশ্যই আপনার হইবে। এক্ষণে আদেশ করুন. উহাদিগের কিয়দংশ নির্গত হইয়া শীঘ্র সেই দুই মূর্খ রাজপুত্রকে বন্ধন করিয়া আনুক। মহারাজ! শত্রুকে প্রভাব প্রদর্শন করা সর্বতোভাবেই কর্তব্য হইতেছে।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ ॥ তখন দশকণ্ঠ রাবণ বিভীষণের এই হিতকর কথা শ্রবণপূর্বক কহিতে লাগিলেন. বীর! তুমি যথার্থই কহিতেছ. দূতকে বধ করা নিতান্ত দূষণীয়। কিন্তু এই দুষ্টের কোনরূপ নিগ্রহ করা আবশ্যক হইতেছে। দেখ, বানরজাতির লাঙ্গুলই প্রিয়ভূষণ, অতএব ইহার লাঙ্গুল শীঘ্রই দগ্ধ করিয়া দেও। এই দুর্বৃত্ত দগ্ধ লাঙ্গুল লইয়া প্রস্থান করিলে. ইহার বন্ধুবান্ধব ইহাকে দীনদশাপন্ন ও বিকলাঙ্গ দেখিবে। রাবণ হনুমানের এইরূপ দণ্ড নির্দেশপূর্বক রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, তোমরা এই বানরের পুচ্ছে শীঘ্র অগ্নি প্রদীপ্ত করিয়া দেও এবং ইহাকে স্কন্ধে লইয়া সমস্ত পুরপ্রাঙ্গণ পর্যটন কর।

তখন রোষকর্কশ রাক্ষসেরা রাবণের আদেশমাত্র জীর্ণ কার্পাসবস্ত্র দ্বারা হনুমানের পুচ্ছ বেষ্টন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে অগ্নি যেমন অরণ্যে শুষ্ক কাষ্ঠসংযোগে বর্ধিত হয়, সেইরূপ হনুমানের দেহ বর্ধিত হইয়া উঠিল। পরে রাক্ষসেরা উঁহার পুচ্ছে তৈলসেক করিয়া অগ্নি প্রদান করিল। হনুমান রোষাবিষ্ট হইয়া ঐ প্রদীপ্ত পুচ্ছ দ্বারা রাক্ষসগণকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাক্ষসেরাও সমবেত হইয়া উঁহাকে বন্ধন করিতে লাগিল। তৎকালে লঙ্কাপুরীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই ব্যাপার দর্শনে যারপরনাই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন হনুমান ভাবিলেন. যদিও আমি এইরূপে নিবদ্ধ হইয়াছি. তথাচ রাক্ষসগণ আমার বিক্রম কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। আমি শীঘ্রই এই বন্ধনরজ্জু ছিন্নভিন্ন করিয়া ইহাদিগকে বিনাশ করিব। এই দুরাত্মারা রাবণের আদেশে আমাকে বন্ধন

করিয়াছে বটে, কিন্তু আমি রামের শুভোদ্দেশে লঙ্কার যেরূপ অনিষ্ট সাধন করিলাম, ইহারা আমাকে তদনুরূপ কিছুমাত্র প্রতিফল দিতে পারিল না। বলিতে কি, আমি একাকী এই রাক্ষসগণকে সংহার করিতে পারি, কিন্তু রাম স্বয়ং আসিয়া ইহাদিগের বধ করিবেন, সুতরাং কিয়ৎক্ষণের জন্য আমায় এই বন্ধন সহ্য করিতে হইল। অতঃপর রাক্ষসেরা আমাকে লইয়া লঙ্কা প্রদক্ষিণ করুক। আমি রাত্রিকালে ইহার দুর্গম স্থান দেখি নাই, এই প্রসঙ্গে তাহাও দেখিয়া লইব। এক্ষণে রাক্ষসেরা আমাকে বন্ধন করুক, ইহারা আমার পুচ্ছ দগ্ধ করিয়া যন্ত্রণা দিতেছে সত্য, কিন্তু ইহাতে আমার মন কিছুমাত্র ক্লান্ত হয় নাই।

অনন্তর রাক্ষসেরা হনুমানকে গ্রহণপূর্বক হৃষ্টমনে চলিল এবং শঙ্খ ও ভেরী বাদনপূর্বক সর্বত্র বিদ্রোহীর দণ্ডবার্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। হনুমান পরম সুখে রাক্ষসপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক বিচিত্র বিমান, বৃতিবেষ্টিত ভূবিভাগ, সুবিভক্ত চত্বর, প্রাসাদমধ্যস্থ বথ্যা, উপরথ্যা, ও চতুষ্পথসকল দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎকালে রাক্ষসগণও রাজমার্গের সর্বত্র উঁহাকে গূঢ় চর বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে বিকৃতাকার রাক্ষসীরা দেবী জানকীর নিকট গিয়া কহিল, জানকি! তুমি যে রক্তমুখ বানরের সহিত কথাবার্তা কহিতেছিলে, রাক্ষসগণ তাহার পুচ্ছে অগ্নি প্রদান করিয়াছে এবং তাহাকে লইয়া রাজপথের ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে।

তখন জানকী এই অপ্রীতিকর সংবাদে অতিমাত্র কাতর হইলেন এবং সন্নিহিত জ্বলন্ত হুতাশনকে পবিত্র মনে উপাসনা করিয়া কহিলেন, দেব! যদি আমি পতিসেবা করিয়া থাকি, যদি আমি তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া থাকি এবং যদি আমার কিছুমাত্র পাতিব্রত্য ধর্ম সঞ্চয় থাকে, তবে তাহার প্রভাবে তুমি হনুমানের অঙ্গে শীতস্পর্শ হও।

অনন্তর জ্বালাকরাল হুতাশন দক্ষিণাবর্ত শিখায় জ্বলিতে লাগিলেন। পুচ্ছাগ্নিদীপক বায়ু তুষারশীতল ও স্বাস্থ্যকর হইয়া বহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন হনুমান মনে করিলেন, আমার পুচ্ছে অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহা দ্বারা কেন আমার দেহদাহ হইতেছে না। এই অগ্নির শিখা অতিমাত্র প্রদীপ্ত, কিন্তু ইহা দ্বারা কেন আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইতেছে না। পুচ্ছাগ্রে অগ্নিস্পর্শ শিশিরবৎ শীতল বোধ হইল, ইহার কারণ কি? অথবা ইহা যে রামের প্রভাব, তাহা সুস্পষ্টই বোধ হইতেছে। আমি যখন সমুদ্র লঙ্ঘন করি, তখন তাঁহার প্রভাবেই তন্মধ্যে গিরিবর মৈনাককে দর্শন করিয়াছিলাম। যদি রামের জন্য সমুদ্র ও মৈনাক তাদৃশ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে অগ্নি যে শীতস্পর্শে প্রদীপ্ত হইবেন তাহা নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয় নহে। যাহাই হউক, জানকীর বাৎসল্য, রামের তেজ এবং আমার পিতা পবনের সহিত সখ্যতা এই কয়েকটি কারণে এক্ষণে অগ্নি আমায় দগ্ধ করিতেছেন না।

হনুমান পুনর্বার মনে করিলেন, কি, নীচ রাক্ষসেরা মাদৃশ ব্যক্তিকেও বন্ধন করিল! এক্ষণে যদি আমার বীরত্ব থাকে তবে ইহার সমুচিত প্রতিফল দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। তিনি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধনরজ্জু ছিন্নভিন্ন করিলেন এবং মহাবেগে এক লম্ফ প্রদানপূর্বক ঘোর রবে সমস্ত প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। পরে ঐ মহাবীর শৈলশৃঙ্গবৎ অত্যুচ্চ পুরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে রাক্ষসগণের কিছুমাত্র জনতা নাই। তিনি তথায় উত্তীর্ণ হইয়া ক্ষণকালমধ্যে দেহসংকোচ করিলেন। তাঁহার বন্ধনরজ্জুর অবশেষ

স্বতই উন্মুক্ত হইয়া গেল। তিনি পুনর্বার দীর্ঘাকার হইলেন এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টিপ্রসারণপূর্বক তোরণসংলগ্ন এক প্রকাণ্ড অর্গল দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ লৌহময় অর্গল গ্রহণপূর্বক ঐ সমস্ত রাক্ষসদিগকে সংহার করিলেন। তাঁহার লাঙ্গুল প্রদীপ্ত, তিনি ঐ জ্বলন্ত অগ্নিপ্রভাবে প্রচণ্ড সূর্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন এবং বারংবার লঙ্কাপুরী দর্শন করিতে লাগিলেন।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ ॥ তখন হনুমানের উৎসাহ বিলক্ষণ প্রদীপ্ত হইয়াছে, তিনি ভাবিলেন, এক্ষণে আমার কার্যের কি অবশেষ আছে, আমি আর কিরূপে রাক্ষসগণকে অধিকতর পরিতপ্ত করিব। প্রমদবন ভগ্ন করিয়াছি, রাক্ষস-বীরগণকে বিনাশ করিয়াছি, সৈন্যের কিয়দংশও নিঃশেষিত করিলাম, এক্ষণে দুর্গবিনাশ অবশিষ্ট : এই কার্যটি সমাধা করিলেই আমার যাবতীয় প্রয়াস সফল হয়। আমি সমুদ্র লঙ্ঘন প্রভৃতি যা কিছু করিলাম, আর অল্প প্রযত্নেই তাহা সুসিদ্ধ হয়। আমার পুচ্ছদেশে অগ্নি প্রদীপ্ত হইতেছে, এক্ষণে ঐ সমস্ত গৃহ দগ্ধ করিয়া ইহার সন্তর্পণ করিব।

তখন হনুমান লঙ্কার গৃহোপরি বিচরণ আরম্ভ করিলেন। তিনি নির্ভয়ে দৃষ্টি প্রসারণপূর্বক গৃহ হইতে গৃহে, উদ্যান ও প্রাসাদে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে বায়ুবেগে মহাবীর প্রহস্তের গৃহে লম্ফ প্রদানপূর্বক তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন। উহার অদূরে মহাবীর মহাপার্শ্বের গৃহ, হনুমান তদুপরি লম্ফ প্রদান করিলেন। গৃহ প্রলয়বহ্নির ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। পরে বজ্রদংষ্ট্র, শুক, সারণ, ইন্দ্রজিৎ, জম্বুমালী, রশ্মিকেতু, সূর্যশত্রু, হ্রস্বকর্ণ, দংষ্ট্র, রোমশ, যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, ধ্বজগ্রীব, বিদ্যুজ্জিহ্ব, ঘোর, হস্তিমুখ, করাল, বিশাল, শোণিতাক্ষ, কুম্ভকর্ণ, মকরাক্ষ, নরান্তক, কুম্ভ, নিকুম্ভ, যজ্ঞশত্রু, ও ব্রহ্মশত্রু, অনুক্রমে এই সমস্ত রাক্ষসের গৃহে অগ্নি প্রদান করিলেন। তিনি বিভীষণের গৃহ পরিত্যাগপূর্বক ক্রমশঃ সকলেরই গৃহ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত মহাবীর রাক্ষসের গৃহ বহুব্যয়ে নির্মিত, তৎসমুদয় বিপুল সম্পদের সহিত ভস্মীভূত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ হনুমান রাজপ্রাসাদের সন্নিহিত হইলেন। উহা রত্নখচিত, মঙ্গলদ্রব্যসজ্জিত ও মেরুমন্দরবৎ উচ্চ : হনুমান তদুপরি পুচ্ছাগ্রলগ্ন প্রদীপ্ত অগ্নি প্রদানপূর্বক প্রলয়জলদের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। হুতাশন প্রবল বায়ুবেগে প্রদীপ্ত হইয়া চতুর্দিকে সঞ্চারিত হইয়া উঠিল ; তদ্দৃষ্টে বোধ হইল যেন, যুগান্তকালের অগ্নি সমস্ত দগ্ধ করিতেছে। তখন মুক্তামণিজড়িত স্বর্ণজালশোভিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ ভগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল ; বোধ হইল যেন, পুণ্যক্ষয়ে সিদ্ধগণের আবাস গগনতল হইতে পরিভ্রষ্ট হইতেছে। চতুর্দিকে তুমুল আর্তনাদ, রাক্ষসেরা স্ব-স্ব গৃহরক্ষায় ভগ্নোৎসাহ হইয়া ধনসম্পদ পরিত্যাগ পূর্বক ধাবমান হইতে লাগিল। অনেকে কহিল, হা! বুঝি, অগ্নিই বানররূপে আগমন করিয়াছেন ; রমণীরা দুগ্ধপোষ্য শিশুগণকে কক্ষে লইয়া জলধারাকুল লোচনে জ্বলন্ত অগ্নিমধ্যে পতিত হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ শিখাজালবেষ্টিত, ব্যস্ততায় কাহারও কেশপাশ স্খলিত হইয়াছে। উহারা পতনকালে মেঘনির্মুক্ত বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। প্রতিগৃহে প্রচুর হীরক, প্রবাল, ইন্দ্রনীলমণি, মুক্তা ও স্বর্ণ, তৎসমুদয় অগ্নিসংযোগে দ্রবীভূত হইয়া পড়িতে লাগিল। যেমন অগ্নি তৃণকাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া তৃপ্ত হন না তৎকালে সেইরূপ

রাক্ষসবিনাশে হনুমানের কিছুমাত্র তৃপ্তি লাভ হইল না। রাক্ষসগণের দগ্ধ দেহে লঙ্কার ভূবিভাগ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মহাবীর হনুমান ত্রিপুরদাহে প্রবৃত্ত ভগবান রুদ্রের ন্যায় লঙ্কাদাহে কৃতকার্য হইলেন। অগ্নি লঙ্কার আধারভূত ত্রিকূট পর্বতের শিখরে উত্থিত হইয়া, শিখাজাল বিস্তারপূর্বক ভীমবলে জ্বলিতে লাগিল। উহার জ্বালাসকল গগনস্পর্শী ও ধূমশূন্য ; উহা কোটি সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া লঙ্কাপুরী বেষ্টন করিল এবং বজ্রবৎ কঠোর ঘোর চটচটা শব্দে যেন ব্রহ্মাণ্ডকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। উহার প্রভা বিলক্ষণ রুক্ষ এবং শিখা কিংশুক পুষ্পবৎ রক্তবর্ণ ; উহা হইতে ধূমজাল বিচ্ছিন্ন হইয়া নীল মেঘাকারে পরিণত হইল এবং আকুলভাবে গগনতলে প্রসারিত হইতে লাগিল। তৎকালে রাক্ষসেরা এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল এবং পরস্পর কহিতে লাগিল, এই বানর স্বয়ং বজ্রধর ইন্দ্র হইবে, অথবা যম, বরুণ, বায়ু, সূর্য, কুবের বা চন্দ্র হইবে। বোধ হয়, রুদ্রদেবের নেত্রাগ্নি প্রচ্ছন্নরূপে এই স্থানে আসিয়াছে। কিম্বা পিতামহ ব্রহ্মার ক্রোধ রাক্ষসকুল নির্মূল করিবার জন্য বানরমূর্তিতে উপস্থিত হইয়াছে। অথবা অচিন্ত্য অব্যক্ত অনন্ত একমাত্র বৈষ্ণব তেজ মায়াবলে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকিবে।

লঙ্কাপুরী ক্রমশঃ হস্ত্যশ্ব রথ বৃক্ষ ও পক্ষীর সহিত দগ্ধ হইয়া গেল ; চতুর্দিকে তুমুল রোদনধ্বনি উত্থিত হইল ; হা পিতঃ! হা পুত্র! হা স্বামিন্! হা জীবিতেশ্বর! সঞ্চিত পুণ্য বিনষ্ট হইল, কেবল এই বলিয়াই সকলে ভীতমনে চীৎকার করিতে লাগিল। লঙ্কা হনুমানের ক্রোধে শাপগ্রস্তবৎ নিরীক্ষিত হইল। রাক্ষসগণ ভীত ব্যস্তসমস্ত ও বিষণ্ণ, ইতস্ততঃ অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে ; লঙ্কা

ব্রহ্মার ক্রোধদগ্ধ পৃথিবীর ন্যায় নিতান্ত শোচনীয় হইল। মহাবীর হনুমান বৃক্ষ-সংকুল বন ভগ্ন করিয়া যুদ্ধে রাক্ষসগণকে সংহার করিলেন। পরে লংকাপুরীতে অগ্নিপ্রদানপূর্বক মনে মনে রামকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবগণ মহাবীর হনুমানের স্তুতিবাদ আরম্ভ করিলেন। মহর্ষি, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, ও উরগেরা এই ব্যাপারে যারপরনাই প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তখন হনুমান এক প্রাসাদশিখরে গিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ লাঙ্গুল প্রদীপ্ত হইতেছে; তিনি উহার প্রভাবে সূর্যের ন্যায় নিরীক্ষিত হইলেন এবং স্বকার্য সাধনপূর্বক লাঙ্গুলের অগ্নি সমুদ্রজলে নির্বাণ করিয়া ফেলিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর হনুমান অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন; তাঁহার মনে যৎপরোনাস্তি ভয় জন্মিল। তিনি মনে করিলেন, আমি লংকা দগ্ধ করিয়া কি কুকার্যই করিলাম। যেমন জলসেক দ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নিকে নির্বাণ করা যায়, তদ্রূপ যাঁহারা উদ্রিক্ত ক্রোধকে বুদ্ধিবলে নির্বাণ করিতে পারেন, তাঁহারাই ধন্য। ক্রোধীর পাপভয় নাই: সে গুরুলোককে সংহার করিতে পারে এবং কঠোর বাক্যে সাধুগণকেও ভর্ৎসনা করিতে পারে। ক্রোধ উপস্থিত হইলে বাচ্যাবাচ্য কিছুমাত্র বোধ থাকে না। রুষ্ট ব্যক্তির অকার্য কিছুই নাই। সর্প যেমন জীর্ণ ত্বক ত্যাগ করে, সেইরূপ যিনি ক্ষমা দ্বারা উদ্রিক্ত ক্রোধকে দূর করেন, তিনিই পুরুষ। এক্ষণে আমি জানকীর বিপদ না ভাবিয়া লংকা দগ্ধ করিলাম, আমি স্বামিঘাতক ও পাপাচার, আমাকে ধিক্! আমি নির্বোধ ও নির্লজ্জ; যদি সমস্ত লংকা দগ্ধ হইয়া থাকে তাহা হইলে আর্যা জানকী অবশ্যই দগ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং আমি অজানত প্রভুর কার্যক্ষতি করিলাম। যে জন্য এতদূর যত্ন ও চেষ্টা তাহাই ব্যর্থ হইল। হা! আমি লংকাদাহে ব্যাপৃত থাকিয়া জানকীরে রক্ষা করিতে পারিলাম না। লংকা দগ্ধ করা ত নিঃসন্দেহে সামান্য কার্য কিন্তু আমি যে উদ্দেশে আসিয়াছি, ক্রোধে অধীর হইয়া তাহারই মূলোচ্ছেদ করিলাম। হা! জানকী নিশ্চয়ই নাই। লংকা এককালে ভস্মসাৎ হইয়াছে, ইহাতে দগ্ধ হইতে অবশিষ্ট আছে এমন স্থানই দেখিতেছি না। হা! আমার বুদ্ধিদোষে প্রভুর কার্যক্ষতি হইল। এক্ষণে আমি অগ্নিপ্রবেশ করিব, না সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া নক্রকুম্ভীরগণকে দেহ অর্পণ করিব। আমি ত কার্যের সর্বস্ব নাশ করিলাম, সুতরাং আর কোন্ মুখে গিয়া সুগ্রীব এবং রাম লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিব। বানর যে নিতান্ত চপল, ত্রিলোকে ইহা বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ আছে, এক্ষণে আমি ক্রোধদোষে সেই জাতিস্বভাবই প্রদর্শন করিলাম। রাজসিক ভাবে ধিক, উহা চপলতাজনক ও কার্যনাশক, আমি সর্বাংশে সুপটু হইয়াও কেবল রজোগুণমূলক ক্রোধে জানকীরে রক্ষা করিতে পারিলাম না। হা! জানকীর অভাবে রাম ও লক্ষ্মণ কদাচ প্রাণে বাঁচিবেন না। ঐ দুই মহাবীর বিনষ্ট হইলে সুগ্রীব সবান্ধবে দেহপাত করিবেন। পরে ভ্রাতৃবৎসল ভরত এবং বীর শত্রুঘ্ন জ্যেষ্ঠের এই দুঃসংবাদে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন। এইরূপে ইক্ষ্বাকুকুল ক্ষয় হইলে প্রজারা শোক-সন্তাপে অতিমাত্র কষ্ট পাইবে। আমি অত্যন্ত দুর্ভাগ্য ও অধার্মিক। আমিই ক্রোধদোষে এই ভীষণ লোকক্ষয় করিলাম।

হনুমান এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে পূর্বদৃষ্ট শুভ লক্ষণ তাঁহার

মনোমধ্যে উদিত হইল। তখন তিনি পুনর্বার ভাবিলেন, সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী জানকী স্বতেজে রক্ষিত হইতেছেন, তিনি কখনই বিনষ্ট হইবেন না; অগ্নিকে দাহ করা অগ্নির পক্ষে অসম্ভব। জানকী ধর্মপরায়ণ রামের পত্নী, তিনি আপনার চরিত্রে রক্ষিত হইতেছেন, তাঁহাকে দগ্ধ করা অগ্নির পক্ষে অসম্ভব। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে সত্য, কিন্তু জানকীর পুণ্যবল এবং রামের প্রভাবে তিনি আমাকে দগ্ধ করেন নাই। কিন্তু যিনি ভরত প্রভৃতি রাজকুমারের আরাধ্য দেবতা, যিনি মহাত্মা রামের মনোমতা পত্নী, কেন তিনি বিনষ্ট হইবেন। অবিনশ্বর অগ্নি সমস্ত ভস্মীভূত করিতে পারেন কিন্তু যিনি আমার পুচ্ছ দগ্ধ করেন নাই, কেন তিনি সীতাকে বিনষ্ট করিবেন!

পরে হনুমান সমুদ্রমধ্যে মৈনাকদর্শন বিস্ময়ভাবে স্মরণপূর্বক মনে করিলেন, জানকী তপস্যা, সত্য বাক্য, ও পাতিব্রত্যে অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু অগ্নি কদাচই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবেন না।

হনুমান এইরূপে জানকীর ধর্মনিষ্ঠার বিষয় চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে চারণগণ কহিতে লাগিলেন, এই মহাবীর রাক্ষসগণের গৃহ তীব্র অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া কি ভীষণ কার্যই করিলেন! লঙ্কা হইতে রাক্ষসশ্রী পলায়ন করিয়াছেন, স্ত্রী বালক বৃদ্ধ সকলেই ব্যাকুল, চতুর্দিকে তুমুল কোলাহল, বোধ হয়, যেন লঙ্কাপুরী দুঃখশোকে রোদন করিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য! এই পুরী এক কালে ভস্মীভূত হইল তথাচ জানকী দগ্ধ হন নাই।

তখন হনুমান এই অমৃততুল্য বাক্য শ্রুতিমাত্র অতিমাত্র হৃষ্ট হইলেন, তিনি বিশ্বাস্য নিমিত্ত ও ঋষিবাক্যে জানকী জীবিত আছেন বুঝিয়া, পুনর্বার শিংশপা-মূলে যাইতে লাগিলেন।

ষট্পঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর হনুমান শিংশপামূলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জানকী তথায় উপবিষ্ট আছেন। তিনি তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কহিলেন, দেবি! আমি ভাগ্যক্রমেই তোমাকে নিরাপদ দেখিতে পাইলাম।

তখন জানকী হনুমানের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে প্রস্থানে উদ্যত দেখিয়া সস্নেহে কহিলেন, বৎস! যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে তুমি একদিনের জন্যও এই স্থানে থাক। তুমি কোন গুপ্ত প্রদেশে বিশ্রাম করিয়া না হয় পরদিন প্রস্থান করিও। তোমাকে দেখিলে এই মন্দ-ভাগিনীর দুঃসহ শোক কিয়ৎক্ষণের জন্যও দূর হইবে। তুমি পুনরায় আসিবার উদ্দেশে প্রস্থান করিতেছ সত্য, কিন্তু ইহার মধ্যে নিশ্চয় আমার প্রাণসংকট উপস্থিত হইবে। আমার মন অত্যন্ত বিরস, আমি দুঃখের পর দুঃখ সহিতেছি, এক্ষণে তোমার অদর্শনে আরও যন্ত্রণা পাইব। বীর! আমার একটি বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ হইতেছে; দেখ, মহাবল সুগ্রীবের বহুসংখ্য বানর ও ভল্লুক সহায় আছে বটে, কিন্তু তিনি কিরূপে সসৈন্যে রাম লক্ষ্মণের সহিত অপার সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিবেন। তুমি, বায়ু ও বিহগরাজ গরুড় ভিন্ন এই বিষয়ে আর কাহাকেই সমর্থ দেখিতেছি না। তুমি সকল কার্যেই সুপটু, এক্ষণে এই জটিল বিষয় কিরূপে সুসম্পন্ন হইবে। তোমার পৌরুষ সর্বাংশে প্রশংসনীয়, তুমি একাকী অক্লেশে এই কার্য সম্পন্ন করিতে পার, কিন্তু রাম যদি স্বয়ং আসিয়া

আমাকে উদ্ধার করেন তবেই তাঁহার বীরত্বের সমুচিত হইবে। বৎস! অধিক কি, এক্ষণে তুমি এই জন্যই তাঁহাকে উদ্যোগী করিও।

তখন হনুমান জানকীর এই সুসঙ্গত কথা শ্রবণপূর্বক কহিলেন, দেবি! মহাবীর সুগ্রীব বানর ও ভল্লুকগণের অধিপতি। তিনি তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি অসংখ্য বানরের সহিত শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন এবং সেই নরপ্রবীর রাম ও লক্ষ্মণও শরনিকরে এই লঙ্কাপুরী ছারখার করিবেন। দেবি! ব্যাকুল হইও না, রাম রাক্ষসকুল নির্মূল করিয়া অচিরাৎ তোমাকে উদ্ধার করিবেন। এক্ষণে তুমি আশ্বস্ত হও এবং সময় প্রতীক্ষা কর। রাবণ শীঘ্রই সবংশে ধ্বংস হইবে। রাম বানরসৈন্যের সহিত অনতিকালমধ্যে আসিবেন এবং যুদ্ধে জয়ী হইয়া তোমার শোক অপনীত করিবেন।

হনুমান জানকীরে এইরূপ আশ্বাস প্রদানপূর্বক প্রতিগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি রাক্ষসবধ, স্বনামকীর্তন, বলপ্রদর্শন, লঙ্কাদাহ, রাবণকে বঞ্চনা, জানকীরে প্রবোধদান ও অভিবাদনপূর্বক সুগ্রীবসন্দর্শনার্থে প্রস্থান করিলেন। লঙ্কার উপান্তে অরিষ্ট পর্বত, তিনি সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার অভিপ্রায়ে ঐ পর্বতে উত্থান করিলেন। উহার নিম্নে নীল বনশ্রেণী এবং ঊর্ধ্বে গাঢ় মেঘ, তদ্দ্বারা বোধ হয় যেন, উহা বস্ত্রে অবগুণ্ঠিত হইয়া আছে। উহার সর্বত্র সূর্যকিরণ, যেন উহা তদ্দ্বারা প্রবোধিত হইতেছে। উহার চতুর্দিকে ধাতুসকল উড্ডীন, স্বয়ং পর্বত যেন নেত্র উন্মীলন করিতেছে। উহার ইতস্ততঃ নির্ঝরের গম্ভীর শব্দ, উহা যেন অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ পর্বতের শিখরে অত্যুচ্চ দেবদারু, বৃক্ষ, তদ্দ্বারা বোধ হয় যেন উহা ঊর্ধ্ববাহু হইয়া দণ্ডায়মান আছে। স্থানে স্থানে শারদীয় সপ্তপর্ণের নিবিড় বন, তৎসমুদয় আন্দোলিত হওয়াতে যেন উহা কম্পিত হইতেছে। স্থানে স্থানে কীচকবংশ, তন্মধ্যে বায়ু প্রবেশ করাতে যেন উহা মধুর শব্দ করিতেছে। কোথাও ঘোর অজগর, তৎসমুদয় গর্জন করাতে যেন উহা রোষভরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে। গহ্বরসকল নীহারজালে আচ্ছন্ন, যেন উহা ধ্যানে নিমগ্ন আছে। নিম্নে মেঘখণ্ডতুল্য গণ্ডশৈল, যেন উহা গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং শিখরসকল মেঘে আবৃত, যেন উহা জৃম্ভাত্যাগ করিতেছে। ঐ অরিষ্ট পর্বত শাল তাল ও বংশ প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষে পরিপূর্ণ ; উহার ইতস্ততঃ কুসুমিত লতা, সর্বত্র মৃগেরা বিচরণ করিতেছে, চতুর্দিকে গৈরিক ধাতুদ্রব, নির্ঝরসকল মহাবেগে নিপতিত হইতেছে, সর্বত্র প্রস্তরস্তূপ, স্থানে স্থানে মহর্ষি যক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর ও উরগগণ বাস করিয়া আছেন। কোন প্রদেশ বৃক্ষলতায় নিতান্ত নিবিড়, সিংহেরা গুহামধ্যে শয়ান রহিয়াছে এবং ব্যাঘ্রগণ সঞ্চরণ করিতেছে। মহাবীর হনুমান সত্বর হইয়া মহাহর্ষে ঐ পর্বতে আরোহণপূর্বক ঘোর উরগপূর্ণ মহাসমুদ্র সন্দর্শন করিলেন। তখন পর্বতস্থ শিলাখণ্ডসকল তাঁহার পদভরে চূর্ণ হইয়া সশব্দে পড়িতে লাগিল। হনুমানও সমুদ্রের দক্ষিণ হইতে উত্তর পারে উত্তীর্ণ হইবার জন্য দেহবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

তখন ঐ গিরিবর অরিষ্ট হনুমানের পদভরে নিতান্ত নিপীড়িত হইল এবং জীবজন্তুগণের সহিত রসাতলে প্রবেশ করিতে লাগিল। ঐ পর্বতের শৃঙ্গসকল কম্পিত হইল, পুষ্পিত বৃক্ষসকল বজ্রাহতের ন্যায় ভাঙিগয়া পড়িল। কন্দরবাসী সিংহেরা নিতান্ত ব্যথিত হইল এবং ভীষণগর্জনে নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। বিদ্যাধরীগণ ভীত হইয়া স্খলিত বসনে গলিত ভূষণে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। দীর্ঘাকার দীপ্তজিহ্ব মহাবিষ অজগরের গ্রীবা ও মস্তক নিষ্পিষ্ট

হইয়া গেল এবং ইতস্ততঃ লুণ্ঠিত হইতে লাগিল এবং কিন্নর গন্ধর্ব যক্ষ ও বিদ্যাধরগণ পর্বত পরিত্যাগপূর্বক আকাশে উত্থিত হইল। ঐ পর্বত দশ যোজন বিস্তীর্ণ এবং ত্রিংশৎ যোজন উন্নত, উহা হনুমানের পদভরে তৎক্ষণাৎ ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। মহাবীর হনুমানও তরঙ্গাকুল ভীষণ মহাসমুদ্র লঙ্ঘন করিবার জন্য মহাবেগে গগনতলে উত্থিত হইলেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ ॥ নভোমণ্ডল যেন গভীরদর্শন সমুদ্র ; উহার মধ্যে গন্ধর্ব ও যক্ষগণ বিকসিত পদ্মের ন্যায়, চন্দ্র কুমুদের ন্যায়, সূর্য কারণ্ডবের ন্যায়, তিষ্য ও শ্রবণ হংসের ন্যায়, ঘনাবলী শৈবলের ন্যায়, পুনর্বসু মৎস্যের ন্যায়, ভৌম কুম্ভীরের ন্যায়, ঐরাবত মহাদ্বীপের ন্যায়, বাত্যা তরঙ্গের ন্যায় এবং জ্যোৎস্না স্নিগ্ধ জলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। হনুমান ঐ গগনরূপ সমুদ্র অকাতরে লঙ্ঘন করিয়া চলিলেন। গতিবেগে তিনি যেন গ্রহগণের সহিত মহাকাশকে গ্রাস করিতেছেন এবং চন্দ্রমণ্ডলকে খণ্ড খণ্ড করিতেছেন। তিনি স্ববেগে নীল পীতাদি বর্ণের মেঘজাল আকর্ষণপূর্বক যাইতেছেন এবং গতিপ্রসঙ্গে কখন মেঘের আবরণে কখন বা বাহিরে অবস্থান করিতেছেন ; তৎকালে তিনি একবার দৃশ্য আবার অদৃশ্য চন্দ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর মেঘগম্ভীর, তিনি হুঙ্কারে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া ক্রমশঃ সমুদ্রের মধ্যস্থলে উত্তীর্ণ হইলেন। পথিমধ্যে গিরিবব মৈনাক অবস্থিত ; তিনি উহাকে স্পর্শমাত্র করিয়া, শরাসনচ্যুত শরের ন্যায় মহাবেগে চলিলেন। সমুদ্রের তীরস্থ পর্বত দূর হইতে তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল। তিনি মহা উৎসাহে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ঐ শব্দে দশ দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। হনুমান বন্ধুসমাগমের উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া তীরের সন্নিহিত হইতে লাগিলেন। তিনি ঘন ঘন লাঙ্গুল কম্পিত করিয়া হুঙ্কার ছাড়িতেছেন। ঐ ভীষণ শব্দে সূর্যমণ্ডলের সহিত আকাশ যেন চূর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল।

ঐ সময় বানরগণ হনুমানকে দর্শন করিবার জন্য পূর্ব হইতেই দীনমনে সমুদ্রের উত্তর তীরে উপবিষ্ট ছিল। তাহারা দূর হইতে বায়ুক্ষুভিত মেঘের গভীর নির্ঘোষের ন্যায় উঁহার গতিবেগ এবং সিংহনাদ শুনিতে পাইল। এই শব্দ শুনিবামাত্র সকলেই উঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে জাম্ববান সমস্ত বানরকে আমন্ত্রণপূর্বক প্রীতমনে কহিলেন, দেখ, হনুমান নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইয়াছেন, নচেৎ এইরূপ উৎসাহের শব্দ কখনই শুনা যাইত না।

তখন বানরগণ মহাহর্ষে লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল। অনেকে হনুমানকে দর্শন করিবার জন্য বৃক্ষের এক শাখা হইতে অপর শাখায় এবং এক শৃঙ্গ হইতে অপর শৃঙ্গে পতিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ বৃক্ষের শিখরে আরোহণ ও শাখা ধারণপূর্বক হৃষ্টমনে উপবেশন করিল এবং অনেকেই নির্মল বস্ত্র কম্পিত করিতে লাগিল। এদিকে হনুমান গিরিগহ্বরগত বায়ুর ন্যায় মহাগর্জনপূর্বক আগমন করিতেছেন। বানরগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া রহিল। মহাবীর হনুমান মহাবেগে ছিন্নপক্ষ পর্বতের ন্যায় বৃক্ষসঙ্কুল গিরিশৃঙ্গে নিপতিত হইলেন। বানরেরা যারপরনাই প্রীত হইয়া তাঁহাকে গিয়া বেষ্টন করিল। সকলেরই মুখ হর্ষে প্রফুল্ল ; অনেকে ফলমূল লইয়া তাঁহাকে উপহার দিল ; কেহ কেহ হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিল, অনেকে কিলকিলা রব করিতে

প্রবৃত্ত হইল এবং কেহ কেহ বা তাঁহার বসিবার জন্য বৃক্ষের শাখাসকল ভাঙিগয়া আনিল।

অনন্তর হনুমান জাম্ববান প্রভৃতি গুরুজন ও কুমার অঙ্গদকে প্রণাম করিলেন। উঁহারাও ঐ মহাবীরকে সমাদরপূর্বক প্রসন্ন দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে হনুমান জানকীব সংবাদ সংক্ষেপে প্রদান করিয়া অঙ্গদের হস্ত ধারণপূর্বক মহেন্দ্রগিরির রমণীয় বনবিভাগে উপবিষ্ট হইলেন এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া সংক্ষেপে স্বীয় কার্যবৃত্তান্ত কহিলেন, বানরগণ! আমি অশোকবনে দেবী জানকীরে দেখিয়াছি ; ঘোরা রাক্ষসীরা তাঁহাকে নিরন্তর রক্ষা করিতেছেন। তিনি উপবাসে অত্যন্ত কৃশ ও পরিশ্রান্ত হইয়া আছেন। তাঁহার মস্তকে একটিমাত্র জটিলবেণীভার, তিনি রামের দর্শন পাইবার জন্য অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন।

তখন বানরগণ মহাবীর হনুমানের মুখে এই অমৃতোপম বাক্য শ্রবণপূর্বক যারপরনাই সন্তুষ্ট হইল। কেহ কেহ সিংহনাদ, কেহ কেহ গর্জন, কেহ কেহ প্রতিগর্জন এবং কেহ কেহ বা কিলকিলা রব করিতে লাগিল। কোন কোন বানর লাঙ্গুল উচ্ছ্রিত করিল, কেহ কেহ সুদীর্ঘ লাঙ্গুল কম্পিত করিতে লাগিল এবং অনেকে গিরিশৃঙ্গ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্বক হৃষ্টমনে হনুমানকে গিয়া স্পর্শ করিল।

অনন্তর অঙ্গদ কহিলেন, বীর! তুমি যখন এই বিস্তীর্ণ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্বার উপস্থিত হইলে, তখন বলবীর্যে তোমার তুল্য আর কাহাকেই দেখি না। বলিতে কি, একমাত্র তুমিই আমাদিগের প্রাণদাতা। এক্ষণে আমরা তোমারই কৃপায় কৃতকার্য হইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইব। আশ্চর্য তোমার প্রভুভক্তি! বিচিত্র তোমার শক্তি! অদ্ভুত তোমার ধৈর্য! ভাগ্যবলেই তুমি জানকীর উদ্দেশ পাইয়াছ এবং ভাগ্যবলেই রাম সীতাবিরহদুঃখ হইতে মুক্ত হইবেন।

পরে বানরগণ কুমার অঙ্গদ, হনুমান ও জাম্ববানকে বেষ্টনপূর্বক পুলকিত মনে প্রশস্ত শিলাতলে উপবিষ্ট হইল এবং জানকীর দর্শনবৃত্তান্ত আনুপূর্বিক শ্রবণ করিবার জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে হনুমানের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর জাম্ববান প্রীতমনে হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বীর! তুমি কিরূপে অশোকবনে দেবী জানকীরে দেখিলে? তিনি তথায় কিরূপে আছেন এবং নিষ্ঠুর রাবণই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেছে? তুমি কোন্ উপায়ে জানকীর উদ্দেশ পাইলে এবং তিনিই বা কি কহিলেন? তুমি এই সমস্ত কথা অবিকল কীর্তন কর। শুনিয়া আমরা ইতিকর্তব্য অবধারণ করিব। এক্ষণে রামের নিকট কোন্ কথার প্রসঙ্গ করিব এবং কোন্ কথাই বা গোপন করিয়া রাখিব, তুমি তাহাও বলিয়া দেও।

তখন হনুমান উদ্দেশে জানকীরে প্রণাম করিয়া হৃষ্টমনে কহিতে লাগিলেন, দেখ, আমি সমুদ্র লঙ্ঘনার্থ তোমাদের সমক্ষেই মহেন্দ্র পর্বত হইতে আকাশে উত্থিত হই। গতিপথে আমার বিলক্ষণ বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। আমি একস্থলে দেখিলাম, একটি মনোহর স্বর্ণপর্বত আমার পথরোধ করিয়া আছে। তৎকালে আমি উহাকে দেখিয়া ঘোর বিঘ্ন বোধ করিলাম। পরে ঐ শৈলের সন্নিহিত হইয়া ভাবিলাম, এক্ষণে ইহাকে মহাবেগে ভেদ করিয়া যাওয়াই কর্তব্য। আমি

এই স্থির করিয়া উহার শৃঙ্গে এক লাঙ্গুল প্রহার করিলাম। প্রহারবেগে উহার উজ্জ্বল শিখর তৎক্ষণাৎ চূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর ঐ পর্বত মনুষ্যরূপ ধারণপূর্বক পুত্রসম্বোধনে আমাকে পুলকিত করিয়া কহিল, দেখ, আমি বায়ুর সখা, তোমার পিতৃব্য ; আমি এই মহাসমুদ্রেই বাস করিয়া আছি, আমার নাম মৈনাক। পূর্বে পর্বতদিগের পক্ষ ছিল। উহারা চতুর্দিকে স্বেচ্ছানুরূপ পর্যটনপূর্বক উপদ্রব করিত। পরে সুররাজ ইন্দ্র এই কথা শ্রবণ করিয়া বজ্রাস্ত্রে উহাদিগের পক্ষ ছেদন করেন। বৎস! ঐ সময় তোমার পিতার প্রসাদে আমার পক্ষ ছিন্ন হয় নাই এবং তিনিই আমাকে এই অগাধ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া রক্ষা করেন। এক্ষণে রামের সাহায্য করা আমারও কর্তব্য হইতেছে। রাম মহাবীর ও ধর্মশীল।

অনন্তর আমি গিরিবর মৈনাককে স্বকার্য জ্ঞাপনপূর্বক তাঁহার সম্মতিক্রমে পুনর্বার চলিলাম। মৈনাক অন্তর্হিত আমিও মহাবেগ আশ্রয়পূর্বক গতিপথের অবশেষ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। পরে সমুদ্রমধ্য হইতে নাগজননী সুরসা আমার নিকট উপস্থিত হইল। সে কহিল, কপিরাজ! দেবগণ তোমাকে আমার ভক্ষ্যস্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং আমি তোমাকে ভক্ষণ করিব।

সুরসার এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র আমার মুখবর্ণ মলিন হইয়া গেল, আমি তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম, দেবি! রাজা দশরথের পুত্র রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্যা জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছেন। দুরাত্মা রাবণ তাঁহার ভার্যাকে অপহরণ করিয়াছে। এক্ষণে আমি সেই রামেরই অনুজ্ঞাক্রমে জানকীর নিকট দূতস্বরূপ চলিয়াছি। দেবি! তুমি রামের অধিকারে বাস করিয়া আছ, অতএব তাঁহার কার্যে সাহায্য করা তোমার উচিত হইতেছে। অথবা সত্যই অঙ্গীকার করিতেছি, আমি জানকী ও রামকে দর্শন করিয়া তোমার নিকট পুনর্বার আসিব। তখন সুরসা কহিল, দেখ, দেবদত্তবরপ্রভাবে কেহই আমাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না, সুতরাং আমি আজ তোমাকে ভক্ষণ করিব। সুরসা এই বলিয়া দশযোজন দীর্ঘ হইল। আমিও তৎক্ষণাৎ দশযোজন বর্ধিত হইলাম। সুরসা আমার দৈহিক বিস্তারের অনুরূপ মুখব্যাদান করিল। আমিও তৎক্ষণাৎ দেহ সঙ্কোচ করিলাম এবং অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হইয়া উহার মুখমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। তখন সুরসা পূর্বরূপ ধারণপূর্বক আমাকে কহিল, বীর! এক্ষণে তুমি স্বকার্য সিদ্ধির জন্য যথায় ইচ্ছা প্রস্থান কর। আমি যথেষ্টই প্রীত হইলাম। তুমি রামের সহিত জানকীরে মিলিত করিয়া দেও এবং স্বয়ং সুখে থাক।

তখন গগনচর জীবগণ আমাকে সাধুবাদ সহকারে প্রশংসা করিতে লাগিল। আমিও তৎক্ষণাৎ গরুড়বৎ মহাবেগে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। ইত্যবসরে আমার গতি সহসা প্রতিহত হইল ; কিন্তু তৎকালে ইহার কারণ কি, কোনদিকে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তখন আমি দুঃখিত মনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম, ভাবিলাম, এক্ষণে ত সুস্পষ্ট কোন ব্যক্তিকে দেখিতেছি না, কিন্তু কি কারণে আমার গমনের এইরূপ বিঘ্ন ঘটিল। ইত্যবসরে আমি সহসা অধোভাগে দৃষ্টিপাত করিলাম এবং এক জলচরী ভীমা রাক্ষসীকে দেখিতে পাইলাম। আমি নির্ভয় ও নিশ্চেষ্ট, সে ভীমরবে হাস্য করিয়া ক্রূর বাক্যে আমায় কহিতে লাগিল, দেখ, আমি ক্ষুধার্ত, তোমাকে ভক্ষণের ইচ্ছা করিয়াছি, এক্ষণে তুমি আর কোথায় যাও। আমি বহুকাল যাবৎ আহার করি নাই, এক্ষণে তুমি আমার দৈহিক তৃপ্তি বিধান কর।

তখন আমি ঐ ঘোরা রাক্ষসীর কথায় তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলাম এবং উহার মুখপ্রমাণ অপেক্ষা অধিকতর দেহবিস্তার করিলাম। রাক্ষসীও আমাকে ভক্ষণ করিবার জন্য ভীষণ মুখব্যাদান করিল। আমি যে কামরূপী, তৎকালে সে তাহা বুঝিতে পারিল না। আমি নিমেষমধ্যে দেহসংকোচ করিয়া উহার মুখে প্রবেশ করিলাম এবং উহার বক্ষ ভেদ করিয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলাম। পর্বতাকার রাক্ষসীও করপ্রসারণপূর্বক সমুদ্রজলে নিপতিত হইল। তদ্দৃষ্টে গগনচর জীব-জন্তুগণ সাধুবাদ সহকারে আমার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

অনন্তর আমি নানারূপ বিঘ্নে ক্রমশঃ কালবিলম্ব ঘটিতেছে দেখিয়া মহা-বেগে চলিলাম এবং অচিরে পর্বতশোভিত সমুদ্রের দক্ষিণ তীর দেখিতে পাইলাম। ঐস্থানে লঙ্কাপুরী, আমি তন্মধ্যে সূর্যাস্তের পর প্রচ্ছন্নভাবে প্রবেশ করিলাম। পথিমধ্যে প্রলয়জলদবৎ কৃষ্ণবর্ণা এক রমণী অট্টহাস্য হাসিতে হাসিতে আমার নিকট উপস্থিত হইল। উহার কেশজাল জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য, সে আসিয়া আমাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। আমিও বামমুষ্টি আঘাত করিয়া উহাকে পরাস্ত করিলাম। তখন ঐ রমণী নিতান্ত ভীত হইয়া আমাকে কহিল, বীর! আমি স্বয়ং লঙ্কাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এক্ষণে তুমি যখন আমাকে বলবীর্যে পরাস্ত করিলে তখন রাক্ষসগণের নিশ্চয়ই প্রাণসংকট উপস্থিত।

পরে আমি রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে সমস্ত রাত্রি বিচরণ করিলাম, কিন্তু কুত্রাপি জানকীরে দেখিতে পাইলাম না। তখন আমার মনে অত্যন্ত দুঃখোদ্রেক হইল। পরে একটি স্বর্ণপ্রাকার-বেষ্টিত বৃক্ষসঙ্কুল উপবন দেখিলাম এবং ঐ উচ্চ প্রাকার লঙ্ঘনপূর্বক অশোকবনে প্রবেশ করিলাম। উহার মধ্যে একটি প্রকাণ্ড শিংশপা বৃক্ষ আছে। আমি ঐ বৃক্ষে আরোহণপূর্বক স্বর্ণবর্ণ কদলী-বন দেখিলাম। উহার অদূরেই কমললোচনা জানকী ছিলেন। তিনি একবস্ত্রা, তাঁহার কেশপাশ ধূলিধূসরিত, তিনি একমাত্র বেণী ধারণ করিতেছেন, তাঁহার শয্যা ভূমিতল, তিনি অনাহার ও শোকে যারপরনাই কৃশ হইয়াছেন। তিনি ভর্তৃচিন্তায় বিমনা, শীতকালে পদ্মিনীর ন্যায় বিবর্ণা হইয়াছেন। তাঁহার চতুর্দিকে সমস্ত বিকৃতাকার ক্রূর রাক্ষসী, উহারা নিরন্তর তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেছে। তিনি শোণিতলোলুপ ব্যাঘ্রীগণে বেষ্টিত হরিণীর ন্যায় নিতান্ত শোচনীয়। রাবণের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা, তিনি প্রাণত্যাগেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। আমি ঐ শিংশপামূলে সহসা তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম। ইত্যবসরে তথায় কাঞ্চীরব ও নূপুরধ্বনি জনকোলাহলের সহিত আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। আমি এই শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র উদ্বিগ্ন হইয়া দেহসঙ্কোচ করিলাম এবং পক্ষীর ন্যায় পত্রাবরণে লুক্কায়িত রহিলাম।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ পত্নীগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইল। জানকী উহাকে দেখিয়া উরুদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া বাহুবেষ্টনে স্তনযুগল আবৃত করিলেন। তিনি নিতান্ত ভীত ও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, কম্পিত দেহে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহাকে অভয় দান করে তথায় এমন আর কেহই নাই। ইত্যবসরে রাবণ তাঁহার সন্নিহিত হইয়া কহিল, জানকি! আমি নতমস্তকে তোমায় প্রণিপাত করিতেছি, তুমি আমাকে সম্মান কর। যদি তুমি অহঙ্কার-ভরে আমায় সমাদর না কর, তবে দুই মাস পরে আমি নিশ্চয়ই তোমার রুধির পান করিব।

তখন জানকী দুরাত্মা রাবণের এই কথায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,

নীচ! আমি মহাবীর রামের ভার্যা এবং রাজা দশরথের পুত্রবধূ, আমার প্রতি অকথ্য কথা প্রয়োগ করিয়া তোর জিহ্বা কেন ছিন্নভিন্ন হইল না। রে পাপ! যখন রাম আশ্রমে ছিলেন না, সেই সময় তুই আমাকে অপহরণ করিয়া আনিস্, তোর বলবীর্যে ধিক! তুই কোন অংশে রামের তুল্য হইতে পারিস না, তুই তাঁহার ভৃত্য হইবারও যোগ্য নহিস্। রাম মহাবীর, দুর্জয় ও সত্যবাদী।

রাবণ জানকীর এই কঠোর বাক্য শ্রবণপূর্বক রোষভরে চিতাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং ক্রূর নেত্র বিঘূর্ণিত করিয়া দক্ষিণ মুষ্টি উত্তোলনপূর্বক জানকীরে প্রহার করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে উহার সহচারিণীরা হাহাকার করিয়া উঠিল। এই অবসরে উহার ভার্যা ধান্যমালিনী রমণীগণের মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঐ কামোন্মত্তকে নিবারণপূর্বক কহিল, বীর! এই জানকীরে লইয়া তোমার কি হইবে। তুমি আমার সহিত সুখসম্ভোগ কর। জানকী রূপগুণে আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। এই সমস্ত দেবকন্যা ও যক্ষকন্যা আছেন, তুমি ইঁহাদিগকে লইয়া সন্তুষ্ট থাক; জানকীরে লইয়া তোমার কি হইবে।

অনন্তর রমণীগণ রাবণকে উত্থাপনপূর্বক তথা হইতে গৃহে লইয়া গেল। পরে বহুসংখ্য রাক্ষসী নিদারুণ ক্রূর বাক্যে জানকীরে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। জানকী উহাদিগের বাক্য তৃণবৎ বোধ করিলেন। উহাদিগের গর্জনও সম্যক্ নিষ্ফল হইয়া গেল। তখন উহারা নিরুপায় হইয়া এই ব্যাপার রাবণের গোচর করিল। উহাদিগের আশা ভরসা আর কিছুই রহিল না, যত্নও এককালে বিলুপ্ত হইল, উহারা শ্রান্তিনিবন্ধন ঘোর নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে ত্রিজটা নাম্নী এক রাক্ষসী সহসা জাগরিত হইয়া কহিল, রাক্ষসীগণ! তোমরা সাধ্বী সীতাকে ভক্ষণ করিও না, পরস্পর পরস্পরের শোণিতে তৃপ্তিলাভ কর। আমি আজ এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়াছি। অচিরেই রাক্ষসকুলের সহিত রাবণ উৎসন্ন হইবে। অতঃপর সীতা আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন, আইস, আমরা গিয়া এইজন্য ইঁহার পদানত হই। সীতা অতিমাত্র দুঃখিতা, যদি তিনি আজ এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই সুখী হইবেন। তিনি প্রণিপাতে প্রসন্ন হইলে আমাদিগের বিপদ অবশ্যই নিবারণ করিতে পারিবেন।

তখন জানকী স্বপ্নদৃষ্ট ভর্তৃবিজয়ে হৃষ্ট হইয়া সলজ্জভাবে কহিলেন, ত্রিজটার এই স্বপ্নবৃত্তান্ত যদি অলীক না হয় তবে আমি অবশ্যই তোমাদিগকে রক্ষা করিব।

অনন্তর আমি জানকীর দারুণ অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া অতিমাত্র চিন্তিত হইলাম, আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিরূপে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিব আমি তাহার উপায় উদ্ভাবন করিলাম এবং ইক্ষ্বাকু রাজবংশের যশোগান করিতে লাগিলাম। তখন জানকী আমার বাক্য কর্ণগোচর হইবামাত্র বাষ্পাকুল নেত্রে জিজ্ঞাসিলেন, বানর! তুমি কে? কি জন্য এই স্থানে আসিয়াছ? এবং রামের সহিতই বা তোমার কিরূপ সদ্ভাব জন্মিয়াছে? তখন আমি কহিলাম, দেবি! কপিরাজ সুগ্রীব রামের সুহৃৎ ও সহায়, আমি তাঁহারই ভৃত্য, নাম হনুমান, রাম তোমার উদ্দেশ লইবার জন্য আমায় পাঠাইয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং অভিজ্ঞানস্বরূপ এই অঙ্গুরীয়টি দিয়াছেন। দেবি! বল, আমি এক্ষণে তোমার কোন্ কার্য করিব। রাম ও লক্ষ্মণ সমুদ্রের উত্তর তীরে অবস্থান করিতেছেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয় ত আমি এখনই তোমাকে তথায় লইয়া যাইতে

পারি। তখন জানকী কহিলেন, দূত! মহাবীর রাম সবংশে রাবণকে বিনাশ করিয়া আমায় উদ্ধার করিবেন, ইহাই আমার ইচ্ছা।

অনন্তর আমি তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক তাঁহার নিকট রামের কোন প্রীতিকর অভিজ্ঞান প্রার্থনা করিলাম। তখন জানকী কহিলেন, দূত! তুমি রামের জন্য এই চূড়ামণি লইয়া যাও, রাম ইহা দর্শন করিলে তোমায় বিলক্ষণ সমাদর করিবেন। এই বলিয়া তিনি আমার হস্তে এক মণি সমর্পণপূর্বক কাতরমনে বাচনিক অনেক কথাই কহিলেন। পরে আমি প্রত্যাগমনের জন্য তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলাম। বিদায়কালে তিনি বিশেষ চিন্তা করিয়া আমাকে পুনর্বার কহিলেন, দূত! তুমি গিয়া রামকে আমার বৃত্তান্ত জানাইও এবং রাম ও লক্ষ্মণ আমার কথা শুনিয়া যেরূপে সুগ্রীবের সহিত শীঘ্র আইসেন তুমি তাহাই করিও। আর দুই মাসকাল আমার জীবনের সীমা, যদি ইহার মধ্যে রাম না আইসেন তবে আমি নিশ্চয়ই অনাথার ন্যায় প্রাণত্যাগ করিব।

বানরগণ! আমি জানকীর এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইলাম এবং লঙ্কাপুরী উৎসন্ন করাই স্থির করিলাম। তৎকালে আমার দেহ পর্বতপ্রমাণ বর্ধিত হইয়া উঠিল। তখন আমি যুদ্ধার্থী হইয়া রাবণের অশোকবন ভগ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মৃগপক্ষিগণ সভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে বিকৃতাকার রাক্ষসীরা জাগরিত হইয়া আমাকে দেখিতে পাইল এবং চতুর্দিক হইতে মিলিত হইয়া শীঘ্র এই ব্যাপার রাবণের গোচর করিল ; কহিল, রাক্ষসরাজ! এক দুর্বৃত্ত বানর তোমার বলবীর্য বিচার না করিয়া দুর্গম অশোকবন ছারখার করিয়াছে। ঐ অপকারী শত্রু অতি নির্বোধ, সে যেন আর ফিরিয়া না যায়।

রাবণ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র কিঙ্কর নামক রাক্ষসগণকে যুদ্ধার্থ নিয়োগ করিল। অশীতিসহস্র কিঙ্কর শূলমুদ্গর হস্তে অশোকবনে উপস্থিত হইল। আমি এক অর্গল গ্রহণপূর্বক উহাদিগকে বিনাশ করিলাম। পরে হতাবশিষ্ট কয়েকটি রাক্ষস দ্রুতপদে গিয়া রাবণকে এই ব্যাপার নিবেদন করিল। ইত্যবসরে আমি চৈত্যপ্রাসাদ চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং এক স্তম্ভ উৎপাটনপূর্বক তত্রত্য রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া রোষভরে ঐ রমণীয় প্রাসাদ চূর্ণ করিলাম।

অনন্তর রাবণ প্রহস্তের পুত্র মহাবীর জম্বুমালিকে যুদ্ধার্থ নিয়োগ করিল। জম্বুমালি বহুসংখ্য ভীষণ রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া উপস্থিত হইল। আমি অর্গল দ্বারা ঐ বীরকে সবলে বিনষ্ট করিলাম। পরে রাবণ পদাতিসৈন্যের সহিত মন্ত্রিপুত্রগণকে প্রেরণ করিল। আমিও ঐ অর্গলদ্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করিলাম। পরে রাবণ সসৈন্যে চারিজন সেনাপতিকে প্রেরণ করিল। আমিও অচিরাৎ সকলকে নির্মূল করিলাম। পরে রাবণ বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত কুমার অক্ষকে প্রেরণ করিল। অক্ষ মন্দোদরীর পুত্র, অত্যন্ত রণদক্ষ, সে যখন বিক্রম প্রদর্শনার্থ নভোমণ্ডলে উত্থিত হয়, তৎকালে আমি তাহার পদদ্বয় গ্রহণ করি এবং তাহাকে বারংবার বিঘূর্ণিত করিয়া নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলি। পরে রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রজিৎ নামে আর একটি পুত্রকে প্রেরণ করে। ঐ বীর অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয়, আমি উহাকে সৈন্যগণের সহিত হীনবল করিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলাম। রাবণ বড় বিশ্বাসে ইন্দ্রজিৎকে নিয়োগ করে, কিন্তু সে সৈন্যগণকে ছিন্নভিন্ন দেখিয়া আমার বলবীর্য অসহ্য বোধ করিল এবং মহাবেগে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা আমাকে বন্ধন করিয়া ফেলিল। অনন্তর রাক্ষসেরা রজ্জুদ্বারা

আমাকে সংযত করিয়া রাবণের নিকট লইয়া যায়। তথায় ঐ দুরাত্মার সহিত আমার বাক্যালাপ হয়। আমি কি জন্য লঙ্কায় আগমন করিয়াছি এবং কেনই বা রাক্ষসগণকে বধ করিলাম সে এই কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল। তখন আমি কহিলাম, কেবল জানকীর জন্যই আমার এইরূপ অনুষ্ঠান; আমি তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া লঙ্কায় আসিয়াছি, আমার নাম হনুমান, আমি বায়ুর ঔরসপুত্র এবং কপিরাজ সুগ্রীবের মন্ত্রী; আমি রামের দৌত্য স্বীকার করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। কপিরাজ সুগ্রীব তোমারে কুশল জিজ্ঞাসিয়াছেন এবং তিনিই তোমার নিকট এই ধর্মার্থ-সঙ্গত বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছেন। ঐ মহাবীর যখন বৃক্ষবহুল ঋষ্যমূকে ছিলেন তখন রামের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। রাম তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ কহেন, "কপিরাজ! এক নিশাচর আমার ভার্যা জানকীরে অপহরণ করিয়াছে, এক্ষণে জানকীর উদ্ধার আবশ্যক, তুমি এই বিষয়ে প্রতিজ্ঞা কর।" পরে মহাবীর রাম অগ্নি সাক্ষী করিয়া সুগ্রীবের সহিত সখ্যতাবন্ধন করেন। পূর্বে বালী বলপূর্বক কপিরাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, রাম তাঁহাকে একমাত্র শরে সমরশায়ী করিয়া সুগ্রীবকে ঐ রাজ্য প্রদান করেন। রাক্ষসরাজ! এক্ষণে সর্বপ্রকারে সেই রামের সাহায্য করা আমাদিগের কর্তব্য। তিনি তোমার নিকট দূতস্বরূপ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি শীঘ্র জানকীরে আনয়ন এবং রামের জন্য তাঁহাকে অর্পণ কর, নচেৎ বানরগণ অচিরাৎ তোমার সৈন্য ছিন্নভিন্ন করিবে। যাহারা দেবগণের নিকটও নিমন্ত্রিত হইয়া যায়, সেই সকল বানরের প্রভাব জগতে আজিও কেহ জানিতে পারে নাই।

বানরগণ! অনন্তর ঐ দুরাত্মা রাবণ ক্রোধপ্রদীপ্ত নেত্রে আমাকে নিরীক্ষণ করিল এবং আমার প্রভাব সবিশেষ না জানিয়াই আমার প্রাণদণ্ডের অনুমতি দিল। মহামতি বিভীষণ রাবণের ভ্রাতা, তিনি আমার জন্য উহাকে নানারূপ অনুনয়পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি ইহার প্রাণবধের সংকল্প করিবেন না। আপনি যে পথ আশ্রয় করিয়াছেন ইহা রাজনীতির বহির্ভূত। দূতবধ কোন রাজশাস্ত্রেই দৃষ্ট হয় না। প্রভুর বাক্য যথাবৎ বহন করা দূতের কার্য, যদি তাহার কোনরূপ অপরাধ থাকে তাহা হইলে তাহার অঙ্গের বৈরূপ্য সম্পাদন করাই আবশ্যক, বধদণ্ড শাস্ত্রসঙ্গত নহে।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ নিশাচরগণকে আমার পুচ্ছ দগ্ধ করিবার অনুজ্ঞা দিল। নিশাচরেরা তাহার আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইবামাত্র শণ ও কার্পাসবস্ত্র দ্বারা আমার পুচ্ছ বেষ্টন করিল এবং তাহাতে অগ্নিপ্রদানপূর্বক কাষ্ঠবৎ মুষ্টি দ্বারা আমাকে প্রহার করিতে লাগিল। তৎকালে আমি যদিও পাশবদ্ধ ছিলাম, কিন্তু দিবালোকে নগরী দর্শন করিবার জন্য কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব করিলাম না। আমার পুচ্ছে অগ্নি প্রবলবেগে প্রদীপ্ত হইতেছে, করচরণ পাশবদ্ধ, নিশাচরগণ রাজপথে আমার অপরাধ ঘোষণা করিতে লাগিল।

এইরূপে আমি ক্রমশঃ পুরদ্বারের সন্নিহিত হইলাম এবং তৎক্ষণাৎ দেহ-সঙ্কোচ করিয়া আপনারই বন্ধন মোচন করিলাম। পরে পূর্বরূপ ধারণ ও লৌহময় অর্গল গ্রহণপূর্বক ঐ সকল রাক্ষসকে বিনাশ করিলাম। আমার পুচ্ছে অগ্নি, স্বয়ং সংহারোদ্যত প্রলয়বহ্নির ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছি। ইত্যবসরে আমি মহাবেগে পুরদ্বার লঙ্ঘনপূর্বক প্রদীপ্ত লাঙ্গুল দ্বারা লঙ্কা দগ্ধ করিলাম। ভাবিলাম, আমি ত প্রাচীর ও অট্টালিকাদির সহিত সমস্ত পুরী ভস্মসাৎ

করিলাম, বোধ হয় এক্ষণে ইহার সঙ্গে জানকীও বিনষ্ট হইয়াছেন! হা! আমারই বুদ্ধিদোষে রামের এইরূপ কার্যক্ষতি হইল।

বানরগণ! আমি অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পুনঃ পুনঃ এই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে অন্তরীক্ষ হইতে চারণগণ এইরূপ কহিলেন, দেখ, লঙ্কা ছারখার হইয়াছে কিন্তু জানকী দগ্ধ হন নাই। আমি এই বিস্ময়কর বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র যারপরনাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলাম এবং তৎকালে অন্যান্য সুলক্ষণদৃষ্টে আমার মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাসও জন্মিল। মনে করিলাম, আমার পুচ্ছে অগ্নি প্রদীপ্ত হইতেছে, কিন্তু আমি ত দগ্ধ হইতেছি না। আমার অন্তরে হর্ষ সঞ্চার হইতেছে এবং বায়ুও সৌরভ-ভার বহন করিতেছে, আমি এই সমস্ত শুভ লক্ষণ, রাম ও জানকীর প্রভাব এবং ঋষিবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইলাম।

অনন্তর আমি জানকীর নিকট পুনর্বার গমন করিলাম এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক বিদায় লইয়া, সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার জন্য অরিষ্ট পর্বতে উত্থিত হইলাম। বানরগণ! আমি তোমাদিগকে বহুদিন দেখি নাই, তজ্জন্য আমার উৎকণ্ঠা হইল, আমি আকাশপথ আশ্রয়পূর্বক অবিলম্বেই আগমন । আমি রামের কৃপা ও তোমাদের তেজে কপিরাজ সুগ্রীবের কার্যসিদ্ধির জন্য এই সমস্তই অনুষ্ঠান করিয়াছি। এক্ষণে আমা দ্বারা যাহা হয় নাই তোমরা তাহাই সাধন কর।

একোনষষ্টিতম সর্গ ॥ হনুমান এইরূপে স্বীয় কার্যবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্তন করিয়া পুনর্বার কহিলেন, বানরগণ! জানকীর চরিত্রদৃষ্টে বোধ হইয়াছে, রামের উদ্যোগ ও সুগ্রীবের উৎসাহ সমস্তই সফল, ইহাতে আমারও মন যারপরনাই প্রীত হইয়াছে। জানকীর চরিত্র আর্যা অরুন্ধতীরই অনুরূপ। তিনি তপোবলে বিশ্বরক্ষা করিতে পারেন এবং ক্রোধভরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভস্মীভূত করিতেও পারেন। রাবণের বিলক্ষণ পুণ্যবল, সে স্পর্শ কেবল পুণ্যপ্রভাবেই বিনষ্ট হয় নাই! জানকী করস্পৃষ্টা হইলে রোষভরে যাহা করিবেন প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাও তাহা পারেন না। বীরগণ! তোমরা ধীমান ও মহাবীর এবং অস্ত্রনিপুণ ও জিগীষু, তোমাদের কথা স্বতন্ত্র, আমি একাকীই রাক্ষসগণের সহিত লঙ্কাপুরী ছারখার করিয়া দিব। যদিও ইন্দ্রজিতের ব্রাহ্ম, রৌদ্র, বায়ব্য ও বারুণ অস্ত্র অত্যন্ত প্রখর ও দুর্নিবার তথাচ আমি স্ববীর্যে সমস্তই বিফল করিব। দেখ, তোমাদের আদেশ ছিল না তজ্জন্যই আমি বিক্রম প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হইয়াছিলাম। মহাসমুদ্র তীরভূমি উল্লঙ্ঘন করিতে পারে, পর্বতবর মন্দর বিকম্পিত হইতে পারে, কিন্তু শত্রুসৈন্য বীর জাম্ববানকে কিছুতেই পরাস্ত করিতে পারে না। বালীতনয় কুমার অঙ্গদ একাকীই সর্বপ্রধান রাক্ষসগণকে অবলীলাক্রমে বধ করিবেন। বীর প্লবগ ও নীলের প্রবলবেগে রাক্ষসগণের কথা দূরে থাক, হিমাচলও চূর্ণ হইবে। সুরাসুর ও যক্ষ এবং গন্ধর্ব, উরগ ও পক্ষীর মধ্যে মৈন্দ ও দ্বিবিদের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কে আছে? একমাত্র আমি লঙ্কা ভস্মসাৎ ও অনেক বীরকে নিপাত করিয়াছি। "রামের জয়, লক্ষ্মণের জয় এবং রামরক্ষিত সুগ্রীবের জয়; আমি মহারাজ রামের ভৃত্য, নাম পবনপুত্র হনুমান" আমি এইরূপে লঙ্কার রাজপথে নাম ঘোষণা করিয়াছি। আমি সেই

দুর্বৃত্ত রাবণের অশোকবনে শিংশপা বৃক্ষমূলে দেবী জানকীরে দেখিলাম। তাঁহার চতুর্দিকে বিকটদর্শনা রাক্ষসী, তিনি শোকসন্তাপে বিলক্ষণ ক্লিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার মূর্তি মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রকলার ন্যায় মলিন, তিনি বলগর্বিত রাবণকে অবমাননা করিতেছেন, রামের প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ; শচী যেমন সুররাজ ইন্দ্রের প্রতি সেইরূপ তিনি রামের প্রতি প্রীতিমতী হইয়া আছেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ ধূলিধূসর, পরিধান একমাত্র বস্ত্র, তিনি দীনমনে ধরাসনে উপবেশন করিয়া আছেন। প্রাণত্যাগেই তাঁহার সঙ্কল্প, তিনি হিমাগমে কমলিনীর ন্যায় বিবর্ণা হইয়াছেন। বানরগণ! আমি অতিকষ্টে সেই জানকীর মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেই এবং তাঁহার সহিত বাক্যালাপ আরম্ভ করিয়া সমস্ত কথাই নিবেদন করি। তিনি সুগ্রীবের সহিত রামের মৈত্রীবন্ধনে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। তাঁহার স্বামিভক্তি উৎকৃষ্ট এবং আচারও প্রশংসনীয়। তিনি যে স্ব-প্রভাবে রাবণকে বিনাশ করিতেছেন না, ইহা রাবণের পরম সৌভাগ্য। বলিতে কি, এক্ষণে রাক্ষসবধে রাম কারণমাত্র হইবেন, বস্তুতঃ জানকীই ইঁহার মূল। হা! তিনি একেই ত ক্ষীণাঙ্গী, তাহাতে আবার ভর্তৃবিরহে প্রতিপদে পাঠশীল ছাত্রের বিদ্যার ন্যায় আরও ক্ষীণ হইয়াছেন। বানরগণ! এই আমি তোমাদের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্তন করিলাম। এক্ষণে যাহা ইতিকর্তব্য তোমরাই তাহা অবধারণ কর।

ষষ্টিতম সর্গ ॥ তখন অঙ্গদ কহিলেন, দেখ, এই দুই অশ্বিতনয় অত্যন্ত মহাবলপরাক্রান্ত, পূর্বে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা মহাত্মা অশ্বির সম্মান বর্ধিত করিবার জন্য ইঁহাদিগকে সকলের অবধ্য করিয়াছেন। তদবধি ইঁহারা বলগর্বিত হইয়া সর্বত্র পর্যটন করিয়া থাকেন। একদা এই দুই মহাবীর সুরসৈন্য পরাজয় করিয়া অমৃত পান করিয়াছিলেন। বানরগণ! তোমরা আর কেন নিরর্থক চেষ্টা পাইবে, ইঁহারাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হস্ত্যশ্ব সৈন্যের সহিত লঙ্কাপুরী উৎসন্ন করিবেন। অথবা ইঁহারা থাকুন, আমি একাকীই রাবণের বধ সাধন করিব। তোমরা অস্ত্রনিপুণ ও জিগীষু, আমি তোমাদের সাহায্য পাইলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইব। আমি শুনিলাম, হনুমান দেবী জানকীরে দেখিয়াছেন, কিন্তু জানি না, ইনি তাঁহাকে কিজন্য আনয়ন করেন নাই। তোমরা বীরপুরুষ, এক্ষণে রামের নিকট গিয়া এই অপ্রীতিকর কথা কিরূপে কহিবে? বীরত্ব প্রদর্শনে দেব-দানবগণের মধ্যেও তোমাদের সদৃশ কেহ নাই। এক্ষণে চল, আমরা রাবণবধ ও লঙ্কাজয় করিয়া, হৃষ্টমনে জানকীরে লইয়া আসি। মহাবীর হনুমান ত রাক্ষসগণকে প্রায় নিঃশেষ করিয়াছেন, সুতরাং জানকীর উদ্ধার ব্যতীত আমাদের আর কি করিবার আছে। যে-সকল বানর দিগ্‌দিগন্ত হইতে কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগকে কষ্ট দিবার প্রয়োজন কি? চল আমরাই অবশিষ্ট রাক্ষসের বধসাধনপূর্বক রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করি।

তখন মহাবীর জাম্ববান প্রীতমনে কহিলেন, কুমার! তুমি যেরূপ কহিতেছ ইহা সুসঙ্গত বোধ হইল না। দেখ, কপিরাজ সুগ্রীব ও মহাত্মা রাম জানকীর উদ্দেশ লইবার জন্যই আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন, তাঁহাকে উদ্ধার করা আবশ্যক এরূপ ত কিছু বলিয়া দেন নাই। এক্ষণে যদিও আমরা কষ্টেসৃষ্টে রাক্ষসগণকে পরাজয় করিতে পারি, কিন্তু হয়ত ইহা তাঁহাদিগের তাদৃশ প্রীতি-

কর হইবে না। রাজাধিরাজ রাম স্বয়ংই সর্বসমক্ষে স্বীয় বীরবংশের উল্লেখ করিয়া জানকীর উদ্ধার অঙ্গীকার করিয়াছেন, সুতরাং তদ্বিষয়ের ব্যাঘাত করা তোমার শ্রেয় হইতেছে না। তুমি যেরূপ ইচ্ছা করিতেছ তদ্দ্বারা সমস্ত কার্যই বিফল হইবে এবং রামেরও কোনরূপ প্রীতিলাভ হইবে না। এক্ষণে চল, যথায় রাম ও লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছেন, আমরা সেই স্থানে গমন করি এবং তাঁহাদিগের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্তই কহি।

একষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর বানরগণ মহাবীর জাম্ববানের এই বাক্যে সম্মত হইল এবং প্রীতমনে মহেন্দ্র পর্বত হইতে অবতরণপূর্বক কিষ্কিন্ধার দিকে যাত্রা করিল। উহারা মহাবল ও মহাকায়, তৎকালে মত্ত মাতঙ্গবৎ সকলে গগনতল আবৃত করিয়া যাইতে লাগিল। মহাবীর হনুমান সুধীর ও মহাবেগ, বানরগণ গমনপথে যেন তাঁহাকে চক্ষে চক্ষে বহন করিয়া চলিল। সকলেই রামের কার্যসাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছে এবং সকলেরই মনে তজ্জনিত যশঃস্পৃহা বলবতী হইতেছে। উহারা জানকীর সংবাদলাভে হৃষ্ট হইয়া রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধকামনা করিতে লাগিল।

অনন্তর ঐ সমস্ত বানর গগনপথ আশ্রয়পূর্বক কপিরাজ সুগ্রীবের সুরম্য মধুবনে উপস্থিত হইল। উহা বৃক্ষপূর্ণ এবং সুরকানন নন্দনতুল্য ; সুগ্রীবের মাতুল কপিপ্রধান দধিমুখ ঐ বন নিরন্তর রক্ষা করিতেছেন। উহা অত্যন্ত দুর্গম, বানরেরা তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক একান্ত উদ্দাম হইয়া উঠিল এবং রাজকুমার অঙ্গদের সন্নিধানে মধুপানের প্রার্থনা করিল। তখন অঙ্গদ জাম্ববান প্রভৃতি বৃদ্ধগণের অনুমতিক্রমে তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন। বানরেরাও ভ্রমরসংকুল বৃক্ষে উত্থিত হইল এবং হৃষ্টমনে মধুবনের সুগন্ধি ফলমূল সমস্ত ভক্ষণ করিতে লাগিল।

অনন্তর বানরেরা মধুপানে একান্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিল এবং কেহ পুলকিত মনে নৃত্য, কেহ গান, কেহ হাস্য, কেহ পাঠ এবং কেহ বা প্রণাম করিতে লাগিল। কেহ বিচরণ ও কেহ বা লম্ফপ্রদানে প্রবৃত্ত হইল। কেহ নিরবচ্ছিন্ন প্রলাপ ও কেহ বা অন্যের সহিত কলহ করিতে লাগিল। কেহ বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, কেহ বৃক্ষাগ্র হইতে ভূপৃষ্ঠে ও কেহ বা ভূপৃষ্ঠ হইতে বৃক্ষাগ্রে মহাবেগে গিয়া পড়িল। কোন বানর সঙ্গীত আলাপ করিতেছিল, আর একজন অট্টহাস্যে তাহার সন্নিহিত হইল। কোন বানর অজস্র রোদন করিতেছিল, আর একজন অশ্রুপাতপূর্বক তাহার নিকটস্থ হইল। কোন বানর নখাঘাত করিতেছিল, আর একজন তাহাকে প্রতিপ্রহার আরম্ভ করিল। এইরূপে ঐ বানরসৈন্য যারপরনাই উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

তখন বনরক্ষক দধিমুখ বানরগণকে বৃক্ষের ফলমূল ভক্ষণ ও পত্রপুষ্প ছিন্নভিন্ন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে নিবারণ করিলেন। কিন্তু বানরেরা উঁহার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া উঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। তখন দধিমুখ উহাদের উপদ্রব শান্তির জন্য অধিকতর উদ্যোগী হইলেন। তিনি কাহাকে নির্ভয় দেখিয়া তিরস্কার করিলেন, দুর্বলকে চপেটাঘাত করিলেন, কাহারও সহিত ঘোরতর বাক্‌বিতণ্ডা করিতে লাগিলেন এবং কাহাকেও বা শান্ত বাক্যে ক্ষান্ত করিবার চেষ্টা পাইলেন। বানরগণ একান্ত মদবিহ্বল হইয়াছে, তখন দধিমুখ উপায়ান্তর

না দেখিয়া বলপূর্বক উহাদিগের বেগশান্তির ইচ্ছা করিলেন। তৎকালে বানরগণের আর কিছুমাত্র রাজদণ্ডের ভয় নাই, উহারাও মহাবেগে দধিমুখকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কেহ তাঁহারে নখরে ক্ষতবিক্ষত করিল, কেহ তীক্ষ্ণ দন্তে দংশন করিল, কেহ চপেটাঘাত এবং কেহ বা পাদপ্রহার করিতে লাগিল। এইরূপে বানরেরা দধিমুখকে চারিদিক হইতে মৃতকল্প করিয়া ফেলিল।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ ॥ তখন মহাবীর হনুমান বানরগণকে উৎসাহ প্রদানপূর্বক কহিলেন, দেখ, আমি তোমাদিগের শত্রু নিবারণ করিতেছি, তোমরা স্থির হইয়া মধুপান কর। তখন কপিপ্রবীর অঙ্গদ হনুমানের এইরূপ বাক্যে প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, এই মহাবীর কৃতকার্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এক্ষণে ইনি যেরূপ কহিলেন তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে, যদি কোন অকার্যও হয় আমরা অবশ্যই তাহা করিব। বানরগণ! তোমরা স্থির হইয়া মধুপান কর।

অনন্তর বানরেরা হৃষ্টমনে কুমার অঙ্গদকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল এবং নদীপ্রবাহ যেমন বনমধ্যে প্রবেশ করে সেইরূপ মহাবেগে মধুবনে প্রবেশ করিল। হনুমানের কার্যসিদ্ধি এবং মধুপানের অনুজ্ঞালাভ এই দুই কারণে উহারা ভয়শূন্য হইল এবং বলপূর্বক রক্ষকগণকে বন্ধন করিয়া বৃক্ষের সুস্বাদু ফলগ্রহণ ও মধুপান আরম্ভ করিল। তদ্দৃষ্টে বহুসংখ্য বনরক্ষক উপস্থিত হইয়া উহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিল। বানরেরাও তাহাদিগকে নির্ভয়ে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেহ স্বহস্তে দ্রোণপরিমিত মধু লইল, কেহ হৃষ্টমনে পান করিতে লাগিল, কেহ পানাবশেষ দূরে নিক্ষেপ করিল, কেহ উচ্ছিষ্ট মধু দ্বারা অন্যকে প্রহার করিল। কেহ শাখাগ্রহণপূর্বক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইল এবং কেহ বা অবসাদহেতু পর্ণশয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিল। সকলেই অতিমাত্র উন্মত্ত, উহাদের বেগ বিলক্ষণ বর্ধিত হইয়াছে, কেহ মহাবেগে কাহাকে নিক্ষেপ করিল, কাহারও বা পদস্খলন হইতে লাগিল। কেহ প্রমোদভরে বিহঙ্গস্বরে কূজন আরম্ভ করিল, কেহ ধরাশায়ী হইল, কেহ অত্যন্ত প্রগল্‌ভ, কেহ অট্টহাস্যে হাসিতে লাগিল, কেহ রোদনে প্রবৃত্ত হইল, কেহ স্বকার্য গোপন করিয়া অন্যপ্রকার কহিল এবং কেহ বা সেই কথার বিপরীত অর্থ লইল।

ইত্যবসরে বনরক্ষক দধিমুখের ভৃত্যেরা ভীমরূপ বানরগণের প্রহারবেগে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরাও এক একটিকে গ্রহণপূর্বক ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন ভৃত্যগণ উদ্বিগ্ন মনে দধিমুখকে গিয়া বলিল, দেখ, বানরেরা হনুমানের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া, বলপূর্বক মধুবন নষ্ট করিয়াছে এবং আমাদিগের জানু ধারণপূর্বক ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করিতেছে।

তখন দধিমুখ ভৃত্যগণের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং উহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, দেখ, বানরগণ অত্যন্ত বলগর্বিত হইয়াছে, চল আমরা গিয়া বলপূর্বক তাহাদিগকে নিবারণ করি।

অনন্তর ভৃত্যেরা পুনর্বার মধুবনে চলিল। দধিমুখ উহাদিগের মধ্যস্থলে, তিনি এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক মহাবেগে ধাবমান হইলেন। ভৃত্যেরাও বৃক্ষশিলা উদ্যত করিয়া ক্রোধভরে চলিল এবং মুহুর্মুহু ওষ্ঠপুট দংশন ও গর্জন করিতে লাগিল।

তখন মহাবীর অঙ্গদ দধিমুখকে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে ভুজ-

পঞ্জরে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে স্বমতবিরুদ্ধ ব্যবহারে প্রবৃত্ত জানিয়া, মহাবেগে ভূতলে নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিলেন। দধিমুখের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চূর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি শোণিতাক্ত কলেবরে মুহূর্তকাল বিহ্বল হইয়া রহিলেন। পরে ঐ বীর বানরগণের হস্তে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভপূর্বক বিরলে আসিয়া ভৃত্য-দিগকে কহিলেন, দেখ, যথায় কপিরাজ সুগ্রীব, রাম ও লক্ষ্মণের সহিত অবস্থান করিতেছেন, চল, আমরা সেই স্থানেই যাই। আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, অঙ্গদের সমস্ত দোষের কথা উল্লেখ করি। তিনি অতি কোপনস্বভাব, আমার মুখে এই সমস্ত শুনিলে নিশ্চয়ই বানরগণকে বিনাশ করিবেন। এই মধুবন তাঁহার পৈতৃক, ইহা নিতান্ত দুষ্প্রবেশ, তিনি ইহার এইরূপ দুরবস্থার কথা জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই এই সমস্ত মধুলোলুপ অল্পায়ু বানরকে দণ্ডা-ঘাতে চূর্ণ করিবেন। ইহারা রাজাজ্ঞার বিরোধী, বলিতে কি, ইহাদিগকে বন্ধন করিলে আমার অসহিষ্ণুতাজনিত রোষ নিশ্চয়ই সফল হইবে।

মহাবল দধিমুখ ভৃত্যগণকে এইরূপ কহিয়া উহাদিগেরই সহিত কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট চলিলেন এবং অবিলম্বে আকাশপথ আশ্রয়পূর্বক তথায় উপস্থিত হইয়া, রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীবকে দর্শন করিলেন। তাঁহার মুখ বিষাদে ম্লান, তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে সুগ্রীবের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর সুগ্রীব দধিমুখকে পদতলে নিপতিত দেখিয়া উদ্বিগ্ন মনে কহিলেন, দধিমুখ! উঠ উঠ, কি জন্য এইরূপে পদতলে পড়িলে? আমি তোমায় অভয়দান করিতেছি, সত্য বল, তুমি কি কারণে ভীত হইয়াছ? মধুবনের কুশল ত?

তখন দধিমুখ সুগ্রীবের এইরূপ প্রীতিকর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া গাত্রোত্থান-পূর্বক কহিলেন, রাজন্! বালী ও তুমি তোমরা উভয়েই বানরগণের অধিপতি; তোমরা কখন বানরদিগকে মধুবন ইচ্ছানুরূপ উপভোগ করিতে দেও নাই, কিন্তু আজ অঙ্গদ প্রভৃতি বীরগণ ঐ বন এককালে ভগ্ন করিয়াছে। আমি এই সমস্ত রক্ষকের সহিত উপস্থিত হইয়া, উহাদিগকে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিলাম,

কিন্তু উহারা আমাকেও লক্ষ্য না করিয়া হৃষ্টমনে পানভোজন করিতেছে এবং নিবারণ করিলে আমাদিগকে ভ্রূকুটি প্রদর্শন করিয়া থাকে। উহারা কাহাকে ক্রোধভরে যথোচিত অবমাননা করিয়াছে, কাহাকে চপেটাঘাত, কাহাকে পদাঘাত এবং কাহাকেও বা মহাবেগে ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করিয়াছে। রাজন্! তুমি বানরগণের প্রভু, তুমি বিদ্যমানে ইহাদের এইরূপ দুর্দশা হইল!

তখন লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসিলেন, কপিরাজ! এই বনরক্ষক কি জন্য আসিয়াছেন? এবং কি জন্যই বা এইরূপ দুঃখিত হইয়াছেন?

তখন সুগ্রীব কহিতে লাগিলেন, আর্য! অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ মধুবনের মধুপান করিয়াছে, বীর দধিমুখ আসিয়া আমাকে এই কথাই জ্ঞাপন করিতেছেন। এক্ষণে বোধ হয়, আমি যে-সমস্ত বীরকে দক্ষিণদিকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাঁহারা কৃতকার্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন, নচেৎ এইরূপ ব্যতিক্রমে তাঁহাদের কদাচই সাহস হইত না। যখন তাঁহারা মধুবনে উপস্থিত তখন বোধ হইতেছে কার্যসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে নাই। এই সমস্ত বনরক্ষক তাঁহাদের উপদ্রবশান্তির চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইহাদিগকে প্রহার করিয়াছেন। বীর দধিমুখ মধুবনের প্রধান রক্ষক, আমরাই ইঁহাকে তথায় নিয়োগ করিয়াছি, কিন্তু ঐ বীরগণ ইঁহাকেও লক্ষ্য করে নাই। এক্ষণে অপর কেহ নয়, একমাত্র হনুমানই দেবী জানকীর দর্শন পাইয়াছেন। আমি সেই মহাবীর ব্যতীত এই বিষয়ে আর কাহাকেই সম্ভাবনা করি না। বুদ্ধি ও কার্যসিদ্ধি তাঁহারই আয়ত্ত; সাহস, বলবীর্য ও শাস্ত্রবোধ তাঁহারই আছে। দেখ, জাম্ববান, হনুমান ও অঙ্গদ যে কার্যের নেতা, তাহার কদাচই অন্যথা হইবে না। এক্ষণে সেই সমস্ত বীর নিয়োগ পালনপূর্বক মধুবনে প্রবেশ করিয়াছেন। এই বনরক্ষকেরা তাঁহাদের উপদ্রবশান্তির জন্য চেষ্টা পাইয়াছিল, ইহারা অপমানিত হইয়াছে, এই মধুর-বাদী দধিমুখ আমাকে এই কথা জ্ঞাপন করিবার জন্যই উপস্থিত হইয়াছেন। বীর! বানরেরা যখন পান-প্রমোদে উন্মত্ত, তখন নিশ্চয় জানকীর উদ্দেশলাভ হইয়াছে। দেখ, আমরা দেবগণের প্রীতিদানস্বরূপ ঐ বন প্রাপ্ত হইয়াছি, বানরেরা অকৃতকার্য হইলে কখন তন্মধ্যে উপদ্রব করিত না।

তখন রাম ও লক্ষ্মণ সুগ্রীবের এই শ্রুতিসুখকর বাক্য শ্রবণপূর্বক যারপর-নাই পরিতুষ্ট হইলেন। অনন্তর সুগ্রীবও হৃষ্টমনে বনরক্ষক দধিমুখকে কহিলেন, মাতুল! বানরগণ কার্যসিদ্ধি করিয়া যে মধুবনের ফলমূল ভক্ষণ করিতেছে আমি তোমার নিকট এই কথা শুনিয়া অতিমাত্র প্রীত হইলাম। এক্ষণে তাহাদিগের উপদ্রব সহ্য করিয়া থাকা আবশ্যক, তুমি গিয়া পূর্ববৎ মধুবনের রক্ষাকার্যে নিযুক্ত থাক এবং হনুমান প্রভৃতি বানরগণকে শীঘ্র এই স্থানে পাঠাইয়া দেও। কিরূপে জানকীর উদ্দেশলাভ হইল তাহা শুনিবার জন্য আমরা অত্যন্তই উৎসুক রহিলাম।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর বনরক্ষক দধিমুখ হৃষ্টমনে রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি সকলকে অভিবাদন করিয়া বানরগণের সহিত পুনর্বার আকাশপথ আশ্রয়পূর্বক মধুবনে অবতীর্ণ হইলেন। দেখিলেন, বানরগণ মদবেগ হইতে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়াছে এবং মূত্রস্বার দিয়া অনবরত মদরস পরিত্যাগ করিতেছে। তখন দধিমুখ কৃতাঞ্জলিপুটে অঙ্গদের সন্নিহিত হইলেন এবং একান্ত পুলকিত হইয়া কহিতে

লাগিলেন, কুমার! এই সমস্ত বনরক্ষক অজানতই তোমাদিগকে মধুপানে নিষেধ করিয়াছিল, এক্ষণে সকলকে ক্ষমা কর। তুমি যুবরাজ এবং এই মধুবনের অধিপতি, তুমি দূরপথ পর্যটনে পরিশ্রান্ত হইয়াছ, এক্ষণে স্বচ্ছন্দে মধুপান কর। আমি অগ্রে মূর্খতানিবন্ধন ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছিলাম, এক্ষণে ক্ষমা কর। তুমি ও সুগ্রীব উভয়েই ভূতপূর্ব বালীর ন্যায় বানরগণের অধিপতি, এক্ষণে ক্ষমা কর। আমি সুগ্রীবের নিকট তোমাদের সমস্ত সংবাদ দিয়াছি; তিনি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং মধুবনের অত্যাচারের কথা কর্ণগোচর করিয়াও কিছুমাত্র রুষ্ট হন নাই। তিনি আমাকে কহিলেন, দধিমুখ! তুমি গিয়া শীঘ্র তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দেও।

তখন অঙ্গদ কহিলেন, বানরগণ! এই দধিমুখ আসিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সুগ্রীবের কথা নিবেদন করিতেছেন, ইহাতেই বোধ হয়, রাম আমাদিগের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন। এক্ষণে আমরা ত বিস্তর অকার্য করিলাম, সুতরাং এই স্থানে থাকা আর আমাদিগের উচিত হইতেছে না। চল, অতঃপর সকলে কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট গমন করি। আমি তোমাদের অধীন, তোমরা আমায় যেরূপ কহিবে, আমি অকুণ্ঠিত মনে তাহাই করিব। আমি যদিও যুবরাজ, তথাচ তোমাদিগকে আদেশ করিতে সাহসী নহি।

বানরগণ অঙ্গদের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্বক হৃষ্টমনে কহিল, কুমার! প্রভু হইয়া কে এরূপ কহিতে পারে? অন্যে ঐশ্বর্যগর্বে নিজের প্রভুত্ব দর্শাইয়া থাকেন। কিন্তু তোমার কথা স্বতন্ত্র; তুমি যেরূপ কহিতেছ ইহা তোমার বিনীত ভাবের সমুচিত হইল, বলিতে কি, এইরূপ সন্নতিই তোমার ভাবী ভাগ্যোন্নতি সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিতেছে। এক্ষণে চল, আমরা কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট গমন করি। সত্যই কহিতেছি, আমরা তোমার আজ্ঞা ব্যতীত কুত্রাপি এক পদও যাইতে সাহসী নহি।

অনন্তর বানরগণ গগনতল আবৃত করিয়া কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট চলিল। সর্বাগ্রে যুবরাজ অঙ্গদ ও হনুমান। উহারা যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত উপলবৎ মহাবেগে চলিল এবং বাতাহত ঘনঘটার ন্যায় ঘোর ও গভীর গর্জন করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে কপিরাজ সুগ্রীব রামকে প্রবোধবাক্যে কহিতে লাগিলেন, সখে! আশ্বস্ত হও, বানরগণ অবশ্যই জানকীর উদ্দেশলাভ করিয়াছে, নচেৎ এইরূপ কাল-বিলম্বে কেহই এস্থানে আসিত না। আমি অঙ্গদের হর্ষ দেখিয়া সুস্পষ্টই বুঝিতেছি, কার্যের ব্যাঘাত ঘটিলে ইনি কখন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। অন্যান্য বানরেরা কৃতকার্য না হইলেও স্বভাবদোষে চাপল্য প্রদর্শন করিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে অঙ্গদ নিশ্চয়ই ভগ্নমনে ও দীনবদনে আসিতেন। মধুবন আমাদিগের পৈতৃক, কার্যসিদ্ধি না হইলে অঙ্গদ কদাচ তথায় প্রবেশ করিতেন না। রাম! তুমি আশ্বস্ত হও, অপর কেহ নয়, একমাত্র হনুমানই জানকীর দর্শন পাইয়াছেন। আমি সেই মহাবীর ব্যতীত এই বিষয়ে আর কাহাকেই সম্ভাবনা করি না। বুদ্ধি ও কার্যসিদ্ধি তাঁহারই আয়ত্ত; বল, উৎসাহ ও শাস্ত্রবোধ তাঁহারই আছে। হনুমান, জাম্বমান ও অঙ্গদ যে কার্যের নেতা তাহার কদাচই অন্যথা হইবে না। সখে! এক্ষণে চিন্তা নাই, বনভঙ্গ ও মধুপানেই অনুমান করিতেছি, বানরগণ কৃতকার্য হইয়াছে।

সিদ্ধিলাভ-গর্বিত বানরগণের কিলকিলা রব ক্রমশঃ নিকটে শ্রুত হইতে লাগিল। তখন কপিরাজ সুগ্রীবও হৃষ্টমনে লাঙ্গুল প্রসারিত করিয়া দিলেন।

অনন্তর বানরগণ ক্রমান্বয়ে রামদর্শনার্থী হইয়া আগমন করিল এবং সুগ্রীব ও রামকে প্রণাম করিতে লাগিল। তখন মহাবীর হনুমান রামের সন্নিহিত হইয়া অভিবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, বীর! আমি দেবী জানকীরে দেখিয়াছি। তিনি কুশলে আছেন এবং স্বীয় পাতিব্রত্য রক্ষা করিতেছেন।

তখন রাম ও লক্ষ্মণ হনুমানের নিকট এই অমৃততুল্য সংবাদ পাইবামাত্র যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ কপিরাজ সুগ্রীবকে প্রীতমনে সবহুমানে নিরীক্ষণ করিলেন এবং রামও প্রীত হইয়া সাদরে হনুমানের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর সকলে কাননশোভিত প্রস্রবণ-শৈলে গমন করিলেন। তথায় বানরগণ রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে অভিবাদনপূর্বক জানকীর বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক কহিতে লাগিল। রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে জানকীর নিরোধ, রাক্ষসী-

গণকৃত ভর্ৎসনা, তদীয় স্বামিভক্তি এবং রাবণ-নির্দিষ্ট জীবিতকাল, ক্রমান্বয়ে এই সমস্ত কথা কহিতে লাগিল।

তখন রাম জানকীর সর্বাঙ্গীণ কুশল শ্রবণে প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বানরগণ! এক্ষণে দেবী কোথায় আছেন এবং আমার প্রতি তাঁহার কিরূপ অনুরাগ?

তখন বানরেরা জানকীর বৃত্তান্ত বর্ণনে হনুমানকে অনুরোধ করিল। হনুমান উদ্দেশে জানকীরে প্রণাম করিয়া রামের হস্তে অভিজ্ঞানস্বরূপ প্রদীপ্ত স্বর্ণমণি প্রদানপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, দেব! আমি সীতার অনুসন্ধানার্থ শত যোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করি। উহার দক্ষিণ তীরে দুরাত্মা রাবণের লঙ্কাপুরী। আমি তথায় দেবী জানকীরে দর্শন করিয়াছি। তিনি রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে নিরুদ্ধ, রাক্ষসীগণ নিরন্তর তাঁহার প্রতি তর্জন-গর্জন করিতেছে। তিনি তোমার অনুরাগেই প্রাণধারণ করিয়া আছেন। বিকটাকার রাক্ষসীরা তাঁহার রক্ষক। তিনি তোমার বিরহে অতিশয় কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠে একমাত্র বেণী লম্বিত। তিনি দীনমনে নিরন্তর ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। তাঁহার শয্যা ধরাতল, বর্ণ হিমাগমে কমলিনীর ন্যায় মলিন। তিনি রাবণের প্রতি বিদ্বেষ-বশতঃ প্রাণত্যাগের সংকল্প করিয়াছেন। দেব! আমি ইক্ষ্বাকু রাজকুলের খ্যাতি কীর্তন করিয়া তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করি এবং তাঁহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়া স্ববক্তব্য জ্ঞাপন করি। তিনি সুগ্রীবের সহিত সখ্যতার কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তোমার প্রতিই নিয়ত তাঁহার ভক্তি এবং তোমার উদ্দেশেই তাঁহার সমস্ত কার্য। রাম! আমি সেই তপঃপরায়ণা সীতাকে এইরূপই দেখিলাম। চিত্রকূটে তোমারই সমক্ষে একটি কাক তাঁহার উপর যেরূপ অত্যাচার করে তিনি অভিজ্ঞানস্বরূপ আনুপূর্বিক সেই কথা কহিয়াছেন এবং আমি লঙ্কাপুরীতে স্বচক্ষে যাহা কিছু দেখিলাম তিনি তৎসমুদয়ও কহিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমি যত্নপূর্বক এই চূড়ামণি আনয়ন করিলাম, তিনি কপিরাজ সুগ্রীবের সমক্ষে ইহা তোমাকে অর্পণ করিতে বলিয়াছেন। তুমি মনঃশিলা দ্বারা তাঁহার যে তিলক রচনা করিয়া দেও, তিনি পুনঃ পুনঃ ইহা স্মরণ করিতে বলিয়াছেন। আরও কহিলেন, আমি আর একমাসকাল জীবিত থাকিব, পরে রাক্ষসগণেব হস্তে প্রাণত্যাগ করিব। রাম! দেবী জানকী আমাকে এইরূপই কহিয়াছেন, এক্ষণে তুমি যেরূপে সমুদ্র পার হইতে পার তাহারই উপায় কর।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাম জানকীপ্রদত্ত ঐ মণিরত্ন হৃদয়ে স্থাপনপূর্বক মন্দ মন্দ রোদন করিতে লাগিলেন এবং বারংবার তাহা নিরীক্ষণপূর্বক অশ্রু-পূর্ণ লোচনে কপিরাজ সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! বৎসলা ধেনু বৎসদর্শনে যেমন স্নিগ্ধ হয় এই চূড়ামণি দেখিয়া আমার হৃদয়ও সেইরূপ স্নিগ্ধ হইতেছে। বিদেহরাজ জনক আমার বিবাহকালে এই উৎকৃষ্ট মণিরত্ন জানকীরে অর্পণ করিয়াছিলেন; ইহা সলিলোত্থিত ও সুরগণপূজিত। পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞ-কালে পরিতুষ্ট হইয়া ইহা ঐ রাজর্ষিকে প্রদান করেন। আজ এই মণিরত্ন দেখিয়া পিতা দশরথ ও রাজর্ষি জনককে আমার বারংবার স্মরণ হইতেছে। প্রেয়সী জানকী ইহা মস্তকে ধারণ করিতেন, আজ যেন বোধ হইতেছে আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাকেই পাইলাম। সৌম্য! তুমি পুনঃ পুনঃ বল, জানকী কি কহিলেন।

জলসেক দ্বারা মূর্ছিত ব্যক্তির যেমন চৈতন্য হইয়া থাকে তদ্রূপ তাঁহার কথায় আমার দেহে প্রাণসঞ্চার হইবে। লক্ষ্মণ! আমি জানকী ব্যতীত এই মণিটি দেখিলাম ইহা অপেক্ষা আর আমার কি কণ্টকর আছে। এক্ষণে যদি কণ্টেসৃষ্টে আর একমাস অতীত হয় তবেই তিনি বহুকাল বাঁচিবেন। বীর! আমি সেই কৃষ্ণলোচনা জানকীর বিরহে ক্ষণমাত্রও তিষ্ঠিতে পারি না। এক্ষণে যে স্থানে তাঁহাকে দেখিয়াছ আমাকেও সেই প্রদেশে লইয়া চল। আমি তাঁহার উদ্দেশ পাইয়া কিছুতেই কালবিলম্ব করিতে পারি না। জানকী অত্যন্ত ভীরুস্বভাব, জানি না, তিনি কিরূপে সেই ভীষণ রাক্ষসগণের মধ্যে কালহরণ করিতেছেন। অন্ধকারমুক্ত শারদীয় চন্দ্র যেমন মেঘের আবরণে মলিন হইয়া যায় সেইরূপ তাঁহার মুখমণ্ডল এক্ষণে প্রভাশূন্য হইয়াছে। হনুমন্! জানকী কি কহিলেন তুমি আমাকে যথার্থ বল ; রোগীর পক্ষে যেমন ঔষধ তাঁহার বাক্যও সেইরূপ আমার প্রাণধারণের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। বল সেই মধুরভাষিণী কি বলিলেন। বল, তিনি দুঃখের পর দুঃখ সহিয়া কিরূপে জীবিত আছেন।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ ॥ তখন হনুমান কহিতে লাগিলেন. রাম! চিত্রকূট পর্বতে বায়সসংক্রান্ত যে ঘটনা হয়, জানকী অভিজ্ঞানস্বরূপ সেই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। একদা তিনি ঐ পর্বতে তোমার সহিত সুখে নিদ্রিত ছিলেন এবং তুমি জাগরিত হইবার পূর্বেই স্বয়ং গাত্রোত্থান করেন। ইত্যবসরে এক কাক আসিয়া সহসা তাঁহার স্তনতট ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয়। তৎকালে তুমি জানকীর ক্রোড়ে প্রসুপ্ত ছিলে, সুতরাং ঐ কাক নির্ভয়ে আবার আসিয়া তাঁহার স্তনযুগল অতিমাত্র ক্ষতবিক্ষত করে। তোমায় সর্বাঙ্গ শোণিতসিক্ত, জানকী যন্ত্রণায় তোমাকে জাগরিত করিলেন। তখন তুমি স্বচক্ষে তাঁহার ঐরূপ দুরবস্থা দেখিয়া ভুজঙ্গবৎ গর্জনপূর্বক কহিলে, বল, নখাগ্র দ্বারা কে তোমার স্তনতট ক্ষতবিক্ষত করিল? ক্রোধপ্রদীপ্ত পঞ্চমুখ সর্পের সহিত কাহারই বা ক্রীড়া করিবার ইচ্ছা হইল?

তুমি এই বলিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি প্রসারণ করিলে এবং সহসা ঐ বায়সকে রক্তাক্ত নখে সীতার সম্মুখে দেখিতে পাইলে। সে ইন্দ্রের পুত্র. গতিবেগে বায়ুর তুল্য। সে ভূবিবরে বাস করিতেছিল। তুমি উহাকে দেখিবামাত্র ক্রোধে নেত্রযুগল আবর্তিত করিয়া, উহার বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইলে এবং দর্ভাস্তরণ হইতে একটি দর্ভ গ্রহণপূর্বক ব্রহ্মাস্ত্রমন্ত্রে যোজনা করিলে। দর্ভ মন্ত্রপূত হইবামাত্র প্রলয়বহ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল এবং তুমিও তৎক্ষণাৎ উহা কাকের প্রতি নিক্ষেপ করিলে। কাক আকাশে উড্ডীন হইল, দর্ভও উহার অনুসরণ করিতে লাগিল। কাক পরিত্রাণ পাইবার জন্য ত্রিলোক পর্যটন করিল, কিন্তু দেবতারাও তোমার ভয়ে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। পরিশেষে সে তোমার শরণাপন্ন হইল। তুমি উহাকে ভূতলে নিপতিত দেখিয়া একান্ত কৃপাবিষ্ট হইলে এবং দণ্ডার্হ হইলেও রক্ষা করিলে। কিন্তু তোমার ব্রহ্মাস্ত্র অমোঘ, তাহা কদাচ ব্যর্থ হইবার নয়, এই কারণে তুমি তদ্দ্বারা কেবল ঐ কাকের দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট করিলে। পরে কাক রাজা দশরথ ও তোমাকে নমস্কারপূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

বীর! জানকী আরও কহিলেন "জানি না তুমি কি জন্য রাক্ষসগণকে ক্ষমা করিতেছ। যুদ্ধে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে দেব দানব ও গন্ধর্বের মধ্যেও এমন কেহ নাই। এক্ষণে আমার প্রতি যদি তোমার কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে তবে
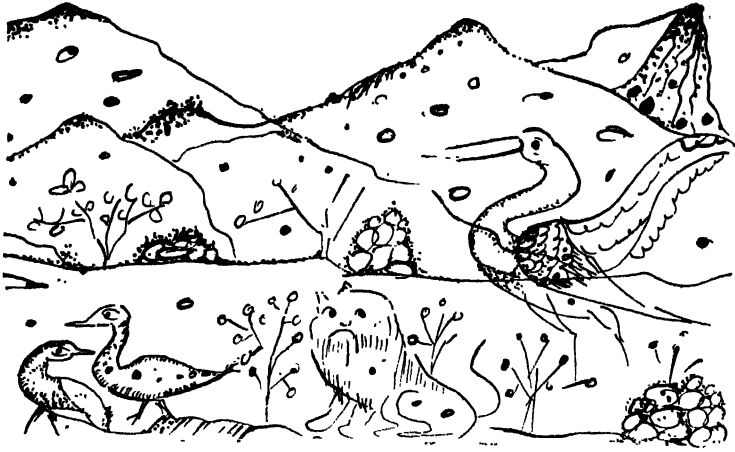
শীঘ্রই সুশাণিত শরে দুর্বৃত্ত রাবণকে সংহার কর। বীর লক্ষ্মণই বা কিজন্য ভ্রাতৃনিদেশে আমায় উদ্ধার করিতেছেন না। ঐ দুই তেজস্বী রাজকুমারের বল-বিক্রম সুরগণেরও দুর্নিবার, এক্ষণে তাঁহারা কি জন্য আমায় উপেক্ষা করিতেছেন। যখন তাঁহারা সাধ্যপক্ষেও উদাসীন হইয়া আছেন তখন বোধ হয় আমারই কোন দুরদৃষ্ট ঘটিয়া থাকিবে।"

রাম! আমি জানকীর এইরূপ দীনবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলাম, দেবি! আমি সত্যশপথে কহিতেছি, রাম তোমার বিরহ-দুঃখে সকল কার্যেই উদাসীন হইয়া আছেন এবং মহাবীর লক্ষ্মণও তাঁহার এইরূপ অবস্থান্তর দেখিয়া, অসুখে কালহরণ করিতেছেন। এক্ষণে আমি বহুক্লেশে তোমার অনুসন্ধান পাইলাম। অতঃপর তুমি আর হতাশ হইও না। বলিতে কি, তোমার এই দুঃখ শীঘ্রই দূর হইবে। রাম ও লক্ষ্মণ তোমায় দেখিবার জন্য উৎসাহিত হইয়া, অচিরাৎ লঙ্কা ভস্মসাৎ করিবেন। মহাবীর রাম দুরাচার রাবণকে সবংশে বিনাশ করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। দেবি! এক্ষণে তাঁহার বোধগম্য হয় এইরূপ কোন প্রীতিকর অভিজ্ঞান যদি থাকে তাহা তুমি আমাকে অর্পণ কর।

অনন্তর জানকী একবার চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং এই উৎকৃষ্ট চূড়ামণি বস্ত্রাঞ্চল হইতে উন্মোচনপূর্বক আমার হস্তে সমর্পণ করিলেন। আমি তোমার জন্য বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, এই মণি গ্রহণ ও তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক প্রত্যাগমনে ইচ্ছুক হইলাম। তদ্দৃষ্টে জানকী অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে বাষ্পগদগদ বচনে পুনর্বার আমাকে কহিলেন, দূত! তুমি যখন পদ্মপলাশলোচন রাম ও মহাবীর লক্ষ্মণকে দেখিতেছ তখন তোমার সুখ-সৌভাগ্যের আর সীমা নাই।

পরে আমি কহিলাম, দেবি! তুমি শীঘ্র আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, আমি অদ্যই তোমাকে রাম ও লক্ষ্মণের নিকট লইয়া যাইব।

তখন জানকী কহিলেন, দূত! আমি স্বেচ্ছাক্রমে তোমার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিব না, ইহা অত্যন্ত ধর্মবিরুদ্ধ। পূর্বে যে আমায় রাক্ষসের গাত্র স্পর্শ করিতে হইয়াছিল, তাহা কেবল কালপ্রভাবে, তদ্বিষয়ে আমি কি করিব? দূত! তুমি এক্ষণে সেই দুই রাজকুমারের নিকট শীঘ্র প্রস্থান কর। তুমি তাঁহাদিগকে

এবং অমাত্য সুগ্রীবকে কুশল জিজ্ঞাসা করিও। কহিও মহাবীর রাম এই দুঃখ ক্লেশ হইতে শীঘ্রই যেন আমাকে উদ্ধার করেন। দূত! অধিক আর কি, অতঃপর তুমি নির্বিঘ্নে যাও।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ ॥ দেব! জানকী তোমার প্রতি স্নেহ এবং আমার প্রতি সৌহার্দ্য নিবন্ধন ব্যস্তসমস্ত হইয়া পুনর্বার কহিতে লাগিলেন, দূত! মহাবীর রাম যুদ্ধে দুর্বৃত্ত রাক্ষসকে বধ করিয়া যেন শীঘ্র আমাকে উদ্ধার করেন। দেখ, তোমাকে দেখিলে এই মন্দভাগিনীর শোক ক্ষণকালের জন্যও উপশম হইতে পারে, এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে এই লঙ্কার কোন নিভৃত স্থানে অন্তত একদিনের জন্যও অবস্থান কর, পরে গতক্লম হইয়া কল্য প্রস্থান করিও। আমি একদৃষ্টে তোমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিব বটে কিন্তু তদবধি জীবিত থাকি কি না সন্দেহ হইতেছে। আমি একে দুঃখের উপর দুঃখ সহিয়া আছি, অতঃপর তোমার অদর্শন আমায় আরও বিহ্বল করিবে। বীর! জানি না, বানর ও ভল্লুকগণ, কপিরাজ সুগ্রীব ও ঐ দুই রাজকুমার কিরূপে এই দুষ্পার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া আসিবেন। তুমি, গরুড় ও বায়ু এই তিনজন ব্যতীত এই সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে এমন আর কাহাকেই দেখি না। তুমি স্বয়ং বুদ্ধিমান, এক্ষণে বল ইহার কিরূপ উপায় অবধারণ করিতেছ? মানিলাম, তুমি একাকীই সকল কার্য সাধন করিতে পার এবং তোমার এইরূপ বলবীর্য অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু যদি রাম সসৈন্যে আসিয়া সমরে শত্রু বিনাশ করেন, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে সমুচিত কার্য করা হইবে। তিনি যদি এই লঙ্কাপুরী বানরসৈন্যে আচ্ছন্ন করিয়া আমাকে লইয়া যান তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে সমুচিত কার্য করা হইবে। দূত! এক্ষণে
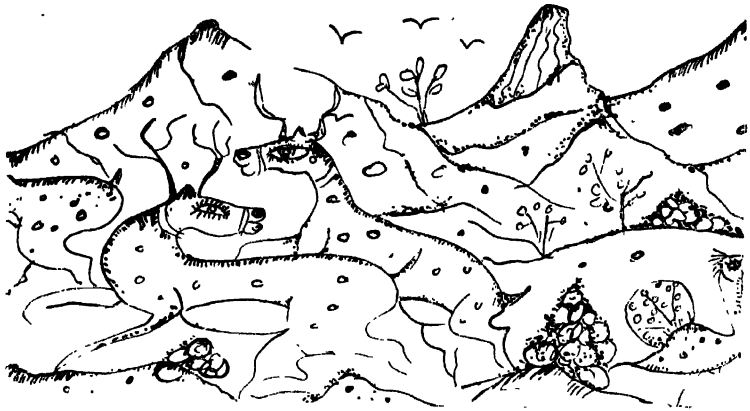
সেই মহাবীর যাহাতে অনুরূপ বিক্রম প্রকাশে উৎসাহী হন তুমি তাহাই করিও।

তখন আমি কহিলাম, দেবি! কপিরাজ সুগ্রীব মহাবীর, তিনি তোমার উদ্ধার সংকল্পে কৃতনিশ্চয় হইয়া আছেন। এক্ষণে তিনি স্বয়ং রাক্ষসগণকে সংহার করিবার জন্য অসংখ্য বানরসৈন্যের সহিত শীঘ্রই আগমন করিবেন। বানরগণ তাঁহারই আজ্ঞানুবর্তী ভৃত্য, উহারা মহাবল ও মহাবীর্য, উহাদিগের গতি কোনদিকে কদাচই প্রতিহত হয় না। উহারা মনোবেগবৎ শীঘ্র গমন করিয়া থাকে। দুষ্কর কার্যেও উহাদিগের কোনরূপ অবসাদ দৃষ্ট হয় না। উহারা বায়ুবেগে বারংবার এই সসাগরা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছে। দেবি! কপিরাজের নিকট আমা হইতে উৎকৃষ্ট এবং আমার সমকক্ষ এমন অনেক বানর আছে, কিন্তু আমা অপেক্ষা হীনবল আর কাহাকেই দেখি না। এক্ষণে সেই সমস্ত বীরের কথা দূরে থাক, আমি এইরূপ সামান্য দুর্বল হইয়াও এখানে উপস্থিত হইয়াছি। দেখ, উৎকৃষ্টেরা কখন কোন কার্যে নিযুক্ত হন না, যাহারা নিকৃষ্ট তাহারাই প্রেরিত হইয়া থাকে। অতঃপর তুমি আর দুঃখিত হইও না, শোক পরিত্যাগ কর। কপি-বীরেরা এক লম্ফে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় উত্তীর্ণ হইবে এবং রাম ও লক্ষ্মণ আমার পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক উদিত চন্দ্রসূর্যের ন্যায় তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। তুমি অচিরাৎ সেই সিংহসঙ্কাশ মহাবীরকে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত লঙ্কাদ্বারে দেখিতে পাইবে। তুমি অচিরাৎ সিংহব্যাঘ্রবিক্রান্ত করালনখ তীক্ষ্ণদশন বানরগণকে সমাগত দেখিতে পাইবে। তুমি অচিরাৎ লঙ্কার পর্বত-শিখরে ঐ সকল মেঘাকার বীরগণের সিংহনাদ শুনিতে পাইবে। দেবি! রাম তোমার সহিত বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, অযোধ্যারাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন ইহা তুমি শীঘ্রই দেখিবে।

রাম! জানকী তোমার শোকে অতিমাত্র আকুল হইলেও আমার এইরূপ আশ্বাসকর বাক্যে বীতশোক হইয়া শান্তিলাভ করিয়াছেন।

যুদ্ধকাণ্ড

প্রথম সর্গ ॥ মহাত্মা রাম হনুমানের নিকট জানকীর বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে কহিলেন, এই পৃথিবীতে অন্য ব্যক্তি মনেও যে কার্যসাধনে সাহস করিতে পারে না, হনুমান সেই দুষ্কর কার্য অক্লেশে সম্পন্ন করিয়াছেন। এক্ষণে বিহগরাজ গরুড়, বায়ু এবং এই মহাবীর ব্যতীত সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে এমন আর কাহাকেই দেখি না। লঙ্কাপুরী রাবণরক্ষিত এবং দেবদানবেরও দুর্গম, কোন্ বীর স্ববিক্রমে তন্মধ্যে গিয়া জীবনসত্ত্বে বহির্গত হইতে পারে? যে ব্যক্তি হনুমানের তুল্য বীর্যবান নয়, এই বিষয়ে কদাচই তাহার সাহস হইতে পারে না। ইনি এক্ষণে দুষ্করসাধনপূর্বক কপিরাজ সুগ্রীবের ভৃত্যোচিত কার্য করিয়াছেন। যিনি কষ্টসাধ্য ভর্তৃনিয়োগ পালন করিয়া, অনুরাগের সহিত অবান্তর কার্যেও হস্তক্ষেপ করেন, তিনি উত্তম পুরুষ। যিনি ভর্তৃনিয়োগ পালনপূর্বক সাধ্য পক্ষেও প্রীতিকর অবান্তর কোন কার্য করেন না, তিনি মধ্যম পুরুষ। আর যিনি ক্ষমতা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট কার্যের ব্যতিক্রম করিয়া থাকেন, তিনি অধম পুরুষ। এই মহাবীর ভর্তৃনিয়োগ পালন করিয়াছেন, বিজয়ী হইয়াছেন এবং সুগ্রীবকেও পরিতুষ্ট করিয়াছেন। আজ ইনি জানকীর সংবাদ আনয়নপূর্বক আমাকে, লক্ষ্মণকে, অধিক কি, রঘুবংশকেও ধর্মত রক্ষা করিলেন। কিন্তু আমি ইঁহার এই কার্যের অনুরূপ প্রীতিদান করিতে পারিলাম না, এইজন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি। এক্ষণে আলিঙ্গনই আমার যথাসর্বস্ব, অতঃপর আমি এই মহাত্মাকে প্রীতিভরে তাহাই দান করিব।

এই বলিয়া রাম রোমাঞ্চিত কলেবরে হনুমানকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া সুগ্রীবের সমক্ষে পুনর্বার কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে জানকীর ত অনুসন্ধান হইল, কিন্তু সমুদ্রের কথা স্মরণ হইলে মন উদাস হইয়া উঠে। অগাধ সমুদ্র দুর্লঙ্ঘ্য, জানি না, বানরগণ কিরূপে তাহা উত্তীর্ণ হইবে! হনুমন্! তুমি ত জানকীর উদ্দেশ আনিলে, এক্ষণে বল, সমুদ্র লঙ্ঘনের উপায় কি? মহাত্মা রাম এই বলিয়া শোকাকুল চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ ॥ তখন কপিরাজ সুগ্রীব রামকে নিতান্ত উদ্বিগ্ন দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, বীর! তুমি সামান্য লোকের ন্যায় কেন শোকাকুল হইতেছ? কৃতঘ্ন যেমন বন্ধুতা ত্যাগ করে সেইরূপ তুমি শোকসন্তাপ পরিত্যাগ কর। এক্ষণে দেবী জানকীর উদ্দেশ লাভ হইয়াছে, শত্রুপুরী লঙ্কারও অনুসন্ধান হইয়াছে, অতঃপর তোমার এইরূপ শোক করিবার আর কারণ কি? তুমি বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত, এক্ষণে এইরূপ বুদ্ধিদৌর্বল্য দূর কর। আমরা নিশ্চয়ই নক্রকুম্ভীরপূর্ণ মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া, লঙ্কাপ্রবেশ ও শত্রুসংহার করিব। বীর! যে ব্যক্তি শোকবলে নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ হয় তাহার কার্যক্ষতি হইয়া থাকে এবং তাহার পক্ষে বিপদও দুর্নিবার হইয়া উঠে। এই সমস্ত যূথপতি বানর মহাবল-

পরাক্রান্ত ; ইহারা তোমার প্রিয়সাধনের জন্য অগ্নিপ্রবেশও স্বীকার করিতে পারে। ইহাদিগের হর্ষ দৃষ্টে অনুমান হয় এবং আমারও দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমরা শত্রুনাশ করিয়া, দেবী জানকীরে নিশ্চয়ই উদ্ধার করিব। বীর! অতঃপর তুমি ইহার উপায় অবধারণ কর। যেরূপে সমুদ্রে সেতুবন্ধন হইতে পারে, যেরূপে লংকানগরীতে সুখসঞ্চারলাভ হইতে পারে, তুমি তাহারই উপায় অবধারণ কর। সমুদ্রবক্ষে সেতু প্রস্তুত না করিলে সুরাসুরও লংকা আক্রমণে সাহসী হন না। লংকার সম্মুখ পর্যন্ত সেতুবন্ধন আবশ্যক, বানরসৈন্য সমুদ্র লংঘন করিলে, আমরা নিশ্চয়ই জয়শ্রী অধিকার করিব। বলিতে কি, এই সমস্ত বীরের উৎসাহ দেখিয়া এই বিষয়ে আমার এইরূপ হৃৎপ্রত্যয় হইতেছে। এক্ষণে তুমি এই সর্ব-নাশক অবসাদ পরিত্যাগ কর, শোকের অবসাদই পুরুষের বলবীর্য বিফল করিয়া দেয়। তুমি পৌরুষ প্রকাশ কর, পুরুষকারই অলংকার। প্রিয় পদার্থ নষ্ট বা অনুদ্দিষ্টই হউক, বীরের পক্ষে শোকতাপ কার্যের ব্যাঘাতক হইয়া থাকে। তুমি সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, এক্ষণে মাদৃশ সমরসহায় সচিব-দিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া শত্রুজয়ের উদ্যোগ কর। তুমি যখন যুদ্ধার্থ শরাসন-হস্তে দণ্ডায়মান হও, তখন তোমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে, ত্রিলোকে এমন আর কাহাকেই দেখিতে পাই না। এই সমস্ত বানরের উপর যাবদীয় কার্যভার। ইহাদিগের প্রতি নির্ভর করিলে কিছুতেই হতাশ হইতে হয় না। এক্ষণে তুমি ক্রোধ আশ্রয় কর, শান্তশীল ক্ষত্রিয়ই উৎসাহশূন্য ও অকর্মণ্য হইয়া থাকে। আরও দেখ, যে ব্যক্তি উগ্রস্বভাব তাহাকে ভয় করে না এমন লোক অত্যন্ত বিরল। যাহাই হউক, অতঃপর তুমি আমাদিগের সহিত সমুদ্রলংঘনের উপায় কর। এই উপায় স্থিরীকৃত হইলে নিশ্চয় জয়লাভ হইবে। এই সমস্ত বানর মহাবল-পরাক্রান্ত, ইহারা বৃক্ষশিলা বৃষ্টি করিয়া, অনায়াসেই তোমার শত্রুসংহার করিবে। আমি নানারূপ সুলক্ষণ এবং আপনার মনের হর্ষে অনুমান করিতেছি যে জয়শ্রী অচিরাৎ তোমার হস্তগামিনী হইবেন।

তৃতীয় সর্গ ॥ অনন্তর রাম সুগ্রীবের এই যুক্তিসংগত বাক্যে অংগীকারপূর্বক হনুমানকে কহিলেন, বীর! তপোবল, সেতুবন্ধ বা শোষণ, যে-কোন উপায়েই হউক, আমি সমুদ্রলংঘন করিতে পারিব। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, লংকাপুরীর কতগুলি দুর্গ? সৈন্যসংখ্যা কিরূপ? দ্বারদেশ দুষ্প্রবেশ কি না? রক্ষাবিধান কিরূপ? এবং গৃহসন্নিবেশই বা কি প্রকার ; তুমি স্বচক্ষে যেরূপ দেখিয়াছ, বল, আমি এক্ষণে এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষবৎ জানিতে ইচ্ছা করি।

তখন হনুমান কহিলেন, রাম! যে বিধানে লংকা দুর্গম, উহা যেরূপে সুরক্ষিত, রাক্ষসেরা যেরূপ রাজভক্ত, যেরূপ সৈন্যবিভাগ, যেরূপ বাহনসমাবেশ এই সমস্ত এবং রাবণের প্রভাববর্ধিত উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধি ও মহাসাগরের ভীমভাবও কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। লংকাপুরী হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ, উহার কপাট দৃঢ়বদ্ধ ও অর্গলযুক্ত ; উহার চতুর্দিকে প্রকাণ্ড চারিটি দ্বার আছে। ঐ দ্বারে বৃহৎ প্রস্তর, শর ও যন্ত্রসকল সংগৃহীত রহিয়াছে। প্রতিপক্ষীয় সৈন্য উপস্থিত হইবামাত্র তদ্দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে। ঐ দ্বারে যন্ত্রসজ্জিত লৌহময় সুতীক্ষ্ণ শত শত শতঘ্নী আছে। লংকার চতুর্দিকে স্বর্ণপ্রাচীর, উহা মণিরত্নখচিত ও দুর্লংঘ্য। উহার পরই একটি ভয়ংকর পরিখা আছে। উহা অগাধ নক্রকুম্ভীরপূর্ণ
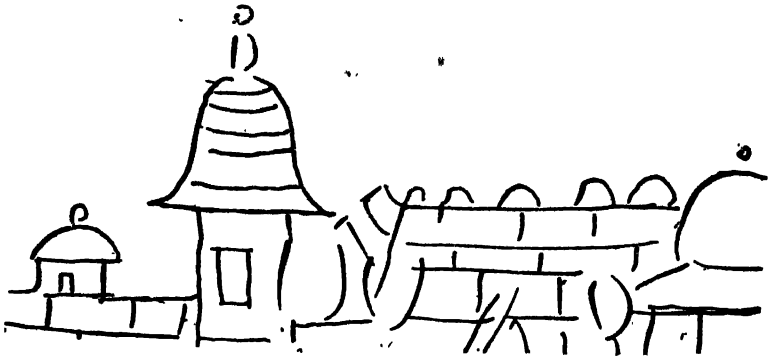
ও মৎস্যসমাকীর্ণ। প্রত্যেক দ্বারে এক-একটি বিস্তীর্ণ সেতু দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা যন্ত্রলম্বিত, প্রতিপক্ষীয় সৈন্য উপস্থিত হইলে ঐ যন্ত্রদ্বারা সেতু রক্ষিত হয় এবং শত্রুসৈন্য ঐ পরিখায় নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। সমস্ত সেতুর মধ্যে একটি সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ়, উহা বহুসংখ্য স্বর্ণস্তম্ভ ও বেদি দ্বারা সুশোভিত আছে। দেখিলাম, রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধার্থী, কিন্তু অত্যন্ত ধীরস্বভাব ও সাবধান। তিনি স্বয়ংই সতত সৈন্য পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। তাঁহার নগরী গিরিশৃঙ্গে প্রতিষ্ঠিত, নিরবলম্ব হইয়া তথায় আরোহণ করিতে হয়। উহা দেবনির্মিত দুর্গের ন্যায় অত্যন্ত ভীষণ। উহাতে নদীদুর্গ, পর্বতদুর্গ ও চতুর্বিধ কৃত্রিম দুর্গ আছে। ঐ পুরী দূরপ্রসারিত সমুদ্রের পারে নির্মিত। সমুদ্রে নৌকার পথ নাই, উহার চতুর্দিক নিরুদ্দেশ। অযুত রাক্ষস লঙ্কার পূর্বদ্বার, নিযুত রাক্ষস দক্ষিণদ্বার, প্রযুত রাক্ষস পশ্চিমদ্বার এবং ন্যর্বুদ রাক্ষস উত্তরদ্বার নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। উহারা সর্বশাস্ত্রবিৎ ও দুর্ধর্ষ; উহারা খড়্গচর্ম ও শূল ধারণ করিয়া আছে; উহাদের সঙ্গে চতুরঙ্গ সৈন্য। বহুসংখ্য রথী ও অশ্বারোহী লঙ্কার মধ্য-স্কন্ধাবার রক্ষা করিতেছে। উহারা বীরবংশীয় ও রাবণের কিঙ্কর। রাম! আমি লঙ্কার সেতু ভগ্ন ও পরিখা পূর্ণ করিয়াছি। সমস্ত পুরী ভস্মসাৎ ও প্রাকার ভূমিসাৎ করিয়াছি। এক্ষণে আইস, যে-কোন উপায়ে হউক সমুদ্র পার হই। বানরবীরেরা নিশ্চয়ই লঙ্কা জয় করিবে। সকলের কথা কি, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান, পনস, নল ও সেনাপতি নীল ইঁহারাই কার্য সাধনে সমর্থ হইবেন। ইঁহারা সেই শৈলকাননশোভিত প্রাকারবেষ্টিত তোরণ-মণ্ডিত রাক্ষসপুরী চূর্ণ করিবেন। এক্ষণে যদি সমস্ত বানরসৈন্যের সহিত সমুদ্র পার হওয়াই অভিপ্রেত হয়, তবে শীঘ্র সমুচিত মুহূর্তে যুদ্ধযাত্রা করা আবশ্যক হইতেছে।

চতুর্থ সর্গ ॥ রাম মহাবীর হনুমানের মুখে আনুপূর্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেখ, তুমি যে রাক্ষসপুরী লঙ্কা চূর্ণ করিতে পার, তোমার পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে। এক্ষণে আমার কিছু বক্তব্য আছে। এখন ত মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত, এই বিজয়প্রদ মুহূর্ত উপেক্ষা করা শ্রেয়স্কর হইতেছে না। অতএব আইস, আমরা যুদ্ধযাত্রা করি। দুরাত্মা রাবণ জানকীরে হরণ করিয়াছে, কিন্তু সে প্রাণসত্ত্বে আর কোথায় গিয়া পরিত্রাণ পাইবে। আসন্নকালে স্বাস্থ্যকর ঔষধ ও অমৃত পান করিলে রোগী যেমন আশ্বস্ত হয়, সেইরূপ জানকী আমার এই

যুদ্ধযাত্রার সংবাদে নিশ্চয়ই আশায় জীবন ধারণ করিবেন। অদ্য উত্তরফাল্গুনী, কল্য হস্তা নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের যোগ হইবে। সুগ্রীব! চল, আমরা এই মুহূর্তেই সসৈন্যে যুদ্ধার্থ নির্গত হই। দেখ, চতুর্দিকেই শুভ লক্ষণ, আমার চক্ষের ঊর্ধ্ব-ভাগ বারংবার স্পন্দিত হইতেছে, এক্ষণে আমি নিশ্চয়ই বিজয়ী হইব ; আমি নিশ্চয়ই রাবণকে বধ করিয়া জানকীরে উদ্ধার করিব।

তখন মহাবীর লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব রামের এই উৎসাহকর বাক্যে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর রাম পুনর্বার কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে মহাবীর নীল পথপরীক্ষার্থ শতসহস্র বানর লইয়া সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে যাত্রা করুন। নীল! যথায় ফলমূল সুলভ, পানীয় জল স্বচ্ছ ও শীতল এবং মধুও প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তুমি সেই পথে সৈন্যসকল লইয়া চল। বিপক্ষেরা বিষসংযোগ দ্বারা গন্তব্যপথের ফলমূল দূষিত করিতে পারে, সুতরাং তুমি সৈন্যরক্ষার্থ সতত সাবধান হইয়া থাক। বানরগণ নিবিড় অরণ্যে গিয়া বিপক্ষের গুপ্ত সৈন্য অনুসন্ধান করুক। যে-সকল বানরের অন্তঃসার নাই, তাহারা এই স্থানে থাকুক। দেখ, উপস্থিত কার্য বলবীর্যসাধ্য, ইহাতে বীরসৈন্যের সমাবেশ আবশ্যক হইতেছে ; অতএব বানরবীরগণ সাগরবক্ষবৎ-প্রসারিত সৈন্যসকল লইয়া প্রস্থান

করুন। পর্বতাকার গজ, মহাবল গবয় ও গবাক্ষ গর্বিত বৃষভের ন্যায় সর্বাগ্রে গমন করুন। ঋষভ সৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্ব এবং গন্ধগজবৎ দুর্ধর্ষ গন্ধমাদন উহার বাম পার্শ্ব রক্ষা করুন। আমি সৈন্যমন্ডলীর মধ্যস্থলে হনুমানের স্কন্ধে আরোহণ করিব এবং কৃতান্তদর্শন মহাবীর লক্ষ্মণও অঙ্গদের স্কন্ধে আরোহণ করিবেন। আমরা সৈন্যগণের হর্ষোৎপাদনপূর্বক গজারূঢ় ইন্দ্র এবং কুবেরের ন্যায় গমন করিব এবং মহাবীর জাম্ববান, সুষেণ ও বেগদর্শী এই তিনজন সৈন্যের পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া যাইবেন।

তখন সেনাপতি সুগ্রীব বানরগণকে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য আদেশ দিলেন। বানরেরা পর্বতের গহ্বর ও শিখর হইতে সত্বর নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল। রাম সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন। মাতঙ্গতুল্য বানরবীরসকল তাঁহাকে গিয়া বেষ্টন করিল। মহাবল কপিবল তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। সেনাপতি সুগ্রীব উহাদের রক্ষাভার গ্রহণ করিলেন। সকলেই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট; কেহ গর্জন আরম্ভ করিল; কেহ সিংহনাদ করিতে লাগিল; কেহ পথের বিঘ্ন দূর করিবার জন্য অগ্রে অগ্রে চলিল; কেহ সুগন্ধি মধু পান ও ফলমূল ভক্ষণ করিতে লাগিল; কেহ মঞ্জরীপুঞ্জশোভিত প্রকান্ড বৃক্ষ ধারণ করিল; কেহ সগর্বে একজনকে বহন এবং কেহ বা অন্যকে ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আমরা বলবীর্যে রাক্ষসকুল নির্মূল করিব, এই বলিয়া সকলেই রামের সমক্ষে গর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাবীর ঋষভ, নীল ও কুমুদ গতিবিঘ্ন পরিহারের

জন্য বানরগণের সহিত অগ্রে অগ্রে চলিলেন। মহাবল শতবলি দশ কোটি বানর লইয়া সৈন্যমণ্ডলীর চতুর্দিক রক্ষা করিতে লাগিলেন। কেশরী, পনস, গজ ও অর্ক শত কোটি বানর সমভিব্যাহারে সৈন্যগণের পার্শ্বরক্ষা এবং সুষেণ ও জাম্ববান বহুসংখ্য ভল্লুকের সহিত উহাদের পৃষ্ঠরক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। সেনাপতি নীল নানারূপ উপদ্রব-শান্তির নিমিত্ত সৈন্যগণকে বেষ্টন করিয়া চলিলেন এবং বলীমুখ, প্রজঙ্ঘ, জম্ভ ও রভস ইঁহারা সকলকে দ্রুত গমনের জন্য উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ গতিপ্রসঙ্গে শতশৈলসঙ্কুল সহ্যপর্বত, প্রফুল্লসরোজ সরোবর ও উৎকৃষ্ট তড়াগসকল দৃষ্ট হইল। বানরসৈন্য সমুদ্রবক্ষবৎ দূরপ্রসারিত, উহারা প্রচণ্ডক্রোধ রামের উগ্র শাসনে গ্রাম, নগর ও জনপদসকল পরিহারপূর্বক তুমুল রবে যাইতেছে। মহাবীর রামের পার্শ্ববর্তী বানরগণ কশাহত অশ্বের ন্যায় দ্রুতবেগে চলিয়াছে। মহাত্মা রাম হনুমানের স্কন্ধে এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে আরূঢ়, উঁহারা রাহু ও কেতুর করাল কবলে অর্ধগ্রস্ত সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সকলেই হর্ষে উন্মত্ত; ইত্যবসরে লক্ষ্মণ চতুর্দিকে সমস্ত সুলক্ষণ নিরীক্ষণপূর্বক মধুরবচনে রামকে কহিলেন, আর্য! আপনি অচিরেই রাবণকে সংহার ও জানকীরে উদ্ধার করিয়া সমৃদ্ধিমতী অযোধ্যায় প্রতিগমন করিবেন। আমি ভূলোক ও অন্তরীক্ষে নানারূপ সুলক্ষণ দেখিতেছি। বায়ু একান্ত সুগন্ধি ও সুখস্পর্শ, উহা মৃদুমন্দ গমনে সৈন্যের অনুকূলে বহিতেছে; মৃগপক্ষিগণ নিরবচ্ছিন্ন মধুর স্বরে কলরব করিতেছে; চতুর্দিক সুপ্রসন্ন, সূর্য নির্মল: শুক্র উজ্জ্বল, ধ্রুব পূর্ণপ্রভায় শোভা পাইতেছেন। সপ্তর্ষিমণ্ডল দীপ্ত জ্যোতিতে উঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। ঐ দেখুন অগ্রে আমাদের পূর্বপিতামহ রাজর্ষি ত্রিশঙ্কু পুরোহিত বশিষ্ঠের সহিত বিরাজিত আছেন। বিশাখা আমাদিগেরই কুলনক্ষত্র, এক্ষণে উহা উপদ্রবশূন্য হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। নির্ঋতিদৈবত মূল নক্ষত্র নিরন্তর দণ্ডাকার ধূমকেতু দ্বারা স্পৃষ্ট ও সন্তপ্ত হইতেছে। উহাই রাক্ষসগণের কুলনক্ষত্র, বলিতে কি, এই সমস্ত ঘটনা রাক্ষসগণেরই বংশ-নাশের জন্য উপস্থিত হইয়াছে: লোকের আসন্নকালে কুলনক্ষত্র গ্রহপীড়িত হইয়া থাকে। এক্ষণে জল নির্মল ও সুরস এবং বৃক্ষসকল নানারূপ সাময়িক ফলপুষ্পে পূর্ণ রহিয়াছে। সুরসৈন্য তারকাসুর-সংহারক সংগ্রামে যেমন শোভা পাইয়াছিল, সেইরূপ এই বিপুল বানরবল অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। আর্য! অধিক আর কি, এক্ষণে আপনি এই সমস্ত দেখিয়া প্রীত ও প্রসন্ন হউন।

অনন্তর বানরগণের করচরণসমুত্থিত ভয়ঙ্কর ধূলিজাল চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিল; সূর্যপ্রভা তিরোহিত হইয়া গেল; সমস্তই যেন অন্ধকারময়; জলদজাল যেমন গগনতলে চলিয়া যায়, তদ্রূপ উহারা পর্বত, বন ও আকাশের সহিত দক্ষিণ দিক আবৃত করিয়া চলিল। উহাদের গতিপ্রভাবে নদীসকল যেন প্রতি-স্রোতে যাইতেছে এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। উহারা স্থানে স্থানে নির্মল জলাশয়, বৃক্ষবহুল পর্বত, সমতল ভূতল ও ফলপূর্ণ বনে বিশ্রাম করিতে লাগিল। সকলের মুখ হর্ষে প্রফুল্ল এবং সকলেরই গতিবেগ বায়ুর অনুরূপ। উহারা রামের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য মনে মনে বিক্রমপ্রদর্শনের কল্পনা করিতে লাগিল। সকলেই যৌবনমদে উন্মত্ত, কেহ দ্রুতপদে যাইতেছে, কেহ লম্ফপ্রদান করিতেছে, কেহ কিলকিলা রব, কেহ পুচ্ছ আস্ফালন এবং কেহ বা ভূতলে পদাঘাত করিতেছে। কেহ বাহুবিক্ষেপপূর্বক বৃক্ষসকল চূর্ণ, কেহ বা গিরিশৃঙ্গ

ভগ্ন করিল। কেহ উত্তুঙ্গ শৈলশিখরে আরোহণ করিয়াছে এবং কেহ বা সিংহনাদে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে। কেহ বেগে লতাজাল ছিন্নভিন্ন করিল এবং কেহ বা বৃক্ষশিলা লইয়া ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে ঐ বানরসৈন্য দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত যাইতে লাগিল। জানকীর উদ্ধারই উহাদের মুখ্য সংকল্প, তৎকালে আর কাহারই মনে বিশ্রামবাসনা রহিল না।

অদূরে সহ্য ও মলয় পর্বত দৃষ্ট হইল। বানরেরা প্রফুল্ল মনে তদুপরি আরোহণ করিতে লাগিল। মহাবীর রাম ঐ দুই পর্বতের বিচিত্র বন, নদী ও প্রস্রবণসকল নিরীক্ষণপূর্বক যাইতে লাগিলেন। বানরগণ গতিপ্রসঙ্গে চম্পক, তিলক, আম্র, প্রসেক, সিন্দুবার, তিনিশ ও করবীর বৃক্ষে উত্থিত হইল; কেহ কেহ অশোক, করঞ্জ, বট, জম্বু ও আমলক বৃক্ষে গিয়া আরোহণ করিল; অনেকে সুরম্য শিলাতলে উপবিষ্ট হইল এবং বৃক্ষের পুষ্পসকল বায়ুবেগে স্খলিত ও উহাদের মস্তকে পতিত হইতে লাগিল। চন্দনশীতল সুখস্পর্শ সমীরণ বহিতেছে, মধুগন্ধী বনমধ্যে ভ্রমরেরা ঝঙ্কার দিতেছে। ক্রমশঃ সহ্য পর্বতের ধাতুস্তূপ হইতে রেণুকণা উত্থিত ও বায়ুসংযোগে ঘনীভূত হইয়া সৈন্যসকল আচ্ছন্ন করিল। তথায় নানাজাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত আছে। কেতকী, সিন্দুবার, বাসন্তী, কুন্দ, চিরবিল্ব, মধুক, বঞ্জুল, বকুল, রঞ্জক, তিলক, নাগ, চূত, পাটলিক, কোবিদার, মুচুলিন্দ, অর্জুন, শিংশপা, কুটজ, হিন্তাল, তিনিশ, চূর্ণক, কদম্ব, নীল, অশোক, সরল, অঙ্কোল ও পদ্মক এইসকল বৃক্ষের পুষ্প বিকসিত হইয়াছে। বানরেরা পুষ্পদর্শনে যারপরনাই প্রীত হইয়া বৃক্ষসকল আকুল করিয়া তুলিল। ঐ পর্বত রমণীয় সরোবর ও পল্বলে সুশোভিত। তন্মধ্যে চক্রবাক, হংস ও ক্রৌঞ্চগণ সঞ্চরণ করিতেছে এবং বরাহ ও মৃগযূথ ইতস্ততঃ পর্যটন করিতেছে। উহার স্থানে স্থানে ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও ভীষণ সিংহ; উহা সৌরভপূর্ণ বিকচ পদ্ম, কুমুদ ও অন্যান্য জলজ পুষ্পে সুশোভিত আছে। গিরিশিখর সুরম্য ও সুদৃশ্য, তথায় বিহঙ্গগণ নিরবচ্ছিন্ন মধুর স্বরে কূজন করিতেছে।

বানরগণ ঐ সমস্ত সরোবরে স্নান ও জলপানপূর্বক ক্রীড়া আরম্ভ করিল। অনেকে মদমত্ত হইয়া বৃক্ষের অমৃতাস্বাদ ফলমূল ও পুষ্প ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল এবং সুস্থ মনে দ্রোণপ্রমাণ লম্বিত মধুফল ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তন্মধ্যে কেহ বৃক্ষ ভগ্ন, কেহ বা লতাজাল আকর্ষণ করিতে লাগিল, কেহ মদগর্বে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফ প্রদান করিল। ক্রমশঃ সহ্যগিরি উহাদের পদশব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ভূমিখণ্ড যেমন সুপক্ক ধান্যে, উহা সেইরূপ ঐ সমস্ত পিঙ্গলবর্ণ বানরে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর পদ্মপলাশলোচন রাম মহেন্দ্রশিখরে আরোহণ করিলেন। তিনি তদুপরি আরোহণপূর্বক কূর্মমীনসঙ্কুল তরঙ্গক্ষুভিত মহাসমুদ্র দেখিতে পাইলেন এবং তথা হইতে অবতরণপূর্বক কপিরাজ সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত বেলাবনে প্রবেশ করিলেন। সমুদ্রের তীরস্থ প্রস্তরতল নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গের আস্ফালনে ক্ষালিত হইতেছে। রাম তথায় উপনীত হইয়া কহিলেন, সুগ্রীব! এই ত আমরা মহাসমুদ্রে উপস্থিত হইলাম। এক্ষণে মনোমধ্যে কোন অভূতপূর্ব চিন্তার আবির্ভাব হইতেছে। এই ভীষণ সমুদ্রের পরপার অদৃশ্য, উপায় ব্যতীত ইহা উত্তীর্ণ হওয়া সুকঠিন; এক্ষণে এই স্থানে সেনাসন্নিবেশ কর। দেখ, রাক্ষসেরা মায়াবী, প্রতিপদেই অতর্কিতপূর্ব বিপদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব যূথপতিগণ সৈন্যরক্ষার্থ গমন করুন। স্বীয়-স্বীয় সৈন্যবিভাগ পরিত্যাগপূর্বক কেহই যেন কোথাও না যান।

অনন্তর সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ রামের আদেশমাত্র সমুদ্রতীরে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। বানরসৈন্য বর্ণসাদৃশ্যে দ্বিতীয় সমুদ্রবৎ শোভা ধারণ করিল। তৎকালে উহাদের তুমুল পদসঞ্চারশব্দ সাগরের গম্ভীর রব তিরোহিত করিয়া শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। উহারা তিন ভাগে বিভক্ত; সকলেই রামের কার্যসিদ্ধির জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। উহাদের সম্মুখে বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র প্রচণ্ড বায়ুবেগে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলিত হইতেছে। উহার কোথাও উদ্দেশ নাই, চতুর্দিক অবাধে প্রসারিত হইয়া আছে। উহা ঘোর জলজন্তুগণে পূর্ণ; প্রদোষকালে অনবরত ফেন উদ্গারপূর্বক যেন হাস্য করিতেছে এবং তরঙ্গভঙ্গী প্রদর্শনপূর্বক যেন নৃত্য করিতেছে। তৎকালে চন্দ্র উদিত হওয়াতে মহাসমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস বর্ধিত হইয়াছে এবং প্রতিবিম্বিত চন্দ্র উহার বক্ষে ক্রীড়া করিতেছে। সমুদ্র পাতালের ন্যায় ঘোর ও গভীরদর্শন; উহার ইতস্ততঃ তিমি তিমিঙ্গিল প্রভৃতি জলজন্তুসকল প্রচণ্ড-বেগে সঞ্চরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শৈল; উহা অতলস্পর্শ; ভীম অজগরগণ গর্ভে লীন রহিয়াছে। উহাদের দেহ জ্যোতির্ময়; সাগরবক্ষে যেন অগ্নিচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সমুদ্রের জলরাশি নিরবচ্ছিন্ন উঠিতেছে ও পড়িতেছে। সমুদ্র আকাশতুল্য এবং আকাশ সমুদ্রতুল্য; উভয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই; আকাশে তারকাবলী এবং সমুদ্রে মুক্তাস্তবক; আকাশে ঘনরাজি এবং সমুদ্রে তরঙ্গজাল; আকাশে সমুদ্র ও সমুদ্রে আকাশ মিশিয়াছে। প্রবল তরঙ্গের পরস্পর সংঘর্ষনিবন্ধন মহাকাশে মহাভেরীর ন্যায় অনবরত ভীমরব শ্রুত হইতেছে। সমুদ্র যেন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ; উহা রোষভরে যেন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে এবং উহার ভীম গম্ভীর রব বায়ুতে মিশ্রিত হইতেছে। বানরগণ বিস্মিত হইয়া নির্নিমেষনেত্রে মহাসমুদ্র দেখিতে লাগিল।

পঞ্চম সর্গ ॥ সেনাপতি নীল সমুদ্রতটে সুপ্রণালীপূর্বক স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়াছেন এবং মৈন্দ ও দ্বিবিদ সৈন্যরক্ষার্থ উহার চতুর্দিকে বিচরণ করিতেছেন। এই অবসরে রাম লক্ষ্মণকে পার্শ্ববর্তী দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, বৎস! শোক কালপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়া যায় সত্য, কিন্তু যদবধি প্রেয়সী আমার চক্ষের অন্তরাল হইয়াছেন, তদবধি আমার শোক দিনদিনই বর্ধিত হইতেছে! জানকী দূরে আছেন, আমি তজ্জন্য দুঃখিত নহি, রাক্ষস তাঁহাকে অপহরণ করিয়াছে, আমি তজ্জন্যও দুঃখিত নহি, কিন্তু তাঁহার জীবনকাল সংক্ষিপ্ত হইতেছে, এই আমার দুঃখ। বায়ু! যথায় জানকী তুমি সেই স্থানে বহমান হও এবং তাঁহার সর্বাঙ্গ স্পর্শপূর্বক আমাকেও স্পর্শ কর; দেখ তোমাতে জানকীর স্পর্শ এবং একমাত্র চন্দ্রে উভয়ের দৃষ্টিসমাগম আমার অধিকতর শান্তিপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই। হা! জানকী হরণকালে হা নাথ! হা নাথ! বলিয়া কতই চীৎকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই চিন্তা বিষবৎ আমার সর্বাঙ্গ দগ্ধ করিতেছে। বিরহ যাহার কাষ্ঠ, প্রিয়চিন্তা যাহার নির্মল শিখা, সেই কামানল দিবারাত্রি আমাকে সন্তপ্ত করিতেছে। বৎস! আমি আজ একাকী সমুদ্রজলে প্রবেশ করিব, তাহা হইলে জ্বলন্ত কাম আর আমার প্রতি বাম হইতে পারিবে না। দেখ, আমি জানকীর সহিত এক পৃথিবীতে আছি, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট; আমি এই প্রবোধেই প্রাণধারণ করিয়া আছি। শুষ্ক ভূমিখণ্ড যেমন সজল ক্ষেত্রের উপস্নেহে আর্দ্র হইয়া থাকে, সেইরূপ আমি জানকী জীবিত আছেন এই সংবাদেই প্রাণধারণ

করিয়া আছি। হা! কবে আমি যুদ্ধে জয়ী হইয়া, সেই পদ্মপলাশলোচনা জানকীরে ঋদ্ধিমতী রাজশ্রীর ন্যায় দেখিতে পাইব। কবে আমি তাঁহার রক্তোষ্ঠ চারুদশন মুখকমল কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া উৎফুল্লমনে চুম্বন করিব। কবেই বা তিনি তালফলবৎ বর্তুল স্তনযুগল হাস্যভরে ঈষৎ কম্পিত করিয়া, আমাকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিবেন। হা! আমি যাঁহার নাথ, এক্ষণে তিনি কোথায় অনাথার ন্যায় কাল যাপন করিতেছেন। জানকী রাজা জনকের দুহিতা, মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ এবং আমার প্রেয়সী ; এক্ষণে তিনি কিরূপে রাক্ষসীগণের মধ্যে কালক্ষেপ করিতেছেন। শরৎকালে চন্দ্রকলা যেমন সুনীল জলদপটল ভেদ করিয়া উদিত হন, সেইরূপ জানকী আমার ভুজবলে দুর্ধর্ষ রাক্ষসকে দূর করিয়া দৃষ্ট হইবেন। তিনি একেই ত ক্ষীণাঙ্গী, তাহাতে আবার দেশকালবৈপরীত্যে শোক ও অনশনে আরও কৃশ হইয়াছেন। কবে আমি রাবণের বক্ষে শরবিদ্ধ করিয়া, হৃষ্টমনে তাঁহার শোক দূর করিব। কবে সেই সাধ্বী আমার কণ্ঠ আলিঙ্গনপূর্বক অজস্র আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিবেন এবং কবেই বা আমি এই ঘোর বিরহশোক মলিন বস্ত্রের ন্যায় এককালে পরিত্যাগ করিব।

ইত্যবসরে সূর্যদেব অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন। রাম নিরন্তর জানকী-চিন্তায় নিমগ্ন ; তিনি লক্ষ্মণের প্রবোধবাক্যে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া সন্ধ্যাবন্দনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ষষ্ঠ সর্গ ॥ এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণ যারপরনাই চিন্তিত। তিনি মহাবীর হনুমানের ঘোরতর কার্য দর্শনপূর্বক লজ্জাবনত বদনে রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, এই লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করা সহজ নহে ; কিন্তু সেই একমাত্র বানর ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জানকীরে দেখিতে পাইল ; চৈত্যপ্রাসাদ চূর্ণ করিল ; বীর রাক্ষস-গণকে বিনষ্ট এবং লঙ্কাকেও আকুল করিয়া গেল। এক্ষণে কর্তব্য কি এবং তোমাদেরই বা কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ কর। যাহা আমার যোগ্য ও শ্লাঘ্য হইতে পারে, তোমরা এইরূপ কোন পরামর্শ স্থির কর। বীরেরা কহেন, জয়শ্রী লাভ মন্ত্রণাসাপেক্ষ, আইস, সকলে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হই। দেখ, এই জনসমাজে ত্রিবিধ পুরুষ দৃষ্ট হইয়া থাকে, উত্তম, মধ্যম ও অধম ; লক্ষণজ্ঞান ব্যতীত ইহাদিগকে নির্বাচন করা যাইতে পারে না। এক্ষণে আমি এই তিন প্রকার পুরুষেরই গুণদোষ উল্লেখ করিতেছি শুন। মিত্র, বন্ধু ও এককার্যার্থী এই ত্রিবিধ লোক লইয়া মন্ত্রণা করিবে ; কর্তব্যবোধে অতিরিক্ত ব্যক্তিকেও মন্ত্রিমধ্যে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যিনি এই সমস্ত অন্তরঙ্গ লোকের পরামর্শ লইয়া কর্ম করেন এবং যাঁহার দৈবদৃষ্টি আছে, তিনিই উত্তম পুরুষ। যিনি একাকী কার্যবিচার করিয়া থাকেন, একাকী দৈবের মুখাপেক্ষী হন এবং একাকীই সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি কার্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি মধ্যম পুরুষ। আর যে ব্যক্তি দোষগুণদর্শী নয়, দৈবকে উপেক্ষা করে এবং কার্যেও উদাসীন হইয়া থাকে, সেই অধম পুরুষ। কার্যভেদে যেমন পুরুষভেদ হইতেছে, মন্ত্রণাও এইরূপ ত্রিবিধ হইয়া থাকে। সকলে যে-মন্ত্রণায় ঐকমত্য অবলম্বনপূর্বক নীতিশাস্ত্রানুসারে প্রবৃত্ত হন, তাহা উত্তম মন্ত্র। সকলে যে-মন্ত্রণায় মতদ্বৈধ আশ্রয়পূর্বক পুনর্বার একমত হইয়া থাকেন, তাহা মধ্যম মন্ত্র। আর, সকলে যে-মন্ত্রণায় বিভিন্ন বুদ্ধি-প্রবর্তিত হইয়া বিচার করেন এবং কথঞ্চিৎ ঐকমত্য ঘটিলেও শ্রেয়োলাভ হয়

না, তাহাই অধম মন্ত্র। তোমরা বুদ্ধিমান, এক্ষণে যাহা শ্রেয়, একমত আশ্রয়পূর্বক তাহাই নির্ণয় কর। দেখ, রাম আক্রমণের উদ্দেশে অসংখ্য বানরের সহিত লঙ্কাপুরীর অভিমুখে আসিতেছে। তপোবল, বাহুবল বা দিব্যাস্ত্রবলেই হউক, সসৈন্যে সমুদ্র লঙ্ঘন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। সে সমুদ্রশোষণ বা সেতুবন্ধনও করিতে পারে! মন্ত্রিগণ! এই ত ঘটনা উপস্থিত, এক্ষণে যাহাতে সর্বাঙ্গীণ শ্রেয়োলাভ হয়, তোমরা তাহাই স্থির কর।

সপ্তম সর্গ ॥ রাক্ষসগণ দুর্নীতিদর্শী ও নির্বোধ ; উহারা শত্রুপক্ষের বলাবল কিছুই বিচার না করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণকে কহিতে লাগিল, রাজন্! আমাদের অস্ত্রবল ও সৈন্যবল যথেষ্ট আছে, সুতরাং এক্ষণে এইরূপ বিষাদের কারণ ত কিছু দেখিতে পাই না। আপনি ভোগবতীতে গিয়া উরগগণকে পরাজয় করিয়াছেন। কৈলাসবাসী যক্ষেশ্বর কুবের ভগবান ব্যোমকেশের সহিত সখ্যতানিবন্ধন গর্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন, তিনি লোকপাল ও মহাবল, আপনি ক্রোধভরে তাঁহাকে এবং যক্ষগণকে পরাস্ত করিয়া, কৈলাসশিখর হইতে এই পুষ্পক রথ আহরণ করিয়াছেন। দানবরাজ ময় সন্ধিবন্ধনের উদ্দেশে স্বদুহিতা মন্দোদরীকে আপনার হস্তে সম্প্রদান করেন। তিনি বলগর্বিত ও দুর্ধর্ষ, আপনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে পরাজয় করিয়াছেন। রসাতলে নাগরাজ বাসুকি, তক্ষক, শঙ্খ ও জটীকে বশীভূত করিয়াছেন। কালকেয় নামক দানবগণ বরলাভগর্বিত ও দুর্জয়, আপনি সংবৎসরকাল যুদ্ধ করিয়া উহাদিগকে পরাজয় করেন এবং উহাদেরই সংস্রবে মায়াবিদ্যা অধিকার করিয়াছেন। নীরাধিপতি বরুণের পুত্রগণ মহাবলপরাক্রান্ত, তাঁহারা চতুরঙ্গ সৈন্যসমভিব্যাহারে আপনার নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হন। যমের অধিকার মহাসমুদ্রতুল্য ; যমদণ্ড উহার নক্রকুম্ভীর, কালপাশ খরতরঙ্গ, যমকিঙ্কর ভীষণ ভুজঙ্গ, মহাজ্বর ভীমভাব এবং শাল্মলী দ্বীপবৃক্ষ ; আপনি সেই ভয়ঙ্কর সমুদ্রে অবগাহনপূর্বক জয়সিদ্ধি ও মৃত্যুরোধ করিয়াছেন। সকল লোক এবং সকল রাক্ষসই আপনার যুদ্ধদর্শনে পরিতুষ্ট হয়। এই বসুমতী যেমন বৃক্ষসমূহে পূর্ণ আছে সেইরূপ পূর্বে বহুসংখ্য ক্ষত্রিয়বীরে পরিপূর্ণ ছিল ; রাম বল ও উৎসাহে কদাচই তাঁহাদের তুল্যকক্ষ হইবেন না ; আপনি সেই সমস্ত দুর্জয় ক্ষত্রিয়বীরকেও বাহুবলে পরাজয় করিয়াছেন। রাজন্! এক্ষণে আপনারই বা এইরূপ শ্রমস্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? আপনি নিশ্চিন্ত হউন ; এই একমাত্র মহাবীর ইন্দ্রজিৎই বানরসৈন্য বিনষ্ট করিতে পারিবেন। ইনি এক উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আহরণপূর্বক দেবাদিদেব রুদ্রের নিকট দুর্লভ বরলাভ করিয়াছেন। একদা ইঁহারই বলবীর্যে সুরসৈন্য ক্ষুভিত হইয়াছিল ; শক্তি ও তোমর ঐ সৈন্যসমুদ্রের বৃহৎ মৎস্য, বিকীর্ণ অস্ত্ররাশি শৈবল, মাতঙ্গেরা কচ্ছপ, অশ্বগণ মণ্ডূক, আদিত্য ও রুদ্র নক্রকুম্ভীর, মরুৎ এবং বসু ভীম অজগর, হস্ত্যশ্বরথ অগাধ জল এবং পদাতিই তীরদেশ ; এই মহাবীর সেই সৈন্যসাগর মন্থনপূর্বক সুররাজ ইন্দ্রকে বন্দীভাবে লঙ্কায় আনয়ন করিয়াছিলেন। পরিশেষে ইন্দ্র সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিদেশে বিমুক্ত হইয়া সুরলোকে প্রস্থান করেন। রাজন্! এক্ষণে আপনি এই ইন্দ্রজিৎকেই নিয়োগ করুন ; এই মহাবীর কার্যসাধনে সমর্থ হইবেন। এই বিপদ ত সামান্য লোক হইতে উপস্থিত, ইহার জন্য আপনার বিশেষ চিন্তা কি? রাম নিশ্চয়ই আপনার হস্তে মৃত্যু দর্শন করিবে।

অষ্টম সর্গ ॥ অনন্তর জলদকায় সেনাপতি প্রহস্ত কৃতাঞ্জলিপুটে রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিতে লাগিল, রাজন্! মনুষ্য ত সামান্য কথা, আমি স্বয়ং সুরাসুর-গন্ধর্বকেও পরাজয় করিতে পারি। যে সময় আমরা বিশ্বস্তমনে সুখসম্ভোগে আসক্ত ছিলাম তখনই হনুমান পুরপ্রবেশপূর্বক আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া যায়। এক্ষণে সেই দুর্বৃত্ত আমার প্রাণসত্ত্বে কিছুতেই নিস্তার পাইবে না। আপনি আজ্ঞা করুন, আমি এই শৈলকাননপূর্ণা পৃথিবীকে বানরশূন্য করিব। আমিই বানরভয় হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিব। আপনি নিশ্চিত হউন, সীতাহরণ-দোষে আপনার কোন বিপদই উপস্থিত হইবে না।

পরে মহাবীর দুর্মুখ শান্তভাবে কহিল, রাজন্! বানরকৃত পরাভব সহ্য করা কোনক্রমেই উচিত হইতেছে না। আজ আমি একাকীই বানরগণের বধসাধন-পূর্বক আপনার দুঃখ দূর করিব। এক্ষণে তাহারা সাগরগর্ভে প্রবেশ করুক, আকাশ বা পাতালেই প্রস্থান করুক, আজ আমার হস্তে তাহাদের কিছুতেই নিস্তার নাই।

অনন্তর মহাবল বজ্রদংষ্ট্র নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, রক্তমাংসদূষিত পরিঘ গ্রহণপূর্বক কহিতে লাগিল, রাজন্! রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব এই তিনজন থাকিতে কেবল দীন হনুমানকে বধ করিয়া কি ফল দর্শিতে পারে? বলিতে কি, আজ আমি একাকীই এই পরিঘের আঘাতে বানরসৈন্য ছিন্নভিন্ন করিয়া ঐ তিন দুরাচারকে সংহার করিব। রাজন্! আমার আর একটি কথা আছে, শুনুন। যিনি উপায়কুশল ও উদ্যোগী, তাঁহারই জয়লাভ হইয়া থাকে। আমি এক্ষণে সেই উপায়ই নির্দেশ করিতেছি। দেখুন, রাক্ষসগণ মায়াবী ও মহাবীর, তাহারা সুস্পষ্ট মনুষ্যমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হউক এবং তাহাকে গিয়া শান্তভাবে এই কথা বলুক, রাজকুমার! ভরত আমাদিগকে যুদ্ধসাহায্য করিবার উদ্দেশে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। রাম এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সসৈন্যে লঙ্কায় আগমন করিবে। তখন আমরাও শূল শক্তি ও গদা গ্রহণপূর্বক উহাকে মধ্যপথে আক্রমণ করিব এবং দলে দলে নভোমণ্ডলে থাকিয়া অস্ত্র ও প্রস্তর দ্বারা উহাকে নিপাত করিব।

পরে কুম্ভকর্ণতনয় নিকুম্ভ রোষকষায়িত লোচনে কহিল, রাক্ষসগণ! তোমরা মহারাজের সহিত নিশ্চিন্ত হইয়া থাক, আমি স্বয়ংই বানরগণের সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিব।

অনন্তর পর্বতাকার বজ্রহনু ক্রোধভরে সৃক্কণীলেহনপূর্বক কহিল, দেখ, তোমরা আলস্য দূর করিয়া শীঘ্রই কার্যসিদ্ধিবিষয়ে উদ্যোগী হও। আমি একাকীই সমস্ত বানরকে ভক্ষণ করিব। অথবা তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া মদ্যপান কর। আমিই আজ বানরগণকে সংহার করিব।

নবম সর্গ ॥ পরে মহাবীর নিকুম্ভ, রভস, সূর্যশত্রু, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অগ্নিকেতু, দুর্ধর্ষ, রশ্মিকেতু, ইন্দ্রজিৎ, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র, ধূম্রাক্ষ, নিকুম্ভ, ও দুর্মুখ, ইহারা পরিঘ, পট্টিশ, শূল, প্রাস, শক্তি, পরশু, শর-শরাসন, ও স্বচ্ছ খড়্গ গ্রহণপূর্বক ক্রোধবেগে সহসা গাত্রোত্থান করিল এবং তেজে প্রজ্বলিত হইয়াই যেন রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিতে লাগিল, রাজন্! আজ আমরা রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে নিশ্চয় বিনাশ করিয়া আসিব এবং যে দুরাত্মা এই

লংকা দগ্ধ করিয়া যায় তাহারেও খণ্ড খণ্ড করিব।

তখন বিভীষণ উহাদিগকে নিবারণপূর্বক প্রত্যুপবেশনে অনুরোধ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণকে কহিলেন, মহারাজ! সাম, দান ও ভেদ এই ত্রিবিধ উপায়ে যে-কার্য সুসিদ্ধ না হয় তৎপক্ষেই যুদ্ধব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রমত্ত, পীড়িত, বা অবরুদ্ধ হয়, বিশেষ কারণ উপলব্ধি করিয়া তাহাকেই আক্রমণ করিবে। কিন্তু রাম প্রমাদী নহেন; তিনি দৈবদর্শী সুধীর ও মহাবীর, তোমরা কি বলিয়া তাঁহাকে আক্রমণের ইচ্ছা করিতেছ। দেখ, বীর হনুমান ভীষণ সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্বক এই স্থানে আগমন করিবে, অগ্রে ইহা কে জানিত এবং কেই বা অনুমান করিয়াছিল? রাক্ষসগণ! বিপক্ষের বল অপরিচ্ছিন্ন, না বুঝিয়া তৎবিষয়ে সহসা অবজ্ঞা প্রদর্শন শ্রেয়স্কর হইতেছে না। বল দেখি, রাম এই রাক্ষসপতির কি অপকার করিয়াছিলেন? ইনিই বা কি কারণে জনস্থান হইতে তাঁহার ভার্যাকে হরণ করিয়া আনিলেন? নিশাচর খর আপনার সীমা লঙ্ঘনপূর্বক অগ্রে গিয়া উৎপাত করে; তজ্জন্যই রাম তাহাকে বিনাশ করিয়াছেন; কারণ প্রাণীর পক্ষে প্রাণরক্ষা করা সর্বতোভাবেই কর্তব্য। এক্ষণে এই খরবধ-অপরাধেই রাক্ষসাধিপতি রাবণ সম্ভবতঃ রামের জানকীরে হরণ করিয়াছেন; কিন্তু এই কার্য যারপরনাই গর্হিত; ইঁহার এই দোষেই আমাদের সর্বনাশ ঘটিবে। আমি বারংবার কহিতেছি, এক্ষণে জানকীরে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়; অন্যের সহিত অকারণ বিবাদে কোন্ ফল দর্শিতে পারে? রাম সাধুদর্শী ও মহাবীর; তাঁহার সহিত নিরর্থক বৈর-প্রসংগ উচিত হইতেছে না। রাজন্! এক্ষণে তোমায় অনুরোধ করি, তুমি তাঁহার জানকী তাঁহাকেই অর্পণ কর। যাবৎ তিনি এই অশ্বরথপূর্ণা সমৃদ্ধিমতী লংকাকে শরনিকরে ধ্বংস না করেন তাবৎ তাঁহার জানকী তাঁহাকেই অর্পণ কর। যাবৎ বানরেরা আগমনপূর্বক লংকাপুরী অবরোধ না করিতেছে তাবৎ তাঁহার জানকী তাঁহাকেই অর্পণ কর। আমি তোমার ভ্রাতা, এইজন্য বারংবার তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। তুমি আমার এই হিতকর অনুরোধ রক্ষা কর। রাম যাবৎ তোমাকে বধ করিবার জন্য শারদীয় সূর্যবৎ প্রখর দীপ্তপুংখ দীপ্তফলক অমোঘ সুদৃঢ় শরসকল পরিত্যাগ না করিতেছেন তাবৎ তাঁহার জানকী তাঁহাকেই অর্পণ কর। রাজন্! ক্রোধরিপু সুখ ও ধর্মনাশের কারণ, তুমি এখনই তাহা পরিত্যাগ কর; ধর্মপ্রবৃত্তি লোকানুরাগ ও কীর্তির নিদান, তুমি এখনই তাহা রক্ষা কর; প্রসন্ন হও, ইহাতে আমরাও স্ত্রীপুত্র লইয়া সুখী হইব।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ বিভীষণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ ও সকলকে বিসর্জনপূর্বক স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন।

দশম সর্গ ॥ অনন্তর ধর্মপরায়ণ বিভীষণ প্রত্যূষকালে রাক্ষসরাজ রাবণের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। ঐ প্রাসাদ নিবিড় সন্নিবেশে নির্মিত এবং শৈলশিখরের ন্যায় উচ্চ; উহার বিস্তীর্ণ কক্ষসমুদয় সুপ্রণালীক্রমে বিভক্ত; পরিমিত ও বিশ্বস্ত প্রহরীসকল নিরন্তর উহার চতুর্দিক রক্ষা করিতেছে। উহা অনুরক্ত ও ধীমান মহাজনে অধিষ্ঠিত; মত্ত মাতংগগণের নিঃশ্বাসবেগে তথাকার বায়ু চপলভাবে বিচরণ করিতেছে। উহার কোথাও শংখধ্বনি, কোথাও বা তূর্যরব; বরস্ত্রীসকল ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতেছে। প্রাসাদের দ্বার স্বর্ণনির্মিত; উহার সন্নিহিত সুপ্রশস্ত রাজপথে বহুসংখ্য লোক দলবদ্ধ হইয়া নানারূপ জল্পনা করিতেছে। উহা যেন

দেবতা ও গন্ধর্বের নিকেতন, যেন ভুজঙ্গের বাসভবন ; বিভীষণ উজ্জ্বল বেশে সূর্য যেমন জলদে তদ্রূপ ঐ সুসজ্জিত প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশকালে বেদবিৎ বিপ্রগণের মুখে রাবণের বিজয়-সংক্রান্ত পুণ্যাহঘোষ শুনিতে লাগিলেন। দেখিলেন, মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা পুষ্প, অক্ষত, ঘৃত ও দধিপাত্র দ্বারা অর্চিত হইয়াছেন।

পরে তিনি গৃহপ্রবেশপূর্বক তেজঃপ্রদীপ্ত সিংহাসনস্থ রাবণকে প্রণাম করিলেন এবং সমুচিত শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্বক রাজসঙ্কেতলব্ধ স্বর্ণমণ্ডিত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। গৃহ নির্জন, কেবল কয়েকটিমাত্র মন্ত্রী দৃষ্ট হইতেছে। এই অবসরে বহুদর্শী বিভীষণ রাবণকে সান্ত্ববাদ প্রয়োগপূর্বক দেশকালোচিত হিতকর বাক্যে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! যদবধি জানকী লঙ্কায় পদার্পণ করিয়াছেন সেই পর্যন্তই নানারূপ অমঙ্গল নিরীক্ষিত হইতেছে। অগ্নি সমন্ত্র আহুতি লাভে সম্যক্ বর্ধিত হয় না। উহা জ্বলিবার মুখে ধূমাকুল, পরে স্ফুলিঙ্গযুক্ত, ও ধূমজড়িত। রন্ধনশালা, হোমগৃহ ও ব্রহ্মস্থলীতে সরীসৃপগণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। হোমদ্রব্যে পিপীলিকা, ধেনুসকল দুগ্ধহীন এবং মাতঙ্গেরা মদস্রাব-শূন্য। অশ্বগণ বুভুক্ষিত হইয়া দীনভাবে হ্রেষারব করিতেছে। খর, উষ্ট্র ও অশ্বতরগণ কণ্টকিত দেহে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে ; এক্ষণে চিকিৎসা দ্বারাও উহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করা যায় না। বায়সগণ প্রাসাদোপরি দলে দলে উপবিষ্ট ; উহারা সর্বত্র একত্র হইয়া রুক্ষস্বরে ডাকিতেছে। গৃধ্রগণ অত্যন্ত আর্ত, উহারা প্রাসাদের উপর নিরবচ্ছিন্ন বসিয়া আছে। শিবাগণ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সন্নিহিত হইয়া অশুভ চীৎকার করিয়া থাকে এবং পুরদ্বারে মৃগ ও হিংস্রজন্তুগণের বজ্রধ্বনিসদৃশ ভীম রব নিয়তই শ্রুত হওয়া যায়। রাজন্! এক্ষণে এই আপদ শান্তির জন্য রামকে জানকী অর্পণ করাই শ্রেয। আমি যদিও লোভ ও মোহক্রমে কোনরূপ বিরুদ্ধ বলিয়া থাকি, তদ্বিষয়ে আমার দোষ গ্রহণ করিও না। এই সীতাহরণ অপরাধের ফল রাক্ষস ও রাক্ষসীগণকে অচিরাৎই ভোগ করিতে হইবে। যদিও মন্ত্রিমধ্যে কেহ তোমাকে আমার ন্যায় সৎপরামর্শ দেন নাই, তথাচ আমি যেরূপ দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি অবশ্যই তোমাকে বলিব। এক্ষণে অনুরোধ করি, তুমি আমার হিতকর বাক্য রক্ষা কর।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ বিভীষণের এই যুক্তিসঙ্গত কথা শ্রবণপূর্বক ক্রোধ-ভরে কহিলেন, আমি কুত্রাপি কিছুমাত্র ভয়ের কারণ দেখিতেছি না ; রামকে জানকী অর্পণ করা আমার অভিপ্রেত নয়। বলিতে কি, সে যদিও দেবগণের সহিত রণস্থলে উপস্থিত হয় তথাচ আমার অগ্রে কদাচ তিষ্ঠিতে পারিবে না।

একাদশ সর্গ ॥ রাবণ জানকীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত এবং তাঁহার চিন্তাতেই আসক্ত। তিনি পাপের গ্লানি এবং স্বজনের নিকট মানহানি এই দুই কারণে ক্রমশঃই ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন। তৎকালে যদিও যুদ্ধপ্রসঙ্গ বিহিত হইতেছে না তথাচ তিনি মন্ত্রী ও মিত্রগণের পরামর্শক্রমে তাহাই শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিলেন।

অনন্তর রথ সুসজ্জিত ও আনীত হইল ; উহা স্বর্ণজালজড়িত মুক্তামণি-শোভিত ও সুশিক্ষিত অশ্বে যোজিত। তিনি উজ্জ্বল বেশে ঐ উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্বক মেঘগম্ভীর রবে রাজসভায় যাত্রা করিলেন। রাক্ষসবীরগণ বিবিধ আয়ুধ ধারণ করিয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিল। বিকৃতবেশ রাক্ষসেরা তাঁহার

পার্শ্বদেশ ও পশ্চাৎভাগ আশ্রয়পূর্বক যাইতে লাগিল। অতিরথসকল সশস্ত্রে রথ, মত্ত হস্তী ও ক্রীড়াপটু অশ্বে তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। তুমুল শঙ্খধ্বনি ও ভেরীরব হইতে লাগিল। রাক্ষসরাজ রাবণের মস্তকে পূর্ণ-চন্দ্রাকার শ্বেতচ্ছত্র ; দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে স্ফটিকধবল স্বর্ণমঞ্জরীপূর্ণ চামরযুগল আন্দোলিত হইতেছে। পথপ্রান্তে বহুসংখ্য রাক্ষস কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান ছিল। তাহারা রাবণকে প্রণাম করিয়া জয়াশীর্বাদ প্রয়োগপূর্বক স্তুতিবাদ করিতে লাগিল। অদূরেই সভামণ্ডপ ; দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা প্রযত্নের সহিত উহা নির্মাণ করিয়াছেন। উহার কুট্টিমতল স্বর্ণ ও রজতে গ্রথিত ; মধ্যভাগে শুদ্ধ স্ফটিক ও স্বর্ণখচিত উত্তরচ্ছদ ; ছয়শত পিশাচ নিরন্তর ঐ গৃহ রক্ষা করিতেছে। রাবণ রথের ঘর্ঘর রবে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উপবেশনার্থ মরকতময় উৎকৃষ্ট আসন আস্তীর্ণ ছিল ; উহা কোমল মৃগচর্মে মণ্ডিত ও উপধানযুক্ত ; রাবণ রথ হইতে অবতরণপূর্বক ঐ আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং সম্মুখীন দূতগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, দূতগণ! এক্ষণে যুদ্ধসংক্রান্ত কোন কার্য উপস্থিত, তোমরা শীঘ্রই এই স্থানে রাক্ষসগণকে আনয়ন কর।

অনন্তর দূতেরা রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র লঙ্কামধ্যে পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং প্রতিগৃহে গিয়া বিহারশয্যা ও উদ্যানে ভোগপ্রসক্ত রাক্ষসগণকে নির্ভয়-চিত্তে আহ্বান করিতে লাগিল। তখন রাক্ষসদিগের মধ্যে কেহ রথে কেহ অশ্বে কেহ হস্তিপৃষ্ঠে এবং কেহ বা পাদচারে বহির্গত হইল। গগনমণ্ডল যেমন বিহঙ্গে পূর্ণ হয়, সেইরূপ ঐ লঙ্কাপুরী হস্তী অশ্ব ও রথে অবিলম্বেই পূর্ণ হইয়া গেল।

পরে উহারা গিয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে প্রণাম করিল। রাবণও উহাদিগকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন। উহাদের মধ্যে কেহ পীঠে, কেহ কুশাসনে ও কেহ বা ভূতলে উপবিষ্ট হইল। মন্ত্রিসকল অর্থনিশ্চয়কার্যে সুপণ্ডিত, তাঁহারা মর্যাদানুসারে উপবেশন করিলেন। সর্বজ্ঞ ধীমান অমাত্যগণ আসিয়া বসিতে লাগিল এবং অন্যান্য বহুসংখ্য লোক কার্যসৌকর্যের জন্য তথায় উপস্থিত হইল।

ইত্যবসরে বিভীষণ এক স্বর্ণখচিত অশ্বশোভিত সুপ্রশস্ত রথে আরোহণ-পূর্বক সভাপ্রবেশ করিলেন এবং আপনার নাম গ্রহণ করিয়া জ্যেষ্ঠ রাবণকে প্রণাম করিলেন। শুক ও প্রহস্ত সমাগত সমস্ত ব্যক্তিকে পৃথক পৃথক আসন প্রদান করিতে লাগিল। সকলেই স্বর্ণমণিশোভিত ও দিব্যাম্বরধারী, উৎকৃষ্ট অগুরু চন্দন ও মাল্যের গন্ধ বায়ুভরে সর্বত্র সঞ্চারিত হইতে লাগিল। সকলেই নীরব, কাহারও মুখে কিছুমাত্র বাক্যস্ফূর্তি হইতেছে না। সকলেই রাবণের মুখে ঘন ঘন দৃষ্টি-পাত করিতে লাগিল। উহারা শস্ত্রধারী ও মহাবল ; তখন রাক্ষসরাজ রাবণ বসুগণের মধ্যে বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় সভাস্থলে উহাদিগের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন।

দ্বাদশ সর্গ ॥ অনন্তর রাবণ সমগ্র পারিষদগণকে নিরীক্ষণপূর্বক সেনাপতি প্রহস্তকে কহিলেন, বীর! আমার চতুরঙ্গ সৈন্য যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত, এক্ষণে তাহারা যাহাতে সাবধান হইয়া নগর রক্ষা করে, তুমি তাহাদিগকে এইরূপ আদেশ কর। তখন সেনাপতি প্রহস্ত রাজাজ্ঞা সম্পাদন করিবার জন্য লঙ্কাপুরীর অন্তর্বাহ্যে সৈন্য সংস্থাপন করিল এবং পুনর্বার রাবণের সম্মুখে উপবেশন-

পূর্বক কহিল, রাজন্! আমি আপনার আজ্ঞাক্রমে নগরের অন্তর্বাহ্যে সৈন্য রক্ষা করিয়াছি ; এক্ষণে আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া যেরূপ অভিপ্রায় হয় করুন।

তখন রাবণ রাজহিতৈষী প্রহস্তের বাক্য শ্রবণপূর্বক সুহৃদগণকে কহিলেন, দেখ, সংকটকালে প্রিয়-অপ্রিয়, সুখ-দুঃখ, ক্ষতি-লাভ এবং হিতাহিত এই সমস্ত অবগত হওয়া তোমাদের কার্য। তোমরা পরস্পর পরামর্শপূর্বক যে-সমস্ত অনুষ্ঠান কর তাহা কদাচ বিফল হয় না। বলিতে কি, আমি তোমাদিগের সাহায্যেই নির্বিঘ্নে রাজশ্রী ভোগ করিতেছি। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ছয় মাসকাল নিদ্রিত ছিলেন, এইজন্য আমি তাঁহাকে কিছুই বলি নাই : এক্ষণে তিনি জাগরিত হইয়াছেন। আমি জনস্থান হইতে রামের প্রিয়মহিষী জানকীরে আনিয়াছি। সেই অলসগামিনী আমার প্রতি কিছুতেই অনুরক্ত হইতেছেন না। ত্রিলোকমধ্যে জানকীর তুল্য রূপবতী আর নাই। তাঁহার কটিদেশ সূক্ষ্ম, নিতম্ব স্থূল ও মুখ শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর। তিনি হেমময়ী প্রতিমার ন্যায় মনোহারিণী এবং ময়নির্মিত মায়ার ন্যায় চমৎকারিণী। তাঁহার চরণতল আরক্ত ও কোমল এবং নখর তাম্রবর্ণ ; তাঁহাকে দেখিয়া অবধি আমার মন অত্যন্ত অধীর হইয়াছে। তিনি হুত হুতাশনশিখার ন্যায় দীপ্তিমতী এবং সূর্যপ্রভার ন্যায় জ্যোতিষ্মতী। তাঁহার নাসিকা উচ্চ, নেত্রযুগল আয়ত এবং মুখ সুচারু। আমি তাঁহাকে দেখিয়া অবধি অত্যন্ত অধীর হইয়াছি। অনঙ্গ আমার ক্রোধ ও হর্ষ অতিক্রম করিয়া নিরন্তর অন্তরে জাগিতেছে, লাবণ্য মলিন করিতেছে এবং মনোমধ্যে শোক ও সন্তাপ বর্ধিত করিয়া তুলিতেছে। জানকী রামের প্রতীক্ষায় আমাকে সংবৎসর অপেক্ষা করিতে বলেন, আমিও তাহাতে সম্মত হইয়াছি। আমি পথশ্রান্ত অশ্বের ন্যায় কামবশে যারপরনাই ক্লান্ত। আরও দেখ, সমুদ্র নক্রকুম্ভীরপূর্ণ, জানি না রাম ও লক্ষ্মণ বানরগণ সমভিব্যাহারে কিরূপে উহা উত্তীর্ণ হইবেন। অথবা যখন একটিমাত্র বানর তাদৃশ কাণ্ড বাধাইয়া যায় তখন কার্যগতি বুঝিয়া উঠা নিতান্ত সুকঠিন। যদিও আমাদের পক্ষে মনুষ্য-ভয় অমূলক হইতেছে, তথাচ তোমরা স্ব-স্ব বুদ্ধি অনুসারে কার্যনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হও। পূর্বে আমি দেবাসুর-যুদ্ধে তোমাদিগেরই সহায়তায় জয়শ্রী লাভ করিয়াছিলাম, এক্ষণেও তোমরা এই বিষয়ে আমায় আনুকূল্য কর। আমি শুনিয়াছি, রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ দূত-মুখে জানকীর উদ্দেশ পাইয়া, সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণের সহিত সমুদ্রের পূর্ব-পারে উপস্থিত। এক্ষণে জানকীরে প্রত্যর্পণ করিতে না হয় এবং তাহাদিগকেও বধ করিতে পারা যায়, তোমরা এইরূপ কোন একটি পরামর্শ কর। একজন মনুষ্য বানরসৈন্যের সহিত সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্বক আমাকে যে পরাজয় করিবে আমি সে আশঙ্কা কিছুমাত্র করি না। মনুষ্যের কথা দূরে থাক, জগতে কোন্ ব্যক্তির এই বিষয়ে সাহস হয়? এক্ষণে নিঃসন্দেহ আমারই জয় হইবে।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ রাবণের বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রাজন্! যমুনা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার কালেই আপনার হ্রদ পরিপূর্ণ করিয়াছিল, কিন্তু সমুদ্রসঙ্গমের পর আর কিরূপে তদ্বিষয়ে সমর্থ হইবে। তুমি যখন দর্শনমাত্র মোহিত হইয়া জানকীরে হরণ করিয়াছ তখন ত বিচার-কাল অতীত হইয়াছে। ফলতঃ বলপূর্বক পরস্ত্রীকে আনয়ন করা তোমার পক্ষে অত্যন্ত বিসদৃশ হইয়াছে। যদি তুমি ইহাতে প্রবৃত্ত বিধানের পূর্বে আমাদিগকে জানাইতে, তবে অবশ্যই ইহার একটা প্রতিকার হইত। যে রাজা মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ন্যায়সঙ্গত কার্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অনুতাপ তাঁহাকে কদাচই স্পর্শ করিতে পারে না।

যদি পরামর্শ ব্যতীত কোন অন্যায় কার্য অনুষ্ঠিত হয়, অপবিত্র যজ্ঞে আহুত হবির ন্যায় তাহা কেবল কষ্টেরই কারণ হইয়া উঠে। যে মহীপাল কার্যের পৌর্বাপর্য বুঝেন না, তাঁহার নীতিজ্ঞান যৎসামান্য। ফলতঃ যিনি এইরূপ চপলস্বভাব, অধিকবল হইলেও বিপক্ষেরা তাঁহার ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। রাজন্! তুমি পরিণাম না বুঝিয়া এই কার্য করিয়াছ, মহাবীর রাম বিষাক্ত অন্নবৎ প্রবিষ্ট হইয়া তোমাকে যে এখনও নষ্ট করেন নাই, ইহা কেবল তোমারই ভাগ্যবল! অতঃপর আমি তোমার শত্রুবিনাশে সহায়তা করিব। ইন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, বায়ু, কুবের ও বরুণ, যিনিই হউন না, আমি তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। আমার দেহ পর্বতপ্রমাণ, ও দন্ত সুতীক্ষ্ন; আমি যখন প্রকাণ্ড অর্গলহস্তে সিংহনাদ করিতে থাকিব, তখন সাক্ষাৎ পুরন্দরও ভয়ে বিহ্বল হইবেন। তুমি আশ্বস্ত হও, রাম একটি শরের পর দ্বিতীয়টি পরিত্যাগ না করিতেই আমি তাহার শোণিত পান করিব। আমি তাহার বধসাধনপূর্বক সুখকরী জয়শ্রী তোমাকে দিব এবং বানর-বীরগণকে ভক্ষণ করিব। রাজন্! তুমি উৎকৃষ্ট মদ্যপান কর এবং নির্ভয়ে হিতকর কার্যে প্রবৃত্ত হও। রাম আমার হস্তে বিনষ্ট হইলে জানকী তোমারই হইবেন।

ত্রয়োদশ সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর মহাপার্শ্ব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, রাজন্! যে ব্যক্তি হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যে প্রবেশপূর্বক অযত্নসুলভ মধুপান না করে, সে নিতান্ত মূর্খ সন্দেহ নাই। প্রভুরও কি প্রভু থাকা সম্ভব? আপনি স্বচ্ছন্দে রামের মস্তকে পদার্পণপূর্বক জানকীর সহিত কালহরণ করুন। আপনি কুক্কুটবৎ বলপূর্বক প্রবর্তিত হউন এবং জানকীরে গিয়া পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করুন। ইচ্ছা পূর্ণ হইলে আর কিসের ভয়? যদিও ভয়ের কোন কারণ উপস্থিত হয়, আপনি অনায়াসে প্রতিবিধান করিতে পারিবেন। কুম্ভকর্ণ ও ইন্দ্রজিৎ এই দুই মহাবীর ইন্দ্রকেও দমন করিতে পারেন। দেখুন, নীতিনিপুণ ব্যক্তিরা কার্যসিদ্ধির চারিটি উপায় নির্দেশ করিয়াছেন—সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড। তন্মধ্যে আমরা পূর্বোক্ত তিনটি পরিত্যাগপূর্বক দণ্ডকেই শ্রেষ্ঠ উপায় বোধ করিয়া থাকি। এক্ষণে অধিক আর কি, বিপক্ষেরা নিশ্চয়ই আমাদিগের শস্ত্রবলে পরাজিত হইবে।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ মহাপার্শ্বের বাক্যে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, বীর! এস্থলে একটি পূর্ব ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, শুন। আমি একদা দেখিলাম, পুঞ্জিকস্থলা নাম্নী কোন এক অপ্সরা আকাশপথে লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিতেছিল। সে অগ্নিজ্বালার ন্যায় উজ্জ্বল। সে আমার প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র ভয়ে যেন আকাশে মিশিয়া যাইতে লাগিল। পরে আমি তাহাকে গ্রহণ করিলাম এবং তৎক্ষণাৎ বিবসনা করিয়া ফেলিলাম। অনন্তর সে দলিত নলিনীর ন্যায় ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা উহার মুখে আমার দুর্ব্যবহারের পরিচয় পাইয়া ক্রোধভরে আমায় এইরূপ অভিশাপ দেন, দুষ্ট! আজ অবধি যদি তুই কোন স্ত্রীর প্রতি বলপ্রকাশ করিস, তবে নিশ্চয়ই তোর মস্তক শতধা চূর্ণ হইবে। বীর! সেই পর্যন্ত আমি ব্রহ্মার শাপভয়ে ভীত হইয়া আছি এবং এই কারণেই জানকীর প্রতি বলপ্রকাশ করিতেছি না। আমি বেগে সমুদ্রের ন্যায় এবং গতিবশে বায়ুর ন্যায়। রাম আমার বলবিক্রম কিছুই জানে না, তজ্জন্য সে

লংকার অভিমুখে আসিতেছে। যে সিংহ ক্রোধাবিষ্ট কৃতান্তের ন্যায় গিরিগহ্বরে শয়ান আছে, কে তাহাকে প্রবোধিত করিতে সাহসী হয়? রাম আমার শরাসন-চ্যুত দ্বিজিহ্ব সর্পের ন্যায় ভয়ংকর শরসকল দেখে নাই, তজ্জন্যই সে আমার নিকট আসিতেছে। যেমন উল্কা দ্বারা হস্তীকে দগ্ধ করা যায় সেইরূপ আমি বজ্রসদৃশ শরে রামকে দগ্ধ করিব। যেমন সূর্যদেব উদিত হইয়া নক্ষত্রগণের প্রভা লোপ করেন, সেইরূপ আমি সসৈন্যে গিয়া তাহাকে বলশূন্য করিব। সহস্রচক্ষু ইন্দ্র এবং বরুণও আমাকে পরাজয় করিতে পারে না। এই পুরী পূর্বে ধনাধিপতি কুবেরের ছিল, আমি স্বীয় ভুজবলে ইহা অধিকার করিয়াছি।

চতুর্দশ সর্গ ॥ অনন্তর মহাত্মা বিভীষণ রাবণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! জানকী একটি ভীষণ সর্পবিশেষ ; তাঁহার বক্ষঃস্থল ঐ ভুজঙ্গের দেহ, চিন্তা বিষ, হাস্য তীক্ষ্ন দন্ত এবং হস্তের অঙ্গুলিদল পাঁচটি মস্তক ; তুমি সেই কালসর্পকে কেন কণ্ঠে বন্ধন করিয়াছ! এক্ষণে তীক্ষ্নদশন খরনখর পর্বতাকার বানরেরা যাবৎ লংকা অবরোধ না করিতেছে, তাবৎ তুমি রামের জানকী রামকেই অর্পণ কর। যাবৎ মহাবীর রামের বজ্রসার শরসকল বায়ুবেগে রাক্ষসগণের মস্তক ছেদন না করিতেছে, তাবৎ তুমি রামের জানকী রামকেই অর্পণ কর। কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, নিকুম্ভ, কুম্ভ ও অতিকায় ইহারা রণস্থলে রামের সম্মুখে কদাচই তিষ্ঠিতে পারিবে না। তুমি এক্ষণে সূর্য ও বায়ুকেই প্রসন্ন কর, ইন্দ্র ও যমেরই ক্রোড় আশ্রয় কর, আকাশ বা পাতালেই প্রবিষ্ট হও, প্রাণসত্ত্বে কখনই রামের হস্তে পরিত্রাণ পাইবে না।

তখন প্রহস্ত বিভীষণকে কহিল, বীর! আমরা যুদ্ধে দেব ও দানবকে ভয় করি না। আমরা যক্ষ, গন্ধর্ব, উরগ ও পক্ষীকেও ভয় করি না ; অতএব এক্ষণে মনুষ্য রাম হইতে আমাদের ভয়সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে?

তখন ধর্মশীল বিভীষণ রাবণের শুভোদ্দেশ্যে পুনর্বার কহিলেন, প্রহস্ত! মহোদর, কুম্ভকর্ণ, তুমি ও মহারাজ, তোমরা রামের উদ্দেশে যেরূপ কহিতেছ, অধার্মিকের পক্ষে স্বর্গসুখলাভের ন্যায় তাহা কদাচই সফল হইবার নহে। প্রহস্ত! আমাদের মধ্যে যে-কেহ হউক না, কে রামকে বধ করিতে পারিবে? ভেলাযোগে সমুদ্র অতিক্রম করা কি সহজ ব্যাপার? রাম ইক্ষ্বাকুবংশীয় ধর্মশীল ও কার্য-কুশল, দেবতারাও তাঁহার সম্মুখে হতবুদ্ধি হইয়া যান। প্রহস্ত! রামের সুতীক্ষ্ন শর এখনও তোমার মর্মভেদ করে নাই, তজ্জন্য তুমি এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিতেছ।

রামের শর প্রাণান্তকর এবং বজ্রতুল্য, তাহা এখনও তোমার দেহভেদ করিয়া তূণীরে প্রবিষ্ট হয় নাই, তজ্জন্য তুমি এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিতেছ। রাক্ষসরাজ রাবণ, মহাবল ত্রিশীর্ষ, নিকুম্ভ, ইন্দ্রজিৎ ও তুমি তোমাদের মধ্যে রামের বিক্রম সহিতে পারে এমন কে আছে? দেবান্তক, নরান্তক, অতিকায় ও অকম্পন, ইহারাও রামের অগ্রে তিষ্ঠিতে পারিবে না। বলিতে কি তোমরা রাবণের মিত্ররূপী শত্রু, ইনি তোমাদেরই প্রভাবে দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়াছেন। তোমরা রাক্ষসকুল নির্মূল করিবার জন্যই ইঁহার অনুবৃত্তি করিতেছ। ইনি অসমীক্ষাকারী ও উগ্রস্বভাব। যাহার দৈহিক বল অপরিচ্ছিন্ন, মস্তক সহস্র, সেই ভীম ভুজঙ্গ রাবণকে বলপূর্বক বেষ্টন করিয়াছে, এক্ষণে তোমরা সেই নাগপাশ হইতে ইঁহাকে বিমুক্ত কর। ইনি রামস্বরূপ সমুদ্রজলে নিমগ্ন, ইনি রামস্বরূপ পাতালমুখে নিপতিত, তোমরা সমবেত হইয়া কেশগ্রহণপূর্বক ইঁহাকে উদ্ধার কর। আমি অকপটে স্বমত ব্যক্ত করিয়া কহিতেছি এখনই রাজকুমার রামকে জানকী অর্পণ কর, ইহাতে এই রাক্ষসপুরীর মঙ্গল এবং সবান্ধব মহারাজেরও মঙ্গল হইবে। যিনি স্বপক্ষ ও পরপক্ষের বলবীর্য ও ক্ষতিলাভ বুদ্ধিপূর্বক বিচার করিয়া প্রভুকে হিতোপদেশ দেন, তিনিই যথার্থ মন্ত্রী।

পঞ্চদশ সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ সুরাচার্যকল্প বিভীষণের বাক্য কথঞ্চিৎ শ্রবণপূর্বক কহিলেন, কনিষ্ঠ তাত! আপনি ভয়শীলের ন্যায় অকারণ কি কহিতেছেন? যে ব্যক্তি রাক্ষসকুলে জন্মে নাই সেও এইরূপ বাক্য বলিতে এবং এইরূপ কার্য করিতে পারে না। আমাদের বংশে বল ও বীর্য, তেজ ও ধৈর্য কেবল আপনারই নাই। ভীরু! রাক্ষসকুলের কোন এক সামান্য বীরও সেই দুই রাজকুমারকে বধ করিতে পারে, তবে আপনি কিজন্য আমাদিগকে এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিতেছেন? সুররাজ ইন্দ্র ত্রিলোকের অধিপতি, আমি তাঁহাকে বন্দী করিয়া পৃথিবীতে আনিয়াছি। দেবগণ আমার এই লোমহর্ষণ কার্য দেখিয়া ভীত মনে চতুর্দিকে পলায়ন করেন। আমি গম্ভীর গর্জনশীল সুরগজ ঐরাবতকে স্বর্গচ্যুত করিয়া তাহার দুইটি দন্ত উৎপাটন করিয়া ফেলি। আমি দেবগণের দর্পনাশক এবং দানবগণের শোককারক, আমায়ও কি আবার সেই সামান্য দুইটি মনুষ্যকে ভয় করিতে হইবে?

তখন মহাবীর বিভীষণ তেজস্বী ইন্দ্রজিৎকে কহিলেন, বৎস! তুমি বালক, আজিও তোমার কিছুমাত্র বুদ্ধির পরিণতি হয় নাই এবং তোমার কার্যাকার্যবোধও যৎসামান্য, তজ্জন্যই তুমি আত্মনাশার্থ এইরূপ অসম্বদ্ধ কথা কহিতেছ। তুমি যখন রাবণের ঈদৃশ বিপদের কথা শুনিয়াও মোহবশে ইঁহাকে নিবারণ করিতেছ না, তখন তুমি ত ইঁহার নামত পুত্র; বলিতে কি, তুমি ইঁহার মিত্ররূপী শত্রু। তোমার দুর্বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তুমি সাহসিক ও বালক, আজ যে ব্যক্তি তোমাকে মন্ত্রিমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছে, সে ও তুমি উভয়েই রামের হস্তে নিহত হইবে। দুরাত্মন্! তুমি মূর্খ অবিনয়ী ও উগ্রপ্রকৃতি, তুমি বালস্বভাববশতই এইরূপ কহিতেছ। রামের শর ব্রহ্মদণ্ডবৎ উগ্র ও উজ্জ্বল এবং উহা প্রলয়বহ্নির ন্যায় অতিমাত্র করাল, সেই যমদণ্ডতুল্য শরদণ্ড উন্মুক্ত হইলে কে তাহা সহ্য করিতে পারিবে? রাক্ষসরাজ! অধিক আর কি, তুমি গিয়া এক্ষণে রামকে ধন-রত্ন ও বসন-ভূষণের সহিত সীতা সমর্পণ কর, তাহা হইলেই আমরা

এই লঙ্কাপুরীতে নির্ভয়ে বাস করিতে পারিব।

ষোড়শ সর্গ ॥ অনন্তর দুর্মতি রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিভীষণকে কঠোর বাক্যে কহিলেন, বরং শত্রু ও রুষ্ট সর্পের সহিত বাস করিবে কিন্তু মিত্ররূপী শত্রুর সহিত সহবাস কদাচই উচিত নহে। দেখ, জ্ঞাতিস্বভাব আমার অবিদিত নাই; একটি জ্ঞাতি আর একটি জ্ঞাতির বিপদে সততই হৃষ্ট হয়। জ্ঞাতির মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বপ্রধান, রাজ্যরক্ষার নিদান এবং জ্ঞান ও ধর্মে অলঙ্কৃত, জ্ঞাতিরা তাহার অবমাননা করে এবং সে যদি একজন বীরপুরুষ হয় তবে সুযোগ পাইয়া তাহাকে পরাভব করিয়া থাকে। এই সমস্ত আততায়ীর হৃদয় কপটতাপূর্ণ এবং ইহারা ভয়ানক পদার্থ। পূর্বে পদ্মবনে কয়েকটি হস্তী পাশহস্ত মনুষ্যকে দেখিয়া যাহা কহিয়াছিল এস্থলে আমি সেইকথার উল্লেখ করিতেছি শুন। হস্তীরা কহিল, দেখ, আমরা অস্ত্র, অগ্নি ও পাশকেও তাদৃশ ভয় করি না, স্বার্থান্ধ জ্ঞাতিবর্গই আমাদের একমাত্র ভয়ের কারণ। তাহারাই আমাদিগের গ্রহণকৌশল অন্যের নিকট উদ্ভাবন করিয়া দেয়। অতএব জ্ঞাতিভয় সর্বাপেক্ষা কষ্টকর। ধেনুতে গব্য, জ্ঞাতিতে ভয়, স্ত্রীজাতিতে চাপল্য এবং ব্রাহ্মণে তপস্যা অবশ্যই থাকে। বিভীষণ! আমি অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি, শত্রুবিজয়ী ও ত্রিলোকপূজিত, বোধ হয় তোমার চক্ষে ইহা সহ্য হইতেছে না। অনার্যের সহিত সৌহার্দ্য পদ্মপত্রে পতিত জলবিন্দুর ন্যায় তরল; উহা শারদীয় মেঘবৎ কেবল গর্জন ও বর্ষণ করে কিন্তু জলক্লেদ কোনক্রমে করিতে পারে না। ভৃঙ্গ যেমন ইচ্ছানুরূপ পুষ্পরস পানপূর্বক পলায়ন করে, অনার্যের সৌহার্দ্য সেইরূপ অস্থির হইয়া থাকে। ভৃঙ্গ যেমন ইচ্ছানুরূপ কাশপুষ্প চর্বণপূর্বক রসলাভে বঞ্চিত হয়, সেইরূপ অনার্যের সহিত সৌহার্দ্য কদাচই ফলপ্রদ হয় না। হস্তী যেমন স্নানের পর শুণ্ড দ্বারা ধূলি লইয়া সর্বাঙ্গ দূষিত করে সেইরূপ অনার্য ব্যক্তি পূর্বসঞ্চিত স্নেহ পরে স্বয়ংই উচ্ছেদ করিয়া ফেলে। রে কুলকলঙ্ক! তোরে ধিক্! যদি আমাকে অন্য কেহ এইরূপ কহিত, তবে দেখিতিস তদ্দণ্ডেই তাহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিতাম।

তখন যথার্থবাদী বিভীষণ জ্যেষ্ঠের এইরূপ কঠোর কথা শ্রবণপূর্বক গদাহস্তে চারিজন রাক্ষসের সহিত গাত্রোত্থান করিলেন এবং অন্তরীক্ষে আরোহণপূর্বক ক্রোধভরে রাবণকে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! তুমি সর্বজ্যেষ্ঠ পিতৃতুল্য ও মাননীয়, কিন্তু তোমার কিছুমাত্র ধর্মদৃষ্টি নাই। তুমি অতিশয় ভ্রান্ত; এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয় বল, কিন্তু আমি এই সমস্ত কঠোর কথা কিছুতেই সহ্য করিতেছি না। আমি হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া তোমাকে হিতই কহিতেছিলাম, আসন্ন মৃত্যু-অধীর ব্যক্তিই আমার এইরূপ কথায় বিরক্ত হইয়া থাকে। রাজন্! প্রিয়বাদী হওয়াই সুলভ, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। তুমি সর্বভূতাপহারী-কালপাশে বদ্ধ হইয়াছ, এক্ষণে আমি প্রদীপ্ত গৃহের ন্যায় তোমার মহাবিনাশ কিরূপে উপেক্ষা করিব। রামের শর শাণিত, স্বর্ণখচিত ও প্রদীপ্ত, তুমি সেই শরে নিহত হইবে আমি ইহা স্বচক্ষে কিরূপে দেখিব। যে ব্যক্তি মহাবল মহাবীর ও কৃতাস্ত্র সেও কালপাশে জড়িত হইয়া বালুকা-রচিত সেতুর ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়ে। তুমি আমার গুরু, আমি তোমার শুভ-সঙ্কল্পে যেরূপ কহিলাম, তুমি তাহা ক্ষমা

কর এবং আত্মরক্ষায় যত্নবান হও। আমি চলিলাম, তুমি আমাব্যতীত সুখে থাক। রাজন্‌! আমি শুভোদ্দেশেই তোমাকে নিষেধ করিতেছি, কিন্তু আমার এই সমস্ত কথা কিছুতেই তোমার প্রীতিকর হইল না। যাহার আয়ুঃশেষ হইয়া আইসে, সুহৃদের হিতকর বাক্য তাহার অপ্রীতিকর হইয়া উঠে।

সপ্তদশ সর্গ ॥ মহাত্মা বিভীষণ রাবণকে কঠোর বাক্যে এইরূপ কহিয়া, যথায় রাম ও লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছেন, মুহূর্তমধ্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বয়ং সুমেরুশিখরবৎ উজ্জ্বল এবং বিদ্যুতের ন্যায় প্রদীপ্ত। বানরবীরগণ অন্তরীক্ষে সহসা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিল। বিভীষণের সঙ্গে চারিটি অনুচর, উঁহারা মহাবল ও মহাবীর, উঁহাদের অঙ্গে বর্ম ও উৎকৃষ্ট ভূষণ, হস্তে নানারূপ অস্ত্রশস্ত্র। সুগ্রীব দূরে হইতে ঐ পাঁচজন রাক্ষসকে দেখিয়া বানরগণের সহিত কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং হনুমান প্রভৃতি বীরগণকে কহিলেন, দেখ, ঐ একটি সর্বাস্ত্রধারী রাক্ষস অপর চারিটি রাক্ষসের সহিত আমাদিগের বিনাশার্থই আসিতেছে সন্দেহ নাই।

বানরগণ সুগ্রীবের এই কথা শুনিবামাত্র শাল ও শৈল উৎপাটনপূর্বক কহিল, রাজন্‌! তুমি অনুজ্ঞা কর, আমরা অবিলম্বেই ঐ সমস্ত দুরাত্মাকে বধ করিব। উহারা অল্পপ্রাণ, আমাদের এই শাল ও শিলার আঘাতে নিশ্চয়ই নিহত হইবে।

অনন্তর বিভীষণ ক্রমশঃ সমুদ্রের উত্তর তীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি নির্ভয় ও নিরাকুল, অদূরেই সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি উহাদিগকে দেখিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, লঙ্কাদ্বীপে রাবণ নামে কোন এক দুর্বৃত্ত রাক্ষস আছে। সে রাক্ষসগণের রাজা, আমি তাহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, নাম বিভীষণ। সে বিহগরাজ জটায়ুকে বধ করিয়া জনস্থান হইতে জানকীরে লইয়া আইসে। এক্ষণে সেই দীনা অশরণা তাহারই অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ, বহুসংখ্য রাক্ষসী নিরন্তর তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। আমি রাবণকে সুসঙ্গত বাক্যে পুনঃ পুনঃ কহিয়াছিলাম, রাজন্‌! তুমি গিয়া রামের হস্তে জানকী অর্পণ কর। কিন্তু তাহার মৃত্যুকাল নিকটবর্তী, মুমূর্ষুর পক্ষে ঔষধবৎ আমার হিতকর বাক্য তাহার প্রীতিকর হয় নাই। সে আমাকে নানারূপ কটু কথা কহিল এবং দাসনির্বিশেষে, অবমাননা করিল। এক্ষণে আমি স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগপূর্বক রামের শরণাপন্ন হইলাম। মহাত্মা রাম সকলের আশ্রয়, তোমরা শীঘ্রই তাঁহাকে গিয়া বল যে বিভীষণ আসিয়াছে।

তখন কপিরাজ সুগ্রীব ত্বরিতপদে রাম ও লক্ষ্মণের সন্নিহিত হইয়া ক্রোধভরে কহিলেন, বীর! শত্রুপক্ষীয় কোন এক ব্যক্তি অতর্কিতভাবে আমাদিগের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সে সুযোগ পাইয়া উলূক যেমন বায়সগণকে বধ করিয়াছিল সেইরূপ বানরগণকে বধ করিবে। এক্ষণে স্বপক্ষ ও পরপক্ষীয় কার্য, মন্ত্রণা, সেনানিবেশ ও দূত এই কয়েকটিতে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। রাক্ষসেরা কামরূপী ও বীর ; উহারা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কূট উপায় অবলম্বনপূর্বক অন্যের অপকার করে, সুতরাং উহাদেব উপর বিশ্বাস স্থাপন উচিত হইতেছে না। আগন্তুক ব্যক্তি নিশ্চয় রাবণেরই চর, সে একবার প্রবেশে অধিকার পাইলে আমাদের পরস্পরকে ভেদ করিতে পারে। অথবা আমরা বিশ্বাসভরে অসাবধান

থাকিব, সেই সুযোগে ঐ বুদ্ধিমান নিশ্চয়ই আমাদিগকে বিনাশ করিবে। দেখ, কেবল শত্রুপক্ষ ব্যতীত মিত্র, আরণ্যক, আপ্ত বন্ধু ও ভৃত্য ইহাদিগকে সংগ্রহ করা কর্তব্য। উপস্থিত ব্যক্তির নাম বিভীষণ, সে বিপক্ষ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমাদিগেরই শত্রু, সুতরাং তাহাকে কিরূপে বিশ্বাস করিব। ঐ ব্যক্তি রাবণের নিয়োগে চারিজন সহচরের সহিত তোমার শরণাপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে তাহাকে বধ করাই শ্রেয়। তুমি বিশ্বাসপ্রবণ ও নিশ্চিন্ত থাকিবে, এই সুযোগে সে মায়াবলে প্রচ্ছন্ন হইয়া তোমাকে বিনাশ করিতে পারে। সুতরাং তাহাকে তীব্র প্রহারে সংহার করাই কর্তব্য। সেনাপতি সুগ্রীব ক্রোধভরে রামের নিকট এইরূপে স্বমত ব্যক্ত করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

অনন্তর মহামতি রাম হনুমান প্রভৃতি বানরগণকে কহিলেন, দেখ, কপিরাজ সুগ্রীব বিভীষণকে লক্ষ্য করিয়া যে-সমস্ত যুক্তিসঙ্গত কথা কহিলেন তাহা ত শ্রবণ করিলে? যিনি অবিনশ্বর সম্পদ চান, তিনি সুযোগ্য ও বুদ্ধিমান, সন্দেহ-স্থলে সুহৃদকে উপদেশ দেওয়া তাঁহার অবশ্য কর্তব্য। এক্ষণে উপস্থিত বিষয়ে তোমাদেরই বা কিরূপ অভিপ্রায়, আমি তাহা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি।

তখন হিতার্থী বানরগণ উপচার বাক্যে রামকে কহিল, বীর! ত্রিলোকমধ্যে তোমার অবিদিত কিছুই নাই, এক্ষণে তুমি কেবল সুহৃদ্ভাবে আমাদিগের সম্মান বর্ধনের জন্যই এইরূপ কহিতেছ। তুমি সত্যব্রত বীর ও ধর্মপরায়ণ, সুহৃদের প্রতি তোমার বিশ্বাস অটল এবং তুমি বিবেচক। এক্ষণে তোমার নিকট ধীমান সুদক্ষ সচিবগণ স্ব-স্ব মত প্রকাশ করুন।

তখন অঙ্গদ কহিলেন, বীর! বিভীষণ শত্রুপক্ষ হইতে উপস্থিত, সুতরাং সে বিশেষ আশঙ্কার স্থল; তাহাকে বিশ্বাস করা কদাচই উচিত নয়। দেখ, শঠেরা প্রচ্ছন্ন হইয়া বিচরণ করে এবং সুযোগ অন্বেষণপূর্বক প্রহার করিয়া থাকে। এইরূপ অনর্থ অতি ভয়ানক। হিতাহিত বুঝিয়া কার্য করা আবশ্যক; গুণদৃষ্টে সংগ্রহ ও দোষদৃষ্টে পরিত্যাগই কর্তব্য। এক্ষণে যদি বিভীষণের কোন মহৎ দোষ থাকে তবে তুমি নির্বিচারে তাহাকে পরিত্যাগ কর এবং যদি তাহার বিশেষ গুণ থাকে তবে তাহাকে সংগ্রহ কর।

পরে মহাবীর শরভ যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, বীব! তুমি বিভীষণের পরীক্ষার্থ শীঘ্রই চর নিয়োগ কর। অগ্রে সূক্ষ্মবুদ্ধি চরের দ্বারা তাহাকে যথাবৎ পরীক্ষা করিয়া পরে গ্রহণ করিও।

অনন্তর বিচক্ষণ জাম্ববান শাস্ত্রসিদ্ধান্ত উদ্ভাবনপূর্বক কহিলেন, রাম! রাবণ আমাদিগের পরম শত্রু, পাপস্বভাব বিভীষণ তাহারই নিয়োগে অসময়ে ও অস্থানে উপস্থিত, সুতরাং সে অবশ্যই আশঙ্কার পাত্র।

পরে বিচক্ষণ মৈন্দ সমস্ত পর্যবেক্ষণপূর্বক যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, রাম! বিভীষণ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, অগ্রে তাঁহাকে শান্তবাক্যে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা কর। সে দুষ্টস্বভাব কি না অগ্রে তাহাও পরীক্ষা কর। পরে বুদ্ধিবলে কর্তব্য স্থির করিয়া যেরূপ হয় করিও।

অনন্তর শাস্ত্রবিৎ মন্ত্রিপ্রধান হনুমান মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাম! তুমি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও বক্তা, সুরগুরু বৃহস্পতিও বাক-বৈভবে তোমা অপেক্ষা অধিক নহেন। এক্ষণে আমি বাকপটুতা, পরস্পর-স্পর্ধা, অধিক বুদ্ধিমত্তা ও ইচ্ছা দ্বারা প্রবর্তিত না হইয়া কেবল কার্যানুরোধে কিছু কহিতেছি, শুন। তোমার মন্ত্রিবর্গ বিভীষণের গুণদোষ পরীক্ষার জন্য যাহা কহিলেন আমার তাহা সঙ্গত

বোধ হইল না। কারণ এস্থলে পরীক্ষাই ত একপ্রকার অসম্ভব। নিয়োগ ব্যতীত পরীক্ষা সম্ভবে না এবং সহসা সেই নিয়োগও অসংগত। চরপ্রেরণের কথা যাহা হইল তাহাতেও বক্তব্য এই যে, প্রত্যক্ষ বিষয়ে চর নিয়োগ নিষ্ফল। আর দেশকাল সম্পর্কে যে কথা হইল তদ্বিষয়েও আমার যথাজ্ঞান কিছু বলিবার আছে, শুন। বিভীষণ প্রকৃত দেশ ও প্রকৃত কালেই উপস্থিত হইয়াছেন। রাবণ পাপস্বভাব, তুমি ধার্মিক, সে দোষী তুমি নির্দোষ, সে দুরাত্মা তুমি মহাবীর ; বিভীষণ এই সমস্ত নিশ্চয় করিয়া যে এই স্থানে আসিয়াছেন ইহা তাঁহার উচিতই হইয়াছে। আরও গুপ্তচর নিয়োগপূর্বক বিভীষণকে পরীক্ষা করা কর্তব্য, এইটি মৈন্দের অভিপ্রায়, এই বিষয়েও আমার কিছু বলিবার আছে। দেখ, কোন বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে বুদ্ধিমানের মনে সহসা আশঙ্কার উদয় হইয়া থাকে। যদিও ইহা দ্বারা প্রকৃত বৃত্তান্ত কিয়ৎ পরিমাণে সংগৃহীত হইতে পারে, কিন্তু আগন্তুক ব্যক্তি যদি মিত্র হয় এবং যদি সুখলাভে তাহার ইচ্ছা থাকে তবে এইরূপ বৃথা অনুসন্ধানে তাহার মন কলুষিত হইবে। আরও দেখ, প্রশ্নমাত্রেই যে শত্রুর ভাবগতি পরীক্ষা করা যায় ইহা অতি অমূলক কথা, এক্ষণে তুমি স্বয়ংই তাহার সহিত কথাপ্রসংগ কর এবং কণ্ঠস্বরে তাহার আন্তরিক ভাব বুঝিয়া লও। বলিতে কি, বিভীষণ আসিয়া যখন আত্মপরিচয় দেয়, তখন তাহার দুষ্টতা কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় নাই এবং তাহার মুখপ্রসাদও লক্ষিত হইয়াছিল, সুতরাং আমি তাহাকে কিরূপে সংশয় করিব। যে ব্যক্তি শঠ হয়, সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া অশঙ্কিত মনে আইসে না। বিভীষণের বাক্য কূটার্থপূর্ণ নহে, সুতরাং আমি তাহাকে কিরূপে সংশয় করিব। দেখ, আন্তরিকভাব প্রচ্ছন্ন রাখা কোন মতে সহজ হয় না, তাহা বলপূর্বক বিবৃত হইয়া পড়ে। বীর! বিভীষণের এই কার্য দেশকালের বিরোধী নহে। ইহা অনুষ্ঠিত হইলে শীঘ্রই তাহার উপকার দর্শিতে পারিবে। বিভীষণ তোমার যুদ্ধচেষ্টা, রাবণের বৃথা বলগর্ব, বালীবধ ও সুগ্রীবের অভিষেক এই সমস্ত আলোচনা করিয়া রাজ্যকামনায় বুদ্ধিপূর্বকই এই স্থানে আসিয়াছেন। এই সমস্ত বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহাকে সংগ্রহ করাই উচিত বোধ হয়। রাম! তুমি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ, আমি বিভীষণের আন্তরিক অকপট ভাব লক্ষ্য করিয়া এইরূপ কহিলাম, এক্ষণে তোমার যাহা শ্রেয়স্কর বোধ হয় তাহাই কর।

অষ্টাদশ সর্গ ॥ অনন্তর শাস্ত্রজ্ঞ রাম হনুমানের এই কথা শুনিয়া প্রসন্নমনে কহিলেন, বানরগণ! তোমরা আমার হিতার্থী, এক্ষণে আমিও বিভীষণের উদ্দেশে কিছু কহিব, শুন। দেখ, বিভীষণ মিত্রভাবে উপস্থিত, এক্ষণে যদিও তাঁহার কোনরূপ দোষ দেখা যায় তথাচ আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না ; দোষস্পৃষ্ট হইলেও শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়া সাধুর অযশস্কর কার্য নহে।

তখন কপিরাজ সুগ্রীব যুক্তিপ্রদর্শনপূর্বক কহিলেন, যে ব্যক্তি বিপদ উপস্থিত দেখিয়া ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করে, সে দোষী বা নির্দোষ হউক, তাহাকে সংগ্রহ করা কখনও উচিত নয়। সে যে সংকটকালে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে না তাহারই বা বিশেষ প্রমাণ কি?

অনন্তর রাম বানরগণের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! প্রিয়সুহৃৎ সুগ্রীব যাহা কহিলেন, সবিশেষ শাস্ত্রজ্ঞান ও বৃদ্ধ-সেবা ব্যতীত এরূপ কথা বলা সহজ নয়। কিন্তু আমি জানি, রাজগণের মধ্যে

ভ্রাতৃবিরোধ বিষয়ে প্রত্যক্ষ লৌকিক এই দুই প্রকার সূক্ষ্মতর যুক্তি আছে, এক্ষণে আমি তোমাদের নিকট তাহার উল্লেখ করিতেছি, শুন। শত্রু দ্বিবিধ, জ্ঞাতি ও আসন্নদেশবর্তী। এই দুই প্রকার শত্রু কোনরূপ সুযোগ পাইলে স্ববিরোধী জ্ঞাতির যথোচিত অপকার করিয়া থাকে। বিভীষণ এই অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়াই এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। যে-সমস্ত জ্ঞাতি পরস্পরের হিতার্থী হয়, পরস্পরের কল্যাণ কামনাই তাহাদের উদ্দেশ্য, এই ত লোক-ব্যবহার, কিন্তু রাজগণ হিতাকাঙ্ক্ষী জ্ঞাতিকেও শঙ্কা করিয়া থাকেন। সখে! শত্রুপক্ষকে সংগ্রহ করিবার বিষয়ে তুমি যে-সমস্ত দোষ প্রদর্শন করিলে তাহারও সঙ্গত উত্তর আছে, শুন। আমরা বিভীষণের জ্ঞাতি নহি, জ্ঞাতিত্ব-সূত্রে আমাদের সহিত তাঁহার শত্রুতাও কিছুমাত্র নাই। তিনি স্বয়ং রাজ্যলাভার্থী, স্বার্থরক্ষার জন্য আমাদের সহিত সদ্ভাব স্থাপনই তাঁহার উদ্দেশ্য। দেখ, রাক্ষসদিগেরও কার্যাকার্যবিচারের শক্তি আছে। সুতরাং বিভীষণকে সংগ্রহ করা কর্তব্য। যদি ভ্রাতৃগণ নিরাকুল ও সন্তুষ্ট থাকে, তবেই তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব নচেৎ অসদ্ভাব, পরে যুদ্ধকোলাহল ও ভীতি। এক্ষণে বিভীষণের ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তন্নিবন্ধনই তাঁহার এই স্থানে আগমন ; সুতরাং তাঁহাকে সংগ্রহ করা সঙ্গত হইতেছে। সখে! সকলেই কিছু ভরতের ন্যায় ভ্রাতা নহে, সকলেই কিছু আমার ন্যায় পুত্র নহে এবং সকলেই কিছু তোমার ন্যায় মিত্র হইতে পারে না।

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, বীর! বিভীষণ রাবণের প্রেরিত, সুতরাং আমার বোধ হয় তাহাকে নিগ্রহ করাই আবশ্যক। তুমি, আমি ও লক্ষ্মণ আমরা তিনজন বিশ্বস্তমনে উদাসীন থাকিব, ইত্যবসরে সে কূটবুদ্ধি-প্রবর্তিত হইয়া আমাদিগকে বিনাশ করিবে। বলিতে কি, তাহার এ স্থানে আসিবার উদ্দেশ্যই এই। সে ক্রূর-প্রকৃতি রাবণের ভ্রাতা, সুতরাং এক্ষণে সচিবগণের সহিত তাহাকে বিনাশ করাই কর্তব্য হইতেছে।

তখন রাম কহিলেন, সখে! বিভীষণ দোষী বা নির্দোষই হউক, সে আমার অল্পমাত্রও অপকার করিতে পারিবে না। আমি মনে করিলে পিশাচ, দানব, যক্ষ ও পৃথিবীস্থ সমস্ত রাক্ষসকে অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা বিনাশ করিতে পারি। শুনিয়াছি একদা কোন ব্যাধ বৃক্ষতলে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। ঐ বৃক্ষে একটি কপোত বাস করিত। ব্যাধ তাহার ভার্যাকে বিনষ্ট করে। কিন্তু কপোত তাহাকে শরণাপন্ন দেখিয়া যথোচিত আদরপূর্বক স্বীয় মাংসে তাহার তৃপ্তি সাধন করিয়াছিল। যখন শত্রুর প্রতি পক্ষীরও এইরূপ ব্যবহার তখন মাদৃশ লোক কিরূপে তাহার ব্যতিক্রম করিবে। পূর্বে মহর্ষি কণ্বের পুত্র সত্যবাদী কণ্ডু যে-গাথা কীর্তন করিয়াছিলেন আমি তাহার উল্লেখ করিতেছি, শুন। তিনি কহেন, যদি শত্রুও কৃতাঞ্জলিপুটে শরণাপন্ন হয় তবে ধর্মরক্ষার্থ তাহাকে অভয়দান করিবে। শত্রু ভীত বা গর্বিতই হউক, যদি অপর কোন ব্যক্তির নিপীড়নে শরণাপন্ন হয়, তাহাকে প্রাণপণে রক্ষা করা ধার্মিকের কর্তব্য। যদি কেহ ভয়, মোহ, বা ইচ্ছাক্রমে শরণাগতকে স্বশক্তি অনুসারে রক্ষা না করে, তবে সে তজ্জন্য পাপভাগী হয় এবং তাহার অযশও সর্বত্র প্রচার হইয়া থাকে। যদি শরণাপন্ন ব্যক্তি রক্ষকের সম্মুখে বিনষ্ট হয় তবে তাহার সমগ্র পাপ রক্ষকে সংক্রমিত হইয়া থাকে। বানরগণ! শরণাগতকে প্রত্যাখ্যান করিলে এই সমস্ত দোষ জন্মে ; ইহা অযশস্কর ও বলবীর্যনাশক এবং এই জন্যই লোকের সদ্গতি হয় না। অতঃপর আমি কণ্ডুর

মতানুসারে কার্য করিব। যদি কেহ একবার উপস্থিত হইয়া বলে "আমি তোমার" তাহাকে অভয় দান করাই আমার ব্রত। সুগ্রীব! এক্ষণে বিভীষণ বা রাবণ যেই কেন উপস্থিত হউন না, তুমি শীঘ্র তাঁহাকে আমার নিকট আনয়ন কর, আমি অভয় দান করিব।

তখন কপিরাজ সুগ্রীব রামের এই কথা শুনিয়া সুহৃৎস্নেহে কহিলেন, রাম! তুমি ধার্মিক সত্ত্বপ্রধান ও সৎপথাবলম্বী, তুমি যে এইরূপ কল্যাণকর কথা কহিবে ইহা নিতান্ত আশ্চর্যের নহে। হনুমান সবিশেষ অনুমানপূর্বক বিভীষণকে সর্বাঙ্গীণ পরীক্ষা করিয়াছেন এবং আমারও অন্তরাত্মা তাঁহাকে শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়াই বুঝিতেছে। ধার্মিক বিভীষণ সুবিজ্ঞ, এক্ষণে তিনি শীঘ্র আমাদের তুল্যাধিকারী হউন এবং আমাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করুন।

একোনবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর ভক্তিমান বিভীষণ রামের অভয় প্রদানে একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া, ভূতলে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং চারিজন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত গগনতল হইতে অবতীর্ণ হইয়া রামকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার অনুচরেরাও অনুক্রমে প্রণিপাত করিল। পরে তিনি রামকে ধর্মানুগত প্রীতিকর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাম। আমি রাক্ষসরাজ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি যারপরনাই আমার অবমাননা করিয়াছেন। তুমি সকলের শরণ্য, আমি এইজন্য তোমার শরণাপন্ন হইলাম। আমি লঙ্কাপুরী, ধনসম্পদ ও মিত্র সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছি, এক্ষণে আমার জীবন ও সুখ তোমারই আয়ত্ত।

তখন রাম বিভীষণকে সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণপূর্বক সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, বিভীষণ! রাক্ষসগণের বলাবল কিরূপ, তুমি আমার নিকট যথার্থতঃ তৎসমুদয় উল্লেখ কর।

বিভীষণ কহিলেন, রাজকুমার! রাক্ষসরাজ রাবণ প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে সর্বভূতের অবধ্য হইয়া আছেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার নাম কুম্ভকর্ণ। আমি সর্বকনিষ্ঠ। কুম্ভকর্ণ রণস্থলে সুররাজ ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন। প্রহস্ত রাবণের সর্বপ্রধান সেনাপতি। তিনি কৈলাস পর্বতে মণিভদ্রকে পরাজয় করিয়াছিলেন। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাবণের পুত্র। তিনি গোধাচর্মনির্মিত অঙ্গুলী-ত্রাণ, অচ্ছেদ্য বর্ম ও শরাসন ধারণপূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইত্যবসরে সহসা অদৃশ্য হইয়া থাকেন। ঐ মহাবীর সৈন্যসঙ্কুল তুমুল সংগ্রামে ভগবান পাবকের তৃপ্তিসাধনপূর্বক অন্তর্হিত হইয়া প্রতিপক্ষগণকে বধ করেন। মহোদর, মহাপার্শ্ব, ও অকম্পন ইহারা রাবণের উপ-সেনাপতি। ইহাদের বলবীর্য লোকপালগণেরই অনুরূপ। রাবণের প্রধান সেনা দশ সহস্র কোটি হইবে। তাহারা লঙ্কানিবাসী ও রক্তমাংসাশী। রাবণ ঐ সমস্ত সেনা লইয়া লোকপালগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে লোকপালেরা রাবণের বিক্রম অসহ্য বোধ করিয়া দেবগণের সহিত পলায়ন করেন।

অনন্তর রাম বিভীষণের মুখে রাবণের বলাবল শ্রবণ করিয়া মনে মনে সমস্ত আন্দোলনপূর্বক কহিলেন, বিভীষণ! তুমি রাবণের যেরূপ বলবীর্যের পরিচয় দিলে আমি তাহা বুঝিলাম। এক্ষণে সত্যই কহিতেছি, আমি রাবণকে পুত্র ও সেনাপতির সহিত সংহার করিয়া তোমায় রাক্ষসরাজ্যে অভিষেক করিব। অতঃপর রাবণ ভূগর্ভে বা পাতালেই প্রবেশ করুক, অথবা পিতামহ ব্রহ্মার

শরণাপন্ন হউক, সে প্রাণসত্ত্বে আমার হস্তে কদাচই পরিত্রাণ পাইবে না। আমি ভ্রাতৃত্রয়ের উল্লেখপূর্বক শপথ করিতেছি, তাহাকে সগণে বিনাশ না করিয়া কখনই অযোধ্যায় যাইব না।

তখন ধর্মশীল বিভীষণ রামকে প্রণিপাতপূর্বক কহিলেন, আমি রাক্ষসবধ ও লঙ্কাপরাভব বিষয়ে যথাশক্তি তোমায় সাহায্য করিব এবং রাবণেরও প্রতিদ্বন্দ্বী হইব।

অনন্তর রাম বিভীষণকে আলিঙ্গনপূর্বক প্রীতমনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি সমুদ্র হইতে জল আহরণ কর। আমি বিভীষণের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি ইঁহাকে অচিরাৎ রাক্ষসরাজ্যে অভিষেক কর।

তখন সুশীল লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাক্রমে সমুদ্র হইতে জল আনয়নপূর্বক সর্বপ্রধান বানরগণের সমক্ষে বিভীষণকে রাক্ষসরাজ্যে অভিষেক করিলেন। বানরগণ বিভীষণের প্রতি রামের এইরূপ অনুগ্রহ দেখিয়া, সাধুবাদ সহকারে কিলকিলা রব করিতে লাগিল। অনন্তর সুগ্রীব ও হনুমান বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আমরা এই সমস্ত বানরসৈন্য লইয়া কিরূপে এই অক্ষোভ্য মহাসমুদ্র পার হইব, তুমি আমাদিগকে তাহার উপায় বলিয়া দেও।

তখন ধর্মশীল বিভীষণ কহিলেন, বানরগণ! এক্ষণে মহাত্মা রাম সমুদ্রের শরণাপন্ন হউন। মহারাজ সগরের পুত্রগণ এই অপ্রমেয় সাগর খনন করিয়াছেন। সেই সম্পর্কে রাম ইঁহার জ্ঞাতি, সুতরাং সমুদ্র ইঁহার কার্যে কদাচ ঔদাস্য করিবেন না।

অনন্তর সুগ্রীব রামের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, রাম! বিভীষণের অভিপ্রায়, তুমি সমুদ্র লঙ্ঘনের জন্য সমুদ্রেরই শরণাপন্ন হও। তখন ধর্মশীল রাম তাঁহার এই সৎ পরামর্শ শুনিয়া অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং হাস্যমুখে কার্যনিপুণ লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে তাঁহার সবিশেষ পূজার আদেশ করিয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! বিভীষণের এই পরামর্শ আমার অত্যন্ত প্রীতিকর হইল। সুগ্রীব সুপণ্ডিত এবং তুমিও বিচক্ষণ, এক্ষণে তোমরা একটি মন্ত্রণা করিয়া যাহা শ্রেয়স্কর হয় কর।

তখন সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ উপচারবাক্যে রামকে কহিলেন, আর্য! ধর্মশীল বিভীষণ এ সময়ে যে শ্রুতিসুখকর কথা কহিয়াছেন তাহা অবশ্যই আমাদের প্রীতিপ্রদ। এই ভীষণ সমুদ্রে সেতুবন্ধন ব্যতীত ইন্দ্রাদি দেবগণও লঙ্কায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। সুতরাং মহাবীর বিভীষণের কথাপ্রমাণ অনুষ্ঠান আবশ্যক হইতেছে। কালবিলম্ব অকর্তব্য। এক্ষণে তুমি গিয়া সমুদ্রের নিকট প্রার্থনা কর।

অনন্তর রাম সমুদ্রতটে কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া বেদিমধ্যস্থ অগ্নির ন্যায় উপবিষ্ট হইলেন।

বিংশ সর্গ ॥ এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণের শার্দূল নামে এক চর ছিল। সে প্রভুর আদেশে সমুদ্রের অপর পারে উপস্থিত হইয়া, সুগ্রীব-রক্ষিত বানরসৈন্য পর্যবেক্ষণ করিল এবং পুনর্বার মহাবেগে লঙ্কায় প্রতিগমন করিয়া রাবণকে কহিল, মহারাজ! বানর ও ভল্লুকসৈন্য মহাসমুদ্রের ন্যায় অগাধ ও অপ্রমেয়। এক্ষণে তাহারা লঙ্কার অভিমুখে আসিতেছে। রাজা দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ অত্যন্ত সুরূপ। তাঁহারা জানকীর উদ্ধার-কামনায় সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়াছেন। দেখিলাম বানরসৈন্য চতুর্দিকে দশযোজন স্থান অধিকার করিয়া আছে। উহাদের সংখ্যা কিরূপ, শীঘ্র তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। আপনি দূত নিয়োগ করুন এবং সাম দান প্রভৃতি উপায় অবলম্বনপূর্বক স্বকার্যসাধনে প্রবৃত্ত হউন।

অনন্তর রাক্ষসাধিপতি রাবণ তৎকালোচিত কর্তব্য অবধারণপূর্বক ব্যগ্রভাবে শুককে কহিলেন, শুক! তুমি শীঘ্র সুগ্রীবের নিকট যাও এবং আমার বাক্যক্রমে শান্ত ও মধুর বচনে বল, সুগ্রীব! রাজকুলে তোমার জন্ম, তুমি ঋক্ষরজার পুত্র

ও মহাবীর। রামের সহকারিতায় তোমার অর্থানর্থ কিছুই নাই। যদিও কিছু স্বার্থসম্পর্ক থাকে, কিন্তু দেখ, আমিও তোমার ভ্রাতৃতুল্য। আমি যদিও রামের ভার্যা অপহরণ করিয়াছি, তাহাতে তোমার কি আইসে যায়। তুমি কিষ্কিন্ধায় প্রতিগমন কর। নরবানরের কথা কি, দেবগন্ধর্বও রাক্ষসপুরী লঙ্কায় আসিতে পারে না।

অনন্তর শুক রাবণের আদেশে পক্ষিরূপ ধারণপূর্বক শীঘ্র গগনতলে উত্থিত হইল এবং সমুদ্রের উপর দিয়া বহুদূর অতিক্রমপূর্বক সুগ্রীবের নিকটস্থ হইল। পরে সে ভূতলে অবতীর্ণ না হইয়া ঊর্ধ্ব হইতে সুগ্রীবকে রাবণের আদিষ্ট সমস্ত কথা অনুক্রমে কহিতে লাগিল। ইত্যবসরে বানরগণ সহসা তাহাকে ঐরূপ সমস্ত কহিতে দেখিয়া, শীঘ্র লম্ফ প্রদানপূর্বক তাহার পক্ষ ছেদন বা মুষ্টি-প্রহারে হনন করিবার মানসে তাহাকে গিয়া ধরিল এবং তৎক্ষণাৎ ভূতলে আনয়ন করিল। তখন শুক বানরগণের পীড়নে নিতান্ত কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, রাম! দূতকে বধ করা কর্তব্য নহে ; এক্ষণে তুমি বানরগণকে নিবারণ কর। যে দূত প্রভুর মত পরিত্যাগ করিয়া স্বমত প্রচার করে সে অনুক্তবাদী, তাহাকেই বধ করা কর্তব্য।

তখন ধর্মশীল রাম শুকের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণে একান্ত কৃপাপরতন্ত্র হইয়া বানরগণকে নিবারণ করিলেন। বানরেরাও শুককে অভয় দান করিল। অনন্তর শুক পক্ষবলে শীঘ্র অন্তরীক্ষে আরোহণপূর্বক পুনর্বার কহিল, কপিরাজ! রাবণ ক্রূরস্বভাব, বল, আমি গিয়া তাঁহাকে কি বলিব।

মহাবীর সুগ্রীব অদীন স্বরে কহিতে লাগিলেন, দূত! তুমি গিয়া রাবণকে আমার কথায় এইরূপ কহিও, রাক্ষসরাজ! তুমি আমার মিত্র ও প্রিয়পাত্র নও। তোমাকে দয়া করিবার কোন কারণ নাই। তুমি আমার উপকারকও নও। তুমি রামের শত্রু, রাম তোমাকে জ্ঞাতি বন্ধুর সহিত বিনাশ করিবেন। পামর! আমরা তোরে সগণে সংহার করিয়া রাক্ষসপুরী লঙ্কা ছারখার করিব। এক্ষণে তুই আকাশ বা পাতালে প্রবেশ কর্, ভগবান ব্যোমকেশের পদতলে আশ্রয় গ্রহণ কর্, বা সুরগণেরই শরণাপন্ন হইয়া থাক্, মহাবীর রামের হস্তে আর কিছুতেই তোর নিস্তার নাই। কি পিশাচ, কি রাক্ষস, কি গন্ধর্ব, কি অসুর তোকে পরিত্রাণ করিতে পারে আমি এই ত্রিলোকমধ্যে এমন আর কাহাকেই দেখি না। তুই জরাজীর্ণ বিহগরাজ জটায়ুকে বধ করিয়াছিস এই ত তোর বলবীর্যের পরিচয়? যদি তোর সামর্থ্যই থাকিবে তবে রাম ও লক্ষ্মণের অসমক্ষে জানকীরে কেন হরণ করিলি? রাম মহাবল এবং সুরগণেরও দুর্ধর্ষ। তিনি যে তোরে সংহার করিবেন ইহা তুই এখনও বুঝিতে পারিস নাই।

অনন্তর কুমার অঙ্গদ রামকে কহিলেন, ধীমন্! ঐ দুরাচার দূত নয়, বোধহয় গুপ্তচর হইবে। এক্ষণে তোমার সৈন্যসংখ্যা বুঝিবার জন্যই উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, উহাকে ধর, ঐ দুষ্ট আর যেন লঙ্কায় ফিরিয়া না যায়। আমার ত এই মত।

তখন বানরেরা কুমার অঙ্গদের আজ্ঞামাত্র লম্ফপ্রদানপূর্বক শুককে গ্রহণ ও বন্ধন করিল। শুক অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিল। প্রচণ্ড বানরেরাও তাহাকে প্রহার আরম্ভ করিল। তখন শুক প্রহারবেগে যারপরনাই পীড়িত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রামকে কহিল, হা! বানরেরা আমার পক্ষ ছিন্নভিন্ন ও চক্ষু বিদীর্ণ করিতেছে। আমি যে রাত্রিতে জন্মিয়াছি এবং যে রাত্রিতে মরিব, ইতিমধ্যে

যা কিছু পাপ করিয়াছি, যদি আমার প্রাণ যায় সেই পাপ তোমার।

তখন রাম বানরগণকে নিবারণপূর্বক কহিলেন, দেখ দূত উপস্থিত, উহাকে এখনই ছাড়িয়া দেও।

একবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম সমুদ্রতটে পূর্বাস্য হইয়া সমুদ্রের নিকট কৃতাঞ্জপুটে কুশাসনে শয়ন করিলেন। তৎকালে ভুজগাকার ভুজদন্ডই তাঁহার উপধান হইল। পূর্বে ঐ হস্ত শ্বেত ও তরুণ সূর্যসঙ্কাশ রক্তচন্দনে চর্চিত এবং নানারূপ স্বর্ণালঙ্কারে শোভিত থাকিত, ধাত্রীগণের মুক্তামণিখচিত করপল্লবে বারংবার স্পৃষ্ট হইত এবং শয়নকালে জানকীর মস্তকে যারপরনাই শোভা পাইত। ঐ হস্ত যেন জাহ্নবীজলশায়ী ভুজগরাজ তক্ষকের দেহ। উহা সংগ্রামে শত্রুবর্গের শোকবর্ধন এবং মিত্রগণের হর্ষোৎপাদন করিয়া থাকে। উহা সসাগরা পৃথিবীর একমাত্র আশ্রয়। পুনঃপুনঃ জ্যাগুণঘর্ষণে উহার ত্বক একান্ত কঠিন হইয়া আছে। উহা আজানুলম্বিত ও অর্গলতুল্য এবং উহাই অসংখ্য গোদান করিয়া থাকে। মহাবীর রাম সমুদ্রতটে সেই দক্ষিণ হস্ত উপধান করিলেন এবং আজ হয় কার্য-সাধন নয় সমুদ্রশোষণ মনে মনে এইরূপ অবধারণপূর্বক মৌনভাবে শয়ন করিলেন। তিনি নিয়মনিবন্ধন অপ্রমাদে সেই কুশশয্যায় শয়ান থাকিলেন। তিন রাত্রি অতীত হইল। ধর্মবৎসল রাম এই কাল যাবৎ সমুদ্রের আরাধনা করিলেন। তথাচ নির্বোধ সমুদ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল না। তখন রামের অতিমাত্র ক্রোধ উপস্থিত হইল, নেত্রপ্রান্ত আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি সন্নিহিত লক্ষ্মণকে কহিলেন, দেখ, সমুদ্র আমার সহিত এখনও সাক্ষাৎ করিল না, উহার কি গর্ব! শান্তভাব, ক্ষমা, সরল ব্যবহার ও প্রিয়বাদিতা সাধুর এই সমস্ত সদ্গুণ ধৃষ্ট দাম্ভিকের নিকট অযোগ্যতামূলক বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি গর্বিত, দুশ্চরিত্র ও অধর্মী, সর্বত্র স্বগুণ প্রখ্যাপনই যাহার কার্য, যে দুরাত্মা দোষগুণ-বিচারে বিমুখ হইয়া দন্ডবিধান করে, লোকসমাজে তাহারই সমাদর। লক্ষ্মণ! শান্তভাবে কীর্তি, শান্তভাবে যশ এবং শান্তভাবে জয়লাভ হয় না।

এক্ষণে সমুদ্রের প্রতি বিক্রম প্রকাশ আবশ্যক। আজ আমার শরনিকরে মৎস্যগণ বিনষ্ট হইবে এবং ভাসমান মৎস্যদেহে সমুদ্রজল রুদ্ধ হইয়া যাইবে। আজ আমার শরজালে ভুজঙ্গগণ ছিন্নভিন্ন হইবে। আজ আমি জলহস্তীদিগের শুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব এবং শঙ্খ ও শুক্তিকাদির সহিত সমুদ্রকে শোষণ করিব। দেখ, ক্ষমাশীল বলিয়াই সমুদ্র আমাকে অসমর্থ জ্ঞান করিতেছে, ফলতঃ ঈদৃশ ব্যক্তির প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন অবশ্যই দোষাবহ। বৎস! তুমি শীঘ্র আমার শরাসন ও সর্পাকার শর আনয়ন কর। আমি এখনই সমুদ্রশোষণ করিব। বানরসৈন্য এই দণ্ডেই পাদচারে ইহা পার হইবে। সমুদ্র তীরদেশে আবদ্ধ এবং তরঙ্গমালা-সঙ্কুল, আজ আমি ইহার সীমা ভেদ করিব। সমুদ্র দানবগণের নিবাসস্থল, আজ আমি ইহাকে নিশ্চয়ই বিচলিত করিব।

মহাবীর রাম এই বলিয়া ধনুর্গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নেত্রযুগল রোষে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রজ্বলিত যুগান্তবহ্নির ন্যায় অতিমাত্র দুর্ধর্ষ হইলেন এবং ভীষণ শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক সমস্ত জগৎ কম্পিত করিয়া, বজ্ররবে শরত্যাগ করিলেন। শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র স্বতেজে প্রজ্বলিত হইয়া মহাবেগে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিল। জলবেগ ভয়ঙ্কর বর্ধিত হইয়া উঠিল, শরসঙ্ঘর্ষজনিত বায়ুর ঘোর রব শ্রুতিগোচর হইল, তরঙ্গজাল শঙ্খ মকর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া প্রচণ্ড বেগে উত্থিত হইতে লাগিল, ধূমরাশি দৃষ্ট হইল, দীপ্তমুখ দীপ্তলোচন ভুজঙ্গগণ ব্যথিত এবং পাতালতলবাসী দানবেরা অস্থির হইয়া উঠিল; তরঙ্গসকল নক্র-মকরের সহিত বিন্ধ্য ও মন্দর পর্বতের ন্যায় চতুর্দিকে আস্ফালিত হইতে লাগিল; চতুর্দিকে ঘূর্ণা, নক্রকুম্ভীরগণ পুনঃপুনঃ আবর্তিত হইতেছে, উরগ ও রাক্ষসেরা ভয়ে ব্যস্তসমস্ত এবং সর্বত্রই তুমুল রব।

ইত্যবসরে লক্ষ্মণ সহসা উত্থিত হইয়া রোষকম্পিত রামকে নিবারণ ও তাঁহার ধনু গ্রহণপূর্বক কহিলেন, আর্য! সমুদ্রকে এই রূপ ক্ষুভিত করা ব্যতীত আপনার কার্যসাধন হইতে পারে। ভবাদৃশ লোক কদাচই ক্রোধের বশীভূত হন না। এক্ষণে আপনি কার্যসিদ্ধির কোন উৎকৃষ্ট উপায় অন্বেষণ করুন। তৎকালে দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণও অন্তরীক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মুক্তকণ্ঠে রামকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর রাম সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া দারুণ বাক্যে কহিলেন, আজ আমি পাতালের সহিত এই সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়া ফেলিব। সমুদ্র! আমার শরে তোর জলশোষ হইবে, জলজন্তুসকল বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং গর্ভ হইতে ধূলিরাশি উড্ডীন হইতে থাকিবে। আমার শরপ্রভাবে বানরগণ এখনই পাদচারে পরপারে উত্তীর্ণ হইবে। তোর অতি বৃদ্ধি, তজ্জন্যই তুই আমার পৌরুষ ও বিক্রম জানিতেছিস না। এক্ষণে এই অতিবৃদ্ধিবশতঃ যারপরনাই তোর অনুতাপ উপস্থিত হইবে।

মহাবীর রাম সমুদ্রকে এই বলিয়া ব্রহ্মদণ্ডসদৃশ শরদণ্ড ব্রাহ্ম মন্ত্রে পূত এবং শরাসনে যোজিত করিলেন। সেই শরাসন সহসা আকৃষ্ট হইবামাত্র ভূলোক ও দ্যুলোক যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল, পর্বত কম্পিত হইয়া উঠিল, চতুর্দিক অন্ধকারে আবৃত, কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, নদ-নদী ও সরোবর আলোড়িত হইতে লাগিল, চন্দ্র-সূর্য নক্ষত্রমণ্ডলের সহিত বিপরীত দিকে চলিল ; গগনতল সূর্যকিরণে প্রদীপ্ত, অথচ গাঢ় অন্ধকারে আবৃত, অনবরত উল্কাপাত এবং ভীমরবে বজ্রাঘাত হইতে লাগিল ; বায়ু প্রবলবেগে বৃক্ষসকল ভগ্ন ও জলদজাল উড্ডীন করিয়া, ভীমরবে ঘনীভূত হইতে লাগিল। বজ্র হইতে বৈদ্যুতাগ্নি অনবরত নিঃসৃত হইতে দৃষ্ট হইল, দৃশ্য জীবসকল বজ্রসম স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, অদৃশ্য জীবসকল ভীমরবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল ; অনেকে ভয়ে অভিভূত হইয়া কম্পিত দেহে শয়ন করিল, সকলেই ব্যথিত, সকলেই নিস্পন্দ। মহাসমুদ্র মহাপ্রলয় ব্যতীত ও গর্ভস্থ জলজন্তুগণের সহিত বেলাভূমি লঙ্ঘনপূর্বক ভীমবেগে যোজন অতিক্রম করিল। তৎকালে রাম সমুদ্রের এইরূপ অবস্থা দেখিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

ইত্যবসরে উদয় পর্বত হইতে সূর্য যেমন উদিত হন সেইরূপ সমুদ্রমধ্য হইতে মূর্তিমান সমুদ্র উত্থিত হইলেন। তাঁহার বর্ণ স্নিগ্ধ মরকত মণির ন্যায় শ্যামল, সর্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার, কণ্ঠে রত্নহার, নেত্র পদ্মপলাশের ন্যায় আরক্ত এবং মস্তকে উৎকৃষ্ট মাল্য। তিনি ধাতুমণ্ডিত হিমাচলের ন্যায় আত্মজাত বিবিধ-

রত্নে শোভিত আছেন। তাঁহার তরঙ্গ অনবরত ঘূর্ণিত হইতেছে, তিনি মেঘ-বায়ুতে আকুল, তাঁহার সঙ্গে গঙ্গা সিন্ধু প্রভৃতি নদ নদী এবং বহুসংখ্য দীপ্তমুখ ভুজঙ্গ। তিনি রামের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাম! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতি এই সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মসৃষ্ট পথ আশ্রয়পূর্বক স্বভাবেই অবস্থিতি করিয়া থাকে। আমার অগাধতা ও দুস্তরতাই স্বভাব ; ইহার বিপরীতই বিকার। এক্ষণে আমি অনুরাগ, ইচ্ছা, লোভ বা ভয়ক্রমে এই নক্রকুম্ভীরসংকুল জলরাশি কদাচ স্তম্ভিত করিতে পারি না। অতঃপর তুমি যেরূপে আমায় পার হইয়া যাইবে আমি তাহা কহিব এবং সহিয়াও থাকিব। যতক্ষণ বানরসৈন্য আমাকে অতিক্রম করিবে, তাবৎ জলজন্তুগণ তাহাদের প্রতি কোনরূপ উপদ্রব করিবে না। আমি সকলের সুখ সঞ্চারের জন্য স্বয়ং স্থলের ন্যায় হইয়া থাকিব।

রাম কহিলেন, সমুদ্র! আমার এই ব্রহ্মাস্ত্র অমোঘ, বল এক্ষণে ইহা তোমার কোন স্থানে প্রয়োগ করিব।

তখন সমুদ্র ব্রহ্মাস্ত্র দর্শনপূর্বক রামকে কহিলেন, রাম! আমার অব্যবহিত উত্তরে দ্রুমকুল্য নামে একটি স্থান আছে। উহা তোমারই ন্যায় প্রসিদ্ধ ও পবিত্র। তথায় আভীর প্রভৃতি উগ্রদর্শন পাপস্বভাব দস্যুগণ আমার জলপান করিয়া থাকে। উহারা যে আমাকে স্পর্শ করে, আমি সেই পাপ সহ্য করিতে পারি না। রাম! এক্ষণে তুমি সেই স্থানেই এই ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ কর।

তখন রাম মহাবেগে প্রদীপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ঐ বজ্রকল্প শর যে-স্থানে গিয়া পড়িল তাহা পৃথিবীতে মরুকান্তার নামে প্রসিদ্ধ হইল। শর পতিত হইবামাত্র বসুমতী যারপরনাই পীড়িত ও কম্পিত হইয়া উঠিল এবং ঐ ব্রহ্মাস্ত্রকৃত দ্বার দিয়া পাতাল হইতে অনবরত জল উত্থিত হইতে লাগিল। তদবধি ঐ দ্বার ব্রণকূপ নামে প্রসিদ্ধ হইল। ব্রণকূপে সমুদ্রেরই ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন জল উত্থিত হইতেছে। তৎকালে একটি দারুণ ভূমি-বিদারণশব্দ শ্রুত হইল। ঐ ভীষণ শব্দ ও শরপাত এই উভয় কারণে তথায় পূর্বসঞ্চিত যে জল ছিল, তাহা শুষ্ক হইয়া গেল। তখন সুরবিক্রম রাম মরুকান্তারকে এইরূপ বর দান করিলেন, এক্ষণে এই স্থান স্বাস্থ্যকর ও পশুগণের হিতকর হইবে, এই স্থানে ফলমূল প্রচুর পরিমাণে জন্মিবে এবং তৈল ক্ষীর সুগন্ধি দ্রব্য ও বিবিধ ঔষধি যথেষ্টই দৃষ্ট হইবে। ফলতঃ রামের বরপ্রভাবে মরুকান্তার অতি উৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।

অনন্তর সমুদ্র সর্বশাস্ত্রবিৎ রামকে কহিলেন, সৌম্য! এই শ্রীমান্ নল বিশ্বকর্মার পুত্র। ইনি পিতার বরে নির্মাণদক্ষতা লাভ করিয়াছেন। তোমার প্রতি ইঁহার যথেষ্টই প্রীতি। এক্ষণে ইনি উৎসাহের সহিত আমার উপর সেতু নির্মাণ করুন, আমি তাহা অক্লেশে ধারণ করিব। সুরশিল্পী বিশ্বকর্মার ন্যায় ইঁহারও নিপুণতা আছে। সমুদ্র রামকে এই বলিয়া তথায় অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর মহাবীর নল গাত্রোত্থানপূর্বক রামকে কহিলেন, বীর! সমুদ্র যথার্থই কহিয়াছেন ; পিতা বিশ্বকর্মা আমায় বরদান করিয়াছিলেন, আমি সেই বরপ্রভাবে এই বিস্তীর্ণ সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করিব। এক্ষণে বোধ হয়, কার্যসিদ্ধিকল্পে দণ্ডই উৎকৃষ্ট : অকৃতজ্ঞের প্রতি ক্ষমা সাধুতা বা দান শ্রেয়স্কর নহে। দেখ, এই ভীষণ সমুদ্র কেবল দণ্ডভয়েই তলস্পর্শী হইল। পূর্বে বিশ্বকর্মা মন্দর পর্বতে আমার জননীকে এইরূপ কহিয়াছিলেন, দেবি! তোমার পুত্র

সর্বাংশে আমার অনুরূপ হইবে। আমি সেই বিশ্বকর্মার ঔরসপুত্র এবং গুণে তাঁহারই সমকক্ষ। আমি পৃষ্ট না হওয়াতে এ তাবৎকাল তোমাদের নিকট কোন কথার প্রসঙ্গ করি নাই। অতঃপর আমি সমুদ্রে সেতু প্রস্তুত করিব। বানরগণ আজই এই কার্যে আমায় সাহায্য করুন।

তখন রাম বানরগণকে মহাবীর নলের সাহায্যে নিয়োগ করিলেন। পর্বতাকার বানরেরা হৃষ্ট হইয়া অরণ্যপ্রবেশ করিল এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষসকল উৎপাটনপূর্বক সমুদ্রতটে আকর্ষণ করিয়া আনিতে লাগিল। ক্রমশঃ শাল, অশ্বকর্ণ, ধব, বংশ, কুটজ, অর্জুন, তাল, তিলক, তিনিশ, বিল্ব, সপ্তপর্ণ, কর্ণিকার, চূত, ও অশোক বৃক্ষে সমুদ্রতীর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বানরেরা বৃক্ষসকল সমূল ও নির্মূলে উৎপাটন ও ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় উত্তোলনপূর্বক আনয়ন করিতে লাগিল। দাড়িমগুল্ম, নারিকেল, বিভীতক, করীর, বকুল ও নিম্ব বহু পরিমাণে আনীত হইল। মহাবল বানরগণ হস্তিপ্রমাণ পাষাণ ও পর্বতসকল উৎপাটনপূর্বক যন্ত্রযোগে বহন করিতে লাগিল। এই সমস্ত পাষাণ ও পর্বত বেগে যেমন প্রক্ষিপ্ত হইতেছে সমুদ্রের জল অমনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে এবং ঊর্ধ্ব হইতে আবার তৎক্ষণাৎ নিম্নদিকে নামিতেছে। ফলতঃ তৎকালে মহাসমুদ্র প্রক্ষিপ্ত বৃক্ষ ও পর্বতে অত্যন্ত আলোড়িত হইতে লাগিল। মহাবীর নল বানরগণের সাহায্যে শত যোজন দীর্ঘ সেতু নির্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ ঐ সুদীর্ঘ সেতুর অবক্রভাব রক্ষা করিবার জন্য সূত্র এবং কেহ বা মানদণ্ড গ্রহণ করিল। অনেকে কেবল বৃক্ষশিলা বহিতে লাগিল। বানরগণের মধ্যে কেহ মেঘবৎ শ্যামল, কেহ বা শৈলের ন্যায় কৃষ্ণ। উহারা সমবেত হইয়া তৃণ কাষ্ঠ ও মঞ্জরীপুঞ্জশোভিত বৃক্ষদ্বারা সেতুবন্ধনে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে সকলেরই

যারপরনাই উৎসাহ। দানবাকার বানরগণ বিপুল শিলাখণ্ড ও প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ গ্রহণপূর্বক ধাবমান হইতেছে, চতুর্দিকে কেবল ইহাই দৃষ্ট হইতে লাগিল। সমুদ্রে নিরবচ্ছিন্ন শৈল ও শিলাপাতের তুমুল শব্দ। সকলেই দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা প্রদর্শনে অতিমাত্র ব্যগ্র। ক্রমশঃ প্রথম দিনে চতুর্দশ যোজন, দ্বিতীয় দিনে বিংশতি যোজন, তৃতীয় দিনে একবিংশতি যোজন, চতুর্থ দিনে দ্বাবিংশতি যোজন এবং পঞ্চম দিনে ত্রয়োবিংশ যোজন সেতু প্রস্তুত হইল। মহাবীর নল বানরগণের সাহায্যে পিতা বিশ্বকর্মার ন্যায় নিপুণতার সহিত সমুদ্রের পরপার পর্যন্ত সেতু প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে ঐ সুদীর্ঘ সেতু অন্তরীক্ষে ছায়াপথের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

তখন দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও ঋষিগণ ঐ অদ্ভুত সেতু নিরীক্ষণ করিবার জন্য অন্তরীক্ষে আরোহণ করিলেন। নলনির্মিত সেতু দশ যোজন বিস্তীর্ণ এবং শত যোজন দীর্ঘ। সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে উহা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। বানরেরা মহাহর্ষে গর্জনপূর্বক লম্ফ প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। ঐ অপূর্ব সেতু অচিন্তনীয় অসুকর লোমহর্ষণ ও অদ্ভুত ; উহা সুবিস্তীর্ণ ও সুকৃত ; তৎকালে উহা মহাসাগরে সীমান্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর বিভীষণ বিপক্ষের প্রতিরোধ নিবারণার্থ গদাধারণপূর্বক সমুদ্রের দক্ষিণ পারে গিয়া চারিজন অমাত্যের সহিত অবস্থান করিলেন। তখন সুগ্রীব রামকে কহিলেন, বীর! তুমি হনুমানের স্কন্ধে আরোহণ কর এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে উত্থিত হউন। সমুদ্র অতি বিস্তীর্ণ ; এই দুই গগনচর বানর তোমাদিগকে পরপারে লইয়া যাইবে।

পরে মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ সর্বাগ্রে সুগ্রীবের সহিত চলিলেন। অনেকে মধ্যে মধ্যে এবং অনেকে পার্শ্বে পার্শ্বে চলিল। কেহ সমুদ্রজলে পড়িতেছে, কেহ সেতুপথে যাইতেছে এবং কেহ বা আকাশচর পক্ষীর ন্যায় উড্ডীন হইতেছে। গতিপ্রসঙ্গে তুমুল কলরব উত্থিত হইল। তৎকালে ঐ গগনস্পর্শী শব্দে সমুদ্রের ভীষণ গর্জনও আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

ক্রমশঃ সকলে সমুদ্রতীরে উত্তীর্ণ হইল। কপিরাজ সুগ্রীব ঐ ফলমূলবহুল প্রদেশে সেনানিবেশ সংস্থাপন করিলেন। তখন সুর, সিদ্ধ ও চারণগণ রামের এই অদ্ভুত কার্য নিরীক্ষণপূর্বক তাঁহার নিকটস্থ হইলেন এবং মহর্ষিগণের সহিত একত্র হইয়া পবিত্র জলে তাঁহার অভিষেক সম্পাদনপূর্বক কহিলেন, রাজন্! তোমার জয় হউক, তুমি চিরকাল এই সসাগরা পৃথিবীকে পালন কর। এই বলিয়া সকলে সেই রাজগণরাজ রামের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর রাম চতুর্দিকে সমস্ত দুর্লক্ষণ প্রাদুর্ভূত দেখিয়া লক্ষ্মণকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন, বৎস! আইস, এক্ষণে আমরা শীতল জল ও ফলপূর্ণ বনের নিকট এই সমস্ত সৈন্যবিভাগ ও ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করি। দেখ, চারিদিকে লোকক্ষয়কর ভয়ের ভীষণ কারণ উপস্থিত। বায়ু ধূলিজাল লইয়া বহিতেছে, ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প ; শৈলশিখর কম্পিত ও বৃক্ষসকল পতিত হইতেছে। মেঘ ধূসরবর্ণ ও রূক্ষ, উহা ঘোর ও কঠোর গর্জনপূর্বক রক্তবৃষ্টি করিতেছে। সন্ধ্যা রক্তচন্দনবৎ অরুণ ও ভীষণ। জ্বলন্ত সূর্য হইতে অগ্ন্যুৎপাত হইতেছে। ক্রূর মৃগপক্ষিগণ ভয়সঞ্চারপূর্বক সূর্যাভিমুখে

দীনস্বরে চীৎকার করিতেছে। রাত্রিতে চন্দ্রের আর তাদৃশ প্রকাশ নাই। উহার কিরণ উষ্ণ এবং পরিবেষ কৃষ্ণ ও রক্ত। চন্দ্র যেন লোকক্ষয় করিবার জন্য উদিত হইয়াছেন। সূর্য অতিমাত্র প্রখর। উঁহার পরিবেষ সূক্ষ্ম রূক্ষ ও রক্ত। উঁহার গাত্রে একটি নীল চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে। নক্ষত্রমণ্ডল ধূলিপটলে আচ্ছন্ন। এক্ষণে যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে। ঐ দেখ, কাক, শ্যেন ও নিকৃষ্ট গৃধ্রগণ চতুর্দিকে উড্ডীন। শৃগালেরা ভয়ংকর অশুভ চীৎকার করিতেছে। লক্ষ্মণ! এক্ষণে বানর ও রাক্ষসের শেল শূল ও খড়্গে পৃথিবী মাংস-শোণিত-পঙ্কে আচ্ছন্ন হইবে। চল, আজি আমরা বানরসৈন্যের সহিত মহাবেগে রাবণের লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করি।

মহাবীর রাম এই বলিয়া শরাসন ধারণপূর্বক লঙ্কার অভিমুখে সর্বাগ্রে চলিলেন। বিভীষণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি বীরেরা সিংহনাদ সহকারে যাইতে লাগিলেন। বানরগণ শত্রুসংহারে কৃতসঙ্কল্প। তৎকালে রাম উহাদিগের ধৈর্য ও কার্যে যারপরনাই পরিতুষ্ট হইলেন।

চতুর্বিংশ সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর রাম ব্যূহরচনা করিলেন। তখন নক্ষত্রখচিত শারদীয় রজনী যেমন পূর্ণ চন্দ্রে শোভা পায় সেইরূপ ঐ বীরসমাগম রামের অধিষ্ঠানে অতিমাত্র শোভা পাইতে লাগিল। বসুমতী সমুদ্রবৎ প্রসারিত বানর-সৈন্যে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিল। তৎকালে লঙ্কায় তুমুল কোলাহল এবং ভেরীরব ও মৃদঙ্গধ্বনি হইতেছিল। বানরগণ তাহা শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইল এবং অসহ্যবোধে সিংহনাদ করিতে লাগিল। ঐ ভীষণ রব মেঘগর্জনবৎ ঘোর ও গভীর, রাক্ষসেরাও দূর হইতে উহা শুনিতে লাগিল।

অনন্তর রাম ধ্বজদণ্ডমণ্ডিত পতাকাশোভিত লঙ্কাপুরী নিরীক্ষণপূর্বক সন্তপ্ত মনে ভাবিলেন, হা! এই স্থানে সেই মৃগলোচনা জানকী গ্রহাভিভূত রোহিণীর ন্যায় অবরুদ্ধ হইয়া আছেন। পরে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্বক লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! দেখ, এই লঙ্কাপুরী গগনস্পর্শী, দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পর্বতোপরি যেন কল্পনায় ইহা নির্মাণ করিয়াছেন। এই পুরীর সর্বত্র সপ্ততল গৃহ, ইহা শুভ্রমেঘাবৃত আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ইহার ইতস্ততঃ ফলপুষ্পপূর্ণ রমণীয় কানন। এই সমস্ত কাননে মধুমত্ত বিহঙ্গগণ কোলাহল করিতেছে। বৃক্ষের পল্লব বায়ুভরে আন্দোলিত, পুষ্পে ভৃঙ্গ বিলীন এবং কোকিলেরা কুহুরবে সমস্ত মুখরিত করিতেছে।

অনন্তর রাম শাস্ত্রনির্দিষ্ট প্রণালীক্রমে সৈন্যবিভাগপূর্বক কহিলেন, মহাবীর অঙ্গদ ও নীল স্ব-স্ব সৈন্য লইয়া মধ্যস্থলে থাকিবেন। মহাবীর ঋষভ সৈন্যের দক্ষিণপার্শ্ব এবং গন্ধগজবৎ দুর্ধর্ষ গন্ধমাদন উহার বামপার্শ্ব আশ্রয় করিবেন। আমি সবিশেষ সাবধানে লক্ষ্মণের সহিত সকলের সম্মুখে থাকিব। জাম্ববান, সুষেণ ও বেগদর্শী এই কয়েকটি বীর সৈন্যের অভ্যন্তর রক্ষা করুন এবং কপিবর সুগ্রীব সূর্য যেমন পৃথিবীর পশ্চিমপার্শ্ব রক্ষা করেন সেইরূপ উহার পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করুন। তৎকালে রামের এইরূপ সুব্যবস্থায় বানরসৈন্য ব্যূহবিভাগে রক্ষিত হইল এবং উহা মেঘাবৃত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বানরগণ লঙ্কাপুরী চূর্ণ করিবার সঙ্কল্পে গিরিশৃঙ্গ ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ গ্রহণপূর্বক মহাবেগে যাইতে লাগিল।

অনন্তর রাম সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! আমাদিগের সৈন্য প্রণালীক্রমে বিভক্ত হইয়াছে, অতঃপর তুমি এই শুককে ছাড়িয়া দেও।

তখন সুগ্রীব রামের আজ্ঞাক্রমে শুকের বন্ধন মোচন করিলেন। শুক মুক্ত হইবামাত্র যারপরনাই ভীত হইয়া রাক্ষসাধিপতি রাবণের নিকট উপস্থিত হইল। তখন রাবণ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক হাস্য করিয়া কহিলেন, শুক! তোমার দুইটি পক্ষ কি বন্ধ? বোধ হয় যেন ছিন্ন হইয়াছে। তুমি কি চপলচিত্ত বানরের হস্তে পড়িয়াছিলে?

তখন শুক ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া কহিতে লাগিল, রাজন্! আমি সমুদ্রের উত্তরতীরে গিয়া সুগ্রীবকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনাপূর্বক আপনার কথা সম্যক্ কহিয়াছিলাম। কিন্তু তৎকালে বানরগণ আমায় দর্শন করিবামাত্র অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং আমার পক্ষ ছেদন ও আমাকে মুষ্টিপ্রহারে হনন করিবার সংকল্পে এক লম্ফে আসিয়া ধরিল। রাজন্! বানরেরা অত্যন্ত উগ্র ও স্বভাবতঃ রুষ্ট, পরাজয় দূরে থাক্, তাহাদিগের সহিত কথাপ্রসঙ্গ করাই দুষ্কর। যিনি মহাবীর বিরাধ, কবন্ধ ও খরকে সংহার করেন এক্ষণে সেই রাম জানকীর অন্বেষণক্রমে সুগ্রীবের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি সেতুনির্মাণপূর্বক সমুদ্র পার হইয়াছেন এবং রাক্ষসগণকে তৃণবৎ বোধ করিয়া বীরভাবে কালক্ষেপ করিতেছেন। এক্ষণে বসুমতী মেঘবর্ণ বানর ও পর্বতাকার ভল্লুকসৈন্যে আচ্ছন্ন। সুরাসুরের ন্যায় বানর ও রাক্ষসের সন্ধি একান্ত অসম্ভব। ঐ সমস্ত সৈন্য প্রাচীরের নিকট শীঘ্রই পৌঁছিল। অতঃপর আপনি সত্বর হইয়া হয় যুদ্ধ নয় সীতাসমর্পণ যা হয় একটা করুন।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ রোষারুণ লোচনে যেন সমস্ত দগ্ধ করিয়া কহিতে লাগিলেন, দেখ, যদি সুরাসুর ও গন্ধর্বেরাও আমার প্রতিপক্ষ হন, যদি লঙ্কার রাক্ষসেরাও আমার যুদ্ধ-সাহায্যে ভীত হন, তথাচ আমি রামকে সীতা সমর্পণ করিব না। এক্ষণে উন্মত্ত ভ্রমরেরা যেমন বসন্তকালে পুষ্পিত বৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হয় তদ্রূপ কবে আমার শরজাল রামকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইবে। কবে আমি শোণিতলিপ্ত রামকে শরাসনচ্যুত প্রদীপ্ত শরে উল্কাযোগে কুঞ্জরবৎ দগ্ধ করিয়া ফেলিব। সূর্য যেমন উদিত হইবামাত্র জ্যোতির্মণ্ডলের প্রভা আচ্ছন্ন করেন, তদ্রূপ কবে আমি রাক্ষসসৈন্যের সহিত উদ্যত হইয়া রামকে নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিব। আমার বেগ মহাসমুদ্রের ন্যায় এবং বল বায়ুর ন্যায়, রাম ইহার কিছুই অবগত নয়, সে তজ্জন্যই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। রাম আমার বিষাক্ত সর্পাকার তূণীরস্থ শরনিকর আজিও নিরীক্ষণ করে নাই, সে তজ্জন্যই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। আমি সৈন্যরূপ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়া এই শরাসনরূপ বীণা বাদন করিব। শরের অগ্রভাগ ইহার বাদনদণ্ড, টঙ্কার তুমুল শব্দ, হাহাকার গীতি এবং নারাচ ও তলশব্দই অনুরণন। আমার বিক্রমের কথা অধিক আর কি কহিব। সুররাজ ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবেরও আমাকে পরাজয় করিতে পারে না।

পঞ্চবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর লঙ্কাপতি রাবণ শুক ও সারণ নামে দুইজন অমাত্যকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, দেখ, সমুদ্রে সেতুবন্ধন এবং বানরসৈন্যের সমুদ্রলঙ্ঘন উভয়ই অসম্ভব। সমুদ্র অতি বিস্তীর্ণ, তাহাতে সেতুবন্ধন কিরূপে বিশ্বাস

করিব। যাহাই হউক, প্রতিপক্ষের সৈন্যসংখ্যা জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। এক্ষণে তোমরা উভয়ে প্রচ্ছন্নভাবে যাও এবং সৈন্যসংখ্যা ও সৈন্যের বলবীর্য বুঝিয়া আইস। বানরগণের কে কে প্রধান? রাম ও সুগ্রীবের কে কে মন্ত্রী? বীরগণের মধ্যে কে কে অগ্রসর এবং কে কেই বা বীর? তোমরা এই সমস্ত জানিয়া আইস। স্কন্ধাবার কিরূপ? রাম ও লক্ষ্মণের বলবীর্য ও অস্ত্রশস্ত্র কি প্রকার এবং সেনাপতিই বা কে? তোমরা এই সমস্ত শীঘ্র জানিয়া আইস।

তখন শুক ও সারণ রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশক্রমে বানররূপ ধারণপূর্বক রামের সেনানিবেশে প্রবেশ করিল। বানরসৈন্য অসংখ্য ও ভীষণ, উহারা কিছুতেই তাহার সংখ্যা করিতে পারিল না। তৎকালে ঐ সমস্ত সৈন্য গিরিশিখর গুহা ও প্রস্রবণ আশ্রয় করিয়া আছে। অনেকে আসিয়াছে, অনেকে আসিতেছে এবং অনেকে আসিবে। অনেকে বসিয়া আছে, অনেকে বসিতেছে এবং অনেকে বসিবে। চতুর্দিকে তুমুল কোলাহল। শুক ও সারণ ছদ্মভাবে থাকিয়া সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে বিভীষণ সহসা ঐ দুই প্রচ্ছন্নচারী চরকে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ উহাদিগকে ধারণপূর্বক রামের নিকটে গিয়া কহিলেন, রাম! এই দুই ব্যক্তি রাক্ষসরাজ রাবণের মন্ত্রী, নাম শুক ও সারণ। ইহারা লঙ্কা হইতে ছদ্মবেশে আসিয়াছে। ইহারা গুপ্তচর।

তখন শুক ও সারণ রামকে দেখিয়া যারপরনাই ভীত হইল এবং প্রাণরক্ষায় একান্ত হতাশ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিল, বীর! আমরা দুইজন রাক্ষসরাজ রাবণের নিয়োগে সৈন্যসংখ্যা নিরূপণ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি।

তখন লোকহিতার্থী রাম উহাদিগের এইরূপ কথায় হাস্য করিয়া কহিলেন, যদি তোমরা সমস্ত সৈন্য দেখিয়া থাক, যদি আমাদিগের যথাযথ সমস্ত পরিচয় পাইয়া থাক, যদি প্রভুর নিয়োগ সম্যক্ রক্ষা হইয়া থাকে, তবে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাও। আর যদি কিছু দেখিবার অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা পুনর্বার দেখ। কিম্বা যদি বল ত বিভীষণই তোমাদিগকে সমস্ত দর্শাইতে পারেন। তোমরা গৃহীত হইয়াছ বলিয়া প্রাণের কিছুমাত্র আশঙ্কা করিও না। তোমরা একে ত নিরস্ত্র, তাহাতে আবার গৃহীত হইয়াছ, বিশেষতঃ তোমরা দূত, তোমাদিগকে বধ করা কর্তব্য নহে। বিভীষণ! এই দুইটি রাক্ষস যদিও গূঢ় চর, যদিও ইহারা আমাদের পরস্পরকে বিচ্ছেদ করাইতে আসিয়াছে, তথাচ তুমি ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেও। চর! তোমরা লঙ্কায় গিয়া আমার কথায় সেই রাক্ষসরাজকে বলিও, তুমি যে শক্তি আশ্রয় করিয়া আমার জানকী অপহরণ করিয়াছ অতঃপর সেই শক্তি সসৈন্যে ও সবান্ধবে যেমন ইচ্ছা হয় আমাকে দেখাও। আমি কল্য প্রাতেই প্রাকার ও তোরণের সহিত সমস্ত লঙ্কাপুরী এবং রাক্ষসসৈন্য শরজালে ছিন্নভিন্ন করিব। আমি কল্য প্রাতেই ইন্দ্র যেমন দানবগণের প্রতি বজ্র পরিত্যাগ করেন সেইরূপ তোমার প্রতি ভীষণ ক্রোধ পরিত্যাগ করিব।

তখন শুক ও সারণ জয় জয় রবে ধর্মবৎসল রামকে সম্বর্ধনা করিয়া লঙ্কায় আগমনপূর্বক রাবণকে কহিল, রাক্ষসরাজ! বিভীষণ আমাদিগকে বধ করিবার জন্য গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু ধর্মশীল রাম আমাদিগকে ছাড়াইয়া দেন। রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও সুগ্রীব এই চারিজন লোকপালসদৃশ মহাবীর যখন এক স্থানে মিলিয়াছেন তখন বানরগণ দূরে থাক, তাঁহারাই সমস্ত লঙ্কাপুরী উৎপাটন-পূর্বক আবার স্বস্থানে রাখিতে পারেন। রামের যে প্রকার রূপ এবং যে প্রকার
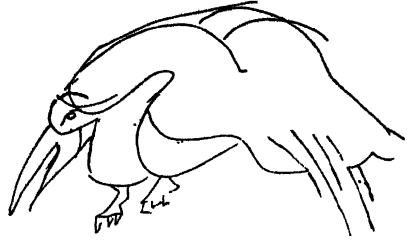
অস্ত্রশস্ত্র, অন্য তিনজনের কথা কি, তিনি একাকীই লঙ্কা উৎসন্ন করিতে পারেন। যে সৈন্য রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের ন্যায় বীরগণের বাহুবলে রক্ষিত, দেবাসুরও তাহাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ নহেন। রাজন্! যুদ্ধার্থী প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধারা হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট, এক্ষণে বিরোধ করা আপনার উচিত নহে, আপনি এখনই গিয়া রামের হস্তে জানকী অর্পণপূর্বক সন্ধি করুন।

ষড়্‌বিংশ সর্গ ॥ তখন রাবণ সারণের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্বক কহিলেন, দেখ, যদি দেবতা, গন্ধর্ব ও দানবেরা আমায় আক্রমণ করে, যদি চরাচর জগতের সমস্ত লোক হইতেও ভয় উপস্থিত হয়, তথাচ আমি সীতাকে প্রতিপ্রদান করিব না। তুমি অত্যন্ত ভীত এবং বানরগণের প্রহারে নিতান্ত কাতর হইয়াছ, তজ্জন্য অদ্যই রামকে সীতা সমর্পণ করা শ্রেয়স্কর বোধ করিতেছ। কিন্তু বল দেখি, কোন্ শত্রু আমাকে পরাজয় করিতে পারে?

রাবণ ক্রোধভরে কঠোর বাক্যে এইরূপ কহিয়া বানরসৈন্য নিরীক্ষণ করিবার জন্য শুক ও সারণের সহিত তুষারধবল অত্যুচ্চ প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিলেন। সম্মুখে সমুদ্র, পর্বত ও নিবিড় কানন, অদূরে বানরসৈন্য, উহা ভূবিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া আছে। রাবণ ঐ অসংখ্য ও দুর্বিষহ সৈন্য নিরীক্ষণপূর্বক সারণকে জিজ্ঞাসিলেন, সারণ! ঐ সমস্ত সৈন্যের মধ্যে কে কে প্রধান, কে কে বীর এবং কে কেই বা সকল বিষয়ে উৎসাহী ও অগ্রসর? যূথপতির মধ্যে কে কে সর্বপ্রধান? সুগ্রীব কোন্ কোন্ বীরের মতানুবর্তী হইয়া চলেন এবং উহাদের প্রভাবই বা কিরূপ? এক্ষণে তুমি সবিস্তরে এই সমস্ত কীর্তন কর।

সারণ কহিল, রাজন্! যে বীর ঘন ঘন সিংহনাদপূর্বক লঙ্কার অভিমুখে অবস্থান করিতেছেন, শতসহস্র যূথপতি যাঁহার চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া আছে, যাঁহার বীরনাদে শৈলকানন ও প্রাচীরতোরণের সহিত লঙ্কাপুরী কম্পিত হইতেছে, উনি সুগ্রীবের সেনাপতি, নাম নীল। যিনি বাহুদ্বয় লম্বিত করিয়া পদযুগে ইতস্ততঃ পর্যটন করিতেছেন, যিনি গিরিশিখরের ন্যায় উচ্চ এবং পদ্মপরাগের ন্যায় পিঙ্গল, যিনি লঙ্কার সম্মুখীন হইয়া ক্রোধভরে ঘন ঘন জৃম্ভা পরিত্যাগ করিতেছেন, যাঁহার লাঙ্গুলের আস্ফোটনশব্দে দশ দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে, উঁহার নাম অঙ্গদ। কপিরাজ সুগ্রীব ঐ মহাবীরকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন। উনি বালীর অনুরূপ পুত্র এবং সুগ্রীবের প্রিয়পাত্র। বরুণ যেমন ইন্দ্রের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন সেইরূপ ঐ মহাবীর রামের জন্য বলবীর্য প্রদর্শন করিবেন। দেখুন, উনি যুদ্ধার্থ আপনাকে আহ্বান করিতেছেন। রামের হিতৈষী বেগবান হনুমান যে জানকীর সংবাদ লইয়া যান তাহা কেবল উঁহারই বুদ্ধিবলে। উনি আপনাকে আক্রমণ করিবার জন্য বহু-

সংখ্য বানরের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। উঁহার পশ্চাতে সৈন্যপরিবৃত মহাবীর নল। ঐ নলই সমুদ্রে সেতু নির্মাণ করিয়াছেন।

রাজন্! অদূরে যে রজতবর্ণ চপলস্বভাব মহাবীরকে দেখিতেছেন, উনি শ্বেত। উঁহার ইচ্ছা যে উনি একাকীই স্বীয় সৈন্যে পরিবৃত হইয়া লঙ্কা ছারখার করেন। যে-সমস্ত চন্দনবাসী বীর সর্বাঙ্গ স্তম্ভিত করিয়া ঘন ঘন সিংহনাদ করিতেছে, উহারা শ্বেতের অনুচর। উনি বুদ্ধিমান ও সুবিখ্যাত। ঐ দেখুন, উনি ব্যূহ বিভাগপূর্বক সৈন্যগণকে পুলকিত করিয়া সুগ্রীবের নিকট দ্রুতপদে গমনাগমন করিতেছেন।

এই দিকে যূথপতি কুমুদ। গোমতীতীরে সংরোচন নামে যে বৃক্ষপূর্ণ পর্বত আছে উনি তথায় রাজ্য শাসন করেন। যাঁহার সুদীর্ঘ লাঙ্গুলে বিচিত্র বর্ণের সুদীর্ঘ কেশ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, যাঁহার সঙ্গে অসংখ্য বানর, উনি মহাবীর চণ্ড। উঁহার অভিপ্রায় যে উনি একাকীই লঙ্কা উৎসন্ন করেন।

যিনি সিংহপ্রতাপ কপিলবর্ণ ও দীর্ঘকেশরযুক্ত, যিনি নিভৃতে জ্বলন্ত চক্ষে লঙ্কা নিরীক্ষণ করিতেছেন, যিনি বিন্ধ্য, কৃষ্ণ, সহ্য ও সুদর্শন পর্বতে সতত বাস করিয়া থাকেন, ঐ সেই যূথপতি সংরম্ভ। ঐ দেখুন, ত্রিংশৎ কোটি প্রচণ্ডবিক্রম ভীষণ বানর বলপূর্বক লঙ্কা বিমর্দিত করিবার জন্য উঁহার অনুসরণ করিতেছে। আর ঐ যিনি কর্ণযুগল বিস্তারপূর্বক ঘন ঘন জৃম্ভা ত্যাগ করিতেছেন, মৃত্যুতে যাঁহার ভয় নাই, যিনি স্বসৈন্যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, যিনি রোষে কম্পিত হইয়া পুনঃ পুনঃ বক্রদৃষ্টি করিতেছেন, উনি মহাবীর শরভ। দেখুন উঁহার কিরূপ লাঙ্গুল-আস্ফালন। উনি তেজস্বী ও নির্ভয়, উনি সুরম্য সালেয় পর্বতে রাজত্ব করিয়া থাকেন। বিহার নামক চত্বারিংশৎ লক্ষ যূথপতি এই মহাবীরের আজ্ঞাধীন।

ঐ যে উন্নতকায় বীর মেঘ যেমন গগনতল আবৃত করে সেইরূপ দিঙ্মণ্ডল আবৃত করিয়া সুরসমাজে ইন্দ্রের ন্যায় বানরগণের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, যাঁহার বীরনাদ ভেরীরবের ন্যায় শ্রুত হইতেছে, উঁহার নাম পনস। পারিযাত্র পর্বত উঁহার বাসস্থান। পঞ্চাশৎ লক্ষ যূথপতি স্ব-স্ব যূথ লইয়া উঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। যিনি ঐ সাগরতীরস্থ কলরবপূর্ণ ভীষণ বানরসৈন্য শোভিত করিয়া দ্বিতীয় সমুদ্রের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন, উনি দর্দুরপর্বতবৎ দীর্ঘাকার যূথপতি বিনত। ঐ বীর সরিদ্বরা বেনার জলপানপূর্বক বিচরণ করিয়া থাকেন। উঁহার সৈন্যসংখ্যা ষষ্টি লক্ষ।

ঐদিকে মহাবীর ক্রথন। উনি আপনাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছেন। উঁহার যূথপতিগণ মহাবল ও মহাবীর! উহাদের আবার প্রত্যেকেরই যূথ আছে। ঐ যে গৈরিকবর্ণ বানরকে দেখিতেছেন, যিনি বলগর্বে অন্যান্য বীরকে লক্ষ্যই করিতেছেন না, উঁহার নাম গবয়। উনি ক্রোধভরে আপনার অভিমুখে আগমন করিতেছেন। সপ্ততি লক্ষ যূথপতি উঁহার আজ্ঞাধীন। উঁহার ইচ্ছা যে, উনিই স্বীয় সৈন্য লইয়া লঙ্কা উৎসন্ন করেন। রাক্ষসরাজ! এই সমস্ত যূথপতির সংখ্যা নাই। ইঁহারা মহাবল ও মহাবীর্য।

সপ্তবিংশ সর্গ ।। রাজন্! যে-সমস্ত যূথপতি রামের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রাণপণে বিক্রম প্রদর্শনে প্রস্তুত, আমি তাঁহাদের বিষয় উল্লেখ করিব। ঐ যে

মহাবীরের দীর্ঘ লাঙ্গুলে নানাবর্ণের সুবিস্তীর্ণ চিক্কণ লোম উৎক্ষিপ্ত হইয়া সূর্যরশ্মির ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং যাহা এক এক বার ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া যাইতেছে, উঁহার নাম বীরবর হর। লক্ষ যূথপতি বৃক্ষ উদ্যত করিয়া লঙ্কায় আরোহণার্থ উঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত আছে। ঐ যে-সকল বীরকে নীল নীরদের ন্যায় দেখিতেছেন উহারা ভীষণ ভল্লুক। উহারা সমুদ্রের রেণুকণার ন্যায় অসংখ্য ও অনির্দেশ্য। উহাদের বলবীর্য বলিবার নহে। উহারা জনপদ, পর্বত ও নদী আশ্রয় করিয়া বাস করিয়া থাকে। জাম্ববান উহাদের অধিনায়ক। ঐ মহাবীর ভীমচক্ষু ও ভীমদর্শন, পর্জন্য যেমন মেঘে সেইরূপ উনি ভল্লুক-সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া আছেন। জাম্ববান ঋক্ষবান পর্বতে অধিষ্ঠানপূর্বক নর্মদার জল পান করিয়া থাকেন। উঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ধূম্র। উনি রূপে তাঁহার অনুরূপ এবং বলবীর্যে তাঁহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। উনি শান্তস্বভাব গুরুসেবাপর ও বীর। ঐ ধীমান দেবাসুরযুদ্ধে ইন্দ্রকে বিলক্ষণ সাহায্য করেন এবং দেবপ্রসাদে অভীষ্ট বর লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার সৈন্য বহুসংখ্য। তাহারা গিরিশৃঙ্গে আরোহণপূর্বক মেঘাকার প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত সৈন্য মৃত্যুভয়শূন্য। উহারা নিষ্ঠুরতায় রাক্ষস ও পিশাচ, উহাদের সর্বাঙ্গ লোমে আবৃত। যে বীর কখন লম্ফপ্রদান করিতেছেন, কখন বা উপবিষ্ট, বানরেরা যাঁহাকে ঘন ঘন নিরীক্ষণ করিতেছে, উঁহার নাম রম্ভ। উনি সর্বদা সুররাজ ইন্দ্রের সন্নিহিত থাকেন। উঁহাব সৈন্য বহুসংখ্য। এই মহাবীরের নাম সন্নাদন। উনি বানরগণের পিতামহ। উনি গমনকালে যোজনস্থিত পর্বতকে দেহপার্শ্বে স্পর্শ করেন এবং দণ্ডায়মান হইলে যোজনপ্রমাণ দীর্ঘ হন। চতুষ্পদের মধ্যে ইঁহার তুল্য রূপ আর কাহারই নাই। পূর্বে একবার সুররাজের সহিত ইঁহার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়, কিন্তু ঐ যুদ্ধে ইনি পরাজিত হন নাই।

ঐ দেখুন মহাবীর ক্রথন। উনি দেবাসুরযুদ্ধে দেবগণের সাহায্যার্থ অগ্নির ঔরসে কোন এক গন্ধর্বকন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। উঁহার বিক্রম ইন্দ্রের অনুরূপ, যথায় যক্ষাধিপতি কুবের জম্বু ফল ভক্ষণ করিয়া থাকেন, যে পর্বত কিন্নরসেবিত পর্বতগণের রাজা, উনি সেই কৈলাসে বাস করিয়া থাকেন। উনি আপনার ভ্রাতা কুবেরের পরিচারক। উনি কার্যে স্বীয় বলবীর্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। উনি কোটি সহস্র বানরের অধিনায়ক। উঁহার অভিপ্রায় এই যে উনি একাকীই লঙ্কা উৎসন্ন করেন। ঐ দিকে মহাবীর প্রমাথী। উনি হস্তী ও বানরের পূর্ববৈর স্মরণ এবং গজযূথপতিগণকে ভয়প্রদর্শনপূর্বক গঙ্গার উপকূলে পর্যটন করেন। উনি গিরিগহ্বরশায়ী ও বানরগণের নেতা। উনি বৃক্ষসকল চূর্ণ করিয়া, বন্য মাতঙ্গগণকে অবরোধ করিা থাকেন। ঐ মহাবীর গঙ্গার উপকূলস্থ উশীরবীজ নামক মন্দর পর্বতের এক শাখা আশ্রয়পূর্বক সুরলোকে ইন্দ্রের ন্যায় অবস্থিতি করেন। সহস্র লক্ষ বানর উঁহার অনুগামী। উনি বিপক্ষের অজেয়।

ঐ যে মহাবীর বাতাহত জলদের ন্যায় স্ফীত হইয়া আছেন, যাঁহার সৈন্য ক্রোধাবিষ্ট, যাঁহার নিকট রক্তবর্ণ ধূলিজাল উড্ডীন ও বায়ুবেগে বিক্ষিপ্ত হইতেছে, উনিই প্রমাথী। এইদিকে মহাবীর গবাক্ষ। ইনি গোলাঙ্গুলের রাজা। ইনিই সেতুবন্ধনে বিস্তর সহায়তা করেন। ঐ সমস্ত শুভ্রমুখ ভীষণ মহাবল গোলাঙ্গুলগণ লঙ্কা নির্মূল করিবার আশয়ে উঁহাকে বেষ্টনপূর্বক সিংহনাদ করিতেছে। ঐ মহাবীর কেশরী। যথায় বৃক্ষশ্রেণী সর্বদা ফলপুষ্পে শোভিত আছে, ভ্রমরেরা নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে, সূর্য যাহাকে সতত প্রদক্ষিণ করিয়া

থাকেন, যাহার অরুণ বর্ণে মৃগপক্ষিগণ রঞ্জিত হইয়া শোভা পাইতেছে, মহর্ষিরা যাহার উচ্চ শিখর পরিত্যাগ করেন না, যথায় উৎকৃষ্ট মধু বিলক্ষণ সুলভ, সেই সুরম্য সুমেরু পর্বতে এই বানরবীর বাস করিয়া থাকেন।

ঐ মহাবল শতবলী। ষষ্টি সহস্র স্বর্ণশৈলের মধ্যে সাবর্ণিমেরু নামে যে পর্বত আছে উনি তথায় বাস করিয়া থাকেন। উঁহার সহিত বহুসংখ্য শ্বেত ও পিঙ্গলবর্ণ বানর উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের মুখ রক্তবর্ণ, নখ ও দন্ত অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। সিংহের ন্যায় তাহাদের দন্ত চারিটি এবং ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহারা অতিমাত্র দুর্ধর্ষ। ঐ সমস্ত বানর হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী এবং ভুজঙ্গের ন্যায় ভীষণ। উহাদের লাঙ্গুল অতিমাত্র দীর্ঘ এবং দেহ পর্বতপ্রমাণ। উহারা মত্ত হস্তীর ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকে। উহাদের কণ্ঠস্বর মেঘবৎ গম্ভীর, নেত্র বর্তুলাকার ও পিঙ্গল। উহারা দৃষ্টিপাতে যেন লঙ্কা ছারখার করিতেছে। শতবলী ঐ সমস্ত বানরের অধিনায়ক। ঐ বীর জয়লাভার্থ নিয়ত সূর্যোপস্থান করিয়া থাকেন। উনি মহাবল ও মহাবীর্য। উনি স্বীয় পৌরুষে কৃতনিশ্চয় হইয়া আছেন। রাজন্! একমাত্র ঐ বীরই স্বসৈন্যে লঙ্কা উৎসন্ন করিতে পারেন। উনি রামের প্রিয়সাধনে প্রাণ পণ করিয়াছেন। এই সমস্ত বীর ভিন্ন গজ, গবাক্ষ, গবয়, নল ও নীল প্রভৃতি বানর আছে। তাহারা প্রত্যেকেই দশ কোটি সৈন্যে পরিবৃত। এতদ্ব্যতীতও বিন্ধ্যপর্বতবাসী অনেকানেক বীর উপস্থিত আছে, বহুত্বনিবন্ধন তাহাদের সংখ্যা করাই দুষ্কর। রাজন্! ঐ সমস্ত বীর পর্বতাকার ও মহাপ্রভাব। তাহারা ক্ষণমাত্রে পৃথিবীর পর্বতসকল বিপর্যস্ত ও বিক্ষিপ্ত করিতে পারে।

অষ্টাবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর শুক কহিতে লাগিল, রাজন্! ঐ অগ্রে যে-সমস্ত বীর উপবিষ্ট, যাঁহাদিগকে মত্ত হস্তীর ন্যায়, গঙ্গাতটস্থ বটের ন্যায় এবং হিমাচলের শালবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘাকার দেখিতেছেন, উঁহারা কপিরাজ সুগ্রীবের সচিব। উঁহাদের নিবাসস্থান কিষ্কিন্ধা। ঐ সমস্ত বানর দুঃসহবীর্য দৈত্যদানবতুল্য ও কামরূপী। উঁহারা যুদ্ধে দেববিক্রমে অবতীর্ণ হন। উঁহাদের সংখ্যা সহস্র কোটি, সহস্র শঙ্কু ও শত বৃন্দ। উঁহারা দেবতা ও গন্ধর্বের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছেন। আর ঐ যে দেবরূপী দুইটি বানরকে উপবিষ্ট দেখিতেছেন, উঁহাদের নাম মৈন্দ ও দ্বিবিদ। বলবীর্যে উঁহাদিগের তুল্যকক্ষ আর কেহই নাই। উঁহারা ব্রহ্মার আদেশে অমৃত ভোজন করিয়াছিলেন। উঁহাদের ইচ্ছা যে কেবল উঁহারাই লঙ্কা ছারখার করেন। ঐ অদূরে যে মহাবীর মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন, উনি পবনকুমার হনুমান। উনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলপূর্বক সমুদ্রকেও বিচলিত করিতে পারেন। উনি জানকীর উদ্দেশ পাইবার জন্য লঙ্কামধ্যে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বীরই আবার আসিয়াছেন। উনি কেসরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, সমুদ্রলঙ্ঘন উঁহারই কার্য। উনি মহাবল কামরূপী ও সুরূপ। উঁহার গতি বায়ুর ন্যায় অপ্রতিহত। উনি যখন বালক ছিলেন তখন একদা উদীয়মান সূর্যকে দেখিয়া ভক্ষণার্থ উদ্যত হন। আমি তিন সহস্র যোজন লঙ্ঘনপূর্বক সূর্যকে আহরণ করিব, পৃথিবীর ফলে আমার ক্ষুধাশান্তি হইতেছে না, উনি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া বলগর্বে লম্ফপ্রদান করিলেন। সূর্য দেবর্ষি ও রাক্ষসেরও অধৃষ্য, এই বীর তাঁহাকে না পাইয়াই উদয় পর্বতে পতিত হন। ইঁহার হনুদেশ সুদৃঢ়, কিন্তু ঐরূপ উচ্চস্থান হইতে পতিত হইবামাত্র শিলাতলে

তাহার একটি ভগ্ন হইয়া যায়, তদবধি ইঁহার নাম হনুমান হইয়াছে। আমি ইঁহাকে জানি এবং ইঁহার পূর্ববৃত্তান্ত সমস্তই জ্ঞাত আছি। ইঁহার বলবীর্য রূপ ও প্রভাব কীর্তন করা যায় না। যিনি জ্বলন্ত অগ্নি লঙ্কায় নিক্ষেপ করেন, রাজন্! আজ কেন তাঁহাকে বিস্মৃত হইতেছেন। এই বীর একাকীই স্বতেজে লঙ্কা উৎসন্ন করিতে পারেন।

ঐ হনুমানের পরেই যে শ্যামকান্তি পদ্মপলাশলোচন বীর উপবিষ্ট, উনি রাম। উনি ইক্ষ্বাকুদিগের মধ্যে অতিরথ। উঁহার পৌরুষের কথা সর্বত্র প্রথিত। উঁহাতে ধর্ম স্খলিত হয় না এবং উনিও ধর্মকে অতিক্রম করেন না। উনি বেদবিদগণের অগ্রগণ্য। ব্রহ্মাস্ত্র উঁহার অধিকৃত আছে। ঐ মহাবীরের শর স্বর্গ মর্ত্য পর্যন্ত ভেদ করিতে পারে। কৃতান্তের ন্যায় উঁহার ক্রোধ এবং ইন্দ্রের ন্যায় উঁহার বলবিক্রম। আপনি জনস্থান হইতে যাঁহার ভার্যাকে অপহরণ করিয়া আনেন এক্ষণে তিনিই যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। আর উঁহার দক্ষিণপার্শ্বে যে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ বীরপুরুষ উপবিষ্ট আছেন, যাঁহার বক্ষঃস্থল বিশাল, লোচন আরক্ত এবং কেশ সুনীল ও কুঞ্চিত উনিই লক্ষ্মণ। উনি জ্যেষ্ঠের প্রিয় ও হিতকর কার্যে নিয়তই নিযুক্ত আছেন। উনি নীতিনিপুণ ও যুদ্ধকুশল। উনি বীরগণের অগ্রণী, অসহিষ্ণু, দুর্জয় ও জয়শীল। উনি রামের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ এবং বহিশ্চর প্রাণ। উনি রামের জন্য প্রাণ পণ করিয়াছেন। একমাত্র এই বীরই রাক্ষসকুল নির্মূল করিতে পারেন। যিনি ঐ রামের বামপার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছেন, চারিকোটি রাক্ষস যাঁহার সহচর, উনি রাজা বিভীষণ। রাজাধিরাজ রাম উঁহাকে লঙ্কাধিপত্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন। উনি ক্রোধনিবন্ধন আপনার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। আর যে মহাবীরকে মধ্যস্থলে অচল পর্বতের ন্যায় দেখিতেছেন উনি বানরগণের অধিপতি সুগ্রীব। উনি তেজ যশ বুদ্ধিবল ও আভিজাত্যে গিরিবর হিমাচলের ন্যায় সমস্ত বানর অপেক্ষা উচ্চ। গহন দুর্গম কিষ্কিন্ধ্যা উঁহার বাসস্থান। ঐ গিরিসংকটে উনি প্রধান যূথপতিগণের সহিত বাস করিয়া থাকেন। উঁহার গলে শতপদ্মশোভিত স্বর্ণহার লম্বিত। ঐ হার দেবমনুষ্যের স্পৃহণীয় এবং উহাতে লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিত আছেন। রাম বালীবধ করিয়া সুগ্রীবকে ঐ হার, তারা ও কপিরাজ্য অর্পণ করিয়াছেন। রাজন্! শত লক্ষ এক কোটি, লক্ষ কোটি এক শঙ্কু, লক্ষ শঙ্কু এক মহাশঙ্কু, লক্ষ মহাশঙ্কু এক বৃন্দ, লক্ষ বৃন্দ এক মহাবৃন্দ, লক্ষ মহাবৃন্দ এক পদ্ম, লক্ষ পদ্ম এক মহাপদ্ম, লক্ষ মহাপদ্ম এক খর্ব, লক্ষ খর্ব এক সমুদ্র, লক্ষ সমুদ্র এক মহৌঘ। মহাবীর সুগ্রীব সহস্র কোটি, শত শঙ্কু, সহস্র মহাশঙ্কু, শত বৃন্দ, সহস্র মহাবৃন্দ, শত পদ্ম, সহস্র মহাপদ্ম, শত খর্ব, শত সমুদ্র, ও শত মহৌঘ বানর, বীর বিভীষণ ও সচিবগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। রাজন্! এই বানরসৈন্য জ্বলন্ত গ্রহতুল্য, আপনি ইহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া যুদ্ধার্থ যত্নবান হউন এবং যাহাতে জয়লাভ হয় তদ্বিষয়ে সাবধান হউন।

একোনত্রিংশ সর্গ ॥ তখন রাক্ষসরাজ রাবণ শুকের নির্দেশক্রমে যূথপতি বানরগণ, মহাবল লক্ষ্মণ, রামের সন্নিহিত বিভীষণ, ভীমবল সুগ্রীব, বালীতনয় অঙ্গদ, মহাবীর হনুমান, দুর্জয় জাম্ববান, সুষেণ, কুমুদ, নীল, নল, গজ, গবাক্ষ, শরভ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ প্রভৃতি বীরগণকে স্বচক্ষে দেখিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইলেন॥

তাঁহার মনে বিলক্ষণ ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি শুক ও সারণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। শুক ও সারণ সভয়ে তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্বক অধোমুখে দণ্ডায়মান রহিল। তখন রাবণ ক্রোধগদ্‌গদ স্বরে তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, দেখ, প্রভুর ভয়-বিপদে কোনরূপ অপ্রিয় বলা অনুজীবী ভৃত্যের অত্যন্ত অনুচিত। যাহারা যুদ্ধার্থ সম্মুখে উপস্থিত আছে সেই সমস্ত শত্রুর অপ্রসঙ্গত উৎকর্ষের কথা বলা ভৃত্যের কর্তব্য হইতেছে না। তোমরা যখন রাজনীতির সাব গ্রহণ কর নাই তখন আচার্য, গুরু ও বৃদ্ধগণকে বৃথা সেবা করিয়াছ। হয়ত এক সময় নীতিশাস্ত্রের সার গ্রহণ করিয়াছিলে এক্ষণে বিস্মৃত হইয়াছ। তোমরা কেবল অজ্ঞানেরই বোঝা বহিতেছ। আমি যে এইরূপ মূর্খ মন্ত্রিগণে বেষ্টিত হইয়া রাজ্যরক্ষা করিতেছি তাহা কেবল আমার ভাগ্যবল। আমি স্বয়ং শাসনকর্তা, আমার মুখেই অন্যেব শুভাশুভ. তোরা যে আমায় এইরূপ নিদারুণ কথা কহিতেছিস তোদের কি মৃত্যুভয় নাই? বনের বৃক্ষ দাবানলস্পর্শে দগ্ধ না হইয়াও থাকিতে পারে কিন্তু রাজার ক্রোধে অপরাধীর কিছুতেই নিস্তার নাই। তোরা শত্রুর স্তুতিবাদক ও পাপিষ্ঠ, এক্ষণে পূর্বোপকার স্মরণে যদি আমাব ক্রোধ মন্দীভূত না হয় তবে এখনই তোদের শিরশ্ছেদন করিব। রে দুর্বৃত্ত! তোরা মর্, আমার নিকট হইতে দূর্ হইয়া যা। তোরা বিস্তর উপকার করিয়াছিস, তজ্জন্যই তোদের ক্ষমা করিলাম। তোবা কৃতঘ্ন ও নিঃস্নেহ, তোদের আর মরিবার অবশিষ্ট কি আছে।

তখন শুক ও সারণ অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া রাবণকে জয় শব্দে অভিনন্দন-পূর্বক নিষ্ক্রান্ত হইল।

অনন্তর রাবণ সন্নিহিত মহোদরকে কহিলেন, তুমি শীঘ্র কয়েক জন বিশ্বস্ত চরকে আনয়ন কর। মহোদব রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশমাত্র চরসকলকে আহ্বান কবিল। চরেবা ব্যস্তসমস্তভাবে উপস্থিত হইয়া রাবণকে জয়াশীর্বাদ প্রয়োগ-পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। উহারা বিশ্বস্ত বীর সুধীর ও নির্ভয়। রাবণ উহাদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা গিযা রামের সমস্ত কার্য পরীক্ষা কর। যাহারা রামের অন্তরঙ্গ মন্ত্রী, যাহারা প্রীতিনিবন্ধন তাহার সহিত সমবেত হইয়া আছে তাহাদেরও পরিচয় লইয়া আইস। রাম কি প্রকারে নিদ্রা যায়, কিরূপে জাগরিত থাকে, আজই বা কোন্ কাজ করিবে, তোমরা নিপুণতার সহিত এই সমস্ত জ্ঞাত হও। যিনি গুপ্তচরের সাহায্যে শত্রুর গূঢ় বৃত্তান্ত অবগত হন সেই সুপণ্ডিত রাজা অনায়াসেই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন।

তখন ঐ সমস্ত চর রাজাজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া লইল এবং শার্দূলকে অগ্রবর্তী করিয়া হৃষ্টমনে রাবণকে প্রদক্ষিণপূর্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। পরে প্রচ্ছন্নভাবে গিয়া দেখিল, রাম ও লক্ষ্মণ সুগ্রীব ও বিভীষণকে লইয়া সুবেল পর্বতের পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছেন। বানরসৈন্য অসংখ্য, চরেরা ঐ সমস্ত সৈন্য দেখিবামাত্র ভয়ে অতিমাত্র বিহ্বল হইল। ইত্যবসরে ধর্মপরায়ণ বিভীষণ উহাদিগকে দেখিতে পাইলেন এবং গিয়া অবলীলাক্রমে ধরিলেন। শার্দূল অত্যন্ত দুরাত্মা ও পাপস্বভাব, বিভীষণ কেবল তাহাকেই রামের হস্তে অর্পণ করিলেন। বানরেরা উহাকে প্রহার করিতে লাগিল। ধর্মশীল রাম একান্ত কৃপাপরতন্ত্র, তিনি উহাকে মুক্ত করিলেন। অপর দুইজনও উন্মুক্ত হইল। চরেরা প্রহারপীড়িত ও হতজ্ঞান, ঘন ঘন হাঁপাইতে হাঁপাইতে লঙ্কায় পুনঃপ্রবেশ করিল এবং রাবণের নিকটে গিয়া আনুপূর্বিক সমস্ত কহিতে লাগিল।

ত্রিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাবণ রাম উপস্থিত শুনিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইলেন। কহিলেন, শার্দুল! তোমার মুখশ্রী বিবর্ণ ও দীন হইয়াছে, বল, তুমি কি শত্রুর ক্রোধে পড়িয়াছিলে?

তখন ভয়বিহ্বল শার্দুল মৃদু বচনে কহিতে লাগিল, রাজন্! বানরগণ মহাবলপরাক্রান্ত, স্বয়ং রাম তাহাদিগের রক্ষক, সুতরাং চরের সাহায্যে তাহাদের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। বলিতে কি, উহাদের সহিত কথাপ্রসঙ্গ করিবারই যো নাই, সেস্থলে প্রশ্ন কিরূপে সম্ভবিতে পারে? ঐ সমস্ত পর্বতাকার বানর চতুর্দিকে পথরক্ষা করিতেছে। আমি সৈন্যমধ্যে গিয়া গূঢ় বৃত্তান্ত জানিবার উপক্রম করিয়াছি ইত্যবসরে রাক্ষসগণ আমায় চিনিতে পারিল এবং আমাকে বলপূর্বক ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। কেহ আমাকে পদাঘাত কেহ বা মুষ্টিপ্রহারে প্রবৃত্ত হইল এবং কেহ চপেটাঘাত ও কেহ বা পুনঃ পুনঃ দংশন করিতে লাগিল। ক্ষমা করে উহাদেব মধ্যে এমন কেহই নাই। উহারা আমায় সদর্পে সৈন্যমধ্যে লইয়া চলিল এবং আমাকে ইতস্ততঃ প্রচাবপূর্বক রামের সমক্ষে উপস্থিত হইল। আমার সর্বাঙ্গে রুধিরধারা আমি ভযবিহ্বল ও ব্যাকুল, তৎকালে বানরেরা আমায় বিলক্ষণ প্রহাব করিতেছিল, আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তাহাদিগকে কাকুতি মিনতি করিতেছিলাম, ইত্যবসরে রামকে হঠাৎ দেখিতে পাইলাম। তিনিও "হাঁ হাঁ কর কি" বলিয়া বানবগণকে নিবারণপূর্বক আমায় রক্ষা করিলেন। এই মহাবীরই শিলাশৈলে সমুদ্র পূর্ণ করিয়া সশস্ত্রে লঙ্কার দ্বাররোধ করিয়া আছেন। তিনি গরুড়ব্যূহ আশ্রযপূর্বক লঙ্কার দিকেই আসিতেছেন। তিনি শীঘ্রই প্রাকারের নিকটস্থ হইবেন, এক্ষণে আপনি হয় সীতা প্রদান করুন, নয় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হউন।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ এই বাক্য শ্রবণে মনে মনে নানারূপ আন্দোলনপূর্বক শার্দুলকে কহিলেন, দেখ, তুমি স্বচক্ষে বানরসৈন্য নিরীক্ষণ করিয়াছ, এক্ষণে বল, তন্মধ্যে কে কে বীর এবং তাহারা কাহারই বা পুত্র পৌত্র? আমি তাহাদের

বলাবল বুঝিয়া কার্য নির্ণয় করিব। যাহারা যুদ্ধার্থী এই সমস্ত পর্যালোচনা করা তাহাদের অবশ্যকর্তব্য।

তখন শার্দুল কহিল, রাজন্! সুগ্রীব ঋক্ষরজার পুত্র, জাম্ববান গদ্‌গদের পুত্র, গদ্‌গদের অপর পুত্রের নাম ধুম্র। কেসরী বৃহস্পতির পুত্র, হনুমান এই কেসরীর ক্ষেত্রজ এবং বায়ুর ঔরসপুত্র। এই একমাত্র বীরই এই লঙ্কাপুরীতে রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া যান। সুষেণ ধর্মের পুত্র, দধিমুখ সোমের পুত্র, সুমুখ, দুর্মুখ ও বেগদর্শী ব্রহ্মার পুত্র, ইঁহারা বানররূপী স্বয়ং কৃতান্ত। সেনাপতি নীল অগ্নির পুত্র, মহাবল যুবা অঙ্গদ ইন্দ্রের পৌত্র, মৈন্দ ও দ্বিবিদ অশ্বিপুত্র, গজ, গবাক্ষ, গবয় শরভ ও গন্ধমাদন এই পাঁচজন যমের পুত্র। অপর দশ কোটি যুদ্ধার্থী বানর দেবগণের পুত্র, অবশিষ্ট বানরের পরিচয় দেওয়া সহজ নহে। যিনি খর দূষণ ও ত্রিশিরাকে বিনাশ করিয়াছেন সেই রাম দশরথের পুত্র। পৃথিবীতে ইঁহার তুল্য বীর আর নাই। ইনিই কৃতান্ততুল্য বিরাধ ও কবন্ধকে বিনাশ করিয়াছেন। ইঁহার গুণ অশেষ। ইনিই বাহুবলে জনস্থানের সমস্ত রাক্ষসকে সংহার করেন। দেখিলাম, লক্ষ্মণ হস্তিমধ্যে যূথপতির ন্যায় অবস্থান করিতেছেন ; ইঁহার শরে ইন্দ্রেরও নিস্তার নাই। শ্বেত ও জ্যোতির্মুখ সূর্যের পুত্র, হেমকূট বরুণের পুত্র, নল বিশ্বকর্মার পুত্র এবং দুর্ধর বসুর পুত্র। আপনার সহোদর বিভীষণ রাক্ষসগণের শ্রেষ্ঠ। তিনি লঙ্কাপুরী আক্রমণপূর্বক রামের হিতানুষ্ঠানে তৎপর আছেন। রাজন্! আমি আপনাকে বানরসৈন্যের কথা সমস্তই কহিলাম, ইহারা সুবেল পর্বতে অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে যাহা কার্যাবশেষ তদ্বিষয়ে আপনিই প্রভু।

একত্রিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাবণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উপমন্ত্রিগণকে কহিলেন, এক্ষণে মন্ত্রিগণ শীঘ্র আগমন করুন, অতঃপর আমাদিগের মন্ত্রকাল উপস্থিত। তখন মন্ত্রিগণ রাক্ষসরাজের এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র সত্বর তথায় উপনীত হইলেন। মন্ত্রণা আরম্ভ হইল। রাবণ মন্ত্রিগণের সহিত ইতিকর্তব্য অবধারণ এবং তাঁহাদিগকে বিসর্জনপূর্বক গৃহপ্রবেশ করিলেন। পরে বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক এক মায়াবী রাক্ষসকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তুমি মায়াবলে রামের মস্তক এবং প্রকাণ্ড ধনুর্বাণ প্রস্তুত করিয়া আন। এক্ষণে আমি জানকীরে রাক্ষসী মায়ায় মোহিত করিব।

তখন বিদ্যুজ্জিহ্ব রাবণের আদেশ পাইবামাত্র মায়ামুণ্ড প্রস্তুত করিয়া আনিল। রাবণ ঐ মায়ামুণ্ড দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং বিদ্যুজ্জিহ্বকে বহুমূল্য অলঙ্কার প্রদানপূর্বক জানকীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অশোক-বনে চলিলেন। গিয়া দেখিলেন, জানকী দীনা ও শোকপরায়ণা। তিনি অবনত-মুখে ভূতলে উপবিষ্ট, নিরন্তর রামকে চিন্তা করিতেছেন। অদূরে ভীষণ রাক্ষসীগণ তাঁহাকে নানারূপ প্রবোধ দিতেছে। ইত্যবসরে রাবণ তাঁহার সন্নিহিত হইয়া হর্ষপ্রকাশপূর্বক গর্বিত বাক্যে কহিলেন, জানকি! আমি নানারূপে তোমায় সান্ত্বনা করিতেছি, কিন্তু তুমি যাহার বলে আমাকে অবমাননা করিতেছ, তোমার সেই বীর স্বামী যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। আমি তোমার মূলোচ্ছেদ করিলাম তোমার গর্ব খর্ব করিলাম, এক্ষণে তুমি গত্যন্তর অভাবে আমার ভার্যা হও। মূঢ়ে! রামের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ কর, সে ত মরিয়াছে, তাহার চিন্তায়
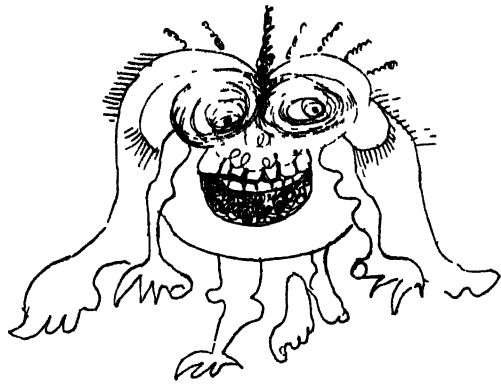
আর কি হইবে। অতঃপর তুমি আমার পত্নীগণের অধীশ্বরী হইয়া থাক। তুমি নিতান্ত অল্পপুণ্যা, তুমি আপনাকে বুদ্ধিমতী বলিয়া বৃথা অভিমান কর, তুমি হতাশ। এক্ষণে ঘোর বৃত্রাসুর-বধের ন্যায় তোমার ভর্তৃবধের বৃত্তান্তটি শুন।

রাম আমার বধসঙ্কল্পে সুগ্রীব-সংগৃহীত বানরসৈন্য লইয়া সমুদ্রপ্রান্তে উপস্থিত হন। তিনি সূর্যাস্তের পর সমুদ্রের উত্তর প্রান্তে উপস্থিত হইয়া সেনানিবেশ স্থাপন করেন। তখন সকলেই পথশ্রান্ত ও সুখে নিদ্রিত রাত্রি-দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, ইত্যবসরে সর্বপ্রথমে ঐ সৈন্যমধ্যে আমার কয়েকটি চর প্রবেশ করে। পরে প্রহস্তরক্ষিত রাক্ষসসৈন্য গিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সান্নিহিত সৈন্যগণকে বিনাশ করে। উহারা পট্টিশ, পরিঘ, চক্র, ঋষ্টি, দণ্ড, কূটমুদ্গর, যষ্টি, তোমর, প্রাস, চক্র ও মুষল উদ্যত করিয়া উহাদিগকে বধ করে। তৎকালে রাম ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, মহাবীর প্রহস্ত ক্ষিপ্রহস্তে অসিপ্রহারপূর্বক তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়াছে। বিভীষণ যদৃচ্ছাক্রমে পলায়ন করিতেছিল ইত্যবসরে বলপূর্বক গৃহীত হইয়াছে। লক্ষ্মণ বানরসৈন্যের সহিত অনুদ্দিষ্ট ; সুগ্রীবের গ্রীবাদেশ ভগ্ন হইয়াছে। হনুমানের হনু চূর্ণ এবং সে রাক্ষসহস্তে বিনষ্ট হইয়াছে। জাম্ববান জানুদ্বয়ে উত্থিত হইতেছিল, ইত্যবসরে পট্টিশ দ্বারা বৃক্ষবৎ খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। মৈন্দ ও দ্বিবিদ শোণিতলিপ্ত দেহে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিয়া রোদন করিতেছিল ইত্যবসরে খড়্গাঘাতে নিহত হয়। পনস পনসবৎ নিরবচ্ছিন্ন ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। দধিমুখ নারাচচ্ছিন্ন হইয়া গুহায় শয়ন করিয়া আছে। কুমুদ শরাহত হইয়া নীরবে পতিত এবং অঙ্গদ শরচ্ছিন্ন হইয়া রুধির উদ্গারপূর্বক ধরাশায়ী হইয়াছে। বানরসৈন্য হস্তীর পদ ও রথচক্রে দলিত হইয়া বায়ুবেগচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। উহাদের মধ্যে কেহ পলায়িত, কেহ ভীত, কেহ বা হন্যমান। সিংহেরা যেমন হস্তিযূথের অনুসরণ করে সেইরূপ রাক্ষসেরা অনেকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়। তৎকালে কেহ সমুদ্রে পতিত, কেহ বা আকাশে লুক্কায়িত হইল ; ভল্লুকগণ বানরের সহিত বৃক্ষে আরোহণ করিল। রাক্ষসেরা সমুদ্রতীর পর্বত ও কাননে যত বানর ছিল, সমস্ত বিনাশ করিয়াছে। তোমার স্বামী রাম সসৈন্যে আমার সৈন্যের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে। দেখ, তাহার শোণিতলিপ্ত ধূলিধূসর মস্তক আনিয়াছি।

এই বলিয়া দুর্ধর্ষ রাবণ এক রাক্ষসীকে কহিলেন, ভদ্রে, তুমি ক্রূরকর্মা

বিদ্যুজ্জিহ্বকে আহ্বান কর। সেই বীরই রণস্থল হইতে রামের মস্তক আনয়ন করে।

তখন বিদ্যুজ্জিহ্ব মায়ামুণ্ড ও শরাসন লইয়া উপস্থিত হইল এবং রাক্ষস-রাজ রাবণকে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন রাবণ কহিলেন, বিদ্যুজ্জিহ্ব! তুমি রামের মুণ্ড জানকীর সম্মুখে রাখ, ইনি স্বামীর এই দীন দশা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন।

বিদ্যুজ্জিহ্ব রামের প্রিয়দর্শন মুণ্ড জানকীর সম্মুখে নিক্ষেপপূর্বক শীঘ্র তথা হইতে অন্তর্ধান করিল। রাবণও ত্রিলোকপ্রথিত ভাস্বর শরাসন 'ইহা রামের' বলিয়া তথায় নিক্ষেপ করিলেন। কহিলেন, মহাবীর প্রহস্ত রাত্রিকালে তোমার সেই মনুষ্য রামকে বিনাশ করিয়া এই শরাসন আনিয়াছে। রাবণ এই বলিয়া জানকীরে কহিলেন, দেখ, তুমি এক্ষণে আমার ভার্যা হও।

দ্বাত্রিংশ সর্গ ॥ জানকী রামের ছিন্ন মুণ্ড ও কোদণ্ড স্বচক্ষে দেখিলেন। কপিরাজ সুগ্রীব যে যুদ্ধসম্পর্কে রামের সহিত মিলিয়াছেন, হনুমানের একথাও স্মরণ করিলেন। সেই নেত্র, সেই বর্ণ, সেই মুখ, সেই কেশ, সেই ললাট ও সেই চূড়ামণি ; তিনি এই সমস্ত লক্ষণে ঐ ছিন্ন মস্তক সর্বাংশে পরীক্ষা করিলেন এবং কাতরা কুররীর ন্যায় যারপরনাই দুঃখিত হইয়া উদ্দেশে কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, কৈকেয়ি! এতদিনে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইল, কুলপুত্র রাম বিনষ্ট হইয়াছেন, তুমি কলহস্বভাব, তৎপ্রভাবেই কুল উৎসন্ন হইল। তুমি চীরবস্ত্র দিয়া আমার সহিত রামকে বনবাসী কর, বল, তিনি তোমার কি অপকার করিয়াছিলেন।

অনন্তর জানকী কম্পিত দেহে মূর্ছিত হইয়া, ছিন্ন কদলীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন এবং মুহূর্তমধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া ছিন্নমুণ্ড সম্মুখে স্থাপন-পূর্বক বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, হা! আমি মরিলাম! বীর! তোমার বিনাশে শেষে আমার এই দশা ঘটিল? আমি বিধবা হইলাম! বৈধব্য অপেক্ষা স্ত্রীলোকের দুরদৃষ্ট আর কি আছে, আমার তাহাই ঘটিল! তুমি সুশীল আমি পতিব্রতা, কিন্তু আমার অগ্রে তোমারই মৃত্যু হইল। আমি শোকসাগরে নিমগ্ন, আমার দুঃখক্লেশের আর অবধি নাই, যিনি আমাকে উদ্ধার করিবেন, আজ তিনিই বিনষ্ট হইলেন। আর্যা কৌশল্যা একান্ত পুত্রবৎসলা, এক্ষণে বৎসলা ধেনুর ন্যায় তাঁহাকে বিবৎসা করিল! হা নাথ! দৈবজ্ঞেরা কহিতেন, তোমার পরমায়ু অধিক, কিন্তু তাঁদের একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বুঝিলাম তুমি নিতান্ত অল্পায়ু। তুমি বুদ্ধিমান, তোমারও কি বুদ্ধিলোপ হইয়াছিল? অথবা কাল উৎপত্তির কারণ, এবং কালই কর্মের ফলদাতা, তন্নিবন্ধন এইরূপ বিপৎপাত হইল। দেখ, তুমি নীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বিপদ নিবারণের উপায় এবং তাহার অনুষ্ঠান উভয়ই জ্ঞাত আছ, জানি না তথাচ কেন তোমার এইরূপ অসম্ভাবিত মৃত্যু ঘটিল। আমি সাক্ষাৎ করাল কালরাত্রি, আমিই তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলপূর্বক আনিয়াছিলাম, বুঝি তাহাতেই তুমি নষ্ট হইলে। বীর! আমি একান্ত নিরপরাধ, তুমি আমায় পরিত্যাগপূর্বক প্রিয়তমার ন্যায় পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া এই স্থানে শয়ান আছ। আমি তোমার এই স্বর্ণখচিত শরাসন অতি যত্নে গন্ধমাল্য দ্বারা অর্চনা করিয়াছি, এক্ষণে ইহার পরিণাম কি এই হইল! নাথ!

তুমি নিশ্চয়ই স্বর্গে পিতা দশরথ প্রভৃতি পিতৃপুরুষের সহিত মিলিত হইয়াছ। পিতৃসত্য পালন তোমার অতি মহৎ কার্য, তুমি তৎপ্রভাবে নিশ্চয়ই অন্তরীক্ষে নক্ষত্র হইয়াছ। তুমি অত্যন্ত পুণ্যবান, কিন্তু স্বীয় পবিত্র রাজর্ষিবংশকে উপেক্ষা করা তোমার কি উচিত হইতেছে? রাজন্! আমি তোমার সহচারিণী ভার্যা, তুমি কি নিমিত্ত আমায় দর্শন এবং কি জন্যই বা আমায় সম্ভাষণ করিতেছ না? তুমি পাণিগ্রহণকালে আমার সহিত ধর্মাচরণ করিবে অঙ্গীকার করিয়াছিলে এক্ষণে তাহা স্মরণ কর এবং এই দুঃখভাগিনীকে সঙ্গিনী করিয়া লও। জানি না তুমি কোন্ অপরাধে আমায় ফেলিয়া লোকান্তরে যাত্রা করিয়াছ। হা! আমি তোমার যে মঙ্গল-দ্রব্য-চর্চিত অঙ্গ আলিঙ্গন করিতাম আজ শৃগাল-কুক্কুরেরা নিশ্চয়ই তাহা ছিন্নভিন্ন করিতেছে। তুমি সমারোহে অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ আহরণ করিয়াছিলে কিন্তু যজ্ঞীয় অগ্নিতে কেন তোমার দেহসংস্কার হইল না? এক্ষণে শোকাতুরা দেবী কৌশল্যা নির্বাসিত তিন জনের মধ্যে একমাত্র লক্ষ্মণকেই উপস্থিত দেখিবেন। তিনি জিজ্ঞাসিলে লক্ষ্মণ নিশাকালে তোমার এবং সমস্ত বানরসৈন্যের রাক্ষসহস্তে বিনাশের কথা সমস্তই কহিবেন। হা! তোমার বিনাশ এবং আমার রাক্ষসগৃহবাস এই সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহার হৃদয় নিশ্চয়ই বিদীর্ণ হইবে। আমি অতি অনার্যা, আজ আমারই জন্য নিষ্পাপ মহাবীর রাম সাগর উত্তীর্ণ হইয়া গোষ্পদে নিহত হইলেন। তিনি মোহবশে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি কুলের কলঙ্ক, আমি তাঁহার ভার্যারূপী মৃত্যু। বোধ হয় আমি পূর্বজন্মে কাহাকে কিছু দান করি নাই, তজ্জন্য আজ অতিথিপ্রিয় রামের পত্নী হইয়াও শোক করিতেছি। রাবণ! তুমি শীঘ্র আমাকে রামের মৃতদেহের উপর লইয়া গিয়া বধ কর, ভর্তার সহিত পত্নীকে একত্র করিয়া দেও এবং কল্যাণের কার্য কর। আজ তাঁহার মস্তকের সহিত আমার মস্তক এবং তাঁহার দেহের সহিত আমার এই দেহ মিলিত হউক, আমি তাঁহার অনুগমন করিব।

আয়তলোচনা জানকী রামের ছিন্ন মুণ্ড ও শরাসন দর্শনপূর্বক কাতর মনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক দ্বাররক্ষক, রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জয়াশীর্বাদ প্রয়োগপূর্বক অভিবাদন করিয়া কহিল, মহারাজ! সেনাপতি প্রহস্ত অমাত্যগণের সহিত আপনার দর্শনার্থী হইয়া আসিয়াছেন। আমি তাঁহারই প্রেরিত। আমি যদিও অসময়ে উপস্থিত হইলাম কিন্তু আপনি রাজভাবে আমায় ক্ষমা করুন; এক্ষণে কোন বিশেষ কার্যানুরোধ আছে, আপনি গিয়া উহাদিগকে একবার দর্শন দিন।

অনন্তর রাবণ দ্বাররক্ষকের এই কথা শুনিয়া অশোকবন পরিত্যাগপূর্বক মন্ত্রিগণের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন এবং অবিলম্বে সভা প্রবেশপূর্বক তাঁহাদের সহিত সমস্ত কার্য পর্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অশোকবন হইতে প্রস্থান করিবার পরই ঐ মায়ামুণ্ড ও শরাসন অন্তর্হিত হইল। পরে ঐ বীর, মন্ত্রিগণের সহিত রামসংক্রান্ত কার্যের মন্ত্রণা শেষ করিয়া অদূরবর্তী হিতৈষী সেনাপতিদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা ভেরীরবে শীঘ্র সৈন্যগণকে আহ্বান কর, কিন্তু উহাদিগের নিকট আহ্বানের কারণ কিছুমাত্র ব্যক্ত করিও না।

তখন দূতগণ রাজাজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণকে আনয়ন করিল এবং যুদ্ধার্থী রাবণকে গিয়া উহাদের আগমনসংবাদ নিবেদন করিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ ।। রাক্ষসী সরমা জানকীর প্রিয়সখী ছিলেন। তিনি রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশে তাঁহারে রক্ষা করিতেন। জানকী ভর্তৃশোকে হতচেতন ; বড়বা যেমন শ্রান্তি ও ক্লান্তি-নিবন্ধন ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া উত্থিত হয় সরমা তাঁহারে সেইরূপই দেখিলেন। জানকী রাক্ষসী মায়ায় মোহিত ; স্নেহবতী সরমা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়া সখিস্নেহে আশ্বাস প্রদানপূর্বক মৃদুবাক্যে কহিতে লাগিলেন, জানকি! আমি এতক্ষণ তোমার জন্য জনশূন্য নিবিড় বনে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সমস্তই শুনিতেছিলাম। আমি রাক্ষসরাজ রাবণকে ভয় করি না। তিনি যে কারণে শশব্যস্তে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, আমি বহির্গত হইয়া তাহাও জানিলাম। দেখ, রামের নিদ্রা ও আলস্যদোষ কিছুমাত্র নাই ; সৌপ্তিক যুদ্ধের কথা সমস্তই অলীক, বলিতে কি, রামের বধ সম্ভবপর হইতেছে না। সুরগণ যেমন সুররাজ ইন্দ্র কর্তৃক রক্ষিত হন তদ্রূপ বানরেরা রামের বাহুবলে রক্ষিত হইতেছে, বৃক্ষ প্রস্তর তাহাদের অস্ত্র, তাহাদিগকে সংহার করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। মহাবীর রামের ভুজযুগল দীর্ঘ ও সুগোল, বক্ষঃস্থল বিশাল, হস্তে শর ও শরাসন এবং অঙ্গে দুর্ভেদ্য বর্ম। তিনি স্ব-পর সকলেরই রক্ষক, তিনি ধর্মশীল ও সুবিখ্যাত, তাঁহার বলবীর্য অচিন্তনীয়, তিনি সদ্বংশীয় ও নীতিকুশল ; জানকি! সেই বিজয়ী বীর বিনষ্ট হন নাই। উগ্রপ্রকৃতি রাবণ কুমতি ও কুকার্যকারী, সে সর্বভূতবিরোধী। ঐ মায়াবী তোমাকে মায়া-প্রভাবে মোহিত করিয়াছে। এক্ষণে তোমার সমস্ত শোক অপনীত এবং শুভ উপস্থিত, ভাগ্যলক্ষ্মী নিশ্চয়ই তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। দেবি! আমি তোমাকে একটি শুভসংবাদ দিতেছি, শুন ; দেখিলাম মহাবীর রাম লক্ষ্মণের সহিত সসৈন্যে সমুদ্র পার হইয়া সমুদ্রের দক্ষিণ তীরে অবস্থান করিতেছেন। তিনি পূর্ণকাম এবং স্বমহিমায় রক্ষিত ; বানরসৈন্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। রাবণ এইমাত্র রাক্ষসগণকে তথায় পাঠাইয়াছিল। তাহারা রামের সমুদ্র পার হইবার সংবাদ আনিয়াছে। এক্ষণে রাবণ ঐ সংবাদ শুনিয়া মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতেছে।

ইত্যবসরে জলদগম্ভীর ভেরীরবের সহিত সৈন্যগণের ভীষণ সিংহনাদ উত্থিত হইল। তখন সরমা মধুর বাক্যে জানকীরে কহিতে লাগিলেন, সখি! ঐ শুন, ভীষণ ভেরী মেঘগর্জনসদৃশ ভীমরবে রণসজ্জার সঙ্কেত করিতেছে। এক্ষণে যুদ্ধের উদ্যোগ। মত্ত মাতঙ্গগণ সুসজ্জিত এবং অশ্বসকল রথে যোজিত হইতেছে। ঐ দেখ, অশ্বারূঢ় বহুসংখ্য বীর যুদ্ধসজ্জা করিয়া প্রাসহস্তে ইতস্ততঃ ধাবমান ; বেগবাহী জলস্রোত যেমন ভীমরবে সাগর পূর্ণ করে, সেইরূপ অদ্ভুতদৃশ্য রাক্ষসসৈন্যে রাজপথ পূর্ণ হইতেছে। ঐ দেখ, গ্রীষ্মকালে অরণ্য-দাহ-প্রবৃত্ত অগ্নির যাদৃশ নানারূপ রূপ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ সুশাণিত শস্ত্র, চর্ম ও বর্মের নানাবর্ণসমুত্থিত প্রভা দৃষ্ট হইতেছে। সমরগামী চতুরঙ্গ সৈন্য যারপরনাই ব্যস্তসমস্ত। ঐ শুন ঘণ্টানিনাদ, ঐ রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ, ঐ অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, ঐ তূর্যরব এবং ঐ অস্ত্রধারী সৈন্যগণের তুমুল কলরব। জানকি! এক্ষণে তোমার প্রতি শোকনাশিনী ভাগ্যশ্রী সুপ্রসন্ন হইয়াছেন ; কিন্তু রাক্ষসগণের বিলক্ষণ ভয় উপস্থিত। পদ্মপলাশলোচন রামের বলবীর্য বলিবার নয়। ইন্দ্র যেমন দৈত্যগণকে জয় করিয়াছিলেন, তিনি সেইরূপ রাবণকে জয় করিয়া তোমার উদ্ধার করিবেন। বিজয়ী ইন্দ্র যেমন উপেন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া বিক্রম প্রদর্শন করিবেন।

তিনি যখন শত্রুবিনাশপূর্বক এই স্থানে আসিবেন ; তখন দেখিব তুমি পূর্ণ-মনোরথ হইয়া তাঁহার অঙ্কে উপবিষ্ট হইয়াছ এবং তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক তাঁহার বিশাল বক্ষে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতেছ। তুমি এই যে জঘনস্পর্শী একমাত্র বেণী বহুদিন যাবৎ ধারণ করিয়া আছ, সেই মহাবল শীঘ্রই ইহা মোচন করিবেন। তাঁহার মুখশ্রী উদিত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, তুমি অচিরে তাহা নিরীক্ষণপূর্বক স্থূলধারে শোকাশ্রু পরিত্যাগ করিবে। সখি! রাম শীঘ্রই তোমার সমাগমে সুখী হইবেন এবং তুমিও সুবর্ষাপ্রভাবে শস্যপূর্ণা পৃথিবীর ন্যায় রামের সমাদরে সুখী হইবে। দেবি! যিনি গিরিবর সুমেরুকে অশ্ববৎ মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিতেছেন, এক্ষণে তুমি সেই সূর্যদেবের শরণাপন্ন হও, তিনিই প্রজাগণের দুঃখনাশের একমাত্র কারণ।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ ॥ মেঘ যেমন উত্তাপদগ্ধ পৃথিবীকে জলধারায় পুলকিত করে, সেইরূপ সরমা শোকসন্তপ্তা জানকীরে এইরূপ বাক্যে পুলকিত করিলেন এবং প্রকৃত অবসরে তাঁহার শুভ সংসাধন করিবার অভিপ্রায়ে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সখি! আমি রামকে গিয়া তোমার কুশলবার্তা নিবেদনপূর্বক প্রচ্ছন্ন-ভাবে পুনরায় আসিতে পারি। আমি যখন নিরালম্ব আকাশ অতিক্রম করিব, তখন বিহগরাজ গরুড় ও বায়ুও আমার অনুসরণ করিতে পারিবেন না।

তখন জানকী কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া সরমাকে মধুর কোমল বাক্যে কহিলেন, সখি! তুমি অবশ্যই আকাশ ও পাতাল পর্যটন করিতে পার, কিন্তু আমার পক্ষে যাহা কর্তব্য আমি তাহা কহিতেছি, শুন : যদি তুমি আমার কোনরূপ প্রিয় কার্য করিতে চাও, যদি তোমার চিত্তচাঞ্চল্য না থাকে, তবে রাবণ কি করিতেছে, তুমি ইহা জ্ঞাত হইয়া আইস। সেই দুষ্ট অত্যন্ত ক্রূর ও মায়াবী ; তাহার মায়া পীত মদিরার ন্যায় সদ্যই আমায় মোহিত করিয়াছে। এই সমস্ত ঘোররূপা রাক্ষসী নিরবচ্ছিন্ন আমাকে তর্জন গর্জন ও ভৎসনা করিতেছে। আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত এবং আমার মন নিতান্ত অসুস্থ। এক্ষণে রাবণ আমার মুক্তিসঙ্কল্পে কোন কথা বলে কিনা, তুমি ইহার তথ্য জানিয়া আইস। সখি! ইহাই আমার প্রতি একান্ত অনুগ্রহ। এই বলিয়া জানকী রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন সরমা বস্ত্রাঞ্চলে জানকীর অশ্রুজল মুছাইয়া মৃদুবাক্যে কহিলেন, সখি! এই যদি তোমার সঙ্কল্প হয় তবে আমি শীঘ্রই যাইতেছি এবং রাবণের অভিপ্রায় জানিয়া পুনরায় আসিতেছি।

অনন্তর সরমা প্রচ্ছন্নভাবে রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ঐ দুরাত্মা মন্ত্রিগণের সহিত যেরূপ কথোপকথন করিতেছিল সমস্তই শুনিলেন। তিনি উহার নিশ্চিত অভিপ্রায় অবগত হইয়া পুনরায় অশোকবনে প্রতিগমন করিলেন। দেখিলেন, জানকী ভ্রষ্টপদ্মা লক্ষ্মীর ন্যায় উপবিষ্ট। তিনি তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন।

তখন জানকী সরমাকে পুনরায় উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন-পূর্বক স্বয়ং বসিবার আসন আনিয়া দিলেন এবং কম্পিতদেহে কহিলেন, সখি! তুমি এই স্থানে বইস এবং সেই নিষ্ঠুর রাবণের কিরূপ সঙ্কল্প সমস্তই বল।

তখন সরমা কহিলেন, সখি! দেখিলাম রাজমাতা এবং স্নেহবান মন্ত্রিবৃন্দ তোমাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য রাক্ষসরাজ রাবণকে নানারূপ বুঝাইতেছেন।

তাঁহারা কহিতেছেন, বৎস! তুমি মহাবীর রামকে সম্মানপূর্বক সীতা সমর্পণ কর। তিনি জনস্থানে যেরূপ অদ্ভূত কাণ্ড করিয়াছেন, তোমার পক্ষে সেই নিদর্শনই যথেষ্ট। হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন, সীতাদর্শন ও রাক্ষসবধ যারপরনাই বিস্ময়কর ; নর বা বানরই হউক, বল. এ কার্য কে করিতে পারে? সখি! রাজমাতা ও মন্ত্রিবৃন্ধ প্রবোধবাক্যে এইরূপ অনেক বুঝাইতেছিলেন ; কিন্তু কৃপণ যেমন অর্থত্যাগ করিতে পারে না. সেইরূপ রাবণ তোমাকে ত্যাগ করিতে চাহে না। সে যুদ্ধে না মরিলে কখনই তোমায় পরিত্যাগ করিবে না। সেই নিষ্ঠুরের ইহাই স্থির সঙ্কল্প ; ফলতঃ তাহার এই বুদ্ধি মৃত্যুলোভেই ঘটিয়াছে। সে সবংশে ধ্বংস না হইলে, কেবলমাত্র ভয়ে তোমায় ছাড়িবে না। সখি! অতঃপর মহাবীর রাম যুদ্ধে উহাকে বধ করিয়া নিশ্চয়ই তোমায় অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন।

সরমা ও জানকী এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে সৈন্যগণের ভেরীশঙ্খসমাকুল তুমুল কোলাহল ধরণীতল কম্পিত করিয়া শ্রুত হইতে লাগিল। রাবণের ভৃত্যগণ বানরসৈন্যের ঐ সিংহনাদ শ্রবণে নিতান্ত নিস্তেজ ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া গেল। তৎকালে উহারা রাজার ব্যতিক্রমে আর কোনদিকে কিছুমাত্র শ্রেয় দেখিতে পাইল না।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ ॥ এদিকে মহাবীর রাম শঙ্খ ও ভেরীরবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া ক্রমশঃ লঙ্কার অভিমুখে আগমন করিতেছিলেন। বিশ্বপীড়ক ক্রূর রাবণ ঐ শঙ্খ ও ভেরীরব শ্রবণপূর্বক মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া সচিবগণকে নিরীক্ষণ

করিলেন এবং উ'হাদিগকে সম্ভাষণপূর্বক রামের সমুদ্র অতিক্রম ও বলবিক্রমের যথোচিত নিন্দা করিয়া, সভাভবন প্রতিধ্বনিত করত কহিলেন, দেখ, তোমরা রামের বিষয় যাহা বলিতেছিলে, সমস্তই শুনিলাম। কিন্তু আমি জানি, তোমরা মহাবীর, তোমরা রামের বলবীর্যের কথা শুনিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্বক কেন যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ বুঝিলাম না।

তখন তদীয় মাতামহ সুবিজ্ঞ মাল্যবান কহিতে লাগিলেন, রাজন্! যে রাজা চতুর্দশ বিদ্যায় পারদর্শী, যিনি নীতিসম্মত কার্যের অনুষ্ঠান করেন; তিনি চিরকাল ঐশ্বর্যশালী থাকেন এবং শত্রুগণ তাঁহার বশীভূত হয়। যিনি প্রকৃত অবসরে শত্রুর সহিত সন্ধি বা যুদ্ধ করেন, স্বপক্ষীয়ের বৃদ্ধিকল্পে যাঁহার দৃষ্টি, তিনি ঐশ্বর্যশালী হন। রাজা যদি শত্রু অপেক্ষা হীনবল বা তাহার সহিত তুল্যবল হন তবে সন্ধি করা আবশ্যক, আর যদি শত্রু অপেক্ষা অধিকবল হন তবে যুদ্ধ করা উচিত; ফলতঃ শত্রুকে উপেক্ষা করা কর্তব্য নহে। রাজন্! তুমি গিয়া রামের সহিত সন্ধি কর; তিনি যে নিমিত্ত তোমায় আক্রমণ করিয়াছেন তুমি তাঁহার হস্তে সেই জানকীরে অর্পণ কর। দেবর্ষি ও গন্ধর্বেরাও তাঁহার জয়শ্রী আকাঙ্ক্ষা করেন, তুমি অবিরোধে তাঁহার সহিত সন্ধি কর। দেখ, ভগবান সর্বলোক-পিতামহ দেবাসুরের জন্য বিধিনিষেধ-রূপ দুইটি পক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন, ধর্ম ও অধর্ম ইহার বিষয়ীভূত। ধর্ম মহাত্মা দেবগণের পক্ষ, অধর্ম অসুরগণের পক্ষ। যখন সত্যযুগ উপস্থিত হয় তখন ধর্ম অধর্মকে গ্রাস করে, যখন কলিযুগ উপস্থিত হয়, তখন অধর্ম ধর্মকে গ্রাস করিয়া থাকে। রাজন্! তুমি ত্রিলোক পর্যটনকালে ধর্মকে বিনাশ করিয়াছ তজ্জন্যই শত্রুপক্ষ আমাদের অপেক্ষা প্রবল। এক্ষণে অধর্মরূপ ভীষণ ভুজঙ্গ তোমার প্রমাদে বর্ধিত হইয়া রাক্ষসগণকে গ্রাস করিতেছে এবং সুর-সুরক্ষিত ধর্ম তাহাদের পক্ষবৃদ্ধি করিতেছে। তুমি ঘোর বিষয়াসক্ত ও উচ্ছৃঙ্খল, তুমি একসময় তেজস্বী ঋষিগণকে নিতান্ত উদ্বিগ্ন করিয়াছিলে। তাঁহারা ধর্মশীল ও তপঃপরায়ণ; তাঁহাদের প্রভাব প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় দুঃসহ। তাঁহারা যে বেদোচ্চারণ, বিধিবৎ অগ্নিতে হোম এবং একান্ত মনে ধ্যানধারণা করেন, রাক্ষসেরা তদ্দ্বারা অভিভূত হইয়া, গ্রীষ্মকালীন মেঘের ন্যায় চতুর্দিকে পলায়ন করিয়া থাকে। ঐ সকল অগ্নিকল্প ঋষির অগ্নিহোত্র-সমুত্থিত ধূম রাক্ষসগণের তেজ আচ্ছন্ন করিয়া দিগন্তে প্রসারিত হয়। তাঁহারা ব্রতনিষ্ঠ হইয়া সেই সমস্ত প্রসিদ্ধ পবিত্র স্থানে যে কঠোর তপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তাহাই রাক্ষসদিগকে সন্তপ্ত করিতেছে। রাজন্! তুমি ব্রহ্মার বরপ্রভাবে সুরাসুর ও যক্ষের অবধ্য হইয়া আছ সত্য, কিন্তু মনুষ্য, বানর ও গোলাঙ্গুলগণ স্বতন্ত্র জাতীয়। তাহারাই লঙ্কায় আসিয়া সিংহনাদ করিতেছে। দেখ, এক্ষণে চতুর্দিকে ভয়ঙ্কর উৎপাত। ঘোর ঘনঘটা কঠোর গর্জনপূর্বক উষ্ণ রক্তবৃষ্টি করিতেছে; দিঙ্মণ্ডল ধূলিজালে আচ্ছন্ন ও বিবর্ণ; উহার আর পূর্ববৎ শোভা নাই। বাহনগণ নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুপাত করিতেছে। হিংস্র জন্তু, শৃগাল ও গৃধ্রগণ ভীমরবে চীৎকার করিতেছে এবং লঙ্কায় প্রবেশপূর্বক উদ্যানে যূথবদ্ধ হইতেছে। স্বপ্নযোগে মহাকালিকাগণ সম্মুখে দণ্ডায়মান; উহারা গৃহের দ্রব্যজাত অপহরণ-পূর্বক প্রতিকূল কহিতেছে এবং পাণ্ডুর দন্ত বিস্তারপূর্বক বিকট হাস্য হাসিতেছে। কুক্কুরেরা দেবপূজার উপকরণ স্পর্শ করিতেছে। গর্দভ গোগর্ভে এবং মূষিক নকুলের উদরে জন্মিতেছে। মার্জার ব্যাঘ্রে, কুক্কুর শূকরে এবং কিন্নরগণ রাক্ষস ও মনুষ্যে প্রসক্ত হইতেছে। পাণ্ডুবর্ণ রক্তপাদ কপোতগণ কালের

নিয়োগে সর্বত্র বিচরণ করিতেছে। গৃহের শারিকা অপর কোন কলহপ্রিয় পক্ষী দ্বারা পরাজিত ও বিদ্ধ হইয়া অস্ফুট শব্দপূর্বক পিঞ্জর হইতে পড়িয়া যাইতেছে। মৃগপক্ষিগণ সূর্যাভিমুখী হইয়া রুক্ষস্বরে রোদন করিতেছে। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কৃষ্ণপিঙ্গল মুণ্ডিত বিকটাকার কালপুরুষ প্রত্যেকের গৃহ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। রাজন্! এক্ষণে এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত উপস্থিত, মহাবীর রাম সামান্য মনুষ্য নন, বোধ হয় তিনি মনুষ্যরূপী বিষ্ণু। যিনি মহাসমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছেন তিনি একটি পরম অদ্ভুত পদার্থ। তুমি গিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি কর এবং তাঁহার কার্য পরীক্ষা করিয়া পরিণামে যাহা শ্রেয়স্কর এইরূপ অনুষ্ঠান কর।

উৎকৃষ্টপৌরুষ মাল্যবান এই বলিয়া রাবণকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং তাঁহার মন পরীক্ষা করিয়া মৌনী হইলেন।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ ॥ তখন মাল্যবানের এই হিতকর বাক্য আসন্নমৃত্যু রাবণের সহ্য হইল না। তিনি ক্রোধভরে ভ্রূকুটি বিস্তারপূর্বক বিঘূর্ণিত নেত্রে কহিতে লাগিলেন, তুমি শত্রুপক্ষকে অধিকবল স্বীকার করিয়া হিতবোধে আমায় রুক্ষভাবে যে অহিতকর কথা কহিলে আমি এরূপ আর কখনও স্বকর্ণে শুনি নাই। যে ব্যক্তি মনুষ্য ও দীন, যে পিতার ত্যাজ্যপুত্র, যে বনবাসী, কেবলমাত্র বনের বানর যাহার আশ্রয়, তুমি তাহাকে কিজন্য এত প্রবল জ্ঞান করিতেছ? আর যে ব্যক্তি সমস্ত রাক্ষসের অধীশ্বর, দেবগণের ভয়ঙ্কর, তুমি তাহাকেই বা কিজন্য এত দুর্বল জ্ঞান করিতেছ? আমি মহাবীর, হয়ত এই কারণে আমার প্রতি তোমার বিদ্বেষবুদ্ধি আছে, হয়ত তুমি বিপক্ষের পক্ষপাতী, হয়ত আমার যুদ্ধোৎসাহ বৃদ্ধি করাই তোমার ইচ্ছা ; তুমি কোন নিগূঢ় কারণে আমাকে এইরূপ কঠোর কহিতেছ। কিন্তু কোন্ সুপণ্ডিত যুদ্ধে উত্তেজিত করা ব্যতীত সুযোগ্য ও পদস্থ প্রভুকে এইরূপ কহিতে পারে? যাহাই হউক, জানকী সাক্ষাৎ পদ্মহীনা লক্ষ্মী, আমি তাঁহাকে অরণ্য হইতে আনিয়াছি, এক্ষণে কিজন্য রামের ভয়ে তাঁহাকে প্রতিদান করিব। দেখ, রাম দিন কয়েকের মধ্যেই সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত সসৈন্যে বিনষ্ট হইবে। দেবগণ যাহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারে না, সেই মহাবীরের আবার কিসের ভয়? এক্ষণে আমি বরং দ্বিখণ্ডে ভগ্ন হইব তথাচ নত হইব না, এই আমার স্বাভাবিক দোষ, স্বভাব অতিক্রম করাও সহজ নয়। যদিচ রাম সমুদ্রবন্ধন করিয়া থাকে তাহা ত দৈবাধীন, তদ্বিষয়ে আর বিশেষ বিস্ময় প্রকাশের কি আছে? রাম সসৈন্যে লঙ্কায় উপস্থিত, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি সে প্রাণসত্ত্বে কখনই প্রতিনিবৃত্ত হইবে না।

তখন মাতামহ মাল্যবান রাবণকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। তিনি আর কিছুই উত্তর করিলেন না এবং তাঁহাকে জয়াশীর্বাদপূর্বক তাঁহার অনুমতিক্রমে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মন্ত্রিগণের সহিত ইতিকর্তব্য অবধারণপূর্বক নগররক্ষায় প্রস্তুত হইলেন। তিনি মহাবীর প্রহস্তকে লঙ্কার পূর্বদ্বারে, মহাপার্শ্ব ও মহোদরকে দক্ষিণদ্বারে এবং মায়াবী ইন্দ্রজিৎকে পশ্চিমদ্বারে নিযুক্ত করিলেন। পরে শুক ও সারণকে উত্তরদ্বার রক্ষায় আদেশ করিয়া মন্ত্রিগণকে কহিলেন, না, আমিই এই উত্তরদ্বার রক্ষা করিব। পরে তিনি মহাবল বিরূপাক্ষকে

কহিলেন, তুমি বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত পুরের মধ্যগুল্মে রক্ষা কর। তৎকালে আসন্নমৃত্যু রাবণ লঙ্কার এইরূপ গুপ্তিবিধানপূর্বক আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন।

অনন্তর মন্ত্রিগণ তাঁহাকে জয়াশীর্বাদপূর্বক প্রস্থান করিল। তিনিও সকলকে বিদায় দিয়া সুসমৃদ্ধ সুপ্রশস্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তত্রিংশ সর্গ ॥ এদিকে সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, বিভীষণ, অঙ্গদ, লক্ষ্মণ, শরভ, সবন্ধু, সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, কুমুদ, নল, পনস, প্রভৃতি বীরগণ প্রতিপক্ষের অধিকারমধ্যে উপস্থিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণ যাহার রক্ষক ঐ সেই লঙ্কাপুরী দৃষ্ট হইতেছে ; অসুর, উরগ, ও গন্ধর্বেরাও উহা আক্রমণ করিতে পারে না। যেস্থানে স্বয়ং রাবণ অধিবাস করিতেছেন ঐ সেই লঙ্কা। এক্ষণে আইস, আমরা কার্যসিদ্ধি সঙ্কল্প করিয়া পরস্পর মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হই।

তখন বিভীষণ অপশব্দশূন্য সুসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বীরগণ! ইতিপূর্বে আমি অনল, পনস, সম্পাতি ও প্রমতি এই চারিটি অমাত্যকে লঙ্কায় প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাঁহারা পক্ষিরূপ প্রতিগ্রহণপূর্বক শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং শত্রুপক্ষ নগররক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া পুনর্বার আসিয়াছেন। রাম! আমি তাঁহাদের মুখে দুরাত্মা রাবণের যে-প্রকার উদ্যোগের কথা শুনিয়াছি এক্ষণে তাহা যথাযথ কহিতেছি, শুন। প্রহস্ত বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া লঙ্কার পূর্বদ্বার রক্ষা করিতেছে। মহাপার্শ্ব ও মহোদর দক্ষিণদ্বার এবং ইন্দ্রজিৎ পশ্চিমদ্বার রক্ষা করিতেছে। উহার সহিত বহুসংখ্য বীর পট্টিস, অসি, শরাসন, শূল ও মুদ্গর প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আছে। রাবণ স্বয়ংই উদ্বিগ্ন মনে উত্তরদ্বার রক্ষায় দণ্ডায়মান ; বহুসংখ্য রাক্ষস অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্বক তাঁহার সমভিব্যাহারে রহিয়াছে। বিরূপাক্ষ শূল মুদ্গরধারী রাক্ষসসৈন্যে পরিবৃত হইয়া মধ্যম গুল্মে রক্ষা করিতেছে। আমার সচিবগণ স্বচক্ষে এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া পুনরায় উপস্থিত হইয়াছেন। দশ সহস্র হস্ত্যারোহী, অযুত রথী, দুই অযুত অশ্বারোহী এবং কোটি অপেক্ষা অধিক পদাতি প্রতিপক্ষের যূথপতি। তাহারা অত্যন্ত বলবান ও পরাক্রান্ত। রাক্ষসরাজ রাবণ ইহাদিগকে নিয়ত প্রীতিদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে প্রত্যেক রাক্ষসবীর লক্ষ লক্ষ রাক্ষসে বেষ্টিত হন। এই বলিয়া বিভীষণ মন্ত্রিচতুষ্টয়কে দেখাইয়া দিলেন।

অনন্তর তিনি রামের শুভাভিলাষে পুনরায় কহিলেন, রাম! যখন দুরাত্মা রাবণ কুবেরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তখন ষষ্টি লক্ষ রাক্ষস তাহার সহিত নির্গত হইয়াছিল। উহারা তেজ শৌর্য বীর্য ধৈর্য ও দর্পে রাবণেরই অনুরূপ। রাম! ইহাতে তুমি বিষণ্ণ হইও না, আমি রাবণের এইরূপ পরিচয় দিয়া তোমায় কুপিত করিতেছি, ভয় প্রদর্শন করিতেছি না। তুমি স্বশক্তিতে সুরগণকেও নিগ্রহ করিতে পার, এক্ষণে এই সমস্ত সৈন্য লইয়া উৎকৃষ্ট ব্যূহ রচনা কর, রাবণ নিশ্চয়ই তোমার হস্তে বিনষ্ট হইবে।

তখন রাম শত্রুবিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কহিলেন, মহাবীর নীল বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া, লঙ্কার পূর্বদ্বারে প্রহস্তের প্রতিদ্বন্দ্বী হউন। বালীতনয় অঙ্গদ

দক্ষিণদ্বারে গিয়া মহাপার্শ্ব ও মহোদরকে আক্রমণ করুন এবং হনুমান পশ্চিমদ্বার নিষ্পীড়নপূর্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হউন। আর যে দুরাত্মা দৈত্য, দানব ও ঋষিগণের অপকারক, যে পামর, প্রজাগণের অনিষ্টাচরণপূর্বক বীরদর্পে পর্যটন করিয়া থাকে, আমি স্বয়ংই সেই রাবণকে বধ করিবার জন্য প্রস্তুত আছি, অতএব আমি সে যথায় সসৈন্যে অবস্থান করিতেছে, লক্ষ্মণের সহিত সেই উত্তরদ্বার অবরোধ করিব এবং কপিরাজ সুগ্রীব, জাম্ববান ও বিভীষণ এই তিনজন মধ্যগুল্মে আক্রমণ করুন। এক্ষণে আমাদের পরস্পর এই একটি সংকেত রহিল যে, বানরগণ স্বচিহ্ন ব্যতীত মনুষ্যমূর্তি ধারণ করিবে না। আর আমরা দুই ভ্রাতা, মিত্র বিভীষণ এবং চারিজন অমাত্য এই সাতজন মনুষ্যরূপেই থাকিব।

ধীমান রাম সিদ্ধিসংকল্পে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া, সুবেল শৈলের সুরম্য শিখরে আরোহণার্থ উদ্যত হইলেন এবং বিস্তীর্ণ বানরসৈন্যে সমস্ত ভূবিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া হৃষ্টমনে লংকার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

অষ্টাত্রিংশ সর্গ ॥ পরে রাম কপিরাজ সুগ্রীবকে এবং বিধিবিধানবিৎ অনুরাগী ভক্ত বিভীষণকে কহিলেন, আইস, আমরা এই ধাতুশোভিত সুবেল শৈলে আরোহণ করি। আজ এই স্থানে আমাদিগকে রাত্রিবাস করিতে হইবে। যে দুরাচার কেবল মরিবার জন্য আমার পত্নীকে অপহরণ করিয়াছে, যে ব্যক্তি ধর্ম সদাচার ও কুলের কিছুমাত্র অনুরোধ রক্ষা করে না, যে দুষ্ট, নীচ রাক্ষসী বুদ্ধিপ্রভাবে ঐরূপ গর্হিত কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, এক্ষণে আইস আমরা এই স্থান হইতে সেই রাবণের বাসভূমি লংকা নিরীক্ষণ করি।

রাম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উদ্দেশে রাবণকে এইরূপ কহিতে কহিতে সুবেল পর্বতে আরোহণ করিলেন। মহাবল লক্ষ্মণ সুগ্রীব এবং অমাত্যসহ বিভীষণ শর ও শরাসন ধারণপূর্বক সাবধানে উঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ঐ সমস্ত গিরিচারী বীর, বায়ুবেগে শীঘ্র সুবেল পর্বতে আরোহণপূর্বক দেখিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণের লংকাপুরী যেন অন্তরীক্ষে নির্মিত, উহার দ্বারসকল প্রকাণ্ড, চতুর্দিকে উৎকৃষ্ট প্রাচীর, কৃষ্ণকায় রাক্ষসগণ ঐ প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান আছে, বোধ হইতেছে যেন প্রাচীরের উপর অপর একটি প্রাচীর নির্মিত হইয়াছে। তৎকালে বানরগণ ঐ সমস্ত যুদ্ধার্থী রাক্ষসকে দেখিয়া মহা আহ্লাদে সিংহনাদ করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে দিবাকর সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়া অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন। রজনী উপস্থিত হইল, নভোমণ্ডলে পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করিতে লাগিলেন। তখন বিভীষণ রাজাধিরাজ রামকে সাদরে অভিনন্দন করিলেন। রামও লক্ষ্মণের সহিত যূথপতিগণে বেষ্টিত হইয়া সুবেল শৈলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

একোনচত্বারিংশ সর্গ ॥ পরদিন যূথপতিগণ লংকার বন ও উপবনসকল দেখিতে লাগিল। ঐ সমস্ত স্থান সমতল, উপদ্রবশূন্য সুরম্য ও বিস্তীর্ণ, বানরগণ তদ্দৃষ্টে যারপরনাই বিস্মিত হইল। উহার কোথাও চম্পক, অশোক, বকুল, শাল ও তমাল। কোথাও বা হিন্তাল, পনস, নাগবীথি, অর্জুন, কদম্ব, সপ্তপর্ণ, তিলক, কর্ণিকার ও পাটল। এই সমস্ত বৃক্ষ বিকসিত পুষ্প, রমণীয় লতাজাল
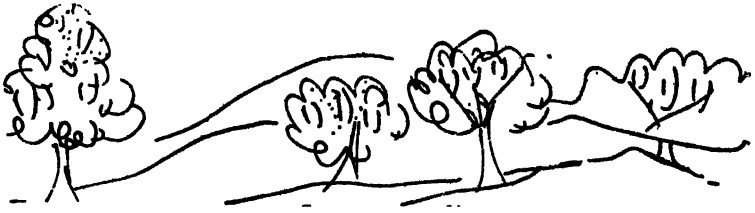
এবং রক্ত ও কোমল পল্লবে শোভিত হইতেছে। বনশ্রেণী সুনীল, প্রত্যেক বৃক্ষ সুগন্ধী ও সুদৃশ্য ফলপুষ্পে অলঙ্কৃত মনুষ্যের ন্যায় অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। বন চৈত্ররথ ও নন্দনের অনুরূপ। উহাতে সমস্ত ঋতুশ্রী বিরাজ করিতেছে। উহার স্থানে স্থানে সুরম্য নির্ঝর। দাত্যূহ, কোযষ্টি, বক, নৃত্যমান ময়ূর ও কোকিলগণের সুমধুর কণ্ঠধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। বিহঙ্গেরা উন্মত্ত, ভৃঙ্গেরা গুণ গুণ রবে গান করিতেছে। সমস্ত বৃক্ষ কোকিলে আকুল, কুররগণ কলকণ্ঠে সকলকে মোহিত করিতেছে। কামরূপী বানরবীরগণ হৃষ্টমনে ঐ সমস্ত বন ও উপবনে প্রবেশ করিল। তৎকালে পুষ্পগন্ধী প্রাণসম বায়ু মৃদুমন্দ বেগে বহিতে লাগিল।

অনন্তর বহুসংখ্য যূথপতি স্ব-স্ব যূথ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং কপিরাজ সুগ্রীবের অনুজ্ঞাক্রমে পতাকামণ্ডিত লঙ্কায় প্রবেশ করিতে লাগিল। উহাদের সিংহনাদে লঙ্কার ভূবিভাগ কম্পিত হইয়া উঠিল। পক্ষিগণ ভীত ও মৃগসকল অবসন্ন হইয়া পড়িল। বীরগণের গতিবেগে পৃথিবী যারপরনাই পীড়িত এবং ধূলিপটলে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। সিংহ, ভল্লুক, মহিষ, হস্তী, মৃগ ও পক্ষিগণ উহাদের পদশব্দে ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ত্রিকূটশৃঙ্গ অত্যুচ্চ অখণ্ডিত ও গগনস্পর্শী ; উহা স্বর্ণকান্তি কুসুমাচ্ছন্ন ও চারুদর্শন এবং বিস্তারে শত যোজন. পক্ষীরাও উহার শিখর স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে। উহা কার্যতঃ দূরে থাক, মনেরও দুরারোহ। ঐ শিখর অত্যন্ত রমণীয় ; রাবণরক্ষিত লংকাপুরী তদুপরি নির্মিত হইয়াছে। উহা দশ যোজন বিস্তীর্ণ ও বিশ যোজন দীর্ঘ। উহার ধবল-মেঘাকার অত্যুচ্চ পুরদ্বার এবং স্বর্ণরজতনির্মিত প্রাচীর সুরচিত ও সুন্দর। বর্ষাগমে নভোমণ্ডল যেমন মেঘে শোভা পায় তদ্রূপ উহা বিমান ও প্রাসাদে শোভিত হইতেছে। যে প্রাসাদ কৈলাস-শিখরাকার ও অত্যুচ্চ, যাহাতে সহস্র সহস্র স্তম্ভ বিরাজিত আছে উহা চৈত্য। উহা পুরের অলঙ্কারস্বরূপ, বহুসংখ্য রাক্ষস সতত উহা রক্ষা করিতেছে। লংকা স্বর্ণখচিত ও মনোহর, উহা পর্বতশোভিত ও নানা ধাতুযুক্ত। মহাবীর রাম ঐ সুসমৃদ্ধ স্বর্গোপম পুরী নিরীক্ষণপূর্বক অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন।

চত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম যোজনদ্বয়বিস্তীর্ণ সুবেল পর্বতে আরোহণ করিলেন এবং তথায় মুহূর্তকাল অবস্থানপূর্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সুরম্য ত্রিকূটশৃঙ্গে বিশ্বকর্মানির্মিত সুরচিত লংকাপুরী নিরীক্ষণ করিলেন। লঙ্কার পুরদ্বারে স্বয়ং রাক্ষসরাজ রাবণ দণ্ডায়মান। তাঁহার উভয়-পার্শ্বে রাজচিহ্ন শ্বেত চামর, মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র, সর্বাঙ্গে রক্তচন্দন, ও রক্ত আভরণ এবং বক্ষঃস্থল ঐরাবতের দন্তাঘাতে অঙ্কিত। তিনি নীল নীরদের ন্যায় কৃষ্ণকায়। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র স্বর্ণখচিত, উত্তরীয় শশশোণিতবৎ উজ্জ্বল। তিনি নভোমণ্ডলে সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন।
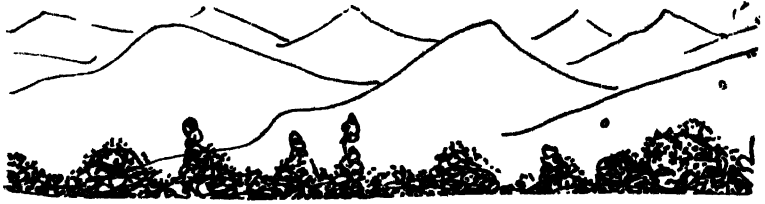
ইত্যবসরে মহাবীর সুগ্রীব রাবণকে দেখিবামাত্র ক্রোধবেগে সহসা গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার বল ও উৎসাহ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি পর্বতশিখর হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক লঙ্কার উত্তরদ্বারে লম্ফপ্রদান করিলেন এবং মুহূর্তকাল অবস্থান ও নির্ভয়ে রাক্ষসরাজ রাবণকে নিরীক্ষণপূর্বক অনাদরে কঠোর বাক্যে কহিলেন, রাক্ষস! আমি সর্বাধিপতি রামের সখা ও দাস, আমি তাঁহার তেজে অনুগৃহীত, বলিতে কি, আজ আমার হস্তে আর কিছুতেই তোর নিস্তার নাই।

এই বলিয়া সুগ্রীব পুরদ্বার হইতে এক লম্ফে রাবণের উপর পড়িলেন এবং তাঁহার মস্তক হইতে বিচিত্র কিরীট আকর্ষণপূর্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। পরে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার দিকে ধাবমান হইলেন। তদ্দৃষ্টে রাবণ কহিলেন, দেখ, তুই আমার পরোক্ষে সুগ্রীব ছিলি, সমক্ষে এখনই ছিন্নগ্রীব হইবি।

এই বলিয়া রাবণ ক্রোধভরে গাত্রোত্থান করিলেন এবং সুগ্রীবকে বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। সুগ্রীব ক্রীড়া-কন্দুকবৎ তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইলেন এবং রাবণকে গ্রহণপূর্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। উভয়েই গলদ্‌ঘর্মকলেবর, উভয়েরই সর্বাঙ্গে রুধিরধারা বহিতে লাগিল। উভয়ে গাঢ় আলিঙ্গনে নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট, উভয়েই শাল্মলী ও কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। কখন মুষ্টিপ্রহার, কখন চপেটাঘাত, পরস্পরের দুর্বিষহ-রূপ বাহুযুদ্ধ হইতে লাগিল। উহাদের বেগ উগ্র, দেহ পুনঃ পুনঃ উৎক্ষিপ্ত ও অবনত হইতেছে। ক্রমশঃ পদবিক্ষেপ-ক্রমে উভয়েই ভূতলে পতিত হইলেন। পরে আবার উঠিলেন এবং পরস্পরকে পীড়নপূর্বক প্রাকার ও পরিখার মধ্যে পড়িলেন। শ্রান্তিবশতঃ উভয়েরই ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতেছে। উভয়ে মুহূর্ত-কাল বিশ্রামপূর্বক ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া আবার উঠিলেন। উঁহারা কখন বাহুপাশে পরস্পরকে বেষ্টন করিতেছেন এবং কখন বা ক্রোধ, বল ও শিক্ষাগুণে প্রণোদিত হইয়া বিচরণ করিতেছেন। উঁহারা উদ্ভিন্নদন্ত শার্দূল, সিংহ এবং করিশাবকের ন্যায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত, উঁহারা পরস্পর পরস্পরকে বাহুদ্বয়ে আকর্ষণ ও বিক্ষেপপূর্বক এককালে ভূতলে পতিত হইলেন। পরে পুনর্বার উত্থিত হইলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে ভর্ৎসনা করত ব্যায়াম, শিক্ষা ও বল-বীর্যের উৎসাহে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে উঁহাদের কিছুতেই আর শ্রান্তি বা ক্লান্তি নাই। ঐ দুই মত্ত-মাতঙ্গ-সদৃশ মহাবীর করিশুণ্ডাকার ভুজদণ্ড পরস্পরকে নিবারণপূর্বক মণ্ডলগতিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরস্পরের বিনাশসাধনই উঁহাদের লক্ষ্য, দুইটি মার্জার যেমন ভক্ষদ্রব্য লাভার্থ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উপবিষ্ট থাকে উঁহারাও তদ্রূপ। কখন বিচিত্র মণ্ডল, কখন বিবিধ স্থান, কখন গোমূত্রক গতি, কখন গত প্রত্যাগত, কখন তির্যক্ গতি, কখন বক্রগতি, কখন প্রহারের পরিমোক্ষ বা ব্যর্থীকরণ, কখন বর্জন, কখন পরিধাবন, কখন অভিদ্রবণ, কখন আপ্লাবন, কখন সবিগ্রহ অবস্থান, কখন পরাবৃত্ত,

কখন অপাবৃত্ত, কখন অপদ্রুত, কখন অবপ্লুত, কখন উপন্যাস এবং কখন বা অপন্যাস; উঁহারা এই সমস্ত যুদ্ধকৌশল প্রদর্শনপূর্বক পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মায়াবল প্রয়োগের উপক্রম করিলেন। তখন জিতক্লম সুগ্রীব উঁহার অভিসন্ধি সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া লম্ফ প্রদানপূর্বক আকাশে উত্থিত হইলেন। রাবণ তাঁহার গতি অনুধাবনে অসমর্থ হইয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন। সুগ্রীবের জয়শ্রী লাভ হইল। তিনি রাবণকে যুদ্ধশ্রমে কাতর করিয়া বায়ুবেগে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। রামের সমরোৎসাহ বর্ধিত হইয়া উঠিল। তৎকালে বৃক্ষ ও মৃগপক্ষিগণও সুগ্রীবকে সম্বর্ধনা করিতে লাগিল।

একচত্বারিংশ সর্গ ॥ তখন রাম কপিরাজ সুগ্রীবের সর্বাঙ্গে সুস্পষ্ট যুদ্ধচিহ্ন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন, সখে! তুমি আমার সহিত কোনরূপ পরামর্শ না করিয়াই এইরূপ সাহস করিয়াছিলে কিন্তু এইরূপ সাহসের কার্য করা রাজগণের সমুচিত নহে। বীর! তুমি এই সমস্ত সৈন্যকে, বিভীষণকে এবং আমাকে, যারপরনাই ব্যাকুল করিয়া স্বয়ং ক্লেশ ও সাহস স্বীকার করিয়াছিলে। তুমি অতঃপর আর এইরূপ করিও না। দেখ, যদি দৈবাৎ তোমার কোনরূপ ভালমন্দ ঘটে তবে আমার জানকীরে লইয়া কি হইবে। ভরত, কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, অধিক কি, নিজের শরীর লইয়াই বা কি হইবে? বীর! আমি যদিচ তোমার বলবীর্য সম্যক্ জানি, তথাচ তোমার অনুপস্থিতিকালে নিজের মৃত্যুই স্থির করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি রাবণকে পুত্রমিত্রাদির সহিত বিনাশ, বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষেক এবং ভরতকে অযোধ্যায় স্থাপনপূর্বক স্বয়ং দেহত্যাগ করিব।

তখন সুগ্রীব কহিলেন, সখে! আমি নিজের বলবীর্য জ্ঞাত আছি, সুতরাং তোমার ভার্যাপহারক দুরাত্মা রাবণকে দেখিয়া বল কিরূপে সহ্য করিয়া থাকি।

অনন্তর রাম সুগ্রীবকে অভিনন্দনপূর্বক লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! আইস, আমরা ফলমূলবহুল বন ও সুশীতল জল আশ্রয়পূর্বক সৈন্য বিভাগ ও বূ্যহ রচনা করিয়া অবস্থান করি। এক্ষণে আমি চতুর্দিকে লোকক্ষয়কর ভীষণ ভয়ের কারণ উপস্থিত দেখিতেছি। অতঃপর বানর, ভল্লুক ও রাক্ষস বিস্তর ক্ষয় হইবে। দেখ, বায়ু উগ্রভাবে বহমান হইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প, পর্বত সশব্দে কম্পিত, ভয়ঙ্কর মেঘ কঠোর গর্জনপূর্বক রক্তবৃষ্টি করিতেছে, সন্ধ্যা রক্তবর্ণ ও ভীষণ, সূর্যমণ্ডল হইতে জ্বলন্ত অগ্নি নিঃসৃত হইতেছে, অশুভ মৃগপক্ষিগণ সূর্যাভিমুখী হইয়া ভয়োৎপাদনপূর্বক দীনস্বরে চীৎকার করিতেছে, রজনীর চন্দ্র একান্ত হীনপ্রভ এবং প্রলয়কালের ন্যায় উহার একটি কৃষ্ণ ও রক্ত পরিবেষ দৃষ্ট হয়, সূর্যমণ্ডলে নীল চিহ্ন এবং উঁহারও একটি হ্রস্ব রূক্ষ প্রশস্ত ও রক্ত পরিবেষ দৃষ্ট হয়; নক্ষত্রগণের গতি আর পূর্ববৎ নাই। বৎস! এক্ষণে এইরূপ দুর্লক্ষণ যেন মহাপ্রলয়ের পূর্বসূচনা করিতেছে। কাক, শ্যেন ও গৃধ্রগণ নিম্নে নিপতিত হইতেছে। ঐ শৃগালগণের অশুভ তারস্বর। অতঃপর রণভূমি বানর ও রাক্ষসের শেল শূল ও খড়্গে আবৃত হইয়া রক্তমাংসময় কর্দমে পূর্ণ হইবে। চল, আজ আমরা বানরগণের সহিত দুষ্প্রবেশ লঙ্কায় শীঘ্রই গমন করি।

মহাবীর রাম লক্ষ্মণকে এই বলিয়া সত্বর শৈলশিখর হইতে অবতরণপূর্বক

দুর্ধর্ষ কপিসৈন্য নিরীক্ষণ করিলেন এবং তাহাদিগকে সুসজ্জিত করিয়া শুভক্ষণে শুভলগ্নে যুদ্ধযাত্রায় আদেশ দিলেন। অনন্তর তিনি স্বয়ং শরাসন গ্রহণপূর্বক লঙ্কার দিকে চলিলেন। সুগ্রীব, বিভীষণ, হনুমান, জাম্ববান, নীল ও লক্ষ্মণ তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্বশেষে কপিসৈন্য লঙ্কার ভূবিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া চলিল। ঐ সমস্ত বীর কুঞ্জরাকার ; উহাদের হস্তে গিরিশৃঙ্গ ও প্রকাণ্ড বৃক্ষ। সকলে অনতিবিলম্বে লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। লঙ্কাপুরী পতাকামণ্ডিত প্রাকারশোভিত ও তোরণসজ্জিত ; উহা অত্যুচ্চ ও দুরারোহ ; উহা সুরগণেরও অধৃষ্য। বানরগণ রামের নিদেশে ঐ পুরী আক্রমণ করিল। নীরাধিপতি বরুণ যেমন সাগরে, তদ্রূপ রাবণ উহার উত্তরদ্বারে অবস্থিত আছেন। রাম ও লক্ষ্মণ সেই শৈলশৃঙ্গবৎ অত্যুচ্চ পুরদ্বার অবরোধ করিলেন। রাম ব্যতীত উহা রক্ষা করা অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। দানবগণ যেমন পাতালপুরী রক্ষা করে, তদ্রূপ অস্ত্রধারী ভীষণ রাক্ষসেরা উহার চতুর্দিক রক্ষা করিতেছে। উহা নির্বীর্যের ত্রাসজনক। তথায় বীরগণের অস্ত্র ও বর্ম সঞ্চিত রহিয়াছে।

সেনাপতি নীল মৈন্দ ও দ্বিবিদের সহিত পূর্বদ্বারে উপস্থিত হইলেন। মহাবল অঙ্গদ, ঋষভ, গজ, গবয় ও গবাক্ষের সহিত দক্ষিণদ্বারে গমন করিলেন। মহাবীর হনুমান পশ্চিমদ্বার এবং কপিরাজ সুগ্রীব, প্রজঙ্ঘ, তরস ও অন্যান্য বীরের সহিত মধ্যগুল্ম অবরোধ করিলেন। উহাদের গতিবেগ গরুড় ও বায়ুর অনুরূপ। যথায় কপিরাজ সুগ্রীব সেইস্থানে ষট্‌ত্রিংশৎ কোটি বানর গিয়া সমবেত হইল। মহাত্মা বিভীষণ ও লক্ষ্মণ রামের আদেশক্রমে প্রত্যেক দ্বারে কোটি কোটি বানরকে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। সুষেণ ও জাম্ববান অদূরে রামের পশ্চাদ্ভাগে মধ্যগুল্মে অবস্থান করিলেন। বানরগণ দংষ্ট্রাকরাল শার্দূলের ন্যায় ভীষণ, তদ্দ্বারা বৃক্ষ ও শৈলশৃঙ্গ গ্রহণপূর্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিল। উহাদের নখ ও দন্তই অস্ত্র, মুখ বিকৃত, লাঙ্গুল ক্রোধবশে স্ফীত হইয়া আছে। উহাদের মধ্যে কাহারও বল দশ হস্তীর, কাহারও শত হস্তীর, কাহারও সহস্র হস্তীর এবং কাহারও বা অসংখ্য হস্তীর অনুরূপ। অনেকেরই বলবীর্যের পরিমাণ হয় না। উহাদের সমাগম বিচিত্র ও অদ্ভুত। উহাদিগকে দেখিলে উৎপাতকালীন শলভসমাগমের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। তৎকালে অনেকে আসিতেছে এবং অনেকেই উপস্থিত ; বোধ হইল যেন বানরসৈন্যে আকাশ আচ্ছন্ন ও পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বানর ও ভল্লুক চতুর্দিক হইতে লঙ্কাদ্বারে আসিতে লাগিল। ত্রিকূট পর্বত সমাগত সমস্ত সৈন্যে সমাবৃত, বানরেরা লঙ্কার চতুর্দিক পর্যটন করিতে লাগিল। লঙ্কাপুরী বায়ুর অগম্য, তথাচ উহারা বৃক্ষশিলাহস্তে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

রাক্ষসগণ ঐ সমস্ত ইন্দ্রবিক্রম মেঘাকার বানরে উৎপীড়িত হইয়া যারপরনাই বিস্মিত হইল। সমুদ্রের সেতু ভেদ হইলে যেমন জলরাশির ভয়ঙ্কর শব্দ হয় তদ্রূপ ঐ সর্বব্যাপী বানরসৈন্যের একটি তুমুল কলরব হইতে লাগিল। লঙ্কাপুরী শৈলকাননের সহিত বিচলিত হইল। বানরসৈন্য রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীবের বাহুবলে রক্ষিত হইতেছে, উহা সুরগণেরও দুর্ধর্ষ বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর রাম মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ কার্যনির্ণয় করিতে লাগিলেন। সামাদি চারিটি উপায়ের ক্রমপ্রয়োগ, তৎসাধ্য অর্থ ও তৎপ্রয়োজন তাঁহার অবিদিত নাই। তিনি মনে করিলেন দণ্ডব্যতীত কার্যসিদ্ধি করা রাজধর্ম। পরে বিভীষণের অভিপ্রায় অনুসারে তৎসাধনে উদ্যত হইয়া

কুমার অঙ্গদকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, সৌম্য! তুমি রাবণের নিকট যাও এবং আমার বাক্যে তাহাকে গিয়া বল, রাক্ষস! আমরা সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্বক নির্ভয়ে ও নিরুপদ্রবে লঙ্কা অবরোধ করিয়াছি; তুমি হতশ্রী নষ্টৈশ্বর্য ও মৃত্যুমোহে উপহত; তোরে বলি, তুই এতকাল মোহ ও গর্বপ্রভাবে ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব, অপ্সর, নাগ, যক্ষ ও রাজগণকে যে উৎপীড়ন করিয়াছিস, আজ তোর সেই ব্রহ্মার বরদর্প নিশ্চয়ই চূর্ণ হইল। এক্ষণে আমি ভার্যাপহরণ-দুঃখে তোর পক্ষে সাক্ষাৎ কৃতান্তস্বরূপ হইয়া দ্বাররোধ করিয়া আছি। যদি তুই আমার সহিত যুদ্ধ করিস তবে নিশ্চয়ই দেবতা, মহর্ষি ও রাজর্ষিগণের গতিলাভ করিবি। তুই যে বলবীর্যে আমাকে অতিক্রমপূর্বক মায়াবলে জানকীরে হরণ করিয়াছিস এক্ষণে তাহা প্রদর্শন কর্। রাক্ষস! যদি তুই জানকীরে প্রতিদানপূর্বক আমার শরণাপন্ন না হোস্ তবে নিশ্চয়ই আমি শাণিত শরে ত্রিলোক রাক্ষসশূন্য করিব। ধর্মশীল বিভীষণ আমার অনুগত, অতঃপর তিনি নিষ্কণ্টকে লঙ্কার ঐশ্বর্য অধিকার করুন। তুই পাপী অনাত্মজ্ঞ, মূর্খেরাই তোর কার্যসহায়, তুই অধর্মবলে ক্ষণমাত্রও ঐশ্বর্যভোগ করিতে পাইবি না। তুই শৌর্য ও ধৈর্য অবলম্বনপূর্বক যুদ্ধ কর্, আমার শরে বিনষ্ট হইলে তোর আজন্মসঞ্চিত পাপ ক্ষালন হইয়া যাইবে। বলিতে কি, যদি তুই পক্ষিরূপ পরিগ্রহপূর্বক ত্রিলোক পর্যটন করিস তথাচ আমার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিতে পারিবি না। এক্ষণে আমি তোরে হিতই কহিতেছি; তুই আপনার ঔর্ধ্বদেহিক দানাদি কার্যের অনুষ্ঠান কর্। তোর জীবন আমারই আয়ত্ত। অতঃপর তুই লঙ্কাপুরী আর দেখিতে পাইবি না, এক্ষণে ইচ্ছানুরূপ দেখিয়া ল।

মহাবীর অঙ্গদ এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র সাক্ষাৎ হুতাশনের ন্যায় দীপ্ত তেজে গগনমার্গে যাত্রা করিলেন। তিনি মুহূর্তমধ্যে রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া স্থিরভাবে দেখিলেন, রাবণ সচিবগণের সহিত উপবিষ্ট আছেন। তখন অঙ্গদ উঁহার অদূরে আকাশ হইতে পতিত হইয়া জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাঁহাকে আত্মপরিচয় প্রদানপূর্বক সর্বসমক্ষে রামের কথা যথাযথ কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসরাজ! আমি অযোধ্যাধিপতি রামের দূত, কপিরাজ বালীর পুত্র, নাম অঙ্গদ: বোধ হয় আমি তোমার অপরিচিত নহি। এক্ষণে মহাবীর রাম তোমাকে কহিয়াছেন, নিষ্ঠুর! তুই বহির্গত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর এবং পুরুষ হ। আমি তোরে পুত্র-মিত্রের সহিত বিনষ্ট করিয়া ত্রিলোক নিরুদ্বিগ্ন করিব। তুই ঋষিগণের কণ্টক এবং দেব দানব যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব ও উরগগণের শত্রু, আজ আমি তোকে উৎসন্নে দিব। তুই যদি আমাকে প্রণিপাত করিয়া জানকী প্রত্যর্পণ না করিস তবে নিশ্চয় লঙ্কার ঐশ্বর্য বিভীষণেরই হইবে।

অঙ্গদ এইরূপ শ্রুতিকঠোর কথা কহিতেছেন, ইত্যবসরে রাবণ অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সচিবগণকে বারংবার কহিতে লাগিলেন, সচিবগণ! তোমরা এখনই ঐ নির্বোধকে ধর এবং উহাকে বধ কর।

তখন চারিজন ভীষণ রাক্ষস রাবণের আদেশমাত্র জ্বলন্ত অঙ্গারকল্প অঙ্গদকে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিল। মহাবীর অঙ্গদও রাক্ষসগণের সমক্ষে আপনার বলবীর্য প্রদর্শনের জন্য গ্রহণের কোনরূপ বিঘ্নাচরণ করিলেন না এবং ঐ পতঙ্গবৎ বাহুসংলগ্ন চারিটি রাক্ষসকে লইয়া অত্যুচ্চ প্রাসাদোপরি লম্ফ প্রদান করিলেন। তাঁহার উৎপতনবেগে উহারাও স্খলিত হইয়া রাবণের নিকট পড়িয়া গেল।

অনন্তর অঙ্গদ প্রাসাদ-শিখর শৈলশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত দেখিয়া পদভরে আক্রমণ করিলেন। পূর্বে হিমাচলশৃঙ্গ ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে যেমন চূর্ণ হইয়াছিল তদ্রূপ ঐ প্রাসাদশিখর উঁহার পদভরে চূর্ণ হইয়া গেল। অঙ্গদ পুনঃ পুনঃ স্বনামকীর্তন ও সিংহনাদপূর্বক লম্ফ প্রদান করিলেন এবং রাক্ষসগণকে ব্যথিত ও বানরদিগকে পুলকিত করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। বানরেরা তাঁহার এই অদ্ভুত বীরকার্যে অত্যন্ত প্রীত হইল এবং ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল।

তখন প্রাসাদ-শিখর চূর্ণ হওয়াতে রাক্ষসরাজ রাবণের যৎপরোনাস্তি ক্রোধ জন্মিল এবং তিনি আপনার মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে জয়ার্থী রাম যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। গিরিকূটপ্রমাণ সুষেণ সুগ্রীবের আদেশে সর্ববৃত্তান্ত সংগ্রহের জন্য কামরূপী বানরে বেষ্টিত হইয়া, চন্দ্র যেমন প্রতি নক্ষত্রে সংক্রমণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ লঙ্কার দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বানরসৈন্য লঙ্কায় পরিপূর্ণ এবং উহা আসমুদ্র বিস্তীর্ণ ; রাক্ষসেরা এই শত শত অক্ষৌহিণী সেনা নিরীক্ষণপূর্বক অতিমাত্র বিস্মিত, অনেকে ভীত হইল এবং অনেকে যুদ্ধহর্ষে পুলকিত হইয়া উঠিল। লঙ্কার প্রাকারোপরি অসংখ্য বানরসৈন্য ; রাক্ষসেরা দেখিল উহা যেন বানররূপ উপাদানে নির্মিত হইয়াছে। তখন সকলে ভীত হইয়া দীন মনে হাহাকার করিতে লাগিল। চতুর্দিকে তুমুল কোলাহল উপস্থিত ; বীর রাক্ষসগণ সুসজ্জিত সৈন্য লইয়া যুগান্ত বায়ুর ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসগণ সর্বাধিপতি রাবণের গৃহপ্রবেশপূর্বক তাঁহাকে কহিল, মহারাজ! রাম সসৈন্যে আসিয়া লঙ্কা অবরোধ করিয়াছেন। রাবণ এই সংবাদ পাইবামাত্র যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং দ্বিগুণ বিধানে দ্বার রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে শুনিয়া প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। দেখিলেন, যুদ্ধার্থী অসংখ্য বানরসৈন্যে লঙ্কাপুরী পরিপূর্ণ, বানরগণের ঘন সন্নিবেশে লঙ্কা পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে রাবণ অতিমাত্র চিন্তিত হইলেন এবং কিরূপে শত্রুবিনাশ করিবেন মনে মনে তাহাই আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বহুক্ষণ ধৈর্যের সহিত এই সমস্ত চিন্তা করিয়া রাম ও বানরগণকে দেখিতে লাগিলেন।

এদিকে রাম সসৈন্যে ক্রমশঃ প্রাকারের সন্নিহিত হইয়াছেন। তিনি দেখিলেন, পুরীর চতুর্দিক রাক্ষসে পরিবৃত ও সুরক্ষিত। ঐ বীর ধ্বজপতাকাশোভিত লঙ্কা নিরীক্ষণপূর্বক জানকীর উদ্দেশে দীন মনে কহিলেন, হা! এই স্থানে সেই মৃগলোচনা আমারই জন্য দুঃখ সহিতেছেন। জানকী শোকাকুল এবং অনাহারে কৃষ : ভূমিশয্যাই তাঁহার আশ্রয়। রাম এই ভাবিয়া অতিমাত্র কাতর হইলেন এবং বিলম্ব না করিয়া শত্রুবধে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

অনন্তর বানরগণ যুদ্ধের আদেশ পাইবামাত্র সিংহনাদে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। প্রত্যেকে মনে করিল, সর্বাগ্রে আমিই যুদ্ধ করিব—আমিই গিরিশৃঙ্গদ্বারা লঙ্কা চূর্ণ করিয়া ফেলিব এবং আমিই মুষ্টিপ্রহারে সমস্ত নিষ্পিষ্ট করিয়া দিব। এই ভাবিয়া বানরগণ প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ উত্তোলন ও

বিবিধ বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক রণক্ষেত্রে দাঁড়াইল। ঐ সময় রাক্ষসরাজ রাবণ প্রাসাদে আরোহণপূর্বক সৈন্যগণের ব্যূহবিভাগ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, বানরেরা তাঁহাকে তৃণজ্ঞান করিয়া রামের প্রিয়োদ্দেশে দলে দলে লঙ্কায় প্রবেশ করিতে লাগিল। ঐসকল স্বর্ণকান্তি বানরের মুখ অরুণবর্ণ, উহারা প্রাণপণে রামের কার্যসাধনে উদ্যত। সকলে বৃক্ষশিলা গ্রহণপূর্বক লঙ্কার অভিমুখে যাইতে লাগিল; মুষ্টিপ্রহার ও শিলাঘাতে উহার প্রাচীর ও তোরণ চূর্ণ করিতে লাগিল এবং প্রস্তর তৃণ কাষ্ঠ ও ধূলি দ্বারা স্বচ্ছ-সলিলবাহী পরিখাসকল পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কোন বীর সহস্র যূথের অধিপতি, কেহ কোটি যূথের এবং কেহ বা শত কোটি যূথের অধিনায়ক। ঐ সমস্ত মাতঙ্গাকার মহাবীরের মধ্যে কেহ কেহ কৈলাসশৃঙ্গতুল্য পুরদ্বার ভগ্ন করিতে উদ্যত, কেহ কেহ বা প্রাকারাভিমুখে মহাবেগে যাইতেছে, কেহ কেহ ইতস্ততঃ ধাবমান এবং কেহ কেহ বা বীরনাদে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে। মহাবীর রামের জয়, লক্ষ্মণের জয়, রাজা

সুগ্রীবের জয় ; চতুর্দিকে কেবলই এই জয়ধ্বনি। বানরগণ জয় জয় রবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রাচীরের দিকে চলিল, বীরবাহু, সুবাহু, অনল ও পনস, ইহারা বহিঃপ্রাকার ভগ্ন করিয়া তথায় উপনিবিষ্ট হইল।

পরে বানরগণ স্কন্ধাবার স্থাপন করিল। মহাবল কুমুদ দশকোটি সৈন্য লইয়া পূর্ব্বদ্বার অবরোধ করিলেন। বীর প্রসভ ও পনস বহুসংখ্য সৈন্যের সহিত তাঁহারই সাহায্যে প্রস্তুত রহিল। মহাবীর শতবলি বিংশতি কোটি সৈন্য লইয়া দক্ষিণদ্বার, তারাপিতা সুষেণ কোটি কোটি সৈন্য লইয়া পশ্চিমদ্বার এবং মহাবীর রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব উত্তরদ্বার অবরোধ করিলেন। মহাকায় গোলাঙ্গুল ও ভীমদর্শন গবাক্ষ কোটি সৈন্যের সহিত রামের পার্শ্ববর্তী হইল। শত্রুঘাতী ধূম্র ভীমকোপ কোটি ভল্লুকে পরিবৃত হইয়া রামের অপর পার্শ্ব আশ্রয় করিল। মহাবীর্য বিভীষণ গদাহস্তে চারিজন সচিবের সহিত রামের সন্নিহিত হইলেন এবং গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ ও গন্ধমাদন এই কয়েকটি বীর সমস্ত বানরসৈন্য রক্ষা করিবার জন্য চতুর্দিকে মহাবেগে ধাবমান হইতে লাগিল।

অনন্তর রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং সৈন্যগণকে শীঘ্র যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য অনুজ্ঞা দিলেন। রাক্ষসেরা তাঁহার এই আদেশ পাইবামাত্র সহসা তুমুল কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হইল। চন্দ্রবৎ পাণ্ডুর-মুখ ভেরী সর্বত্র স্বর্ণদণ্ডযোগে আহত হইতে লাগিল। অসংখ্য শঙ্খ ভীম রাক্ষসগণের মুখমারুতে পূর্ণ হইয়া ঘোর রবে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। রাক্ষসেরা শুকপক্ষিবৎ নীলকলেবর, উহারা মুখসংলগ্ন শঙ্খে বকপংক্তিযুক্ত জলদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং মহাপ্রলয়ের উচ্ছলিত সমুদ্রের ন্যায় মহাবেগে হৃষ্ট মনে নির্গত হইল।

বানরসৈন্য ঘন ঘন সিংহনাদ করিতেছে। উহাদের ভীমরবে মলয় পর্বত প্রতিধ্বনিত হইল। শঙ্খধ্বনি, দুন্দুভিরব ও সিংহনাদে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও সমুদ্র নিনাদিত হইতে লাগিল। হস্তীর বৃংহিত, অশ্বের হ্রেষা, রথের ঘর্ঘর রব এবং রাক্ষসগণের পদশব্দে রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিল।

ইত্যবসরে দুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। রাক্ষসগণ স্ব-স্ব বলবীর্যের গর্ব প্রকাশপূর্বক প্রদীপ্ত গদা এবং সুতীক্ষ্ণ শূল শক্তি ও পরশু দ্বারা বানরদিগকে প্রহার আরম্ভ করিল। বৃহৎকায় বানরেরাও উহাদিগকে গিরিশৃঙ্গ বৃক্ষ নখ ও দন্ত দ্বারা মহাবেগে আঘাত করিতে লাগিল। বানরগণের মধ্যে কেবল সুগ্রীবের জয় এবং রাক্ষসগণের মধ্যে কেবল রাবণের জয়, চতুর্দিকে কেবলই এই জয় জয় শব্দ। উভয় পক্ষে যোদ্ধারা স্বনাম উল্লেখপূর্বক স্ব-স্ব বীরখ্যাতি প্রচার করিতে লাগিল। ভীম রাক্ষসগণ প্রাকারের উপর এবং বানরগণ নিম্নে ভূপৃষ্ঠে; রাক্ষসেরা বানরদিগকে ভিন্দিপাল ও শূল প্রহার করিতে লাগিল এবং বানরেরাও ক্রোধভরে লম্ফ প্রদানপূর্বক উহাদিগকে বাহুবলে নিম্নে আকর্ষণ করিতে লাগিল। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত, রণস্থল রক্তমাংসের কর্দমে পূর্ণ হইয়া গেল।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর দুইপক্ষে সৈন্যদর্শনজাত দারুণ ক্রোধ জন্মিল। বীর রাক্ষসেরা স্বর্ণমণ্ডিত অশ্ব, অগ্নিশিখার ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হস্তী ও সূর্যসঙ্কাশ রথ লইয়া দশ দিক প্রতিধ্বনিত করত নির্গত হইল। উহাদের সর্বাঙ্গে রুচির বর্ম এবং উহাদের কর্মও লোমহর্ষণ। উহারা প্রত্যেকেই রাবণের জয়শ্রী কামনা

করিতেছে। বানরসৈন্য জয়লাভার্থ উহাদিগের অভিমুখে মহাবেগে চলিল। দুইপক্ষে তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত। অন্ধকাসুর যেমন ভগবান ব্যোমকেশের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল সেইরূপ মহাবীর ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুর্ধর্ষ সম্পাতি প্রজঙ্ঘের সহিত এবং হনুমান জম্বুমালির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। প্রচণ্ডকোপ বিভীষণ বেগবান শত্রুঘ্নের সহিত, মহাবীর গজ তপনের সহিত, তেজস্বী নীল নিকুম্ভের সহিত, সুগ্রীব প্রঘসের সহিত এবং লক্ষ্মণ বিরূপাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, মিত্রঘ্ন ও যজ্ঞকোপ ইহারা রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বজ্রমুষ্টি মৈন্দের সহিত, অশনিপ্রভ দ্বিবিদের সহিত, ভীষণ প্রতপন নলের সহিত এবং বলবান সুষেণ বিদ্যুন্মালীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে দুই পক্ষে তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত। রাক্ষস ও বানরগণের দেহ হইতে শোণিত-নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। কেশজাল ঐ নদীর শাদ্বল এবং দেহ কাষ্ঠরাশি। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্র যেমন বজ্রপ্রহার করেন সেইরূপ অঙ্গদকে লক্ষ্য করিয়া এক গদা প্রহার করিলেন। অঙ্গদও তৎক্ষণাৎ তন্নিক্ষিপ্ত গদা গ্রহণপূর্বক তাঁহার স্বর্ণখচিত রথ অশ্ব ও সারথি চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। প্রজঙ্ঘ সম্পাতিকে তিন শরে বিদ্ধ করিল। মহাবীর অশ্বকর্ণ প্রজঙ্ঘকে বিনাশ করিলেন। রথারূঢ় জম্বুমালী ক্রোধভরে হনুমানের বক্ষে শক্তি নিক্ষেপ করিল। মহাবীর হনুমান তাঁহার রথে লম্ফ প্রদানপূর্বক চপেটাঘাতে রথ চূর্ণ এবং তাহাকেও বিনষ্ট করিলেন। প্রতপন সিংহনাদপূর্বক নলের অভিমুখে ধাবমান হইল এবং তাঁহাকে ক্ষিপ্রহস্তে শরবিদ্ধ করিতে লাগিল। নলও তৎক্ষণাৎ তাহার চক্ষু উৎপাটনপূর্বক তাহাকে অকর্মণ্য করিয়া দিলেন। তৎকালে মহাবীর প্রঘস যেন রণস্থলে বানরগণকে গ্রাস করিতেছিল, সুগ্রীব তাহাকে মহাবেগে সপ্তপর্ণ বৃক্ষ প্রহার-পূর্বক বিনাশ করিলেন। লক্ষ্মণ ভীমদর্শন বিরূপাক্ষকে শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া পরিশেষে একমাত্র শরে সমরশায়ী করিলেন। দুর্ধর্ষ অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, মিত্রঘ্ন ও যজ্ঞকোপ রামকে অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিতেছিল, রাম প্রদীপ্ত শরনিকরে ঐ চারিটি রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিলেন। বজ্রমুষ্টি মৈন্দের মুষ্টিপ্রহারে নিহত হইয়া তৎক্ষণাৎ সুরবিমানের ন্যায় অশ্ব ও রথের সহিত ভূতলে পতিত হইল। সূর্য যেমন রশ্মিদ্বারা জলদজাল ভেদ করেন সেইরূপ নিকুম্ভ নীলাঞ্জনতুল্য নীলকে সুতীক্ষ্ন শরে ভেদ করিতেছিল। সে ক্ষিপ্রহস্তে নীলের প্রতি শত শর নিক্ষেপপূর্বক হাস্য করিতে লাগিল। নীল রথচক্র দ্বারা সারথির সহিত তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। বজ্রমুষ্টি দ্বিবিদ রাক্ষসগণের সমক্ষে অশনিপ্রভকে লক্ষ্য করিয়া এক গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিল। অশনিপ্রভও ঐ বানরকে বজ্রসংকাশ শরে অনবরত বিদ্ধ করিতে লাগিল। তখন দ্বিবিদ শরবিদ্ধ হইয়া অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং শালবৃক্ষ দ্বারা তাহাকে রথ ও অশ্বের সহিত চূর্ণ করিয়া ফেলিল। বিদ্যুন্মালী স্বর্ণখচিত শরদ্বারা সুষেণকে প্রহার-পূর্বক বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিল। সুষেণ এক প্রকাণ্ড শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপপূর্বক তাহার রথ চূর্ণ করিলেন। রথ চূর্ণ হইবামাত্র বিদ্যুন্মালী তৎক্ষণাৎ গদাহস্তে ভূতলে অবতীর্ণ হইল। সুষেণও অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড গ্রহণপূর্বক উহাকে লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। ইত্যবসরে বিদ্যুন্মালী উঁহার বক্ষে গদা প্রহার করিল। সুষেণ ঐ ভীষণ গদাঘাত তুচ্ছ করিয়া নিঃশব্দে উহার বক্ষঃস্থলে শিলা নিক্ষেপ করিলেন।

তখন বিদ্যুন্মালী শিলাখণ্ড দ্বারা আহত হইয়া চূর্ণহৃদয়ে সমরাঙ্গনে শয়ন করিল। এইরূপে রাক্ষসেরা দেবগণের হস্তে দৈত্যের ন্যায় ঐ সমস্ত বানরবীর দ্বারা দ্বন্দ্বযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। রণস্থল ভল্ল, গদা, শক্তি, তোমর, শর, বিপর্যস্ত রথ, সাংগ্রামিক অশ্ব, নিহত হস্তী, ভগ্ন বিক্ষিপ্ত চক্র, অক্ষ, যুগ, দণ্ড এবং বানর ও রাক্ষসের খণ্ডিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে শৃগাল ও কুক্করসকল ধাবমান ; বানর ও রাক্ষসগণের কবন্ধ উত্থিত হইতে লাগিল। তখন রাক্ষসগণ শোণিতগন্ধে মূর্ছিত হইয়া পুনর্বার ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং তৎকালে কেবল রাত্রিকাল অপেক্ষা করিতে লাগিল।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর সূর্যাস্ত হইল ; প্রাণহারিণী রাত্রি উপস্থিত। জাতবৈর জয়ার্থী বানর ও রাক্ষসের নিশাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। চতুর্দিকে ঘোরতর অন্ধকার, তুই বানর, তুই রাক্ষস এই বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। মার্, বিদীর্ণ কর, আয়, পলাস কেন, সৈন্যমধ্যে কেবলই এইরূপ তুমুল শব্দ। একে গাঢ় অন্ধকার, তাহাতে রাক্ষসেরা কৃষ্ণবর্ণ ও স্বর্ণকবচধারী ; সুতরাং উহারা প্রদীপ্ত ওষধিযুক্ত পর্বতের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল।

অনন্তর উহারা ক্রোধে অধীর হইয়া বানরগণকে ভক্ষণপূর্বক মহাবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। বানরেরাও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া লম্ফ প্রদানপূর্বক স্বর্ণ-সজ্জিত অশ্ব ও ভুজঙ্গাকার ধ্বজদণ্ড তীক্ষ্ণ দন্তে খণ্ড খণ্ড করিতে আরম্ভ করিল ; হস্তী, হস্ত্যারোহী ও ধ্বজপতাকামণ্ডিত রথ আকর্ষণ ও দংশন করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং ক্ষণমধ্যে ঐ সমস্ত রাক্ষসকে ক্ষুভিত করিয়া তুলিল। রাম ও লক্ষ্মণ ভুজঙ্গাকার শরে দৃশ্য ও অদৃশ্য রাক্ষসকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অশ্বক্ষুরোদ্ধৃত রথচক্রসমুত্থিত ধূলি যোদ্ধাদিগের নেত্র ও কর্ণ রোধ করিয়া ফেলিল। ভয়ঙ্কর শোণিত-নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভেরী, মৃদঙ্গ, পণব ও শঙ্খের ধ্বনি, রথচক্রের ঘর্ঘর রব, অশ্বের হ্রেষা, নিক্ষিপ্ত শস্ত্রের শন শন শব্দ এবং বানর ও রাক্ষসের কলরবে সর্বত্র একটা তুমুল হইয়া উঠিল। রণস্থলে কোথাও নিহত বানর, কোথাও পতিত পর্বতপ্রমাণ রাক্ষস এবং কোথাও বা শক্তি শূল ও পরশু ; উহার সর্বত্র রক্তের কর্দম, উহা নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় ও একান্ত দুর্নিবেশ। ফলতঃ ঐ বীরঘাতিনী ঘোরা রাত্রি তৎকালে কালরাত্রির ন্যায় একান্ত দুরতিক্রমণীয় হইয়া উঠিল।

ইত্যবসরে রাক্ষসেরা অনবরত শর বর্ষণপূর্বক হৃষ্ট মনে রামের অভিমুখে চলিল। উহারা ক্রোধভরে পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিল। উহাদের ঘোর নিনাদ প্রলয়কালীন সমুদ্রগর্জনের ন্যায় বোধ হইল। রাম যজ্ঞশত্রু, মহাপার্শ্ব, মহোদর, বজ্রদংষ্ট্র, শুক ও সারণ এই ছয় জন রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া নিমেষমাত্রে প্রদীপ্ত ছয়টি শর নিক্ষেপ করিলেন। উহারা রামের শরে বিদ্ধমর্ম হইয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। উহাদের কেবল প্রাণমাত্র অবশিষ্ট। মহারথ রাম জ্বলন্ত অগ্নিকল্প শরজালে তৎক্ষণাৎ দিক-বিদিক নির্মল করিয়া দিলেন। যে-সমস্ত রাক্ষস তাঁহার সম্মুখে ছিল তাহারা বহ্নিমুখপ্রবিষ্ট পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে চতুর্দিকে প্রক্ষিপ্ত স্বর্ণপুঙ্খ শরে ঐ রাত্রি খদ্যোত-চিত্রিত শারদীয় রজনীর ন্যায় অনুমিত হইল। যুদ্ধরাত্রি একেই ত ঘোর, তাহাতে

রাক্ষসগণের সিংহনাদ ও ভেরীরবে আরও ঘোর হইয়া উঠিল। যুদ্ধের কোলাহল চতুর্দিকে বর্ধিত হইতেছে, তদ্দ্বারা গহ্বরবহুল ত্রিকূট পর্বত প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন বাক্যালাপ আরম্ভ করিল। দীর্ঘাকার কৃষ্ণকায় গোলাঙ্গুলগণ বাহুবেষ্টনে রাক্ষসগণকে গ্রহণ ও ভক্ষণ করিতে লাগিল।

এদিকে অঙ্গদ ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইন্দ্রজিতের অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হইল. তিনি রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহাকষ্টে তথায় অন্তর্ধান করিলেন। তখন দেবতা ও ঋষিগণ অঙ্গদের এই অদ্ভুত বীরকার্য নিরীক্ষণপূর্বক তাঁহার যথোচিত প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণের আর হর্ষের পরিসীমা রহিল না। ইন্দ্রজিতের যুদ্ধপ্রভাব সকলেই জানিত, তাঁহার পরাজয়ে সকলেই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল। বিভীষণ, সুগ্রীব ও অন্যান্য বানর বীরগণ অঙ্গদকে বারংবার সাধুবাদপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পাপস্বভাব ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদের হস্তে পরাস্ত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল। সে ব্রহ্মার বরে গর্বিত এবং মায়াপ্রভাবে অদৃশ্য, তৎকালে বজ্রকল্প সুশাণিত শর অনবরত নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং রাম ও লক্ষ্মণকে ঘোর নাগাস্ত্রে বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে কূটযোধী, সে ঐ দুই ভ্রাতাকে ক্ষণকালমধ্যে বিমোহিত করিয়া ফেলিল। সম্মুখ-যুদ্ধে উঁহাদিগকে পরাভূত করা নিতান্ত দুষ্কর; ইন্দ্রজিৎ মায়াবল প্রয়োগপূর্বক সর্বসমক্ষে উঁহাদিগকে অবসন্ন করিতে লাগিল।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম ইন্দ্রজিৎকে অনুসন্ধান করিবার জন্য সুষেণের দুই দায়াদ, নীল, অঙ্গদ, শরভ, দ্বিবিদ, হনুমান, সানুপ্রস্থ, ঋষভ ও ঋষভস্কন্ধ এই দশজন যূথপতিকে আদেশ করিলেন। যূথপতিগণ রামের এই আদেশ পাইবামাত্র অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং ভীষণ বৃক্ষ উত্তোলনপূর্বক ইন্দ্রজিতের অনুসন্ধানার্থ আকাশের চতুর্দিকে মহাবেগে প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্রজিৎও দিব্যাস্ত্র-জালে ঐ সমস্ত বানরের গতিবেগ নিবারণ করিতে লাগিলেন। যূথপতিগণ তন্নিক্ষিপ্ত নারাচাস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিলেন। ইন্দ্রজিৎ মেঘাবৃত সূর্যের ন্যায় গাঢ় তিমিরে অদৃশ্য; তাঁহারা উঁহাকে কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না।

তখন ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, রাম ও লক্ষ্মণকে নাগাস্ত্রে অনবরত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ দুই বীরের দেহ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল এবং ব্রণমুখ হইতে অনর্গল রুধিরধারা বহিতে লাগিল। উঁহারা কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষিত হইলেন। ইত্যবসরে কজ্জলবৎ-কৃষ্ণকায় রক্তপ্রান্তনেত্র ইন্দ্রজিৎ প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে কহিলেন, দেখ, তোমাদের কথা দূরে থাক, আমি যুদ্ধকালে যখন মায়াবলে তিরোহিত হই তখন সুররাজ ইন্দ্রও আমাকে দেখিতে পান না; প্রাপ্ত হওয়া ত স্বতন্ত্র। এক্ষণে আমি তোমাদিগকে কঙ্কপত্রশোভিত শরে অতিমাত্র বিদ্ধ করিয়াছি, অতঃপর রোষভরে এখনই যমালয়ে প্রেরণ করিব।

এই বলিয়া মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে শরবিদ্ধ করিয়া মহাহর্ষে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পরে প্রকাণ্ড শরাসন বিস্ফারণপূর্বক পুনর্বার ভীষণ শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং উঁহাদের মর্মভেদ করিয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছেন। উঁহারা

নিমেষমধ্যে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। উঁহাদের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। উঁহারা রজ্জুমুক্ত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় কম্পিত কলেবরে তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন। উঁহাদের দেহ হইতে বিলক্ষণ রক্তস্রাব হইতেছে, উঁহারা নাগপাশে নিতান্ত পীড়িত, বলিতে কি, তৎকালে উঁহাদের দেহে এক অঙ্গুলি স্থানও শরবিদ্ধ হইতে অবশিষ্ট নাই। সর্বপ্রথমে রাম শরনিকরে বিদ্ধমর্ম হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ইন্দ্রজিতের শর রুক্মপুঙ্খযুক্ত ও স্বচ্ছমুখ, উহা যখন যায় তখন নভোমণ্ডলে উড্ডীন ধূলিজালবৎ সমস্ত স্থান আচ্ছন্ন করিয়া যায়। রাম নারাচ, অর্ধনারাচ, ভল্ল, অঞ্জলিক, বৎসদন্ত, সিংহদংষ্ট্র ও ক্ষুর দ্বারা আহত হইয়া জ্যাশূন্য কার্মুক পরিত্যাগপূর্বক বীর-শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহার মুষ্টিগ্রহণের আর সামর্থ্য রহিল না। তদ্দৃষ্টে লক্ষ্মণ প্রাণরক্ষায় সম্পূর্ণ হতাশ হইলেন। কমললোচন রাম অন্যের শরণ্য, লক্ষ্মণ তাঁহাকে ধরাতলে শয়ান দেখিয়া যারপরনাই শোকাকুল হইলেন। বানরেরাও অতিমাত্র সন্তপ্ত হইল এবং রামকে বেষ্টনপূর্বক জলধারাকুল লোচনে রোদন করিতে লাগিল।

ষট্চত্বারিংশ সর্গ ॥ বানরগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া আকাশ ও পৃথিবী নিরীক্ষণ করিতেছিল, রাম ও লক্ষ্মণ নাগপাশে বদ্ধ, ইত্যবসরে সুগ্রীব ও বিভীষণ তথায় উপস্থিত হইলেন। পরে নীল, দ্বিবিদ, মৈন্দ, সুষেণ, কুমুদ, অঙ্গদ ও হনুমান ইঁহারাও শীঘ্র তথায় আগমন করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ শরবিদ্ধ ও নিশ্চেষ্ট, তাঁহাদের সর্বাঙ্গ শোণিতলিপ্ত, নিঃশ্বাস মন্দ মন্দ বহিতেছে, তাঁহারা শরশয্যায় স্তব্ধভাবে শয়ান, হীনবিক্রম ভুজঙ্গের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া মৃদু মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। ঐ দুই মহাবীর রক্তাক্ত দেহে হেমময় ধ্বজদণ্ডের ন্যায় পড়িয়া আছেন, যূথপতিগণ জলধারাকুল লোচনে উঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে। তদ্দৃষ্টে বিভীষণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি বীরগণ অতিমাত্র ব্যথিত হইলেন। তৎকালে বানরেরা ইন্দ্রজিতের অনুসন্ধান পাইবার প্রত্যাশায় মুহুর্মুহু চতুর্দিক
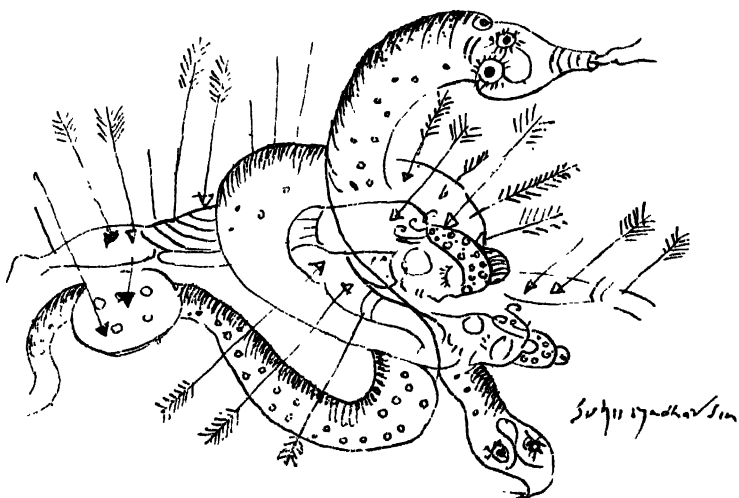
ও আকাশ নিরীক্ষণ করিতেছিল, কিন্তু ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে প্রচ্ছন্ন, বানরেরা কিছুতেই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। মহাবীর বিভীষণ মায়াবিদ্যা জানিতেন। তিনিই কেবল মায়াপ্রভাবে তাঁহাকে সম্মুখস্থ দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্রজিতের বীরকার্য তুলনা-রহিত এবং যুদ্ধে কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না। বিভীষণই কেবল অন্বেষণ প্রসঙ্গে তাঁহার দর্শন পাইলেন।

অনন্তর তেজস্বী ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে শরশয্যায় শয়ান দেখিয়া স্বীয় বীর-কার্য পর্যালোচনা করিলেন এবং প্রীতমনে রাক্ষসগণকে পুলকিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, দেখ, যাহারা খর ও দূষণকে বিনাশ করিয়াছে এক্ষণে সেই দুই ব্যক্তি আমার শরে বিনষ্ট হইল। ইহারা এই নাগপাশবন্ধন কিছুতেই ছেদন করিতে পারিবে না। সমস্ত ঋষি ও সুরাসুর সমবেত হইলেও আজ ইহাদের এই নাগপাশ হইতে মুক্তি নাই। আমার পিতা যে ভয়ে শোক ও চিন্তায় কাতর ছিলেন, তিনি যে ভয়ে শয্যা স্পর্শ না করিয়াই রাত্রিযাপন করিতেন, যে ভয়ে লঙ্কার সমস্ত লোক বর্ষানদীর ন্যায় অত্যন্ত আকুল ছিল, আজ আমি সেই মূলহর অনর্থ এককালে নষ্ট করিলাম। এখন শত্রুগণের বলবিক্রম শরৎকালীন মেঘের ন্যায় নিষ্ফল হইল।

এই বলিয়া ইন্দ্রজিৎ যূথপতি বানরদিগকে লক্ষ্য করিয়া শর প্রহার করিতে লাগিলেন। তিনি নীলের প্রতি নয় শর এবং মৈন্দ ও দ্বিবিদের প্রতি তিন তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। পরে এক শরে জাম্ববানের বক্ষ বিদ্ধ করিয়া হনুমানের প্রতি দশ শর প্রয়োগ করিলেন। অনন্তর গবাক্ষ ও শরভকে দুই দুই শরে বিদ্ধ করিয়া মহাবেগে গোলাঙ্গুলেশ্বর ও অঙ্গদের প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ বীর অগ্নিশিখাকার শরে বানরবীরগণকে এইরূপে ভেদ করিয়া ঘন ঘন সিংহনাদ আরম্ভ করিলেন এবং বানরগণকে ভয় প্রদর্শনপূর্বক অট্টহাস্যে রাক্ষসদিগকে কহিলেন, বীরগণ! ঐ দেখ, আমি রাম ও লক্ষ্মণকে ঘোর নাগপাশে বন্ধন করিয়াছি। এখন উহারা হতচেতন ও নিশ্চেষ্ট।

তখন কূটযোধী রাক্ষসেরা ইন্দ্রজিতের এই অদ্ভুত কার্য দর্শনে বিস্মিত ও হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল. রাম ও লক্ষ্মণ নিস্পন্দ ও নিরুচ্ছ্বাস হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা উঁহাদিগকে বিনষ্ট বোধ করিল এবং ইন্দ্রজিৎকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিল। পরে ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণকে পুলকিত করিয়া মহাহর্ষে পুরপ্রবেশ করিলেন।

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব রাম ও লক্ষ্মণের সর্বাঙ্গ শরবিদ্ধ দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। ক্রোধে তাঁহার নেত্রযুগল আকুল এবং মুখ অশ্রুজলে সিক্ত। তদ্দৃষ্টে বিভীষণ তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, সুগ্রীব! ভীত হইও না, বাষ্পবেগ সম্বরণ কর, যুদ্ধ প্রায়ই এই প্রণালীতে হইয়া থাকে, জয়লাভ কদাচই নিত্য ও নিয়ত হয় না। এক্ষণে যদি আমাদের অদৃষ্টবল থাকে ত এই দুই বীর এখনই মোহমুক্ত হইবেন। তুমি আশ্বস্ত হও, আমি অনাথ, আমাকেও আশ্বাস দাও।

বিভীষণ এই বলিয়া কপিরাজ সুগ্রীবের নেত্রযুগল জলার্দ্র হস্তে মার্জিত করিয়া দিলেন। পরে এক গণ্ডূষ জল বিদ্যাবলে মন্ত্রপূত করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার দুইটি নেত্র প্রক্ষালন করিলেন এবং স্বহস্তে তাঁহার মুখমার্জনপূর্বক প্রকৃত অবসরে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন, কপিরাজ! এখন শোকবেগ সংবরণ কর। এই সঙ্কটকালে অতিস্নেহও মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। তুমি এই কার্যনাশক চিত্তবৈকল্য দূর কর। রামের সম্মুখস্থ এই সমস্ত সৈন্য ভয়ে অত্যন্ত

বিহ্বল হইয়াছে, ইহাদের শুভচিন্তা করা তোমার আবশ্যক। অথবা যতক্ষণ রাম এইরূপ বিচেতন থাকিবেন তাবৎ তুমি ইঁহাকে রক্ষা কর। ইনি ও লক্ষ্মণ উভয়ে সংজ্ঞালাভ করিলে আমরা নিশ্চিন্ত হইব। দেখ, এইরূপ অবস্থা ত রামের পক্ষে কিছুই নয়, লক্ষণদৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হয় ইনি কদাচ মরিবেন না; যে শ্রী মৃতলোকের দুর্লভ, ইঁহার সর্বশরীরে তাহা কিছুই পরিহীন হয় নাই। সুগ্রীব! শান্ত হও এবং স্বীয় সৈন্যগণকে আশ্বস্ত কর। আমিও সমস্ত সৈন্যকে পুনরায় সুস্থির করিতেছি। ঐ দেখ, বানরগণ ভয়বিস্ফারিত নেত্রে পরস্পর কর্ণে কর্ণে কি বলাবলি করিতেছে। এক্ষণে ইহারা ভুক্তপূর্ব মাল্যের ন্যায় ভয় দূর করিয়া ফেলুক। বিভীষণ সুগ্রীবকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া ছিন্নভিন্ন পলায়মান সৈন্যগণকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন।

এদিকে মায়াবী ইন্দ্রজিৎ সসৈন্যে লঙ্কা প্রবেশ করিলেন এবং রাক্ষসরাজ রাবণের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিতঃ! রাম ও লক্ষ্মণ বিনষ্ট হইয়াছে।

রাবণ এই প্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্বক হৃষ্টমনে ইন্দ্রজিৎকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আনুপূর্বিক সমস্ত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন।

তখন ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া যেরূপ নিষ্প্রভ ও নিশ্চেষ্ট করিয়াছেন রাবণকে তাহা জ্ঞাপন করিলেন। রাবণ যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। রামের ভয় তাঁহার বিদূরিত হইয়া গেল। তিনি হৃষ্টবাক্যে বারংবার ইন্দ্রজিৎকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ ॥ বানরগণ রামকে বেষ্টনপূর্বক রক্ষা করিতেছে। মহাবীর হনুমান, অঙ্গদ, নীল, কুমুদ, সুষেণ, নল, গজ, গবাক্ষ, পনস, সানুপ্রস্থ, জাম্ববান, ঋষভ, সুন্দ, রম্ভ, শতবলি ও পৃথু ইঁহারা যত্নের সহিত রামকে রক্ষা করিতেছেন। বহুসংখ্য সৈন্য বৃক্ষ উত্তোলনপূর্বক তথায় দণ্ডায়মান আছে। উহারা চতুর্দিক ও আকাশ ঘন ঘন নিরীক্ষণ করিতেছে এবং একটিমাত্র তৃণ নড়িলেও রাক্ষস বলিয়া অনুমান করিতেছে।

এদিকে রাবণ ইন্দ্রজিৎকে বিদায় করিয়া, হৃষ্টমনে সীতারক্ষক রাক্ষসীগণকে আহ্বান করিলেন। ত্রিজটা প্রভৃতি রাক্ষসীরা তাঁহার আদেশে শীঘ্র তথায় উপস্থিত হইল। রাবণ পুলকিত মনে উহাদিগকে কহিলেন, রাক্ষসীগণ! তোমরা এক্ষণে জানকীরে গিয়া বল, মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়াছেন। আর তাহারে একবার পুষ্পক রথে লইয়া রণস্থলে ঐ দুইজনকে দেখাইয়া আন। জানকী যাহার আশ্রয়গর্বে আমার প্রতি এতদিন বিমুখ হইয়া আছে, তাহার সেই ভর্তা রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে। এখন রামের আশা তাহার আর নাই এবং রামের শঙ্কাও তাহার আর নাই, এখন সে নিরুদ্বেগে সুবেশে আমার হইবে; আজ সে অগত্যা আমারই হইবে।

তখন রাক্ষসীগণ পুষ্পক রথ লইয়া অশোকবনবাসিনী সীতার নিকট গমন করিল। সীতা ভর্তৃশোকে পরাজিত; রাক্ষসীগণ তাঁহাকে লইয়া পুষ্পকে আরোহণপূর্বক ধ্বজপতাকাশোভিত লঙ্কায় বিচরণ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যেই রাম ও লক্ষ্মণের মৃত্যুসংবাদ লঙ্কার দ্বারে দ্বারে প্রচার হইয়া উঠিল।

অনন্তর জানকী ত্রিজটার সহিত রণস্থলে উপনীত হইয়া দেখিলেন, বানর-সৈন্য বিনষ্ট এবং রাক্ষসেরা একান্ত হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া আছে। দেখিলেন, বানরবীরেরা দুঃখে কাতর হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের পার্শ্বে উপবিষ্ট এবং রাম ও লক্ষ্মণ অচৈতন্য হইয়া শরশয্যায় পতিত আছেন। তাঁহাদের বর্ম ছিন্নভিন্ন; শরাসন বিক্ষিপ্ত এবং সর্বাঙ্গ শরবিদ্ধ। তৎকালে তাঁহারা যেন কেবল শরময় হইয়া আছেন। জানকী ঐ দুই পুণ্ডরীকলোচন বীরকে কুমারের ন্যায় বীরশয্যায় শয়ান দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং উঁহাদিগকে ধূলিতে লুণ্ঠিত দেখিয়া জলধারাকুললোচনে করুণ কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর জানকী শোকাকুল হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা! দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা আমায় কহিতেন, তুমি অবিধবা ও পুত্রবতী হইবে, আজ রাম বিনষ্ট হওয়াতে সেই সমস্ত জ্ঞানীর কথা মিথ্যা হইল। তাঁহারা আমায় কহিতেন, তুমি যজ্ঞশীল রাজার মহিষী হইবে, আজ রাম বিনষ্ট হওয়াতে সেই সমস্ত জ্ঞানীর কথা মিথ্যা হইল। তাঁহারা আমায় কহিতেন, তুমি বীর রাজগণের পত্নীমধ্যে অগ্রগণ্য হইয়া থাকিবে, আজ রাম বিনষ্ট হওয়াতে সেই সমস্ত জ্ঞানীর কথা মিথ্যা হইল। কুলস্ত্রীরা যে-লক্ষণে রাজ্যেশ্বর স্বামীর সহিত অধিরাজ্যে অভিষিক্ত হন, আমার করচরণে সেই পদ্মচিহ্ন বিদ্যমান। দুর্ভাগা স্ত্রী যে-সমস্ত দুর্লক্ষণে বিধবা হয়, বলিতে কি, আমার তাহা কিছুই নাই; কিন্তু সুলক্ষণ সত্ত্বেও আজ আমার সকলই মিথ্যা হইল। সামুদ্রিক শাস্ত্রে কহে, যদি স্ত্রীলোকের করচরণে পদ্মচিহ্ন থাকে তবে তাহার ফল অব্যর্থ, কিন্তু রাম

বিনষ্ট হওয়াতে সেই সমস্ত শাস্ত্র ও লক্ষণ মিথ্যা হইল! আমার কেশপাশ সূক্ষ্ম, সম ও নীল; ভ্রূযুগল পরস্পর-বিশ্লিষ্ট; জঙ্ঘা রোমশূন্য ও গোলাকার; দন্তপংক্তি ঘন ও সংশ্লিষ্ট; ললাট ঈষৎ উচ্চ; নেত্র, হস্ত, পদ, গুল্ফ ও উরু সমপ্রমাণ; অঙ্গুলিদল স্নিগ্ধ সমমধ্য ও যবরেখায় অঙ্কিত; নখর গোলাকার, স্তনদ্বয় নিবিড় ও কঠিন, চুচুক নিমগ্ন; নাভি মধ্যে নিম্ন ও পার্শ্বে উন্নত; বক্ষ উচ্চ; বর্ণ মণিবৎ উজ্জ্বল; গাত্রলোম কোমল; এবং হাস্য মৃদুমন্দ; এই সমস্ত চিহ্নে স্ত্রীলক্ষণজ্ঞেরা আমায় সুলক্ষণা বলিত। জ্যোতিঃশাস্ত্রনিপুণ ব্রাহ্মণগণও কহিতেন, আমি রাজরাজেশ্বরের সহিত রাজ্যে অভিষিক্ত হইব, এখন সে-সমস্তই মিথ্যা হইল। হা! এই দুই ভ্রাতা জনস্থানের কণ্টক দূর করিলেন, আমার বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিলেন এবং মহাসমুদ্র পার হইলেন; এই সমস্ত দুষ্করসাধন করিয়া পরিশেষে কি গোষ্পদে বিনষ্ট হইলেন! এই দুই বীর বারুণ, আগ্নেয়, ঐন্দ্র ও ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র অধিকার করিয়াছেন; ইঁহারা সঙ্কটকালে সেই সকল অস্ত্র কেন স্মরণ করিলেন না। এই দুই বীর এই অনাথার নাথ, হা! ইন্দ্রজিৎ কেবল মায়াবলে অদৃশ্য হইয়াই ইঁহাদিগকে বিনাশ করিয়াছে। শত্রু যদি মনোবৎ বেগগামী হয় তথাচ রামের সহিত সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ লইয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে না। কালের পক্ষে অতিভার কিছুই নাই, কৃতান্ত একান্ত দুর্নিবার, নচেৎ রাম ও লক্ষ্মণ কদাচ বিনষ্ট হইতেন না। এক্ষণে আমি ইঁহাদের জন্য শোকাকুল নহি, জননীর জন্যও শোক করি না, কেবল শ্বশ্রূর জন্যই আমার দুঃখ। তিনি কেবলই ভাবিতেছেন, হা! কবে আমি জানকীর সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত দেখিতে পাইব।

তখন রাক্ষসী ত্রিজটা জানকীরে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া কহিতে লাগিল, দেবি! তুমি বিষণ্ণ হইও না, তোমার ভর্তা রাম জীবিত আছেন, আমি যেজন্য এইরূপ কহিতেছি তাহার উপযুক্ত কারণ শুন। ঐ দেখ, যোদ্ধাদিগের মুখ কোপাকুলিত ও হর্ষে একান্ত উৎসুক। যদি অধিনায়ক রাম বিনষ্ট হইতেন তাহা হইলে উহাদের ঐরূপ ভাব কদাচই দৃষ্ট হইত না এবং এই দিব্যবিমান পুষ্পকও তোমাকে ধারণ করিত না। আমি প্রীতিপূর্বক তোমাকে কহিতেছি, রাম বিনষ্ট হইলে বানরসৈন্য এইরূপ নিরুদ্বিগ্ন ও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিত না। ইহারা এতক্ষণে কর্ণধারশূন্য নৌকার ন্যায় নিরুৎসাহে ভ্রমণ করিত। অতএব তুমি আশ্বস্ত হও; আমি সুখকর অনুমানে বুঝিতেছি, রাম ও লক্ষ্মণ বিনষ্ট হন নাই। দেবি! তুমি চরিত্রগুণে আমার প্রীতিকর এবং স্বভাবগুণে আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছ। আমি পূর্বে তোমায় কখন মিথ্যা প্রবোধ দেই নাই, এখনও দিতেছি না; বলিতে কি, সুরাসুর ইন্দ্রও ঐ দুই বীরকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ নহেন। আমি তাঁহাদের তাদৃশ আকারদৃষ্টেই তোমায় এইরূপ কহিলাম। জানকি! এইটিই আশ্চর্য যে, ইঁহারা নাগপাশে হতচৈতন্য হইয়া নিপতিত আছেন, কিন্তু ইঁহাদিগের শ্রীসৌন্দর্য কিছুমাত্র পরিহীন হয় নাই। যাহার প্রাণ

নষ্ট হয় তাহার মুখ নিশ্চয়ই বিকৃত হইবে। এক্ষণে তুমি ইঁহাদিগের জন্য আর শোক করিও না এবং দুঃখ ও মোহ পরিত্যাগ কর।

তখন সুরকন্যারূপিণী জানকী ত্রিজটার এইরূপ কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, সখি! তুমি যেরূপ কহিতেছ এক্ষণে তাহাই সত্য হউক।

অনন্তর জানকী মনোবৎ বেগগামী বিমান প্রতিনিবৃত্ত করিয়া লংকায় প্রবেশপূর্বক ত্রিজটার সহিত তাহা হইতে অবতরণ করিলেন। রাক্ষসীরা তাঁহাকে অশোকবনে লইয়া গেল। জানকী ঐ বৃক্ষবহুল রাক্ষসরাজের বিহারভূমি অশোক-বনে প্রবেশ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের চিন্তায় অতিশয় কাতর হইয়া উঠিলেন।

একোনপঞ্চাশ সর্গ ॥ রাম ও লক্ষ্মণ ঘোর নাগপাশে বদ্ধ ; উঁহারা শোণিতলিপ্ত দেহে শয়ান হইয়া ভুজঙ্গের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ শোকাকুল মনে ঐ দুই ভ্রাতাকে বেষ্টন করিয়া আছেন ; ইত্যবসরে মহাবীর রাম যদিও নাগপাশে দৃঢ়তর বদ্ধ, তথাচ দৈহিক দৃঢ়তা ও বলের আতিশয্যহেতু শীঘ্রই সচেতন হইলেন এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণকে দীনবদনে শয়ান দেখিয়া করুণকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, হা! আজ যখন বীর লক্ষ্মণকে পরাজিত ও ভূতলে পতিত দেখিলাম তখন আমার জানকীলাভে কাজ কি এবং জীবনেই বা প্রয়োজন কি? আমি এই মর্ত্যলোক অনুসন্ধান করিলে জানকীর তুল্য নারী অবশ্যই পাইতে পারি কিন্তু লক্ষ্মণের তুল্য ভ্রাতা সহায় ও যোদ্ধা আর পাইব না। এক্ষণে যদি ইনি প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন তবে আমিও সর্বসমক্ষে দেহপাত করিব। হা! আমি কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও পুত্রদর্শনার্থিনী সুমিত্রাকে কি বলিব। আমি যদি লক্ষ্মণ ব্যতীত অযোধ্যায় যাই তবে সেই বিবৎসা শোকে কুররীবৎ কম্পমানা সুমিত্রাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব এবং ভ্রাতা ভরত ও শত্রুঘ্নকেই বা কিরূপে এই কথা বলিব, লক্ষ্মণ অরণ্যবাসে আমার সঙ্গী হইয়াছিলেন। এক্ষণে আমি তদ্ব্যতীত গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। বলিতে কি, সুমিত্রা যখন এই উপলক্ষে আমায় ভর্ৎসনা করিবেন আমি তাহা কদাচ সহ্য করিতে পারিব না ; অতএব এই স্থানে দেহপাত করাই আমার শ্রেয়ঃকল্প। হা! আজ কেবল আমারই জন্য বীর লক্ষ্মণ শরশয্যায় মৃতবৎ পতিত আছেন, আমি অত্যন্ত কুকর্মান্বিত ও নীচ, আমাকে ধিক্। ভাই লক্ষ্মণ! তুমি শোক-দুঃখের সময় আমাকে প্রবোধ দিতে, কিন্তু আজ আমি কাতর হইয়াছি, তুমি মৃতকল্প ও পতিত আছ বলিয়া আমাকে সম্ভাষণ করিতে পারিতেছ না। বীর! যথায় তুমি স্বহস্তে বহুসংখ্য রাক্ষসকে বিনষ্ট করিলে আজ স্বয়ংই সেই স্থানে শয়ন করিয়া আছ? তোমার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত, তুমি শরাচ্ছন্ন ও শরশয্যায় শয়ান, এইজন্য অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছ। তুমি মর্মে-মর্মে শরবিদ্ধ, তন্নিবন্ধন নীরব হইয়া আছ,

কিন্তু তোমার দৃষ্টি ও মুখরাগে প্রহারপীড়া ব্যক্ত হইতেছে। তুমি অরণ্যবাসে আমার অনুগামী হইয়াছিলে, আজ আমিও যমালয়ে তোমার অনুসরণ করিব। তুমি স্বজনবৎসল এবং আমারই নিত্য অনুগত ; এক্ষণে কেবল এই অনার্য নীচেরই দুর্নীতিনিবন্ধন তোমায় এই দশা সহিতে হইল। বীর! তুমি অতিক্রোধেও যে আমায় কখন কটূক্তি করিয়াছ ইহা মনে হয় না। তোমার বিক্রম অসাধারণ ; তুমি এক বেগে পাঁচ শত বাণ পরিত্যাগ করিয়া থাক, সুতরাং কার্তবীর্য অপেক্ষাও তোমার বলবীর্য অধিক। হা! যিনি শরজালে সুররাজেরও শরবেগ বারণ করিতে পারেন সেই উৎকৃষ্ট-শয্যাশায়ী আজ মৃতকল্প হইয়া ভূতলে শয়ান আছেন। আমি যে বিভীষণকে রাক্ষসগণের অধিরাজ করিতে পারিলাম না এক্ষণে এই মিথ্যা-প্রলাপ নিশ্চয়ই আমায় দগ্ধ করিবে। সুগ্রীব! আমি শোকাকুল বলিয়া তুমি দুর্বলপক্ষ হইয়াছ, এক্ষণে রাবণের হস্তে নিশ্চয় পরাভূত হইবে, অতএব এই মুহূর্তেই প্রতিগমন কর। সুগ্রীব! তুমি অঙ্গদ নীল নল এবং সোপকরণ সমস্ত সৈন্য লইয়া সাগর পার হইয়া যাও। তুমি অতি দুষ্করসাধন করিয়াছ। ঋক্ষরাজ, গোলাঙ্গুলেশ্বর, অঙ্গদ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ ইঁহারা অতি বিচিত্র ও অদ্ভুত কার্য করিয়াছেন। মহাবীর কেশরী, সম্পাতি, গবয়, গবাক্ষ, শরভ, গজ ও অন্যান্য বানরও প্রাণপণে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছেন। এই সমস্ত কার্য অবশ্যই আমার পরিতোষের হইয়াছে, কিন্তু মনুষ্য কখন দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না। তুমি আমার মিত্র ও ধর্মভীরু, এক্ষণে তোমার যতদূর সাধ্য তুমি তাহা করিলে কিন্তু তাহা আমারই ভাগ্যদোষে বিফল হইল। বানরগণ! তোমরা মিত্রকার্য করিয়াছ, এক্ষণে আমি কহিতেছি যথায় ইচ্ছা প্রস্থান কর।

তখন বানরগণ রামের এই কাতরোক্তি শ্রবণপূর্বক অশ্রুপাত করিতে লাগিল। ঐ সময় বিভীষণ সৈন্যগণকে সুস্থির করিয়া গদাহস্তে শীঘ্র রামের নিকট আসিতেছিলেন। বানরগণ ঐ কৃষ্ণকায় মহাবীরকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া ইন্দ্রজিৎবোধে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।

পঞ্চাশ সর্গ ॥ তখন সুগ্রীব কহিলেন, দেখ, প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইলে নৌকা যেমন অস্থির হইয়া থাকে সেইরূপ এই সৈন্য সহসা কি জন্য আকুল হইয়া উঠিল।

অঙ্গদ কহিলেন, তুমি কি দেখিতেছ না, রাম ও লক্ষ্মণ শরবিদ্ধ ও শোণিত-লিপ্ত হইয়া শয়ান আছেন।

সুগ্রীব কহিলেন, না, অপর কোন নিগূঢ় কারণ থাকিবে, বোধ হয় ভয়ই কারণ। ঐ দেখ, সৈন্যগণ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক ভয়-বিস্ফারিত লোচনে বিষণ্ণবদনে পলায়ন করিতেছে। উহারা এই ভীরুজনোচিত কার্যে কিছুতেই লজ্জিত নহে, কেহই পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে না, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে এবং সকলে পতিত ব্যক্তিকে লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছে।

ইত্যবসরে বিভীষণ আগমনপূর্বক সুগ্রীব ও রামকে জয়াশীর্বাদ করিলেন। তখন কপিরাজ সুগ্রীব বানরভীষণ বিভীষণকে নিরীক্ষণ করিয়া জাম্ববানকে কহিলেন, মহাত্মা বিভীষণ উপস্থিত, বানরেরা ইঁহাকে দেখিয়াই ইন্দ্রজিৎ আশঙ্কা করিয়াছিল এবং সেইজন্যই সভয়ে মহাবেগে পলায়ন করিতেছে। এক্ষণে তুমি উহাদিগকে সুস্থির কর, বল, ধর্মাত্মা বিভীষণ উপস্থিত।

তখন জাম্ববান আশ্বাসবাক্যে বানরগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। বানরেরা

বিভীষণকে নিরীক্ষণপূর্বক নির্ভয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইল। পরে বিভীষণ রাম ও লক্ষ্মণকে তদবস্থ দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং জলার্দ্র হস্তে উঁহাদের নেত্রযুগল মার্জনা করিয়া শোকাকুল মনে সজল নয়নে কহিতে লাগিলেন, হা! এই দুই বীর মহাবল ও যুদ্ধপ্রিয়, রাক্ষসেরা কেবল কূটযুদ্ধে ইঁহাদিগকে এইরূপ শোচনীয় দশায় ফেলিয়াছে। ইঁহারা ধর্মযুদ্ধে রত, কিন্তু আমার ভ্রাতৃপুত্র দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ অতি কুসন্তান। সে কুটিল রাক্ষসী বুদ্ধিপ্রভাবে ইঁহাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছে। ইঁহারা শরবিদ্ধ ও শোণিতলিপ্ত, এক্ষণে ধরাতলে শয়নপূর্বক কণ্টকাকীর্ণ শল্যকীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। আমি যাঁহাদের বাহুবলে রাজ্যপদ কামনা করিয়াছিলাম এক্ষণে তাঁহারাই মৃত্যুর জন্য শয়ান। বলিতে কি আজ আমার জীবন্মৃত্যু, রাজ্যকামনা দূর হইল এবং পরম শত্রু রাবণেরও জানকীর অপরিহার-সঙ্কল্প পূর্ণ হইল।

তখন সুগ্রীব বিভীষণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, ধর্মশীল! তুমি নিশ্চয়ই লঙ্কা অধিকার করিবে। সপুত্র রাবণ কদাচই পূর্ণকাম হইবে না। এই দুই ভ্রাতা গরুড়ের উপাসক, ইঁহারা অবিলম্বেই বীতমোহ হইবেন এবং রাবণকে সগণে সংহার করিবেন।

সুগ্রীব বিভীষণকে এইরূপে সান্ত্বনা ও আশ্বাস প্রদানপূর্বক পার্শ্বস্থ শ্বশুর সুষেণকে কহিলেন, আর্য! যাবৎ রাম ও লক্ষ্মণ অচেতন থাকেন তাবৎ তুমি ইঁহাদিগকে লইয়া অন্যান্য বানরের সহিত কিষ্কিন্ধায় গমন কর। এই অবসরে আমি স্বয়ংই রাবণকে পুত্রমিত্রের সহিত বিনাশ করিব এবং ইন্দ্র যেমন পরহস্তগত দেবশ্রীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন সেইরূপ জানকীরে উদ্ধার করিব।

তখন সুষেণ কহিলেন, বৎস! আমি পূর্বকালে দেবাসুর-সংগ্রাম দেখিয়াছি। ঐ যুদ্ধে শস্ত্রবিশারদ দানবেরা মহাবীর সুরগণকে দানবী মায়ায় মোহিত করিয়া বিনাশ করে। সুরগুরু বৃহস্পতি মন্ত্রাত্মক বিদ্যা ও ঔষধিপ্রভাবে ঐ সমস্ত পীড়িত হতজ্ঞান ও বিনষ্ট দেবতাকে চিকিৎসা করিতেন। এক্ষণে সম্পাতি ও পনস প্রভৃতি বানরগণ সেই ঔষধির জন্য মহাবেগে ক্ষীরোদ সাগরে যাত্রা করুন। ঐ ঔষধির নাম বিশল্যকরণী সঞ্জীবনী, উহা দেবনির্মিত ও পার্বত্য, উহা বানরগণের অপরিচিত নহে। যে স্থানে অমৃতমন্থন হইয়াছিল সেই ক্ষীরোদ সমুদ্রে চন্দ্র ও দ্রোণ নামে দেবনির্মিত দুইটি পর্বত আছে। তথায় ঐ ঔষধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক্ষণে এই পবননন্দন হনুমানই সেই স্থানে যাত্রা করুন।

ইত্যবসরে সহসা নভোমণ্ডলে মেঘ উত্থিত হইল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ হইতে লাগিল এবং বায়ু প্রবলবেগে সমুদ্রকে ক্ষুভিত ও পর্বতসকল কম্পিত করিয়া তুলিল। দ্বীপসমূহের অতি প্রকাণ্ড বৃক্ষসকল প্রবল পক্ষবাতে চূর্ণ হইয়া সমুদ্রে পতিত হইতে লাগিল। মলয়বাসী মহাকায় অজগরগণ অতিমাত্র ভীত হইয়া উঠিল এবং সমস্ত জলজন্তু সাগরগর্ভে প্রবেশ করিতে লাগিল।

অনন্তর বানরগণ মুহূর্তমধ্যে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য মহাবল গরুড়কে দেখিতে পাইল। বিহগরাজ গরুড় উপস্থিত হইবামাত্র যে-সমস্ত ভীমবল সর্প শররূপী হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে বন্ধন করে তৎসমুদয় পলায়ন করিল। তখন গরুড় ঐ দুই মহাবীরকে অভিনন্দনপূর্বক উঁহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া উঁহাদের মুখচন্দ্র করতলে মার্জনা করিয়া দিলেন। তাঁহার করস্পর্শমাত্র উঁহাদের ব্রণমুখ শুষ্ক হইয়া গেল, দেহ শীঘ্র শ্রীলাবণ্যে শোভিত ও স্নিগ্ধ হইল এবং তেজ, বলবীর্য, কান্তি, উৎসাহ, বুদ্ধি, স্মৃতি ও জ্ঞান দ্বিগুণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর গরুড় ঐ দুই ইন্দ্রতুল্য মহাবীরকে উত্থাপনপূর্বক আলিঙ্গন করিলেন। তখন রাম হৃষ্টমনে তাঁহাকে কহিলেন, বীর! আমরা তোমার প্রসাদে ঘোর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম এবং শীঘ্রই পূর্ববৎ বল পাইলাম। পিতা দশরথ ও পিতামহ অজকে দেখিলে যেরূপ হয় আজ সেইরূপ তোমাকে পাইয়া আমাদের মন প্রসন্ন হইতেছে। তুমি সুরূপ, তোমার সর্বাঙ্গে অনুলেপন, গলে উৎকৃষ্ট মাল্য; তুমি দিব্য আভরণ ও নির্মল বস্ত্রে অপূর্ব শোভা পাইতেছ। এক্ষণে বল তুমি কে?

তখন গরুড় হর্ষোৎফুল্ললোচন রামকে প্রীতমনে কহিলেন, রাম! আমি তোমার সখা ও বহিশ্চর প্রিয়তর প্রাণ। আমার নাম গরুড়। আমি এই সঙ্কটে তোমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য এই স্থানে আসিয়াছি। ইন্দ্রজিৎ মায়াপ্রভাবে তোমাদিগকে যে দারুণ শরে বন্ধন করিয়াছে মহাবীর্য অসুর, বানর অথবা ইন্দ্রাদি দেবগন্ধর্ব, যে কেহ হউন না, ইহা হইতে মুক্ত করা কাহারই সাধ্য নয়। এই সমস্ত নাগ তীক্ষ্ণদশন ও মহাবিষ। ইহারা ইন্দ্রজিতের একান্ত আশ্রিত এবং তাহারই মায়ায় শররূপ পরিগ্রহ করিয়া আছে। রাম! তুমি ও সমরবিজয়ী লক্ষ্মণ তোমাদের বিলক্ষণ ভাগ্যবল। আমি এই বন্ধনসংবাদ পাইবামাত্র স্নেহসূত্রে শীঘ্রই তোমাদের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং স্নেহনিবন্ধনই তোমাদিগকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলাম। অতঃপর তোমরা নিরন্তর সাবধানে থাকিও। রাক্ষসেরা স্বভাবতই কূটযোদ্ধা, আর অকুটিল ভাবই তোমাদের বল, তোমরা যারপরনাই অমায়িক। অতএব রণস্থলে রাক্ষসগণকে কিছুতেই বিশ্বাস করিও না। উহারা যে অত্যন্ত কুটিল, এক এই ইন্দ্রজিতের দৃষ্টান্তে তাহা অনুমান করিয়া লও।

মহাবল গরুড় এই বলিয়া রামকে আলিঙ্গনপূর্বক সস্নেহে পুনর্বার কহিলেন, রাম! তুমি ধর্মজ্ঞ, শত্রুর প্রতিও তোমার বাৎসল্য, এক্ষণে অনুমতি কর আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। আমার সহিত যে কি সূত্রে তোমার সখ্যতা তুমি তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য কিছুমাত্র উৎসুক হইও না। যখন লঙ্কাসমর জয় করিয়া প্রতিগমন করিবে তখনই ইহা সম্যক্ জানিতে পারিবে। বীর! অতঃপর তোমার শরে এই লঙ্কায় বালক ও বৃদ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে এবং তুমি অবিলম্বে রাবণকে বিনাশ করিয়া জানকীরে উদ্ধার করিবে।

বিহগরাজ গরুড় এই বলিয়া রামকে প্রদক্ষিণ ও আলিঙ্গনপূর্বক বায়ুবেগে আকাশপথে প্রস্থান করিলেন। তখন যূথপতি বানরেরা রাম ও লক্ষ্মণকে নীরোগ দেখিয়া ঘন ঘন লাঙ্গুল কম্পনপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। ভেরীনাদ
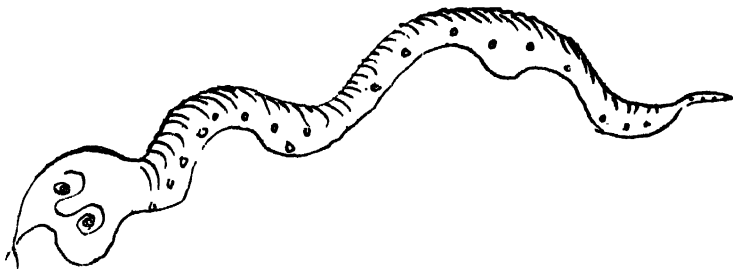
উত্থিত হইল, মৃদঙ্গ বাদিত হইতে লাগিল এবং অনেকে হৃষ্টমনে শঙ্খধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাবীর বানরগণ বাহ্বাস্ফোটন ও বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক দলে দলে দাঁড়াইল এবং অনেকে ঘোরতর গর্জন সহকারে রাক্ষসগণকে চকিত ও ভীত করিয়া সংগ্রামার্থ লঙ্কাদ্বারে চলিল। বর্ষা-রজনীতে মেঘগর্জন যেমন গম্ভীর ও ভীষণ হয় তৎকালে বানরগণের সিংহনাদ তদ্রূপই বোধ হইতে লাগিল।

একপঞ্চাশ সর্গ ॥ এদিকে রাবণ বানরগণের স্নিগ্ধগম্ভীর গর্জনধ্বনি শুনিয়া সর্বসমক্ষে কহিলেন, যখন বানরগণের মেঘগর্জনবৎ বীরনাদ শুনা যাইতেছে তখন ইহাদের নিশ্চয়ই হর্ষ উপস্থিত। দেখ, ইহাদেরই এই সিংহনাদে সমুদ্র অতিমাত্র ক্ষুভিত হইতেছে। রাম ও লক্ষ্মণ নাগপাশে দৃঢ়তর বদ্ধ আছে তথাচ বানরগণের ঘন ঘন সিংহনাদ, ইহাতে বস্তুতই আমার মনে নানারূপ আশঙ্কা জন্মিতেছে।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ সমীপবর্তী রাক্ষসগণকে কহিলেন, তোমরা শীঘ্র গিয়া জান, সঙ্কটকালে বানরেরা কিজন্য হর্ষ প্রকাশ করিতেছে।

তখন রাক্ষসেরা রাবণের আজ্ঞামাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া নির্গত হইল এবং প্রাকারে আরোহণপূর্বক দেখিল, কপিরাজ সুগ্রীব বানর-সৈন্য-রক্ষায় নিযুক্ত এবং রাম ও লক্ষ্মণ ভীষণ নাগপাশ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত ও উত্থিত। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা যারপরনাই বিষণ্ণ হইল, উহাদের মুখকান্তি মলিন ও দীন হইয়া গেল। অনন্তর উহারা ভীতমনে প্রাকার হইতে অবরোহণপূর্বক রাবণের নিকট গিয়া কহিল, মহারাজ! মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধনপূর্বক নিশ্চেষ্ট ও অসাড় করিয়া দেন, কিন্তু এক্ষণে গিয়া দেখিলাম সেই দুই গজেন্দ্র-বিক্রম বীর হস্তী যেমন বন্ধনমুক্ত হয় সেইরূপ সর্বতোভাবে বন্ধনমুক্ত হইয়াছে।

রাবণ এই সংবাদ শ্রবণে চিন্তিত হইলেন। তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধের উদ্রেক হইল এবং মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, ইন্দ্রজিৎ দুষ্কর তপশ্চর্যা দ্বারা যে শর অধিকার করেন তাহা সর্পসদৃশ সূর্যসঙ্কাশ ও অমোঘ। তিনি সেই শরে আমার দুই শত্রুকে বন্ধন করিয়া আইসেন। এক্ষণে যদি বস্তুতই তাহারা সেই শরবন্ধন-মুক্ত হইয়া থাকে তবে ত দেখিতেছি আমার সমস্ত সৈন্যেরই

সংশয়দশা উপস্থিত। যে শর অমোঘ তাহাও কি নিষ্ফল হইয়া গেল!

রাক্ষসরাজ রাবণ এই বলিয়া ক্রোধভরে ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন এবং ধূম্রাক্ষকে আহবানপূর্বক কহিলেন, বীর! তুমি বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া রাম ও বানরগণকে বিনাশ করিবার জন্য শীঘ্রই নির্গত হও।

অনন্তর মহাবীর ধূম্রাক্ষ তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন এবং প্রাসাদের দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া সেনাপতিকে কহিলেন, আমি যুদ্ধযাত্রা করিব, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, তুমি শীঘ্র সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করিয়া আন।

তখন সেনাপতি, মহাবীর ধূম্রাক্ষের আদেশে এবং রাক্ষসরাজ রাবণের নিদেশে শীঘ্রই সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করিয়া আনিল। ঘোররূপ রাক্ষসেরা হৃষ্টমনে সিংহনাদপূর্বক ধূম্রাক্ষকে বেষ্টন করিল। উহারা মহাবল-পরাক্রান্ত, উহাদের কটিতটে ঘণ্টা ধ্বনিত হইতেছে, হস্তে বিবিধ আয়ুধ। ঐ সমস্ত বীরসৈন্য শূল, মুদ্গর, গদা, পট্টিশ, লৌহদণ্ড, মুষল, পরিঘ, ভিন্দিপাল, ভল্ল, পাশ ও পরশু ধারণপূর্বক জলদের ন্যায় গভীর গর্জন সহকারে নির্গত হইল। কেহ বর্ম ধারণপূর্বক ধ্বজদণ্ডশোভিত মুক্তামণিখচিত রথে আরোহণ করিল, কেহ স্বর্ণজালমণ্ডিত বিবিধমুখ গর্দভে উঠিল, কেহ বেগগামী অশ্বে, কেহ বা মদমত্ত হস্তিপৃষ্ঠে চলিল। এইরূপে রাক্ষসসৈন্যগণ দুর্ধর্ষ ব্যাঘ্রের ন্যায় দলে দলে নির্গত হইতে লাগিল। মহাবীর ধূম্রাক্ষ সুসজ্জিত এবং সিংহ ও ব্যাঘ্রমুখ গর্দভে যোজিত রথে আরোহণপূর্বক ঘর্ঘর রবে নির্গত হইলেন এবং যে স্থানে হনুমান হাস্যমুখে দণ্ডায়মান আছেন সেই পশ্চিমদ্বারে মহাবেগে চলিলেন। তৎকালে অন্তরীক্ষচর পক্ষিগণ ঐ ভীমদর্শন রাক্ষসকে নির্গত দেখিয়া নিবারণ করিতে লাগিল এবং উঁহার রথচূড়ায় একটি ভীষণ গৃধ্র নিপতিত হইল। পরে অন্যান্য শবভোজী পক্ষী রথের ধ্বজাগ্রে পতিত ও গ্রথিত হইতে লাগিল। শ্বেতবর্ণ প্রকাণ্ড কবন্ধ রুধিরে লিপ্ত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িল। পর্জন্য রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, পৃথিবী কম্পিত হইল, বায়ু বজ্রবেগে প্রতিস্রোতে বহিতে লাগিল। চতুর্দিকে ঘোর অন্ধকার। তখন ধূম্রাক্ষ এই সমস্ত ভীষণ উৎপাত দর্শন করিয়া অতিমাত্র ব্যথিত হইলেন। তাঁহার অগ্রবর্তী বীরেরাও বিমোহিত হইল।

অনন্তর ঐ মহাবীর সংগ্রামস্পৃহায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখিলেন, বানরসৈন্য রামের বাহুবলে রক্ষিত হইয়া প্রলয়কালীন সমুদ্রের ন্যায় অবস্থান করিতেছে।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ ॥ তখন বানরগণ ভীমবিক্রম ধূম্রাক্ষকে নির্গত দেখিয়া যুদ্ধার্থ হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিল। উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত; পরস্পর পরস্পরকে বৃক্ষ এবং শূল ও মুদ্গর প্রহার আরম্ভ করিল। রাক্ষসেরা বানরগণকে ইতস্ততঃ ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল এবং বানরেরাও রাক্ষসগণকে বৃক্ষাঘাতে সমভূম করিয়া ফেলিল। তখন রাক্ষসেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সরলগামী শাণিত শরে বানরগণকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। কেহ ভীষণ গদা, কেহ পট্টিশ, কেহ কূটমুদ্গর, কেহ ঘোর পরিঘ এবং কেহবা বিচিত্র ত্রিশূল প্রহার আরম্ভ করিল। মহাবল বানরেরা ক্রোধে সমধিক উৎসাহিত হইয়া উঠিল এবং নির্ভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। উহাদের সর্বাঙ্গ শূল ও শরে ছিন্নভিন্ন, উহারা বৃক্ষ ও শিলা লইয়া ভীমবেগে লম্ফপ্রদানে প্রবৃত্ত হইল এবং স্ব-স্ব নাম গ্রহণ-পূর্বক রাক্ষসগণকে মন্থন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ রণস্থল অতিশয় তুমুল হইয়া

উঠিল। নির্ভীক বানরেরা প্রকাণ্ড শিলা ও শাখাবহুল বৃক্ষ দ্বারা রাক্ষসগণকে প্রহার আরম্ভ করিল। শোণিতপায়ী রাক্ষসেরা অনবরত রক্তবমন করিতে লাগিল। কাহারও পার্শ্ব ছিন্ন, কেহ দণ্ডাঘাতে খণ্ডিত, কেহ শিলাপ্রহারে চূর্ণ এবং অনেকে বৃক্ষ দ্বারা নিহত ও রাশীকৃত হইল। কেহ ভগ্নধ্বজদণ্ড, কেহ হস্ত-স্খলিত খড়্গ এবং রথ দ্বারা বিনষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমশঃ রণস্থল মৃত পর্বতাকার হস্তী, বানরনিক্ষিপ্ত শৈলশৃঙ্গ, ছিন্নভিন্ন অশ্ব ও অশ্বারোহিগণে পূর্ণ হইয়া গেল। ভীমবিক্রম বানরেরা মহাবেগে লম্ফপ্রদানপূর্বক রাক্ষসগণের মুখ ধরিয়া সুতীক্ষ্ন নখে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। রাক্ষসদিগের মুখ বিষণ্ণ, কেশ বিকীর্ণ। উহারা শোণিতগন্ধে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে বহুসংখ্য রাক্ষস ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, বানরগণকে বজ্রবৎবেগে চপেটাঘাত করিবার জন্য ধাবমান হইল। বানরেরাও উহাদিগকে মহাবেগে ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং মুষ্টিপ্রহার পদাঘাত দংশন ও বৃক্ষ দ্বারা উহাদিগকে বিনষ্ট করিল।

তখন মহাবীর ধূম্রাক্ষ রাক্ষসদিগকে পলাইতে দেখিয়া মহাক্রোধে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কোন কোন বানর প্রাস অস্ত্রে আহত ও রুধিরধারায় সিক্ত হইল। কেহ মুদ্গরপ্রহারে ভূপৃষ্ঠে শয়ন করিল। কেহ পরিঘ, কেহ ভিন্দিপাল ও কেহ বা পট্টিশ দ্বারা বিবশ ও বিনষ্ট হইল। অনেকে রোষাবিষ্ট রাক্ষসদিগের ভয়ে দ্রুতপদে পলাইতে আরম্ভ করিল। কাহারও হৃৎপিণ্ড ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, সে এক পার্শ্বে শয়ান, কেহ ত্রিশূল দ্বারা বিদীর্ণ হইয়াছে, কাহারও অন্ত্রনাড়ী নির্গত। এইরূপে ঐ কপিরাক্ষসসঙ্কুল ভীষণ সংগ্রাম অত্যন্ত শোভা ধারণ করিল। তৎকালে রণস্থলে যুদ্ধরূপ সঙ্গীত-বিদ্যার অনুশীলন হইতে লাগিল ; শরাসনের জ্যা ঐ সঙ্গীতের মধুর বীণা, হন্যমান সৈন্যগণের কণ্ঠনালী-নিঃসৃত হিক্কা তাল এবং মন্দ নামক মাতঙ্গগণের বৃংহিত রবই সঙ্গীত। মহাবীর ধূম্রাক্ষ অবলীলাক্রমে বানরগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর হনুমান ধূম্রাক্ষের শরজালে বানরগণকে নিপীড়িত ও ব্যথিত দেখিয়া এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড গ্রহণপূর্বক ক্রোধভরে উঁহার সন্নিহিত হইলেন। তাঁহার লোচনযুগল রোষে অধিকতর আরক্ত। তিনি বিক্রমে পবনেরই অনুরূপ। ঐ মহাবীর উদ্যত শিলাখণ্ড ধূম্রাক্ষকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। ধূম্রাক্ষ শিলাখণ্ড মহাবেগে আসিতে দেখিয়া, সত্বর রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্বক গদা উদ্যত করিয়া ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন। প্রকাণ্ড শিলা উঁহার চক্র, কুবর, ধ্বজ ও কোদণ্ডের সহিত রথ চূর্ণ করিয়া নিপতিত হইল। পরে হনুমান শাখাবহুল বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক রাক্ষসগণকে বিলক্ষণ প্রহার আরম্ভ করিলেন। রাক্ষসেরা চূর্ণমস্তক ও রক্তাক্ত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মহাবীর হনুমান এক শৈলশৃঙ্গ গ্রহণপূর্বক ধূম্রাক্ষকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। ধূম্রাক্ষও সহসা সিংহনাদপূর্বক গদাহস্তে উঁহার অভিমুখে গমন করিলেন এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঁহার মস্তকে ঐ কণ্টকাকীর্ণ গদা মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। গদা ব্যর্থ হইয়া গেল। তখন হনুমান শৈলশৃঙ্গ দ্বারা ধূম্রাক্ষের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ধূম্রাক্ষ সর্বাঙ্গ প্রসারিত করিয়া বিক্ষিপ্ত পর্বতবৎ সহসা ভূতলে পতিত হইল। তদ্দৃষ্টে হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা অতিমাত্র ভীত হইয়া মহাবেগে লঙ্কায় প্রবেশ করিল।

এইরূপে মহাবীর হনুমান শত্রুসংহার ও রক্তনদী বিস্তারপূর্বক অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং যুদ্ধশ্রমে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। বানরেরাও তাঁহাকে

বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মহাবীর ধূম্রাক্ষের বধসংবাদে যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তিনি ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক মহাবলপরাক্রান্ত বজ্রদংষ্ট্রকে কহিলেন, বীর! তুমি রাক্ষসসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া শীঘ্রই যুদ্ধার্থ নির্গত হও এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণের সহিত পরম শত্রু রামের বিনাশসাধন করিয়া আইস।

মায়াবী বজ্রদংষ্ট্র রাবণের নিদেশে অবিলম্বেই নির্গত হইলেন। উঁহার সমভিব্যাহারে ধ্বজপতাকাশোভিত অসংখ্য হস্তী অশ্ব উষ্ট্র ও গর্দভ চলিল। বীর বজ্রদংষ্ট্র বিচিত্র কেয়ূর ও কিরীটে অলঙ্কৃত ; তাঁহার সর্বাঙ্গে উৎকৃষ্ট বর্ম। তিনি পতাকাশোভিত তপ্তকাঞ্চনখচিত রথ প্রদক্ষিণপূর্বক শরাসন হস্তে আরোহণ করিলেন। পদাতিগণ ঋষ্টি, তোমর, চিক্কণ, মুষল, ভিন্দিপাল, ধনু, শক্তি, পট্টিশ, খড়্গ, চক্র, গদা, ও শাণিত পরশু গ্রহণপূর্বক তাঁহার সমভিব্যাহারে নির্গত হইল। রাক্ষসগণ বিচিত্র-বস্ত্রধারী ও উজ্জ্বলবেশ। মদমত্ত মাতঙ্গেরা গমনকালে জঙ্গম-পর্বতবৎ শোভা ধারণ করিল। ঐ সমস্ত হস্তীর পৃষ্ঠে সমরনিপুণ তোমর ও অঙ্কুশধারী মহাবীর চলিয়াছে। সুলক্ষণাক্রান্ত মহাবল অশ্বে বহুসংখ্য বীর যুদ্ধবেশে যাইতেছে। তখন ঐ রাক্ষসসৈন্য বর্ষাকালে বিদ্যুদ্দামশোভিত গর্জনশীল জলদের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ যে স্থানে মহাবীর অঙ্গদ দণ্ডায়মান রাক্ষসেরা সেই দক্ষিণদ্বারে যাইতে লাগিল। উহাদের যাত্রাকালে পথিমধ্যে নানারূপ অশুভ উপস্থিত। মেঘশূন্য রুক্ষ অন্তরীক্ষ হইতে উল্কাপাত হইতে লাগিল। ভীষণ শিবাগণ অগ্নিশিখা উদ্গারপূর্বক চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল। ভয়ঙ্কর মৃগেরা রাক্ষসনিধন অভিব্যক্ত করিতে লাগিল। যোদ্ধৃগণ স্খলিতপদে নিদারুণরূপে পতিত হইল। মহাবীর বজ্রদংষ্ট্র এই সমস্ত উৎপাতচিহ্ন স্বচক্ষে নিরীক্ষণ ও যুদ্ধোৎসাহে ধৈর্যাবলম্বনপূর্বক যাইতে লাগিলেন। বানরেরাও রাক্ষসদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করত সিংহনাদ আরম্ভ করিল।

অনন্তর ভীমরূপী বানর ও রাক্ষসগণ পরস্পর সংহারার্থী হইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সমরোৎসাহী বীরেরা রুধিরধারায় স্নাত হইয়া ছিন্ন দেহে ছিন্ন মস্তকে রণস্থলে পতিত হইতে লাগিল। অর্গলবৎ ভুজদণ্ডযুক্ত যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ কোন কোন বীর প্রতিপক্ষীয় বীরগণের প্রতি বিবিধ শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রণস্থলে কেবলই বৃক্ষ শিলা ও শস্ত্রের হৃদয়বিদারক ঘোরতর শব্দ, রথের ঘর্ঘর রব, কার্মুকের টঙ্কার এবং শঙ্খ ভেরী ও মৃদঙ্গধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। কোন কোন বীর অস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অনেকে চপেটাঘাত পদাঘাত মুষ্টিপ্রহার বৃক্ষপ্রহার ও জানুতাড়ন দ্বারা চূর্ণ ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। বহুসংখ্য রাক্ষস সমর-মদ-মত্ত বানরগণের শিলাঘাতে পিষ্টপেষিত হইয়া গেল।

তদ্দৃষ্টে মহাবীর বজ্রদংষ্ট্র ভয় প্রদর্শনপূর্বক লোকসংহার-প্রবৃত্ত পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাবল রাক্ষসেরা ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল এবং সুতীক্ষ্ন শরে বানরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। তখন ধৃষ্ট হনুমান সংবর্তক বহ্নির ন্যায় দ্বিগুণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া রাক্ষসবধে
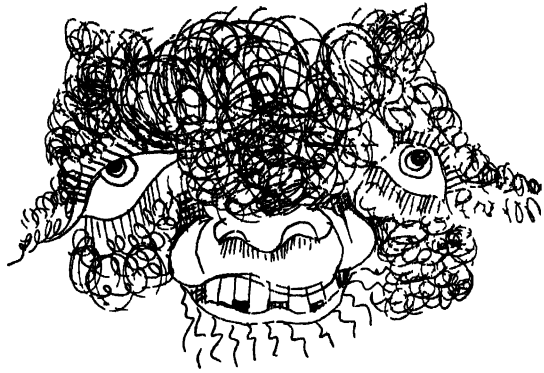
প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর অঙ্গদ রোষে আরক্তলোচন হইয়া বৃক্ষ উত্তোলনপূর্বক সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগদিগকে বিনাশ করে সেইরূপ রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। ভীমবল রাক্ষসসৈন্য চূর্ণমস্তক হইয়া ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিতে লাগিল। তখন রণভূমি রথ, বিচিত্র ধ্বজ, অশ্ব ও উভয়পক্ষীয় সৈন্যের মৃতদেহে এবং রুধিরপ্রবাহে অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিল। উহার ইতস্ততঃ হার কেয়ূর বস্ত্র ও ছত্র নিপাতিত, তৎকালে উহা শারদীয় রাত্রির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ক্রমশঃ রাক্ষসেরা অঙ্গদের বাহুবেগে পবনকম্পিত মেঘের ন্যায় অস্থির হইয়া উঠিল।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ ॥ তখন মহাবীর বজ্রদংষ্ট্র রাক্ষসসৈন্যের বিনাশ ও অঙ্গদের বল প্রকাশ দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং বজ্রকল্প শরাসন বিস্ফারণপূর্বক বানরগণের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রথারূঢ় প্রধান প্রধান রাক্ষসবীরেরাও অনবরত শরবর্ষণপূর্বক ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। বীর বানরগণ চতুর্দিকে দলবদ্ধ হইয়া শিলাহস্তে উহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য অস্ত্র নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল, মত্তমাতঙ্গতুল্য বানরেরাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা ও বৃক্ষ মহাবেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তৎকালে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। কাহারও মস্তক অভগ্ন কিন্তু হস্তপদ ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, কাহারও সর্বাঙ্গ শরপীড়িত ও শোণিতে সিক্ত। দুই পক্ষে বহুসংখ্য বীর রণশায়ী হইতে লাগিল। কাক কঙ্ক গৃধ্র ও শৃগালেরা আসিয়া উহাদের মৃতদেহোপরি নিপাতিত হইল এবং ভীরুজনের ভয়জনক কবন্ধগণ অনবরত উত্থিত হইতে লাগিল।

অনন্তর রাক্ষসেরা বৃক্ষ ও শিলাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পলায়ন আরম্ভ করিল। তদ্দৃষ্টে মহাপ্রতাপ বজ্রদংষ্ট্র রোষারুণ নেত্রে ভয় প্রদর্শনপূর্বক বানর-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কঙ্কপত্রখচিত সরলগামী একমাত্র শরে এককালে বহুসংখ্য বানরবীরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বানরগণ বজ্রদংষ্ট্রের শরে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট যেমন প্রজারা ধাবমান হয় সেইরূপ অঙ্গদের নিকট সভয়ে মহাবেগে ধাবমান হইল। তখন অঙ্গদ বানরগণকে ভীত ও সমরে পরাঙ্মুখ দেখিয়া ক্রোধভরে বজ্রদংষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

বজ্রদংষ্ট্রও তাঁহাকে ঘন ঘন রুক্ষনেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর ঐ দুই মহাবীরের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত। উঁহারা রণস্থলে মত্তমাতঙ্গবৎ বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বজ্রদংষ্ট্র অগ্নিশিখাকার শরে অঙ্গদের মর্মস্থল বিদ্ধ করিল। অঙ্গদের সর্বাঙ্গ শোণিতে সিক্ত হইয়া গেল, তিনি বজ্রদংষ্ট্রকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। বজ্রদংষ্ট্রও অবলীলাক্রমে ঐ বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। তখন অঙ্গদ বজ্রদংষ্ট্রের এই বীরকার্য নিরীক্ষণপূর্বক ক্রোধভরে এক প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ করিলেন এবং উঁহার প্রতি মহাবেগে নিক্ষেপপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বজ্রদংষ্ট্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া রথ হইতে অবতরণ ও গদাগ্রহণ-পূর্বক স্থিরভাবে দাঁড়াইল। অঙ্গদনিক্ষিপ্ত শিলাও অশ্ব চক্র ও কুবরের সহিত রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। পরে মহাবীর অঙ্গদ অন্য এক বৃক্ষ গ্রহণপূর্বক বজ্রদংষ্ট্রের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। বজ্রদংষ্ট্র ঐ বৃক্ষপ্রহারে মূর্ছিত হইয়া পড়িল, উহার মুখ দিয়া অনবরত রক্তবমন হইতে লাগিল। সে গদা আলিঙ্গন-পূর্বক বিমোহিত হইয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল। পরে ঐ মহাবীর সংজ্ঞালাভপূর্বক ক্রোধভরে অঙ্গদের বক্ষঃস্থলে এক গদাঘাত করিল।

অনন্তর উভয়ের মুষ্টিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উঁহারা পরস্পরের মুষ্টিপ্রহারে অনবরত রক্তবমন করিতে লাগিলেন। উভয়েরই প্রহারজনিত বিলক্ষণ শ্রান্তি উপস্থিত। উঁহারা রণস্থলে শুক্র ও বুধের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। পরে ঐ দুই মহাবীর ঋষভচর্মনির্মিত ফলক এবং কিঙ্কিণীজালজড়িত নিষ্কোষিত অসি গ্রহণপূর্বক বিবিধ গতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং জয়লাভার্থী হইয়া সিংহনাদপূর্বক পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়ের সর্বাঙ্গ খড়্গাঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। উঁহারা ব্রণমুখনির্গত রুধিরে পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষিত হইলেন এবং উভয়েই জানুসঙ্কোচপূর্বক বীরাসনে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর নিমেষমাত্রে অঙ্গদ দণ্ডাহত উরগের ন্যায় জ্বলন্ত নেত্রে উত্থিত হইলেন এবং সুশাণিত খড়্গদ্বারা বজ্রদংষ্ট্রের মস্তক ছেদন করিলেন। বজ্রদংষ্ট্রের সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইল, মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িল এবং নেত্র উদ্বর্তিত হইয়া গেল।

তখন রাক্ষসেরা বজ্রদংষ্ট্রের বিনাশে অত্যন্ত ভীত হইল এবং বানরগণ কর্তৃক হন্যমান হইয়া লজ্জাবনতমুখে দীনভাবে লঙ্কার দিকে ধাবমান হইল।

মহাবীর অঙ্গদ শত্রুবিনাশ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং সুররাজ যেমন সুরগণে পরিবৃত হন সেইরূপ তিনি বানরগণে বেষ্টিত ও পূজিত হইতে লাগিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ বজ্রদংষ্ট্রের বিনাশসংবাদে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান সৈন্যাধ্যক্ষ প্রহস্তকে কহিলেন, প্রহস্ত! এক্ষণে ভীমবল রাক্ষসগণ সর্বাস্ত্রবিৎ অকম্পনকে লইয়া শীঘ্রই যুদ্ধার্থ নির্গত হউক। এই অকম্পন শত্রুদমনে সুনিপুণ; ইনি স্বপক্ষের রক্ষক এবং যুদ্ধের অধিনায়ক। যে কার্যে আমার শুভসাধন হয় ইনি প্রাণপণে তাহাই ইচ্ছা করেন। যুদ্ধে ইঁহার অত্যন্ত উৎসাহ : এক্ষণে এই মহাবীরই রাম লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানরকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিয়া আসিবেন।

অনন্তর প্রহস্ত রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশক্রমে সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করিলেন। ভীমদর্শন ভীমলোচন সৈন্যগণ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্বক নির্গত হইল। মহাবীর অকম্পন জলদকায়, তাঁহার কণ্ঠস্বর জলদগম্ভীর ; সুরগণও তাঁহাকে সংগ্রামে বিচলিত করিতে পারেন না। ঐ মহাবীর তপ্তকাঞ্চনখচিত রথে আরোহণ-পূর্বক রাক্ষসসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া ক্রোধভরে নির্গত হইলেন। ঐ সময় সহসা নানারূপ দুর্লক্ষণ উপস্থিত ; অকম্পনের অশ্বসকল অকস্মাৎ হীনবল হইয়া পড়িল, বামনেত্র মুহুর্মুহু স্পন্দিত হইতে লাগিল, মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া গেল এবং কণ্ঠস্বর বিকৃত হইল। সুদিনে দুর্দিন উপস্থিত ; বায়ু রুক্ষভাবে বহমান হইল এবং ভয়ঙ্কর মৃগপক্ষিগণ ক্রূরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু সেই সিংহস্কন্ধ শার্দূলবিক্রম মহাবীর ঐ সমস্ত দুর্লক্ষণ লক্ষ্য না করিয়াই নির্গত হইলেন। উঁহার নির্গমনকালে রাক্ষসেরা সমুদ্রকে ক্ষুভিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। এদিকে বানরসৈন্য বৃক্ষশিলা হস্তে লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ; তৎকালে উহারা রাক্ষসগণের সিংহনাদে অত্যন্ত ভীত হইল।

অনন্তর দুইপক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। দুইপক্ষই রাম ও রাবণের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। উহাদের মধ্যে সকলেই পর্বতাকার ও মহাবল-পরাক্রান্ত। উহারা পরস্পর সংহারার্থী হইয়া তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল এবং ক্রোধভরে তর্জন-গর্জন করিতে লাগিল। তৎকালে কেবলই সিংহনাদের গভীর শব্দ। বীরগণের চরণসমুত্থিত ধূম্রবর্ণ ধূলিজাল দশ দিক আবৃত করিল। কেহই আর কোন ব্যক্তিকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল না ; সমস্তই অন্ধকারময় ; ধ্বজদণ্ড, পতাকা, চর্ম, অস্ত্র, অশ্ব ও রথ কিছুই নিরীক্ষিত হইল না। কেবলই দ্রুতগামী বীরগণের পদশব্দ ও সিংহনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। বানরেরা বানরগণকে এবং রাক্ষসেরা রাক্ষসগণকে ক্রোধভরে বিনাশ করিতে লাগিল। অন্ধকারে স্ব-পর পক্ষ আর কিছুমাত্র বিচার করিবার সামর্থ্য রহিল না। ক্রমশঃ রণস্থল শোণিত-প্রভাবে পঙ্কিল হইয়া উঠিল, ধূলিজাল অপনীত হইল এবং বীরগণের মৃতদেহে রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর উভয়পক্ষই বৃক্ষ, শক্তি, গদা, প্রাস, শিলা, পরিঘ ও তোমর দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রবলবেগে প্রহার করিতে লাগিল। বানরেরা পর্বতপ্রমাণ রাক্ষসগণকে মুষ্টিপ্রহারে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসেরাও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীষণ প্রাস ও তোমর দ্বারা বানরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। অধিনায়ক অকম্পন ক্রোধভরে ভীমবল রাক্ষসগণকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বানরগণ সহসা রাক্ষসদিগের হস্ত হইতে বলপূর্বক অস্ত্রশস্ত্র আচ্ছিন্ন করিয়া লইল এবং বৃক্ষশিলা দ্বারা উহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর কুমুদ নল ও মৈন্দ ক্রোধভরে তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উঁহারা বৃক্ষশিলা নিক্ষেপপূর্বক অবলীলাক্রমে বহুসংখ্য রাক্ষসকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ ॥ তখন অকম্পন বানরগণের এই বীর কার্য নিরীক্ষণপূর্বক অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং শরাসনে টঙ্কার প্রদানপূর্বক সারথিকে কহিলেন, দেখ, ঐ সমস্ত মহাবল বানর বহুসংখ্য রাক্ষসসৈন্য বিনাশ করিতেছে ; উহারা বৃক্ষ শিলা গ্রহণপূর্বক প্রচণ্ড ক্রোধে ঐ অদূরে দণ্ডায়মান আছে ; তুমি শীঘ্রই

ঐ স্থানে আমার রথ লইয়া যাও, উহারা সমরস্পর্ধী, আমি উহাদিগকে এই দণ্ডেই বিনাশ করিব ; দেখিতেছি, উহারাই সমস্ত রাক্ষসকে সংহার করিল।

তখন সারথি মহাবীর অকম্পনের আজ্ঞাক্রমে নির্দিষ্ট স্থানে রথ লইয়া চলিল। অকম্পন দূর হইতে শরবর্ষণপূর্বক বানরগণের নিকটস্থ হইতে লাগিলেন। তখন বানরেরা যুদ্ধ ত দূরের কথা, ঐ মহাবীরের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না। উহারা রণে পরাঙ্মুখ হইয়া পলাইতে লাগিল। তখন মহাবল হনুমান বানরগণকে ছিন্নভিন্ন হইতে দেখিয়া উহাদের সন্নিহিত হইলেন। বানরেরাও সমবেত হইয়া উঁহাকে বেষ্টন করিল এবং ঐ বলবানের আশ্রয়ে সমধিক সবল হইয়া উঠিল।

অনন্তর অকম্পন হনুমানের প্রতি বৃষ্টিপাতের ন্যায় অনবরত শরপাত করিতে লাগিল। হনুমান তন্নিক্ষিপ্ত শর লক্ষ্য না করিয়াই উহাকে বধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং মেদিনীকে কম্পিত করিয়া অট্টহাস্যে তদভিমুখে চলিলেন। তিনি স্বতেজে প্রদীপ্ত হইয়া ঘন-ঘন সিংহনাদ করিতেছেন। উঁহার মূর্তি জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় একান্ত দুর্ধর্ষ ; তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং আপনাকে নিরস্ত্র দেখিয়া মহাবেগে পর্বত উৎপাটন করিয়া লইলেন। ঐ মহাবীর এক হস্তে পর্বত গ্রহণপূর্বক সিংহনাদ সহকারে উহা ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন এবং পূর্বে সুররাজ ইন্দ্র যেমন বজ্রহস্তে নমুচির প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন সেইরূপ তিনি উহার প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তখন অকম্পন ঐ শৈলশৃঙ্গ উদ্যত দেখিয়া দূর হইতে অর্ধচন্দ্রবাণে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। তদ্দৃষ্টে হনুমানের অত্যন্ত ক্রোধ উপস্থিত হইল। তিনি সগর্বে শীঘ্র শৈলশিখরবৎ উচ্চ অশ্বকর্ণ বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া লইলেন এবং পরম প্রীতির সহিত উহা ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। পরে সেই বৃক্ষ গ্রহণ ও পদক্ষেপে পৃথিবী বিদারণপূর্বক ধাবমান হইলেন। তাঁহার গতিবেগে বৃক্ষসকল ভগ্ন হইতে লাগিল। তিনি হস্তী হস্ত্যারোহী রথ রথী ও পদাতি রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরাও সেই কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট মহাবীরকে দেখিয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইল।

তখন অকম্পন ঐ ভীমদর্শন হনুমানকে আগমন করিতে দেখিয়া শশব্যস্তে তর্জন-গর্জনপূর্বক দেহবিদারণ সুতীক্ষ্ম চতুর্দশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিল। মহাবীর হনুমান তন্নিক্ষিপ্ত নারাচ ও শাণিত শক্তিতে বিদ্ধকলেবর হইয়া বৃক্ষবহুল গিরিশৃঙ্গবৎ নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন এবং তিনি বিধূম পাবক ও পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় অতিমাত্র শোভা ধারণ করিলেন। পরে ঐ মহাকায় মহাবল একটি বৃক্ষ উৎপাটন এবং সমুচিত বেগ প্রদর্শনপূর্বক ক্রোধভরে তদ্দ্বারা

অকম্পনের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অকম্পনও তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট ও ভূতলে পতিত হইল।

তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা ভূমিকম্পকালীন বৃক্ষের ন্যায় অস্থির হইয়া উঠিল এবং অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক সভয়ে লঙ্কার অভিমুখে ধাবমান হইল। বানরগণও দ্রুতপদে উহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিল। রাক্ষসসৈন্য পরাজিত এবং অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত, ভয়প্রভাবে উহাদের সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত এবং কেশপাশ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। উহারা পশ্চাদ্ভাগে ঘন-ঘন দৃষ্টিপাতপূর্বক পরস্পর পরস্পরকে মর্দন করিয়া লঙ্কার দ্বারদেশে প্রবেশ করিতে লাগিল।

এইরূপে অকম্পন নিহত হইলে বানরেরা মহাবীর হনুমানকে সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। হনুমানও সবিশেষ সম্মানিত হইয়া উহাদিগকে অনুরাগের সহিত সমুচিত বিনয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন বানরেরা হর্ষভরে সিংহনাদ আরম্ভ করিল এবং অবশিষ্ট রাক্ষসকে সংহার করিবার জন্য পুনর্বার তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। বিষ্ণু যেমন মহাসুর মধুকৈটভকে বধ করিয়া বীরশোভা ধারণ করিয়াছিলেন সেইরূপ হনুমান রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া বীরশোভা অধিকার করিলেন। তৎকালে দেবগণ, স্বয়ং রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীবাদি বানর ও বিভীষণ মহাবীর হনুমানের পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ অকম্পনের বধসংবাদ পাইয়া দীনমুখে সচিবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং মুহূর্তকাল চিন্তা ও উঁহাদের সহিত ইতিকর্তব্য অবধারণপূর্বক ব্যূহ নিরীক্ষণ করিবার জন্য পূর্বাহ্নে নগরমধ্যে নির্গত হইলেন। দেখিলেন, ধ্বজপতাকাশোভিত লঙ্কাপুরী বহু ব্যূহে বেষ্টিত ও রাক্ষসগণে রক্ষিত হইতেছে। পরে তিনি যুদ্ধবিশারদ সেনাপতি প্রহস্তকে আহ্বানপূর্বক আত্মহিতোদ্দেশে কহিলেন, বীর! এই লঙ্কাপুরী বিপক্ষসৈন্যে অবরুদ্ধ এবং ইহা বলপূর্বক নিপীড়িত হইতেছে; এক্ষণে যুদ্ধ ব্যতীত ইহার উদ্ধারের কোনও সম্ভাবনা দেখি না। কিন্তু আমি, কুম্ভকর্ণ, তুমি, ইন্দ্রজিৎ অথবা নিকুম্ভ এই কয়েক জন ব্যতীত এই কার্যভার আর কে বহন করিবে। অতএব তুমিই জয়লাভের উদ্দেশে প্রভূত সৈন্য লইয়া শীঘ্র নির্গত হও। বানরগণ তোমায় দর্শনমাত্র নিশ্চয় প্রস্থান করিবে। উহারা তোমার সমভিব্যাহারী বীরগণের সিংহনাদ শুনিবামাত্র ভীত মনে নিশ্চয়ই পলাইবে। বানরেরা চপল ও দুর্বিনীত, সিংহের গর্জন যেমন হস্তীর পক্ষে দুঃসহ তদ্রূপ উহারা তোমার বীরনাদ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। দেখ, এইরূপে উহারা যুদ্ধে বিমুখ হইলে রাম ও লক্ষ্মণ নিরাশ্রয় ও বিবশ হইয়া আমাদেরই বশীভূত হইবে। বীর! যুদ্ধে তোমার মৃত্যু অনিশ্চিত, কিন্তু জয়লাভ নিশ্চিত, সুতরাং তোমার সংগ্রামে প্রবৃত্তিবিধান আবশ্যক। অথবা তুমিই বল, আমি যাহা কহিলাম তাহার অনুকূল বা প্রতিকূল কোন্ পক্ষ শ্রেয়?

তখন শুক্রাচার্য যেমন অসুররাজকে কহিয়া থাকেন, সেইরূপ সেনাপতি প্রহস্ত রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিল, রাজন্! পূর্বে আমরা সুনিপুণ মন্ত্রিগণের সহিত এই প্রসঙ্গে তুমুল আন্দোলন করিয়াছিলাম। তখন আমাদিগের মতঘটিত পরস্পর বিরোধ জন্মে। সীতাপ্রদানে শ্রেয়, অপ্রদানে যুদ্ধ, বিচারে ইহাই ত

নির্ণীত হইয়াছিল। এখন সেই যুদ্ধ উপস্থিত। আপনি অর্থদান সম্মান ও শান্তবাদে সততই আমায় বাধিত করিয়াছেন, এক্ষণে আমি এই বিপদকালে আপনার হিতকর কার্যে অবশ্যই সাহায্য করিব। আমি নিজের প্রাণ চাহি না এবং স্ত্রী পুত্র ও অর্থও চাহি না ; দেখুন আমি আপনারই জন্য এই জীবন যুদ্ধে আহুতি প্রদান করিব।

অনন্তর প্রহস্ত সম্মুখস্থিত সেনাপতিগণকে কহিল, তোমরা শীঘ্রই সমস্ত সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া আন ; আজ আমার শরবেগ-বিনষ্ট প্রতিপক্ষীয় বীরগণের রক্তমাংসে বনের মাংসাশী পশুপক্ষীরা তৃপ্তিলাভ করুক।

তখন সেনাপতিগণ প্রহস্তের আদেশমাত্র সৈন্যদিগকে সুসজ্জিত করিয়া আনিল। মুহূর্তমধ্যে অস্ত্রধারী ভীষণ বীরগণে লঙ্কাপুরী আকুল হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে তুমুল কোলাহল উপস্থিত ; কেহ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছে এবং কেহ বা ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিতেছে। তৎকালে বায়ু আহুতিধূম গ্রহণপূর্বক বহমান হইতে লাগিল ; সৈন্যগণ বর্মধারণ করিয়া সুরচিত মাল্যে সুশোভিত হইল ; এবং হৃষ্টমনে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

অনন্তর উহারা হস্ত্যশ্বে আরোহণপূর্বক রাক্ষসরাজ রাবণকে দর্শন করিয়া শরাসনহস্তে মহাবীর প্রহস্তকে গিয়া বেষ্টন করিল। তখন প্রহস্ত রাবণকে আমন্ত্রণ ও ভীম ভেরী বাদনপূর্বক দিব্যরথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথ বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ, বেগবান অশ্বে যোজিত ও চন্দ্রসূর্যবৎ উজ্জ্বল। উহার গমনশব্দ জলদগম্ভীর এবং সারথি সুপটু। উহা বরূথ ও উপস্করে শোভিত হইতেছে। ঐ সর্পধ্বজ রথ স্বর্ণজালে জড়িত হইয়া শ্রীসমৃদ্ধিতে হাস্য করিতে লাগিল। সেনাপতি প্রহস্ত তদুপরি আরোহণপূর্বক সসৈন্যে নির্গত হইলেন। প্রলয়ের মেঘগর্জনবৎ গম্ভীর দুন্দুভিরব হইতে লাগিল ; অন্যান্য বাদ্যের তুমুল শব্দে পৃথিবী পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং অনবরত শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। রাক্ষসেরা সিংহনাদপূর্বক সেনাপতি প্রহস্তের অগ্রে অগ্রে চলিল। নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নত এই চারি জন রাক্ষস প্রহস্তের সচিব। ইঁহারা

ভীমকায় ও ভীমরূপ। এই সকল যোদ্ধা সেনাপতি প্রহস্তকে বেষ্টনপূর্বক যাইতে লাগিল। কৃতান্তের ন্যায় করালমূর্তি মহাবীর প্রহস্ত সাগরবৎ বিস্তীর্ণ গজযূথতুল্য ভীষণ সৈন্য লইয়া পূর্বদ্বার অতিক্রমপূর্বক ক্রোধভরে চলিলেন। উঁহার নির্গমনশব্দ ও বীরগণের সিংহনাদে লঙ্কার জীবগণ বিকৃত স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তৎকালে নানারূপ দুর্লক্ষণ উপস্থিত; রক্তমাংসপ্রিয় পক্ষিগণ নির্মল নভোমণ্ডলে উত্থিত হইয়া রথের চতুর্দিকে দক্ষিণাবর্তে ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল; ভীষণ শিবাগণ অগ্নিশিখা উদ্গারপূর্বক চীৎকার আরম্ভ করিল; অন্তরীক্ষে অনবরত উল্কাপাত হইতে লাগিল; বায়ু নিরন্তর রূক্ষভাবে বহমান হইতে লাগিল; গ্রহগণ পরস্পর কুপিত হইয়া নিষ্প্রভ হইয়া গেল; মেঘ গভীর গর্জন সহকারে প্রহস্তের রথ ও সৈন্যগণের উপর রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিল; গৃধ্র ধ্বজদণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া দক্ষিণাভিমুখে চীৎকার ও উভয় পার্শ্ব কণ্ডূয়নপূর্বক প্রহস্তের মুখশ্রী মলিন করিয়া দিল। সমরে অপরাঙ্মুখ সারথি ও অশ্বশিক্ষকের হস্ত হইতে বারংবার অশ্বতাড়নী প্রতোদ স্খলিত হইয়া পড়িল। যে নির্গমনশ্রী ভাস্বর ও দুর্লভ মুহূর্তমধ্যে তাহাও বিনষ্ট হইল এবং সমতল ভূতলেও অশ্বেরা স্খলিত পদে পতিত হইতে লাগিল।

ইত্যবসরে বানরগণ প্রখ্যাতপৌরুষ প্রহস্তকে নির্গত দেখিয়া বৃক্ষশিলাহস্তে উহার সম্মুখীন হইল। কোন বানর প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন এবং কেহ বা বিপুল শিলা গ্রহণ করিল। তৎকালে এই যুদ্ধসম্ভ্রমে উহাদিগের মধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত। বীর বানর ও রাক্ষসেরা যুদ্ধহর্ষে উন্মত্ত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং সংহারার্থী হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইত্যবসরে দুর্মতি প্রহস্ত মুমূর্ষু পতঙ্গ যেমন বহ্নিমুখে প্রবেশ করে সেইরূপ ঐ বানরসৈন্যে মহাবেগে প্রবেশ করিল।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম প্রহস্তকে নিরীক্ষণ করিয়া হাস্যমুখে বিভীষণকে জিজ্ঞাসিলেন, রাক্ষসরাজ! ঐ যে মহাবীর বহুসংখ্য সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া মহাবেগে আসিতেছেন, উনি কে? এবং উঁহার বলবীর্যই বা কিরূপ?

বিভীষণ কহিলেন, রাম! ঐ বীর রাক্ষসরাজ রাবণের সেনাপতি, উঁহার নাম প্রহস্ত। লঙ্কার মধ্যে যে পরিমাণ সৈন্য সঞ্চিত আছে, তাহার তৃতীয় ভাগ ইঁহারই সহিত আসিতেছে। ইনি অস্ত্রজ্ঞ ও বীর, ইহার বলবিক্রম সর্বত্রই প্রথিত আছে।

অনন্তর বানরেরা প্রহস্তকে দেখিতে পাইল। প্রহস্ত ভীমবল ও ভীমমূর্তি। ঐ বীর রাক্ষসে পরিবেষ্টিত হইয়া মুহুর্মুহু গর্জন করিতেছেন। তখন বানরগণের মধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত; উহারা প্রহস্তের সম্মুখীন হইয়া তর্জন-গর্জন করিতে লাগিল। রাক্ষসদিগের হস্তে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র; কেহ খড়্গ, কেহ শক্তি, কেহ ঋষ্টি, কেহ শূল, কেহ বাণ, কেহ মুষল, কেহ গদা, কেহ পরিঘ. কেহ প্রাস. কেহ পরশু ও কেহ বা ধনু গ্রহণ করিয়াছে। তৎকালে উহারা বানরগণকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে চলিল। বানরেরাও পুষ্পিত বৃক্ষ ও প্রকাণ্ড শিলা লইয়া ধাবমান হইল। উভয়পক্ষীয় বীর একত্র হইবামাত্র ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। বানরেরা বৃক্ষশিলা নিক্ষেপ এবং রাক্ষসেরা শরক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরা বহুসংখ্য রাক্ষসকে এবং রাক্ষসেরা বহুসংখ্য বানরকে বিনাশ

করিতে লাগিল। উহারা পরস্পর পরস্পরকে শূল চক্র পরিঘ ও পরশু দ্বারা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। অনেক বীর প্রহারবেগে নিরুচ্ছ্বাস হইয়া ভূতলে পড়িল, অনেকে খণ্ডিত হৃদয়ে ধরাশায়ী হইল এবং অনেকেই খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। বীর রাক্ষসেরা পার্শ্বদেশ হইতে বানরগণকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল এবং বানরেরাও সরোষে প্রস্তর ও বৃক্ষপ্রহারপূর্বক রাক্ষসগণকে পিষ্টপেষিত করিয়া দিল। কেহ কেহ বজ্রস্পর্শ মুষ্টিপ্রহার ও চপেটাঘাতে রক্তবমন করিতে লাগিল এবং অনেকেরই মুখ চক্ষু শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া গেল। ক্রমশঃ রণস্থলে আর্তস্বর ও সিংহনাদের তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। উভয়পক্ষীয় যোদ্ধারা বীরাচরিত পথের অনুবর্তী। উহারা ক্রোধবেগে নির্ভয় হইয়া বক্রগ্রীবায় যুদ্ধ করিতে লাগিল। নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নত এই চারিজন প্রহস্তের সচিব ; তৎকালে ইহাদের হস্তে অনেক বানর বিনষ্ট হইল।

অনন্তর মহাবীর দ্বিবিদ প্রস্তরাঘাতে নরান্তককে, দুর্মুখ উত্থিত হইয়া বৃক্ষাঘাতপূর্বক ক্ষিপ্রহস্ত সমুন্নতকে, বীর জাম্ববান ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রকাণ্ড শিলাপাতে মহানাদকে এবং কপিপ্রবীর তার বৃক্ষাঘাতে কুম্ভহনুকে বধ করিলেন। তখন সেনাপতি প্রহস্ত বানরগণের এই সমস্ত বীরকার্য সহ্য করিতে না পারিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। সৈন্যগণের নিরবচ্ছিন্ন পরিভ্রমণহেতু রণস্থলে যেন একটি ঘোর আবর্ত দৃষ্ট হইল এবং তথায় তরঙ্গবহুল অসীম সমুদ্রবৎ গভীর শব্দ হইতে লাগিল। যুদ্ধদুর্মদ প্রহস্ত শরনিকরে বানরগণকে অতিমাত্র কাতর করিয়া তুলিল। ক্রমশঃ সৈন্যগণের মৃতদেহে রণভূমি পূর্ণ হইয়া গেল এবং উহা যেন ভীষণ পর্বতে আকীর্ণ বোধ হইতে লাগিল। রক্তনদী প্রবাহিত হইল। বসন্তকালে কুসুমিত বৃক্ষ দ্বারা বনস্থলী যেমন শোভিত হয়, রণস্থল সেইরূপ অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। তৎকালে যুদ্ধভূমি একটি দুস্তর নদীর ন্যায় দৃষ্ট হইল। নিহত বীরগণ উহার তট, খণ্ডিত অস্ত্রশস্ত্র বৃক্ষ, রক্তপ্রবাহ জলরাশি, যকৃৎ ও প্লীহা ঘনীভূত পঙ্ক, বিক্ষিপ্ত অন্ত্ররাশি শৈবল, ছিন্ন মস্তক-সকল মৎস্য, অঙ্গবিশেষ শাদ্বলপ্রদেশ, রক্তমাংসাশী গৃধ্রেরা হংস, মেদরাশি ফেন এবং বীরনাদ আবর্তশব্দ। ঐ যমসাগরগামিনী নদী কাপুরুষের পক্ষে অত্যন্ত দুস্তর। করিযূথ যেমন পদ্মরেণুপূর্ণ সরোবর পার হয় বীরগণ সেইরূপ উহা অনায়াসে পার হইতে লাগিল।

অনন্তর সেনাপতি নীল বায়ু যেমন প্রকাণ্ড মেঘের অভিমুখে প্রবাহিত হয় সেইরূপ প্রহস্তের দিকে মহাবেগে চলিলেন। তদ্দৃষ্টে প্রহস্ত শরাসন গ্রহণপূর্বক নীলের প্রতি ধাবমান হইল এবং উঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। প্রহস্তের শরজাল নীলকে বিদ্ধ করিয়া রুষ্ট সর্পের ন্যায় বেগে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। পরে নীল এক বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক প্রহস্তকে প্রহার করিলেন। প্রহস্তও ক্রোধভরে সিংহনাদপূর্বক উহার প্রতি শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। তখন নীল ঐ দুরাত্মাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া, বৃষ যেমন শরৎকালে ঝটিতি আগত বৃষ্টিপাত নিমীলিত নেত্রে সহ্য করে সেইরূপ তিনি উহার শরপাত নিমীলিত নেত্রে সহ্য করিতে লাগিলেন। পরে সেই মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক শাল বৃক্ষের আঘাতে প্রহস্তের অশ্বসকল বিনষ্ট করিলেন এবং বলপূর্বক উহার শরাসন দ্বিখণ্ড করিয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পরে প্রহস্ত রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্বক এক ভীষণ মুষল লইয়া উঁহার সম্মুখীন হইল। ঐ দুই জাতবৈর মহাবীর প্রতিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া রক্তাক্ত দেহে

মদস্রাবী মাতঙ্গবৎ নিরীক্ষিত হইলেন এবং সুতীক্ষ্ম দশনে পরস্পর পরস্পরকে দংশন করিতে লাগিলেন। উঁহারা দুইজনই সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীমমূর্তি এবং দুইজনই সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র; দুইজন জয়শ্রী প্রায় তুল্যাংশে অধিকার করিয়াছেন এবং দুই জনই ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় যশ আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। ইত্যবসরে সেনাপতি প্রহস্ত বহু আয়াসে নীলের ললাটে এক মুষলাঘাত করিল। মুষলপ্রহার মাত্র তাঁহার ললাটপট্ট ভেদ করিয়া রক্তধারা বহিতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং এক বৃক্ষ গ্রহণপূর্বক প্রহস্তের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। প্রহস্তও ঐ বৃক্ষপ্রহার লক্ষ্য না করিয়া মুষল গ্রহণপূর্বক নীলের প্রতি ধাবমান হইল। নীলও এক প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ করিলেন এবং উহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। প্রহস্তের মস্তক শতধা চূর্ণ হইয়া গেল। সে হতশ্রী হতবল হতজীবন নিরিন্দ্রিয় হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় সহসা ভূতলে পড়িল এবং তাহার সর্বাঙ্গ হইতে প্রস্রবণের ন্যায় রক্তপ্রবাহ ছুটিতে লাগিল।

প্রহস্ত বিনষ্ট হইলে রাক্ষসসৈন্য অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া লঙ্কার দিকে পলাইতে লাগিল। সেতুভঙ্গ হইলে জল যেমন আর রুদ্ধ থাকিতে পারে না, সেইরূপ উহারা সেনাপতির বিনাশে রণস্থলে আর তিষ্ঠিতে পারিল না। সকলে নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিল এবং চিন্তায় মৌনাবলম্বনপূর্বক নিবিড়তর শোকে যেন বিচেতন হইয়া পড়িল।

এদিকে মহাবীর নীল জয়লাভপূর্বক হৃষ্টমনে রাম ও লক্ষ্মণের সান্নিহিত হইলেন। তৎকালে সকলেই তাঁহার এই বীরকার্যে তাঁহাকে যারপরনাই প্রশংসা করিতে লাগিল।
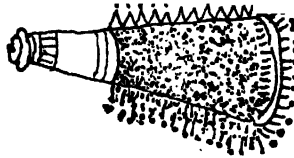
একোনষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর সৈন্যগণ রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রহস্তের বধবৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তখন রাবণ উহাদের নিকট এই সংবাদ শুনিবামাত্র অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইলেন; তাঁহার মন শোকে অভিভূত হইল; তিনি উঁহাদিগকে কহিলেন, রাক্ষসগণ! যাহারা আমার সেনাপতি সুরসৈন্যনিহন্তা প্রহস্তকে সসৈন্যে বিনাশ করিল, এক্ষণে সেই সমস্ত শত্রুকে উপেক্ষা করা কোনক্রমে উচিত হইতেছে না। অতএব আমি স্বয়ংই তাহাদের বধসাধনের জন্য অসঙ্কুচিত মনে সেই অদ্ভুত যুদ্ধভূমিতে যাত্রা করিব। দীপ্ত হুতাশন যেমন বনস্থল দগ্ধ করে সেইরূপ আজ আমি নিশ্চয়ই রাম লক্ষ্মণ ও বানরগণকে দগ্ধ করিব।

এই বলিয়া ইন্দ্রশত্রু রাবণ সদশ্বযোজিত অঙ্গারকল্প রথে আরোহণ করিলেন। শঙ্খ, ভেরী ও পণব বাদিত হইতে লাগিল। বীরগণের মধ্যে কেহ বাহ্বাস্ফোটন কেহ সিংহনাদ এবং কেহ বা স্ব-স্ব বলবীর্যের আস্ফালন করিতে লাগিল। রাক্ষসরাজ রাবণ পুণ্যস্তবে পূজিত হইয়া সত্বর বহির্গত হইলেন এবং

পর্বতপ্রমাণ দীপ্তমূর্তি জ্বলন্তনেত্র রাক্ষসগণে বেষ্টিত হইয়া ভূতপরিবৃত রুদ্রদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর নির্গত হইবামাত্র দেখিলেন, বানরসৈন্য বৃক্ষ পর্বত উদ্যত করিয়া, মেঘবৎ গভীর ও সমুদ্রবৎ ঘোরতর গর্জন করিতেছে।

তখন ভুজগরাজবৎ প্রকাণ্ড দোর্দণ্ডশালী রাম অতি প্রচণ্ড রাক্ষসসৈন্য নিরীক্ষণপূর্বক বিভীষণকে জিজ্ঞাসিলেন, রাক্ষসরাজ! ঐ যে সমস্ত সৈন্য পতাকা ধ্বজ ও ছত্রে শোভিত হইতেছে, যাহাদের হস্তে প্রাস অসি শূল প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র, যাহারা অতিমাত্র সাহসী এবং মহেন্দ্রপর্বততুল্য হস্তিসমূহে পরিপূর্ণ; ঐ অক্ষোভ্য সৈন্য কোন্ মহাবীরের?

মহামতি বিভীষণ কহিলেন, রাজন্! ঐ যে বীর হস্তিপৃষ্ঠে অধিরূঢ়, যাঁহার মুখ তরুণ সূর্যবৎ রক্তবর্ণ, যিনি শরীরভারে স্ববাহন হস্তীর মস্তক কম্পিত করিয়া আসিতেছেন, উঁহার নাম অকম্পন। ঐ যিনি রথারোহণপূর্বক ইন্দ্রধনুতুল্য শরাসন বারংবার আস্ফালন করিতেছেন, সিংহ যাঁহার কেতু, যিনি করালদশন হস্তীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন, উনি রাক্ষসপ্রধান ইন্দ্রজিৎ। যিনি বিন্ধ্য অস্ত ও মহেন্দ্র পর্বতের ন্যায় উচ্চ, যিনি অতিরথ ও মহাবীর, যিনি বিশাল ধনু মুহুর্মুহু আকর্ষণ করিতেছেন, উনি অতিকায়। ঐ যাঁহার নেত্রদ্বয় প্রাতঃসূর্যের ন্যায় রক্তবর্ণ, যিনি ঘণ্টানিনাদী মাতঙ্গের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক মুহুর্মুহু গর্জন করিতেছেন, উনি মহাবীর মহোদর। ঐ যিনি সন্ধ্যামেঘবৎ রক্তবর্ণ, যিনি স্বর্ণালঙ্কারখচিত অশ্বের উপর উজ্জ্বল প্রাস উদ্যত করিয়া আছেন, উনি বজ্রবেগ পিশাচ। যিনি ঐ বিদ্যুৎকান্তি সুতীক্ষ্ণ শূল গ্রহণপূর্বক প্রিয়দর্শন বৃষবাহনে মহাবেগে আসিতেছেন, উনি যশস্বী ত্রিশিরা। ঐ যে মহাবীর কৃষ্ণকায়, যাঁহার বক্ষঃস্থল স্থূল ও বিশাল, সর্প যাঁহার কেতু, যিনি শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক আসিতেছেন, উনি কুম্ভ। যিনি ঐ মণিমুক্তাখচিত দীপ্ত পরিঘ লইয়া আগমন করিতেছেন, যাঁহার বীরকার্য অত্যাশ্চর্য, উনি রাক্ষস-সৈন্যকেতু মহাবীর নিকুম্ভ। ঐ যে শিখরধারী বীর অস্ত্রপূর্ণ পতাকাশোভিত উজ্জ্বল রথে বিরাজমান আছেন, উনি নরান্তক। আর যিনি ঐ দেবগণেরও দর্পহারী, যিনি হস্ত্যশ্ব ব্যাঘ্র উষ্ট্র ও মৃগের ন্যায় বিকৃতমুখ বিবৃতচক্ষু ঘোররূপ ভূতগণে বেষ্টিত হইয়া ভগবান রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, যথায় সূক্ষ্ম-শলাকাশোভিত চন্দ্রাকার শ্বেতচ্ছত্র দৃষ্ট হইতেছে, উনি রাক্ষসরাজ রাবণ। ঐ দেখ উঁহার মস্তকে শোভন কিরীট এবং কর্ণে রত্নকুণ্ডল আন্দোলিত হইতেছে। উঁহার দেহ হিমালয় ও বিন্ধ্যের ন্যায় ভীষণ; উনি ইন্দ্র ও যমেরও দর্পনাশ করিয়াছেন; এবং উনি সূর্যের ন্যায় তেজস্বী।

তখন রাম কহিলেন, অহো, রাক্ষসরাজ রাবণ কি তেজস্বী। ঐ বীর স্বীয় প্রভাজালে সূর্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া আছেন। বলিতে কি, উঁহার সর্বাঙ্গ তেজঃপুঞ্জে আচ্ছন্ন বলিয়া আমি উঁহার রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারিলাম না। উঁহার যেমন দেহভাগ্য, দেব ও দানবেরও এইরূপ নহে। ইঁহার অনুগামী বীরগণ দীর্ঘাকার পর্বতযোধী ও তীক্ষ্ণাস্ত্রধারী। রাবণ ঐ সমস্ত বীরে বেষ্টিত হইয়া ভীমদর্শন ভূতগণে পরিবৃত কৃতান্তবৎ শোভিত হইতেছেন। বলিতে কি, আজ ভাগ্যক্রমেই পাপিষ্ঠ আমার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে। আজ আমি সীতাহরণজনিত ক্রোধ উহার উপর ঝাড়িব। রাম এই বলিয়া শরাসন গ্রহণ ও তূণীর হইতে শর উত্তোলনপূর্বক দাঁড়াইলেন।

এদিকে রাবণ মহাবল রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, তোমরা গিয়া লঙ্কার চারিটি পুরদ্বার, রাজপথ ও গৃহে শঙ্কাশূন্য হইয়া সুখে অবস্থান কর। তোমরা সকলেই আমার সহিত যুদ্ধস্থলে আসিযাছ ; বানরেরা এই ছিদ্র পাইলে নিশ্চয়ই শূন্য পুরীতে প্রবেশপূর্বক নানারূপ উপদ্রব করিবে।

সচিবগণ রাবণের আদেশ মাত্র নির্দিষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল। তখন বৃহৎ মৎস্য যেমন পূর্ণ সমুদ্রের প্রবাহ ভেদ করে সেইরূপ রাবণ ঐ বানরসৈন্যের মধ্যে সহসা প্রবেশ করিলেন। কপিরাজ সুগ্রীব রাবণকে শরশরাসন হস্তে আগমন করিতে দেখিয়া বৃক্ষবহুল গিরিশৃঙ্গ উৎপাটনপূর্বক তদভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে শৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর রাবণ স্বর্ণপুঙ্খ শরে সুগ্রীবনিক্ষিপ্ত শৃঙ্গ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং অতিমাত্র রুষ্ট হইয়া অজগরভীষণ কৃতান্তদর্শন এক শর গ্রহণ করিলেন। ঐ শর বিস্ফুলিঙ্গযুক্ত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল এবং উহার গতিবেগ বায়ু ও বজ্রের অনুরূপ। রাবণ সুগ্রীবকে বধ করিবার জন্য মহাবেগে শরপ্রয়োগ করিলেন। তখন কুমারনিক্ষিপ্ত শক্তি যেমন ক্রৌঞ্চ পর্বতকে বিদীর্ণ করিয়াছিল সেইরূপ ঐ শর বজ্রদেহ সুগ্রীবকে অক্লেশে ভেদ করিল। সুগ্রীবও আর্তরবে ভূতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরাও হৃষ্ট হইযা পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর গবাক্ষ, গবয়, সুষেণ, ঋষভ, জ্যোতির্মুখ ও নল গিরিশৃঙ্গ উৎপাটনপূর্বক রাবণের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। রাবণ শাণিত শরে বানরনিক্ষিপ্ত বৃক্ষ শিলা ব্যর্থ করিয়া অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন ভীমকায় বানরগণের মধ্যে অনেকে রাবণের শরে ছিন্নভিন্ন হইল, অনেকে আহত ও অনেকে ভূতলে পতিত হইল এবং অনেকেই ভীত হইয়া কাতর স্বরে শরণাগতরক্ষক রামের আশ্রয় লইল। তখন মহাবীর রাম বানরগণের এইরূপ অবস্থা দৃষ্টে আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তিনি ধনুর্বাণ হস্তে উত্থিত হইলেন। ইত্যবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ তাঁহার সন্নিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য! দুরাত্মা রাবণের সংহারকল্পে একমাত্র আমিই পর্যাপ্ত। এক্ষণে আপনি আদেশ করুন, আমিই গিয়া উহাকে বিনাশ করিয়া আসি।

তখন তেজস্বী রাম কহিলেন, বৎস! তবে যাও, রাবণের সহিত সাবধানে যুদ্ধ করিও। সে মহাবল ও মহাবীর্য ; তাহার পরাক্রম অদ্ভুত ; সে ক্রোধাবিষ্ট হইলে ত্রিলোকেরও দুঃসহ হইয়া উঠে। তুমি যুদ্ধকালে সততই তাহার ছিদ্রানুসন্ধান করিবে এবং স্বছিদ্রের প্রতিও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে। বৎস! অধিক

আর কি, চক্ষু ও ধনু দ্বারা সর্বদাই আত্মরক্ষা করিও।

তখন বীর লক্ষ্মণ রামকে আলিঙ্গন ও অভিবাদনপূর্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। অদূরে ভীমবাহু রাবণ ভীষণ ধনু আকর্ষণ ও শর বর্ষণপূর্বক বানর-সৈন্য ছিন্নভিন্ন করিতেছিলেন। তদ্দৃষ্টে হনুমান তাঁহার প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন এবং অবিলম্বে উঁহার রথের নিকটস্থ হইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন ও উঁহাকে ভয় প্রদর্শনপূর্বক কহিলেন, দুর্বৃত্ত! ব্রহ্মার বরে তুই দেব দানব গন্ধর্ব যক্ষ ও রাক্ষসের অবধ্য হইয়া আছিস, কেবল বানর হইতেই তোর ভয়। এক্ষণে এই আমি পঞ্চাঙ্গুলিযুক্ত দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়াছি, আজ ইহাই তোর দেহ হইতে বহুদিনের প্রাণ কাড়িয়া লইবে।

তখন ভীমবল রাবণ রোষারুণ নেত্রে কহিলেন, বানর! তুই নির্ভয়ে শীঘ্রই আমায় প্রহার কর : ইহার বলে তোর স্থিরকীর্তিলাভ হোক্। আজ আমি অগ্রে তোর বলবীর্য পরীক্ষা করিয়া পশ্চাৎ তোরে বধ করিব।

হনুমান কহিলেন, রাক্ষস! ভাবিয়া দেখ্ আমি তোর পুত্র অক্ষকে অগ্রে বধ করিয়াছি।

রাবণ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং হনুমানের বক্ষে এক চপেটাঘাত করিলেন। হনুমান প্রহারবেগে অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং ধৈর্যবলে মুহূর্তকাল মধ্যে সুস্থির হইয়া ক্রোধভরে উঁহাকে এক চপেটাঘাত করিলেন। রাবণ ভূমিকম্পকালীন পর্বতবৎ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ঋষি সিদ্ধ সুবাসুর ও বানরেরাও এই ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া হৃষ্টমনে কোলাহল করিতে লাগিল।

পরে রাবণ কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, বানর! সাধু সাধু, তোমার বিলক্ষণ বলবীর্য আছে, তুমিই আমার শ্লাঘনীয় শত্রু।

হনুমান কহিলেন, রাক্ষস! তুই যে আমার এই চপেটাঘাতে এখনও জীবিত আছিস ইহাতেই আমার বলবীর্যে ধিক। নির্বোধ! বৃথা কি আস্ফালন করিতেছিস, তুই একবার আমায় মারিয়া দেখ্। পরে আমি এক মুষ্টিতে তোরে যমালয়ে প্রেরণ করিব।

রাবণের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি আরক্ত লোচনে হনুমানের বিশাল বক্ষে এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। মুষ্টি বেগে বজ্রকল্প ; হনুমান তৎপ্রভাবে পুনঃ পুনঃ বিমোহিত হইতে লাগিলেন। তখন রাবণ উঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া নীলের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মর্মবিদারণ ভুজগভীষণ শরে উঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। সেনাপতি নীল তন্নিক্ষিপ্ত শরে ক্লিষ্ট হইয়া এক হস্তেই তাঁহার প্রতি এক শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন।

ঐ সময় তেজস্বী হনুমান আশ্বস্ত হইয়া যুদ্ধার্থ পুনর্বার প্রস্তুত হইলেন এবং রাক্ষসরাজ রাবণকে নীলের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া সরোষে কহিলেন, রাবণ! তুমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছ, এ সময় তোমাকে আক্রমণ করা সঙ্গত হইতেছে না।

অনন্তর রাবণ নীলনিক্ষিপ্ত শৈলশৃঙ্গ সাতটি সুতীক্ষ্ন শরে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তদ্দৃষ্টে সেনাপতি নীল ক্রোধে প্রলয়াগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার প্রতি অশ্বকর্ণ, শাল, মুকুলিত আম্র ও অন্যান্য বৃক্ষ মহাবেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাবণও ঐ সমস্ত বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া নীলের প্রতি

ঘোরতর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে মহাবীর নীল খর্বাকার হইয়া সহসা তাঁহার ধ্বজদণ্ডের উপর আরোহণ করিলেন। রাবণ উঁহার এই দুঃসাহসের কার্য দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তৎকালে নীলও কখন তাঁহার ধ্বজদণ্ডের অগ্রভাগ, কখন ধনুর অগ্রভাগ এবং কখন বা কিরীটের অগ্রভাগে উপবিষ্ট হইতে লাগিলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও হনুমান মহাবীর নীলের এই অদ্ভুত কার্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। রাবণও নীলের এই ক্ষিপ্রকারিতায় স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে বধ করিবার জন্য প্রদীপ্ত আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তৎকালে বানরেরা রাক্ষসরাজকে অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত দেখিয়া হৃষ্টমনে কোলাহল করিতে লাগিল। রাবণ বানরগণের এই হর্ষনাদে যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং ব্যস্ততানিবন্ধন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তাঁহার হস্তে আগ্নেয় অস্ত্র, তিনি ধ্বজাগ্রস্থিত নীলকে ঘন-ঘন নিরীক্ষণপূর্বক কহিলেন, বানর! তুই বঞ্চনাবলে ক্ষিপ্রকারী হইয়াছিস, এক্ষণে যদি পারিস ত আপনার প্রাণ রক্ষা কর্। তুই পুনঃ পুনঃ নানারূপ রূপধারণ করিতেছিস এবং আপনার প্রাণরক্ষায় তৎপর হইয়াছিস, এক্ষণে আমি এই আগ্নেয় অস্ত্র পরিত্যাগ করি, আজ ইহা নিশ্চয়ই তোর প্রাণ নষ্ট করিবে।

এই বলিয়া রাবণ নীলের বক্ষে আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। নীল ঐ অস্ত্রে আহত হইবামাত্র অগ্নিতে দহ্যমান হইয়া সহসা ভূতলে পড়িলেন। তিনি পিতৃমাহাত্ম্য ও স্বতেজে জানুর উপর ভর দিয়া ভূতলে পতিত হইলেন, কিন্তু তৎকালে তাঁহার প্রাণ নষ্ট হইল না। তখন রাবণ মহাবীর নীলকে বিচেতন দেখিয়া মেঘগম্ভীরনির্ঘোষ রথে লক্ষ্মণের দিকে ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া বানরগণকে নিবারণ ও স্বতেজে অবস্থানপূর্বক মুহুর্মুহু ধনু আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি আজ আমার সহিত যুদ্ধ কর, বানরগণের সহিত যুদ্ধ তোমার ন্যায় বীরের কর্তব্য নহে। এই বলিয়া তিনি ধনুকে টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন।

রাবণ মহাবীর লক্ষ্মণের এই বাক্য ও কঠোর জ্যাশব্দ শ্রবণ করিয়া সক্রোধে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুই ভাগ্যবলেই আমার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিস, আজ তোর কিছুতেই নিস্তার নাই ; তুই নির্বোধ ; আজ তোরে এখনই আমার শরে মৃত্যুমুখ দর্শন করিতে হইবে।

তখন লক্ষ্মণ দংষ্ট্রাকরাল রাবণকে নির্ভয়ে কহিলেন, রাজন্! মহাপ্রভাব বীরেরা কদাচই বৃথা আস্ফালন করেন না, রে পাপিষ্ঠ! তুই কেন নিরর্থক আত্মশ্লাঘা করিতেছিস। আমি তোর বলবিক্রম জানি, তোর প্রভাব ও প্রতাপও অবগত আছি ; এক্ষণে বৃথা গর্বে কি প্রয়োজন, আয় এই আমি ধনুর্বাণ হস্তে দাঁড়াইয়া আছি।

অনন্তর রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি সাতটি সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণও সুশাণিত শরে তৎসমুদয় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাবণ স্বনিক্ষিপ্ত বাণ ছিন্নদেহ উরগের ন্যায় সহসা খণ্ড খণ্ড হইতে দেখিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ ক্ষুর অর্ধচন্দ্র কর্ণ ও ভল্লাস্ত্র দ্বারা তন্নিক্ষিপ্ত শর খণ্ড খণ্ড করিলেন এবং স্বস্থানে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। তখন রাবণ লক্ষ্মণের ক্ষিপ্রহস্ততা-হেতু আপনার উৎকৃষ্ট অস্ত্রসকল ব্যর্থ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং পুনর্বার উঁহার প্রতি সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রবিক্রম

লক্ষ্মণও তাঁহাকে বধ করিবার জন্য অগ্নিকল্প শর ভীমবেগে নিক্ষেপ করিলেন। রাবণও তৎক্ষণাৎ তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রদত্ত প্রলয়াগ্নিতুল্য শরদ্বারা উঁহার ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। লক্ষ্মণ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া লোল শরাসন গ্রহণপূর্বক বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। পরে পুনর্বার অতিকষ্টে সংজ্ঞালাভপূর্বক উঁহার শরাসন দ্বিখণ্ড করিয়া, তিন শরে উঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণও প্রহারব্যথায় বিমোহিত হইয়া পড়িলেন এবং পুনর্বার অতিকষ্টে সংজ্ঞালাভ করিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ শোণিতধারায় সিক্ত ও বসায় আর্দ্র। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মদত্ত শক্তি গ্রহণ করিলেন। ঐ শক্তি বানরগণের পক্ষে অতিমাত্র ভীষণ এবং সধূম বহ্নির ন্যায় উগ্রদর্শন। রাবণ লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া তাহা নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণ ঐ শক্তি মহাবেগে আসিতে দেখিয়া হুতাগ্নিকল্প শর দ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন, তথাপি উহা বেগে আসিয়া তাঁহার বিশাল বক্ষে প্রবেশ করিল। তিনি মহাবল, কিন্তু শক্তিপ্রহারে মূর্ছিত হইলেন। রাক্ষসরাজ রাবণও বিহ্বল অবস্থায় তাঁহাকে গিয়া সহসা বলপূর্বক ভুজপঞ্জরে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু যে মহাবীর হিমালয় মন্দর সুমেরু এবং দেবগণের সহিত ত্রিলোক উৎপাটন করিতে সমর্থ, তিনি লক্ষ্মণকে কোনক্রমেই উত্তোলন করিতে পারিলেন না। ঐ সময় দানবদর্পহারী লক্ষ্মণ স্বয়ং যে বিষ্ণুর অপরিচ্ছিন্ন অংশ তাহা স্মরণ করিলেন। ফলতঃ তৎকালে রাবণ বাহুবেষ্টনে পীড়নপূর্বক তাঁহাকে কিছুতেই সঞ্চালন করিতে পারিলেন না।

অনন্তর হনুমান ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্রুতবেগে গিয়া রাবণের বক্ষে এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। রাবণ ঐ মুষ্টিপ্রহারে রথোপরি বিচেতন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ চক্ষু ও কর্ণ দিয়া অনবরত রক্ত নির্গত হইতে লাগিল; সর্বাঙ্গ ঘুরিতে লাগিল; তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সকল বিকল, তিনি যে তখন কোথায় আছেন তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ঐ সময় সুরাসুর ঋষি ও বানরেরা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া মহাহর্ষে কোলাহল করিতে লাগিলেন।

পরে মহাবীর হনুমান ব্রহ্মাস্ত্রবিদ্ধ লক্ষ্মণকে দুই হস্তে তুলিয়া লইয়া রামের নিকট আনিলেন। লক্ষ্মণ যদিও শত্রুগণের অপ্রকম্প্য, কিন্তু হনুমানের সখিত্ব ও ভক্তিনিবন্ধন অত্যন্ত লঘুভার হইলেন। রাবণের শক্তিও উঁহাকে পরিত্যাগ-পূর্বক পুনর্বার স্বস্থানে উপস্থিত হইল। পরে রাবণ সংজ্ঞালাভপূর্বক শর ও শরাসন গ্রহণ করিলেন। লক্ষ্মণও স্বয়ং যে বিষ্ণুর অপরিচ্ছিন্ন অংশ তাহা স্মরণপূর্বক আশ্বস্ত ও নীরোগ হইলেন।

ইত্যবসরে রাম রাবণের হস্তে বহুসংখ্য বানরসৈন্য বিনষ্ট দেখিয়া তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর হনুমান তাঁহার নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, বীর! বিষ্ণু যেমন বিহগরাজ গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক সুরবৈরী অসুরকে দমন করিয়াছিলেন সেইরূপ আজ তুমি আমার পৃষ্ঠোপরি আরোহণপূর্বক রাবণকে গিয়া শাসন কর।

তখন মহাবীর রাম হনুমানের পৃষ্ঠে উঠিলেন এবং রথস্থ রাবণকে নিরীক্ষণ-পূর্বক ধাবমান হইলেন। বোধ হইল যেন ক্রোধাবিষ্ট বিষ্ণু অস্ত্র উদ্যত করিয়া দানবরাজ বলির প্রতি চলিয়াছেন। রাম কার্মুকে বজ্রধ্বনিবৎ কঠোর ভীষণ টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন এবং গম্ভীর বাক্যে রাবণকে কহিলেন, রে দুর্বৃত্ত! তিষ্ঠ তিষ্ঠ, তুই আমার এইরূপ অপকার করিয়া এক্ষণে আর কোথায়

গিয়া নিস্তার পাইবি। যদি তুই আজ ইন্দ্র যম সূর্য ব্রহ্মা অগ্নি ও রুদ্রেরও শরণাপন্ন হইস, যদি তুই দিগন্তে পলায়ন করিস তথাচ কোথাও গিয়া তোর নিস্তার নাই। আজ তুই রণস্থলে লক্ষ্মণকে শক্তিপ্রহার করিয়াছিস, তিনি সেই প্রহারবেগে বিষণ্ণ হইয়াছেন ; এক্ষণে এই দুঃখশান্তির জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আজ আমি তোরে পুত্রপৌত্রের সহিত সমরে সংহার করিব। দেখ্, আমিই সেই জনস্থানবাসী অদ্ভুতদর্শন চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে বধ করিয়াছি।

অনন্তর মহাবল রাবণ পূর্ববৈর স্মরণে জাতক্রোধ হইয়া যুগান্তের অগ্নি-জ্বালার ন্যায় করাল শরে বাহক হনুমানকে বিদ্ধ করিলেন। হনুমান স্বভাবতঃ তেজস্বী, শরপ্রহারমাত্র তাঁহার তেজ শতগুণ বর্ধিত হইয়া উঠিল। তৎকালে রামও হনুমানকে শরবিদ্ধ দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ শাণিত শরজালে রাবণের অশ্ব চক্র ধ্বজ ছত্র পতাকা সারথি শূল ও খড়্গের সহিত রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পরে সুররাজ ইন্দ্র যেমন সুমেরুকে বজ্রাঘাত করিয়া-ছিলেন, সেইরূপ তিনি উঁহার বিশাল বক্ষে এক শরাঘাত করিলেন। কিন্তু যে মহাবীর ইন্দ্রের বজ্রও অনায়াসে সহ্য করিয়াছিলেন তিনি রামের শরে কাতর ও বিচলিত হইলেন। তাঁহার করস্থিত শরাসন স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন রাম প্রদীপ্ত অর্ধচন্দ্র দ্বারা উঁহার উজ্জ্বল কিরীট খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ নির্বিষ সর্প এবং নিষ্প্রভ সূর্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং যারপরনাই হতশ্রী হইয়া পড়িলেন। তখন রাম কহিলেন, রাবণ! তুমি ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছ, তোমার হস্তে আমাদের বিস্তর বীর বিনষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে তুমি পরিশ্রান্ত, এই কারণে আমি তোমায় বধ করিলাম না। অতঃপর অনুজ্ঞা দিতেছি এখনই প্রস্থান কর, তুমি রণস্থল হইতে বীরগণের সহিত নির্গত হও এবং লঙ্কায় প্রবেশপূর্বক বিশ্রাম কর, পশ্চাৎ রথারোহণে প্রত্যাগমন করিয়া আমার বল প্রত্যক্ষ করিও।

তখন রাবণ হতগর্ব ও বিষণ্ণ হইয়া সহসা লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। রামও বানরগণের সহিত লক্ষ্মণকে সুস্থ করিয়া দিলেন। তৎকালে দেবাসুর এবং ভূত উরগ ভূচর ও খেচর প্রাণিগণ রাবণকে পরাস্ত দেখিয়া মহা কোলাহল করিতে লাগিল।

ষষ্টিতম সর্গ ॥ রাক্ষসরাজ রাবণ হতদর্প ও বিমনা হইয়াছেন। সিংহের নিকট হস্তী ও গরুড়ের নিকট সর্প যেমন পরাস্ত হয়, তিনি সেইরূপ রামের নিকট পরাস্ত হইয়াছেন। রামের শর ধূমকেতুর ন্যায় ভীষণ এবং শরজ্যোতি বিদ্যুৎবৎ দৃষ্টি-প্রতিঘাতক। রাবণ সেই সমস্ত শর স্মরণপূর্বক পুনঃ পুনঃ ব্যথিত হইতে লাগিলেন। তিনি উৎকৃষ্ট স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাক্ষসগণের প্রতি দৃষ্টিপাত-পূর্বক কহিলেন, সচিবগণ! আমি প্রতাপে ইন্দ্রতুল্য, কিন্তু যখন একজন সামান্য মনুষ্যের নিকট পরাস্ত হইলাম, তখন বোধ হয় আমি যে সেই সমস্ত উৎকৃষ্ট তপস্যা করিয়াছিলাম তৎসমুদয় পণ্ড। পূর্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা আমাকে কহিয়া-ছিলেন, রাবণ! তুমি জানিও কেবল মনুষ্যজাতি হইতেই তোমার যা কিছু ভয় ; এক্ষণে তাঁহার সেই তীব্রবাক্য আমাতে ফলিত হইল! আমি তাঁহার নিকট কেবল দেবদানব গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষস ও সর্প এই কয়েকটি জাতির হস্তে আপনার অবধ্যত্ব
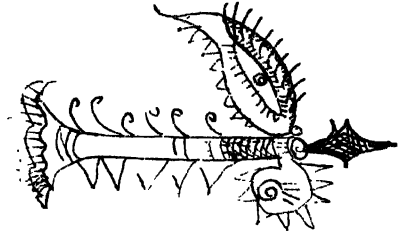
প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তৎকালে মনুষ্যকে লক্ষ্যই করি নাই। এক্ষণে বোধ হয় এই দশরথতনয় রামই সেই মনুষ্য। পূর্বে ইক্ষ্বাকুনাথ অনরণ্য আমায় এই বলিয়া অভিশাপ দেন, রে কুলকলঙ্ক! আমার বংশে একজন বীরপুরুষ উৎপন্ন হইবেন, তিনিই তোরে পুত্রমিত্র ও বলবাহনের সহিত সমূলে নির্মূল করিবেন। আমি পূর্বে একবার বেদবতীর প্রতি বলপ্রকাশ করিয়াছিলাম; তিনিও সেই অবমাননায় কুপিত হইয়া আমাকে অভিশাপ দেন। এক্ষণে বোধ হইতেছে যে সেই বেদবতীই এই জানকীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আরও দেবী উমা, নন্দীশ্বর, বরুণকন্যা পুঞ্জিকস্থলা ও রম্ভাও আমাকে যেরূপ অভিশাপ দেন এখন তাহা বিলক্ষণ ফলবৎ হইতেছে। বলিতে কি, ঋষিবাক্য কদাচ মিথ্যা হয় না। রাক্ষসগণ! অতঃপর তোমরা উপস্থিত এই সংকট দূর করিবার জন্য যত্ন কর। সকলে রাজপথ পুরদ্বার ও প্রাকারে সমবেত হইয়া থাক। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, তাঁহাকে গিয়া এখনই জাগরিত কর। তাঁহার গাম্ভীর্যের তুলনা নাই, তিনি দেবদানবদর্পনাশক, তিনি ব্রহ্মার শাপে অভিভূত হইয়া ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন আছেন, তাঁহাকে গিয়া জাগরিত কর। তিনি কামে অভিভূত ও নিশ্চিন্ত হইয়া এই যুদ্ধের নবম মাস পূর্ব হইতে পরম সুখে নিদ্রিত আছেন। সেই মহাবীর সমস্ত রাক্ষসের শ্রেষ্ঠ; তিনিই রাম লক্ষ্মণ ও বানরগণকে শীঘ্রই বিনাশ করিবেন। যুদ্ধে তাঁহার বলবিক্রম সুপ্রসিদ্ধ, তিনি সুধাসক্ত হইয়া সর্বদাই শয়ান আছেন। আমি এই ঘোরতর সংগ্রামে রামের হস্তে পরাস্ত হইয়াছি। এক্ষণে তাঁহাকে জাগরিত করিলে আমার এই পরাজয়দুঃখ কদাচই থাকিবে না। দেখ, যদি এই বিপদে তিনি আমার কোনরূপ সাহায্য না করেন তবে তাঁহাকে লইয়া কি প্রয়োজন?

তখন রক্তমাংসাশী রাক্ষসেরা রাবণের আজ্ঞা পাইবামাত্র বিবিধ ভক্ষ্যভোজ্য ও গন্ধমাল্য লইয়া শশব্যস্তে কুম্ভকর্ণের আলয়ে চলিল। কুম্ভকর্ণের গুহা অতি রমণীয় এবং চতুর্দিকে একযোজনবিস্তৃত। উহার দ্বার প্রকাণ্ড এবং অভ্যন্তর পুষ্পগন্ধে পরিপূর্ণ। মহাবল রাক্ষসেরা প্রবেশকালে কুম্ভকর্ণের নিঃশ্বাসবায়ুতে প্রতিহত হইয়া দূরে পড়িল এবং অতিকষ্টে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিল। ঐ গুহার কুট্টিমতল কাঞ্চনময়; রাক্ষসেরা তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক দেখিল মহাবীর কুম্ভকর্ণ বিকৃতভাবে প্রসারিত পর্বতের ন্যায় শয়ান ও নিদ্রিত আছেন।

অনন্তর রাক্ষসেরা সমবেত হইয়া উঁহাকে জাগরিত করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণের শরীরলোম ঊর্ধ্বে উত্থিত; তিনি ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। ঐ নিঃশ্বাসবায়ুতে লোকসকল ঘূর্ণমান। তাঁহার নাসাপুট অতিভীষণ এবং আস্যকুহর পাতালের ন্যায় প্রশস্ত; তাহার সর্বাঙ্গে মেদ ও শোণিতের গন্ধ নির্গত হইতেছে। তিনি স্বর্ণাঙ্গদধারী এবং উজ্জ্বল কিরীটে সূর্যজ্যোতি বিস্তার করিতেছেন।

অনন্তর রাক্ষসগণ ঐ মহাবীরের নিকট তৃপ্তিকর জীবজন্তু পর্বতপ্রমাণ

সঞ্চয় করিতে লাগিল। মৃগ মহিষ ও বরাহ প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য স্তূপাকার করিয়া রাখিল এবং রক্তকলস ও বিবিধ মাংস আহরণ করিল। পরে উহারা তাঁহার দেহে উৎকৃষ্ট চন্দন লেপনপূর্বক তাঁহাকে মাল্য ও চন্দনের সুবাস আঘ্রাণ করাইতে লাগিল। চতুর্দিকে ধূপগন্ধ বিস্তৃত, তৎকালে অনেকে উঁহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইল, অনেকে জলদবৎ গভীর গর্জন এবং অনেকে শশাঙ্কশুভ্র শঙ্খবাদন করিতে লাগিল, অনেকে সমস্বরে চীৎকারপূর্বক বাহ্বাস্ফোটন এবং তাঁহার অঙ্গচালন আরম্ভ করিল। তখন নভোমণ্ডলে উড্ডীন বিহঙ্গগণ শঙ্খ ভেরী ও পণবের শব্দ, বাহ্বাস্ফোটন ও সিংহনাদে ব্যথিত হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘোরনিদ্রা কিছুতেই ভঙ্গ হইল না। তখন রাক্ষসগণ ভুশুণ্ডী গিরিশৃঙ্গ মুষল ও গদা গ্রহণপূর্বক তাঁহার বক্ষে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনেকে মুষ্টিপ্রহার করিতে লাগিল, কিন্তু তৎকালে ঐ সকল বীর কুম্ভকর্ণের নিঃশ্বাসবেগে কিছুতেই তাঁহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না। উহাদের সংখ্যা দশ সহস্র, উহারা বদ্ধপরিকর হইয়া ঐ অঞ্জনপুঞ্জনীল কুম্ভকর্ণকে বেষ্টনপূর্বক প্রবোধিত করিতে লাগিল, কিন্তু তদ্বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়াতে অপেক্ষাকৃত দারুণ যত্ন ও চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। উহারা ঐ বীরের দেহোপরি সঞ্চরণ করিবার জন্য অশ্ব উষ্ট্র হস্তী ও গর্দভকে পুনঃ পুনঃ অঙ্কুশাঘাত করিতে লাগিল, সবলে শঙ্খ ভেরী পণব কুম্ভ ও মৃদঙ্গ বাদন এবং সমস্ত প্রাণের সহিত

মহাকাষ্ঠ মুষল ও মুদ্গর প্রহার আরম্ভ করিল। তৎকালে ঐ তুমুল প্রহারশব্দে বনপর্বতের সহিত লঙ্কা পূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু সুখসুপ্ত কুম্ভকর্ণ কিছুতেই জাগরিত হইলেন না।

অনন্তর রাক্ষসগণ ঐ শাপাভিভূত মহাবীরের নিদ্রাভঙ্গ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল। কেহ কেহ উঁহাকে সচেতন করিবার জন্য বলপ্রকাশ, কেহ কেহ ভেরীবাদন ও কেহ কেহ সিংহনাদ করিতে লাগিল। কেহ কেহ উঁহার কেশচ্ছেদন, কেহ কেহ উঁহার কর্ণদংশন এবং কেহ কেহ বা উঁহার কর্ণে জলসেক করিতে লাগিল; কিন্তু কুম্ভকর্ণ ঘোরনিদ্রায় নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। পরে অনেকে তাঁহার মস্তক বক্ষ ও সমস্ত গাত্রে কূটমুদ্গরাঘাতে প্রবৃত্ত হইল, অনেকে রজ্জুবদ্ধ শতঘ্নী প্রহার করিতে লাগিল, কিন্তু কুম্ভকর্ণের কিছুতেই নিদ্রাভঙ্গ হইল না।

অনন্তর সহস্র হস্তী তাঁহার দেহোপরি বেগে বিচরণ করিতে লাগিল। এই হস্তিগণের সঞ্চারে তিনি স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া জাগরিত হইলেন এবং ক্ষুধার্ত হইয়া জৃম্ভা ত্যাগ করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন। ঐ বীর ভুজগদেহতুল্য গিরিশিখরাকার বজ্রসার বাহুযুগল প্রসারণ এবং বড়বামুখ-সদৃশ মুখ ব্যাদানপূর্বক বিকৃতাকারে জৃম্ভা ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আস্যকুহর পাতালবৎ গভীর; মুখমণ্ডল সুমেরুশৃঙ্গে উদিত মার্তণ্ডের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল, নিঃশ্বাস পর্বতনিঃসৃত বায়ুবৎ বেগে বহিতে লাগিল। তিনি গাত্রোত্থান করিলেন; তাঁহার রূপ বিশ্বদাহোদ্যত যুগান্তকালীন করাল
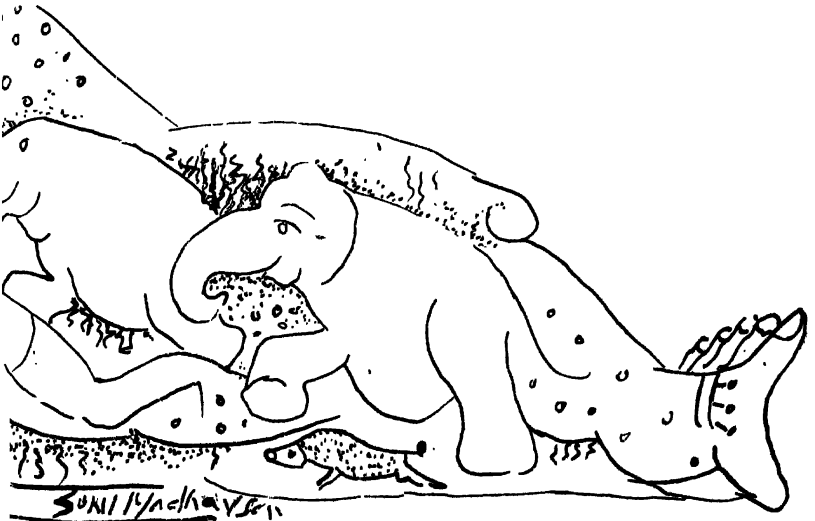
কালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য, তাহা হইতে বিদ্যুৎবৎ জ্যোতি নির্গত হইতেছে, তৎকালে ঐ দুই নেত্র প্রদীপ্ত মহাগ্রহের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল।

অনন্তর রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণকে সম্মুখস্থ সুপ্রচুর ভক্ষ্য ভোজ্য দেখাইয়া দিল। তিনি বরাহ ও মহিষ আহার করিতে লাগিলেন এবং ক্ষুধার্ত হইয়া রাশি রাশি মাংস ভক্ষণ এবং তৃষ্ণার্ত হইয়া শোণিত, বহু কলস বসা ও মদ্য পান করিতে লাগিলেন।

তখন রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত বুঝিয়া ক্রমশঃ নিকটস্থ হইতে লাগিল এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্বক তাঁহার চতুর্দিক বেষ্টন করিল। কুম্ভকর্ণের নেত্র নিদ্রাবশে ঈষৎ উন্মীলিত ও কলুষিত ; তিনি একবার চতুর্দিকে দৃষ্টি প্রসারণপূর্বক তাহাদিগকে দেখিলেন এবং এইরূপ জাগরণে বিস্মিত হইয়া সান্ত্ববাদ সহকারে কহিলেন, রাক্ষসগণ! তোমরা কি জন্য আমাকে এইরূপ আদরপূর্বক প্রবোধিত করিলে? মহারাজ রাবণের কুশল ত? এখন ত কোন ভয় নাই? অথবা বোধ হইতেছে কোন শত্রুভয় উপস্থিত ; তোমরা তজ্জন্যই আমাকে সত্বর জাগরিত করিলে। যাহা হউক, আজ আমি রাক্ষসরাজের শঙ্কা দূর করিব, মহেন্দ্রপর্বত বিদীর্ণ করিয়া ফেলিব এবং অগ্নিকে শীতল করিয়া দিব। আমি নিদ্রিত ছিলাম, তিনি অল্প কারণে আমাকে প্রবোধিত করেন নাই। এক্ষণে যথার্থতঃই বল তোমরা কি জন্য আমায় জাগরিত করিলে?

তখন সচিব যূপাক্ষ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিল, বীর! কোনরূপ দৈবভয় আমাদের কদাচ ঘটে নাই, এক্ষণে দারুণ মনুষ্যভয়ই আমাদিগকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে। এই মনুষ্যভয় যেরূপ উপস্থিত, দেব দানব হইতেও আমরা কখন এ প্রকার দেখি নাই। এক্ষণে পর্বতপ্রমাণ বানরগণ এই লঙ্কাপুরীর চতুর্দিক অবরোধ করিয়াছে। রাম সীতাহরণে যারপরনাই সন্তপ্ত ; আমরা কেবল তাঁহারই প্রতাপে ভীত হইতেছি। ইতিপূর্বে একটিমাত্র বানর উপস্থিত হইয়া সমস্ত লঙ্কা দগ্ধ করিয়া যায়। কুমার অক্ষ তাহারই হস্তে বলবাহনের সহিত বিনষ্ট ; রাম দেবকুলকণ্টক স্বয়ং রাক্ষসাধিপতিকেও যুদ্ধে অপহেলা করিয়া অব্যাহতি দিয়াছেন। দেবতা ও দৈত্য দানব হইতেও যাহা কখন হয় নাই আজ এক রাম হইতে মহারাজের তাহাই হইল ; তিনি উঁহাকে প্রাণসঙ্কট হইতে মুক্তি দিয়াছেন।

তখন মহাবীর কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা রাবণের এইরূপ পরাভবের কথা শুনিয়া ঘূর্ণিতলোচনে যূপাক্ষকে কহিলেন, সচিব! আমি অদ্যই বানরগণের সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে পরাজয় করিয়া, পশ্চাৎ রাক্ষসরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব। আজ আমি বানরগণের রক্তমাংসে রাক্ষসদিগকে পরিতৃপ্ত করিব এবং স্বয়ংও রাম ও লক্ষ্মণের শোণিত পান করিব।

অনন্তর বীরপ্রধান মহোদর ক্রোধাবিষ্ট গর্বিত কুম্ভকর্ণকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, বীর! আপনি অগ্রে রাক্ষসরাজের বাক্য শ্রবণপূর্বক গুণ দোষ সমস্ত বিচার করিয়া পশ্চাৎ শত্রুজয় করিবেন।

এদিকে রাক্ষসেরা সর্বাগ্রে রাবণের গৃহে দ্রুতপদে উপস্থিত হইল। রাবণ উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট ; রাক্ষসেরা তাঁহার সন্নিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, রাজন্! আপনার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি কি তথা হইতেই যুদ্ধযাত্রা করিবেন, না আপনি এই স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ

করিবার ইচ্ছা করেন?

রাবণ হৃষ্টমনে কহিলেন, রাক্ষসগণ! আমি তাঁহাকে এই স্থানেই দেখিতে অভিলাষ করি। তোমরা তাঁহাকে পরম সমাদরে আনয়ন কর।

তখন রাক্ষসেরা রাজাজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া কুম্ভকর্ণের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে কহিল, মহারাজ আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, এক্ষণে চলুন এবং তাঁহাকে গিয়া আনন্দিত করুন।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ শয্যা পরিত্যাগ করিলেন। পরে হৃষ্টমনে মুখ প্রক্ষালন-পূর্বক কৃতস্নান হইয়া মদ্যপানে অভিলাষী হইলেন এবং বলবৃদ্ধিকর মদ্য আনিবার জন্য রাক্ষসগণকে আদেশ করিলেন। রাক্ষসেরা মদ্য ও বিবিধ ভক্ষ্য শীঘ্র আনিয়া দিল। কুম্ভকর্ণ দুই সহস্র কলস মদ্য পান করিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। তিনি পানপ্রভাবে ঈষৎ উষ্ণ ও মত্ত, তাঁহার তেজ ও বল অতিমাত্র স্ফূর্তি পাইতেছে। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং রাক্ষসসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া ভ্রাতা রাবণের গৃহে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। সূর্য যেমন করজালে ভূমণ্ডল উদ্ভাসিত করেন সেইরূপ তিনি দেহশ্রীতে রাজপথ উজ্জ্বল করিয়া চলিলেন। তাঁহার উভয় পার্শ্বে রাক্ষসেরা কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান; বোধ হইল যেন সুররাজ ইন্দ্র ব্রহ্মার আলয়ে গমন করিতেছেন। ঐ সময় বহিঃস্থ বানরেরা রাজপথে সহসা ঐ গিরিশিখরাকার মহাবীরকে দেখিয়া ভীত হইল। উহাদের মধ্যে কেহ আশ্রিতবৎসল রামের শরণ লইবার জন্য চলিল, কেহ দিগদিগন্তে পলাইতে লাগিল এবং কেহ বা ভয়ার্ত হইয়া ভূতলে শয়ন করিল। মহাবীর কুম্ভকর্ণ কিরীটধারী: তিনি স্বতেজে যেন সূর্যকেও স্পর্শ করিতেছেন। বানরেরা ঐ প্রকাণ্ড ও অদ্ভুতদর্শন রাক্ষসকে নিরীক্ষণপূর্বক সভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।

একষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাম শরাসন হস্তে লইয়া মহাকায় কুম্ভকর্ণকে দেখিতে লাগিলেন। ঐ দীর্ঘাকার মহাবীর ত্রিপাদ নিক্ষেপে প্রবৃত্ত ভগবান নারায়ণের ন্যায় যেন আকাশে চলিয়াছেন। তিনি সজলজলদবৎ কৃষ্ণকায়; তাঁহার বাহুদ্বয়ে স্বর্ণাঙ্গদ। বানরগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র সভয়ে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তখন রাম যারপরনাই বিস্মিত হইয়া বিভীষণকে জিজ্ঞাসিলেন, বিভীষণ! ঐ পর্বতাকার পিঙ্গলনেত্র মহাবীর কে? উঁহার মস্তকে স্বর্ণকিরীট, উনি লঙ্কামধ্যে বিদ্যুৎ-শোভিত জলদের ন্যায় নিরীক্ষিত। ঐ মহান একমাত্র বীর পৃথিবীর কেতুস্বরূপ দৃষ্ট হইতেছেন। বানরেরা উঁহাকে দেখিয়াই ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। ফলতঃ আমি এইরূপ জীব কখন দেখি নাই, এক্ষণে বল উনি কে? উনি রাক্ষস না অসুর?

তখন বিজ্ঞ বিভীষণ কহিলেন, রাম! উনি বিশ্রবার পুত্র, মহাপ্রতাপ কুম্ভকর্ণ; দেহপ্রমাণে অন্য কোন রাক্ষস ইঁহার তুল্যকক্ষ নহে। উনি যুদ্ধে ইন্দ্র ও যমকেও পরাজয় করিয়াছেন। উনি বহুসংখ্য দেব দানব যক্ষ ভুজঙ্গ রাক্ষস গন্ধর্ব ও বিদ্যাধরকেও পরাস্ত করেন। দেবগণ ঐ শূলপাণি বিরূপনেত্র মহাবলকে সাক্ষাৎ কৃতান্তবোধে মোহিত হইয়া বিনাশ করিতে পারেন নাই। কুম্ভকর্ণ স্বভাবতঃ তেজস্বী; অন্য রাক্ষসের বলবিক্রম বরলব্ধ, ইঁহার সেরূপ নহে। ইনি জাতমাত্র

অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া, অসংখ্য অসংখ্য প্রজা ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হন। তদ্দৃষ্টে প্রজাগণ প্রাণভয়ে যারপরনাই ভীত হইল এবং সুররাজ ইন্দ্রের শরণাগত হইয়া ভয়ের সমস্ত কারণ নিবেদন করিল। তখন ইন্দ্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এই মহাবীরকে বজ্রাঘাত করেন। ইনি প্রহারবেদনায় অধীর হইয়া মহাক্রোধে চীৎকার করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ ঐ শ্রবণভৈরবরবে আরও ভীত হইল। অনন্তর কুম্ভকর্ণ ক্রোধভরে ঐরাবতের দন্ত উৎপাটনপূর্বক ইন্দ্রের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। ইন্দ্র এই দন্তপ্রহারে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সর্বাঙ্গে রুধিরধারা বহিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে দেব দানব ও ব্রহ্মর্ষিগণ সহসা বিষণ্ন হইলেন। তখন ইন্দ্র প্রজাগণের সহিত প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্বক কুম্ভকর্ণকৃত আশ্রম ধ্বংস ও পরস্ত্রীহরণ প্রভৃতি উপদ্রব জ্ঞাপন করিলেন এবং কহিলেন, ভগবন্! যদি ঐ মহাবীর এইরূপে প্রজাগণকে ভক্ষণ করে তবে অচিরাৎ ত্রিলোক লোকশূন্য হইয়া যাইবে।

অনন্তর সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক রাক্ষসগণকে আবাহন করিলেন এবং তন্মধ্যে কুম্ভকর্ণকে দেখিতে পাইলেন। উঁহার বিকট মূর্তি দেখিবামাত্র তাঁহার যৎপরোনাস্তি ভয় উপস্থিত হইল। পরে তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঁহাকে কহিলেন, রাক্ষস! বিশ্রবা নিশ্চয়ই লোকক্ষয়ের জন্য তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব তুমি আজ অবধি মৃতকল্প হইয়া শয়ান থাকিবে। তখন কুম্ভকর্ণ ব্রহ্মশাপে অভিভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহারই সম্মুখে পতিত হইলেন।

অনন্তর রাবণ উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, ভগবন্! কাঞ্চনবৃক্ষ পরিবর্ধিত হইয়াছে; আপনি ফলপ্রাপ্তিকালে কেন তাহা ছেদন করিতেছেন। কুম্ভকর্ণ আপনার পৌত্র, ইহাকে এইরূপ অভিসম্পাত করা আপনার উচিত হইতেছে না। দেব! আপনার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, সুতরাং ইনি নিশ্চয় নিদ্রিতই থাকিবেন, কিন্তু ইঁহার নিদ্রা ও জাগরণের একটি কাল অবধারণ করিয়া দেন।

তখন ব্রহ্মা কহিলেন, রাবণ! এই কুম্ভকর্ণ ছয় মাস নিদ্রিত থাকিবে এবং একদিন মাত্র জাগরিত হইবে। এই বীর ঐ একটি দিন ক্ষুধার্ত হইয়া পৃথিবী পর্যটন ও দীপ্ত হুতাশনের ন্যায় মুখব্যাদানপূর্বক লোকসকল ভক্ষণ করিবে। রাম! এক্ষণে রাবণ তোমার বিক্রমে ভীত ও বিপদস্থ হইয়া সেই কুম্ভকর্ণকে জাগাইয়াছেন। সেই বীর স্বগৃহ হইতে নির্গত হইয়া ক্রোধভরে বানরগণকে ভক্ষণপূর্বক ধাবমান হইয়াছেন। আজ বানরেরা তাঁহাকে দেখিয়াই ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। ফলতঃ উঁহাকে নিবারণ করা উহাদের অসাধ্য। এক্ষণে বানরসৈন্যমধ্যে একটি প্রচার করা আবশ্যক যে উহা কোন জীব নহে, একটি যন্ত্র উচ্ছ্রিত হইয়াছে; বানরগণ এইরূপ বুঝিতে পারিলে নিশ্চয় নির্ভয় হইবে।

রাম বিভীষণের এই হেতুগর্ভ বাক্য শ্রবণপূর্বক সেনাপতি নীলকে কহিলেন, নীল! তুমি যাও, গিয়া সৈন্যগণকে ব্যূহিত করিয়া অবস্থান কর এবং গিরিশৃঙ্গ বৃক্ষ ও শিলা সংগ্রহ করিয়া লঙ্কার পুরদ্বার রাজপথ ও সংক্রম অবরোধ করিয়া থাক।

তখন নীল রামের এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র বানরগণকে কহিলেন, সৈন্যগণ! রাক্ষসেরা আমাদিগকে ভয় প্রদর্শনের জন্য ঐ একটি যন্ত্র উচ্ছ্রিত করিয়াছে, অতএব তোমার ভীত হইও না।

অনন্তর মহাবীর গবাক্ষ, শরভ, হনুমান ও অঙ্গদ গিরিশৃঙ্গ গ্রহণপূর্বক

লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। বানরসৈন্যগণও সেনাপতি নীলের বাক্যে নির্ভয় হইয়া পুনর্বার যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। উহারা যখন বৃক্ষ শিলা লইয়া লঙ্কার নিকটস্থ হইল তখন উহাদিগকে পর্বতসন্নিহিত জলদের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ ॥ এদিকে নিদ্রামদবিহ্বল মহাবীর কুম্ভকর্ণ সুশোভন রাজপথে যাইতেছেন। রাক্ষসেরা তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। তিনি বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত গমন করিতেছেন। নিকটেই রাক্ষসরাজ রাবণের আলয়; উহা স্বর্ণজালজড়িত ও উজ্জ্বল এবং বিস্তীর্ণ ও রমণীয়। মেঘমধ্যে সূর্য যেমন প্রবেশ করে সেইরূপ কুম্ভকর্ণ ঐ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অদূরে রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখিতে পাইলেন। গৃহপ্রবেশকালে তাঁহার পদভরে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি গৃহদ্বার অতিক্রমপূর্বক দেখিলেন, রাবণ পুষ্পক বিমানে নিষণ্ণ ও অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া আছেন।

অনন্তর রাবণ কুম্ভকর্ণকে নিরীক্ষণ ও সত্বর আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক হৃষ্টমনে তাঁহাকে আনয়ন করিলেন। পরে তিনি উপবেশন করিলে কুম্ভকর্ণ তাঁহার পাদবন্দনপূর্বক কহিলেন, রাজন্! কোন্ কার্য উপস্থিত? তখন রাবণ পুনর্বার উত্থিত হইয়া পুলকিত মনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কুম্ভকর্ণও যথাবৎ অভিনন্দিত হইয়া উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া রাবণকে কহিলেন, রাজন্! আপনি কি জন্য আমায় আদরপূর্বক জাগরিত করিলেন? বলুন আপনার কিসের ভয় উপস্থিত; এক্ষণে কেই বা বিনষ্ট হইবে?

রাবণ কহিলেন, বীর! বহুকাল হইল তুমি নিদ্রিত আছ, তজ্জন্যই উপস্থিত ভয়ের বিষয় জানিতে পার নাই। দশরথতনয় রাম সুগ্রীবের সহিত মহাসমুদ্র লঙ্ঘনপূর্বক লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছে। সে সেতুযোগে পরমসুখে আসিয়া বন ও উপবন সকল বানরের একার্ণব করিয়া ফেলিয়াছে। এক্ষণে প্রধান প্রধান রাক্ষসেরা রণস্থলে প্রতিপক্ষের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু প্রতিপক্ষের তাদৃশ ক্ষয় কদাচই দেখিতেছি না। ক্ষয়ের কথা দূরে থাক, রাক্ষসগণ একবারও উহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিল না। বীর! এক্ষণে এই সংকট উপস্থিত; তুমি ইহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর; তুমি আজ শত্রুনাশ করিয়া আইস; আমি এইজন্যই তোমাকে প্রবোধিত করিয়াছি। আমার কোষাগার শূন্যপ্রায় হইয়াছে, এক্ষণে এই লঙ্কায় কেবল বালক ও বৃদ্ধমাত্র অবশিষ্ট; তুমি আমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া ইহাকে রক্ষা কর। তুমি ভ্রাতৃদুঃখ দূর করিবার জন্য এই দুষ্কর কার্যে প্রবৃত্ত হও। বীর! আমি কখন তোমায় এইরূপ অনুরোধ করি নাই; তোমাতেই আমার স্নেহ এবং তোমাতেই আমার সম্পূর্ণ জয়সিদ্ধির সম্ভাবনা। পূর্বে সুরাসুরযুদ্ধে তুমিই প্রতিযোদ্ধা হইয়া সুরগণকে পরাস্ত করিয়াছিলে। জীবগণের মধ্যে তোমার সদৃশ কেহ বলবান নাই, তুমি সমস্ত বল আশ্রয়পূর্বক আমার এই কার্যসাধন কর। বান্ধবপ্রিয়! উত্থিতবায়ু যেমন শারদীয় মেঘকে ছিন্নভিন্ন করে, সেইরূপ তুমি শত্রুসৈন্যকে স্বতেজে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেল। এক্ষণে এই কার্যই আমার প্রীতিকর এবং এই কার্যই আমার হিতজনক।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর কুম্ভকর্ণ রাবণের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণপূর্বক

হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন্! পূর্বে বিভীষণের সহিত মন্ত্রণাকালে আমরা যে দোষ আশঙ্কা করিয়াছিলাম আপনি হিতবাক্যে অনাদর করিয়া তাহাই অধিকার করিয়াছেন। ফলতঃ কুকর্মী যেমন শীঘ্রই নিরয়গামী হয় সেইরূপ পরস্ত্রীহরণরূপ পাপকার্যের ফল শীঘ্রই আপনাকে ভোগ করিতে হইয়াছে। অগ্রে আপনি বীর্যমদে এই গর্হিতকার্য এবং ইহার ফল লক্ষ্য করেন নাই; তজ্জন্যই এই বিপদ উপস্থিত। দেখুন, যে রাজা প্রভুত্ব লাভ করিয়া পূর্বকার্য পশ্চাতে এবং পরকার্য পূর্বাহ্নে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তিনি নীতিজ্ঞানশূন্য। যিনি দেশকালের কোন অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহার কার্য অসংস্কৃত অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত ঘৃতের ন্যায় নিষ্ফল হয়। যে রাজা মন্ত্রিগণের সহিত পাঁচটি অবস্থা বিচার করিয়া সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি কার্যের অনুষ্ঠান করেন তিনিই প্রকৃত পথে অবস্থান করিয়া থাকেন। ফলতঃ যিনি সচিবের সাহায্য ও স্ববুদ্ধিবলে সমস্ত কার্য বুঝিয়া থাকেন, যিনি শত্রুমিত্র সম্যক পরীক্ষা করেন, যিনি যথাকালে ধর্ম অর্থ ও কাম এই তিনটি বা ধর্ম ও কাম এই দুইটির সেবা করেন তাঁহারই সিদ্ধি। কিন্তু যে রাজা বা যুবরাজ ধর্ম অর্থ ও কামের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা বিশ্বস্তমুখে শুনিয়াও বুঝিতে পারেন না তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান সমস্তই পণ্ড। যিনি সাম দান ভেদ ও বিক্রম, ইহার পাঁচ প্রকার প্রয়োগসাধন, নীতি ও অনীতি এবং ধর্ম অর্থ ও কামের বিষয় মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করেন এবং যিনি ইন্দ্রিয়নিগ্রহে সমর্থ, তাঁহাকে কদাচই বিপদস্থ হইতে হয় না। যিনি বুদ্ধিজীবী অর্থতত্ত্বজ্ঞ মন্ত্রিগণের সহিত আপনার শুভ পরিণাম আলোচনা করিয়া কার্যানুষ্ঠান করেন, তাঁহার ভাগ্যশ্রী অচলা হয়। দেখুন, অনেক পশুবুদ্ধি পুরুষ মন্ত্রিগণের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া শাস্ত্রার্থ না জানিয়াও কেবল প্রগল্ভতা হেতু বাক্‌জাল বিস্তারের ইচ্ছা করেন। ফলতঃ যে-সকল লোক অর্থশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, অথচ অর্থলোলুপ, যাঁহারা ধৃষ্টতাদোষে হিতকল্প অহিত উপদেশ দেন মন্ত্রিমধ্যে সেই সমস্ত কার্যদূষক ব্যক্তিকে গ্রহণ করা কর্তব্য নহে। কোন কোন দুর্মন্ত্রী প্রভুকে উৎসন্ন দিবার জন্য বিপরীত কার্যের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকে এবং কেহ কেহ বা প্রভুর সর্বনাশ আশঙ্কা করিয়া সর্বজ্ঞ শত্রুর সহিত সমাগত হয়; রাজা সেই সমস্ত প্রতিপক্ষের বশীভূত মিত্রকল্প শত্রুকে মন্ত্রনির্ণয় করিবার সময় ব্যবহারে বুঝিয়া লইবেন। যে রাজা চপলস্বভাব, যিনি সহসা সমস্ত কার্যে হস্তক্ষেপ করেন, পক্ষী যেমন ক্রৌঞ্চ পর্বতের রন্ধ্র পাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ ছিদ্রান্বেষী বিপক্ষেরা ঐ সুযোগে তাঁহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে। যিনি শত্রুকে অবজ্ঞা করিয়া স্বয়ং আত্মরক্ষায় অসাবধান হন তাঁহার ভাগ্যেই বিপদ এবং তিনি অচিরাৎ পদভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। রাজন্! রাজ্ঞী মন্দোদরী ও অনুজ বিভীষণ পূর্বে এই বিষয়ে যেরূপ কহিয়াছিলেন এক্ষণে সেই কথাই ত আমার হিতকর বোধ হয়; অতঃপর আপনার যেরূপ ইচ্ছা আপনি তদনুসারে কার্য করুন।

তখন রাবণ কুম্ভকর্ণের বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভ্রূকুটি বিস্তারপূর্বক কহিলেন, কুম্ভকর্ণ! আমি তোমার গুরু ও আচার্যবৎ পূজ্য; তুমি কিনা আমাকে উপদেশ দিতেছ? তোমার এইরূপ বাক্যব্যয়ের আবশ্যকতা কি? এক্ষণে আমি যাহা কহিলাম তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর। আমি চিত্তবিভ্রম বা বীর্যগর্বেই হউক অগ্রে যাহা স্বীকার করি নাই এখন সে কথার পুনরুল্লেখ করা নিরর্থক। অতঃপর যাহা উচিত তুমি তাহারই উপায় চিন্তা কর। দেখ, যদি তোমার

ভ্রাতৃস্নেহ থাকে, যদি তোমার দেহে বলবীর্য থাকে এবং যদি এই কার্য তোমার একটি প্রধান কার্য বলিয়া বোধ হয় তবে আমার দুর্নীতিনিবন্ধন দুঃখ স্ববিক্রমে উপশম করিয়া দেও। যিনি বিপন্ন দীনকে কৃপা করেন তিনিই সুহৃৎ এবং যিনি বিপথগামীকে সাহায্য করেন তিনিই বন্ধু।

তখন কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা রাবণকে ক্ষুব্ধ বোধ করিয়া প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিলেন এবং ধীর ও দারুণ বচনে তাঁহাকে হৃষ্টজ্ঞান করিয়া মৃদুমধুরভাবে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! আপনি আমার কথায় একবার মনোযোগ দিন এবং দুঃখ ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্বক প্রকৃতিস্থ হউন। আপনি আমার জীবদ্দশায় এইরূপ দীনতা মনেই আনিবেন না। এক্ষণে যাহার জন্য আপনার সবিশেষ ক্লেশ উপস্থিত আমি আজ নিশ্চয়ই তাহাকে বধ করিব। কিন্তু আপনি সুখে বা দুঃখেই থাকুন আপনাকে হিতকথা বলা আমার অবশ্যই কর্তব্য; এই জন্য ভ্রাতৃস্নেহ ও বন্ধুভাবে আমি আপনাকে এইরূপ কহিতে সাহসী হইয়াছিলাম। অতঃপর সংকটকালে একজন স্নেহপরবশ বন্ধুর যে কার্য করা আবশ্যক আমি তাহাতে প্রস্তুত আছি। বলিতে কি, আজ বানরসৈন্য রাম ও লক্ষ্মণকে বিনষ্ট দেখিয়া আপনাদিগকে নিরাশ্রয়জ্ঞানে চতুর্দিকে পলায়ন করিবে। আজ আপনি আমার হস্তে রামের ছিন্ন মস্তক দেখিয়া সুখানুভব করিবেন এবং জানকী যারপরনাই দুঃখিত হইবেন। লংকার যে-সমস্ত রাক্ষস যুদ্ধে বন্ধুবান্ধব হারাইয়াছে আজ তাহারা স্বচক্ষে প্রীতিকর রামনিধন নিরীক্ষণ করুক। আজ আমি শত্রুনাশ করিয়া স্বয়ং স্বহস্তে তাহাদের শোকাশ্রু মুছাইয়া দিব। আজ কপিরাজ সুগ্রীবের পর্বতাকার দেহ রণস্থলে সসূর্য জলদের ন্যায় প্রসারিত হইবে। রাজন্! আমি ও অন্যান্য রাক্ষস আমরা শত্রু সংহারার্থ পুনঃ পুনঃ আপনাকে সান্ত্বনা করিতেছি তথাচ কিজন্য আপনার দুঃখ উপশম হইতেছে না। রাম একজন সামান্য মনুষ্য; সে অগ্রে আমাকে বধ করিবে, পশ্চাৎ ত আপনাকে? কিন্তু আমারই মনুষ্যহস্তে বিনাশের আশংকা কিছুমাত্র নাই। এক্ষণে আপনি আমাকে বলুন, আমিই যুদ্ধযাত্রা করি, এই অনুরোধে শত্রুপক্ষের সহিত রণস্থলে সাক্ষাৎ করা আপনার কি আবশ্যক। শত্রু মহাবল হইলেও আমিই তাহাকে সংহার করিব। যদি ইন্দ্র, বায়ু, যম, কুবের, অগ্নি ও বরুণ পর্যন্ত আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হন আমি তাঁহাদিগকে বধ করিব। রাজন্! এই দীর্ঘাকার তীক্ষ্ণদশন মহাবীর যখন যুদ্ধক্ষেত্রে সুশাণিত শূল ধারণপূর্বক সিংহনাদ করিবে তখন ইহাকে দেখিয়া–স্বয়ং ইন্দ্রও ভীত হইবেন। অথবা আমি যখন নিরস্ত্র হইয়া কেবল ভুজবলে প্রতিপক্ষকে মর্দন করিতে থাকিব তখন জানি না কেই বা প্রাণের আশংকা না রাখিয়া আমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে। আমি অস্ত্রশস্ত্র চাহি না, আজ এই ভুজবলে ইন্দ্রকেও নিপাত করিব। বলিতে কি রাম যদি আজ এই মুষ্টিবেগ সহিয়া থাকিতে পারে তবে শীঘ্রই আমার শর তাহার শোণিত পান করিবে। রাজন্! আমি বিদ্যমানে আপনি কেন এইরূপ চিন্তিত হইতেছেন। আপনি রামের ভয় পরিত্যাগ করুন, আমিই তাহাকে বিনাশ করিতে চলিলাম। আমি রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব এবং সেই লংকাদাহী রাক্ষসনিহন্তা হনুমানকেও বধ করিয়া আসিব। আমি ক্ষুধার্ত হইয়া যুদ্ধে বানরগণকে এককালে ভক্ষণ করিব। যদি ইন্দ্র অথবা স্বয়ং ব্রহ্মা আপনার ভয়ের কারণ হন তথাচ আমি জয়শ্রী অধিকার করিয়া আপনাকে অসাধারণ যশঃপ্রদান করিব। আমার ক্রোধে সুরগণকেও ভূমিশায়ী হইতে হইবে। আমি যমরাজকে পরাস্ত

করিব, অগ্নিকে ভক্ষণ করিব, নক্ষত্রমণ্ডলের সহিত সূর্যকে ভূতলে পাড়িব, ইন্দ্রকে মারিব, সমুদ্র পান করিব, পর্বত চূর্ণ করিয়া ফেলিব এবং পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া দিব। জীবগণ আজ এই চিরনিদ্রিত কুম্ভকর্ণের বলবিক্রম প্রত্যক্ষ করুক। আমার জঠরজ্বালা শান্তি করিতে স্বর্গও পর্যাপ্ত হয় না। রাজন্! এক্ষণে আমি শত্রুনাশপূর্বক উত্তরোত্তর সুখাবহ সুখ আহরণার্থ চলিলাম। আপনি স্ত্রীসম্ভোগ ও মদ্যপান করুন এবং সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইয়া স্বকার্যে দৃষ্টি রাখুন। আজ রাম বিনষ্ট হইলে জানকী চিরকালের জন্য আপনার বশবর্তিনী হইবেন।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর মহোদর মহাবল কুম্ভকর্ণকে কহিতে লাগিল, কুম্ভকর্ণ! তোমার সৎকুলে জন্ম সত্য, কিন্তু তুমি অত্যন্ত গর্বিত, তোমার আকার অতি কদর্য, তুমি সকল স্থলে সকল কথা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপ বুঝিতে পার না। রাক্ষসরাজের যে কার্যাকার্যবোধ নাই ইহা নিতান্ত অসম্ভব, কিন্তু তুমি বাল্যাবধি প্রগল্ভ, তজ্জন্যই কেবল অনর্থক বাক্যব্যয়ের ইচ্ছা করিয়া থাক। রাক্ষসরাজ দেশকালের বিধিব্যবস্থা বিলক্ষণ জানেন। ইনি স্বপক্ষে উন্নতি ও পরপক্ষে অবনতি বুঝিতে পারেন এবং এই স্বপরপক্ষে ক্ষয়বৃদ্ধির অসদ্ভাবে যে কিরূপে অবস্থান করিতে হয়, তাহাও জানেন। কিন্তু যে ব্যক্তি বিজ্ঞ বৃদ্ধের উপাসক নহে, যাহার বুদ্ধি সামান্য, কেবল বলই যাহার সর্বস্ব, সেও যে বিষয়ে ইতস্ততঃ করে কোন্ সুপণ্ডিত রাজা তাহার অনুষ্ঠান করিবেন? আর তুমি যে বিরোধী ধর্ম অর্থ ও কামের কথা উল্লেখ করিলে সেই সকল যথার্থতঃ বুঝিতে তোমার কিছুমাত্র শক্তি নাই। দেখ, কর্মই ধর্ম অর্থ ও কামের কারণ; নিষ্ক্রিয় লোকের কোনরূপ পুরুষার্থ নাই, সুতরাং যে ব্যক্তি অনুষ্ঠাতা তাহারই শুভাশুভ কর্মের ফল ভোগ করিতে হয়। ধর্ম ও অর্থের ফল মুক্তি, সঙ্কল্প-বিশেষের বলে তদ্দ্বারা স্বর্গ ও অভ্যুদয়ও হইতে পারে। এই ধর্ম ও অর্থের অনুষ্ঠান না করিলে লোক নিশ্চয় প্রত্যবায়ভাগী হয় কিন্তু কাম উপেক্ষিত হইলেও কোনরূপ প্রত্যবায় নাই। ধর্ম ও অর্থের ফল ইহলোক বা পরলোকে হয়, কিন্তু কামের শুভ ফল তদ্দণ্ডেই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং কামের অনুষ্ঠান নৃপতির অবশ্য কর্তব্য। আর আমরাও মহারাজকে এই বিষয়ে হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করিয়াছিলাম, ফলতঃ একজন বলবান যে শত্রুর প্রতি সাহস প্রদর্শন করিবে তাহাতে ক্ষতি কি? কুম্ভকর্ণ! তুমি যে একাকী যুদ্ধযাত্রা করিবার হেতু দেখাইতেছ তদ্বিষয়ে যাহা অসাধু ও অসঙ্গত তাহাও নির্দেশ করিতেছি শুন। যে ব্যক্তি জনস্থানে বহুসংখ্য মহাবল রাক্ষসকে সংহার করিয়াছে তুমি গিয়া একাকী কিরূপে তাহাকে জয় করিবার ইচ্ছা কর? পূর্বে যে-সমস্ত রাক্ষস জনস্থানে পরাজিত হইয়াছিল আজ কি তুমি এখানে তাহাদিগকে অতিমাত্র ভীত দেখিতেছ না? তুমি মহাবীর রামকে কুপিত সিংহ ও প্রসুপ্ত ভুজঙ্গবৎ জানিয়াও প্রবোধিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। রাম স্বতেজে প্রদীপ্ত এবং ক্রোধে নিতান্ত দুর্ধর্ষ, কোন্ মূর্খ সেই মৃত্যুবৎ দুর্বিষহ মহাবীরের নিকটস্থ হইতে ইচ্ছা করে। আমার বোধ হয় তাঁহার প্রতিমুখে থাকিলে এই সমস্ত সৈন্য সঙ্কটাপন্ন হইবে, সুতরাং এইরূপ অবস্থায় তোমার একাকী গমন আমি কিছুতেই অনুমোদন করি না। যাহার দলবল বিলক্ষণ পুষ্ট, যাহার প্রাণের

মমতা নাই, কোন্ নির্বোধ অপেক্ষাকৃত হীনবল হইয়া সেই বিপক্ষকে সামান্য-জ্ঞানে বশীভূত করিতে চায়? কুম্ভকর্ণ! মনুষ্যজাতিতে যাহার তুল্যকক্ষ আর কেহই নাই সেই ইন্দ্রপ্রভাব তেজস্বী মহাবীরের সহিত তুমি কোন্ সাহসে যুদ্ধ করিতে চাও?

মহোদর কুম্ভকর্ণকে এই কথা বলিয়া রাবণকে কহিল, রাজন্! আপনি জানকীরে হস্তগত করিয়াও কি কারণে বিলম্ব করিতেছেন, যদি ইচ্ছা করেন, ত জানকী এখনই আপনার বশবর্তিনী হন। আমি এই বিষয়ে একটি উপায় স্থির করিয়াছি, এক্ষণে আপনি তাহা শুনুন এবং সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া দেখুন, যদি প্রীতিকর হয় ত তাহারই অনুষ্ঠান করিবেন। আমার প্রস্তাব এই যে দ্বিজিহ্ব, সংহ্লাদী, কুম্ভকর্ণ, বিতর্দন ও আমি এই পাঁচ জন রামবধার্থে নির্গত হইতেছি, আপনি অগ্রে এই কথা সর্বত্র রটনা করিয়া দিন। এই অবসরে আমরাও গিয়া রামের সহিত যত্ন সহকারে যুদ্ধ করি। যদি তাঁহাকে জয় করিতে পারি তবে জানকীরে বশীভূত করিবার উপায় উদ্ভাবনের প্রয়োজন নাই; আর যদি আমরা তাঁহাকে জয় করিতে না পারি এবং যদি নিজে নিজে জীবিত থাকি তবে আমি যাহা কহিতেছি তাহাই করা আবশ্যক। মহারাজ! আমরা রাম-নামাঙ্কিত শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত দেহে রণস্থল হইতে প্রত্যাগমন করিব। আসিয়া বলিব যে আমরা রাম ও লক্ষ্মণকে ভক্ষণ করিয়া আইলাম। পরে আপনার চরণে ধরিয়া পুরস্কার প্রার্থনা করিব। ইত্যবসরে আপনিও গজস্কন্ধ নামক চর দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণের এই বধবার্তা সর্বত্র রটনা করিয়া দিবেন। পরে আপনি সবিশেষ প্রীত হইয়াই যেন ভৃত্যগণকে খাদ্যদ্রব্য, দাসদাসী ও ধন বিতরণ করাইবেন, বীরগণকে বস্ত্র ও গন্ধমাল্য দান করিবেন; এবং স্বয়ংও হৃষ্ট হইয়া মদ্য পান করিতে থাকিবেন। এইরূপে রামের বধবার্তা সর্বত্র উদ্ঘোষিত হইলে, আপনি অশোকবনে যাইবেন এবং সীতাকে নির্জনে সান্ত্বনা করিয়া ধনধান্যে প্রলোভিত করিতে থাকিবেন। মহারাজ! জানকী এইরূপ শোকোদ্দীপক প্রতারণায় বঞ্চিত হইলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনার বশবর্তিনী হইবেন। তিনি রমণীয় স্বামীকে বিনষ্ট জানিয়া নৈরাশ্য ও স্ত্রীসুলভ লঘুতা হেতু আপনার বশ্যতা স্বীকার করিবেন। পূর্বে তিনি পরম সুখে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে দুঃখে ক্লিষ্ট, সুতরাং সুখ আপনার আয়ত্ত বুঝিয়া তিনি নিশ্চয়ই আপনার বশবর্তিনী হইবেন। রাজন্! আমার বুদ্ধিতে ত ইহাই সুখসাধনের উপায় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু রামের দর্শনমাত্রেই অনর্থ উপস্থিত হইবে, সুতরাং সংগ্রামার্থ উৎসুক হওয়া আপনার উচিত হইতেছে না; আপনি এই স্থানে থাকিয়া যে সুখ লাভ করিতে পারিবেন যুদ্ধে তাহা কদাচ সম্ভবপর হইতেছে না। রাজন্! সৈন্যক্ষয় ও প্রাণসংশয় না করিয়া বিনা যুদ্ধে শত্রু জয় করুন, ইহাতে যশ পুণ্য শ্রী ও চিরকীর্তি ভোগ করিতে পারিবেন।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর কুম্ভকর্ণ রাবণকে কহিলেন, মহারাজ! আজ আমি দুরাত্মা রামকে বধ করিয়া আপনার ভয় দূর করিব; আজ আপনি বৈরশুদ্ধিপূর্বক সুখী হউন। বীরগণ শরৎকালীন মেঘের ন্যায় বৃথা গর্জন করেন না; আমি আজ রণস্থলে এই গর্জন কার্যে প্রদর্শন করিব।

পরে মহাবীর কুম্ভকর্ণ মহোদরকে কহিলেন, ভীরু! তুমি যেরূপ কহিতেছ

ইহা পণ্ডিতাভিমানী নির্বোধ ও অক্ষম রাজারই প্রীতিকর হইতে পারে। তোমরা যুদ্ধভীরু, চাটুবাক্যে কেবল মহারাজের অনুবৃত্তি করাই তোমাদের ব্যবসায়, ফলতঃ তোমরাই ইঁহার সমস্ত কার্য বিপর্যস্ত করিয়া দিলে। এক্ষণে এই লঙ্কার কি দুরবস্থা, এখন ইহাতে কেবল রাজামাত্র অবশিষ্ট, সৈন্যসকল বিনষ্ট এবং কোষাগার শূন্য; বলিতে কি, তোমরা ইঁহাকে আশ্রয় করিয়া মিত্রব্যপদেশে যথার্থতঃই শত্রুর কার্য করিয়াছ। অতঃপর এই আমি তোমাদের দুর্নীতিকৃত অনর্থ ক্ষালন করিবার জন্য এখনই যুদ্ধে চলিলাম।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ হাস্য করিয়া কুম্ভকর্ণকে কহিলেন, এই মহোদর রামের বিক্রমে অত্যন্ত ভীত হইয়াছে, এই জন্যই যুদ্ধ ইহার তাদৃশ প্রীতিকর হইতেছে না। বীর! সৌহার্দ ও বলে তোমার তুল্য আর আমার কেহই নাই; এক্ষণে তুমি জয়লাভার্থে নির্গত হও। দেখ, আমি কেবল শত্রুবিনাশ করিবার জন্য তোমার নিদ্রাভঙ্গ করাইয়াছি, ফলতঃ এইটি রাক্ষসগণের একটি সংকটকাল। এক্ষণে তুমি শূল ধারণপূর্বক পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় নির্গত হও এবং সসৈন্যে রাম ও লক্ষ্মণকে ভক্ষণ করিয়া আইস। বানরগণ তোমার এই ভীমমূর্তি দেখিবামাত্র চতুর্দিকে পলায়ন করিবে এবং রাম ও লক্ষ্মণেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। এই বলিয়া রাবণ জয়লাভের বিশ্বাসে অনুমান করিলেন যেন দুঃখের জীবন অবসান হইয়া তাঁহার পুনর্জন্ম হইল। তিনি কুম্ভকর্ণের বল ও বিক্রম জানিতেন। তন্নিবন্ধন হর্ষে তাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণ শশাঙ্কের ন্যায় নির্মল বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর কুম্ভকর্ণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। তিনি স্বর্ণখচিত লৌহময় শাণিত শূল গ্রহণ করিলেন। ঐ রক্তমালাসুশোভিত শূল দৃশ্য ও গুরুত্বে বজ্রের অনুরূপ; উহা অনবরত অগ্নি উদ্গিরণ করিতেছে। কুম্ভকর্ণ সেই সুরাসুরহন্তা শত্রুশোণিতরঞ্জিত প্রকাণ্ড শূল বেগে গ্রহণপূর্বক কহিলেন, রাজন্! সৈন্যে আমার কি প্রয়োজন, আমি একাকীই যুদ্ধে যাইব এবং ক্ষুধার্ত হইয়া বানরগণকে ভক্ষণ করিয়া আসিব।

তখন রাবণ কহিলেন, বীর! বানরগণ বলবান ও সমরনিপুণ; উহারা তোমায় একাকী বা প্রমত্ত দেখিলে দন্তাঘাতে বিনাশ করিতে পারে। অতএব তুমি শূল-মুদ্গরধারী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধযাত্রা কর এবং নিশাচরগণের অহিতকর শত্রুপক্ষ ক্ষয় করিয়া আইস।

অনন্তর রাবণ সিংহাসন হইতে অবতরণপূর্বক কুম্ভকর্ণকে মধ্যমণিশোভিত শশাঙ্কোজ্জ্বল স্বর্ণহার পরাইয়া দিলেন। পরে অঙ্গদ অঙ্গুলিত্রাণ ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট আভরণ যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া, কর্ণযুগলে কুণ্ডল এবং কণ্ঠে দিব্য সুগন্ধি মাল্য প্রদান করিলেন। তৎকালে ঐ বৃহৎকর্ণ মহাবীর এইরূপ সুসজ্জিত হইয়া হুত হুতাশনের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার কটিতটে কৃষ্ণ-শ্যামল শ্রোণীসূত্র, বোধ হইল যেন অমৃতমন্থনের সময় মন্দরগিরি উরগবেষ্টনে দৃঢ়তর বদ্ধ হইয়াছেন। পরে ঐ বীর স্বর্ণময় বিদ্যুৎপ্রভ বর্ম ধারণ করিলেন। উহা জ্যোতিতে প্রদীপ্ত ভারসহ ও দুর্ভেদ্য; ঐ বর্ম দ্বারা তাঁহার সন্ধ্যামেঘ-রঞ্জিত হিমাচলের ন্যায় অপূর্ব এক শোভা হইল। তিনি যখন এইরূপে যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া শূলহস্তে দণ্ডায়মান হইলেন তখন তাঁহাকে ত্রিপদে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আক্রমণে উদ্যত নারায়ণের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর ঐ মহাবল রাক্ষসরাজ রাবণকে আলিঙ্গন প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্বক

প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাবণ তাঁহাকে মাঙ্গলিক আশীর্বাদ করিলেন। তৎকালে অনবরত শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনি হইতে লাগিল। হস্তী অশ্ব মেঘনির্ঘোষ রথ রথী ও সশস্ত্র সৈন্য তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল। রাক্ষসেরা সর্প উষ্ট্র গর্দভ সিংহ হস্তী মৃগ ও পক্ষীতে আরোহণপূর্বক তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। কুম্ভকর্ণের মস্তকে উৎকৃষ্ট ছত্র; যুদ্ধযাত্রাকালে সকলে তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। ঐ ভীমমূর্তি মহাবীর শোণিতগন্ধে উন্মত্ত হইয়া নির্গত হইলেন। বহুসংখ্য পদাতি উঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। উহারা বিকটদর্শন ভীমনেত্র মহাসার ও মহাবল; উহাদের দেহ বহুব্যাম দীর্ঘ ও অঞ্জনপুঞ্জবৎ নীল এবং নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ। উহাদের হস্তে শূল, শাণিত খড়্গ, পরশু, ভিন্দিপাল, পরিঘ ও গদা; অনেকে মুষল, তালস্কন্ধ ও ক্ষেপণীয় গ্রহণ করিয়াছে। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ঐ সমস্ত পদাতি সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া করাল মূর্তি ধারণপূর্বক নির্গত হইলেন। তাঁহার দেহ প্রস্থে শত ধনু, দৈর্ঘ্যে ছয় শত ধনু; এবং নেত্রদ্বয় শকটচক্রের অনুরূপ। ঐ দগ্ধশৈলসঙ্কাশ মহাবক্ত্র বীর ব্যূহ রচনা করিয়া সৈন্যগণকে অট্টহাস্যে কহিলেন, দেখ, অগ্নি যেমন পতঙ্গগণকে দগ্ধ করে সেইরূপ আজ আমি রোষানলে প্রধান প্রধান বানরকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব। অথবা ঐ সমস্ত বনচারী জীবজন্তুর অপরাধ কি, সেই জাতি ত মদ্বিধ লোকের উদ্যানের অলঙ্কার। রামই লঙ্কা অবরোধের হেতু, তাহার বিনাশেই সকলের বিনাশ, অতএব আজ তাহাকেই অগ্রে বধ করিব।

তখন রাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণের এই আশ্বাসকর বাক্যে সমুদ্রকে কম্পিত করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিল। তৎকালে চতুর্দিকে ভীষণ দুর্নিমিত্তসকল উপস্থিত। মেঘ গর্দভের ন্যায় ধূম্রবর্ণ হইয়া উঠিল, অনবরত জ্বলন্ত উল্কাপাত ও ভীমরবে বজ্রাঘাত হইতে লাগিল, সমুদ্র ও বনের সহিত সমস্ত পৃথিবী কম্পিত, ভীষণ শিবাগণ জ্বালাকরাল মুখ ব্যাদানপূর্বক চীৎকার আরম্ভ করিল, বিহঙ্গেরা বামভাগে মণ্ডলগতিতে বিচরণ করিতে লাগিল, একটি গৃধ্র কুম্ভকর্ণের গমনপথে শূলোপরি পতিত হইল, ঐ বীরের বামনেত্র স্পন্দিত ও বাম বাহু কম্পিত হইতে লাগিল। সূর্য নিষ্প্রভ এবং সুখস্পর্শ বায়ু নিস্পন্দ হইলেন। কুম্ভকর্ণ কালমোহে মুগ্ধ; তিনি এই সমস্ত রোমহর্ষণ উৎপাত লক্ষ্য না করিয়াই গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ পর্বতাকার বীর পদক্ষেপে প্রাকার লঙ্ঘনপূর্বক মেঘাকার অদ্ভুত বানরসৈন্য দেখিতে পাইলেন। বানরেরাও উঁহাকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র অত্যন্ত ভীত হইয়া বাতাহত মেঘের ন্যায় চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। তদ্দৃষ্টে কুম্ভকর্ণ হর্ষভরে মেঘগম্ভীর রবে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বানরেরা আরও ভীত হইয়া ছিন্নমূল শালবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। কুম্ভকর্ণের হস্তে প্রকাণ্ড অর্গল; তিনি শত্রুসংহারার্থ রণস্থলে উপস্থিত হইয়া যুগান্তে কালদণ্ডধারী রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর কুম্ভকর্ণ সিংহনাদ আরম্ভ করিলেন। ঐ ঘোরতর শব্দে সমুদ্র নিনাদিত পর্বত কম্পিত ও বজ্রধ্বনি পরাজিত হইতে লাগিল। বানরগণ ঐ ইন্দ্র বরুণ ও যমের অবধ্য ভীমনেত্র রাক্ষসকে দেখিবামাত্র চতুর্দিকে ধাবমান হইল। তখন কুমার অঙ্গদ বানরগণকে ভীত মনে করিয়া মহাবল নল নীল গবাক্ষ ও কুমুদকে কহিলেন, বীরগণ! তোমরা স্ব-স্ব আভিজাত্য ও

অনন্যসুলভ বলবিক্রম বিস্মৃত হইয়া সামান্য বানরের ন্যায় সভয়ে কোথায় পলায়ন করিতেছ? এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হও, প্রাণরক্ষা করিয়া কি হইবে? ঐ যাহা দেখিতেছ উহা মহতী বিভীষিকা মাত্র। আমরা স্ববিক্রমে ঐ উত্থিত বিভীষিকা নষ্ট করিব। তোমরা প্রতিনিবৃত্ত হও।

তখন বানরগণ কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত ও চতুর্দিক হইতে সমাগত হইয়া বৃক্ষ শিলা গ্রহণপূর্বক রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল এবং মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কুম্ভকর্ণকে প্রহার করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ বানরগণের গিরিশৃঙ্গ শিলা ও বৃক্ষ প্রহারে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা তাঁহার দেহে চূর্ণ হইতে লাগিল, পুষ্পিত বৃক্ষ স্পর্শমাত্র ভগ্ন হইয়া ভূতলে পড়িল। তখন দীপ্ত দাবানল যেমন অরণ্য দগ্ধ করে তদ্রূপ ঐ মহাবীর ক্রোধে অধীর হইয়া বানরগণকে মর্দন করিতে লাগিলেন। অনেক বানর রক্তাক্ত হইয়া কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইল, অনেকে সমুদ্রে গিয়া পড়িল, অনেকে বনপ্রবেশ করিল এবং অনেকে সেতুপথে সমুদ্রের উপর ধাবমান হইল। তৎকালে কাহারই আর অগ্র-পশ্চাৎ দৃষ্টি করিবার অবসর নাই, সকলেরই মুখবর্ণ ভয়প্রভাবে মলিন, ভল্লুকগণ বৃক্ষ ও পর্বতে লুক্কায়িত হইল, কেহ কেহ মৃতবৎ ভূতলে শয়ন করিল এবং কেহ কেহ বা দ্রুতবেগে পলাইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে মহাবীর অঙ্গদ কহিলেন, বানরগণ! স্থির হও, অতঃপর আমরা যুদ্ধ করিব। তোমরা যদিও সমরে পরাঙ্‌মুখ হইয়া পলাইতেছ কিন্তু আমি সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করিয়াও তোমাদের থাকিবার স্থান কুত্রাপি দেখিতে পাই না। এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হও, প্রাণরক্ষায় এত যত্ন কেন? তোমরা নিরস্ত্র হইয়া পলায়ন করিলে পত্নীগণ তোমাদিগকে উপহাস করিবে, সেইরূপ উপহাস সুজীবীদিগের মৃত্যু অপেক্ষাও ক্লেশকর। তোমরা বৃহৎ ও মহৎ কুলে জন্মিয়াছ, এক্ষণে সামান্য বানরের ন্যায় ভীত হইয়া কোথায় যাও। যখন সকলে বীর্য প্রদর্শন না করিয়া সভয়ে পলায়ন করিতেছ তখন তোমরা নিশ্চয়ই নীচ। তোমরা যে স্ব-স্ব মহত্ত্ব প্রখ্যাপনপূর্বক প্রভুর হিতসাধন করি বলিয়া জনসমাজে শ্লাঘা করিতে এক্ষণে তাহা কোথায় গেল? যে ব্যক্তি ধিক্কার সহ্য করিয়া জীবিত থাকে, সেই ভীরু কাপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া নানারূপ কথা রটনা হয়। অতএব তোমরা নির্ভয় হও এবং সৎপুরুষের পথ আশ্রয় কর। আমরা হয় প্রাণত্যাগ করিব, ভীরু কাপুরুষের দুর্লভ ব্রহ্মলোক লাভ করিব, বীরলোকের সমস্ত ঐশ্বর্য ভোগ করিব, না হয় শত্রুনাশপূর্বক ইহলোকে একটি স্থির কীর্তি রক্ষা করিয়া যাইব। দেখ, ঐ কুম্ভকর্ণ রামের হস্তে আজ বহ্নিমুখে পতিত পতঙ্গের ন্যায় কিছুতেই নিস্তার পাইবে না। আমরা বীরগণের গণনীয়, আমরা যদি পলাইয়া আত্মরক্ষা করি তাহা হইলে এক ব্যক্তির বিক্রমে ভীত হইয়া বহুসংখ্য লোক যুদ্ধে পরাঙ্‌মুখ হইয়াছে আমাদের এই অপকলঙ্ক সর্বত্র ঘোষিত হইতে থাকিবে।

তখন বানরগণ পলায়নকালেই বীরবিগর্হিত বাক্যে কহিল, যুবরাজ! কুম্ভকর্ণ ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে, এখন রণস্থলে তিষ্ঠিয়া থাকি এরূপ সময় নহে; চলিলাম, আমাদের প্রাণ অতিমাত্র প্রীতিকর। এই বলিয়া সকলে চতুর্দিকে দ্রুতপদে পলাইতে লাগিল। কিন্তু অঙ্গদ উহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা ও জয়ের আশা প্রদর্শনপূর্বক প্রতিনিবৃত্ত করিলেন।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর বানরগণ স্থির বুদ্ধি আশ্রয়পূর্বক পুনর্বার প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল। উহারা অঙ্গদের বাক্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল এবং প্রাণনিরপেক্ষ হইয়া কুম্ভকর্ণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অনেকে বৃক্ষ ও গিরিশৃঙ্গ উদ্যত করিয়া মহাবেগে তদভিমুখে চলিল। মহাকায় কুম্ভকর্ণও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাদিগের বধসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষণকালমধ্যে অসংখ্য বানর বিনষ্ট হইয়া দেহপ্রসারণপূর্বক ভূতলে শয়ন করিল। বিহগরাজ গরুড় যেমন উরগগণকে ভক্ষণ করেন সেইরূপ কুম্ভকর্ণ বানরগণকে আকর্ষণ ও ভক্ষণ-পূর্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দ্বিবিদ এক গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন

করিয়া কুম্ভকর্ণের প্রতি বিস্তীর্ণ মেঘখণ্ডের ন্যায় ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে শৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। তন্নিক্ষিপ্ত শৃঙ্গ কুম্ভকর্ণকে না পাইয়া সৈন্যমধ্যে পতিত হইল। বহুসংখ্য হস্তী অশ্ব ও রথ চূর্ণ হইয়া গেল। পরে দ্বিবিদ অপরাপর রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া আর একটি গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শৃঙ্গপ্রহারে বহুসংখ্য অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হইয়া গেল, রণস্থলে রক্তনদী প্রবাহিত হইল। তখন রথস্থ মহাবীর রাক্ষসগণ ভীষণ গর্জনপূর্বক কালকল্প শরে বানরদিগকে সংহার করিতে লাগিল। বানরেরাও বৃক্ষ উৎপাটন-পূর্বক হস্ত্যশ্ব রথের সহিত উহাদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইত্যবসরে মহাবীব হনুমান আকাশে আরোহণপূর্বক কুম্ভকর্ণের মস্তকে গিরিশৃঙ্গ শিলা ও বৃক্ষ বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। কুম্ভকর্ণও শূলদ্বারা তন্নিক্ষিপ্ত শৃঙ্গ ছেদ ও বৃক্ষসকল ভেদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সুশাণিত শূল হস্তে লইয়া বানরগণের অভিমুখে চলিলেন। তদ্দৃষ্টে হনুমান এক শৈলশৃঙ্গ গ্রহণপূর্বক উঁহার প্রতিমুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঁহাকে শৃঙ্গাঘাত করিলেন। কুম্ভকর্ণের সর্বাঙ্গ মেদ ও রক্তে আর্দ্র হইয়া গেল, তিনি প্রহারবেগে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। পরে ঐ দীপ্তশিখরধারী গিরিবৎ দীর্ঘাকার মহাবীর বিদ্যুৎভাস্বর শূল বিঘূর্ণিত করিয়া কুমার যেমন কঠোর শক্তি অস্ত্রে ক্রৌঞ্চ পর্বতকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন সেইরূপ তদ্দ্বারা হনুমানের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন। হনুমান প্রহারব্যথায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মুখ দিয়া রক্তবমন হইতে লাগিল, তিনি যুগান্তকালীন মেঘের ন্যায় ঘোরতর গর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং বানরগণ ব্যথিত ও ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাবল নীল সৈন্যগণকে সুস্থির করিয়া কুম্ভকর্ণের প্রতি এক শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। উহা কুম্ভকর্ণের মুষ্টিপ্রহারে চূর্ণ এবং বিস্ফুলিঙ্গ ও জ্বালাব্যাপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ইত্যবসরে ঋষভ, শরভ, নীল, গবাক্ষ ও গন্ধমাদন এই পাঁচজন মহাবীর বৃক্ষশিলা উদ্যত করিয়া কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং কেহ তাঁহাকে বারংবার পদাঘাত, কেহ চপেটাঘাত ও কেহ বা মুষ্টিপ্রহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই গুরুতর প্রহারে কুম্ভকর্ণ কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না, প্রত্যুত তাঁহার অপূর্ব স্পর্শসুখ অনুভব হইতে লাগিল। পরে তিনি বেগে গিয়া ভুজপঞ্জরে ঋষভকে গ্রহণ করিলেন। ঋষভ তাঁহার বাহুবেষ্টনে আরক্তমুখ ও নিপীড়িত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। তখন কুম্ভকর্ণ শরভকে মুষ্টিপ্রহারপূর্বক নীল ও গবাক্ষকে পদাঘাত ও চপেটাঘাত করিলেন। উঁহাদের সর্বাঙ্গে রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। উঁহারা তৎক্ষণাৎ মূর্ছিত হইয়া ছিন্নমূল কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় পতিত হইলেন। তখন সহস্র সহস্র বানর মহাবেগে কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবমান হইল এবং লম্ফ দিয়া পর্বতবৎ তাঁহার উপর আরোহণপূর্বক তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ দংশন এবং তাঁহাকে নখদন্তে ক্ষতবিক্ষত করিয়া মুষ্টিপ্রহার করিতে লাগিল। তখন সহজাত বৃক্ষে পর্বত যেমন শোভিত হয় সেইরূপ ঐ সমস্ত দেহোপরি আরূঢ় বানরে কুম্ভকর্ণ অপূর্ব শোভা পাইলেন। পরে গরুড় যেমন সর্পগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকেন সেইরূপ তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ সমস্ত বানরকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। বানরগণ তাঁহার পাতালতুল্য আস্যকুহরে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র কর্ণ ও নাসারন্ধ্র দিয়া নির্গত হইতে লাগিল। তখন কুম্ভকর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন,

অনতিকালমধ্যে রণস্থল মাংসশোণিতে কর্দমময় হইয়া উঠিল। কুম্ভকর্ণ ক্রোধে মূর্ছিত হইয়া যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় বানরসৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায়, পাশধারী কৃতান্তের ন্যায় শূলহস্তে সুশোভিত হইলেন এবং বহ্নি যেমন গ্রীষ্মকালে শুষ্ক অরণ্যকে দগ্ধ করে সেইরূপ বানরসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বানরেরা ভীত হইয়া বিকৃত স্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিল এবং অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া ভগ্নমনে রামের শরণাপন্ন হইল। ইত্যবসরে মহাবীর অঙ্গদ শৈলশৃঙ্গ গ্রহণপূর্বক কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ঘন-ঘন সিংহনাদ ও অনুবর্তী রাক্ষসগণকে ভয় প্রদর্শনপূর্বক তাঁহার মস্তকে শৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। কুম্ভকর্ণের ক্রোধানল অতিমাত্র প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি সিংহনাদে বানরগণকে ভয় প্রদর্শনপূর্বক অঙ্গদের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে শূল নিক্ষেপ করিলেন। তখন সমরপটু মহাবল অঙ্গদ ঝটিতি স্বস্থান হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলেন, কুম্ভকর্ণের শূলও ব্যর্থ হইয়া গেল। পরে অঙ্গদ লম্ফ প্রদানপূর্বক কুম্ভকর্ণের বক্ষে মহাবেগে এক চপেটাঘাত করিলেন। কুম্ভকর্ণের সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। পরে ঐ মহাবীর সুস্থ হইয়া বিদ্রূপ সহকারে অঙ্গদকে এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। অঙ্গদ প্রহারবেগে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে মহাবীর কুম্ভকর্ণ শূল গ্রহণপূর্বক সুগ্রীবকে লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। সুগ্রীবও তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া এক লম্ফ প্রদান করিলেন এবং শৈলশিখর গ্রহণপূর্বক তাঁহার প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর কুম্ভকর্ণ উঁহাকে বীরদর্পে আসিতে দেখিয়া হস্ত পদ প্রসারণপূর্বক উঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কুম্ভকর্ণের সর্বাঙ্গ বানর-রক্তে সিক্ত, তিনি অনবরত বানর ভক্ষণ করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে কপিরাজ সুগ্রীব উঁহাকে কহিলেন, রাক্ষস! আজ অনেক বীর তোমার হস্তে বিনষ্ট হইল, তুমি অতি দুষ্কর কার্য সাধন করিয়াছ এবং অনেক বানরকে ভক্ষণ করিয়াছ, এই বীরকার্যে তোমার যশ অবশ্যই বর্ধিত হইবে। কিন্তু এক্ষণে তুমি এই বানরসৈন্য ছাড়িয়া দেও, ক্ষুদ্রকে লইয়া বিশেষ কি ফল। আমি এই শৈলশিখর নিক্ষেপ করিতেছি, তুমি আজ একবার ইহা সহ্য কর।

তখন কুম্ভকর্ণ কহিলেন, বানর! তুমি প্রজাপতির পৌত্র এবং ঋক্ষরজার পুত্র, তোমার ধৈর্য ও বীর্য উভয়ই আছে, এইজন্যই তুমি এইরূপ আস্ফালন করিতেছ।

অনন্তর সুগ্রীব সেই বজ্রস্বর শৈলশৃঙ্গ বিঘূর্ণিত করিয়া সহসা কুম্ভকর্ণের বক্ষে আঘাত করিলেন। উহা কুম্ভকর্ণের বিশাল বক্ষ স্পর্শ করিবা মাত্র চূর্ণ হইয়া গেল। তদ্দৃষ্টে বানরেরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল এবং রাক্ষসেরা মহাহর্ষে কোলাহল করিতে লাগিল। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ঐ শিখরাঘাতে অতিশয় কুপিত হইলেন এবং মুখব্যাদানপূর্বক সিংহনাদ করিয়া সুগ্রীবকে সংহার করিবার জন্য বিদ্যুৎপ্রকাশ শূল নিক্ষেপ করিলেন। ইত্যবসরে হনুমান শীঘ্র লম্ফ প্রদানপূর্বক ঐ স্বর্ণশৃঙ্খলানিবন্ধ সুশাণিত শূল দুই হস্তে গ্রহণপূর্বক বেগে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তিনি হৃষ্টমনে ঐ কৃষ্ণায়সনির্মিত গুরুভার শূল জানুস্বয়ে আরোপণপূর্বক ভগ্ন করিলেন। বানরসৈন্য পুলকিত হইল। উহারা দম্ভভরে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সিংহনাদ এবং হনুমানকে বারংবার সাধুবাদ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা ভীত হইয়া যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া গেল। তখন মহাবীর কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং মলয়গিরির শৃঙ্গ উৎপাটনপূর্বক

সুগ্রীবকে প্রহার করিলেন। সুগ্রীব প্রহারব্যথায় মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে প্রচণ্ড বায়ু যেমন মেঘকে লইয়া যায় সেইরূপ কুম্ভকর্ণ মহাবীর সুগ্রীবকে লইয়া অপসৃত হইলেন। তাঁহার দেহ মেঘাকার ; তিনি সুগ্রীবকে গ্রহণ করিয়া উত্তুঙ্গশৃঙ্গধারী সুমেরুর ন্যায় অপূর্ব শোভা পাইলেন। সুরগণ এই ব্যাপারে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কুম্ভকর্ণ রাক্ষসগণের স্তুতিবাদ ও সুরগণের তুমুল নিনাদ শ্রবণপূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। বানরগণ অতিমাত্র ভীত হইয়া রণস্থল হইতে পলাইতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ এইরূপে সুগ্রীবকে হরণ করিয়া স্থির করিলেন অতঃপর ইহার বিনাশেই রামের সহিত সমস্ত বিনষ্ট হইবে।

তখন ধীমান হনুমান স্বচক্ষে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কপিরাজ সুগ্রীব ত গৃহীত হইয়াছেন, এক্ষণে আমার কি করা কর্তব্য। অতঃপর যাহা ন্যায্য আমি নিশ্চয় তাহাই করিব। আমি পর্বতাকার কুম্ভকর্ণকে গিয়া বিনাশ করি। কুম্ভকর্ণ আমার মুষ্টিপ্রহারে বিনষ্ট এবং কপিরাজ সুগ্রীব বিমুক্ত হইলে সমস্ত বানর অতিমাত্র হৃষ্ট হইবে। অথবা আমারই এইরূপ করিবার প্রয়োজন কি? যদি সুগ্রীব সুরাসুর ও উরগগণের হস্তেও পতিত হন তবে স্বীয় পৌরুষেই সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিতে পারেন। বোধ হয় এক্ষণে তিনি প্রহারব্যথায় বিহ্বল হইয়া আছেন, এই জন্য নিজের অবস্থা সম্যক জানিতে পারেন নাই। তিনি অচিরাৎ সংজ্ঞালাভপূর্বক আপনার ও বানর-গণের পক্ষে যাহা হিতকর তাহারই অনুষ্ঠান করিবেন। কিন্তু আমি যদি তাঁহাকে বিমুক্ত করিয়া আনি ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন না এবং এতন্নিবন্ধন তাঁহার একটি কলঙ্কও চিরকাল রহিয়া যাইবে। অতএব আমি কিয়ৎক্ষণ প্রতীক্ষা করি, তিনি স্বয়ংই কুম্ভকর্ণের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া বীরত্ব প্রদর্শন করিবেন। এক্ষণে এই সমস্ত বানরসৈন্য চতুর্দিকে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে ; আমি প্রবোধ-বাক্যে ইহাদিগকে সান্ত্বনা করি। হনুমান এইরূপ চিন্তা করিয়া বানরগণকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন।

এদিকে কুম্ভকর্ণ স্পন্দনশীল সুগ্রীবকে লইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। বিমান রথ্যাগৃহ ও পুরদ্বারস্থ সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার মস্তকে উৎকৃষ্ট পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন কপিরাজ সুগ্রীব রাজমার্গের শীতলবায়ু এবং লাজগন্ধ ও জলসেকে অল্পে অল্পে সংজ্ঞালাভ করিলেন। তিনি মহাবল কুম্ভকর্ণের ভুজবেষ্টনে বদ্ধ, তিনি অতিকষ্টে সচেতন হইয়া লঙ্কার রাজপথ নিরীক্ষণপূর্বক পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি ত প্রতিপক্ষের হস্তে সম্পূর্ণ গৃহীত হইয়াছি, এক্ষণে ইহার কোনরূপ প্রতিকার আবশ্যক? এমন কোন অনুষ্ঠান করা চাই যাহা বানরগণের সম্পূর্ণ হিতকর ও প্রীতিকর হইতে পারে। মহাবীর সুগ্রীব এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ঝটিতি নখাঘাতে কুম্ভকর্ণের কর্ণদ্বয় ও তীক্ষ্ন দশনে নাসা ছেদনপূর্বক পাদপ্রহারে উঁহার দুই পার্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। কুম্ভকর্ণের দেহ অজস্রক্ষরিত রক্তধারায় আর্দ্র হইয়া গেল। তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সুগ্রীবকে ভূতলে নিক্ষেপ-পূর্বক নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরা তাঁহাকে বিলক্ষণ প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইত্যবসরে সুগ্রীবও কন্দুকবৎ বেগে লম্ফপ্রদানপূর্বক রামের সহিত পুনর্বার সমাগত হইলেন।

কুম্ভকর্ণের নাসাকর্ণ ছিন্নভিন্ন, পর্বত যেমন প্রস্রবণে শোভিত হয় তিনি সেইরূপ অজস্রক্ষরিত রক্তে শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং অঞ্জনস্তূপের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, তাঁহার সর্বাঙ্গে রক্তধারা, তৎকালে তিনি সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘের ন্যায় অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ ভীমাকার মহাবীরের পুনর্বার যুদ্ধেচ্ছা উপস্থিত হইল। তিনি আপনাকে নিরস্ত্র দেখিয়া এক ঘোর মুদ্গর লইলেন এবং ক্রোধভরে আবার রণস্থলে চলিলেন। তিনি পুরী হইতে সহসা নিষ্ক্রান্ত হইয়াই মহাপ্রলয়ের প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় ভীষণ বানরসৈন্য ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্ষুধা অতিমাত্র প্রবল, তিনি অত্যন্ত রক্তমাংসলোলুপ। ঐ মহাবীর বানরসৈন্যের মধ্যে প্রবেশপূর্বক সম্পূর্ণ অজ্ঞানত নির্বিশেষে পিশাচ রাক্ষস বানর ও ভল্লুকগণকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এককালে দুই তিনটি বানর ও রাক্ষসকে এক হস্তে গ্রহণপূর্বক মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন যুগান্তকালে কৃতান্ত লোকক্ষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কুম্ভকর্ণের সৃক্কণীদ্বয় হইতে রক্ত ও মেদ নিঃসৃত হইতে লাগিল। তাঁহার সর্বাঙ্গ মেদ বসা ও রক্তে লিপ্ত, কর্ণে অন্ত্রনাড়ির মাল্য, দন্ত সুতীক্ষ্ণ, তিনি মহাপ্রলয়ে বর্ধিত করাল কালমূর্তির ন্যায় বানরগণকে শূল প্রহারপূর্বক ধাবমান হইলেন। তখন বানরেরাও অতিমাত্র ভীত হইয়া দ্রুতপদে রামের শরণাপন্ন হইল।

ইত্যবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সর্বাগ্রে সাত শরে কুম্ভকর্ণকে বিদ্ধ করিয়া পরে আবার অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিলেন। কুম্ভকর্ণ লক্ষ্মণের শরজালে নিপীড়িত হইয়া স্ববিক্রমে তৎসমস্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দৃষ্টে লক্ষ্মণের ক্রোধ আরও বর্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি উঁহার স্বর্ণময় উৎকৃষ্ট বর্ম শরনিকরে আচ্ছন্ন করিয়া দিলেন। নীলকলেবর কুম্ভকর্ণ ঐ সমস্ত শরে নিপীড়িত হইয়া করজালমণ্ডিত সূর্য যেমন জলদপটলে শোভিত হন সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মেঘগম্ভীর স্বরে অবজ্ঞা সহকারে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বীর! আমি অবলীলাক্রমে কৃতান্তকেও পরাস্ত করিয়াছি, এক্ষণে তুমি যখন নির্ভয়ে আমার সহিত এইরূপ যুদ্ধ করিতেছ তখন তোমার বীরকীর্তি অবশ্যই ঘোষিত হইবে। আমি রণস্থলে অস্ত্রধারী কালান্তক যমের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছি, যুদ্ধের কথা কি, তুমি যখন আমার সম্মুখে এই কাল যাবৎ তিষ্ঠিয়া আছ ইহাতেই তোমার গৌরব। পূর্বে সুরগণপরিবৃত ঐরাবতাধিরূঢ় ইন্দ্রও কদাচ এইরূপ পারেন নাই। লক্ষ্মণ! তুমি বালক, আমি তোমার বিক্রম দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে তুমি আমায় অনুজ্ঞা দেও আমি রামের নিকট সংগ্রামার্থ প্রস্থান করি। দেখ, রামকে বিনাশ করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য, তাহার বিনাশে আর আর সমস্তই বিনষ্ট হইবে। রামের পর যে-সকল বীর অবশিষ্ট থাকিবে আমি সর্বসংহারক বলবীর্যে তাহাদিগকে বধ করিব।

কুম্ভকর্ণ প্রশংসাবাক্যে এইরূপ কহিলে মহাবীর লক্ষ্মণ হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাক্ষস! তোমার বলবিক্রম যে ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অসহ্য তাহা অলীক নহে, আমিও তাহা সম্যক বুঝিতে পারিলাম। ঐ দেখ, মহাবীর রাম অচল পর্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান আছেন।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ লক্ষ্মণের বাক্যে অনাদরপূর্বক তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া পদভরে মেদিনী কম্পিত করত রামের দিকে ধাবমান হইলেন। তখন রাম ভীষণ

শাণিত শর দ্বারা উহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। রোষাবিষ্ট কুম্ভকর্ণের মুখ হইতে অঙ্গারমিশ্রিত অগ্নিশিখা উদ্গার হইতে লাগিল। তিনি রামের শরে বিদ্ধহৃদয় হইয়া ঘোরতর চীৎকারপূর্বক ক্রোধভরে তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। তৎকালে তাঁহার গদা করভ্রষ্ট হইয়া গেল, অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। যখন তিনি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হইলেন তখন কেবল মুষ্টিপ্রহার ও চপেটাঘাতে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি রামশরে ক্ষতবিক্ষত, তাঁহার সর্বাঙ্গে প্রস্রবণের ন্যায় অজস্রধারে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি তীব্র ক্রোধে মূর্ছিত ও শোণিতগন্ধে অন্ধপ্রায় হইয়া বানর রাক্ষস ও ভল্লুকগণকে ভক্ষণপূর্বক ধাবমান হইলেন এবং এক শৈলশৃঙ্গ মহাবেগে বিঘূর্ণিত করিয়া রামের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাম স্বর্ণখচিত সরলগামী সাতশরে ঐ শৈলশৃঙ্গ অর্ধপথেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। শৃঙ্গ দুই শত বানরকে চূর্ণ করিয়া তদ্দণ্ডে ভূতলে পতিত হইল। এই অবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ কুম্ভকর্ণকে বধ করিবার জন্য বহুবিধ উপায় চিন্তা করিয়া রামকে কহিলেন, আর্য! এই বীর শোণিতগন্ধে উন্মত্ত হইয়া বানরও বুঝে না, রাক্ষসও বুঝে না, আত্মপর সকলকেই নির্বিশেষে ভক্ষণ করিতেছে। ভাল, এক্ষণে বানরেরা উহার উপর গিয়া আরোহণ করুক, যূথপতিগণ স্ব-স্ব মর্যাদা অনুসারে অগ্রগামী হইয়া উহার চতুর্দিকে উত্থিত হউক। আজ ঐ দুর্মতি গুরুভারে নিপীড়িত হইলে বিচরণ করিবার কালে আর কাহাকেই ভক্ষণ করিতে পারিবে না।

অনন্তর মহাবল বানরগণ লক্ষ্মণের বাক্যে হৃষ্ট হইয়া কুম্ভকর্ণের উপর গিয়া আরোহণ করিল। কুম্ভকর্ণ অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দুষ্ট হস্তী যেমন হস্তিপককে ফেলিবার জন্য পুনঃ পুনঃ দেহ কম্পিত করে সেইরূপ তিনি উহাদিগকে মহাবেগে কম্পিত করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে রাম কুম্ভকর্ণকে ক্রুদ্ধ বিবেচনা করিলেন এবং তিনি ধনু গ্রহণপূর্বক রোষকষায়িত দৃষ্টিপাতে উঁহাকে দগ্ধ করিয়াই যেন উঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন কুম্ভকর্ণনিপীড়িত বানরগণ অত্যন্ত পুলকিত হইতে লাগিল। মহাবীর রামের হস্তে স্বর্ণখচিত সর্পাকার শরাসন, স্কন্ধে শরপূর্ণ তূণীর, তিনি বানরগণকে আশ্বাস প্রদান-পূর্বক কুম্ভকর্ণের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। দুর্জয় বানরগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিল এবং লক্ষ্মণ তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, কিরীটশোভিত শোণিতলিপ্তদেহ রক্তচক্ষু মহাবীর কুম্ভকর্ণ রুষ্ট দিকহস্তীর ন্যায় সকলের প্রতি ধাবমান হইয়াছেন। তিনি রাক্ষসগণে বেষ্টিত, তাঁহার দীর্ঘ দেহ বিন্ধ্য ও মন্দরাকার, তিনি স্বর্ণাঙ্গদে শোভিত হইতেছেন এবং মেঘ হইতে জলধারার ন্যায় তাঁহার আস্যদেশ হইতে অজস্রধারে শোণিত ক্ষরণ হইতেছে। তিনি শোণিতসিক্ত সৃক্কণীদ্বয় জিহ্বা দ্বারা পুনঃ পুনঃ লেহন করিতেছেন, তাঁহার জ্যোতি দীপ্ত বহ্নির ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য। রাম ঐ কৃতান্তের ন্যায় করাল-মূর্তি মহাবীরকে দেখিয়া শরাসনে টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। কুম্ভকর্ণ ঐ শব্দ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে রামের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দৃষ্টে ভুজগদেহবৎ দীর্ঘবাহু রাম উঁহাকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! এই আমি শরাসন হস্তে দাঁড়াইয়া আছি, তুমি আইস, বিষণ্ণ হইও না, জানিও আমিই রাক্ষস-কুলনাশক রাম, তুমি আমার হস্তে মুহূর্তমধ্যেই বিনষ্ট হইবে। তখন মহাবীর কুম্ভকর্ণ রামের পরিচয় পাইয়া বিকৃতস্বরে হাস্য করিলেন এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বানরগণকে বিদ্রাবণপূর্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। পরে ঐ

মহাবীর বানরগণের হৃদয় বিদারণপূর্বক মেঘগর্জনবৎ ভীম ও গম্ভীর স্বরে বিকৃতরূপ হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাম! আমি বিরাধ নহি, খর ও কবন্ধ নহি এবং বালী ও মারীচও নহি, আমি স্বয়ং কুম্ভকর্ণ উপস্থিত। তুমি এই আমার লৌহময় প্রকাণ্ড মুদ্গর দেখ, আমি পূর্বে ইহারই দ্বারা দেবাসুরকে পরাজয় করিয়াছি। আমার নাসাকর্ণ যদিও ছিন্ন তথাচ তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিও না, এই নাসাকর্ণ ছিন্ন হওয়াতে আমার বিশেষ কি কষ্ট হইযাছে। এক্ষণে তুমি আমাকে স্বদেহের বলবীর্য প্রদর্শন কর, আমি অগ্রে তোমার বীরত্বের সবিশেষ পরিচয় পাইয়া পশ্চাৎ তোমাকে ভক্ষণ করিব।

তখন মহাবীর রাম কুম্ভকর্ণের এইরূপ সগর্ব বাক্য শ্রবণে অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিলেন। কুম্ভকর্ণ ঐ বজ্রবেগ শরে আহত হইযা কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিচলিত হইলেন না। যে শর সপ্ত শাল বিদীর্ণ করিয়াছিল এবং যদ্দ্বারা বালীর ন্যায় মহাবীর নিহত হন সেই বজ্রতুল্য শর কুম্ভকর্ণকে ব্যথিত বা বিচলিত করিতে পারিল না। ঐ রক্তাক্ত দেহ সুরসৈন্যের দৃষ্টিভীষণ মহাবীর বৃষ্টিপাতের ন্যায় রামের ঐ শরপাত অক্লেশে সহ্য করিলেন। পরে তিনি মহাবেগে মুদ্গর বিঘূর্ণিত করিয়া তন্নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিরাসপূর্বক বানরসৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর রাম শরাসনে এক বায়ব্য অস্ত্র যোজনা করিয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র কুম্ভকর্ণের মুদ্গর সহিত হস্ত অপহৃত হইয়া গেল, তিনি ভীমরবে চীৎকার করিতে লাগিলেন, তাঁহার ঐ গিরিশৃঙ্গাকার ভুজদণ্ড ভূতলে পড়িবামাত্র বহুসংখ্য

বানরসৈন্য বিনষ্ট হইল। তখন হতাবশিষ্ট বানরগণ অতিশয় বিষন্ন হইয়া একপার্শ্বে অবস্থানপূর্বক রাম ও কুম্ভকর্ণের ভীষণ যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হস্ত ছিন্ন হওয়াতে কুম্ভকর্ণ শিখরশূন্য পর্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। ইত্যবসরে তিনি অপর হস্তে এক তালবৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক দ্রুতবেগে রামের প্রতি ধাবমান হইলেন। রাম ঐ উরগাকার উদ্যত হস্ত সুশাণিত ঐন্দ্রাস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ছিন্ন হস্ত ভূতলে বিচেষ্টমান হইতে লাগিল এবং তদ্দ্বারা বৃক্ষ পর্বত শিলা বানর ও রাক্ষসগণ চূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ ঘোর চীৎকারপূর্বক রামের প্রতি দ্রুতপদে ধাবমান হইলেন। তখন রাম দুই সুশাণিত অর্ধচন্দ্র অস্ত্র দ্বারা উঁহার পদদ্বয় ছেদন করিলেন। পদদ্বয় তদ্দণ্ডে দিকবিদিক গিরিগুহা মহাসমুদ্র ও লঙ্কা প্রতিধ্বনিত করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। কুম্ভকর্ণের হস্তপদ খণ্ডিত, তিনি বড়বামুখাকার মুখব্যাদানপূর্বক গভীর গর্জনসহকারে অন্তরীক্ষে রাহু যেমন চন্দ্রের প্রতি ধাবমান হয় সেইরূপ সহসা রামের প্রতি বেগে ধাবমান হইলেন। মহাবীর রাম তীক্ষ্ম শরনিকরে উঁহার মুখকুহর পূর্ণ করিয়া দিলেন। কুম্ভকর্ণের বাক্‌রোধ হইয়া গেল। তিনি অতিকষ্টে অস্ফুট শব্দপূর্বক মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন রাম ভাস্করবৎ প্রখরজ্যোতি ব্রহ্মদণ্ডতুল্য কৃতান্তসদৃশ ঐন্দ্রাস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং ঐ সুশাণিত বায়ুবেগগামী অস্ত্র কুম্ভকর্ণের প্রতি বজ্রবৎ মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। ঐন্দ্রাস্ত্র বিধূম বহ্নির ন্যায় অতিমাত্র করালদর্শন, উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র স্বতেজে দিকমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া ভীমবিক্রমে চলিল এবং কুম্ভকর্ণের কুণ্ডলসমলংকৃত গিরিশৃঙ্গতুল্য দংষ্ট্রাকরাল মুণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। ঐ বীর মুণ্ড পতিত হইবার কালে রথ্যাগৃহ, পুরদ্বার ও উচ্চ প্রাকার সমস্ত ভগ্ন করিল। কুম্ভকর্ণের প্রকাণ্ড দেহ বেগে সমুদ্রজলে গিয়া পড়িল এবং নক্র কুম্ভীর মৎস্য ও উরগগণকে মর্দনপূর্বক ক্রমশঃ তলস্পর্শ করিল। ঐ দেবব্রাহ্মণবৈরী মহাবীর এইরূপে নিহত হইলে পর্বত সহিত পৃথিবী সহসা কাঁপিয়া উঠিল, সুরগণ হর্ষভরে কোলাহল করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি মহর্ষি পন্নগ পক্ষী গুহ্যক যক্ষ ও গন্ধর্ব প্রভৃতি সকলে রামের পরাক্রমে যারপরনাই হৃষ্ট হইয়া নভোমণ্ডলে আরোহণপূর্বক এই বিস্ময়কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণবধে অত্যন্ত ভীত হইল এবং মাতঙ্গেরা যেমন সিংহকে দেখিয়াই ব্যথিত হয় সেইরূপ উহারা রামকে দেখিয়া আর্তরবে চীৎকার করিতে লাগিল। সূর্য যেমন অন্তরীক্ষে রাহুগ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্ধকার নিরাস-পূর্বক শোভিত হন সেইরূপ রাম কুম্ভকর্ণকে বিনাশ করিয়া বানরগণের মধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে বানরগণের মুখ হর্ষে বিকসিত পদ্মের ন্যায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং উহারা বারংবার রামকে পূজা করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ তুমুল যুদ্ধে কদাচ পরাজিত হন নাই, তিনি সুরসৈন্যসংহারক, সুররাজ যেমন বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন রাম সেইরূপ উঁহাকে বিনাশ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণকে নিহত দেখিয়া রাবণের নিকট গমনপূর্বক কহিল, মহারাজ! কৃতান্ততুল্য মহাবীর কুম্ভকর্ণ বানরগণকে বিদ্রাবণ ও ভক্ষণপূর্বক স্বয়ং বিনষ্ট হইয়াছেন। তিনি মুহূর্তকাল উঁহাদিগকে অতিশয়

সন্তপ্ত করিয়া রামের তেজে প্রশান্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার কবন্ধমূর্তি ভীমদর্শন সমুদ্রে অর্ধপ্রবিষ্ট, তাঁহার নাসাকর্ণ ছিন্ন, সর্বশরীর শোণিতলিপ্ত, তিনি এইরূপ বিকৃত দেহে লঙ্কাদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া ছিলেন, তাঁহার হস্তপদ কিছুই ছিল না, তিনি অনাবৃত দেহে দাবদগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ মহাবল কুম্ভকর্ণের বধসংবাদে অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া তৎক্ষণাৎ মূর্ছিত হইলেন। দেবান্তক, নরান্তক, ত্রিশিরা ও অতিকায় পিতৃব্যবধে যারপরনাই আকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহোদর ও মহাপার্শ্ব এই দুই মহাবীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতার বধবার্তায় কাতর হইয়া অশ্রুপাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর রাক্ষসরাজ অতিকষ্টে সংজ্ঞালাভপূর্বক কুম্ভকর্ণকে উদ্দেশ করিয়া আকুলমনে দীনভাবে কহিতে লাগিলেন, হা কুম্ভকর্ণ! হা শত্রুদর্পহারী মহাবীর! তুমি সহসা আমায় পরিত্যাগপূর্বক মৃত্যুমুখে আত্ম-সমর্পণ করিলে? তুমি আমার ও বান্ধবগণের হৃদয়শল্য উদ্ধার না করিয়া আমাকে পরিত্যাগপূর্বক একাকী কোথায় গেলে? আমি যাহার অভয় আশ্রয়ে সুরাসুরকেও কিছুমাত্র ভয় করিতাম না, আমার সেই দক্ষিণ হস্ত এতদিনে স্খলিত হইয়া পড়িল, এক্ষণে আমি আর জীবিত নহি। যিনি দেবদানবের দর্প চূর্ণ করিতেন, যিনি স্বতেজে প্রলয়কালীন হুতাশনের অনুরূপ ছিলেন, হা! রাম সেই বীরকে কিরূপে বিনাশ করিল! বজ্রাঘাতও যাহার দেহে দুঃখ উৎপাদন করিতে পারিত না, সেই তুমি রামের শরে নিপীড়িত হইয়া ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলে। আজ ঐ সমস্ত দেবতা ও ঋষি তোমার নিধন দর্শনে অন্তরীক্ষে আরোহণপূর্বক হর্ষভরে কোলাহল করিতেছে। অতঃপর বানরেরা প্রকৃত অবসর বুঝিয়া চতুর্দিক হইতে হৃষ্টমনে লঙ্কার দুর্গম দ্বারে আরোহণ করিবে। আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, জানকীরে লইয়াই বা আর কি হইবে, যখন কুম্ভকর্ণ বিনষ্ট হইলেন তখন আমার জীবনেই বা কাজ কি? যদি আমি ভ্রাতৃহন্তা রামকে বধ করিতে না পারি তবে আমার মৃত্যুই শ্রেয়। এক্ষণে যথায় কুম্ভকর্ণ গমন করিয়াছেন অদ্যই আমি সেই স্থানে যাইব, আমি ভ্রাতৃগণ ব্যতীত ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে চাহি না। আমি দেবগণের পূর্বাপকারী, এক্ষণে তাঁহারা আমাকে দেখিতে পাইলে নিশ্চয় উপহাস করিবেন। হা কুম্ভকর্ণ! তুমি ত বিনষ্ট হইলে, অতঃপর আমি তোমার সাহায্য ব্যতীত আর কিরূপে ইন্দ্রকে পরাজয় করিব। আমি পূর্বে মোহবশতঃ বিভীষণের কথা অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহারই ফল সম্পূর্ণই আমাতে ফলিল। যাবৎ কুম্ভকর্ণ ও প্রহস্তের এই নিদারুণ বধসংবাদ পাইয়াছি তদবধি বিভীষণের বাক্য আমায় লজ্জিত করিতেছে। আমি সেই ধার্মিককে যে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম এক্ষণে সেই কর্মের এই শোকজনক পরিণাম উপস্থিত হইল।

তৎকালে রাজা রাবণ আকুল মনে দীনভাবে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং অনুজ কুম্ভকর্ণকে ইন্দ্রেরও নিয়ন্তা জানিয়া সকাতরে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

একোনসপ্ততিতম সর্গ ॥ অনন্তর ত্রিশিরা রাক্ষসরাজ রাবণকে এইরূপ শোকার্ত দেখিয়া কহিলেন, রাজন্! আমাদিগের মহাবীর্য মধ্যম তাত বিনষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু আপনার ন্যায় বীরপুরুষেরা কদাচ এইরূপ বিলাপ করেন না। আপনার

বিক্রম বিশ্ববিজয়ে সমর্থ, তবে আপনি প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় কেন শোকাকুল হইতেছেন? আপনার ব্রহ্মদত্ত শক্তি আছে, অভেদ্য বর্ম শর ও শরাসন আছে এবং সহস্রগর্দভযুক্ত মেঘগম্ভীরনিঃস্বন রথও আছে। আপনি শস্ত্রবলে সুরাসুরকেও পুনঃ পুনঃ সংহার করিয়াছেন, এক্ষণে রামকে শাসন করা আপনার আবশ্যক। রাজন্! অথবা আপনি থাকুন আমিই যুদ্ধে যাইতেছি; বিহগরাজ গরুড় যেমন সর্পকে বিনাশ করেন আমিই সেইরূপ আপনার শত্রুকে বিনাশ করিয়া আসিব। যেমন ইন্দ্রের হস্তে শম্বরাসুর এবং বিষ্ণুর হস্তে নরকাসুর বিনষ্ট হইয়াছিল আজ সেইরূপ রাম আমার হস্তে বিনষ্ট হইয়া রণশায়ী হইবে।

তখন আসন্নমৃত্যু রাবণ ত্রিশিরার এইরূপ বাক্যে যেন পুনর্জন্মলাভের আনন্দ অনুভব করিলেন। দেবান্তক নরান্তক ও অতিকায় ইঁহারা যুদ্ধহর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং অগ্রে আমি, অগ্রে আমি এই বলিয়া যুদ্ধোৎসুক্যে সকলে গর্জন করিতে লাগিলেন। উঁহারা অন্তরীক্ষচর ও মায়াপটু, উঁহারা সুরগণেরও দর্প চূর্ণ করিয়াছেন, উঁহারা মহাবীর ও যুদ্ধোন্মত্ত এবং উঁহাদের বীরকীর্তি সর্বত্র সুপ্রচার আছে। দেব গন্ধর্ব কিন্নর ও উরগগণের নিকট উঁহাদিগের পরাজয়ের কথা কদাচই শ্রুত হওয়া যায় না; উঁহারা সর্বাস্ত্রবিৎ ও সমরনিপুণ, উঁহাদের বিজ্ঞানবল প্রবল এবং উঁহারা বরগর্বিত। সুররাজ ইন্দ্র যেমন দানবদর্পহারী সুরগণে বেষ্টিত হইয়া শোভা পান, সেইরূপ রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ সমস্ত উজ্জ্বলমূর্তি শত্রুনাশন পুত্রে পরিবৃত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি উঁহাদিগকে বারংবার স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন এবং উঁহাদিগের রক্ষাবিধানের জন্য মহোদর ও মহাপার্শ্বকে নিয়োগ করিয়া শুভ আশীর্বাদ করিলেন।

অনন্তর ঐ সমস্ত মহাবল রাক্ষস বীরবেশে সজ্জিত হইয়া রাবণকে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্বক যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মহোদর সর্বাস্ত্রপূর্ণ তূণীর গ্রহণ এবং এক ঐরাবতকুলোৎপন্ন নীরদশ্যামল সুদর্শন হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক অস্তগামী সূর্যের ন্যায শোভা ধারণ করিলেন। রাজকুমার ত্রিশিরা সদশ্বযোজিত অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ রথে আরোহণপূর্বক সুরধনুলাঞ্ছিত বিদ্যুৎশোভিত উল্কাভীষণ জ্বালাকরাল জলদের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। তিনটি স্বর্ণপর্বতে হিমাচল যেমন শোভিত হন, সেইরূপ তিনি তিন কিরীটে অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন। মহাবীর অতিকায় রাক্ষসরাজ রাবণের অন্যতর পুত্র। তিনি যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া এক উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথের চক্র ও অক্ষ সুগঠিত, উহা অনুকর্ষ ও কূবর নামক অঙ্গবিশেষ দ্বারা শোভিত আছে এবং উহাতে যুদ্ধোপকরণ শর শরাসন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত রহিয়াছে। মহাবীর অতিকায়ের সুশোভন মস্তকে কনককিরীট এবং সর্বাঙ্গে উৎকৃষ্ট অলঙ্কার। তিনি তৎকালে প্রভাভাস্বর সুমেরু পর্বতের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার চতুর্দিকে বীর রাক্ষস, তিনি সুরগণ-পরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

অনন্তর নরান্তক উচ্চৈঃশ্রবাসদৃশ স্বর্ণোজ্জ্বল মনোমারুতগামী বৃহৎ এক অশ্বে উঠিলেন। উল্কাবৎ প্রদীপ্ত একমাত্র প্রাসই তাঁহার অস্ত্র। ময়ূরোপরি কার্তিকেয় যেমন শক্তিহস্তে শোভা পান তিনি সেইরূপ ঐ প্রাসহস্তে শোভা ধারণ করিলেন। মহাবীর দেবান্তক কনকখচিত বৃহৎ এক পরিঘ গ্রহণপূর্বক সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত মন্দরধারী ভগবান বিষ্ণুর ন্যায় এবং মহাপার্শ্ব এক ভীষণ

গদা গ্রহণপূর্বক গদাধারী কুবেরের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ঐ সমস্ত মহাবীর সুরপুরী অমরাবতী হইতে সুরগণের ন্যায় লঙ্কাপুরী হইতে বহির্গত হইলেন। বহুসংখ্য রাক্ষস হস্ত্যশ্ব রথে আরোহণপূর্বক উঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। তৎকালে ঐ সমস্ত উজ্জ্বলমূর্তি রাজকুমার অন্তরীক্ষে প্রদীপ্ত গ্রহগণের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। উহাদের উদ্যত অস্ত্রশস্ত্র আকাশে উড্ডীন শারদমেঘধবল হংসশ্রেণীর ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। উঁহারা হয় মৃত্যু না হয় শত্রুজয় ইহার অন্যতর লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে নির্গত হইলেন। উঁহাদের মধ্যে কেহ গর্জন কেহ সিংহনাদ ও কেহ বা বিপক্ষের প্রতি আস্ফালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উঁহাদের তুমুল গর্জন ও বাহ্বাস্ফোটনে পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল এবং সিংহনাদে অন্তরীক্ষ যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

রাক্ষসেরা নির্গত হইয়াই দেখিল বানরগণ বৃক্ষশিলাহস্তে দণ্ডায়মান আছে। বানরেরাও দেখিল রাক্ষসসৈন্য যুদ্ধে আগমন করিতেছে। ঐ সৈন্য মেঘশ্যামল হস্ত্যশ্বসঙ্কুল ও কিঙ্কিণীনাদিত, তন্মধ্যে প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় উজ্জ্বল ও সূর্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য বীরগণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত করিয়া আছে। বানরেরা উহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া শৈল গ্রহণপূর্বক ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা উহাদের হর্ষ-কোলাহল সহ্য করিতে না পারিয়া ভীমরবে তর্জন গর্জন আরম্ভ করিল।

অনন্তর বানরবীরগণ বৃক্ষশিলা গ্রহণপূর্বক শিখরধারী পর্বতের ন্যায় রাক্ষসসৈন্যে প্রবিষ্ট হইল। কেহ কেহ রাক্ষসগণের উপর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আকাশে কেহ কেহ বা রণস্থলে পর্যটন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। বানরগণ রাক্ষসদিগের উপর বৃক্ষশিলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা শরনিকরে তৎসমুদয় নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। উভয়পক্ষীয় বীরগণের ভীষণ সিংহনাদ সকলকে চমকিত করিয়া তুলিল। বানরেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাক্ষসগণকে বৃক্ষশিলাপ্রহারে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। কোন রাক্ষসের মস্তক শৈলশৃঙ্গে চূর্ণ, কাহারও বা দুইচক্ষু মুষ্ট্যাঘাতে বহির্গত হইয়া পড়িল। উহারা এইরূপ দুর্বিষহ প্রহারব্যথায় কাতর হইয়া আর্তরব করিতে লাগিল।

অনন্তর ঐ সমস্ত রাক্ষসবীর শূল মুদ্গর খড়্গ প্রাস ও সুতীক্ষ্ম শক্তি দ্বারা বানরগণকে খণ্ড খণ্ড করিতে প্রবৃত্ত হইল। উভয়পক্ষীয় সৈন্য জিগীষাপরবশ হইয়া পরস্পরকে রণশায়ী করিতে লাগিল। উহাদের সর্বাঙ্গ শত্রুশোণিতে

সিক্ত, রণভূমি নিপাতিত বানর রাক্ষস শৈল ও খড়্গ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া গেল; রক্তনদী প্রবাহিত হইল; যুদ্ধমদমত্ত চূর্ণীকৃত পর্বতাকার রাক্ষসে বসুমতী পূর্ণ হইয়া উঠিল। রাক্ষসগণ বানর দ্বারা বানরকে এবং বানরগণ রাক্ষস দ্বারা রাক্ষসকে চূর্ণ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা বানরগণের হস্ত হইতে বৃক্ষশিলা এবং বানরেরা রাক্ষসগণের হস্ত হইতে অস্ত্রশস্ত্র বলপূর্বক লইয়া প্রহার আরম্ভ করিল। ঘোর সিংহনাদে রণস্থল ভীষণ হইয়া উঠিল। রাক্ষসগণের বর্ম ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, বৃক্ষ হইতে যেমন নির্যাস নিঃসৃত হয় সেইরূপ উহাদের সর্বাঙ্গ হইতে রক্ত নিঃসৃত হইতে লাগিল। বানরগণ রথ দ্বারা রথ, হস্তী দ্বারা হস্তী ও অশ্ব দ্বারা অশ্ব চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসগণ ক্ষুরপ্র অর্ধচন্দ্র ভল্ল ও শাণিত শর দ্বারা বানরগণেব বৃক্ষশিলা খণ্ড খণ্ড কবিতে লাগিল। বিক্ষিপ্ত পর্বত, ছিন্ন বৃক্ষ ও নিহত রাক্ষস ও বানরে রণভূমি নিবিড় হইয়া উঠিল। বানরেরা বলগর্বিত, উহাদের যুদ্ধেচ্ছা বিলক্ষণ প্রবল; উহারা নির্ভয় হইয়া নখ দন্ত ও বৃক্ষ শিলা দ্বারা রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ যুদ্ধ অতিশয় লোমহর্ষণ হইয়া উঠিল, বানরেরা হৃষ্ট ও রাক্ষসেরা বিনষ্ট হইতে লাগিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া মহর্ষি ও সুরগণ কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই অবসরে অশ্বারূঢ় মহাবীর নরান্তক মৎস্য যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে সেইরূপ বায়ুবেগে বানবসৈন্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার হস্তে সুশাণিত শক্তি। ঐ মহাবীব তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই একাকী সাত শত বানরকে প্রাস দ্বারা ক্ষণমাত্রে বিনাশ করিলেন। বিদ্যাধর ও মহর্ষিগণ অশ্বারোহী নরান্তকের ঘোরতর যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। অনতিকালমধ্যে তাঁহার বিচরণপথ মাংস ও শোণিতে কর্দমময হইয়া উঠিল এবং পতিত পর্বতাকার বানরগণে পূর্ণ হইয়া গেল। বানরেরা যে সময় বিক্রম প্রদর্শনের ইচ্ছা করিতেছে মহাবীর নরান্তক সেই-ক্ষণেই তাহাদিগকে শক্তি দ্বারা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিতেছেন। বহ্নি যেমন সমস্ত বন দগ্ধ করিয়া ফেলে, তিনি সেইরূপ বানরগণকে নির্মূল করিতে লাগিলেন। বানরেরা যাবৎ বৃক্ষ ও শৈল উৎপাটনে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাবৎকালমধ্যে প্রাসচ্ছিন্ন হইয়া বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় রণশাযী হইতেছে। নরান্তক প্রদীপ্ত প্রাস উদ্যত কবিয়া চতুর্দিক পর্যটনপূর্বক বর্ষাকালীন প্রবল বায়ুর ন্যায় সমস্ত মর্দন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধচেষ্টা ত দূরের কথা, তৎকালে বানরেরা তাঁহার বিক্রম দেখিয়া রণস্থলে তিষ্ঠিয়া থাকিতে এবং বাক্যস্ফূর্তি করিতেও সমর্থ হইল না। নরান্তক কি যান কি অবস্থান কি উত্থান যে যে অবস্থায় আছে তাহাকে সেই অবস্থায় দীপ্ত প্রাস দ্বাবা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। ঐ প্রাস অস্ত্রের কোন একটি লক্ষ্যে নিপাত বজ্রপাতের ন্যায় অতিমাত্র ভীষণ, বানরেরা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তুমুল আর্তরব করিতে লাগিল এবং বজ্রচ্ছিন্নশৃঙ্গ পর্বতের ন্যায় ধরাশায়ী হইল। এই অবসরে পূর্বে যে সমস্ত বানর কুম্ভকর্ণের বলবীর্যে নিপীড়িত হইয়াছিল তাহারা সুস্থ হইযা কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট গমন করিল। সুগ্রীব দেখিলেন, বানরসৈন্য নরান্তকের ভয়ে ভীত হইয়া চতুর্দিকে ধাবমান হইয়াছে এবং মহাবীর নরান্তক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ ও প্রাসধারণপূর্বক আগমন করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে সুগ্রীব ইন্দ্রবিক্রম কুমার অঙ্গদকে কহিলেন, বৎস! ঐ যে বীর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক বানরগণকে ভক্ষণ করিতেছে তুমি গিয়া উহাকে শীঘ্র বিনাশ কর।

তখন অঙ্গদ কপিরাজের আদেশে সূর্যের ন্যায় মেঘসদৃশ স্বসৈন্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মহাবীর অঙ্গদ নিবিড় শৈলের ন্যায় কৃষ্ণকায়, তাঁহার হস্তে স্বর্ণাঙ্গদ, তিনি ধাতুরঞ্জিত পর্বতবৎ সুশোভিত হইলেন। তিনি নিরস্ত্র, নখ ও দশনই তাঁহার অস্ত্র, তিনি সহসা নরান্তকের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, বীর! এই সমস্ত সামান্য বানরের সহিত যুদ্ধ করিয়া কি ফল। এক্ষণে তুমি আমার এই বক্ষঃস্থলে বজ্রস্পর্শ প্রাস নিক্ষেপ কর।

তখন মহাবীর নরান্তক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ দংশন ও উরগের ন্যায় দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক অঙ্গদের সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সহসা প্রদীপ্ত প্রাস পরিত্যাগ করিলেন। প্রাস তৎক্ষণাৎ অঙ্গদের বজ্রকল্প বক্ষে চূর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন অঙ্গদ প্রাসাস্ত্র গরুড়চ্ছিন্ন সর্পের বলবীর্যের ন্যায় নিষ্ফল দেখিয়া নরান্তকের বাহন অশ্বের মস্তকে এক চপেটাঘাত করিলেন। চপেটাঘাত করিবামাত্র ঐ পর্বতাকার অশ্বের পদ ভূতলে প্রবিষ্ট হইল, চক্ষের তারকা স্খলিত হইয়া পড়িল, জিহ্বা নির্গত হইল এবং মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল ; অশ্ব মৃত ও ভূতলে পতিত হইল।

তখন নরান্তক অশ্ব বিনষ্ট ও ভূতলে পতিত দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং অঙ্গদের মস্তকে এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। অঙ্গদের মস্তক অতিমাত্র ব্যথিত হইল, তাঁহার মুখ দিয়া উষ্ণ শোণিত নির্গত হইতে লাগিল, তিনি নিপীড়িত ও বিমোহিত হইলেন এবং পুনর্বার সংজ্ঞালাভপূর্বক বিস্মিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি গিরিশিখরতুল্য এক মুষ্টি মৃত্যুবেগে নরান্তকের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। নরান্তকের বক্ষ নিমগ্ন ও ভগ্ন হইয়া গেল, সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত, মুখ দিয়া অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল, তিনি বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন।

অঙ্গদ নরান্তককে বধ করিবামাত্র অন্তরীক্ষে দেবগণ এবং রণস্থলে বানরগণ অত্যন্ত কোলাহল করিতে লাগিলেন। অঙ্গদ এই তুষ্টিকর ও দুষ্কর কার্য সাধন করিলে রাম অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং যুদ্ধ করিবার জন্য পুনর্বার প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

তখন মহাবীর দেবান্তক, ত্রিমূর্ধা ও মহোদর এই তিন রাক্ষস নরান্তককে ধরাশায়ী দেখিয়া ঘোরতর গর্জন আরম্ভ করিলেন। মহোদর মেঘাকার হস্তীর পৃষ্ঠে আরূঢ় ; তিনি দ্রুতবেগে অঙ্গদের প্রতি ধাবমান হইলেন। দেবান্তক ভ্রাতৃবধে যারপরনাই ক্ষুব্ধ, তিনি ভীষণ পরিঘ গ্রহণপূর্বক তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। ত্রিশিরা অশ্বশোভিত সূর্যসঙ্কাশ রথে প্রতিষ্ঠিত, তিনিও ক্রোধভরে ধাবমান হইলেন। অঙ্গদ ঐ সমস্ত দেবদর্পহারী রাক্ষসকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া এক শাখাবহুল বৃক্ষ উৎপাটন করিলেন এবং দেবান্তককে লক্ষ্য করিয়া প্রদীপ্ত বজ্রের ন্যায় বেগে উহা নিক্ষেপ করিলেন। তখন ত্রিশিরা সর্পাকার শরে ঐ বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে মহাবীর অঙ্গদ উত্থিত হইয়া উঁহার প্রতি পুনরায় বৃক্ষশিলা বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ত্রিশিরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শাণিত শরে এবং মহোদরও পরিঘপ্রহারে তৎসমুদয় ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ত্রিশিরা শর বর্ষণপূর্বক অঙ্গদের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহোদর বেগে গিয়া ক্রোধভরে অঙ্গদের বক্ষে এক বজ্রসার তোমর প্রহার করিলেন। দেবান্তকও অঙ্গদের সন্নিহিত হইয়া মহাক্রোধে এক পরিঘ আঘাতপূর্বক শীঘ্র

তথা হইতে অপসৃত হইলেন। কিন্তু মহাপ্রতাপ অঙ্গদ এই তিন ভীষণ রাক্ষসে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিচলিত হইলেন না। পরে ঐ দুর্জয় মহাবীর বেগে গিয়া মহোদরের হস্তীকে এক চপেটাঘাত করিলেন। চপেটাঘাতে হস্তীর দুই নেত্র স্খলিত হইয়া পড়িল এবং সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর অঙ্গদ উহার বিশাল দন্ত উৎপাটনপূর্বক বেগে গিয়া দেবান্তককে প্রহার করিলেন। দেবান্তক তন্দণ্ডে বাতকম্পিত বৃক্ষবৎ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন ; তাঁহার দেহ হইতে লাক্ষারসতুল্য শোণিত প্রবল বেগে ছুটিতে লাগিল। পরে তিনি অতিকষ্টে সুস্থ হইয়া এক ঘোর পরিঘ বিঘূর্ণিত করিয়া মহাবেগে অঙ্গদকে প্রহার করিলেন। অঙ্গদ ঐ আঘাতে ব্যথিত এবং জানুযুগল সংকোচপূর্বক মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে অবিলম্বেই সুস্থ হইয়া আবার গাত্রোত্থান করিলেন। উত্থানকালে ত্রিশিরা তিন শরে তাঁহার ললাটদেশ বিদ্ধ করিয়া ঘোর রবে গর্জন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাবীর হনুমান ও নীল অঙ্গদকে রাক্ষসে বেষ্টিত দেখিয়া তাঁহার সান্নিহিত হইলেন। নীল ত্রিশিরাকে লক্ষ্য করিয়া এক শৈলশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। ত্রিশিরাও তিন শরে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। গিরিশৃঙ্গ জ্বালা ও স্ফুলিঙ্গ ব্যাপ্ত হইয়া তন্দণ্ডে ভূতলে পড়িল। তখন মহাবল দেবান্তক পরিঘহস্তে হনুমানের প্রতি ধাবমান হইলেন। হনুমানও লম্ফপ্রদানপূর্বক ঘোর রবে রাক্ষসগণকে ভীত করিয়া উহার মস্তকে বজ্রবেগে এক মুষ্টি প্রহার করিলেন। দেবান্তকের দন্ত ও চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল, জিহ্বা লম্বমান হইতে লাগিল, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন।

অনন্তর ত্রিশিরা অধিকতর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নীলের বক্ষে শরক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহোদর পর্বতাকার হস্তীর উপর পুনর্বার আরোহণ এবং মন্দর-গিরি-প্রতিষ্ঠিত সূর্যের ন্যায় জ্যোতি বিস্তারপূর্বক ক্রোধভরে নীলের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বোধ হইল, সুরধনুলাঞ্ছিত মেঘ পুনঃ পুনঃ গর্জন

ও পর্বতোপরি অনবরত বর্ষণ করিতেছে। সেনাপতি নীল উঁহার শরে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেলেন। তিনি নিশ্চেষ্ট, তাঁহার সর্বাঙ্গ শিথিল। পরে ঐ মহাবীর সুস্থ হইয়া বৃক্ষবহুল পর্বত উৎপাটনপূর্বক বেগে মহোদরের মস্তকে আঘাত করিলেন। মহোদর ঐ আঘাতে চূর্ণ হইয়া মৃত ও বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার হস্তীও তাঁহার সহিত বিনষ্ট ও ধরাশায়ী হইল।

অনন্তর মহাবীর ত্রিশিরা পিতৃব্যকে নীলের হস্তে নিহত দেখিয়া, শরাসন গ্রহণপূর্বক ক্রোধভরে শাণিত শরে হনুমানকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হনুমান ক্রুদ্ধ হইয়া উঁহার প্রতি গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। ত্রিশিরাও সুশাণিত শরে তৎক্ষণাৎ তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন হনুমান গিরিশৃঙ্গ ব্যর্থ হইল দেখিয়া, মহাবেগে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। ত্রিশিরা শূন্যমার্গে তাহা ছেদন করিয়া ভীমরবে গর্জন করিতে লাগিলেন। তখন মৃগরাজ সিংহ যেমন হস্তীকে বিদীর্ণ করে, সেইরূপ হনুমান ক্রোধভরে নখরপ্রহারে উঁহার অশ্বকে বিদীর্ণ করিলেন। মহাবীর ত্রিশিরা কালরাত্রিবৎ করাল শক্তি লইয়া মহাবেগে হনুমানের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। হনুমান আকাশচ্যুত উল্কার ন্যায় ত্রিশিরার ঐ অপ্রতিহতগতি শক্তি দুই হস্তে গ্রহণপূর্বক দ্বিখণ্ড করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বানরগণ ঘোরদর্শন শক্তি ভগ্ন হইল দেখিয়া হৃষ্ট মনে মেঘবৎ গর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন ত্রিশিরা ক্রোধভরে খড়্গ উদ্যত করিয়া হনুমানের বক্ষে আঘাত করিলেন। হনুমানও উঁহার বক্ষে এক চপেটপ্রহার করিলেন। ত্রিশিরা তৎক্ষণাৎ মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। ইত্যবসরে হনুমান উঁহার হস্ত হইতে খড়্গ আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া রাক্ষসগণের মনে ভয়সঞ্চারপূর্বক গর্জন করিতে লাগিলেন। ঐ গর্জন তৎকালে ত্রিশিরার আর কিছুতেই সহ্য হইল না, তিনি গাত্রোত্থানপূর্বক হনুমানকে মহাবেগে এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। হনুমানের ক্রোধানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি ত্রিশিরার কেশমুষ্টি গ্রহণ-পূর্বক ইন্দ্র যেমন বিশ্বকর্মপুত্র বিশ্বরূপের শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন সেইরূপ উঁহার কিরীটশোভিত কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ঐ দীর্ঘনাসাযুক্ত দীর্ঘকর্ণ দীপ্তচক্ষু রাক্ষসমুণ্ড আকাশচ্যুত গ্রহনক্ষত্রের ন্যায় ভূতলে পড়িল। তদ্দৃষ্টে বানরগণ সিংহনাদ করিতে লাগিল, পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল এবং রাক্ষসেরা যারপরনাই ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর মত্ত দেবান্তক প্রভৃতি বীরগণকে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধভরে এক গদা গ্রহণ করিল। ঐ লৌহময় গদা জ্বালাকরাল স্বর্ণপট্টশোভিত মাংসলিপ্ত রক্তফেনাযুক্ত শত্রুশোণিততৃপ্ত ও রক্তমাল্যবেষ্টিত ; উহার অগ্রভাগ হইতে নিরন্তর প্রখর তেজ নির্গত হইতেছে এবং উহা দেখিলে ঐরাবত, মহাপদ্ম ও সার্বভৌম প্রভৃতি দিগ্‌গজগণও কম্পিত হয়। বীর মত্ত ঐ ভীষণ গদা গ্রহণপূর্বক যুগান্তবহ্নির ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বানরগণের প্রতি বেগে ধাবমান হইল। ইত্যবসরে কপিপ্রবীর ঋষভ রাক্ষসসৈন্যের নিকটস্থ হইয়া মত্তের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। মত্ত উহার বক্ষে ঐ বজ্রকল্প গদা বেগে নিক্ষেপ করিলেন। ঋষভের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল, সর্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল এবং রক্তস্রোত অনর্গল বহিতে লাগিল। ঋষভ বহুক্ষণের পর সচেতন হইয়া ক্রোধস্পন্দিত ওষ্ঠে ঘন ঘন মত্তকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পরে ঐ বীর বেগে মত্তের নিকটস্থ হইয়া উহার বক্ষে প্রবল বেগে এক মুষ্টিপ্রহার করিল। মত্তের সর্বশরীর রুধিরে আর্দ্র হইয়া গেল, সে তৎক্ষণাৎ ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মূর্ছিত

হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে ঋষভ সহসা উঁহার হস্ত হইতে ঐ যমদণ্ডতুল্য ভীষণ গদা লইয়া তুমুল গর্জন আরম্ভ করিল। মহাবীর মত্ত সন্ধ্যামেঘবৎ রক্তবর্ণ ; সে মুহূর্তকাল প্রহারব্যথায় মৃতপ্রায় হইয়াছিল, পরে সহসা সংজ্ঞালাভপূর্বক ঋষভকে প্রহার করিতে লাগিল। ঋষভ মূর্ছিত হইয়া পড়িল এবং অবিলম্বে সংজ্ঞালাভ এবং গাত্রোত্থানপূর্বক ঐ পর্বতাকার গদা বিঘূর্ণিত করিয়া মত্তকে প্রহার করিল। ভীষণ গদাপ্রহারে ঐ বিপ্রবৈরী যজ্ঞশত্রু রাক্ষসের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং পর্বত হইতে ধাতুধারার ন্যায় অজস্রধারে উহার সর্বাঙ্গ হইতে রক্ত বহিতে লাগিল। ইত্যবসরে ঋষভ ঐ গদা গ্রহণপূর্বক রাক্ষসসৈন্যের অভিমুখে ধাবমান হইল এবং গদা পুনঃ পুনঃ বিঘূর্ণিত করিয়া উহাদিগকে সংহার করিতে লাগিল। মত্তের সর্বশরীর গদাঘাতে চূর্ণ হইয়া গেল, উহার দন্ত ও চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল। সে বিনষ্ট হইয়া বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত হইল। তখন রাক্ষসসৈন্য অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক কেবল প্রাণভয়ে বাত্যাহত সমুদ্রের ন্যায় চতুর্দিকে ধাবমান হইল।

সপ্ততিতম সর্গ ॥ অনন্তর দেবদানবদর্পহারী অতিকায় ইন্দ্রবিক্রম ভ্রাতৃগণ পিতৃব্য মহোদর ও মত্তকে নিহত এবং রাক্ষসসৈন্যকে ব্যথিত দেখিয়া অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তিনি সমবেত সহস্র সূর্যের ন্যায় ভাস্বর রথে আরোহণ-পূর্বক মহাবেগে বানরগণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল, হস্তে বিস্ফারিত শরাসন ; তিনি মুহুর্মুহু স্বনাম প্রখ্যাপনপূর্বক ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর ভীমরবে গর্জন ও কোদণ্ড আস্ফালনপূর্বক বানরদিগকে যারপরনাই শঙ্কিত করিয়া তুলিলেন। বানরেরা উঁহার প্রকাণ্ড দেহ দর্শনে উঁহাকে কুম্ভকর্ণ বোধ করিয়া সভয়ে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় লইতে লাগিল। অতিকায়ের মূর্তি স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল আক্রমণে প্রবৃত্ত ভগবান বিষ্ণুর ন্যায় ভীষণ ; বানরেরা উঁহাকে দেখিবামাত্র সভয়ে ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল। উহারা ঐ ভীম রাক্ষস দর্শনে বিমোহিত হইয়া আশ্রিতপালক রামের আশ্রয় লইল। রাম উহাদিগকে অভয়প্রদানে আশ্বস্ত করিয়া দূর হইতে দেখিলেন, পর্বতপ্রমাণ মহাবীর অতিকায় এক উৎকৃষ্ট রথের উপর কৃষ্ণমেঘের ন্যায় ঘন ঘন গর্জন করিতেছেন। তিনি উঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং বিভীষণকে জিজ্ঞাসিলেন, রাক্ষসরাজ! যিনি ঐ সূর্য-সঙ্কাশ সহস্র অশ্বযুক্ত প্রকাণ্ড রথে রণস্থল উজ্জ্বল করিয়া আগমন করিতেছেন, যাঁহার দৃষ্টি সিংহদৃষ্টিবৎ স্থির ও গম্ভীর, যাঁহার দেহ পর্বতপ্রমাণ, যাঁহার হস্তে বিশাল শরাসন, যিনি সুতীক্ষ্ণ শূল প্রাস ও তোমর প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যগত হইয়া ভূতপরিবৃত ভগবান রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, যিনি কালজিহ্বাকরাল শক্তি অস্ত্রে বিদ্যুৎমণ্ডিত মেঘের ন্যায় বিরাজমান, যাঁহার স্বর্ণখচিত শরাসন ইন্দ্রধনু যেমন অন্তরীক্ষকে সুরঞ্জিত করে সেইরূপ রথকে সুশোভিত করিতেছে, যাঁহার ধ্বজদণ্ডে রাহুচিহ্ন, যাঁহার ধনুঃখণ্ড সুসজ্জিত মেঘগম্ভীররবী স্থানত্রয়ে সন্নত এবং শত সুরধনুর ন্যায় সুরম্য, যাঁহার রথ ধ্বজপতাকামণ্ডিত ও অনুকর্ষযুক্ত, যে রথ চারিটি সারথি দ্বারা মেঘগম্ভীর রবে চালিত হইতেছে, যাহাতে অষ্টত্রিংশ শরাসন, তূণীর ও স্বর্ণবর্ণ ভীষণ জ্যা আছে এবং চতুর্হস্ত-মুষ্টিবিশিষ্ট, দশহস্তদীর্ঘ প্রদীপ্ত দুই খড়্গ দৃষ্ট হইতেছে,

ঐ রথে ঐ মহাবীর কে? যাঁহার কণ্ঠে রক্তমাল্য, যাঁহার মুখ মৃত্যুর ন্যায় ভীষণ, যিনি কৃষ্ণবর্ণ, যিনি মেঘান্তরিত সূর্যের ন্যায় প্রভা বিস্তার করিতেছেন, যিনি স্বর্ণাঙ্গদধারী ভুজযুগলে শৃঙ্গদ্বয়শোভিত হিমাচলের ন্যায় শোভমান, যাঁহার ভীষণ মুখ কুণ্ডলযুগলে অলঙ্কৃত হইয়া পুনর্বসুর মধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে, যাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র বানরগণ সভয়ে পলাইতেছে, ঐ মহাবীর কে?

বিভীষণ কহিলেন, রাম! ইনি রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্র এবং বলবীর্যে তাহারই অনুরূপ, ইঁহার নাম অতিকায়, ইনি সর্বশাস্ত্রবিশারদ ও বৃদ্ধমতানুবর্তী, ইনি হস্তী ও অশ্বারোহণে সুপটু, অসিচর্যা ও ধনুগ্রহণে সুদক্ষ, সাম দান ও সন্ধিবিগ্রহে ইঁহার নৈপুণ্য আছে; বলিতে কি, ইঁহারই বাহুবল আশ্রয় করিয়া লঙ্কাপুরী সম্পূর্ণ নির্ভয় রহিয়াছে। রাজমহিষী ধান্যমালিনী এই মহাবীরের জননী · ইনি তপোবলে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সুপ্রসন্ন করিয়াছেন এবং তাঁহারই প্রসাদলব্ধ অস্ত্রপ্রভাবে ইনি বিজয়ী ও দেবাসুরের অবধ্য। ইনি তপোবলে দিব্য কবচ ও উজ্জ্বল রথ অধিকার করিয়াছেন। বহুসংখ্য দেবদানব ইঁহার নিকট পরাস্ত, ইনি রাক্ষসগণকে রক্ষা ও যক্ষদিগকে সংহার করিয়াছেন। একদা ইনিই অস্ত্রবলে ইন্দ্রের বজ্রকে স্তম্ভিত করিয়া দেন এবং বরুণের পাশ পরাহত করেন। তুমি শীঘ্রই এই মহাবীরকে বিনাশ করিতে যত্নবান হও, ইনি অচিরাৎ বানরগণকে ছিন্নভিন্ন করিবেন।

অনন্তর মহাবল অতিকায় বানরগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শরাসন বিস্ফারণ· পূর্বক ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে কুমুদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ নীল ও শরভ এই কয়েক জন বীর ঐ ভীমমূর্তি রাক্ষসকে নিরীক্ষণ ও বৃক্ষশিলা বর্ষণপূর্বক ধাবমান হইলেন। অতিকায় শরনিকরে ঐ সমস্ত বৃক্ষশিলা খণ্ড খণ্ড করিয়া উহাদিগকে লৌহময় শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। উঁহারা অতিকায়ের শরে বিদ্ধদেহ ও পরাজিত হইলেন, উঁহাদের প্রতিকার-শক্তি আর কিছুমাত্র দৃষ্ট হইল না। তখন যৌবনগর্বিত রুষ্ট সিংহ যেমন মৃগযূথকে ভীত করে সেইরূপ অতিকায় বানরসৈন্যকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু যে ব্যক্তি যুদ্ধে বিমুখ তিনি প্রতিপক্ষের মধ্যে এমন আর কাহাকেই প্রহার করিলেন না। পরে ঐ মহাবীর রামের নিকটস্থ হইয়া সগর্ব বাক্যে কহিলেন, দেখ, আমি শরশরাসন হস্তে রথারোহণ করিয়া আছি; স্বল্পপ্রাণ সামান্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করা আমার অভীষ্ট নহে, যাহার শক্তি আছে এবং যে ব্যক্তি বিশেষ উৎসাহী আজ সেই-ই আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক।

তখন লক্ষ্মণ অতিকায়ের এই গর্বিত বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং অসহিষ্ণু হইয়া গাত্রোত্থানপূর্বক হাস্যমুখে ধনু গ্রহণ করিলেন। পরে তূণীর হইতে শর উদ্ধারপূর্বক উঁহার সম্মুখে মুহুর্মুহু ধনু আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের ঐ আকর্ষণশব্দে সমস্ত পৃথিবী, আকাশ, দশ দিক ও সমুদ্র পূর্ণ হইয়া গেল এবং রাক্ষসেরাও অত্যন্ত ভীত হইতে লাগিল।

মহাবল অতিকায় ঐ ভীষণ জ্যা-শব্দে যারপরনাই বিস্মিত হইলেন এবং লক্ষ্মণকে যুদ্ধার্থ উত্থিত দেখিয়া সুশাণিত শর গ্রহণপূর্বক ক্রোধভরে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি বালক, বীরত্বের কিছুই জান না; যাও, এই কালকল্প মহাবীরের সহিত কি জন্য যুদ্ধ ইচ্ছা করিতেছ? হিমালয়, ভূলোক ও অন্তরীক্ষও আমার এই শরবেগ সহিতে পারে না। তুমি কি জন্য সুখসুপ্ত প্রলয়বহ্নিকে প্রবোধিত
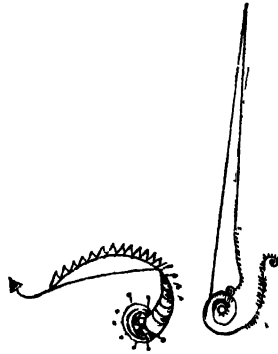
করিবার ইচ্ছা কর? এক্ষণে ধনুখণ্ড রাখিয়া আস্তে আস্তে ফিরিয়া যাও, আমার হস্তে প্রাণটি হারাইও না। অথবা দেখিতেছি তুমি একটি উদ্ধতস্বভাব, তোমার ফিরিতে ইচ্ছা নাই, ভালই, তবে তুমি এখনই যমালয়ে যাও। আমার এই সমস্ত শাণিত শর দেবাদিদেব রুদ্রের ত্রিশূলসদৃশ ও শত্রুর দর্পহারী, তুমি এখনই ইহার বেগ প্রত্যক্ষ কর। রুষ্ট সিংহ যেমন হস্তীর রক্ত পান করে সেইরূপ এই সর্পাকার শর অচিরাৎ তোমার রক্ত পান করিবে। এই বলিয়া ঐ মহাবীর রোষভরে কার্ম্মুকে শরসন্ধান করিলেন।

অনন্তর মহাবল লক্ষ্মণ অতিকায়ের এইরূপ সগর্ব বাক্য শ্রবণপূর্বক কহিলেন, রাক্ষস! তুমি কেবল কথামাত্রে প্রধান হইতে পার না, লোকে আত্মশ্লাঘা করিয়া কদাচ সৎপুরুষ হইতে পারে না। এই আমি ধনুর্বাণহস্তে দাঁড়াইয়া রহিলাম, রে দুরাত্মন্! তুই স্বীয় বলবীর্যের পরিচয় দে। তুই আর বৃথা আত্মগর্ব প্রকাশ করিস না, এক্ষণে কর্ম্ম দ্বারা আপনাকে প্রদর্শন কর। যাঁহার পৌরুষ আছে তিনিই বীরপুরুষ। তুই সর্বাস্ত্রসম্পন্ন ও রথস্থ, এক্ষণে অস্ত্র বা শস্ত্র যদ্দ্বারাই হউক স্ববিক্রম প্রদর্শন কর। পশ্চাৎ আমি বায়ু যেমন সুপক্ক তালফল বৃন্ত হইতে প্রচ্যুত করে সেইরূপ এই সমস্ত শরে তোর মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিব। আজ আমার এই শর তোর ক্ষতমুখোত্থিত রক্ত সুখে পান করিবে। তুই আমাকে সামান্য বালক-বোধে অবজ্ঞা করিস্ না; আমি বালক বা বৃদ্ধই হই, তুই আমাকে সাক্ষাৎ মৃত্যু জ্ঞান কর! দেখ বিষ্ণু বামনরূপী হইয়াও ত্রিপদে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলেন।

ঐ দুই মহাবীব এইরূপ বাকবিতণ্ডা করিতেছেন ইত্যবসরে বিদ্যাধর, ভূত দেব, দৈত্য, মহর্ষি ও গুহ্যকগণ এই অদ্ভুত যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অতিকায় লক্ষ্মণের বাক্যে অতিমাত্র কুপিত হইলেন এবং শরাসনে শরযোজনা করিয়া বেগে পরিত্যাগ করিলেন। শর প্রবল গতিবেগে আকাশকে যেন সংক্ষিপ্ত করিয়া চলিল। তখন লক্ষ্মণ ঐ সর্পাকার শর অর্ধচন্দ্রাস্ত্রে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে অতিকায় স্বনিক্ষিপ্ত শর ছিন্ন সর্পের ন্যায় নিষ্ফল দেখিয়া, ক্রোধভরে পুনরায় পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণও অর্ধপথে তৎসমুদয় দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং উঁহাকে লক্ষ্য করিবা স্বতেজঃপ্রজ্বলিত শর মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সন্নতপর্ব শরে অতিকায়ের ললাট বিদ্ধ হইল এবং উহা তাঁহার ললাটে প্রোথিত ও রক্তাক্ত হইয়া পর্বতসংলগ্ন সর্পের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন অতিকায় প্রহারব্যথায় ক্লিষ্ট হইয়া রুদ্রশরে ত্রিপুরাসুরের পুরদ্বারবৎ কম্পিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া

কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি অব্যর্থ শর পরিত্যাগ করিয়াছ, তুমিই আমার প্রশংসনীয় শত্রু। অতিকায় মুক্তকণ্ঠে এইরূপ কহিয়া হস্তদ্বয় স্ববশে স্থাপন ও রথের উপস্থ স্থানে উপবেশনপূর্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর এককালে এক, তিন, পাঁচ ও সাত শর গ্রহণ, সন্ধান, আকর্ষণ ও পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সমস্ত কালকল্প সূর্যবৎ দুর্নিরীক্ষ্য শর নিক্ষিপ্ত হইয়া নভোমণ্ডলকে উজ্জ্বল করিয়া চলিল। লক্ষ্মণ ব্যস্তসমস্ত না হইয়া তৎসমুদয় খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। অনন্তর অতিকায় স্বনিক্ষিপ্ত শর বিফল হইল দেখিয়া ক্রোধভরে পুনর্বার তীক্ষ্ণ শর পরিত্যাগ করিলেন। ঐ শর মহাবেগে লক্ষ্মণের বক্ষ ভেদ করিল এবং মত্ত হস্তীর কুম্ভদেশ হইতে যেমন মদক্ষরণ হয় সেইরূপ উঁহার বক্ষ হইতে খরধারে রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া এক আগ্নেয়াস্ত্র মন্ত্রপূত করিলেন। উঁহার শর ও শরাসন সহসা তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় মহাবীর অতিকায় এক সর্পাকার ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র সন্ধান করিলেন। লক্ষ্মণও কালদণ্ডের ন্যায় ঐ প্রজ্বলিত ঘোর আগ্নেয়াস্ত্র অতিকায়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অতিকায়ও ঐ সূর্যাস্ত্র-যোজিত আগ্নেযাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। দুইটি অস্ত্র তেজঃপ্রদীপ্ত ও ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় ভীষণ, উহারা আকাশপথে পরস্পর পরস্পরকে দগ্ধ করিয়া ভূতলে পড়িল। ঐ দুই অস্ত্র যদিও প্রদীপ্ত কিন্তু পরস্পরের প্রতিঘাতে সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হইল এবং ক্রমশঃ ভস্মীভূত ও জ্বালাশূন্য হইয়া পড়িল।

অনন্তর অতিকায় লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভবে ত্বষ্টৃদৈবত ঐষীকাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ ঐন্দ্রাস্ত্র দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন অতিকায় ঐষীকাস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া ক্রোধভরে যাম্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণও বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মেঘ যেমন বারিবর্ষণ করে অতিকায়ের উপর সেইরূপ শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত শর উঁহার হীরকখচিত বর্মে স্পর্শ হইবামাত্র ভগ্নমুখ হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ স্বনিক্ষিপ্ত সমস্ত শর বিফল হইল দেখিয়া পুনর্বার শরবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। অতিকায়ের সর্বাঙ্গ দুর্ভেদ্য বর্মে আবৃত, ঐ সমস্ত শর তৎকালে কিছুতেই তাঁহাকে ব্যথিত করিতে পারিল না।

এই অবসরে বায়ু লক্ষ্মণের নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, বীর! এই অতিকায় ব্রহ্মার বরলব্ধ অভেদ্য বর্মে আবৃত আছেন, অতএব তুমি ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ইঁহাকে বিদ্ধ কর, তদ্ব্যতীত ইঁহাকে বধ করিবার উপায়ান্তর নাই। এই মহাবল বর্মে আবৃত থাকিলে কোনও অস্ত্র ইঁহার বধসাধনে কৃতকার্য হইবে না।

তখন ইন্দ্রবিক্রম মহাবীর লক্ষ্মণ বায়ুর এই বাক্য শ্রবণপূর্বক শরাসনে উগ্রবেগ ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন। তিনি ঐ শাণিত শর সন্ধান করিলে দিঙ্‌মণ্ডল, চন্দ্রসূর্যাদি মহাগ্রহ, ও অন্তরীক্ষ বিত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ ঐ যমদূতকল্প বজ্রবেগ ব্রহ্মাস্ত্র শরাসনে সন্ধানপূর্বক অতিকায়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ব্রহ্মাস্ত্রের পুঙ্খ হীরকখচিত, উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র উহার বেগ বর্ধিত হইয়া উঠিল এবং উহা গগনমার্গে বায়ুবেগে চলিল। তখন অতিকায় ব্রহ্মাস্ত্র আগমন করিতে দেখিয়া সুশাণিত শরনিকরে উহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা পাইলেন কিন্তু অস্ত্র গরুড়বেগে ক্রমশঃ উঁহার সন্নিহিত হইতে লাগিল। অতিকায় ঐ প্রদীপ্ত কালকল্প ব্রহ্মাস্ত্র বিহত করিবার জন্য

সমস্ত প্রাণের সহিত শক্তি ঋষ্টি গদা কুঠার ও শূল প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু উহা তৎসমুদয় বিফল করিয়া তাঁহার কিরীটশোভিত মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। অতিকায়ের মুণ্ড হিমাচল-শৃঙ্গের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল ; তাঁহার বসন স্খলিত, ভূষণ বিক্ষিপ্ত ; হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ ঐ মহাবীরকে রণশায়ী দেখিয়া যারপরনাই ব্যথিত হইল। সকলে প্রহারশ্রমে ক্লান্ত এবং বিষণ্ণ ও দীন, উহারা বিকৃতস্বরে তুমুল আর্তনাদ করিতে লাগিল এবং ভীত হইয়া লঙ্কাপুরীর অভিমুখে ধাবমান হইল। বানরগণের মুখ হর্ষভরে পদ্মের ন্যায় উৎফুল্ল ; ভীমবল অতিকায় নিহত হইলে উহারা বিজয়ী লক্ষ্মণের যথোচিত প্রশংসা করিতে লাগিল।

একসপ্ততিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মহাবীর অতিকায়ের বধসংবাদ পাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, কহিলেন, রাক্ষসগণ! ধূম্রাক্ষ, প্রহস্ত ও কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি বীরগণ শত্রুহস্তে কখন পরাজিত হন না। ইঁহারা মহাকায় অস্ত্রবিশারদ ও বিজয়ী। রাম ইঁহাদিগকে ও অন্যান্য রাক্ষসবীরকে সসৈন্যে বিনাশ করিয়াছে। সে দিবস প্রখ্যাতবীর্য ইন্দ্রজিৎ বরলব্ধ অস্ত্রবলে রাম ও লক্ষ্মণকে বন্ধন করিয়াছিলেন। সুরাসুর যক্ষ গন্ধর্ব ও উরগেরাও সেই ঘোর বন্ধন উন্মোচন করিতে পারে না, কিন্তু জানি না, ঐ দুই বীর স্বপ্রভাব, মায়া বা মোহিনী শক্তির বলে সেই বন্ধন ছেদন করিয়াছে। যে-সকল রাক্ষস আমার আদেশে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল বানরেরা তাহাদিগকে বধ করিয়াছে। বলিতে কি, এখন আর এমন কোন বীরই নাই যে স্ববীর্যে রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণকে বিনাশ করিয়া আইসে। রামের কি বিক্রম! তাহার অস্ত্রবলই বা কি অদ্ভুত! রাক্ষসগণ তাহারই হস্তে দেহত্যাগ করিয়াছে। এক্ষণে প্রহরীরা অপ্রমাদে লঙ্কার সর্বত্র রক্ষা করুক এবং যে স্থানে জানকী রাক্ষসীগণে বেষ্টিত আছে সেই অশোক বনকেও রক্ষা করুক। অতঃপর যে কোন লোকের হউক নিষ্ক্রমণ ও প্রবেশ সর্বদাই জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। যে-যে স্থানে গুল্ম আছে তথায় গিয়া তোমরা সসৈন্যে অবস্থান কর। কি প্রদোষ, কি অর্ধরাত্রি, কি প্রত্যূষ যে কোন সময়েই হউক প্রতিপক্ষের মধ্যে কে কোথায় গতিবিধি করে সেইটি লক্ষ্য করা কর্তব্য, ইহাতে ঔদাস্য বিহিত নহে। বিপক্ষেরা উদ্যমযুক্ত, কি আগমনশীল, কি পূর্ববৎ অবস্থিত এই সমস্ত বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত।

তখন রাক্ষসগণ লঙ্কাধিপতি রাবণের আজ্ঞামাত্র সমস্ত কার্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। রাবণও হৃদয়ে শোকশল্য বহনপূর্বক দীনমনে গৃহপ্রবেশ করিলেন। তাঁহার ক্রোধবহ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ; তিনি মুহুর্মুহু দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক পুত্রবিয়োগ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ ॥ অনন্তর হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা শীঘ্র রাবণের নিকটস্থ হইয়া কহিল, মহারাজ! দেবান্তক প্রভৃতি মহাবীরগণ রণস্থলে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র রাবণের নেত্রযুগল বাষ্পজলে পরিপূর্ণ হইল, তিনি পুত্রনাশ ও ভ্রাতৃবিনাশ চিন্তা করিয়া অত্যন্ত উন্মনা হইলেন। ইত্যবসরে মহারথ ইন্দ্রজিৎ মহারাজ রাবণকে দীন ও শোকার্ণবে লীন দেখিয়া কহিলেন, তাত!

ইন্দ্রজিৎ জীবিত থাকিতে আপনি কেন এইরূপ বিমোহিত হন। যুদ্ধে আমার হস্তে জীবিত থাকিতে পারে এমন আর কেহই নাই। আজ দেখুন, রাম ও লক্ষ্মণ আমার শরে ছিন্নভিন্ন ও বিদীর্ণ হইয়া রণশায়ী হইবে। আমি দৈব ও পৌরুষ আশ্রয় করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আজ রাম ও লক্ষ্মণকে অমোঘ শরে বিনষ্ট করিয়া আসিব। আজ ইন্দ্র, যম, বিষ্ণু, রুদ্র, সাধ্য, বৈশ্বানর, চন্দ্র ও সূর্য ইঁহারা বলিযজ্ঞে বামনরূপী বিষ্ণুর ন্যায় আমারও অনুরূপ বল প্রত্যক্ষ করিবেন।

মহাবীর ইন্দ্রজিৎ অদীনভাবে রাবণকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্বক রথারোহণ করিলেন। তাঁহার রথ অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ গর্দভবাহিত ও বায়ুবৎবেগগামী। ইন্দ্রজিৎ ঐ উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্বক হৃষ্টমনে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বহুসংখ্য বীর শরশরাসন হস্তে উঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। উঁহাদের মধ্যে কেহ হস্তী, কেহ অশ্ব, কেহ ব্যাঘ্র, কেহ বৃশ্চিক, কেহ মার্জার, কেহ গর্দভ, কেহ উষ্ট্র, কেহ সর্প, কেহ বরাহ, কেহ সিংহ, কেহ পর্বতাকার শৃগাল, কেহ কাক, কেহ হংস, ও কেহ বা ময়ূরপৃষ্ঠে আরোহণ করিল। ঐ সকল ভীমবল বীরের হস্তে প্রাস মুদ্গর অসি পরশু ও গদা। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ উঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহাবেগে নির্গত হইলেন। তুমুল শঙ্খধ্বনি ও ভেরীরব হইতে লাগিল। আকাশে যেমন পূর্ণচন্দ্র শোভা পান সেইরূপ ইন্দ্রজিতের মস্তকে শশাঙ্কশঙ্খধবল ছত্র শোভা পাইল। উভয় পার্শ্বে স্বর্ণদণ্ড-যুক্ত চামর আন্দোলিত হইতে লাগিল। গগনতল যেমন দীপ্ত সূর্যে সেইরূপ লঙ্কাপুরী ঐ অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাবীরে অপূর্ব শ্রী ধারণ করিল।

অনন্তর তিনি যুদ্ধভূমিতে উপস্থিত হইয়া রথের চতুর্দিকে রাক্ষসগণকে স্থাপন করিলেন। ঐ স্থানের নাম নিকুম্ভিলা, অগ্নিবৎ তেজস্বী ইন্দ্রজিৎ তথায় জয়সম্পাদক হোমের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক গন্ধমাল্য ও লাজাঞ্জলি দ্বারা অগ্নিকে বিধিবৎ পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। শস্ত্রই পরিস্তরণ-কাশ, বিভীতক বৃক্ষের শাখা সমিধ, রক্তবস্ত্র ও কৃষ্ণলৌহময় স্রুব এই সমস্ত অভিচার-কার্যের উপযোগী পদার্থ সংগৃহীত ছিল। ইন্দ্রজিৎ তথায় বহ্নি স্থাপনপূর্বক শস্ত্ররূপ কাশ দ্বারা একটি জীবিত কৃষ্ণ ছাগের গলদেশ গ্রহণ করিলেন। ঐ ছাগকে আহুতি প্রদান করিবামাত্র বিধূমবহ্নি জ্বালা বিস্তারপূর্বক জ্বলিয়া উঠিল। অগ্নির যে-সমস্ত জয়সূচক চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে ক্রমশঃ তৎসমুদয় অভিব্যক্ত হইল। তিনি তপ্তকাঞ্চনমূর্তিতে স্বয়ং উত্থিত হইয়া দক্ষিণাবর্ত শিখায় আহুতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মার নিকট পুনর্বার ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করিলেন এবং ঐ সিদ্ধ অস্ত্র দ্বারা ধনু ও রথ অভিমন্ত্রিত করিয়া লইলেন। ব্রহ্মাস্ত্রের মন্ত্রদেবতাকে আহ্বান এবং অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবার কালে চন্দ্র সূর্য ও গ্রহনক্ষত্রের সহিত সমস্ত নভস্তল বিত্রস্ত হইয়া উঠিল। ইন্দ্রজিৎও শর শরাসন অসি শূল ও অশ্ব রথের সহিত অন্তরীক্ষে তিরোহিত হইলেন।

অনন্তর ধ্বজপতাকাধারী রাক্ষসসৈন্য সিংহনাদ সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং তোমর অঙ্কুশ ও তীব্রবেগ বিচিত্র শরে বানরগণকে প্রহার আরম্ভ করিল। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ উঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক ক্রোধভরে কহিলেন, তোমরা বানরগণকে সংহার করিবার জন্য হৃষ্টমনে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তখন রাক্ষসেরা উৎসাহিত হইয়া গর্জনপূর্বক বানরগণকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎও উঁহাদের উপরিতন আকাশে থাকিয়া, নালীক নারাচ গদা ও মুষল দ্বারা

বানরগণকে প্রহার আরম্ভ করিলেন। বানরেরা উঁহার প্রতি অনবরত বৃক্ষশিলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসগণের আর হর্ষের পরিসীমা রহিল না। ইন্দ্রজিতের একমাত্র শরে বহুসংখ্য বানর বিনষ্ট হইতে লাগিল। বানরেরা শরপীড়িত ও ছিন্নদেহ হইয়া যুদ্ধেচ্ছা পরিত্যাগপূর্বক সুরনিহত অসুরগণের ন্যায় রণশায়ী হইতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎ প্রদীপ্ত সূর্য, শরজাল উঁহার কিরণ; বানরেরা উঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে আবার ধাবমান হইল এবং অনতিবিলম্বে ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত ও বিচেতন হইয়া চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল।

অনন্তর সকলে রামের জন্য প্রাণ পণ করিয়া বৃক্ষশিলা গ্রহণপূর্বক পুনর্বার উপস্থিত হইল এবং ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে তৎসমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বিজয়ী ইন্দ্রজিৎ অবলীলাক্রমে বানরগণের প্রাণহর শিলাপাত প্রতিহত করিয়া দিলেন এবং অগ্নিকল্প সর্পাকার শরনিকরে উহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি অষ্টাদশ বাণে গন্ধমাদনকে বিদ্ধ করিয়া নয় শরে দূরবতী নলকে ভেদ করিলেন। অনন্তর মর্মপীড়ক সাত শরে মৈন্দকে, পাঁচ শরে গজকে, দশ শরে জাম্ববানকে, ত্রিশ শরে নীলকে বিদ্ধ করিয়া বরলব্ধ ভীষণ শরে সুগ্রীব, ঋষভ, অঙ্গদ ও দ্বিবিদকে মৃতকল্প করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি প্রলয়বহ্নির ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া অন্যান্য বানরবীরকে শরজালে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর এইরূপে বানরগণকে ছিন্নভিন্ন করিয়া হৃষ্টমনে দেখিলেন, উহারা শরপীড়িত আকুল ও রক্তাক্ত হইয়াছে। পরে তিনি ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা পুনর্বার চতুর্দিকে উহাদিগকে মন্থনপূর্বক সহসা অদৃশ্য হইলেন এবং নীল নিবিড় জলদাবলী যেমন জল বর্ষণ করে সেইরূপ উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পর্বতাকার বানরেরা এইরূপে রাক্ষসী মায়ায় আহত হইয়া বিকৃত স্বরে চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় ভূতলে পড়িতে লাগিল। তৎকালে উহারা আপনাদিগের মধ্যে কেবলই শাণিত শরনিকর নিরীক্ষণ করিল কিন্তু মায়াবলে প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রজিৎকে আর দেখিতে পাইল না।

অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ শাণিত শরে দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং বানরগণকে লক্ষ্য করিয়া প্রদীপ্ত অগ্নিকল্প শূল খড়্গ ও পরশু প্রহার এবং বিস্ফুলিঙ্গযুক্ত জ্বালাকরাল অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বানরেরা ইন্দ্রজিতের শরজালে ছিন্নভিন্ন হইয়া রক্তাক্ত দেহে বিকসিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। তৎকালে কেহ কেহ ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিতেছিল, তাহাদের চক্ষু শরবিদ্ধ হইয়া গেল, অনেকে প্রাণভয়ে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া রহিল এবং অনেকে ভূতলে পড়িয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ শূল প্রাস ও মন্ত্রপূত শর নিক্ষেপপূর্বক হনুমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, জাম্ববান, সুষেণ, বেগদর্শী, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, গবাক্ষ, গবয়, কেসরী, বিদ্যুদ্দংষ্ট্র, সূর্যানন, জ্যোতিমুখ, দধিমুখ, পাবকাক্ষ, নল ও কুমুদকে ক্ষতবিক্ষত করিলেন। তিনি যূথপতি বানরগণকে এইরূপে ছিন্নভিন্ন করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর রাম ইন্দ্রজিতের শরপাত বৃষ্টিপাতের ন্যায় তুচ্ছ বোধ করিয়া সমস্ত পর্যালোচনাপূর্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! ইন্দ্রজিৎ মহাস্ত্রবলে আমাদের সৈন্যসংহার করিয়া এক্ষণে আমাদিগকে শরপ্রহার করিতেছেন। ঐ

মহাবীর ব্রহ্মার বরে গর্বিত, উঁহার ভীম মূর্তি মায়াপ্রভাবে প্রচ্ছন্ন, সুতরাং এক্ষণে উঁহাকে বধ করা সম্ভবপর হইতেছে না। যাঁহার বিভব অচিন্ত্য, যিনি চরাচর বিশ্বের সৃষ্টিসংহারক, বোধ হয় সেই ভগবান স্বয়ম্ভূরই এই মহাস্ত্র। ধীমন্! তুমি আমার সহিত তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া আজ এই ব্রহ্মাস্ত্র সহ্য কর। বীরকেশরী ইন্দ্রজিৎ শরজালে সকলকে আচ্ছন্ন করুন, এই সমস্ত বানরপ্রবীর রণশায়ী হইয়াছেন এবং এই সমস্ত সৈন্য যারপরনাই হতশ্রী হইয়াছে ; এক্ষণে আইস, আমরাও হর্ষ ও রোষ সংবরণপূর্বক হতজ্ঞান নিশ্চেষ্ট ও ধরাশায়ী হইয়া থাকি। ইন্দ্রজিৎ আমাদিগকে এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া জয়শ্রী অধিকার-পূর্বক নিশ্চয়ই প্রস্থান করিবে।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের অস্ত্রবলে পীড়িত হইলেন। ইন্দ্রজিৎও উঁহাদিগকে বিষাদে নিক্ষেপ করিয়া হর্ষভরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং রাক্ষসগণের স্তুতিবাদ শ্রবণপূর্বক রাবণরক্ষিত লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া, হৃষ্টমনে পিতৃসন্নিধানে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ ॥ রাম ও লক্ষ্মণ নিশ্চেষ্ট ; সুগ্রীব. নীল, অঙ্গদ ও জাম্ববান নিশ্চেষ্ট ; সমস্ত বানরসৈন্য নিশ্চেষ্ট ; ধীমান বিভীষণ সকলকে এইরূপ বিষণ্ণ ও অচৈতন্য দেখিয়া তৎকালোচিত বাক্যে আশ্বাস প্রদানপূর্বক কহিলেন, বীরগণ! ভীত হইও না, এখন বিষাদের কারণ নাই ; আর্যপুত্র রাম ও লক্ষ্মণ ভগবান ব্রহ্মাকে সম্মান করিবার জন্য বিবশ বিষণ্ণ ও মৃতকল্প হইয়া আছেন। ইন্দ্রজিৎ তাঁহারই বরপ্রভাবে অমোঘ অস্ত্র লাভ করিয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণ সেই অস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ মৃতকল্প হইয়া আছেন, সুতরাং এখন তোমাদের বিষণ্ণ হইবার কারণ নাই।

তখন ধীমান হনুমান ব্রহ্মাস্ত্রকে সম্মান করিয়া বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! এই সমস্ত মহাবল বানর ব্রহ্মাস্ত্রে নিহত হইয়াছে, এক্ষণে যাহারা

জীবিত আছে, আইস, আমরা গিয়া তাহাদিগকে আশ্বস্ত করি।

অনন্তর ঐ দুই মহাবীর সেই ঘোর রজনীতে জ্বলন্ত উল্কা গ্রহণপূর্বক রণস্থলে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, পতিত পর্বতাকার বানর এবং নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রে রণভূমি আচ্ছন্ন হইয়া আছে। বানরগণের মধ্যে কাহারও লাঙ্গুল, কাহারও হস্ত, কাহারও উরু, কাহারও পদ, কাহারও অঙ্গুলি এবং কাহারও বা গ্রীবাদেশ খণ্ডিত ; উহাদের দেহ হইতে খরধারে রক্ত বহিতেছে এবং কেহ কেহ বা ভয়ে মূত্রত্যাগ করিতেছে। মহাবীর সুগ্রীব, অঙ্গদ, নীল, গন্ধমাদন, সুষেণ, বেগদর্শী, মৈন্দ, নল, জ্যোতিমুখ, ও দ্বিবিদ—ইঁহারা মৃতপ্রায় ও পতিত আছেন। ঐ যুদ্ধে দিবসের শেষ পঞ্চম ভাগে ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্রবলে সপ্তষষ্টি-কোটি বানর বিনাশ করিয়াছিলেন। বিভীষণ ঐ সমুদ্রবক্ষবৎ বিস্তীর্ণ বানর-সৈন্যকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া ঋক্ষরাজ জাম্ববানকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। জাম্ববান নৈসর্গিক জরায় জীর্ণ ও বৃদ্ধ ; তিনি শরবিদ্ধ হইয়া প্রশান্ত পাবকের ন্যায় শয়ান আছেন। বিভীষণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া এবং তাঁহার নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, আর্য! আপনি কি জীবিত আছেন?

তখন জাম্ববান অতিকষ্টে বাক্য নিঃসারণপূর্বক কহিলেন, বিভীষণ! আমি কেবল কণ্ঠস্বরে তোমায় চিনিলাম। আমি শরবিদ্ধ, তোমায় চক্ষে দেখিতে পাইতেছি না। জিজ্ঞাসা করি, যাঁহার দ্বারা অঞ্জনা ও বায়ুর মুখ উজ্জ্বল সেই কপিপ্রবীর হনুমান ত জীবিত আছেন?

বিভীষণ কহিলেন, ঋক্ষরাজ! আপনি আর্যপুত্র রাম ও লক্ষ্মণের কোনও উল্লেখ না করিয়া হনুমানের কথা কেন জিজ্ঞাসিতেছেন? আপনি যেমন তাঁহার প্রতি স্নেহ দেখাইতেছেন এমন ত কপিরাজ সুগ্রীব, অঙ্গদ ও রামের প্রতি স্নেহ দেখাইলেন না?

জাম্ববান কহিলেন, বিভীষণ! আমি যে নিমিত্ত হনুমানের কথা জিজ্ঞাসিলাম, শুন। ঐ মহাবীর যদি জীবিত থাকেন তবে আমাদের সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইলেও জীবিত, আর যদি তিনি বিনষ্ট হন তবে আমরা জীবিত থাকিলেও বিনষ্ট। বলিতে কি, সেই বেগে বায়ুসম বীর্যে অগ্নিতুল্য বীরের জীবনেই আমাদের প্রাণের আশা সম্পূর্ণ রহিয়াছে।

তখন হনুমান বৃদ্ধ জাম্ববানের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে বিনীতভাবে

প্রণিপাত করিলেন। জাম্ববান অত্যন্ত কাতর, তিনি উহার বাক্য শ্রবণমাত্র দেহে আবার যেন প্রাণ পাইলেন; কহিলেন, বৎস! আইস, তুমি বানরগণকে রক্ষা কর, তুমি ইহাদিগের পরম বন্ধু, তোমা অপেক্ষা মহাবীর আর কেহই নাই। এক্ষণে তোমার বিক্রম প্রকাশের কাল উপস্থিত; আজ এই সংকটে আমি তোমা ভিন্ন আর কাহাকেই দেখি না। তুমি বানর ও ভল্লুকগণকে প্রাণদান কর। রাম ও লক্ষ্মণ মৃতকল্প, এক্ষণে ইঁহাদিগের শল্য উদ্ধার কর। বৎস! তুমি মহাসমুদ্রের উপর দিয়া সুদূর পথ অতিক্রমপূর্বক হিমাচলে যাও। পরে হিংস্রজন্তুসংকুল স্বর্ণময় ঋষভগিরি; তথায় কৈলাস পর্বতও দেখিতে পাইবে। ঐ দুই পর্বতের মধ্যস্থলে সর্বৌষধিসম্পন্ন ঔষধি পর্বত আছে। বীর! তুমি উহার শিখরে বিশল্যকরণী, মৃতসঞ্জীবনী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানী এই চার প্রকার ঔষধি দেখিতে পাইবে। ঐ সমস্ত প্রদীপ্ত ঔষধি দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়া আছে। তুমি ঐ চারিটি ঔষধি লইয়া শীঘ্র আইস এবং বানরগণকে প্রাণদানপূর্বক পুলকিত কর।

তখন মহাবীর হনুমান ঋক্ষরাজ জাম্ববানের বাক্য শ্রবণ করিয়া বায়ুবেগে মহাসমুদ্র যেমন স্ফীত হয় সেইরূপ বলোদ্রেকে স্ফীত হইয়া উঠিলেন। তিনি ত্রিকূটপর্বতশৃঙ্গে আরোহণ ও উহা পদদ্বয়ে পীড়নপূর্বক দ্বিতীয় পর্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। ত্রিকূটগিরি উঁহার পদভরে আক্রান্ত হইবামাত্র সন্নত হইয়া পড়িল, আত্মধারণে উহার আর কিছুমাত্র শক্তি রহিল না। হনুমানের উৎপতনবেগে পার্বত্য বৃক্ষসকল ভূতলে পতিত হইতে লাগিল, উহাদের পরস্পর সংঘর্ষণে অগ্নি জ্বলিত হইয়া উঠিল; শৃঙ্গসকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; শিলাস্তূপ চূর্ণ হইয়া গেল এবং পর্বত ঘূর্ণিত হইতে আরম্ভ করিল। তখন তত্রত্য বানরগণ তদুপরি আর তিষ্ঠিতে পারিল না। লঙ্কার গৃহ ও পুরদ্বার ভগ্ন ও কম্পিত হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন লংকাপুরী নৃত্য করিতেছে। ঐ রাত্রিকালে সমস্ত জীবজন্তু ভয়ে আকুল, সসাগরা পৃথিবী টলমল করিতে লাগিল। মহাবীর হনুমান পদদ্বয়ে ত্রিকূটগিরিকে পীড়ন এবং বড়বামুখবৎ জাজ্বল্যমান মুখব্যাদানপূর্বক রাক্ষসগণের মনে ভয়সঞ্চার করিয়া ঘোরতর গর্জন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ নিস্পন্দ হইয়া রহিল। হনুমান সমুদ্রকে নমস্কার-পূর্বক রামের কার্যসাধনে প্রস্তুত হইলেন। তিনি সর্পাকার পুচ্ছ উদ্যত, পৃষ্ঠ সন্নত ও কর্ণদ্বয় সংকুচিত করিয়া মুখব্যাদানপূর্বক প্রচণ্ড বেগে আকাশপথে লম্ফ প্রদান করিলেন। তাঁহার উত্থানবেগে বৃক্ষ শিলা শৈল ও পর্বতবাসী ক্ষুদ্র বানরসকল তাঁহার সঙ্গে উত্থিত হইল এবং তাঁহার বাহু ও উরুবেগে ছিন্নভিন্ন হইয়া ক্ষীণবেগে সমুদ্রজলে পড়িয়া গেল। মহাবীর হনুমান উরগাকার বাহুদ্বয় প্রসারণ এবং উগ্রবেগে দিকসকল যেন আকর্ষণপূর্বক গরুড়বেগে হিমাচলে চলিলেন। মহাসমুদ্রের তরঙ্গ ঘূর্ণিত এবং ঐ আবর্তে জলজন্তুগণ উদ্‌ভ্রান্ত হইতে লাগিল। হনুমান সমুদ্র দেখিতে দেখিতে বিষ্ণুর অঙ্গুলিবেগনির্মুক্ত চক্রের ন্যায় মহাবেগে যাইতে লাগিলেন। গতিপথে পর্বত, নানাবিধ পক্ষী, সরোবর, নদী, তড়াগ, নগর, গ্রাম ও সমৃদ্ধ জনপদসকল দেখিতে দেখিতে চলিলেন। কিছুতেই তাঁহার শ্রান্তিবোধ নাই, তিনি ঘোর গর্জনে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া আকাশপথে যাইতেছেন এবং ঋক্ষরাজ জাম্ববানের প্রদর্শিত স্থান অনুসন্ধান করিতেছেন। দেখিলেন, অদূরে হিমগিরি, উহার প্রস্রবণ ঝর্‌-ঝর্‌ শব্দে পড়িতেছে, নানাস্থানে গভীর গহ্বর, ধবল মেঘাকার অত্যুচ্চ শিখর

এবং নিবিড় বৃক্ষশ্রেণী। হনুমান বায়ুবেগে হিমাচলে উত্তীর্ণ হইলেন। দেখিলেন তথায় দেবর্ষিসেবিত বহুসংখ্য পবিত্র আশ্রম আছে। উহার কোথাও ব্রহ্মকোষ, কোথাও রজতনাভিস্থান, কোথাও রুদ্রের শরনিক্ষেপ স্থান ; কোথাও ইন্দ্রালয়, কোথাও হয়গ্রীবস্থান ; কোথাও দীপ্ত ব্রহ্মশির, কোথাও যমকিঙ্কর, কোথাও বহ্নিস্থান, কোথাও কুবেরস্থান, কোথাও দীপ্ত সূর্যসমাবেশস্থান, কোথাও ব্রহ্মস্থান, কোথাও পিনাকস্থান এবং কোথাও বা ভূনাভি। হনুমান তথায় গিরিবর কৈলাস, রুদ্রদেবের সমাধিপীঠ ও মহাবৃষকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং স্বর্ণগিরি ও সর্বৌষধিপ্রদীপ্ত ঔষধিপর্বতও দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ অনলরাশিবৎ প্রদীপ্ত ঔষধিপর্বত নিরীক্ষণ করিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং তদুপরি লম্ফ প্রদানপূর্বক ঔষধি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

হনুমান সহস্র সহস্র যোজন অতিক্রমপূর্বক ঔষধিপর্বতে বিচরণ করিতেছেন, ইত্যবসরে ঔষধিসকল একজন প্রার্থীকে উপস্থিত দেখিয়া সহসা অদৃশ্য হইল। তখন হনুমান ঔষধি অদৃশ্য হইয়াছে দেখিয়া অতিশয় কুপিত হইলেন, তাঁহার আবেগ বর্ধিত হইয়া উঠিল, ক্রোধে দুই চক্ষু অগ্নিসমান জ্বলিতে লাগিল ; তিনি ঘোরতর গর্জনপূর্বক কহিলেন, পর্বত! তুমি কি জন্য রামকে অনুকম্পা করিলে না, তাঁহার প্রতি এইরূপ উপেক্ষা প্রদর্শনেব হেতুই বা কি? আমি এই দণ্ডেই তোমার এই দুর্ব্যবহারের প্রতিফল দিতেছি, তুমি এখনই আমার ভুজবলে অভিভূত হইয়া আপনাকে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত দেখ।

এই বলিয়া তিনি পর্বতশৃঙ্গ বেগে উৎপাটন করিয়া লইলেন। ঐ শৃঙ্গ বৃক্ষশোভিত ও স্বর্ণাদিধাতুরঞ্জিত, উহার শীর্ষস্থান প্রজ্বলিত, শিলাস্তূপ বিক্ষিপ্ত এবং উহাতে হস্তিযূথ বিচরণ করিতেছে। হনুমান ঐ শৃঙ্গ গ্রহণপূর্বক ইন্দ্রাদি দেবগণ ও সমস্ত লোকের মনে ভয়সঞ্চার করিয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন। গগনচর জীবগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে লাগিল। তিনি গরুড়বৎ উগ্রবেগে চলিলেন। তাঁহার হস্তে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল ঔষধিশৃঙ্গ, স্বয়ং সূর্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য, তৎকালে তিনি সূর্যের নিকট একটি প্রতিসূর্যের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন ; ভগবান বিষ্ণু যেমন সহস্রধারাযুক্ত জ্বালাকরাল চক্র ধারণপূর্বক অন্তরীক্ষে বিরাজিত হন সেইরূপ ঐ দীর্ঘাকার মহাবীর ঐ পর্বত ধারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। বানরগণ তাঁহাকে দূর হইতে দর্শন করিয়া কোলাহল আরম্ভ করিল, তিনিও বানরদিগকে দেখিতে পাইয়া হর্ষভরে ঘন-ঘন সিংহনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন লঙ্কানিবাসী রাক্ষসেরাও উহাদের গর্জনধ্বনি শুনিয়া ভীমরবে গর্জন করিতে লাগিল।

অবিলম্বে হনুমান লঙ্কায় অবতীর্ণ হইলেন এবং প্রধান প্রধান বানরকে অভিবাদনপূর্বক বিভীষণকে আলিঙ্গন করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ ঐ ঔষধিগন্ধে নীরোগ হইলেন এবং বানরেরাও ক্রমে ক্রমে গাত্রোত্থান করিল। নিদ্রিত ব্যক্তিরা যেমন প্রভাতে জাগরিত হয়, উহারা সেইরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। যদবধি এই যুদ্ধ উপস্থিত, তদবধি যে-সমস্ত রাক্ষস বানরহস্তে বিনষ্ট হইয়াছে, গণনা হইবার ভয়ে, তাহারা রাবণের আজ্ঞাক্রমে সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, এই জন্য রাক্ষসগণের পুনর্জীবনের আর সম্ভাবনা ছিল না।

অনন্তর হনুমান ঐ ঔষধিপর্বত হিমালয়ে লইয়া চলিলেন এবং তাহা যথাস্থানে রাখিয়া পুনর্বার রামের নিকট উপস্থিত হইলেন।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ ॥ অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব একটি কর্তব্য নির্ধারণপূর্বক হনুমানকে কহিলেন, বীর! যখন কুম্ভকর্ণ বিনষ্ট এবং কুমারগণ নিহত হইয়াছে তখন রাক্ষসরাজ রাবণ আর কিরূপে পুররক্ষা করিবেন। অতএব আমাদের পক্ষ হইতে মহাবল ক্ষিপ্রকারী বানরগণ উল্কা গ্রহণপূর্বক শীঘ্র গিয়া লঙ্কায় পড়ুক।

সূর্য অস্তমিত হইল। ঐ ভীষণ প্রদোষকালে বানরেরা উল্কা গ্রহণপূর্বক লঙ্কার অভিমুখে চলিল। যে-সমস্ত বিরূপনেত্র রাক্ষস লঙ্কায় দ্বাররক্ষা করিতেছিল তাহারা ঐ সকল উল্কাধারী বানরকে আগমন করিতে দেখিয়া সহসা পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরা হৃষ্ট হইয়া পুরদ্বার, উপরিতন গৃহ, প্রশস্ত রাজপথ, অপ্রশস্ত পথ ও প্রাসাদে অগ্নিনিক্ষেপ করিল। দেখিতে দেখিতে হুতাশন চতুর্দিকে করাল শিখা বিস্তারপূর্বক জ্বলিয়া উঠিল। অত্যুচ্চ প্রাসাদ দগ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিল। অগুরু, উৎকৃষ্ট চন্দন, মুক্তা, সুচিক্কণ মণি, হীরক ও প্রবাল দগ্ধ হইতে লাগিল। ক্ষৌম, সুদৃশ্য কৌষেয় বস্ত্র, মেষলোমজ ও ঊর্ণাতন্তুনির্মিত বিবিধ বস্ত্র, স্বর্ণপাত্র, বিচিত্র অশ্বসজ্জা, পালঙ্কাদি গৃহোপকরণ, হস্তীর গ্রীবাবন্ধন, সুরচিত রথসজ্জা, যোদ্ধা ও হস্ত্যশ্বের বর্ম, চর্ম, বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র, রোমজ কম্বল, কেশজ চামর, ব্যাঘ্রচর্মের আসন, কস্তুরি, স্বস্তিকাদি গৃহ ও গৃহস্থ রাক্ষসগণের গৃহ দগ্ধ হইতে লাগিল। রাক্ষসেরা স্বর্ণখচিত বর্ম ও অলঙ্কার ধারণ করিয়াছিল, উহাদের গলে মাল্য এবং পরিধান উৎকৃষ্ট বস্ত্র; উহারা মধুমদে উন্মত্ত হইয়া চঞ্চল চক্ষে স্খলিতপদে চলিয়াছে এবং প্রেয়সীগণ উহাদের বস্ত্র ধারণপূর্বক ভীতমনে নির্গত হইতেছে। এই আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে রাক্ষসগণের ক্রোধ যারপরনাই উদ্রিক্ত হইয়া উঠিল; কেহ গদা, কেহ শূল, ও কেহ বা অসি হস্তে নির্গত হইতে লাগিল; কেহ ভোজন করিতেছিল, কেহ মদ্য পান করিতেছিল এবং কেহ বা রমণীয় শয্যায় প্রণয়িনীর সহিত সুখে নিদ্রিত ছিল; উহারা চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত দেখিয়া ভীতমনে শিশুসন্তানের হস্তধারণপূর্বক শীঘ্র নির্গত হইতে লাগিল। চতুর্দিকে অগ্নি পুনঃ পুনঃ জ্বলিয়া উঠিতেছে। লঙ্কার গৃহ বহুব্যয়ে নির্মিত ও সারবৎ, উহা দুর্গম ও গভীর, কোনটি দেখিতে পূর্ণচন্দ্রাকার এবং কোনটি বা অর্ধচন্দ্রাকার, উহার শিখরদেশে সুপ্রশস্ত শিরোগৃহ আছে, গবাক্ষসকল বিচিত্র ও রমণীয় এবং মঞ্চ সুপ্রশস্ত। ঐ গৃহ স্বর্ণময়, মণি ও প্রবালে খচিত, ঔন্নত্যে সূর্যকে স্পর্শ করিতেছে এবং ক্রৌঞ্চ ও ময়ূরের কণ্ঠস্বরে ও ভূষণের ঝনঝন রবে নিনাদিত হইতেছে। অগ্নি ঐ সমস্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ দগ্ধ করিতে লাগিল। প্রজ্বলিত তোরণদ্বার বর্ষাকালে বিদ্যুৎজড়িত জলদের ন্যায় এবং প্রজ্বলিত গৃহ দাবাগ্নিদীপ্ত গিরিশিখরের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। ঐ ঘোর রজনীতে যে-সকল রমণী সপ্ততল গৃহের উপর সুখে শয়ান ছিল তাহারা দহ্যমান হইয়া অঙ্গের অলঙ্কার দূরে নিক্ষেপপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। জ্বলন্ত গৃহসকল বজ্রাহত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় পড়িতেছে এবং দূর হইতে দাবানলস্পৃষ্ট দহ্যমান হিমাচলশৃঙ্গের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। হর্ম্যশিখর করাল অগ্নিশিখায় প্রদীপ্ত, তৎকালে লঙ্কা কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। অধ্যক্ষেরা অগ্নিভয়ে হস্তী ও অশ্ব বন্ধনমুক্ত করিয়া দিয়াছে; তৎকালে লঙ্কা মহাপ্রলয়ে ঘূর্ণমান-নক্রকুম্ভীর মহাসমুদ্রের ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিল। কোথাও হস্তী অশ্বকে উন্মুক্ত দেখিয়া সভয়ে পলাইতেছে এবং কোথাও অশ্ব ভীত হস্তীকে দেখিয়া সভয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। তৎকালে অগ্নিশিখা মহাসমুদ্রে প্রতিফলিত হওয়াতে উহার জল

রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং অর্ধপ্রদীপ্ত গৃহের প্রতিবিম্ব তরঙ্গচপল সমুদ্রের জল শোভিত করিয়া তুলিল। লঙ্কাপুরী এইরূপে প্রজ্বলিত হইয়া প্রলয়কালে প্রদীপ্ত বসুন্ধরার ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল! স্ত্রীলোকেরা উত্তাপদগ্ধ ও ধূমব্যাপ্ত হইয়া হাহাকার করিতেছে, উহা শতযোজন দূর হইতে শ্রুত হইতে লাগিল। তৎকালে যে-সমস্ত রাক্ষস দগ্ধদেহে বহির্গত হইতেছিল বানরেরা যুদ্ধার্থ সহসা তাহাদিগকে গিয়া আক্রমণ করিল এবং বানর ও রাক্ষসগণের তুমুল নিনাদ দশ দিক সমুদ্র ও পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল।

ইত্যবসরে রাম ও লক্ষ্মণ বীতশল্য হইয়া প্রশান্ত মনে শরাসন গ্রহণ করিলেন। রাম কার্মুককে টঙ্কার প্রদান করিবামাত্র একটি তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। কুপিত রুদ্র যেমন বেদময় ধনু গ্রহণপূর্বক শোভিত হইয়াছিলেন রাম কার্মুক হস্তে সেইরূপই শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার শরাসনের টঙ্কার সমস্ত কোলাহল অতিক্রম করিয়া উত্থিত হইল এবং ঐ শব্দে এবং বানর ও রাক্ষসগণের নিনাদে দশ দিক ব্যাপিয়া গেল। তাঁহার শরাসনচ্যুত শরে কৈলাসশিখরতুল্য তোরণ ভূতলে চূর্ণ হইয়া পড়িল। রাক্ষসেরা বিমান ও গৃহে রামের শর প্রবিষ্ট হইতেছে দেখিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল এবং বর্ম ধারণপূর্বক ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল। ঐ রাত্রি উহাদের পক্ষে করাল কালরাত্রি।

ইত্যবসরে কপিরাজ সুগ্রীব বানরগণকে কহিলেন, দেখ, যে দ্বার যাহার নিকটস্থ সে সেই দ্বার আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিবে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পলাইয়া যাইবে সে আমার অবাধ্য, তোমরা সেই দুষ্টকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিও।

বানরগণ উল্কাহস্তে দ্বারে দণ্ডায়মান, রাক্ষসরাজ রাবণের ক্রোধানল অতিমাত্র প্রদীপ্ত হইয়াছে। তাঁহার জৃম্ভনোত্থিত মুখমারুতে দিগন্ত ব্যাপিয়া উঠিল এবং রুদ্রের মূর্তিমান ক্রোধ যেন তাঁহার মুখমণ্ডলে দৃষ্ট হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি কুম্ভকর্ণের পুত্র কুম্ভ ও নিকুম্ভকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, বৎস! তোমরা দুই বীর বহুসংখ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধযাত্রা কর। কুম্ভ ও নিকুম্ভ সমরবেশে নির্গত হইলেন। যূপাক্ষ, শোণিতাক্ষ, প্রজঙ্ঘ ও কম্পন উহাদের সমভিব্যাহারী হইল। রাবণ সিংহনাদ করিয়া সকলকে কহিলেন, রাক্ষসগণ! তোমরা এই রাত্রিতেই যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্থান কর।

রাক্ষসেরা দীপ্ত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদপূর্বক নির্গত হইল। উহাদের ভূষণপ্রভা, দেহপ্রভা এবং বানরগণের অগ্নিপ্রভায় নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। চন্দ্রপ্রভা নক্ষত্রপ্রভা এবং উভয়পক্ষীয় বীরগণের আভরণপ্রভা সেনাদ্বয়ের মধ্যগত আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। বানরেরা দেখিল রাক্ষসসৈন্যমধ্যে ধ্বজপতাকা, ভীষণ হস্তী, অশ্ব ও রথ ; সকলের হস্তে উৎকৃষ্ট অসি, দীপ্ত শূল, গদা, খড়্গ, প্রাস, তোমর ও ধনু। উহারা পরশু ও অন্যান্য শস্ত্র অনবরত ঘুরাইতেছে, সমস্ত সৈন্য বীরপুরুষে পূর্ণ, উহাদের বিক্রম ও পৌরুষ অতি ভয়ঙ্কর ; উহারা কটিতটনিবদ্ধ কিঙ্কিণীজালে নিনাদিত হইতেছে ; উহাদের শরাসন শরযোজিত, ভুজদণ্ডে স্বর্ণজাল এবং কণ্ঠস্বর মেঘবৎ গম্ভীর ; উহাদের গন্ধমাল্য ও মধুর আধিক্যে বায়ু সুগন্ধি হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। বানরেরা ঐ দুর্জয় ও ভীষণ রাক্ষসসৈন্য আসিতে দেখিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইল এবং ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা পতঙ্গ যেমন বহ্নিমুখে প্রবেশ করে সেইরূপ বেগে লম্ফপ্রদানপূর্বক প্রতিপক্ষে গিয়া পড়িল। যুদ্ধার্থী বানরেরা যেন উন্মত্ত, উহারা রাক্ষসগণের উপর বৃক্ষ শিলা ও মুষ্টিপাত করিতে প্রবৃত্ত

হইল। রাক্ষসেরা শাণিত শরে উহাদের শিরশ্ছেদন করিতে লাগিল। কাহারও কর্ণ বানরের দণ্ডাঘাতে ছিন্ন, কাহারও মস্তক মুষ্টিপ্রহারে ভগ্ন এবং কাহারও বা সর্বাঙ্গ শিলাপাতে চূর্ণ। ঘোরাকার রাক্ষসেরা সুশাণিত অসি দ্বারা বানরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। কেহ এক জনকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহাকে আসিয়া অন্যে বধ করিল, কেহ অন্যকে ফেলিতেছিল তাহাকে আসিয়া অন্যে ফেলিয়া দিল, কেহ অন্যকে দংশন করিতেছিল তাহাকে আসিয়া অন্যে দংশন করিল এবং কেহ অন্যকে তিরস্কার করিতেছিল তাহাকে আসিয়া অন্যে তিরস্কার করিতে লাগিল। কেহ কহিতেছে যুদ্ধং দেহি, অন্যে যুদ্ধ করিতেছে. কোন বীর আসিয়া কহিল আমিই যুদ্ধ করিব, কেন ক্লেশ দেও, তিষ্ঠ, তৎকালে রণস্থলে কেবলই এই বাক্য শ্রুত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ যুদ্ধ অতিশয় ভীষণ ও লোমহর্ষণ হইয়া উঠিল। রাক্ষসেরা প্রাস, অসি, শূল ও কুন্তাস্ত্র উদ্যত করিয়া আছে. কাহারও বর্ম ছিন্নভিন্ন এবং কাহারও বা ধ্বজদণ্ড স্খলিত ; দেখিতে দেখিতে দুই পক্ষে অসংখ্য সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ ॥ এই সর্বসংহারক ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মহাবীর অঙ্গদ কম্পনের নিকটস্থ হইলেন। কম্পন যুদ্ধে আহূত হইবামাত্র ক্রোধভরে অঙ্গদের বক্ষে গিয়া এক গদাঘাত করিল। অঙ্গদ তৎক্ষণাৎ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অবিলম্বে সংজ্ঞালাভপূর্বক উহার প্রতি মহাবেগে এক গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। কম্পন প্রহারবেদনায় কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ইতাবসরে শোণিতাক্ষ রথবেগে শীঘ্র অঙ্গদের নিকটস্থ হইল এবং শাণিত শরে উঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। উহার শর সুতীক্ষ্ণ দেহবিদারণ ও কালাগ্নিকল্প। শোণিতাক্ষ অঙ্গদের প্রতি খুরধার ক্ষুরপ্র, নারাচ, বৎসদন্ত, শিলীমুখ, কর্ণী, শল্য ও বিপাঠ প্রভৃতি বিবিধ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাপ্রতাপ অঙ্গদ ঐ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িলেন এবং ভীমবিক্রমে উহার ভীষণ ধনু শর ও রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শোণিতাক্ষ অসি ও চর্ম গ্রহণ করিল এবং ক্রোধে একান্ত হতজ্ঞান হইয়া মহাবেগে উত্থিত হইল। অঙ্গদ এক লম্ফে উহাকে গিয়া গ্রহণ করিলেন এবং উহারই অসি লইয়া ঘোর সিংহনাদ-পূর্বক যজ্ঞোপবীতবৎ তির্যকভাবে উহার স্কন্ধ ছেদন করিলেন। পরে তিনি সেই করাল অসি করে ধারণ ও পুনঃ পুনঃ গর্জনপূর্বক অন্যত্র চলিলেন।

এদিকে যূপাক্ষ অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রজঙ্ঘের সহিত শীঘ্র অঙ্গদের নিকট উপস্থিত হইল। শোণিতাক্ষও কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া লৌহময়ী গদা গ্রহণপূর্বক তথায় আগমন করিল। অঙ্গদ শোণিতাক্ষ ও প্রজঙ্ঘের মধ্যে অবস্থিত হইয়া বিশাখা নামক দুই নক্ষত্রের মধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন। মৈন্দ ও দ্বিবিদ উঁহার পার্শ্বরক্ষক, সকলে যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতেছে, ইত্যবসরে মহাকায় রাক্ষসগণ অসি শর ও গদা গ্রহণপূর্বক ক্রোধভরে বানরগণকে গিয়া আক্রমণ করিল। অঙ্গদাদি তিন বীরের সহিত যূপাক্ষ প্রভৃতি তিন বীরের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। বানরগণ উহাদের প্রতি বৃক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিল ; মহাবল প্রজঙ্ঘ খড়্গ দ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। বানরেরা উহার রথ চূর্ণ করিবার জন্য অনবরত বৃক্ষশিলা নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল, প্রজঙ্ঘও শরনিকরে তৎসমুদয় ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। মৈন্দ ও দ্বিবিদ

বহুসংখ্য বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক রাক্ষসগণের প্রতি মহাবেগে নিক্ষেপ করিল, শোণিতাক্ষ মধ্যপথে গদাঘাতে তৎসমুদয় চূর্ণ করিয়া ফেলিল।

অনন্তর প্রজঙ্ঘ মর্মবিদারক প্রকাণ্ড খড়্গ উদ্যত করিয়া মহাবেগে অঙ্গদের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবল অঙ্গদ প্রজঙ্ঘকে সান্নিহিত দেখিয়া এক অশ্বকর্ণ বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন এবং উহার কৃপাণধারী হস্তে এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। হস্তস্থিত খড়্গ ঐ আঘাতে তৎক্ষণাৎ ভূতলে স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন প্রজঙ্ঘ খড়্গ করভ্রষ্ট দেখিয়া অঙ্গদের ললাটে বজ্রকল্প এক মুষ্টিপ্রহার করিল। অঙ্গদ ক্ষণকাল বিহ্বল হইয়া রহিলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া এক মুষ্ট্যাঘাতে উহার মুণ্ড চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর যূপাক্ষ পিতৃব্যকে বিনষ্ট দেখিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে রথ হইতে অবতরণ করিল। উহার তূণীরে শর নাই, সে সুশাণিত খড়্গ লইয়া ধাবমান হইল। তদ্দৃষ্টে মহাবীর দ্বিবিদ ক্রোধভরে উহার বক্ষে শিলাঘাতপূর্বক উহাকে গিয়া সবলে গ্রহণ করিল। অনন্তর শোণিতাক্ষের সহিত দ্বিবিদের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। শোণিতাক্ষ দ্বিবিদের বক্ষে এক গদা প্রহার করিল। দ্বিবিদ প্রহার-ব্যথায় অস্থির, সে উহার গদা পুনর্বার উদ্যত দেখিয়া তাহা কাড়িয়া লইল।

ঐ সময় মহাবীর মৈন্দ দ্বিবিদের নিকটস্থ হইল। তখন শোণিতাক্ষ ও যূপাক্ষের সহিত উহাদের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। উহারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও পীড়ন করিতে লাগিল। দ্বিবিদ শোণিতাক্ষের মুখে নখাঘাত করিল এবং তাহাকে ভূতলে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। এদিকে মৈন্দও ক্রোধভরে যূপাক্ষকে ভুজপঞ্জরে গ্রহণ ও পীড়নপূর্বক বিনষ্ট করিল। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসসৈন্য যারপরনাই ব্যথিত। উহারা ভগ্নমনে মহাবীর কুম্ভের নিকট উপস্থিত হইল। কুম্ভ উহাদিগকে আশ্বস্ত করিলেন। দেখিলেন ঐ সমস্ত সৈন্যের মধ্যে প্রকৃত বীরগণ বানরহস্তে নিহত হইয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি জাতক্রোধ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ঐ ধনুর্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর ধনু গ্রহণপূর্বক দেহবিদারণ উরগভীষণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সশর শরাসন বিদ্যুৎ ও ঐরাবত সম্পর্কে দীপ্যমান ইন্দ্রধনুর ন্যায় সুশোভিত। তিনি একটি স্বর্ণপুঙ্খ শর আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক দ্বিবিদের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। দ্বিবিদ ঐ শরে সহসা আহত হইয়া পদদ্বয় প্রসারণপূর্বক বিহ্বল হইয়া পড়িল। তখন মৈন্দ এক প্রকাণ্ড শিলা হস্তে লইয়া কুম্ভের প্রতি ধাবমান হইল এবং উহাকে লক্ষ্য করিয়া উহা মহাবেগে নিক্ষেপ করিল। মহাবীর কুম্ভ শাণিত পাঁচ শরে সেই শিলা চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং অন্য এক সর্পাকার শর সন্ধানপূর্বক মৈন্দের বক্ষ বিদ্ধ করিলেন। মৈন্দও তৎক্ষণাৎ মর্মাহত ও মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল।

অনন্তর অঙ্গদ মৈন্দ ও দ্বিবিদকে বিকল ও বিহ্বল দেখিয়া মহাবেগে কুম্ভের অভিমুখে চলিলেন। কুম্ভ হস্তীকে যেমন অঙ্কুশ দ্বারা বিদ্ধ করে সেইরূপ বহুসংখ্য শরে অঙ্গদকে বিদ্ধ করিলেন। উঁহার শর অকুণ্ঠিত শাণিত ও সুতীক্ষ্ণ। মহাবীর অঙ্গদ ঐ সমস্ত শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তিনি উহার মস্তকে অনবরত বৃক্ষশিলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুম্ভের শরে তন্নিক্ষিপ্ত বৃক্ষশিলা খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল। পরে কুম্ভ উঁহাকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া উল্কা দ্বারা যেমন হস্তীকে বিদ্ধ করে সেইরূপ দুই শরে উঁহার ভ্রূযুগল বিদ্ধ করিলেন। অঙ্গদের ভ্রূ হইতে অজস্রধারে রক্তস্রোত বহিতে লাগিল এবং ঝটিতি নেত্রদ্বয় মুদ্রিত হইয়া গেল।

তখন অঙ্গদ এক হস্তে ঐ রক্তাক্ত নেত্র আচ্ছাদনপূর্বক অপর হস্তে নিকটস্থ এক শালবৃক্ষ গ্রহণ করিলেন। ঐ শাল শাখাবহুল, তিনি উহা বক্ষঃস্থলে স্থাপন এবং এক হস্তে উহার শাখা কিঞ্চিৎ অবনমনপূর্বক উহাকে নিষ্পত্র করিয়া লইলেন। বৃক্ষ দেখিতে ইন্দ্রধ্বজ ও মন্দরতুল্য। মহাবীর অঙ্গদ কুম্ভের প্রতি উহা মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। বৃক্ষ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র কুম্ভের শরে খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল। পরে কুম্ভ শাণিত সাত শরে অঙ্গদকে বিদ্ধ করিলেন। অঙ্গদও যারপরনাই ব্যথিত ও মূর্ছিত হইলেন।

অঙ্গদ প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় ভূতলে পতিত, বানরেরা শীঘ্র রামকে গিয়া এই সংবাদ নিবেদন করিল। রাম অঙ্গদকে রক্ষা করিবার জন্য জাম্ববান প্রভৃতি বানরদিগকে নিয়োগ করিলেন। বানরবীরগণ বৃক্ষশিলা হস্তে লইয়া রোষলোহিত নেত্রে তথায় উপস্থিত হইল। জাম্ববান, সুষেণ ও বেগদর্শী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কুম্ভের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তখন কুম্ভ শৈল দ্বারা যেমন জলস্রোত রুদ্ধ করে সেইরূপ শর দ্বারা উঁহাদের গতিরোধ করিলেন। উঁহারা শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া মহাসমুদ্র যেমন তীরভূমি দেখিতে পায় না তদ্রূপ রণস্থলে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

ইত্যবসরে কপিরাজ সুগ্রীব অঙ্গদকে পশ্চাতে লইয়া গিরিচারী নাগের প্রতি সিংহের ন্যায় কুম্ভের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অশ্বকর্ণ প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক কুম্ভের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তন্নিক্ষিপ্ত বৃক্ষে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কুম্ভও শরনিকরে তৎসমুদয় খণ্ড খণ্ড করিলেন। খণ্ডিত বৃক্ষ ঘোর শতঘ্নীর ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। কিন্তু সুগ্রীব বৃক্ষ বিফল দেখিয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তাঁহার সর্বাঙ্গ কুম্ভের শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত, তিনি ধৈর্যসহকারে সমস্তই সহিয়া রহিলেন। পরে উঁহার ইন্দ্রধনু-তুল্য ধনুখণ্ড কাড়িয়া লইয়া দ্বিখণ্ড করিলেন। কুম্ভ ভগ্নদশন হস্তীর ন্যায় শোচনীয়। ইত্যবসরে সুগ্রীব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন, কুম্ভ! তোমার বলবীর্য ও শরবেগ অতি অদ্ভুত ; তুমি বিক্রমে প্রহ্লাদ ও বলির তুল্য এবং শৌর্যে কুবের ও বরুণের তুল্য ; রাক্ষসকুলের মধ্যে কেবল তোমার বা রাবণের বিনয় বা প্রতাপ আছে। একমাত্র তুমিই বলবান কুম্ভকর্ণের অনুরূপ। মানসী পীড়া যেমন জিতেন্দ্রিয়কে সেইরূপ সুরগণ শূলধারী তোমাকে আক্রমণ করিতে পারেন না। ধীমন্! এক্ষণে তুমি বিক্রম প্রদর্শন কর এবং আমারও বীরকার্য প্রত্যক্ষ কর। তোমার পিতৃব্য রাবণ দৈববরে এবং তোমার পিতা কুম্ভকর্ণ বলপ্রভাবে সুরাসুরকে পরাস্ত করিয়াছেন, কিন্তু তোমার বর ও বল উভয়ই আছে। তুমি ধনুর্বিদ্যায় মহাবীর ইন্দ্রজিতের এবং প্রতাপে রাক্ষসরাজ রাবণের তুল্য ; ফলতঃ আজ তুমিই রাক্ষসগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আজ জগতের লোক ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের ন্যায় তোমার এবং আমার অদ্ভুত যুদ্ধ স্বচক্ষে দেখুক। তুমি অলৌকিক কার্য করিয়াছ, বিলক্ষণ অস্ত্রকৌশল দেখাইয়াছ এবং এই সমস্ত ভীমবল বানরকেও বিনাশ করিয়াছ। এক্ষণে তুমি যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত, আমি এই অবস্থায় তোমাকে বধ করিলে লোকের তিরস্কারভাজন হইব, কেবল এই ভয়ে ক্ষান্ত হইয়া আছি। এক্ষণে তুমি শ্রান্তি দূর করিয়া আমার বল প্রত্যক্ষ কর।

তখন সুগ্রীবের এই ব্যাজস্তুতি দ্বারা কুম্ভের তেজ হুত হুতাশনের ন্যায় বর্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি গিয়া সুগ্রীবকে ভুজবেষ্টনে ধরিলেন। পরস্পর পরস্পরের গাত্রে গ্রথিত, পরস্পর পরস্পরকে ঘর্ষণ করিতেছেন এবং মদস্রাবী

হস্তীর ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। শ্রান্তিনিবন্ধন উঁহাদের মুখে সধূম অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। ভূমি পদাভিঘাতে নিমগ্ন, সমুদ্র বিচলিত ও তরঙ্গাকুল। ইত্যবসরে সুগ্রীব কুম্ভকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। সমুদ্রের পর্বতাকার জলরাশি উৎসারিত ও তলদেশ দৃষ্ট হইল। অনন্তর কুম্ভ সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া সুগ্রীবকে ভূতলে ফেলিলেন এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহার বক্ষে বজ্রমুষ্টি প্রহার করিলেন। সুগ্রীবের চর্ম ফাটিয়া গেল, অস্থিমণ্ডলে মুষ্টি প্রতিহত হইল এবং বেগে রক্ত ছুটিতে লাগিল। তখন বজ্রাঘাতে সুমেরু হইতে যেমন অগ্নি উঠিয়াছিল সেইরূপ ঐ মুষ্টিপ্রহারে সুগ্রীবের তেজ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কুম্ভের বক্ষে এক বজ্রকল্প মুষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কুম্ভও বিহ্বল হইয়া জ্বালাশূন্য অগ্নির ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। বোধ হইল যেন প্রদীপ্ত ভৌম গ্রহ সহসা অন্তরীক্ষ হইতে স্খলিত হইল। মুষ্ট্যাঘাতে উঁহার বক্ষঃস্থল ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া গেল এবং উঁহার রূপ রুদ্রতেজে অভিভূত সূর্যের ন্যায় দৃষ্ট হইল। তিনি বিনষ্ট হইলেন, সমগ্র পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল এবং রাক্ষসেরাও যারপরনাই ভীত হইল।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ ॥ নিকুম্ভ ভ্রাতা কুম্ভকে নিহত দেখিয়া ক্রোধজ্বলিত নেত্রে দগ্ধ করিয়াই যেন সুগ্রীবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। উহার হস্তে ঘোর পরিঘ। পরিঘের মুষ্টিস্থান লৌহপট্টে বেষ্টিত, উহা স্বর্ণপ্রবাল ও হীরকে খচিত, মাল্যদামজড়িত, মহেন্দ্রশিখরাকার, যমদণ্ডতুল্য ও রাক্ষসগণের ভয়নাশক। উহা দৈর্ঘ্যে আবহ প্রভৃতি সপ্ত মহাবায়ুর সন্ধিস্থল বিশ্লেষিত করিয়া দিতেছে এবং বিধূমবহ্নির ন্যায় সশব্দে প্রজ্বলিত হইতেছে। ভীমবল নিকুম্ভ মুখব্যাদান-পূর্বক ঐ ইন্দ্রধ্বজভীষণ পরিঘ বিঘূর্ণিত করিতে করিতে সিংহনাদ আরম্ভ করিল। উহার বক্ষে নিষ্ক, হস্তে অঙ্গদ, কর্ণে বিচিত্র কুণ্ডল এবং গলে উৎকৃষ্ট মাল্য। ঐ মহাবীর বিদ্যুদ্দামদীপ্ত গর্জমান মেঘ যেমন ইন্দ্রধনু দ্বারা শোভা পায় সেইরূপ ঐ পরিঘাস্ত্রে শোভা ধারণ করিল। পরিঘ পুনঃ পুনঃ বিঘূর্ণিত হওয়াতে অন্তরীক্ষ তারা গ্রহ নক্ষত্র ও গন্ধর্বনগরী অলকার সহিত যেন ঘুরিতে লাগিল। নিকুম্ভরূপ প্রদীপ্ত বহ্নি সাক্ষাৎ প্রলয়াগ্নির ন্যায় উত্থিত, ক্রোধ উহার কাষ্ঠ, পরিঘ ও আভরণে উহা জ্যোতিষ্মান। তৎকালে ঐ বীর সাধারণের অনভিগম্য হইয়া উঠিল এবং রাক্ষস ও বানরগণ উহাকে দেখিবামাত্র ভয়ে নিস্পন্দ হইয়া রহিল।

এই অবসরে মহাবীর হনুমান বক্ষঃপ্রসারণপূর্বক নিকুম্ভের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। দীর্ঘবাহু নিকুম্ভ উঁহার বক্ষে সূর্যপ্রভ পরিঘ নিক্ষেপ করিল। পরিঘ হনুমানের স্থির ও বিশাল বক্ষে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র চূর্ণ হইয়া গেল। ঐ সমস্ত চূর্ণাংশ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আকাশে শত শত উল্কার ন্যায় দৃষ্ট হইল। ঐ পরিঘের আঘাতেও হনুমান ভূমিকম্পকালে পর্বতবৎ স্থির ও নিশ্চল। পরে তিনি মহাবেগে একটি দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টি নিকুম্ভের বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। মুষ্ট্যাঘাতে নিকুম্ভের বর্ম ফাটিয়া গেল, তীব্রবেগে রক্ত বহিতে লাগিল এবং মেঘমধ্যে স্ফুরিত বিদ্যুতের ন্যায় বক্ষে ঝটিতি একটা জ্যোতি উঠিয়া মিলাইয়া গেল।

অনন্তর নিকুম্ভ অবিলম্বে সুস্থ হইয়া হনুমানকে গিয়া বেগে ধরিল এবং উঁহাকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া লঙ্কার অভিমুখে চলিল। তখন রাক্ষসেরা এই বিস্ময়কর ব্যাপারে অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া ভীম রবে কোলাহল করিতে লাগিল। পরে হনুমান

তদবস্থায় নিকুম্ভকে এক মুষ্ট্যাঘাত করিলেন এবং উহার হস্তগ্রহ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া ভূতলে দাঁড়াইলেন। তাঁহার ক্রোধানল দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি নিকুম্ভকে ফেলিয়া পিষ্টপেষিত করিতে লাগিলেন। পরে মহাবেগে উহার বক্ষে উঠিয়া দুই হস্তে উহার গ্রীবা ধরিলেন। নিকুম্ভ ভীমরবে চীৎকার করিতে লাগিল। হনুমান উহার গ্রীবা মোচড়াইয়া মুণ্ড উৎপাটন করিলেন। বানরেরা হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিল। দিগন্ত প্রতিধ্বনিত, পৃথিবী কম্পিত। আকাশ যেন খসিয়া পড়িল এবং রাক্ষসেরা যারপরনাই ভীত হইল।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ ॥ রাক্ষসরাজ রাবণ কুম্ভ ও নিকুম্ভকে নিহত দেখিয়া রোষে অনলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি ক্রোধ ও শোকে হতজ্ঞান হইয়া খরপুত্র বিশালনেত্র মকরাক্ষকে কহিলেন, বৎস! তুমি আমার আদেশে সসৈন্যে নির্গত হও এবং রাম, লক্ষ্মণ ও বানরগণকে সংহার করিয়া আইস।

শূরাভিমানী মকরাক্ষ হৃষ্টমনে রাবণের বাক্য শিরোধার্য করিয়া লইল এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্বক গৃহ হইতে নির্গত হইল। সম্মুখে সেনাপতি দণ্ডায়মান। মকরাক্ষ তাহাকে কহিল, বীর! তুমি শীঘ্র রথ ও সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া আন। সেনাপতি অবিলম্বেই তাহা করিল। তখন মকরাক্ষ রথ প্রদক্ষিণ-পূর্বক সারথিকে কহিল, সূত! তুমি শীঘ্র যুদ্ধভূমিতে রথ লইয়া চল। পরে ঐ মহাবীর, রাক্ষসগণের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবার জন্য কহিল, রাক্ষসগণ! তোমরা আমার সম্মুখে থাকিয়া যুদ্ধ করিও। মহারাজ রাবণ আমায় রাম লক্ষ্মণ ও অন্যান্য বানরগণকে বিনাশ করিতে আদেশ করিয়াছেন। আমি আজ তাহাদিগকে বধ করিয়া আসিব। অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠকে দগ্ধ করে সেইরূপ আমি শূলপ্রহারে বানরসৈন্য ছারখার করিয়া আসিব।

রাক্ষসেরা বলবান নানাস্ত্রধারী ও সাবধান; উহাদের চক্ষু পিঙ্গল, দন্ত ভীষণ; উহারা কামরূপী ও ক্রূর; উহাদের কেশ উন্মুক্ত, আকার ভয়ঙ্কর; উহারা মাতঙ্গের ন্যায় ঘোররবে পুনঃ পুনঃ গর্জন করিতেছে। ঐ সকল রাক্ষসবীর খরপুত্র মকরাক্ষকে পরিবেষ্টনপূর্বক হৃষ্টমনে চলিল। উহাদের গতিদর্পে গগনতল আলোড়িত হইতে লাগিল। শঙ্খধ্বনি, ভেরীরব, বীরগণের বাহ্বাস্ফোটন ও সিংহনাদে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কষাযষ্টি সারথির করভ্রষ্ট হইল, ধ্বজদণ্ড স্খলিত হইয়া পড়িল। রথযোজিত অশ্বের আর পূর্ববৎ বিচিত্র পদ-বিন্যাস রহিল না। উহারা জড়িতপদে সাশ্রুনেত্রে দীনমুখে যাইতে লাগিল। বায়ু ধূলিপূর্ণ তীব্র ও দারুণ। দুর্মতি মকরাক্ষের যাত্রাকালে এই সমস্ত দুর্লক্ষণ দৃষ্ট হইল। মহাবীর রাক্ষসেরা তৎসমস্ত তুচ্ছ করিয়া রণক্ষেত্রে চলিয়াছে। উহারা মেঘ হস্তী ও মহিষের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, উহাদের দেহে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষতচিহ্ন, উহারা প্রত্যেকেই রণমুখে অগ্রসর হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ ॥ বানরগণ মকরাক্ষকে নির্গত দেখিয়া সহসা লম্ফ প্রদানপূর্বক যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইল। দেবদানবের ন্যায় রাক্ষস-বানরের রোমহর্ষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। উহারা পরস্পর বৃক্ষ শূল গদা ও পরিঘ প্রহারে পরস্পরকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা শক্তি, খড়্গ, গদা, কুন্ত, তোমর, পট্টিশ, ভিন্দিপাল,

পাশ, মুদ্গর, দণ্ড প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র বানরদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। বানরগণ শরপীড়িত ও ভয়ার্ত ; উহারা যুদ্ধে পরাঙ্‌মুখ হইয়া চতুর্দিকে পলাইতে আরম্ভ করিল। তদ্দৃষ্টে বিজয়ী রাক্ষসগণ সিংহবৎ সগর্বে তর্জন-গর্জন করিতে লাগিল। তখন মহাবীর রাম উহাদিগকে শরনিকরে নিবারণপূর্বক বানরগণকে আশ্বস্ত করিলেন। ইত্যবসরে মকরাক্ষ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঁহাকে কহিল, রাম! আইস, আজ তোমার সহিত আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইবে, আজ আমি তোমায় শাণিত শরে বিনষ্ট করিব। তুমি দণ্ডকারণ্যে আমার পিতা খরকে বধ করিয়াছ, এই জন্য আজ তোমায় সম্মুখে দেখিয়া আমার রোষানল জ্বলিয়া উঠিতেছে। দুরাত্মন্! তৎকালে আমি সেই মহারণ্যে তোরে পাই নাই এই জন্যই আমার সর্বশরীর দগ্ধ হইতেছে। আজ তুই ভাগ্যক্রমেই আমার দৃষ্টিপথে উপনীত হইয়াছিস। ক্ষুধার্ত সিংহের পক্ষে ইতর মৃগ যেমন প্রার্থনীয় সেইরূপ তুইও আমার পক্ষে যারপরনাই প্রার্থনীয়। পূর্বে তুই যে-সমস্ত বীরকে বিনাশ করিয়াছিস আজ আমার শরে বিনষ্ট হইয়া তাহাদেরই সহিত যমালয়ে বাস করিবি। এক্ষণে অধিক আর কি, আজ সকলেই এই রণস্থলে তোর এবং আমার বিক্রম প্রত্যক্ষ করুক। তুই অস্ত্রশস্ত্র বা হস্ত যা তোর অভ্যস্ত তাহার সাহায্যেই যুদ্ধ কর।

তখন রাম বহুভাষী মকরাক্ষের কথায় হাস্য করিয়া কহিলেন, বীর! তুমি কেন বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ, যুদ্ধ ব্যতীত কেবল বাক্যবলে কাহাকেও পরাজয় করা যায় না। আমি দণ্ডকারণ্যে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস, খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে বিনাশ করিয়াছি। আজ তোমায় বধ করিয়া তোমার মাংসে তীক্ষ্ণতুণ্ড তীক্ষ্ণনখ গৃধ্র শৃগাল ও কাক প্রভৃতি পশুপক্ষিদিগকে পরিতৃপ্ত করিব।

অনন্তর মকরাক্ষ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রামের প্রতি শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাম তন্নিক্ষিপ্ত শরসকল শর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। মকরাক্ষের স্বর্ণপুঙ্খ শরজাল ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পড়িল। তৎকালে ঐ দুই বীরের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। উঁহাদের করাকৃষ্ট শরাসনের মেঘবৎ গম্ভীর টঙ্কার ও যোদ্ধাদিগের বীরনাদ অনবরত শ্রুত হইতে লাগিল। দেব দানব গন্ধর্ব কিন্নর ও উরগগণ অন্তরীক্ষে অবস্থানপূর্বক এই অদ্ভুত যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। ঐ দুই মহাবীর পরস্পর পরস্পরের শরনিকরে বিদ্ধ, তথাচ উঁহাদের দ্বিগুণ বলবৃদ্ধি। একজনের ক্রিয়া ও অপরের প্রতিক্রিয়া দ্বারা যুদ্ধ ক্রমশঃ ঘোরতর হইয়া উঠিল। চতুর্দিক শরজালে আচ্ছন্ন, আর কিছুই দৃষ্ট হইল না। এই অবসরে রাম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মকরাক্ষের ধনু দ্বিখণ্ড এবং আট নারাচে উহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। রথ চূর্ণ ও অশ্ব বিদীর্ণ হইয়া পড়িল। তখন মকরাক্ষ ভূতলে দণ্ডায়মান হইয়া রামকে প্রহার করিবার জন্য এক ভীষণ শূল লইল। ঐ শূল রুদ্রপ্রদত্ত, প্রলয়াগ্নিবৎ দুর্নিরীক্ষ্য এবং বিশ্বসংহারের অপর অস্ত্র। উহা স্বতেজে নিরবচ্ছিন্ন জ্বলিতেছে। দেবতারা তাহা দেখিবামাত্র সভয়ে পলাইতে লাগিলেন। মকরাক্ষ ঐ শূল বিঘূর্ণিত করিয়া সক্রোধে রামের প্রতি নিক্ষেপ করিল। রাম চারিটি শরে তাহা খণ্ড খণ্ড করিলেন। স্বর্ণমণ্ডিত শূল আকাশচ্যুত উল্কার ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তদ্দৃষ্টে অন্তরীক্ষচর জীবগণ রামকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ করিতে লাগিল। পরে মকরাক্ষ রামকে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া মুষ্টি প্রহারার্থ আবার ধাবমান হইল। রাম হাস্যমুখে অগ্ন্যস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। মকরাক্ষ ঐ অস্ত্রে আহত হইবামাত্র ছিন্নহৃদয়ে ধরাশায়ী হইল।

পরে রাক্ষসেরা রামভয়ে ভীত ও যুদ্ধে বিমুখ হইয়া দ্রুতপদে লঙ্কার দিকে চলিল। দেবতারাও মকরাক্ষকে বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় ধরাশায়ী দেখিয়া যারপরনাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন।

একোনাশীতিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মকরাক্ষবধে ক্রোধে অতিমাত্র জ্বলিয়া উঠিলেন এবং দন্তে দন্ত নিষ্পীড়নপূর্বক কটকটা শব্দ করিতে লাগিলেন। পরে স্থিরচিত্তে একটি কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া ইন্দ্রজিৎকে কহিলেন, বৎস! তুমি সর্বাপেক্ষা অধিকবল, এক্ষণে দৃশ্য বা মায়াবলে অদৃশ্য থাকিয়া মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়া আইস। তুমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্রকে জয় করিয়াছ, রাম ও লক্ষ্মণ মনুষ্য, এই জন্য অবজ্ঞা করিয়াই কি তাহাদিগকে বধ করিবে না?

অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ পিতৃ-আজ্ঞায় যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং নির্ঋতি দৈবত মন্ত্রে অগ্নির তৃপ্তিসাধন করিবার জন্য যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন। তথায় কয়েকটি রক্তোষ্ণীষধারিণী রাক্ষসী ব্যস্তসমস্তচিত্তে উপস্থিত। উহারা যজ্ঞে নানারূপ পরিচর্যা করিতে লাগিল। ঐ যজ্ঞে শস্ত্ররূপ শরপত্র, বিভীতক সমিধ, রক্তবস্ত্র ও লৌহময় স্রুব আহৃত হইয়াছে। ইন্দ্রজিৎ ঐ শরপত্র দ্বারা বহ্নি আস্তীর্ণ করিয়া একটি জীবিত কৃষ্ণ ছাগের গলদেশ গ্রহণ করিলেন। বহ্নি শরহোমপ্রদীপ্ত জ্বালাকরাল ও বিধূম, উহা হইতে বিজয়সূচক চিহ্ন প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তপ্তকাঞ্চনবর্ণ পাবক স্বয়ং উত্থিত হইয়া দক্ষিণাবর্ত শিখায় আহুতি গ্রহণ করিলেন। অভিচার হোম সম্পূর্ণ হইল। ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞীয় দেবদানব ও রাক্ষসের তৃপ্তিসাধনপূর্বক অদৃশ্য রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথ স্বর্ণখচিত ও উজ্জ্বল, উহার ধ্বজদণ্ড বৈদূর্যচিত্রিত দীপ্তপাবকতুল্য ও স্বর্ণ-বলয়ে বেষ্টিত, উহাতে মৃগচন্দ্র ও অর্ধচন্দ্রের প্রতিরূপ অঙ্কিত আছে এবং উহা অশ্বচতুষ্টয়ে যোজিত। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ ঐ দিব্য রথে প্রদীপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রে রক্ষিত হইয়া যারপরনাই অধৃষ্য হইয়া উঠিলেন। পরে তিনি নগরের বহির্গমন-পূর্বক অন্তর্ধান হইয়া কহিলেন, আজ আমি সেই অকারণ প্রব্রজিত রাম ও লক্ষ্মণকে পরাজয় করিয়া পিতার হস্তে জয়শ্রী অর্পণ করিব। আজ আমি এই পৃথিবীকে বানরশূন্য করিয়া পিতার যারপরনাই প্রীতিবর্ধন করিব।

অনন্তর তীব্রস্বভাব ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ বানরগণের মধ্যে ত্রিশিরস্ক উরগের ন্যায় ভীমমূর্তিতে দণ্ডায়মান আছেন। ইন্দ্রজিৎ উঁহাদিগকে সুস্পষ্ট চিনিতে পারিয়া শরাসনে জ্যা আরোপণ করিলেন। তাঁহার রথ অন্তরীক্ষে প্রচ্ছন্ন, তিনি স্বয়ং অদৃশ্য হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি শরক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশঃ বৃষ্টিপাতবৎ তাঁহার শরপাতে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হইল। রাম ও লক্ষ্মণও দিগন্ত আবৃত করিয়া দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু উঁহাদের শর ইন্দ্রজিৎকে স্পর্শও করিতে পারিল না। ইন্দ্রজিৎ স্বয়ং নীহারে অলক্ষিত, তিনি মায়াবলে ধূমান্ধকার বিস্তার করিলেন, চতুর্দিক দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার জ্যাঘাতধ্বনি, রথের ঘর্ঘর রব ও অশ্বের পদশব্দ আর শ্রুতিগোচর হইল না। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ ঘনান্ধকারে সূর্যপ্রখর বরলব্ধ শরে রামকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ পর্বতোপরি বৃষ্টিপাতের ন্যায় সর্বাঙ্গে শরপাত দেখিয়া শরক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। উঁহাদের সুতীক্ষ্ণ শর অন্তরীক্ষে ইন্দ্রজিৎকে বিদ্ধ করিয়া রক্তাক্ত দেহে

ভূতলে পড়িতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণ যে দিক হইতে শরক্ষেপ হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে শর প্রয়োগ আরম্ভ করিলেন। উঁহাদের ক্ষিপ্রহস্ততা বিস্ময়কর। ইন্দ্রজিৎ অন্তরীক্ষের চতুর্দিক পর্যটন করিতেছেন এবং শাণিত শরে উঁহাদিগকে প্রহার করিতেছেন। মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ অল্পক্ষণের মধ্যেই ইন্দ্রজিতের শরে বিদ্ধ ও রক্তাক্ত হইলেন। উঁহারা শোণিতপ্রভায় কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। নভোমণ্ডল জলদপটলে আবৃত হইলে সূর্যের যেমন কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না সেইরূপ তৎকালে কেহই ইন্দ্রজিতের বেগগতি মূর্তি ধনু ও শর কিছুই দেখিতে পাইল না। বহুসংখ্য বানর উঁহার সুতীক্ষ্ন শরে রণশায়ী হইতে লাগিল। ইত্যবসরে লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রামকে কহিলেন, আর্য! আজ আমি রাক্ষসজাতির উচ্ছেদ কামনায় ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিব। রাম কহিলেন, বৎস! দেখ একজনের নিমিত্ত রাক্ষসজাতিকে উচ্ছেদ করা তোমার উচিত নহে। যাহারা সংগ্রামে বিমুখ, ভয়ে লুক্কায়িত, কৃতাঞ্জলিপুটে শরণাগত, পলায়মান এবং প্রমত্ত তাহাদিগকে বধ করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে আইস আমরা কেবল ইন্দ্রজিতের বধোদ্দেশে যত্ন করি। ইন্দ্রজিৎ মায়াবী ও ক্ষুদ্র এবং মায়াবলে উহার রথ অদৃশ্য। এই অদৃশ্য বধ আমাদের সাধ্য, কিন্তু সে দৃষ্ট হইলে বানরেরা অল্পায়াসেই তাহাকে সংহার করিতে পারিবে। এক্ষণে সেই দুরাত্মা যদি ভূগর্ভে লুক্কায়িত হয়, যদি অন্তরীক্ষে বা রসাতলে প্রবেশ করে তথাপি আমার অস্ত্রে নিশ্চয়ই নিহত হইবে।

মহাবীর রাম এই বলিয়া বানরগণের সহিত সেই ক্রূরকর্মা ভীষণ ইন্দ্রজিতের বধোপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

অশীতিতম সর্গ ৷৷ জ্ঞাতিবধক্রোধে ইন্দ্রজিতের নেত্রদ্বয় আরক্ত। তিনি রামের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সসৈন্যে রণস্থল হইতে প্রতিগমনপূর্বক পশ্চিম দ্বার দিয়া পুরপ্রবেশ করিলেন। গতিপথে দেখিলেন রাম ও লক্ষ্মণ যুদ্ধচেষ্টায় বিরত হন নাই। তদ্দৃষ্টে ঐ দেবকণ্টক মহাবীর রথোপরি এক মায়াময়ী সীতা বধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং রণস্থলে পুনর্বার প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তখন বানরেরা উঁহাকে দেখিতে পাইয়া শিলাহস্তে সক্রোধে আক্রমণ করিল। হনুমান এক গিরিশৃঙ্গ গ্রহণপূর্বক সর্বাগ্রে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন ইন্দ্রজিতের রথে একবেণীধরা দীনা জানকী। তাঁহার মুখ উপবাসে কৃশ, মনে কিছুমাত্র হর্ষ নাই, বস্ত্র একমাত্র ও মলিন এবং সর্বাঙ্গ ধূলিধূসর। হনুমান মুহূর্তকাল উঁহাকে নিরীক্ষণ এবং জানকী বলিয়া অবধারণপূর্বক অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। ভাবিলেন ইন্দ্রজিতের অভিপ্রায় কি? পরে তিনি বানরগণের সহিত তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। ইন্দ্রজিতের ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি অসি নিষ্কোশিত করিয়া সীতার কেশাকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সর্বসমক্ষে উঁহাকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সর্বাঙ্গসুন্দরী মায়াময়ী সীতা হা রাম হা রাম বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। হনুমান উহার তাদৃশ দুরবস্থা দেখিয়া দীনমনে দুঃখাশ্রু পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি ক্রোধভরে কঠোরবাক্যে ইন্দ্রজিৎকে কহিলেন, দুরাত্মন্! তুই যে জানকীর ঐ কেশপাশ স্পর্শ করিয়াছিস ইহার ফল আত্মবিনাশ। ব্রহ্মর্ষির কুলে তোর জন্ম, তথাচ তুই রাক্ষসী যোনি আশ্রয় করিয়াছিস, তোর যখন এইরূপ দুর্বুদ্ধি উপস্থিত তখন তোরে ধিক্!

রে নৃশংস! দুর্বৃত্ত! তুই অতি পাপী ও দুরাচার, তুই কূট উপায়ে যুদ্ধ করিস। রে নির্ঘৃণ! স্ত্রীবধে তোর কিছুমাত্র ঘৃণা নাই, তোরে ধিক্। রে নির্দয়! এই জানকী গৃহচ্যুত রাজ্যচ্যুত এবং রামের হস্তচ্যুত হইয়াছেন, তুই কোন অপরাধে ইঁহাকে বধ করিস? এখন ত তুই আমার হস্তগত হইয়াছিস, সুতরাং এই কার্য করিলে আর অধিকক্ষণ তোরে জীবিত থাকিতে হইবে না। লোকবধ্য দুরাত্মা-দিগেরও যাহা পরিহার্য তুই দেহান্তে স্ত্রীঘাতকগণের সেই লোক অচিরাৎ লাভ করিবি।

এই বলিয়া মহাবীর হনুমান অস্ত্রধারী বানরগণের সহিত ক্রোধভরে ইন্দ্রজিতের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ কহিলেন, রে বানর! সুগ্রীব তুই ও রাম তোরা যার উদ্দেশে লঙ্কায় আসিয়াছিস আজ আমি তোর সমক্ষে সেই সীতাকে বধ করিব। পশ্চাৎ তোরে এবং রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও অনার্য বিভীষণকে মারিব। তুই এইমাত্র বলিলি যে স্ত্রীবধ করা নিষিদ্ধ, এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে যাহা শত্রুর কষ্টকর তাহাই কর্তব্য হইতেছে।

ইন্দ্রজিৎ এই বলিয়া স্বহস্তে রোরুদ্যমানা মায়াময়ী সীতার দেহে খরধার খড়্গ প্রহার করিল। খড়্গ প্রহার করিবামাত্র ঐ প্রিয়দর্শনা স্থূলজঘনা যজ্ঞোপবীতবৎ তির্যকভাবে ছিন্ন হইয়া ভূতলে পড়িল। তখন ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে কহিল, রে বানর! এই দেখ্, আমি রামের প্রিয়মহিষী সীতাকে বধ করিলাম। এখন ত তোদের সমস্ত পরিশ্রমই পণ্ড। এই বলিয়া ঐ মহাবীর ব্যোমচারী রথে মুখব্যাদান-পূর্বক হৃষ্টমনে গর্জন করিতে লাগিল। বানরগণ অদূরে দণ্ডায়মান। উহারা ঐ ভীষণ বজ্রকঠোর গর্জনশব্দ শুনিতে লাগিল এবং উহাকে একান্ত হৃষ্ট দেখিয়া বিষণ্ন মনে চকিত নেত্রে চতুর্দিক দেখিতে দেখিতে পলাইতে লাগিল।

একাশীতিতম সর্গ ॥ অনন্তর হনুমান বানরগণকে নিবারণপূর্বক কহিলেন, বীরগণ! তোমরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া বিষণ্ন মুখে কেন পলাইতেছ? তোমাদের বীরত্ব এখন কোথায় গেল? অতঃপর আমি যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছি, তোমরা আমারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস।

তখন বানরগণ শত্রুসংহারার্থ পুনর্বার ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং হৃষ্টমনে বৃক্ষশিলা গ্রহণ ও তর্জন-গর্জনপূর্বক উঁহাকে বেষ্টন করিয়া চলিল। হনুমান সাক্ষাৎ কালান্তক যম! তিনি জ্বালাকরাল বহ্নির ন্যায় রাক্ষসগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও ক্রোধ ও শোকে অভিভূত হইয়া ইন্দ্রজিতের রথে এক প্রকাণ্ড শিলা নিক্ষেপ করিলেন। সারথির ইঙ্গিতমাত্র বশীভূত অশ্বসকল তৎক্ষণাৎ রথ সুদূরে লইয়া গেল। শিলাও ভ্রষ্টলক্ষ্য হইয়া বহুসংখ্য রাক্ষসকে চূর্ণ করত ভূতলে পড়িল। অনন্তর বানরগণ সিংহনাদপূর্বক ইন্দ্রজিতের প্রতি ধাবমান হইল এবং নিরবচ্ছিন্ন বৃক্ষশিলা বৃষ্টি করিতে লাগিল। চতুর্দিকে

উহাদের গর্জনশব্দ, ভীমরূপ রাক্ষসেরা বৃক্ষশিলা প্রহারে ব্যথিত হইয়া উঠিল। তদ্দৃষ্টে ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বানরগণের প্রতি সশস্ত্রে ধাবমান হইল এবং শূল বজ্র খড়্গ পট্টিশ ও মুদ্গর দ্বারা উহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে হনুমান কথঞ্চিৎ রাক্ষসগণকে নিবারণপূর্বক বানরদিগকে কহিলেন, বানরগণ! তোমরা প্রতিনিবৃত্ত হও, এই সমস্ত রাক্ষসসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করা আমাদের কার্য নহে। আমরা যাঁহার জন্য প্রাণের মমতা ছাড়িয়া রামের প্রিয়কামনায় যুদ্ধ করিতেছি সেই দেবী জানকী বিনষ্ট হইয়াছেন। আইস, এক্ষণে আমরা রাম ও সুগ্রীবকে গিয়া এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করি। শুনিয়া তাঁহারা আমাদিগকে যে কার্যে নিয়োগ করিবেন আমরা তাহাই করিব। এই বলিয়া তিনি সমস্ত বানরের সহিত নির্ভয়ে মৃদুপদে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর দুষ্টাশয় ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া হোমকামনায় নিকুম্ভিলা নামক দেবালয়ে গমন করিল।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ ॥ এদিকে রাম যুদ্ধের তুমুল কলরব শুনিতে পাইয়া জাম্ববানকে কহিলেন, সৌম্য! ঐ দূরে ভীষণ অস্ত্রধ্বনি শ্রুত হইতেছে, বোধ হয় হনুমান যুদ্ধে কোন দুষ্কর কার্য সাধন করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি সসৈন্যে গিয়া শীঘ্র তাঁহার সাহায্যে নিযুক্ত হও।

তখন ঋক্ষরাজ যথায় মহাবীর হনুমান, সসৈন্যে সেই পশ্চিম দ্বারে চলিলেন। দেখিলেন, তিনি প্রত্যাগমন করিতেছেন এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী বানরগণ যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত হইয়া অনবরত শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। পথিমধ্যে হনুমানের সহিত ঐ নীলমেঘাকার ভল্লুকসৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। তিনি উহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন এবং সর্বসমেত শীঘ্র রামের নিকট গিয়া দুঃখিত মনে কহিলেন, রাম! আমরা যুদ্ধ করিতেছিলাম এই অবসরে ইন্দ্রজিৎ আমাদিগের সমক্ষে রোরুদ্যমানা সীতাকে বধ করিয়াছে। এক্ষণে আমি ইহা আপনার গোচর করিবার জন্য বিষণ্ণ ও উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে উপস্থিত হইলাম।

রাম এই সংবাদ পাইবামাত্র শোকে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। বানরগণ ত্বরিতপদে চতুর্দিক হইতে তথায় উপস্থিত হইল এবং সহসা-প্রদীপ্ত দুর্নিবারবেগ দহনশীল অগ্নিবৎ উঁহাকে উৎপলগন্ধী জলে সিক্ত করিতে লাগিল। অনন্তর লক্ষ্মণ ঐ মহাবীরকে ভুজপঞ্জরে গ্রহণপূর্বক দুঃখিত মনে সঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আর্য! আপনি ধর্মশীল এবং জিতেন্দ্রিয় কিন্তু ধর্ম আপনাকে অনর্থপরম্পরা হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ নহে, সুতরাং উহা নিরর্থক। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতের সুখটি যেমন প্রত্যক্ষ হয়, ধর্ম সেরূপ হয় না, সুতরাং ধর্মনামে সুখসাধন কোন একটি পদার্থ নাই। স্থাবর যেমন ধর্মপ্রসক্তিশূন্য হইয়াও সুখী, জঙ্গমও সেইরূপ, সুতরাং ধর্ম সুখসাধন নহে, ইহার সুখসাধনতা থাকিলে আপনি কখনই এইরূপ বিপদস্থ হইতেন না। আর যদি বলেন,-অধর্ম দুঃখেরই কারণ তবে রাবণ নিরয়গামী হইত, আর আপনি ধর্মপরায়ণ, আপনাকে কখন এইরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। বলিতে কি, এক্ষণে অধার্মিকের সুখ ও ধার্মিকের দুঃখ দেখিয়া ধর্মের ফল সুখ এবং অধর্মের ফল দুঃখ, ইহা সম্পূর্ণই অপ্রমাণ হইতেছে, প্রত্যুত ধর্মে দুঃখ ও অধর্মে সুখ দেখিয়া ধর্মাধর্মের ফলগত বিরোধও বুঝা যাইতেছে। অথবা

ধর্ম দ্বারা যদি বাস্তবিক সুখই হয় এবং অধর্ম দ্বারা যদি দুঃখই ঘটে তবে যে সমস্ত ব্যক্তিতে অধর্ম প্রতিষ্ঠিত তাহারা দুঃখ ভোগ করুক এবং যাহাদের ধর্মে প্রবৃত্তি তাহারা সুখী হউক। কিন্তু যখন দেখিতেছি যাহারা অধর্মী তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি এবং ধার্মিকদিগের ক্লেশ, তখন ধর্ম ও অধর্ম নিরর্থক। বীর! যদি অধর্মকে একটি কার্যমাত্র স্বীকার করা যায় তাহা হইলে পাপী অধর্ম দ্বারা নষ্ট হইলে কার্যনাশে অধর্মেরই নাশ হইতেছে, সুতরাং যে স্বয়ং নষ্ট হইল তাহার আর বিনাশসাধনতা কিরূপে থাকিতে পারে। অথবা যদি অন্যের বিহিত কর্মের অনুষ্ঠানজাত অদৃষ্ট দ্বারা কোন ব্যক্তি বিনষ্ট হয় কিম্বা যদি সেই অদৃষ্টকে উপায়স্বরূপ করিয়া ঐ ব্যক্তি অন্যকে বিনাশ করে তাহা হইলে সেই অদৃষ্টই পাপকর্মে লিপ্ত হয়, কিন্তু যে অনুষ্ঠাতা সে কিছুতেই তদ্দ্বারা লিপ্ত হয় না, কারণ সে স্বয়ং হত্যার কারণ নহে। আর্য! ধর্ম একটি অচেতন বস্তু, উহা অব্যক্ত অসৎকল্প ও স্বকর্তব্যজ্ঞানে অক্ষম ; তাহার বাস্তব সত্তা স্বীকার করিলেও সে কিরূপে বধ্যকে প্রাপ্ত হইবে। ফলতঃ যদি ধর্মই থাকে তাহা হইলে আপনার কিছুমাত্র দুঃখ ঘটিত না, কিন্তু আপনি যখন দুঃখ পাইতেছেন তখন ধর্মনামে কোন একটি পদার্থ নাই। ধর্ম স্বয়ং অকিঞ্চিৎকর, ও কার্যসাধনে অসমর্থ, উহা দুর্বল, কার্যকালে কেবল পৌরুষেরই সহায়তা লয়, উহার কিছুমাত্র সুখসাধনতা নাই। আমার মতে সেই ধর্মকে আশ্রয় করিয়া থাকা কখনও উচিত হয় না। আর দেখুন, ধর্ম যদি পৌরুষেরই একটি গুণ হয় তবে সর্বপ্রযত্নে ধর্মের প্রাধান্য ত্যাগ করিয়া আপনি পৌরুষকে আশ্রয় করুন। বীর! আপনি যদি সত্যকেই ধর্ম বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে মহারাজ দশরথ আপনার যৌবরাজ্যে অভিষেকের অঙ্গীকার প্রতিপালন না করাতে মিথ্যাদোষে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং তন্নিবন্ধন তাঁহার মৃত্যুও হয়, এক্ষণে আপনি তাঁহার সত্য কি জন্য রক্ষা করিতেছেন না? আরও যদি একমাত্র ধর্মই কিংবা যদি একমাত্র পৌরুষই অনুষ্ঠেয় হয় তবে ইন্দ্র মহর্ষি বিশ্বরূপের বধ সাধন করিয়া কখন যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন না, কারণ যাহার প্রাধান্য তাহারই অনুষ্ঠান শ্রেয়। ফলতঃ শত্রুবিনাশকল্পে পুরুষকারের সহিত ধর্মই সেব্য, মনুষ্য স্বকার্যসাধনের উদ্দেশে উভয়েরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। আমার ত এই মত, ইহাই ধর্ম, কিন্তু আপনি সেই অর্থমূলক ধর্ম পরিত্যাগ করিযা সমূলে ধর্মলোপ করিয়াছেন। যেমন পর্বত হইতে নদী নিঃসৃত হইয়া থাকে সেইরূপ দিগ্‌দিগন্ত হইতে আহৃত প্রবৃদ্ধ অর্থ হইতে সমস্ত ধর্মক্রিয়া প্রবর্তিত হয়। অর্থহীন অল্পপ্রাণ পুরুষের সমস্ত কার্য গ্রীষ্মকালে স্বল্পতোয়া নদীর ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। যে ব্যক্তি অর্থ ব্যতীত সুখকামনা করে সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয় এবং তন্নিবন্ধন দোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ফলতঃ অর্থই পুরুষার্থ, যাহার অর্থ তাহারই মিত্র, যাহার অর্থ তাহারই বান্ধব, যাহার অর্থ জীবলোকে সেই পুরুষ, যাহার অর্থ সেই পণ্ডিত, যাহার অর্থ সেই বলবান, যাহার অর্থ সেই বুদ্ধিমান, যাহার অর্থ সেই মহাবীর, যাহার অর্থ সেই সর্বাপেক্ষা গুণী। আমি অর্থনাশের নানাদোষ কীর্তন করিলাম, আপনি রাজ্যগ্রহণ না করিয়া কি কারণে যে অর্থের অবমাননা করিয়াছেন বুঝিতে পারি না। যাহার অর্থ তাহারই ধর্ম কামে প্রয়োজন, তাহার সমস্তই অনুকূল, অর্থাভিলাষী নির্ধন ব্যক্তি পৌরুষ ব্যতীত অর্থলাভে কখনই সমর্থ হয় না। হর্ষ কাম দর্প ধর্ম ক্রোধ শান্তি ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এই সমস্তই অর্থের আয়ত্ত। যে সমস্ত ধর্মচারী তাপসের অর্থাভাবে ঐহিক পুরুষার্থ নষ্ট হয়, সেই অর্থ

মেঘাচ্ছন্ন দুর্দিনে গ্রহ যেমন দৃষ্ট হয় না সেইরূপ আপনাতে দৃষ্ট হইতেছে না। বীর! আপনি পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া বনবাসী হইলে আপনার প্রাণাধিকা পত্নীকে রাক্ষসেরা অপহরণ করিয়াছে। অতএব আপনি উত্থান করুন, আজ আমি স্বীয় পৌরুষে ইন্দ্রজিৎকৃত সমস্ত কষ্ট অপনোদন করিব। এক্ষণে উত্থান করুন, আপনি স্বীয় মাহাত্ম্য কি জন্য বুঝিতেছেন না? আজ আমি দেবী জানকীর নিধনক্রোধে লঙ্কানগরী হস্ত্যশ্ব রথ ও রাবণের সহিত এখনই চূর্ণ করিয়া ফেলিব।

ত্র্যশীতিতম সর্গ ॥ ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ রামকে আশ্বাস প্রদান করিতেছিলেন, ইত্যবসরে বিভীষণ স্বস্থানে গুল্মে স্থাপনপূর্বক তথায় উপস্থিত হইলেন। কজ্জলস্তূপকৃষ্ণ যূথপাতি-হস্তি-সদৃশ চারিজন অমাত্য সশস্ত্রে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাম লজ্জিত, শোকে মোহিত ও লক্ষ্মণের ক্রোড়ে শয়ান এবং বানরেরাও জলধারাকুললোচনে রোদন করিতেছে। তখন বিভীষণ দুঃখিত হইয়া কহিলেন, এ কি? লক্ষ্মণ বিভীষণকে বিষণ্ণ দেখিয়া সজল নয়নে কহিলেন, সৌম্য! ইন্দ্রজিৎ সীতাকে বধ করিয়াছে, আর্য রাম হনুমানের মুখে এই সংবাদ পাইয়া হতজ্ঞান হইয়া আছেন।

তখন বিভীষণ লক্ষ্মণের বাক্য শেষ না হইতেই তাঁহাকে নিবারণপূর্বক রামকে কহিলেন, রাজন্! হনুমান আসিয়া সকাতরে যাহা কহিয়াছেন আমি সমুদ্রশোষণের ন্যায় তাহা একান্ত অসম্ভব মনে করি। সীতার প্রতি দুরাত্মা রাবণের যেরূপ অভিপ্রায় আমি তাহা সম্পূর্ণই জানি। সেই কুঅভিপ্রায় সত্ত্বে সে কখন তাঁহাকে বধ করিবে না। আমি তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া জানকীপরিত্যাগে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলাম কিন্তু তৎকালে সে আমার কথা গ্রাহ্য করে নাই। জানকীরে বধ করা দূরে থাক, সাম দান ভেদ ও যুদ্ধ ইহার অন্যতর কোনও উপায়ে কেহ তাঁহার দর্শনও পাইতে পারে না। ইন্দ্রজিৎ যাহাকে বিনাশ করিয়া বানরগণকে বিমোহিত করিয়াছে, নিশ্চয় জানিও সে মায়াময়ী সীতা। আজ ঐ দুষ্টস্বভাব রাক্ষস নিকুম্ভিলায় আভিচারিক হোমের অনুষ্ঠান করিবে, স্বয়ং অগ্নিদেব সুরগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। ইন্দ্রজিৎ এই কার্যে সিদ্ধিলাভ করিলে যুদ্ধে দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিবে। কার্যক্ষেত্রে বানরেরা কোনরূপ বিঘ্ন আচরণ করিতে না পারে এইটি তাহার অভিপ্রায়, এই জন্য সে এই মায়া প্রয়োগপূর্বক সকলকে মোহিত করিয়াছে। এক্ষণে চল, আভিচারিক হোম সমাপন না হইতেই আমরা সসৈন্যে নিকুম্ভিলায় গমন করি। রাম! তুমি অকারণ সন্তপ্ত হইও না। তোমায় এইরূপ সন্তপ্ত দেখিয়া এই সমস্ত সৈন্য যারপরনাই বিষণ্ণ হইয়া আছে। তুমি উৎসাহিত হইয়া সুস্থ মনে এই স্থানে থাক। আমরা সসৈন্যে নিকুম্ভিলায় যাইব, তুমি আমাদের সহিত লক্ষ্মণকে প্রেরণ কর। এই মহাবীর ইন্দ্রজিতের যজ্ঞবিঘ্ন করিতে পারিবেন। মায়াসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিলেই

সে আমাদের বধ্য হইবে। এক্ষণে লক্ষ্মণের সুশাণিত শর ক্রূরদর্শন পক্ষীর ন্যায় নিশ্চয়ই তাহার রক্তপান করিবে। অতএব সুররাজ ইন্দ্র যেমন শত্রুবধে বজ্রকে নিয়োগ করেন তুমি তদ্রূপ সেই রাক্ষসের বধোদ্দেশে ইঁহাকে নিয়োগ কর। বীর! ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিতে আজ আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়। ঐ দুরাত্মা আভিচারিক কার্য সমাপন করিতে পারিলে সকলেরই অদৃশ্য হয় এবং তন্নিবন্ধন দেবগণেরও প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

চতুরশীতিতম সর্গ ॥ রাম বিভীষণের এই সমস্ত বাক্য শোকাবেগে সুস্পষ্ট কিছুই ধারণা করিতে পারিলেন না। পরে তিনি কিঞ্চিৎ ধৈর্যাবলম্বনপূর্বক উপবিষ্ট বিভীষণকে সর্বসমক্ষে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি এইমাত্র যে-সমস্ত কথা কহিলে আমি পুনর্বার তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, বল তোমার কি বক্তব্য আছে।

বিভীষণ কহিতে লাগিলেন, রাম! তুমি গুল্মসন্নিবেশে যেরূপ আদেশ দিয়াছিলে আমি কালবিলম্ব না করিয়া সেইরূপই করিয়াছি। এক্ষণে বানরসৈন্য চতুর্দিকে বিভক্ত এবং যূথপতিসকল সুব্যবস্থাক্রমে স্থাপিত হইয়াছে। অতঃপর আমার আরও কিছু বলিবার আছে, শুন। তুমি অকারণ শোকাকুল হইয়াছ দেখিয়া, আমাদের মন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি এই বৃথা শোক পরিত্যাগ কর, শত্রুর হর্ষবর্ধিনী চিন্তা দূর কর এবং উদ্যমশীল ও হৃষ্ট হও। যদি জানকীর উদ্ধার এবং রাক্ষসসংহারে তোমার ইচ্ছা থাকে তবে আমার একটি হিতকর কথা শুন। এক্ষণে দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলায় গমন করিয়াছে। লক্ষ্মণ তথায় তাহাকে বধ করিবার জন্য আমাদের সমভিব্যাহারে চলুন। ব্রহ্মার বরে ব্রহ্মশির অস্ত্র এবং কামগামী অশ্ব ইন্দ্রজিতের আয়ত্ত। এক্ষণে সে সসৈন্যে নিকুম্ভিলায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। যদি তাহার আভিচারিক হোম নির্বিঘ্নে সমাপন হয় তবে জানিও আমরা আজ নিশ্চয়ই তাহার হস্তে বিনষ্ট হইব। সর্বলোক-প্রভু ব্রহ্মা বরপ্রদানকালে তাহাকে কহিয়াছিলেন, তুমি যখন দেখিবে যে যাগভূমি নিকুম্ভিলায় উপনীত হইয়া আভিচারিক হোম সমাপন করিয়া উঠিতে পার নাই, এই অবস্থায় যদি কেহ তোমাকে সশস্ত্রে আক্রমণ করে তখনই তোমার মৃত্যু। রাম! ব্রহ্মা তাহার বধোপায় এইরূপই নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে তুমি মহাবল লক্ষ্মণকে নিয়োগ কর। ইন্দ্রজিৎ ইঁহার শরে বিনষ্ট হইলে জানিও রাবণ সুহৃদ্‌গণের সহিত বিনষ্ট হইল।

রাম কহিলেন, বিভীষণ! আমি সেই প্রচণ্ড রাক্ষসের মায়াবল বিলক্ষণ জানি। ব্রহ্মার শরে ব্রহ্মশির অস্ত্র যে তাহার আয়ত্ত আছে এবং সে যে তদ্দ্বারা দেবগণকেও বিচেতন করিতে পারে আমি ইহাও জানি। আকাশে ঘোরতর মেঘাড়ম্বর হইলে যেমন সূর্যের গতি দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ ইন্দ্রজিৎ যখন রথারোহণপূর্বক অন্তরীক্ষে বিচরণ করে তখন তাহার গতি কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় না, আমি ইহাও জানি।

রাম বিভীষণকে এই বলিয়া কীর্তিমান লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি মহাবীর হনুমান, ঋক্ষপতি জাম্ববান প্রভৃতি যূথপতি ও সমস্ত বানরসৈন্যের সহিত সেই মায়াবী দুরাত্মাকে বধ করিয়া আইস। বিভীষণ মায়াবোধে সমর্থ, এক্ষণে ইনিই সচিবগণের সহিত তোমার অনুগমন করিবেন।

তখন ভীমবিক্রম লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া অন্য এক উৎকৃষ্ট ধনু গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সর্বশরীরে বর্ম, বামহস্তে ধনু, তূণীরে শর ও

পৃষ্ঠে খড়্গ। তিনি রামের পাদস্পর্শ করিয়া হৃষ্টমনে কহিলেন, আজ আমার শর শরাসনচ্যুত হইয়া হংসেরা যেমন পুষ্করিণীতে পড়ে সেইরূপ লঙ্কায় গিয়া পড়িবে। আজ আমার শর নিশ্চয়ই সেই প্রচণ্ড রাক্ষসের দেহ ভেদ করিতে সমর্থ হইবে।

লক্ষ্মণ এই বলিয়া রামকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন। রাম জয়লাভার্থ তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবার জন্য শীঘ্র নিকুম্ভিলায় যাত্রা করিলেন। রাক্ষসরাজ বিভীষণ চারিজন অমাত্যের সহিত এবং মহাবীর হনুমান সহস্র সহস্র বানরের সহিত উঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন। লক্ষ্মণ যাত্রাকালে পথিমধ্যে দেখিলেন, এক স্থানে ভল্লুকসৈন্য সমবেত হইয়া আছে। পরে কিয়দ্দূর গিয়া আর এক স্থলে দেখিলেন, অদূরে রাক্ষসসৈন্য ব্যূহিত রহিয়াছে। ইন্দ্রজিৎ তখনও নিকুম্ভিলায় প্রবেশ করে নাই। লক্ষ্মণ সেই মায়াময় বীরকে ব্রহ্মার নির্দেশক্রমে জয় করিবার জন্য বিভীষণ, অঙ্গদ ও হনুমানের সহিত তথায় দাঁড়াইলেন। রাক্ষসসৈন্য বিবিধ নির্মল অস্ত্রশস্ত্রে দীপ্তিশীল, রথ ও ধ্বজদণ্ডে নিতান্ত গহন, ও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। লোকে যেমন গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে মহাবীর লক্ষ্মণ সেইরূপ ঐ শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।
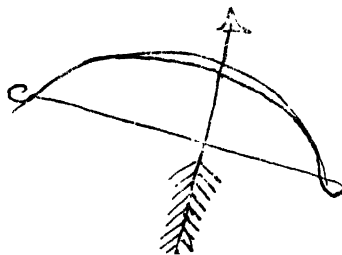
পঞ্চাশীতিতম সর্গ ॥ এই অবসরে রাক্ষসরাজ বিভীষণ লক্ষ্মণকে শত্রুর অহিতকর কার্যসাধকবাক্যে কহিলেন, বীর! ঐ যে অদূরে মেঘশ্যামল রাক্ষসসৈন্য দেখিতেছ, তুমি শীঘ্র বানরগণের সহিত উহাদের যুদ্ধপ্রবর্তনা করিয়া দেও। তুমি উহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিতে যত্নবান হও। উহারা ছিন্নভিন্ন হইলে ইন্দ্রজিৎ নিশ্চয়ই দৃষ্ট হইবে। এক্ষণে অভিচার হোম যাবৎ সম্পন্ন না হইতেছে তাবৎ তুমি শরবৃষ্টি সহকারে শীঘ্র রাক্ষসসৈন্যের প্রতি ধাবমান হও। দুরাত্মা সর্বলোকভয়াবহ ইন্দ্রজিৎ অধার্মিক মায়াবী ও ক্রূরকর্মা। বীর! তুমি তাহাকে বিনাশ কর।

অনন্তর লক্ষ্মণ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। বানর ও ভল্লুকেরা বৃক্ষহস্তে রাক্ষসসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইল। রাক্ষসেরাও উহাদিগের বিনাশোদ্দেশে শাণিত শর অসি শক্তি ও তোমর লইয়া মহাবেগে চলিল। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত। বীরনাদে লঙ্কা নিনাদিত হইতে লাগিল। বিবিধাকার শস্ত্র শাণিত শর বৃক্ষ ও উদ্যত গিরিশৃঙ্গে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বিকৃতমুখ বিকটবাহু রাক্ষসেরা বানরগণকে শরাঘাতপূর্বক উহাদের মনে ভয় সঞ্চার করিতে লাগিল। বানরেরাও ভয় প্রদর্শনপূর্বক বৃক্ষশিলা দ্বারা উহাদিগকে সংহার আরম্ভ করিল।

ইত্যবসরে ইন্দ্রজিৎ স্বসৈন্য পীড়িত ও বিষণ্ণ শুনিয়া আভিচারিক হোমের অনুষ্ঠান না হইলেও গাত্রোত্থান করিল এবং নিকুম্ভিলাক্ষেত্রের ঘনীভূত বৃক্ষের অন্ধকার হইতে নির্গত হইয়া ক্রোধভরে পূর্বযোজিত সুসজ্জিত রথে আরোহণ

করিল। উহার দেহ কজ্জলরাশির ন্যায় কৃষ্ণ, নেত্রদ্বয় আরক্ত এবং হস্তে ভীষণ শর ও শরাসন। তৎকালে ঐ ভীমমূর্তি মহাবীর, সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ইত্যবসরে রাক্ষসগণ ইন্দ্রজিৎকে রথারূঢ় দেখিয়া লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য পুনর্বার উৎসাহিত হইল। উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। হনুমান ইন্দ্রজিৎকে বৃক্ষপ্রহার করিলেন এবং প্রলয়াগ্নিবৎ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া রাক্ষসগণকে দগ্ধ ও বৃক্ষাঘাতে হতচেতন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরাও উঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ আরম্ভ করিল। শূলধারী শূল, অসিধারী অসি, শক্তিধারী শক্তি ও পট্টিশধারী পট্টিশ দ্বারা উঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল। চতুর্দিক হইতে উঁহার মস্তকে গদা, পরিঘ, সুদর্শন কুন্ত, শতঘ্নী, লৌহমুদ্গর, ঘোর পরশু ও ভিন্দিপাল নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ইন্দ্রজিৎ দূর হইতে তুমুল যুদ্ধ দেখিয়া সারথিকে কহিল, সূত! যথায় হনুমান নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতেছে তুমি শীঘ্র তথায় রথ লইয়া চল। ঐ বীর উপেক্ষিত হইলে নিশ্চয় সমস্ত রাক্ষসকে ধ্বংস করিবে।

অনন্তর সারথি ইন্দ্রজিৎকে লইয়া হনুমানের নিকটস্থ হইল। ইন্দ্রজিৎ সন্নিহিত হইয়া উঁহাকে খড়্গ পট্টিশ ও পরশু প্রহার আরম্ভ করিল। হনুমান অকাতরে তৎকৃত প্রহার সহ্য করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, রে নির্বোধ! যদি তুই প্রকৃত বীর হইস তবে যুদ্ধ কর্। আজ তোরে প্রাণে প্রাণে আর ফিরিয়া যাইতে হইবে না। এক্ষণে আয়, আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হ। তুই রাক্ষসকুলের শ্রেষ্ঠ, আজ আমার বেগ একবার সহিয়া দেখ্।

ইত্যবসরে বিভীষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, বীর! যে ইন্দ্রেরও জেতা ঐ সেই রাক্ষস রথোপরি অবস্থানপূর্বক হনুমানকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি প্রাণান্তকর ভীষণ শরে উহাকে বিনাশ কর।

লক্ষ্মণ এইরূপ অভিহিত হইয়া ঐ পর্বতাকার ভীমবল মহাবীরকে ঘন ঘন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ষড়শীতিতম সর্গ ॥ অনন্তর বিভীষণ ধনুর্ধর লক্ষ্মণকে লইয়া হৃষ্টমনে ত্বরিত-পদে চলিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া নিকুম্ভিলায় প্রবেশপূর্বক লক্ষ্মণকে যাগস্থান দেখাইলেন এবং নীলমেঘাকার ভীমদর্শন বটবৃক্ষ প্রদর্শনপূর্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! ঐ স্থানে মহাবল ইন্দ্রজিৎ ভূতগণকে উপহার দিয়া পশ্চাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং এই আভিচারিক কার্যবলে অন্যের অদৃশ্য হইয়া, শত্রুগণকে বধ ও বন্ধন করিয়া থাকে। এখনও ঐ মহাবীর বটমূলে যায় নাই। এই সময়ে তুমি প্রদীপ্ত শরে অশ্ব রথ ও সারথির সহিত উহাকে বধ কর।

তখন লক্ষ্মণ শরাসন বিস্ফারণপূর্বক দণ্ডায়মান হইলেন। ইন্দ্রজিৎ অগ্নিবৎ উজ্জ্বল রথে নিরীক্ষিত হইল। লক্ষ্মণ ঐ দুর্জয় বীরকে দেখিয়া কহিলেন, রাক্ষস! আমি তোমায় যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, তুমি এক্ষণে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ তথায় বিভীষণকে দেখিতে পাইয়া কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিল, রে নির্বোধ! তুই এই স্থানে জন্মিয়া বৃদ্ধ হইয়াছিস। তুই আমার পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা, বল্ এক্ষণে পিতৃব্য হইয়া, কিরূপে ভ্রাতুষ্পুত্রের অনিষ্টাচরণ করিবি। রে ধর্মদ্রোহি! সৌহার্দ. জাত্যভিমান, সোদরত্ব ও ধর্ম তোর কার্যাকার্যের

নিয়ামক নয়। তুই যখন আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগপূর্বক অন্যের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিস তখন তুই অতিমাত্র শোচনীয় ও সাধুজনের নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। কোথায় স্বজনসংস্রব আর কোথায়ই বা পরসংস্রব; তুই নির্বোধ বলিয়া এই উভয়ের কত অন্তর তাহা বুঝিতে পারিস না। পর যদি গুণবান হয় এবং স্বজন যদি নির্গুণও হয় তাহা হইলে ঐ নির্গুণ স্বজন পর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পর যে সে পরই। যে ব্যক্তি স্বপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া পরপক্ষকে আশ্রয় করে সে স্বপক্ষ ক্ষয় হইলে পশ্চাৎ পরপক্ষ দ্বারা বিনষ্ট হয়। রে রাক্ষস! তুই আমাদের আপনার জন, আমায় বধ করিতে তোর যেরূপ নির্দয়তা, আর এই কার্যে তোর যেরূপ যত্ন, ইহা তদ্ব্যতীত আর কে করিতে পারে?

তখন বিভীষণ কহিলেন, রাজকুমার! তুমি কি আমার স্বভাব জান না? বৃথা কেন এইরূপ গর্ব করিতেছ? তুমি অসাধু, পিতৃব্যের গৌরবরক্ষার্থ এই রুক্ষভাব দূর করা তোমার কর্তব্য। আমি যদিও ক্রূর রাক্ষসকুলে জন্মিয়াছি কিন্তু যাহা মানুষের প্রথম গুণ সেই রাক্ষসকুলদুর্লভ সত্ত্বই আমার স্বভাব। আমি কোন দারুণ কার্যে হৃষ্ট হই না এবং অধর্মেও আমার অভিরুচি নাই। বৎস! বল দেখি, ভ্রাতা বিষমশীল হইলেও কি ভ্রাতা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে? যে ব্যক্তি অধার্মিক ও পাপমতি করস্থিত সর্পের ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ করিলে সুখ হইতে পারে। পরস্বাপহারী ও পরস্ত্রীদূষক ব্যক্তি জ্বলন্ত গৃহবৎ সর্বতোভাবেই ত্যাজ্য। যে দুরাত্মা পরস্বাপহরণ ও পরস্ত্রীদূষণে রত এবং যাহার জন্য সুহৃদগণের সর্বদাই শঙ্কা হয় সে শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে ভীষণ ঋষিহত্যা, দেবগণের সহিত বৈরিতা, অভিমান, রোষ, ও প্রতিকূলতা এই কয়েকটি দোষ আমার ভ্রাতা রাবণকে ধনে প্রাণে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। মেঘ যেমন পর্বতকে আচ্ছন্ন করে সেইরূপ এই সমস্ত দোষ তাঁহার যাবতীয় গুণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বৎস! রাবণকে ত্যাগ করিবার ইহাই প্রকৃত কারণ। এক্ষণে এই লঙ্কাপুরী, তুমি ও রাবণ তোমরা সকলে অচিরাৎ ছারখার হইয়া যাইবে। তুমি অভিমানী দুর্বিনীত ও বালক, তোমার মৃত্যু আসন্ন, এক্ষণে যা তোমার ইচ্ছা আমাকে বল। তুমি পূর্বে যে আমার প্রতি কটূক্তি করিয়াছিলে সেই কারণেই আজ এই স্থানে ঘোর বিপদে পড়িয়াছ। এক্ষণে বটমূলে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে দুষ্কর। আজ তুমি লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ কর, ইঁহার হস্তে আজ আর তোমার নিস্তার নাই। তুমি দেহান্তে যমালয়ে গিয়া দৈব কার্য করিবে। তুমি স্ববিক্রম দেখাইয়া সঞ্চিত সমস্ত শরই ব্যয় কর, কিন্তু আজ সসৈন্যে প্রাণ লইয়া কিছুতেই ফিরিতে পারিবে না।

সপ্তাশীতিতম সর্গ ॥ ইন্দ্রজিৎ বিভীষণের এই সমস্ত বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উত্থিত হইল। উহার হস্তে খড়্গ ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র। ঐ কালকল্প মহাবীর কৃষ্ণাশ্বযুক্ত সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিল এবং মহাপ্রমাণ সুদৃঢ় ধনু ও ভীষণ শর গ্রহণপূর্বক দেখিল সম্মুখে লক্ষ্মণ মহাকায় হনুমানের পৃষ্ঠে উদয়গিরি-

শিখরস্থ সূর্যের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। দেখিয়া ক্রোধভরে উঁহাদিগকে কহিতে লাগিল, আজ তোমরা আমার বিক্রম প্রত্যক্ষ কর। আজ তোমরা মেঘ হইতে বারিধারার ন্যায় আমার শরাসনের শরধারা সহ্য কর। অগ্নি যেমন তূলারাশিকে দগ্ধ করে সেইরূপ আমি আজ তোমাদিগকে শরানলে দগ্ধ করিব। আজ আমি তোমাদের সকলকেই শূল শক্তি ঋষ্টি ও সুতীক্ষ্ম শরে যমালয়ে পাঠাইব। আমি যখন ক্ষিপ্রহস্তে শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইব এবং মেঘবৎ গম্ভীর রবে পুনঃ পুনঃ গর্জন করিতে থাকিব তখন তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে। রে লক্ষ্মণ! পূর্বে সেই রাত্রিযুদ্ধে তোরা দুইজন আমার বজ্রকল্প শরে সমরসহায় বীরগণের সহিত বিচেতন হইয়া শয়ন করিয়াছিলি এখন কি আর তোর সে কথা মনে নাই। আমি সর্পের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট, তুই যখন আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিস তখন নিশ্চয়ই আজ যমালয়ে যাইবি।

অনন্তর লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নির্ভয়ে কহিলেন, রাক্ষস! তুমি কথামাত্র যে কার্য সহজ বলিয়া বুঝিতেছ তাহা বস্তুতই দুষ্কর। যে ব্যক্তি স্বীয় পৌরুষে কোন কার্যের পারগামী হন তিনিই বুদ্ধিমান। রে নির্বোধ! তুই অক্ষম, যে কার্য নিতান্ত দুঃসাধ্য তুই কেবল কথামাত্র তদ্বিষয়ে আপনাকে কৃতকার্য বোধ করিতেছিস। তুই তখন রণস্থলে অন্তর্হিত হইয়া যে কাজ করিয়াছিলি সেইটি তস্করের পথ, বীরের নহে। রাক্ষস! এই আমি তোর সম্মুখে দাঁড়াইলাম, তুই আজ আমায় স্বীয় বলবিক্রম প্রদর্শন কর। বৃথা গর্বে কি হইবে?

তখন মহাবল ইন্দ্রজিৎ শরাসন আকর্ষণপূর্বক লক্ষ্মণের প্রতি সুশাণিত শর পরিত্যাগ করিল। সর্পবিষবৎ দুঃসহ শরসকল পরিত্যক্ত হইবামাত্র সর্পেরা যেমন সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া দংশন করে সেইরূপ লক্ষ্মণের দেহে গিয়া পড়িল। লক্ষ্মণ অতিমাত্র শরবিদ্ধ ও রক্তাক্ত হইয়া বিধূম বহ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ আপনার এই বীরকার্য প্রত্যক্ষ করিয়া সিংহনাদপূর্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন, রে লক্ষ্মণ! আজ এই প্রাণান্তকর খরধার শরসকল তোর প্রাণ হরণ করিবে। আজ শ্যেন গৃধ্র ও শৃগালেরা তোর মৃতদেহে গিয়া পড়িবে। তুই ক্ষত্রিয়াধম ও নীচ। তুই দুর্মতি রামের ভক্ত ও অনুরক্ত ভ্রাতা। সে তোকে আজই আমার শরে বিনষ্ট দেখিবে। সে আজই তোর বর্ম স্খলিত, ধনু করভ্রষ্ট ও মস্তক দ্বিখণ্ড দেখিবে।

তখন লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রে নির্বোধ! তুই গর্ব করিস না, বৃথা কি কহিতেছিস, কার্যে পৌরুষ প্রদর্শন কর। তুই কার্যে পৌরুষ না দেখাইয়া অকারণ কেন আত্মশ্লাঘা করিতেছিস। এখন তুই এমন কোন কার্যের অনুষ্ঠান কর যাহাতে আমি তোর ঐ মুখভারতীতে আস্থা করিতে পারি। রাক্ষস! দেখ্, আমি কঠোরবাক্যে তোরে কিছুমাত্র তিরস্কার বা বৃথা আত্মশ্লাঘা না করিয়া এখনই তোকে বধ করিতেছি।

এই বলিয়া মহাবীর লক্ষ্মণ পাঁচটি বাণ সন্ধানপূর্বক ইন্দ্রজিতের বক্ষে মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সমস্ত বাণ জ্বলন্ত সর্পের ন্যায় পতিত হইয়া উহার বক্ষে সূর্যরশ্মিবৎ শোভা পাইতে লাগিল। তখন ইন্দ্রজিৎ অতিমাত্র ক্রোধা-

বিষ্ট হইয়া উঠিল এবং লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া সুশাণিত তিন শর প্রয়োগ করিল। উঁহারা পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছেন। ঐ দুই বীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও দুর্জয়। উঁহারা অন্তরীক্ষগত দুইটি গ্রহের ন্যায় ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় এবং অরণ্যের দুইটি সিংহের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অষ্টাশীতিতম সর্গ ॥ অনন্তর লক্ষ্মণ ভীষণ ভুজঙ্গবৎ ক্রোধভরে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক ইন্দ্রজিতের প্রতি শর পরিত্যাগ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ উঁহার শরাসনের টঙ্কারশব্দে অতিমাত্র ভীত হইয়া বিবর্ণ মুখে শূন্য দৃষ্টিতে উঁহার প্রতি চাহিতে লাগিল। ইত্যবসরে বিভীষণ উহার এইরূপ অবস্থান্তর দেখিয়া যুদ্ধপ্রবৃত্ত লক্ষ্মণকে কহিলেন, বীর! আমি ইন্দ্রজিতের মুখমালিন্য প্রভৃতি নানারূপ দুর্লক্ষণ দেখিতেছি। এক্ষণে উহার নিশ্চয়ই মৃত্যু উপস্থিত। তুমি উহাকে বধ করিবার জন্য একটু সত্বর হও। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ উহার প্রতি তীক্ষ্মবিষ সর্পের ন্যায় ভীষণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের ঐ বজ্রস্পর্শ শরে আহত হইবামাত্র মুহূর্তকাল বিমোহিত হইয়া রহিল। উহার ইন্দ্রিয়সকল বিবশ ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। পরে সে লক্ষ্মণের নিকটস্থ হইয়া রোষারুণ লোচনে কঠোরবাক্যে পুনর্বার কহিল, রে নির্বোধ! সেই প্রথম যুদ্ধে আমি যে বিক্রম দেখাইয়াছিলাম তাহা কি তোর স্মরণ নাই? তৎকালে তুই ও রাম উভয়ে ঘোর নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছিলি। বল্ আজ আবার কোন্ সাহসে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিস। আমার বজ্রস্পর্শ শর তোদিগকে যে হতচেতন করিয়াছিল বোধ হয় সে কথা আর তোর স্মরণ নাই। যাই হোক, আজ নিশ্চয় তোর মরিবার সাধ হইয়াছে। যদি তুই সেই প্রথম যুদ্ধে আমার বিক্রম না দেখিয়া থাকিস তবে দাঁড়া, আমি তোরে এখনই তাহা দেখাইতেছি।

এই বলিয়া মহাবীর ইন্দ্রজিৎ সাত শরে লক্ষ্মণকে, দশ শরে হনুমানকে এবং শত শরে দ্বিগুণ ক্রোধের সহিত বিভীষণকে বিদ্ধ করিল। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের এই বিক্রম অকিঞ্চিৎকর বোধে উপেক্ষা করিলেন এবং নিতান্ত নির্ভয় হইয়া হাস্যমুখে উহার প্রতি শরনিক্ষেপপূর্বক কহিলেন, রাক্ষস! তোমার শর যারপরনাই লঘু ও স্বল্পবল। উহা আমার শরীরে বিলক্ষণ সুখদ বোধ হইল। ফলতঃ প্রকৃত বীরেরা রণস্থলে এইরূপ অপ্রখর শর কদাচ প্রয়োগ করেন না। আর তোমার ন্যায় বীরেরাও যুদ্ধার্থী হইয়া রণস্থলে কদাচই আইসেন না। এই বলিয়া মহাবল লক্ষ্মণ ক্রোধভরে উহার প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তন্নিক্ষিপ্ত শরে ইন্দ্রজিতের স্বর্ণকবচ ছিন্নভিন্ন হইয়া আকাশচ্যুত তারকারাজির ন্যায় রথগর্ভে স্খলিত হইয়া পড়িল। উহার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। সে রক্তাক্ত দেহে প্রাতঃসূর্যবৎ নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। পরে ঐ মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি শরক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল। তন্নিক্ষিপ্ত শরে লক্ষ্মণের কবচ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। একজনের প্রহার ও অপরের প্রতিপ্রহার। শ্রান্তিনিবন্ধন উভয়ের ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছে। ক্রমশঃ যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। দুই জনের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত এবং রক্তাক্ত। দুই জনই সমরবিশারদ। দুই জনই সুশাণিত শরে দুই জনকে বিদ্ধ করিতেছেন। ঐ দুই ভীমবিক্রম বীর জয়লাভে যত্নপর এবং পরস্পরের শরজালে আচ্ছন্ন। উভয়ের বর্ম ও ধ্বজদণ্ড খণ্ডিত। প্রস্রবণ

হইতে জল যেমন নিঃসৃত হয় সেইরূপ উঁহাদের দেহ হইতে উষ্ণ শোণিত নিঃসৃত হইতে লাগিল। আকাশে যেমন নীল নিবিড় মেঘ ভীমরবে বারিধারা বর্ষণ করে সেইরূপ উঁহারা সিংহনাদপূর্বক অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। উঁহাদের অস্ত্রজালে অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এই ঘোরতর যুদ্ধ বহুক্ষণ হইতে লাগিল কিন্তু ঐ দুই বীর কিছুতেই ক্লান্ত ও যুদ্ধে পরাঙ্‌মুখ হইলেন না। উঁহাদের অস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্য ব্যতিক্রমশূন্য ও অদ্ভুত; উহাতে ক্ষিপ্রতা বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য লক্ষিত হইতে লাগিল। উঁহাদের ভীষণ সিংহনাদ ঘন ঘন শ্রুত হইতেছে; উহা দারুণ বজ্রধ্বনির ন্যায় অন্যের হৃৎকম্প জন্মাইতে লাগিল। পরস্পরের শর পরস্পরের দেহভেদপূর্বক রক্তাক্ত হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিতেছে। অনেক শর অন্তরীক্ষে শাণিত শস্ত্রে বিঘট্টিত, অনেকগুলি ভগ্ন ও অনেকগুলি খণ্ডিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ যজ্ঞে যেমন কুশস্তূপ দৃষ্ট হয় সেইরূপ ঐ রণক্ষেত্রে ঘোর শরস্তূপ দৃষ্ট হইল এবং ইন্দ্রজিৎ ও লক্ষ্মণের ক্ষতবিক্ষত দেহ অরণ্যে কুসুমিত নিষ্পত্র কিংশুক ও শাল্মলী বৃক্ষের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল। উঁহাদের সর্বাঙ্গে শরসকল প্রবিষ্ট, তন্নিবন্ধন উঁহারা সঞ্জাতবৃক্ষ পর্বতের ন্যায় নিরীক্ষিত হইলেন। উঁহাদের দেহ শরে শরে আচ্ছন্ন এবং রক্তাক্ত, সুতরাং তৎকালে উহা জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

একোননবতিতম সর্গ ॥ মহাবীর লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় পরস্পর জিগীষু হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছেন, ইত্যবসরে মহাবল বিভীষণ যুদ্ধদর্শনার্থী হইয়া রণস্থলে দাঁড়াইলেন এবং শরাসন বিস্ফারণপূর্বক প্রতিপক্ষের প্রতি সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন বজ্র যেমন পর্বতসকল বিদীর্ণ করে সেইরূপ উঁহার ঐ সমস্ত অগ্নিস্পর্শ শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র রাক্ষসদেহ বিদীর্ণ করিতে লাগিল এবং উঁহার চারিজন অনুচরের শূল অসি ও পট্টিশে রাক্ষসগণ ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল। তৎকালে বিভীষণ ঐ কয়েকটি অনুচরে পরিবৃত হইয়া গর্বিত করিশাবকের মধ্যগত হস্তীর ন্যায় অতিমাত্র শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর তিনি যুদ্ধপ্রবৃত্ত বানরগণকে উৎসাহ প্রদানপূর্বক তৎকালোচিত বাক্যে কহিলেন, বীরগণ! এই একমাত্র ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসরাজ রাবণের পরম আশ্রয়, আর তাহার সৈন্যও এতাবন্মাত্র অবশিষ্ট; এই সময় তোমরা কেন নিশ্চেষ্ট হইয়া আছ। এই পাপাত্মা ইন্দ্রজিৎ বিনষ্ট হইলে রাবণ ব্যতীত সমস্ত রাক্ষসবীর নিঃশেষে নিহত হইল। দেখ, প্রহস্ত, নিকুম্ভ, কুম্ভকর্ণ, কুম্ভ, ধূম্রাক্ষ, জম্বুমালী, মহামালী, তীক্ষ্ণবেগ, অশনিপ্রভ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, বজ্রদংষ্ট্র, সংহ্রাদী, বিকট, অরিঘ্ন, তপন, মন্দ, প্রঘাস, প্রঘস, প্রজঙ্ঘ, জঙ্ঘ, অগ্নিকেতু, দুর্ধর্ষ, রশ্মিকেতু, বিদ্যুজ্জিহ্ব, দ্বিজিহ্ব, সূর্যশত্রু, অকম্পন, সুপার্শ্ব, চক্রমালী, কম্পন, সত্ত্বন্ত এবং দেবান্তক ও নরান্তক—তোমরা এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুসংখ্য মহাবল রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছ। তোমরা বাহুদ্বয়ে মহাসাগর লঙ্ঘন করিয়াছ, এক্ষণে এই ক্ষুদ্র গোষ্পদ লঙ্ঘন কর। সম্মুখে যাহা দেখিতেছ অতঃপর কেবল এতাবন্মাত্র জয় করিতে অবশিষ্ট। ইন্দ্রজিৎ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, ইহাকে বিনাশ করা আমার অনুচিত, তথাচ আমি রামের জন্য দয়া মমতা পরিত্যাগপূর্বক ইহাকে বধ করিব। আমি ইহার বধার্থী, কিন্তু শোকাশ্রু আমার দৃষ্টি অবরোধ করিতেছে, সুতরাং এই লক্ষ্মণই ইহাকে বধ করিবেন। বানরগণ! তোমরা সমবেত হইয়া ইন্দ্রজিতের

সন্নিহিত অনুচরগণকে অগ্রে বিনাশ কর।

বানরেরা যশস্বী বিভীষণের বাক্যে যারপরনাই হৃষ্ট হইয়া ঘন ঘন লাঙ্গুল কাঁপাইতে লাগিল এবং মেঘদর্শনে ময়ূর যেমন নানারূপ রব করে সেইরূপ রব করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মহাবীর জাম্ববান ভল্লুকসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ভল্লুকেরা নখ দন্ত ও শিলা দ্বারা রাক্ষসগণকে প্রহার আরম্ভ করিল। রাক্ষসেরাও নির্ভয়ে জাম্ববানকে ভর্ৎসনা করিয়া সুতীক্ষ্ম পরশু, পট্টিশ, যষ্টি ও তোমর প্রহার করিতে লাগিল। ক্রমশঃ যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে মহাবীর হনুমান লক্ষ্মণকে পৃষ্ঠদেশ হইতে অবরোপণ এবং ক্রোধভরে এক শৈলশৃঙ্গ উৎপাটনপূর্বক রাক্ষসগণকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় ইন্দ্রজিৎও পুনর্বার লক্ষ্মণের প্রতি ধাবমান হইল। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। উঁহারা পরস্পরের শরে আচ্ছন্ন এবং বর্ষাকালে সূর্য ও চন্দ্র যেমন জলদপটলে আবৃত ও অদৃশ্য হন সেইরূপ উঁহারা শরজালে পুনঃ পুনঃ আবৃত ও অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। তৎকালে উঁহাদের শরগ্রহণ, শরসন্ধান, ধনুঃগ্রহণে হস্তপরিবর্তন, শরক্ষেপ, শর আকর্ষণ, শরবিভাগ, সুদৃঢ় মুষ্টিযোজনা ও লক্ষ্য-ভেদ এই সমস্ত কার্য ক্ষিপ্রহস্ততানিবন্ধন কেহই প্রত্যক্ষ করিতে পারিল না। শরে শরে অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন ; সমস্ত পদার্থই অদৃশ্য। স্বপক্ষ ও পরপক্ষবোধে বিষম অব্যবস্থা ঘটিতে লাগিল। আকাশ নিবিড় শরান্ধকারে আবৃত ও নীরন্ধ্র। সমস্তই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। এদিকে সূর্য অস্তমিত হইয়াছেন। চতুর্দিক ঘোর অন্ধকারে আবৃত। অসংখ্য রক্তনদী বহিতে লাগিল। মাংসাশী দারুণ গৃধ্রাদি পক্ষী রুক্ষস্বরে চীৎকার করিতেছে। বায়ু নিস্তব্ধ, অগ্নি নির্বাণপ্রায়। গন্ধর্ব ও চারণগণ যারপরনাই সন্তপ্ত। মহর্ষিগণ এই ঘোর উৎপাত দর্শনে স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া জীবজগতের শুভ কামনা করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের কৃষ্ণকায় স্বর্ণালঙ্কৃত চারিটি অশ্ব চার শরে বিদ্ধ করিলেন। পরে সারথিকে লক্ষ্য করিয়া স্বর্ণখচিত সুশাণিত বজ্রকল্প ভল্লাস্ত্র আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক পরিত্যাগ করিলেন। ভল্ল পরিত্যক্ত হইবামাত্র জ্যা-আকর্ষণজ তলশব্দে নিনাদিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সারথির শিরশ্ছেদন করিল। তখন ইন্দ্রজিৎ স্বয়ংই সারথ্যে নিযুক্ত হইল। তৎকালে এই ব্যাপার সকলের চক্ষে অতিমাত্র কৌতুককর হইয়া উঠিল। যখন ইন্দ্রজিৎ সারথ্যে নিযুক্ত তখন উহার প্রতি শরবৃষ্টি হইতেছে এবং যখন ধনুর্ধারণপূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত তখন উহার অশ্বের উপর শরপাত হইতেছে। ঐ সময় লক্ষ্মণ ঐ মহাবীরকে নির্ভীকবৎ বিচরণ করিতে দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে অতিমাত্র শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিতের সমরোৎসাহ নির্বাণপ্রায়। সে ক্রমশঃ বিষণ্ণ হইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে যূথপতি বানরগণ হৃষ্টমনে লক্ষ্মণের ভূয়সী প্রশংসা আরম্ভ করিল।

অনন্তর প্রমাথী, রভস, শরভ, ও গন্ধমাদন এই চার জন বানর অধীর হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং ভীমবিক্রমে মহাবেগে ইন্দ্রজিতের ঐ চারিটি অশ্বের উপর গিয়া পড়িল। অশ্বসকল আক্রান্ত ও পীড়িত। উহাদের মুখ দিয়া রক্ত-বমন হইতে লাগিল। পরে ঐ সমস্ত বানর ঐ চারিটি অশ্বকে বধ করিয়া পুনর্বার লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইল। ইন্দ্রজিতের অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট। সে রথ হইতে অবতরণ এবং লক্ষ্মণের প্রতি শর বর্ষণপূর্বক ধাবমান হইল। লক্ষ্মণও ঐ পাদচারী বীরকে পুনঃ পুনঃ শরপ্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

নবতিতম সর্গ ॥ ইন্দ্রজিৎ ভূতলে দণ্ডায়মান। সে ক্রোধাবিষ্ট ও স্বতেজে প্রজ্বলিত। ঐ মহাবীর এবং লক্ষ্মণ উভয়ে বন্য হস্তীর ন্যায় জয়শ্রী লাভের জন্য সম্মুখযুদ্ধ করিতেছেন। উভয়পক্ষীয় সৈন্য ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত। উহারা স্ব-স্ব অধিনায়ককে তিলার্ধ পরিত্যাগ করিল না। প্রত্যুত তৎকালে সকলে ইতস্ততঃ হইতে একত্র মিলিতে লাগিল। ইত্যবসরে ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণকে প্রশংসাবাক্যে পুলকিত করিয়া হৃষ্টমনে কহিল, রাক্ষসগণ! এখন চতুর্দিক ঘোর অন্ধকারে আবৃত, আত্মপর কিছুই বোধগম্য হইতেছে না। এই সময়ে তোমরা বানরগণকে মুগ্ধ করিবার জন্য নির্ভয়ে যুদ্ধ কর। আমিও ইতিমধ্যে রথ লইয়া প্রত্যাগত হইতেছি। বানরেরা আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, যাহাতে আমার নগরপ্রবেশে ব্যাঘাত না দেয়, তোমরা তাহাই করিও।

এই বলিয়া ইন্দ্রজিৎ বানরগণকে বঞ্চনাপূর্বক লঙ্কাপুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া এক সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিল। ঐ রথ প্রাস অসি ও শরে পরিপূর্ণ, উৎকৃষ্ট অশ্বে যোজিত এবং হিতোপদেষ্টা অশ্বশাস্ত্রজ্ঞ সারথি দ্বারা অধিষ্ঠিত। ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসবীরে পরিবৃত ও মৃত্যুমোহে আকৃষ্ট হইয়া লঙ্কা হইতে বহির্গত হইল এবং বেগগামী অশ্বের সাহায্যে শীঘ্রই রণস্থলে উপস্থিত হইল। লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও বানরগণ ঐ ধীমানকে পুনর্বার রথস্থ দেখিয়া উহার ক্ষিপ্রকারিতায় অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বানরবধে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরা উহার ভীমবেগ নারাচ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রজারা যেমন প্রজাপতির শরণাপন্ন হয় সেইরূপ লক্ষ্মণের শরণাপন্ন হইতে লাগিল। তখন লক্ষ্মণ জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং ক্ষিপ্রহস্ততা প্রদর্শনপূর্বক ইন্দ্রজিতের শরাসন দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রজিৎ ব্যস্তসমস্ত হইয়া অন্য এক ধনু গ্রহণপূর্বক উহাতে জ্যা যোজনা করিয়া লইল। লক্ষ্মণও তিন শরে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তীব্র সর্পবিষের ন্যায় দুর্বিষহ পাঁচ শরে উহার বক্ষ বিদ্ধ করিলেন। ঐ সমস্ত শর উহার দেহ ভেদপূর্বক রক্তবর্ণ উরগের ন্যায় ভূতলে পড়িল। ইন্দ্রজিৎ প্রহারবেগে রক্তবমন করিতে লাগিল। পরে সে সুদৃঢ় জ্যাযুক্ত সারবত্তর অপর এক ধনু গ্রহণপূর্বক লক্ষ্মণের প্রতি বারিধারার ন্যায় শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। লক্ষ্মণও তন্নিক্ষিপ্ত শরসকল অবলীলাক্রমে নিবারণ করিলেন। উঁহার এই কার্য অতি অদ্ভুত। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ক্ষিপ্রহস্তে প্রত্যেক রাক্ষসের প্রতি তিন তিন শর প্রয়োগপূর্বক ইন্দ্রজিৎকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎও উঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরক্ষেপ করিতে লাগিল। লক্ষ্মণ ঐ সমস্ত শর অর্ধপথে খণ্ড খণ্ড করিয়া, সন্নতপর্ব ভল্লাস্ত্র দ্বারা উহার সারথিকে বিনষ্ট করিলেন। উহার অশ্বসকল সারথিশূন্য হইয়া স্থিরভাবে মণ্ডলপথে বিচরণ করিতে লাগিল। তৎকালে এই ব্যাপার অতি অদ্ভুত হইয়া উঠিল। পরে লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহার অশ্বগণকে শরবিদ্ধ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ এই কার্য সহ্য করিতে না পারিয়া দশ শরে লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিল। ঐ সমস্ত বিষবৎ উগ্র বজ্রসার শর লক্ষ্মণের স্বর্ণপ্রভ বর্ম স্পর্শ করিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। তখন ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের বর্ম একান্ত দুর্ভেদ্য বোধ করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তিন শরে উঁহার ললাট বিদ্ধ করিল। লক্ষ্মণ ঐ ললাটস্থ তিন শরে ত্রিশৃঙ্গ পর্বতের ন্যায় শোভিত হইলেন। পরে তিনি প্রহারব্যথায় পীড়িত হইয়া পাঁচ শরে উহার কুণ্ডলালঙ্কৃত মুখ বিদ্ধ করিলেন। ঐ দুই বীরের সর্বাঙ্গে

শোণিতধারা। উ'হারা কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিভীষণের আস্যদেশে তিন শর নিক্ষেপ করিল এবং সমস্ত যূথপতি বানরের প্রত্যেককে শরবিদ্ধ করিতে লাগিল। বিভীষণ উহার শরাঘাতে অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গদাঘাতে উহার অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন। উহার সারথিও বিনষ্ট হইল। তখন ইন্দ্রজিৎ রথ হইতে অবতরণপূর্বক বিভীষণের প্রতি এক মহাশক্তি প্রয়োগ করিল। লক্ষ্মণ বিভীষণের দিকে ঐ শক্তি মহাবেগে আসিতে দেখিয়া শাণিত শরে তাহা দশধা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে বিভীষণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রজিতের বক্ষে বজ্রস্পর্শ পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সমস্ত শর উহার দেহ ভেদপূর্বক রক্তাক্ত হইয়া রক্তকায় সর্পের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। পিতৃব্যের উপর ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত জাতক্রোধ। সে এক যমদত্ত ঘোর শর গ্রহণ করিল। ভীমবল লক্ষ্মণও একটি প্রতিশর গ্রহণ করিলেন। ঐ শর অমিতপ্রভাব, কুবের স্বয়ং স্বপ্নযোগে উ'হাকে প্রদান করেন। উহা দুর্জয় ও সুরাসুরেরও দুর্বিষহ। ঐ দুই মহাবীরের পরিঘাকার বাহু দ্বারা সুদৃঢ় ধনু মহাবেগে আকৃষ্ট হইবামাত্র ক্রৌঞ্চবৎ কূজন করিয়া উঠিল এবং ঐ দুই শরও শরাসনে যোজিত ও আকৃষ্ট হইবামাত্র শ্রীসৌন্দর্যে জ্বলিতে লাগিল। পরে শরদ্বয় শরাসনচ্যুত হইয়া অন্তরীক্ষ উদ্ভাসনপূর্বক মহাবেগে চলিল। পথিমধ্যে উভয়ের মুখে মুখে ঘোর ঘর্ষণ উপস্থিত। এই সংঘর্ষপ্রভাবে ধূমব্যাপ্ত বিস্ফুলিঙ্গ-যুক্ত দারুণ অগ্নি উত্থিত হইল। পরে ঐ দুই মহাগ্রহতুল্য শরদণ্ড শতধা খণ্ডিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে পড়িল। তদ্দৃষ্টে লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎও যারপরনাই লজ্জিত ও ক্রোধাবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ বারুণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্রজিৎও রৌদ্রাস্ত্র দ্বারা ঐ অদ্ভুত বারুণাস্ত্র নিবারণ করিয়া ক্রোধভরে ত্রিলোক সংহারার্থই যেন দীপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিল। লক্ষ্মণ সৌর্যাস্ত্রে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রজিৎ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল এবং সুশাণিত আসুর শর সন্ধান করিল। ঐ আসুর শর যোজিত হইবামাত্র শরাসন হইতে প্রদীপ্ত কূট মুদ্গর, শূল, ভুশুণ্ডি, গদা, খড়্গ, ও পরশু অনবরত নির্গত হইতে লাগিল। ঐ আসুর শর অতি দারুণ ও দুর্নিবার। উহা সকল অস্ত্রকেই পরাস্ত করিতে পারে। লক্ষ্মণ মাহেশ্বর অস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহা নিবারণ করিলেন। ঐ দুই বীরের যুদ্ধ রোমহর্ষণ ও অদ্ভুত এবং উহা উভয়পক্ষীয় বীরগণের ভীম রবে অতিমাত্র ভীষণ হইয়া উঠিল। গগনচর জীবগণ লক্ষ্মণের সন্নিহিত হইয়া সবিস্ময়ে উহা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। উহাদের অবস্থানে আকাশ শ্রীসৌন্দর্যে শোভিত হইল এবং তৎকালে দেবতা গন্ধর্ব গরুড় উরগ ঋষি ও পিতৃগণ ইন্দ্রকে অগ্রবর্তী করিয়া লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে সংহার করিবার জন্য একটি অগ্নিস্পর্শ শর সন্ধান করিলেন। ঐ শরের পর্ব ও পত্র সুশোভন, উহা মনুক্রমে গোলাকার হইয়া গিয়াছে, উহা স্বর্ণখচিত ও সুসন্নিবেশ, উহা দেহবিদারণ, উরগবৎ ঘোরদর্শন, দুর্নিবার ও বিষম। পূর্বে সুরাসুরযুদ্ধে মহাবীর্য দেবরাজ ঐ শরে দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, এই জন্য সুরগণ উহার পূজা করিয়া থাকেন। রাক্ষসেরা উহা দেখিবামাত্র ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ ঐ অমোঘ ঐন্দ্রাস্ত্র সন্ধানপূর্বক কার্যসিদ্ধির উদ্দেশে কহিলেন, 'অস্ত্রদেব! যদি রাম অপ্রতিদ্বন্দ্বী সত্যপরায়ণ ও ধর্মশীল হন, তবে তুমি ইন্দ্রজিৎকে সংহার কর। এই বলিয়া

তিনি ঐ শর আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ইন্দ্রজিতের উষ্ণীষশোভিত কুণ্ডলালংকৃত মস্তক দ্বিখণ্ড করিল। প্রকাণ্ড মস্তক স্কন্ধচ্যুত ও রক্তাক্ত হইয়া ভূতলে পড়িল। ইন্দ্রজিতের বর্মাবৃত দেহ লুঠিতে লাগিল এবং শরাসন করভ্রষ্ট হইয়া গেল। তখন বৃত্রাসুরবধে দেবগণের যেমন হর্ষধ্বনি উঠিয়াছিল, সেইরূপ বানরগণের আনন্দরব উত্থিত হইল। অন্তরীক্ষে ঋষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা প্রভৃতি সকলেরই মুখে জয় জয় রব। রাক্ষসী সেনা বানরগণের বৃক্ষ-শিলাঘাতে চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল। উহারা ভীত ও বিমোহিত হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক ধাবমান হইল। অনেকে প্রহারব্যথায় পীড়িত হইয়া ভীতমনে লংকায় প্রবেশ করিল, অনেকে মহাসমুদ্রে গিয়া পড়িল এবং অনেকে পর্বতে লুক্কায়িত হইল। তৎকালে মহাবীর ইন্দ্রজিৎকে বিনষ্ট দেখিয়া কেহই রণস্থলে তিষ্ঠিতে পারিল না। সূর্য অস্তমিত হইলে যেমন রশ্মিজাল অদৃশ্য হয়, সেইরূপ ইন্দ্রজিৎ রণশায়ী হইলে রাক্ষসেরাও অদৃশ্য হইল। ইন্দ্রজিৎ নিষ্প্রভ সূর্য ও নির্বাণ অগ্নির ন্যায় রণক্ষেত্রে পতিত। ত্রিলোক নিঃশত্রু নিরাপদ ও উৎফুল্ল হইল। ঐ পাপাত্মার বিনাশে ইন্দ্রদেব মহর্ষিগণের সহিত যারপরনাই হৃষ্ট হইলেন। অন্তরীক্ষে দেবগণের দুন্দুভিধ্বনি উত্থিত হইল, গন্ধর্ব ও অপ্সরাসকল নৃত্য আরম্ভ করিল, চতুর্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, ধূলিজাল অপসারিত, জল স্বচ্ছ, আকাশ নির্মল, দেব ও দানবেরা হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন। ঐ সর্বলোকভয়াবহ দুরাত্মার বিনাশে সকলে সমবেত ও পুলকিত হইয়া কহিতে লাগিল, অতঃপর ব্রাহ্মণেরা গতজ্বর ও নিষ্কণ্টক হইয়া বিচরণ করুন।

অনন্তর বিভীষণ, হনুমান ও জাম্ববান ইন্দ্রজিতের বধে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং মহাবীর লক্ষ্মণকে পুনঃ পুনঃ অভিনন্দন ও প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বানরগণ ঘোর রবে গর্জন ও লম্ফপ্রদানে প্রবৃত্ত হইল, কেহ কেহ হর্ষপ্রকাশের অবসর পাইয়া লক্ষ্মণকে বেষ্টনপূর্বক উপবেশন করিল, কেহ কেহ লাঙ্গুল আস্ফালন করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা লাঙ্গুল ঘন ঘন কাঁপাইতে লাগিল। সকলেরই মুখে লক্ষ্মণের জয় জয় রব। তৎকালে অনেকে পরস্পর কণ্ঠালিঙ্গনপূর্বক হৃষ্টমনে লক্ষ্মণ-সংক্রান্ত নানারূপ বীরত্বের কথা কহিতে লাগিল। দেবগণও প্রিয়সুহৃৎ লক্ষ্মণের এই দুষ্কর কার্য নিরীক্ষণপূর্বক যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন।

একনবতিতম সর্গ ॥ লক্ষ্মণের সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত। তিনি ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং ক্ষতজনিত ব্যথায় বিভীষণ ও হনুমানের স্কন্ধে হস্তার্পণ-পূর্বক জাম্ববান প্রভৃতি বীরগণকে সঙ্গে লইয়া যথায় রাম ও সুগ্রীব শীঘ্র সেই স্থানে আগমন করিলেন এবং রামকে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্বক উপেন্দ্র যেমন ইন্দ্রের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয় তিনি সেইরূপ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বিভীষণের মুখপ্রসাদ অগ্রে ইন্দ্রজিতের বধসংবাদ ব্যক্ত করিল। পরে তিনি কহিলেন, রাজন্! আজ মহাবীর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়াছেন।

তখন রাম এই সংবাদে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, ভাই লক্ষ্মণ! আজ বড় পরিতুষ্ট হইলাম। তুমি অতি দুষ্কর কার্য সাধন করিয়াছ। যখন ইন্দ্রজিৎ বিনষ্ট হইল তখন জানিও আমরাই জয়ী হইলাম। এই বলিয়া রাম স্নেহভরে

বলপূর্বক লক্ষ্মণকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে এই বীরকার্যের প্রসঙ্গে রামের নিকট লক্ষ্মণের অতিশয় লজ্জা উপস্থিত হইল। রাম উঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক সস্নেহ দৃষ্টিতে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও ব্যথিত, যুদ্ধশ্রমে ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতেছে। রাম ঐ স্নেহাস্পদ ভ্রাতার মস্তকাঘ্রাণ ও পুনঃ পুনঃ সর্বাঙ্গে করপরামর্ষণপূর্বক আশ্বাস-বাক্যে কহিলেন, বৎস! তুমি আজ দুষ্কর ও শ্রেয়স্কর কার্য সাধন করিয়াছ। আজ ইন্দ্রজিতের বিনাশে বুঝিতেছি স্বয়ং রাবণই বিনষ্ট হইল। আজ আমি বিজয়ী। ইন্দ্রজিৎই রাবণের একমাত্র আশ্রয় ছিল, তুমি ভাগ্যবলে ঐ নিষ্ঠুরের সেই দক্ষিণ হস্তই ছেদন করিয়াছ। হনুমান ও বিভীষণও অতি মহৎ কার্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তিন দিবসে আমার শত্রুনিপাত হইল। আজ আমি নিঃশত্রু। রাবণ পুত্রবিনাশে সন্তপ্ত হইয়া প্রবল রাক্ষসবলের সহিত নিশ্চয় নির্গত হইবে। ঐ দুর্জয় বীর নির্গত হইলে আমি মহাবলে তাহাকে আক্রমণপূর্বক বধ করিব। লক্ষ্মণ! তুমি আমার প্রভু, তোমার সাহায্যে অতঃপর সীতা ও পৃথিবী আমার অসুলভ থাকিবে না।

অনন্তর রাম হৃষ্টমনে সুষেণকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, সুষেণ! এই মিত্রবৎসল লক্ষ্মণ যাহাতে বিশল্য ও সুস্থ হন তুমি শীঘ্র তাহারই ব্যবস্থা কর। মহাবীর ঋক্ষ ও বানরসৈন্য এবং অন্যান্য যোদ্ধাদিগের দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তুমি প্রযত্নসহকারে সকলকেই সুস্থ ও সুখী কর।

তখন সুষেণ এইরূপ আদিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণকে ঔষধ আঘ্রাণ করাইল। লক্ষ্মণ ঐ দিব্য ঔষধির আঘ্রাণ পাইবামাত্র বিশল্য হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গের বেদনা দূর হইল এবং বহির্মুখী প্রাণ রুদ্ধ হইয়া আসিল। পরে সুষেণ বিভীষণ প্রভৃতি সুহৃদ্‌গণ ও অন্যান্য বানরবীরগণের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ ক্ষণমাত্রে প্রকৃতিস্থ হইলেন। তাঁহার শল্য অপনীত ও ক্লান্তি দূর হইল। তিনি বিজ্বর ও আনন্দিত হইলেন। রাম সুগ্রীব বিভীষণ ও জাম্ববান ইঁহারা তৎকালে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

দ্বিনবতিতম সর্গ ॥ এদিকে রাবণের অমাত্যগণ ইন্দ্রজিতের বধসংবাদ পাইয়া সত্বর রাবণকে গিয়া কহিল, মহারাজ! বিভীষণসহায় লক্ষ্মণ আপনার পুত্র ইন্দ্রজিৎকে সর্বসমক্ষে যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছেন। ইন্দ্রজিৎ উঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া দেহান্তে বীরলোক লাভ করিয়াছেন।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ পুত্রের এই দারুণ বধসংবাদে তৎক্ষণাৎ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং বহুক্ষণের পর সংজ্ঞালাভ করিয়া পুত্রশোকে যারপরনাই কাতর হইলেন। তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি দীনভাবে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা বৎস! তুমি দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করিয়া আজ লক্ষ্মণের শরে বিনষ্ট হইলে? হা বীরপ্রধান! লক্ষ্মণের কথা ত স্বতন্ত্র, তুমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কালান্তক যমকেও শরবিদ্ধ করিতে পার এবং মন্দর পর্বতের শৃঙ্গসকলও চূর্ণ করিয়া ফেলিতে পার। হা মহাবীর! তোমায়ও যখন কালগ্রাসে পড়িতে হইল তখন আজ যমরাজ আমার নিকট শ্লাঘনীয় হইতেছেন। যিনি ভর্তৃকার্যে দেহপাত করেন তাঁহার স্বর্গলাভ হয়, দেহগণের মধ্যেও সুযোদ্ধা-দিগের এই পথ। আজ তোমার নিশ্চয়ই স্বর্গে গতি হইয়াছে। আজ সুরাসুর

মহর্ষি ও লোকপালগণ ইন্দ্রজিৎকে বিনষ্ট দেখিয়া সুখে নির্ভয়ে নিদ্রা যাইবেন। আজ একমাত্র ইন্দ্রজিৎ ব্যতীত আমার চক্ষে ত্রিলোক শূন্য বোধ হইতেছে। গিরিগহ্বরে যেমন করিণীগণের নিনাদ শুনা যায়, সেইরূপ আজ আমায় অন্তঃপুরে

রাক্ষসনারীগণের আর্তনাদ শুনিতে হইবে। হা বৎস! তুমি যৌবরাজ্য, লঙ্কা, রাক্ষসগণ, মাতা, পত্নী, ও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে? বীর! কোথায় আমি মরিলে তুমি আমার প্রেতকার্য করিবে, তা না হইয়া তোমার প্রেতকার্য আমায় করিতে হইল? হা! রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব সকলেই জীবিত আছে, এ সময় তুমি আমার হৃদয়শল্য উদ্ধার না করিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া কোথায় গমন করিলে?

রাক্ষসরাজ রাবণ এইরূপ বিলাপ করিতেছেন ইত্যবসরে তাঁহার পুত্রবিনাশে ভয়ানক ক্রোধ উপস্থিত হইল। একে তিনি স্বভাবতই কোপনস্বভাব, তাহাতে আবার এই মনঃপীড়া; রশ্মিজাল যেমন গ্রীষ্মকালে সূর্যকে প্রদীপ্ত করে, সেইরূপ উহা ঐ চণ্ডকোপ মহাবীরকে আরও জ্বালাইয়া তুলিল। ক্রোধভরে তাঁহার ঘন ঘন জৃম্ভা ছুটিতেছে এবং বৃত্রাসুরের মুখ হইতে যেমন অগ্নি উঠিয়াছিল সেইরূপ তাঁহার মুখ হইতে যেন জ্বলন্ত সধূম অগ্নি উঠিতেছে। তিনি পুত্রবধে যারপরনাই সন্তপ্ত ও রোষাবিষ্ট। তিনি বুদ্ধিপূর্বক সমস্ত দেখিয়া জানকীরে বধ করিবার ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় স্বভাবতঃ রক্তবর্ণ, উহা রোষপ্রভাবে আরও আরক্ত, ঘোর ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার মূর্তি স্বভাবতঃ ভীষণ, উহা কুপিত রুদ্রের মূর্তিবৎ ক্রোধবেগে আরও উগ্র হইয়া উঠিল। প্রদীপ্ত দীপ হইতে যেমন জ্বালার সহিত তৈলবিন্দু পড়ে, সেইরূপ তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুবিন্দু পড়িতে লাগিল। তিনি পুনঃ পুনঃ দন্ত দংশন করিতেছেন; দানবগণ সমুদ্রমন্থনকালে মন্দরপর্বতকে সর্পরূপরজ্জুদ্বারা আকর্ষণ করিলে তাহার যেমন শব্দ হইয়াছিল, উঁহার দন্তের সেইরূপ কটকটা শব্দ হইতে লাগিল। তৎকালে রাবণ যেন চরাচর ভক্ষণে উদ্যত, সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট। তিনি চতুর্দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাক্ষসেরা ভয়ে কিছুতেই তাঁহার ত্রিসীমায় যাইতে পারিল না।

অনন্তর রাবণ রাক্ষসগণের যুদ্ধপ্রবৃত্তি উদ্দীপনার্থ কহিতে লাগিলেন, আমি সহস্র সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া সময়ে সময়ে ভগবান্ স্বয়ম্ভূকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলাম; এক্ষণে তাঁহারই প্রসাদে এবং সেই সকল তপস্যার ফলে সুরাসুর সকলেরই অবধ্য হইয়াছি। স্বয়ম্ভূ আমাকে এক সূর্যপ্রভ কবচ দান করিয়াছিলেন। সুরাসুরযুদ্ধে অসংখ্য বজ্রবৎ মুষ্টি দ্বারাও তাহা ছিন্নভিন্ন হয় নাই। আজ আমি যখন সেই কবচধারণ ও রথারোহণপূর্বক যুদ্ধে যাইব তখন অন্যের কথা দূরে থাক্ সাক্ষাৎ ইন্দ্রও আমার নিকটস্থ হইতে পারিবেন না। রাক্ষসগণ! ঐ সুরাসুরযুদ্ধে স্বয়ম্ভূ প্রসন্ন হইয়া আমায় যে ভীষণ শর ও শরাসন দিয়াছিলেন, তোমরা এখনই বাদ্যোদ্যমের সহিত তাহা উঠাইয়া আন; আজ আমি তদ্দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করিব।

পরে ঐ ঘোরদর্শন মহাবীর জানকীর বধসংকল্পে রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, ইন্দ্রজিৎ বানরগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য মায়াবলে একটা কিছু বধ করিয়া, সীতাবধ হইল ইহাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই সময় যাহা মিথ্যা দেখান হইয়াছিল, আমি সেই প্রিয়তর কার্য আজ সত্যসত্যই দেখাইব। জানকী অক্ষত্রিয় রামের একান্ত অনুরাগিণী, আমি তাহাকে এই দণ্ডেই বধ করিব।

এই বলিয়া রাবণ তৎক্ষণাৎ আকাশশ্যামল খরধার খড়্গ উদ্যত করিয়া, অশোকবনে মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তাঁহার ভার্যা ও সচিবগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা সিংহনাদ সহকারে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন-

পূর্বক কহিতে লাগিল, আজ রাম ও লক্ষ্মণ এই মহাবীরকে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইবে। ইনি ক্রোধবেগে লোকপালগণকে পরাজয় এবং অন্যান্য বহুসংখ্য শত্রুকে বধ করিয়াছেন। বলবীর্যে ইঁহার তুল্যকক্ষ পৃথিবীতে আর কেহই নাই। ইনি বাহুবলে ত্রিলোকের সমস্ত ধনরত্ন আহরণ ও উপভোগ করিয়া থাকেন।

রাবণ ক্রোধে অধীর হইয়া অশোকবনে চলিয়াছেন। সুবোধ সুহৃদ্‌গণ স্ত্রীহত্যারূপ দুশ্চেষ্টা হইতে উঁহাকে পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিতেছে, কিন্তু অন্তরীক্ষে গ্রহ যেমন রোহিণীর প্রতি বেগে যায় তিনি সেইরূপ জানকীর প্রতি বেগে যাইতে লাগিলেন। সীতা অশোকবনে রাক্ষসীগণে রক্ষিতা। তিনি দূর হইতে দেখিলেন, রাবণ খড়্গ গ্রহণপূর্বক কাহারই বারণ না মানিয়া, ক্রোধভরে বেগে তাঁহারই দিকে আসিতেছে। তদ্দৃষ্টে তিনি দুঃখিত হইয়া করুণ কণ্ঠে কহিলেন, হা! যখন এই দুর্মতি খড়্গ ধারণপূর্বক মহাক্রোধে আমারই দিকে আসিতেছে তখন আজ আমাকে অনাথার ন্যায় নিশ্চয় বধ করিবে। আমি পতিব্রতা, ঐ দুরাত্মা "আমার ভার্যা হও" বলিয়া বারংবার আমায় প্রলোভন দেখাইয়াছিল, কিন্তু আমি উহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। এক্ষণে আমার সেই অস্বীকার-বাক্যে সম্পূর্ণ নিরাশ এবং ক্রোধমোহে হতজ্ঞান হইয়া নিশ্চয় আমাকেই বধ করিতে আসিতেছে। অথবা বোধ হয় এই অনার্য আমায় পাইবার জন্য আজ রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়াছে। কারণ ইতিপূর্বেই রাক্ষসেরা হৃষ্ট হইয়া কোলাহল-সহকারে জয়ঘোষণা করিতেছিল; আমি এখান হইতে তাহাদের সেই ভীষণ নিনাদ শুনিতে পাইয়াছি। হা! আমারই জন্য রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ প্রাণ হারাইয়াছেন। কিংবা বোধ হয়, এই পাপাত্মা পুত্রশোকে ঐ দুই বীরকে বিনাশ করিতে না পারিয়া আমাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছে। হা! আমি দুর্বুদ্ধিক্রমে তখন হনুমানের কথা রাখি নাই। যদি তখন ভর্তৃবিজয়ের অপেক্ষা না করিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক প্রস্থান করিতাম তাহা হইলে আজ এইরূপে আমায় শোক করিতে হইত না। আমি পতির ক্রোড়ে পরম সুখে থাকিতাম। হা! যখন সেই একপুত্রা আর্যা কৌশল্যা পুত্রবধের কথা শুনিবেন, বোধ হয় তখন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। তিনি পুত্রের জন্ম, বাল্য, যৌবন, রূপ ও ধর্ম এই সমস্তই সজল নয়নে স্মরণ করিবেন। তিনি নিরাশ মনে তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া নিশ্চয় অগ্নি বা জলে প্রবেশ করিবেন। সেই পাপীয়সী অসতী কুব্জা মন্থরাকে ধিক্, আজ তাহারই জন্য আর্যা কৌশল্যা এইরূপ শোক পাইলেন।

অনন্তর বুদ্ধিমান সুশীল অমাত্য সুপার্শ্ব জানকীরে চন্দ্রবিরহিত কুগ্রহ-হস্তগত রোহিণীর ন্যায় এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া স্বয়ং পুনঃ পুনঃ নিবারিত হইয়াও রাবণকে কহিতে লাগিল, রাজন্! আপনি কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এক্ষণে ধর্মে উপেক্ষা করিয়া, জানি না কিরূপে স্ত্রীবধে উদ্যত হইয়াছেন! বীর! আপনি ব্রহ্মচর্য গ্রহণ, বেদবিদ্যা সমাপন ও গুরুগৃহ হইতে সমাবর্তন-পূর্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন, জানি না, স্ত্রীবধে আপনার কিরূপে ইচ্ছা হইল? জানকী সর্বাঙ্গসুন্দরী, রামের বধকাল পর্যন্ত আপনি তাহার অপেক্ষা করুন এবং আমাদিগকে লইয়া যুদ্ধে সেই রামেরই প্রতি ক্রোধ উন্মুক্ত করুন। আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী, আজই যুদ্ধের উদ্যোগ করিয়া অমাবস্যায় সসৈন্যে জয়লাভার্থ নির্গত হউন। আপনি বুদ্ধিমান ও মহাবীর। আপনি রথারোহণ ও অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্বক রামকে বধ করুন। পরে জানকী নিশ্চয়

আপনার হস্তগত হইবে।

দুরাত্মা রাবণ সুপার্শ্বের এই ধর্মসংগত বাক্যে সম্মত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া পুনর্বার সভাগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

ত্রিনবতিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাবণ সভাপ্রবেশ করিয়া, কুপিত সিংহের ন্যায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক দীনমনে উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং পুত্রশোকে কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসবীরগণ! তোমরা সমস্ত হস্ত্যশ্বরথ লইয়া এখনই যুদ্ধার্থ নির্গত হও এবং চতুর্দিকে সেই একমাত্র রামকে বেষ্টনপূর্বক বিনাশ কর। বর্ষাকালে জলদজাল যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তোমরা সেইরূপ হৃষ্ট হইয়া তাহার উপর শর বর্ষণ কর। অথবা সে আজিকার যুদ্ধে তোমাদের শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া থাকিবে, কল্য গিয়া আমি সর্বসমক্ষে তাহাকে বধ করিয়া আসিব।

তখন রাক্ষসগণ রাবণের আজ্ঞাক্রমে দ্রুতগামী রথ লইয়া সসৈন্যে নির্গত হইল এবং শীঘ্র রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বানরগণকে প্রাণান্তকর শর, পরিঘ, পট্টিশ ও পরশু প্রহারে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরাও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাদিগের প্রতি বৃক্ষশিলা বৃষ্টি করিতে লাগিল। সূর্যোদয়কালে এই যুদ্ধ উপস্থিত। বানর ও রাক্ষসগণ নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতেছে! রক্তনদী সৈন্যগণের পদোত্থিত ধূলিরাশি নষ্ট করিয়া প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। হস্তী ও রথ উহার কূল, শর ও মৎস্য ধ্বজ, তীর বৃক্ষ। ঐ নদী মৃতদেহরূপ কাষ্ঠভারসকল বেগে বহিতেছে! ঐ সময় রক্তাক্ত বানরগণ লম্ফ প্রদানপূর্বক রাক্ষসগণের ধ্বজ, বর্ম, রথ, অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র ভগ্ন ও চূর্ণ করিতে লাগিল এবং উহাদের সুতীক্ষ্ণ দন্ত ও নখ দ্বারা রাক্ষসগণের কেশ, কর্ণ, ললাট ও নাসিকা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। পক্ষীরা যেমন পতিত বৃক্ষে গিয়া পড়ে সেইরূপ বানরেরা এক এক রাক্ষসের উপর শত সংখ্যায় গিয়া পড়িতে লাগিল। রাক্ষসেরাও উহাদিগকে গুরুতর গদা প্রাস খড়্গ ও পরশু দ্বারা বিনাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর বানরেরা রাক্ষসদিগের প্রহারে অতিমাত্র কাতর হইয়া রামের শরণাপন্ন হইল। মহাবীর রাম ধনুর্গ্রহণপূর্বক রাক্ষসসৈন্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি যখন সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শরানলে সকলকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন তখন মেঘ যেমন সূর্যের নিকটস্থ হইতে পারে না সেইরূপ রাক্ষসেরা উঁহার নিকটস্থ হইতে পারিল না। তৎকালে উহারা রামের হস্তে দুষ্কর কার্যসকল কেবলই অনুষ্ঠিত দেখিতে লাগিল ; তাঁহার উদ্যোগ আর কাহারই প্রত্যক্ষ হইল না। রাম কখন সৈন্যচালন কখন বা মহারথগণকে অপসারণ করিতেছেন, কিন্তু অরণ্যগত বায়ুকে যেমন কেহ দেখিতে পায় না সেইরূপ এই সমস্ত কার্য ব্যতীত কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তাঁহার শরে রাক্ষসসৈন্য ছিন্নভিন্ন, দগ্ধ ও পীড়িত হইতেছে ; তৎকালে ইহাই কেবল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। কিন্তু ঐ ক্ষিপ্রকারী মহাবীর যে কোথায় কেহই তাহার উদ্দেশ পাইল না। মনুষ্য যেমন শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে কর্তৃরূপে অবস্থিত জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, তেমনি রাক্ষসেরা ঐ প্রহারপ্রবৃত্ত বীরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিল না। এই রাম গজসৈন্য বিনাশ করিতেছে, ঐ রাম মহারথগণকে বধ করিতেছে, এইরূপে রাক্ষসেরা কুপিত হইয়া রামসাদৃশ্যে রাক্ষসগণকে বধ করিতে লাগিল।

সকলেই রামের গান্ধর্ব অস্ত্রে মোহিত। তৎকালে কেহ কিছুতেই রামকে দেখিতে পাইল না। উহারা এক-একবার রণস্থলে সহস্র সহস্র রামের মূর্তি প্রত্যক্ষ করিতেছে, আবার একমাত্র রামকেই দেখিতেছে। এক-একবার তাঁহার অতিমাত্র অস্থির অঙ্গারচক্রাকার ধনুঃকোটি দেখিতেছে, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না। ঐ সময় সকলে রামচক্রকে কালচক্রের ন্যায় দেখিতে লাগিল। তাঁহার মধ্যশরীর ঐ চক্রের নাভি ; বলই জ্যোতি, শরসকল অরকাষ্ঠ, শরাসন নেমিপ্রদেশ, জ্যা ও তলশব্দই ঘর্ঘর রব ; প্রতাপ ও বুদ্ধিই প্রভা এবং দিব্যাস্ত্রবৈভবই সীমা। একমাত্র রাম দিবসের অষ্টম ভাগে বহ্নিজ্বালাসদৃশ শরনিকরে দশ সহস্র বেগগামী রথ, অষ্টাদশ সহস্র হস্তী, চতুর্দশ সহস্র আরোহীর সহিত অশ্ব এবং দুই লক্ষ পদাতি বিনাশ করিলেন। হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা লঙ্কাপুরীতে পলায়ন করিল। রণস্থলে কোথাও অশ্ব, কোথাও হস্তী ও কোথাও বা পদাতি পতিত। ঐ স্থান কুপিত রুদ্রের ক্রীড়াভূমির ন্যায় ভীষণ বোধ হইতে লাগিল।

তখন গন্ধর্ব সিদ্ধ ঋষি ও দেবগণ রামকে বারংবার সাধুবাদ করিলেন। রাম সন্নিহিত সুগ্রীব, বিভীষণ, হনুমান, জাম্ববান, মৈন্দ ও দ্বিবিদকে কহিলেন, দেখ, আমার বা রুদ্রের এই পর্যন্তই অস্ত্রবল।

চতুর্নবতিতম সর্গ ॥ অনন্তর লঙ্কানিবাসী রাক্ষস ও রাক্ষসীগণ হস্ত্যশ্বরথের সহিত অসংখ্য সৈন্য রামশরে বিনষ্ট হইয়াছে ইহা দেখিয়া ও শুনিয়া যারপরনাই তটস্থ হইল এবং সকলে সমবেত হইয়া দীনমনে উপস্থিত বিপদ চিন্তা করিতে লাগিল। তৎকালে পতিপুত্রহীনা রাক্ষসীরা দুঃখাবেগে আর্তনাদপূর্বক কহিতে লাগিল, হা! নিম্নোদরী বিকটা রাক্ষসী শূর্পণখা অরণ্যে সাক্ষাৎ কন্দর্পসদৃশ রামের নিকট কেন গিয়াছিল! সে সর্বাংশেই বধযোগ্যা। ঐ বিরূপা রাক্ষসী সর্বভূতহিতৈষী সুকুমার রামকে দেখিয়া অনঙ্গের বশবর্তিনী হইয়াছিল। সে গুণহীনা ও দুর্মুখী ; রাম গুণবান ও সুমুখ। সে রামকে দেখিয়া কেন কামার্তা হইয়াছিল? রাক্ষসেরা নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাহাদিগের এবং মহাবীর খর ও দূষণের বধের জন্যই ঐ পলিতকেশা লোলদেহা বর্ষীয়সী ঘৃণিত হাস্যকর অকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। রাবণ কেবল তাহারই জন্য রামের সহিত এই শত্রুতা করিয়াছেন এবং জানকীরে হরণ করিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু তিনি জানকীরে পাইলেন না ; প্রত্যুত মহাবল রামের সহিত তাঁহার দুরপনেয় শত্রুতা বদ্ধমূল হইয়াছে। যখন সেই মহাবীর রাম একাকী বিরাধ রাক্ষসকে বধ করিয়াছেন তখন তাহার বলবীর্য পরীক্ষার পক্ষে সীতাপ্রার্থী রাবণের তাহাই যথেষ্ট প্রমাণ। যখন রাম জনস্থানে অগ্নিশিখাকার শরনিকরে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস এবং খর দূষণ ও ত্রিশিরাকে বধ করিয়াছেন, তখন তাঁহার বলবীর্য পরীক্ষার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট প্রমাণ। যখন রাম যোজনবাহু, ক্রোধনাদী কবন্ধ এবং মেঘবর্ণ বালীকে বধ করিয়াছেন, তখন তাঁহার বলবীর্য পরীক্ষার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট প্রমাণ। মহাত্মা বিভীষণ রাবণকে ধর্মার্থসঙ্গত রাক্ষসগণের হিতকর বাক্যে অনেক বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে মোহপ্রভাবে সেই সমস্ত কথা তাঁহার কিছুতেই প্রীতিকর হয় নাই। হা! যদি রাবণ তাঁহার কথা শুনিতেন তবে এই লঙ্কা আজ শ্মশানতুল্য হইত না। এক্ষণে কুম্ভকর্ণ, অতিকায় ও ইন্দ্রজিৎ শত্রুহস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। এই সমস্ত কাণ্ড দেখিয়া শুনিয়াও কি রাবণের চৈতন্য হইল না!

আমার পুত্র, আমার ভ্রাতা, আমার ভর্তা, আমাকে ফেলিয়া কোথায় পলায়ন করিল ; এখন লঙ্কার গৃহে গৃহে রাক্ষসীগণের কেবলই এই আর্তনাদ শুনা যায়। মহাবীর রাম অসংখ্য রথ অশ্ব হস্তী ও পদাতি নষ্ট করিয়াছেন। বোধ হয় সাক্ষাৎ রুদ্র, বিষ্ণু, ইন্দ্র, অথবা যম রামরূপে এই লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া থাকিবেন। এখন এই পুরী বীরশূন্য ; আমরাও প্রাণে হতাশ ; আমাদের বিপদেরও অন্ত নাই, আমরা অনাথা হইয়া নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুমোচন করিতেছি। বীর রাবণ বরগর্বিত ; রাম হইতে এই যে ঘোরতর বিপদ উপস্থিত, তিনি ইহা কিছুতেই বুঝিতেছেন না। রাম তাঁহার বিনাশে উদ্যত ; তাঁহাকে পরিত্রাণ করিতে পারে, দেবতা, গন্ধর্ব, পিশাচ ও রাক্ষসগণের মধ্যে এমন আর কেহই নাই। এখন প্রত্যেক যুদ্ধেই নানারূপ উৎপাত দৃষ্ট হয়। বিচক্ষণ বৃদ্ধেরা এই সমস্ত উৎপাত দৃষ্টে কহিয়া থাকেন যে রামের হস্তে রাবণবধই ইহার ফল। পূর্বে সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া বরদানপূর্বক রাবণকে দেবদানবের অবধ্য করিয়াছেন, কিন্তু ঐ বরগ্রহণকালে রাবণ মনুষ্যকে লক্ষ্য করেন নাই। বোধ হয় এখন তাঁহার অদৃষ্টে সেই প্রাণান্তকর ঘোর মনুষ্যভয়ই উপস্থিত। একদা সুরগণ বরলাভ-মোহিত রাবণের অত্যাচারে কাতর হইয়া কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে আরাধনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদের হিতোদ্দেশে এইরূপ কহেন যে, আজ অবধি সমস্ত রাক্ষস ও দানব দেবভয়ে ভীত হইয়া সর্বত্র বিচরণ করিবে। পরে দেবতারা দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করেন। তিনি পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, দেবগণ! ভয় নাই, তোমাদের হিতোদ্দেশে রাক্ষসকুলক্ষয়করী এক নারী উৎপন্ন হইবে। হা! পূর্বে দেবনিয়োগে ক্ষুধা যেমন দানবগণকে নষ্ট করিয়াছিল, এক্ষণে সেইরূপ এই রাক্ষসনাশিনী জানকীই আমাদিগকে নষ্ট করিল। দুর্বিনীত দুর্মতি একমাত্র রাবণেরই অত্যাচারে আমাদের এই শোক ও বিনাশ উপস্থিত। রাম যুগান্তকালীন করাল কালের ন্যায় আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন ; এক্ষণে আমাদিগকে আশ্রয় দেয় পৃথিবীতে এমন আর কাহাকেই দেখি না। আমরা অরণ্যে দাবাগ্নিবেষ্টিত করিণীর ন্যায় বিপন্ন ; এক্ষণে আমাদিগের উদ্ধারের আর পথ নাই। মহাত্মা বিভীষণই কালোচিত কার্য করিয়াছেন। যাঁহা হইতে এই বিপদ তিনি তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়াছেন।

তৎকালে রাক্ষসীগণ পরস্পর কণ্ঠালিঙ্গনপূর্বক এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল এবং অতিমাত্র ভীত হইয়া আর্তস্বরে চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

পঞ্চনবতিতম সর্গ ॥ রাক্ষসরাজ রাবণ লঙ্কার গৃহে গৃহে রাক্ষসীগণের এই করুণ বিলাপ শুনিতে পাইলেন। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক মুহূর্তকাল নীরব থাকিয়া যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার নেত্রযুগল আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি দন্ত দ্বারা পুনঃ পুনঃ ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মূর্তি রোষবশে প্রলয়হুতাশনের ন্যায় ভীষণ হওয়াতে তিনি সকলেরই দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। অনন্তর ঐ ভীমদর্শন বীর চক্ষুঃজ্যোতিতে সন্নিহিত রাক্ষস-দিগকে দগ্ধ করিয়া ক্রোধস্খলিত বাক্যে মহোদর, মহাপার্শ্ব ও বিরূপাক্ষকে কহিলেন, বীরগণ! তোমরা শীঘ্র সৈন্যগণকে বল, তাহারা আমার আদেশে এখনই যুদ্ধার্থ নির্গত হউক।

অনন্তর মহোদর প্রভৃতি রাক্ষসগণ রাজাজ্ঞায় সৈন্যদিগকে শীঘ্র প্রস্তুত

হইতে বলিল। ভীমদর্শন সৈন্যেরা যুদ্ধসজ্জা করিয়া নানারূপ মাঙ্গলিক কার্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল এবং রাবণকে যথারীতি পূজা করিয়া তাঁহারই জয়শ্রী কামনায় কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। রাবণ ক্রোধে অট্টহাস্য করিয়া মহোদর, মহাপার্শ্ব ও বিরূপাক্ষ এবং অন্যান্য সমস্ত রাক্ষসগণকে কহিলেন, বীরগণ! আজ আমি যুগান্তকালীন সূর্যের ন্যায় প্রখর শর দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে বিনষ্ট করিব। আজ আমি ঐ দুইজনকে বধ করিয়া খর, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত ও ইন্দ্রজিতের বৈরশুদ্ধি করিব। আজ অন্তরীক্ষ ও সমুদ্র আমার শররূপ জলদে আবৃত ও দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিবে। আজ আমি বেগগামী রথে আরোহণপূর্বক ধনুঃসাগর-সম্ভূত শরতরঙ্গে বানরগণকে মন্থন করিব। আজ আমি হস্তীর ন্যায় উন্মত্ত হইয়া মুখরূপ বিকসিত পদ্মযুক্ত কান্তিরূপ পদ্মকেশরশোভী বানরযূথরূপে তড়াগসকল মন্থন করিব। আজ বানরেরা মৃণাল-দণ্ডসহিত পদ্মের ন্যায় সশর মস্তক দ্বারা রণভূমি অলঙ্কৃত করিবে। আজ আমি একমাত্র বাণে শত শত বৃক্ষযোধী বানরকে ভেদ করিব। যে-সমস্ত রাক্ষসের ভ্রাতা ও পুত্র নিহত হইয়াছে, আজ আমি শত্রুবধপূর্বক তাহাদের সকলেরই চক্ষের জল মুছাইয়া দিব। আজ শরখণ্ডিত প্রসারিত দেহে শয়ান হতচেতন বানরবীরে রণভূমি অদৃশ্য করিয়া ফেলিব। আজ আমি শত্রুমাংস দ্বারা কাক, গৃধ্র ও মাংসাশী অন্যান্য পশুপক্ষীদিগকে পরিতৃপ্ত করিব। এক্ষণে শীঘ্র আমার রথ সজ্জিত কর, শীঘ্র শরাসন আনয়ন কর এবং এই লঙ্কায় যে-সমস্ত রাক্ষস অবশিষ্ট আছে তাহারাও শীঘ্র আমার সঙ্গে চলুক।

তখন মহাপার্শ্ব সন্নিহিত সেনাপতিগণকে কহিল, তোমরা শীঘ্র সৈন্যদিগকে সত্বর হইতে বল। সেনাপতিগণ দ্রুতপদে রাক্ষসগণকে ত্বরা প্রদানপূর্বক লঙ্কার গৃহে গৃহে পর্যটন করিতে লাগিল। মুহূর্তমধ্যে ভীমদর্শন ভীমবদন রাক্ষসগণ নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্বক সিংহনাদসহকারে নির্গত হইল। উহাদের মধ্যে কাহারও হস্তে অসি, কাহারও পট্টিশ, কাহারও গদা, কাহারও মুষল, কাহারও হল, কাহারও তীক্ষ্ণধার শক্তি, কাহারও বা কূটমুদ্গর, কাহারও যষ্টি, কাহারও চক্র, কাহারও শাণিত পরশু, কাহারও ভিন্দিপাল, ও কাহারও বা শতঘ্নী। তৎকালে সৈন্যাধ্যক্ষেরা এক নিযুত রথ, তিন নিযুত হস্তী, ষাট কোটি অশ্ব, ষাট কোটি খর ও উষ্ট্র ও অসংখ্য পদাতি রাবণের সম্মুখে আনয়ন করিল। ইতাবসরে সারথি রথ সুসজ্জিত করিয়া আনিল। উহা দিব্যাস্ত্রপূর্ণ কিঙ্কিণীজাল-মণ্ডিত নানারত্নে খচিত রত্নশোভিত সহস্র স্বর্ণকলসে বিরাজিত ও আটটি বেগবান অশ্বে বাহিত। রাক্ষসেরা এই রথ দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইল। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ কোটিসূর্যসঙ্কাশ প্রদীপ্তপাবকসদৃশ দ্রুতগামী রথে আরোহণ করিলেন এবং বহুসংখ্য রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া বীর্যাতিশয্যে পৃথিবীকে বিদারণপূর্বকই যেন বেগে নির্গত হইলেন। চতুর্দিকে তূর্যরব উত্থিত হইল এবং মৃদঙ্গ, পটহ, শঙ্খ ও কলহ বাদিত হইতে লাগিল। ঐ সীতাপহারী ব্রহ্মঘাতক দুর্বৃত্ত রাবণ ছত্রচামরে সুশোভিত হইয়া রামের সহিত যুদ্ধার্থ উপস্থিত ; সর্বত্র কেবলই ইত্যাকার রব শ্রুত হইতে লাগিল। পৃথিবী ঐ শব্দে কম্পিত হইল। বানরেরা ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল। মহাপার্শ্ব, মহোদর এবং বিরূপাক্ষ এই তিন মহাবীর রাবণের আদেশে রথারোহণপূর্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইয়াছে। উহাদের ঘোরতর সিংহনাদে পৃথিবী বিদীর্ণ হইতে লাগিল। করালকৃতান্ততুল্য রাবণ শরাসন উদ্যত করিয়া যে দ্বারে রাম ও লক্ষ্মণ তদভিমুখে বেগগামী রথে

চলিয়াছে। সূর্য নিষ্প্রভ, চতুর্দিক নিবিড় অন্ধকারে আবৃত. ইতস্ততঃ শকুনিগণ ঘোরতর চীৎকার করিতেছে, অশ্বের গতি স্খলিত ও রক্তবৃষ্টি হইতেছে। ইত্যবসরে একটা গৃধ্র আসিয়া সহসা রাবণের ধ্বজদণ্ডে পতিত হইল। চতুর্দিকে কাক গৃধ্র ও শৃগালগণের অশুভ রব। রাবণের বামনেত্র ও বামবাহু মুহুর্মুহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। উহার মুখ বিবর্ণ এবং কণ্ঠস্বর বিকৃত। অন্তরীক্ষ হইতে বজ্ররবে উল্কাপাত হইতে লাগিল। রাবণ মৃত্যুমোহে মুগ্ধ। তৎকালে সে এই সমস্ত মৃত্যুসূচক দুর্লক্ষণ কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া রণস্থলে চলিল।

এদিকে বানরেরাও রাক্ষসগণের রথশব্দে উৎসাহিত হইয়া যুদ্ধার্থ ক্রোধভরে পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিতেছে। রাবণ যুদ্ধভূমিতে উপস্থিত। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাবণের স্বর্ণখচিত সুতীক্ষ্ণ শরে বানরগণ ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কাহারও মস্তক ছিন্ন, কাহারও বা হৃৎপিণ্ড খণ্ডিত, কেহ চক্ষুকর্ণহীন, কেহ রুদ্ধশ্বাসে পতিত, কাহারও বা পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ। রাবণ ক্রোধবিঘূর্ণিত নেত্রে যেখানে চলিল তথায় বানরেরা কিছুতেই উহার শরবেগ সহ্য করিতে পারিল না।

ষন্নবতিতম সর্গ ॥ ক্রমশঃ রণভূমি শরচ্ছিন্ন বানরদেহে আচ্ছন্ন। প্রদীপ্ত বহ্নি যেমন পতঙ্গগণের পক্ষে দুঃসহ হয়, সেইরূপ শরীরের প্রত্যেক স্থানে রাবণের শরপাত বানরগণের দুঃসহ বোধ হইতে লাগিল। উহারা অতিমাত্র কাতর হইয়া অগ্নিশিখাবেষ্টিত দহ্যমান হস্তীর ন্যায় আর্তস্বরে ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল। রাবণও মেঘের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বায়ুর ন্যায় শরবর্ষণ করিতে করিতে উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল এবং উহাদিগকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া রামের নিকট যাইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে সুগ্রীব স্কন্ধাবারে আত্মসদৃশ বীর সুষেণকে রাখিয়া বৃক্ষহস্তে মহাবেগে চলিলেন। বহুসংখ্য বানর বৃক্ষশিলা লইয়া উঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ও পার্শ্বে পার্শ্বে যাইতে লাগিল। মহাবীর সুগ্রীব রণস্থলে উপস্থিত হইয়া সিংহনাদ সহকারে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। যুগান্তবায়ু যেমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষসকল ভগ্ন ও চূর্ণ করিয়া ফেলে, তিনি সেইরূপে রাক্ষসগণকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। মেঘ যেমন বনমধ্যে পক্ষীদিগের উপর শিলাবৃষ্টি করে তিনি সেইরূপ রাক্ষসদিগের উপর শিলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। রাক্ষসেরা ঐ সমস্ত শিলাঘাতে বিকর্ণ ও নির্মস্তক হইয়া পর্বতের ন্যায় ধরাশায়ী হইতে লাগিল। অনেকে রণে ভঙ্গ দিয়া আর্তনাদপূর্বক পলায়ন করিল। ইত্যবসরে মহাবীর বিরূপাক্ষ 'আমি অমুক, আইস, আমার সহিত যুদ্ধ কর', এইরূপ স্বনাম শ্রবণ করাইয়া রথ হইতে লম্ফপ্রদান করিল এবং গজস্কন্ধে আরোহণপূর্বক ভীমরবে বানরগণের প্রতি ধাবমান হইল।

অনন্তর রাক্ষসেরা বিরূপাক্ষকে দেখিয়া হৃষ্টমনে পুনর্বার স্থিরভাবে দাঁড়াইল। বিরূপাক্ষ শরাসন আকর্ষণপূর্বক সুগ্রীবের প্রতি অনবরত শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল। সুগ্রীব উহার বিনাশসংকল্পে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বৃক্ষহস্তে লম্ফ প্রদানপূর্বক উহার হস্তীকে প্রহার করিলেন। হস্তী প্রহারবেগে আর্তরব করিয়া ধনুঃপ্রমাণ স্থানে গিয়া পতিত এবং তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। বিরূপাক্ষ বাহনশূন্য। সে খড়্গ ও চর্ম গ্রহণপূর্বক দ্রুতপদে সুগ্রীবের নিকটস্থ হইয়া প্রহারের উপক্রম করিল। ইত্যবসরে সুগ্রীব উহার প্রতি সহসা মেঘাকার এক

প্রকাণ্ড শিলা নিক্ষেপ করিলেন। বিরূপাক্ষ শিলাপাতপথ হইতে ঝটিতি কিঞ্চিৎ অপসৃত হইল এবং ভীমবিক্রমে উঁহাকে এক খড়্গাঘাত করিল। সুগ্রীব মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অবিলম্বে গাত্রোত্থানপূর্বক উহার বক্ষে এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। বিরূপাক্ষ মুষ্টিপ্রহার সহ্য করিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং খড়্গাঘাতে সুগ্রীবের বর্ম ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। সুগ্রীব মূর্ছিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া চপেটাঘাত করিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিলেন, কিন্তু বিরূপাক্ষ স্বীয় নৈপুণ্যে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া প্রহারের উদ্যম সম্যক বিফল করিয়া দিল এবং সুগ্রীবের বক্ষে প্রবলবেগে এক মুষ্ট্যাঘাত করিল।

অনন্তর সুগ্রীব প্রহারের প্রকৃত অবসর পাইয়া উহার ললাটে বজ্রবেগে এক চপেটাঘাত করিলেন। বিরূপাক্ষ তৎক্ষণাৎ মূর্ছিত হইয়া পড়িল। উহার মুখ দিয়া রক্তের উৎস ছুটিতে লাগিল, চক্ষু উদ্বৃত্ত ও বিকৃত, সফেন শোণিতে সর্বাঙ্গ লিপ্ত, কখন অঙ্গস্পন্দন হইতেছে, কখন সে পার্শ্বপরিবর্তন এবং কখন বা আর্তনাদ করিতেছে। বিরূপাক্ষ দেহত্যাগ করিল। তখন দুইটি মহাসমুদ্র তীরভূমি ভগ্ন হইলে যেমন তুমুল শব্দে ডাকিতে থাকে, সেইরূপ বানর ও রাক্ষসসৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইয়া ভীমরবে কোলাহল করিতে লাগিল এবং তৎকালে উদ্বেল গঙ্গার ন্যায় যারপরনাই ভীষণ হইয়া উঠিল।

সপ্তনবতিতম সর্গ ॥ উভয়পক্ষীয় সৈন্য গ্রীষ্মকালীন সরোবরের ন্যায় অত্যন্ত ক্ষয় হইয়াছে। রাক্ষসরাজ রাবণ বিরূপাক্ষবধ ও এইরূপ সৈন্যক্ষয় দেখিয়া যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং স্বপক্ষে ঘোরতর দুর্দৈব উপস্থিত দেখিয়া কিঞ্চিৎ ব্যথিত হইল। ঐ সময় মহাবীর মহোদর উহার নিকটস্থ ছিল। রাবণ তাহাকে দেখিয়া কহিতে লাগিল, মহোদর! এক্ষণে একমাত্র তোমার উপরেই আমার সম্পূর্ণ জয়াশা আছে, অতএব তুমি বিক্রম প্রদর্শনপূর্বক শত্রুবধে প্রবৃত্ত হও। আমি এতকাল তোমাকে অন্নপিণ্ড দিয়া পোষণ করিয়াছি, এখন তোমার প্রত্যুপকার করিবার প্রকৃত সময় উপস্থিত। তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

তখন মহাবীর মহোদর ভর্তৃনিয়োগ শিরোধার্য করিয়া বহ্নিমধ্যে পতঙ্গের ন্যায় শত্রুসৈন্যে প্রবেশ করিল এবং ভর্তৃবাক্যে উৎসাহিত হইয়া বানরবিনাশে প্রবৃত্ত হইল। মহাবল বানরগণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা লইয়া রাক্ষসগণকে প্রহার করিতেছিল। মহোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বর্ণখচিত শরে উহাদের কাহারও হস্ত, কাহারও পদ ও কাহারও বা উরু ছেদন করিতে লাগিল। বানরেরা অতিমাত্র ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিল এবং অনেকে গিয়া সুগ্রীবের আশ্রয় লইল। তখন

সুগ্রীব স্বপক্ষ ছিন্নভিন্ন দেখিয়া পর্বতবৎপ্রকাণ্ড এক শিলা লইয়া মহোদরকে বধ করিবার জন্য মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। মহোদর শিলাখণ্ড বেগে আসিতে দেখিয়া শরপ্রয়োগপূর্বক নির্ভয়ে উহা খণ্ড খণ্ড করিল। শিলাও অন্তরীক্ষ হইতে দলবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় আকুলভাবে ভূতলে পড়িল। অনন্তর সুগ্রীব ক্রোধে অধীর হইয়া এক শালবৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক উহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহোদরও তৎক্ষণাৎ তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া শরসমূহে উঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিল। পরে সুগ্রীব রণভূমি হইতে এক প্রদীপ্ত পরিঘ লইয়া এবং তাহা মহাবেগে বিঘূর্ণিত করিয়া তদ্দ্বারা মহোদরের অশ্ব বিনষ্ট করিলেন। মহোদরও সহসা রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্বক ক্রোধভরে এক গদা গ্রহণ করিল। তখন একের হস্তে প্রদীপ্ত পরিঘ এবং অন্যের হস্তে ভীষণ গদা। ঐ দুই গোবৃষাকার মহাবীর বিদ্যুৎশোভিত মেঘের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল এবং উহারা পরস্পর ভীমরবে গর্জন করিয়া পরস্পরের সন্নিহিত হইল। মহোদর ক্রোধভরে কপিরাজ সুগ্রীবের প্রতি ঐ সূর্যপ্রভ গদা নিক্ষেপ করিল। সুগ্রীব রোষারুণলোচনে পরিঘ দ্বারা ঐ ভীষণ গদা নিবারণ করিলেন। গদার প্রতিঘাতে তাঁহার পরিঘও সহসা চূর্ণ হইয়া গেল। পরে তিনি রণভূমি হইতে এক লোহময় ভীষণ মুষল লইয়া নিক্ষেপ করিলেন। মহোদরও তাহা নিবারণ করিবার জন্য এক গদা নিক্ষেপ করিল। গদা ও মুষল পরস্পরের প্রতিঘাতে তৎক্ষণাৎ চূর্ণ হইয়া গেল। তখন উভয়েই নিরস্ত্র। উভয়েই প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় তেজস্বী। উভয়েই পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং পরস্পরকে চপেটাঘাত বা মুষ্টিপ্রহার আরম্ভ করিলেন। তৎকালে ঐ দুই বীর ঘোরতর বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত। উঁহারা কখন ভূতলে পড়িতেছেন, আবার শীঘ্র উঠিতেছেন। দুইজনই দুর্জয়, দুইজনই বাহুবেগে পরস্পরকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন। ক্রমশঃ দুইজনই যুদ্ধে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। পরে উভয়ে খড়্গ গ্রহণপূর্বক ক্রোধভরে পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া, প্রহারের অবসর পাইবার জন্য পরস্পরের বাম ও দক্ষিণে মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দুইজনই ক্রুদ্ধ এবং দুইজনই জয়লাভের জন্য ব্যগ্র। ইত্যবসরে দুর্মতি মহোদর ঝটিতি সুগ্রীবের বর্মে মহাবেগে এক খড়্গাঘাত করিল। খড়্গ প্রহৃত হইবামাত্র সুগ্রীবের বর্মে রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন মহোদর বর্ম হইতে যেমন ঐ খড়্গ আকর্ষণ করিয়া লইবে ঐ সময় সুগ্রীব উহার উষ্ণীষশোভিত কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া রাক্ষসসৈন্য দীনমনে বিষণ্ন বদনে ভয়ে পলাইতে লাগিল। সুগ্রীব হৃষ্ট হইয়া বানরগণের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে রাবণের যারপরনাই ক্রোধ উপস্থিত হইল। রাম পুলকিত হইলেন। সুগ্রীব মহোদরকে বিদীর্ণ পর্বতের বৃহৎ খণ্ডের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত করিয়া স্বতেজে সূর্যবৎ উজ্জ্বল বীরশ্রীতে বিরাজ করিতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষে সুর সিদ্ধ ও যক্ষ, ভূতলে অন্যান্য জীব, সকলেই হর্ষোৎফুল্ললোচনে উঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

অষ্টনবতিতম সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর মহাপার্শ্ব মহোদরকে বিনষ্ট দেখিয়া সুগ্রীবের প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং অঙ্গদের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া শর দ্বারা উহাদিগকে বধ করিতে লাগিল। তখন বানরগণের মধ্যে কাহারও বাহু ছিন্ন এবং কাহারও বা পার্শ্ব খণ্ডিত, অনেকের মস্তক বায়ুভরে বৃন্তচ্যুত

ফলের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। সকলে বিষণ্ণ ও হতজ্ঞান। তখন মহাবীর অঙ্গদ পর্বকালীন সমুদ্রবৎ বেগে গর্জন করিয়া উঠিলেন এবং মহাপার্শ্বকে এক লৌহময় উজ্জ্বল পরিঘ প্রহার করিলেন। মহাপার্শ্ব তৎক্ষণাৎ বিচেতন হইয়া রথ হইতে সারথির সহিত ভূতলে পতিত হইল। ইত্যবসরে অঞ্জনস্তূপকৃষ্ণ মহাবীর জাম্ববান মেঘাকার স্বযূথ হইতে বহির্গত হইলেন এবং ক্রোধভরে এক গিরিশৃঙ্গতুল্য প্রকাণ্ড শিলার আঘাতে উহার অশ্বকে বিনাশ এবং রথ চূর্ণ করিলেন।

পরে মহাবাহু মহাপার্শ্ব মুহূর্তমধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া শরনিকরে অঙ্গদকে পুনর্বার বিদ্ধ করিল এবং তিন শরে জাম্ববানের বক্ষ বিদ্ধ করিয়া শরজালে গবাক্ষকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। তখন অঙ্গদ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সূর্যরশ্মিবৎ প্রদীপ্ত এক লৌহপরিঘ গ্রহণ করিলেন এবং উহা দুই হস্তে মহাবেগে বিঘূর্ণিত করিয়া দূরবর্তী মহাপার্শ্বের বিনাশোদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। পরিঘ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র তদ্দ্বারা উহার হস্ত হইতে সশর শরাসন এবং মস্তকের উষ্ণীষ স্খলিত হইয়া পড়িল। পরে অঙ্গদ সন্নিহিত হইয়া ক্রোধভরে উহার কুণ্ডলালঙ্কৃত কর্ণমূলে সবেগে এক চপেটাঘাত করিলেন। মহাপার্শ্বও এক হস্তে লৌহময় তৈলচিক্কণ প্রকাণ্ড পরশু লইয়া ক্রোধভরে উঁহার বামস্কন্ধে প্রহার করিল। কিন্তু মহাবীর অঙ্গদ ঐ পরশুপ্রহারে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া উহার বক্ষে সক্রোধে বজ্রসার এক মুষ্টিপ্রহার করিলেন। মহাপার্শ্বের হৃদয় ভগ্ন হইয়া গেল এবং সে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন রাক্ষসেরা আকুল, রাবণও যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইল। বানরেরা সন্তুষ্ট হইয়া সিংহনাদ আরম্ভ করিল। অট্টালিকা ও পুরদ্বারের সহিত সমগ্র লঙ্কাপুরী যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। দেবতারাও মহাহর্ষে কোলাহল করিতে লাগিলেন।

নবনবতিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মহাবল বিরূপাক্ষ, মহোদর ও মহাপার্শ্বকে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং সারথিকে ত্বরা প্রদর্শনপূর্বক কহিল, দেখ, আমার অমাত্যগণ বিনষ্ট হইয়াছে এবং নগরও বহুদিন যাবৎ রুদ্ধ হইয়া আছে। আজ আমি রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করিয়া এই দুর্বিষহ দুঃখ অপনীত করিব। সীতা যাহার পুষ্পফল, সুগ্রীব, জাম্ববান, কুমুদ, নল, দ্বিবিদ, মৈন্দ, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, হনুমান, সুষেণ ও অন্যান্য যূথপতি বানর যাহার শাখাপ্রশাখা, আমি আজ সেই রামরূপ মহাবৃক্ষকে ছেদন করিব। এই বলিয়া রাবণ রথের ঘর্ঘর রবে দশ দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া রামের অভিমুখে চলিল। উহার রথশব্দে বন পর্বত ও নদীর সহিত সমগ্র পৃথিবী বিচলিত এবং সিংহ ও মৃগপক্ষী ভীত হইয়া উঠিল। রণস্থল বানরসৈন্যে অতিমাত্র নিবিড়। রাক্ষসরাজ রাবণ উহাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মনির্মিত মহাঘোর তামস অস্ত্র প্রয়োগ করিল। ঐ অস্ত্র-প্রভাবে বানরেরা দগ্ধ ও রণস্থলে নিপতিত হইতে লাগিল এবং অনেকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিল। পলায়নকালে উহাদের পদোত্থিত ধূলিজালে অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ফলতঃ তৎকালে ঐ দুর্নিবার অস্ত্র কাহারই সহ্য হইল না। এইরূপে বানরসৈন্য ক্রমশঃ অপসারিত হইলে রাবণ অদূরে দুর্জয় রামকে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডায়মান দেখিতে পাইল। ঐ সময় পদ্মপলাশ-লোচন রাম গগনস্পর্শী শরাসন অবষ্টম্ভনপূর্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আছেন।

অনন্তর মহাবীর রাম দুরাত্মা রাবণকে উপস্থিত দেখিয়া হৃষ্টমনে ধনু গ্রহণপূর্বক মহাবেগে মহাশব্দে বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন। উঁহার কোদণ্ড-টঙ্কারে পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং রাক্ষসেরা ভয়ে মূর্ছিত হইতে লাগিল। রাবণ রাম ও লক্ষ্মণের সম্মুখীন। সে চন্দ্রসূর্যের সন্নিহিত রাহুর ন্যায় শোভিত হইতেছে। ইত্যবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ উহার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন এবং উহার প্রতি অগ্নিশিখাকার শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাবণও ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শনপূর্বক একটি শর এক শর দ্বারা, তিনটি শর তিন শর দ্বারা এবং দশটি শর দশ শর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। রাবণ এইরূপে লক্ষ্মণকে অতিক্রম করিয়া পর্বতবৎ অটল মহাবীর রামের সন্নিহিত হইল এবং রোষারুণলোচনে উঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রামও শীঘ্র ভল্লাস্ত্র গ্রহণপূর্বক তন্নিক্ষিপ্ত উরগভীষণ সুতীক্ষ্ণ শর ছেদন করিতে লাগিলেন। উঁহারা উভয়েই দুর্জয়। কখন পরস্পর পরস্পরের বাম ও দক্ষিণে বহুক্ষণ মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতেছেন। তখন ঐ দুই কৃতান্ততুল্য মহাবীরকে দেখিয়া জীবগণ অত্যন্ত ভীত হইল। নভোমণ্ডল বর্ষাকালীন বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত মেঘের ন্যায় উঁহাদের শরজালে সম্পূর্ণ আবৃত হইয়া গেল এবং শরসমূহের পরস্পর-সংশ্লেষে উহা যেন গবাক্ষ-পরম্পরায় শোভিত হইতে লাগিল। দিবসেও আকাশ অন্ধকারময়। উঁহারা পরস্পর পরস্পরের বধার্থী হইয়া, বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুইজনই সমরবিশারদ এবং দুইজনই অস্ত্রবিদগণের শ্রেষ্ঠ। উঁহারা যে-যে স্থান দিয়া যাইতেছেন সেই-সেই স্থানে বায়ুবেগান্দোলিত সমুদ্রতরঙ্গবৎ শরতরঙ্গ বিস্তার হইতে লাগিল।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ রামের ললাটে বহুসংখ্য নারাচ নিক্ষেপ করিল। রাম ঐ ভীমশরাসননির্মুক্ত নীলোৎপলকান্তি নারাচ অস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। পরে তিনি ক্রোধভরে শরাসন আকর্ষণপূর্বক মন্ত্র জপ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ভীষণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত শর রাক্ষসরাজ রাবণের মেঘাকার দুর্ভেদ্য কবচে নিপতিত হইয়া উহাকে কিছুমাত্র ব্যথিত করিতে পারিল না। পরে সর্বাস্ত্রকুশলী রাম উহার ললাটে পুনর্বার সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সমস্ত পঞ্চশীর্ষ সর্পাকার শর প্রতিঅস্ত্রে প্রতিহত হইলেও উহার ললাট ভেদ করিয়া শনশন শব্দে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। রাবণ অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট। সে রামের প্রতি মহাঘোর আসুর অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সকল অস্ত্র সিংহ ও ব্যাঘ্রের মুখাকার, কতকগুলি কঙ্ক কাক গৃধ্র শ্যেন ও শৃগালের মুখাকার, কতকগুলি বরাহ কুক্কুর ও কুক্কুটের মুখাকার, কতকগুলি মকর ও সর্পের মুখাকার। ঐ সকল অস্ত্র ব্যাদিতমুখে শনশন শব্দে পড়িতে লাগিল। রাবণ রুষ্ট সর্পের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে মায়াবলে রামের প্রতি এই সকল শর অনবরত নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

তখন রাম আসুর অস্ত্রে আচ্ছন্ন হইয়া অগ্ন্যস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। এই সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে কোনটি অগ্নির ন্যায়, কোনটি সূর্যের ন্যায়, কোনটি উল্কার ন্যায়, কোনটি বিদ্যুৎ ও কোনটি গ্রহনক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল। রামের অগ্ন্যস্ত্রে ঐ সমস্ত আসুর অস্ত্র অবিলম্বেই ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তদ্দৃষ্টে সুগ্রীব প্রভৃতি কামরূপী বানরগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া রামকে বেষ্টনপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল।

শততম সর্গ ॥ তখন রাবণ আসুর অস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং ময়বিহিত ভীষণ মায়াস্ত্র পরিত্যাগ করিল। উহার শরাসন হইতে প্রদীপ্ত বজ্রসার শূল, গদা, মুষল, মুদ্গর, কূটপাশ, প্রদীপ্ত অশনি তীব্র প্রলয়বায়ুর ন্যায় নিঃসৃত হইতে লাগিল। অস্ত্রবিৎ রাম গান্ধর্বাস্ত্রে ঐ সকল অস্ত্র নিবারণ করিলেন। তখন রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সৌরাস্ত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিল এবং উহার শরাসন হইতে প্রদীপ্ত চক্রসকল চতুর্দিকে নিঃসৃত হইয়া চন্দ্রসূর্যগ্রহের ন্যায় আকাশ উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। রাম তৎসমুদয় সুতীক্ষ্ণ শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে রাবণ দশ শরে রামের মর্মস্থল বিদ্ধ করিল। কিন্তু তৎকালে রাম তদ্দ্বারা কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সাতটি শরে রাবণের নৃমুণ্ডচিহ্নিত ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং সারথির কুণ্ডলালংকৃত মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া পাঁচ শরে রাবণের করিশুণ্ডাকার ধনু ছেদন করিলেন। ঐ সময় বিভীষণও লম্ফ প্রদানপূর্বক উঁহার নীলমেঘাকার পর্বতসদৃশ অশ্বসকল পদাঘাতে বিনাশ করিলেন। তখন রাবণ রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্বক উঁহার প্রতি ক্রোধভরে দীপ্ত অশনির ন্যায় এক শক্তি নিক্ষেপ করিল। লক্ষ্মণ বিভীষণের প্রতি ঐ মহাশক্তি নিক্ষিপ্ত দেখিয়া অর্ধপথেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। বানরেরা সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং ঐ স্বর্ণমালিনী শক্তিও ত্রিধাছিন্ন হইয়া আকাশচ্যুত বিস্ফুলিঙ্গযুক্ত জ্বলন্ত উল্কার ন্যায় ভূতলে পড়িল।

অনন্তর দুরাত্মা রাবণ আর একটি শক্তি গ্রহণ করিল। উহা স্বতেজে উজ্জ্বল, অমোঘ ও যমেরও দুঃসহ। ঐ শক্তি বেগে বিঘূর্ণিত হওয়াতে বজ্রবৎ তেজে জ্বলিতে লাগিল। এই অবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ বিভীষণের প্রাণসংকট বুঝিয়া শীঘ্র তাঁহার সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রাবণের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন রাবণ ভ্রাতৃবধে উৎসাহ পরিত্যাগ করিল এবং লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক কহিল, রে বলগর্বিত! তুই যখন স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিভীষণকে শক্তি হইতে রক্ষা করিলি তখন আমি উহাকে ছাড়িয়া ইহা তোর প্রতিই নিক্ষেপ করিব। এই শত্রুশোণিতলোলুপ শক্তি আজ নিশ্চয়ই তোর প্রাণ সংহার করিবে।

এই বলিয়া মহাবীর রাবণ ঐ জ্বলন্ত শক্তি লক্ষ্মণের প্রতি ক্রোধভরে নিক্ষেপপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। শক্তি ময়দানবের মায়ানির্মিত অষ্টঘণ্টা-যুক্ত ঘোরনিনাদী ও অমোঘ। উহা মহাবেগে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র লক্ষ্মণের দিকে বজ্রবৎ ঘোর গভীরনাদে যাইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে রাম ভীত হইয়া কহিলেন, স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি, লক্ষ্মণের মঙ্গল হউক। শক্তি! তোমার সমস্ত উদ্যম বিনষ্ট হইয়া যাক, তুমি ব্যর্থ হও। অনন্তর ঐ উরগরাজের জিহ্বার ন্যায় করাল শক্তি বেগে আসিয়া নির্ভীক লক্ষ্মণের বক্ষ ভেদ করিল এবং নিক্ষেপবেগে বক্ষমধ্যে গাঢ়তর নিমগ্ন হইল। লক্ষ্মণ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। সমীপস্থ রাম উঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া ভ্রাতৃস্নেহে যারপরনাই বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহার নেত্র হইতে দরদরিতধারে শোকাশ্রু বহিতে লাগিল। পরে তিনি মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া ক্রোধে যুগান্তবহ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তৎকালে বিষাদ একান্ত অনর্থকর ভাবিয়া রাবণবধে উৎসাহিত হইলেন। দেখিলেন, মহাবীর লক্ষ্মণ শক্তি দ্বারা গাঢ়তর বিদ্ধ ও রক্তাক্ত হইয়া সসর্পশৈলবৎ দৃষ্ট হইতেছেন।

অনন্তর বানরেরা উঁহার বক্ষ হইতে শক্তি উদ্ধার করিবার জন্য যত্ন করিতে

লাগিল, কিন্তু উহারা রাবণের শরে ব্যথিত হইয়া তদ্বিষয়ে কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিল না। ঐ শত্রুঘাতিনী শক্তি লক্ষ্মণের বক্ষ ভেদপূর্বক ভূমিস্পর্শ করিয়াছে। তখন মহাবল রাম দুই হস্তে ঐ শক্তি ধারণ ও উৎপাটন করিয়া ক্রোধভরে ভাঙিয়া ফেলিলেন। তৎকালে রাবণ তাঁহার প্রতিও মর্মভেদী শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, লক্ষ্মণকে সস্নেহে আলিঙ্গনপূর্বক সুগ্রীব ও হনুমানকে কহিলেন, দেখ, এখন তোমরা লক্ষ্মণকে এইরূপে বেষ্টন করিয়া থাক। যাহা আমার বহুদিনের প্রার্থিত এক্ষণে সেই বীরত্ব প্রদর্শনের কাল উপস্থিত। আজ আমি এই পাপিষ্ঠকে বধ করিব। বর্ষার অভ্যুদয়ে চাতকের যেমন মেঘদর্শন প্রার্থনীয়, সেইরূপ এই দুরাত্মার দর্শন আমারও প্রার্থনীয় হইয়াছে। এক্ষণে আমি সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি তোমরা শীঘ্রই এই পৃথিবীকে হয় রাবণশূন্য নয় রামশূন্য দেখিতে পাইবে। আমার রাজ্যনাশ, বনবাস, দণ্ডকারণ্যে পর্যটন, জানকী-অপহরণ, রাক্ষসসমাগম সমস্তই ঘটিয়াছে। আমি এইরূপ ঘোর মানসিক দুঃখ এবং নরকযাতনাসদৃশ শারীরিক কষ্ট পাইয়াছি, কিন্তু বলিতে কি, আজ এই দুরাত্মা রাবণকে বধ করিয়া এই সমস্তই বিস্মৃত হইব। আমি যাহার জন্য এই বানরসৈন্য এখানে আনিয়াছি, বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবের হস্তে রাজ্যভার দিয়াছি এবং সেতুবন্ধন-পূর্বক সাগর পার হইয়াছি, আজ সেই পাপ আমার দৃষ্টিপথে উপস্থিত। দৃষ্টিবিষ উরগের চক্ষে পড়িলে যেমন কেহই বাঁচিতে পারে না, বিহগরাজ গরুড়ের চক্ষে পড়িলে সর্পের যেমন আর নিস্তার নাই, সেইরূপ এই দুরাত্মা আজ আমার দৃষ্টিপথে উপস্থিত, আমি এখনই ইহাকে বিনাশ করিব। বানরগণ! তোমরা পর্বত-শিখরে বসিয়া আমাদের যুদ্ধ দর্শন কর। আজ সিদ্ধ চারণ গন্ধর্ব এবং ত্রিলোকের সমস্ত লোক রামের রামত্ব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন। আজ এমন অদ্ভুত কার্য করিব যে যাবৎ এই পৃথিবী তাবৎ সকলেই তাহা ঘোষণা করিবে।

এই বলিয়া মহাবীর রাম রাবণের প্রতি শরনিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। রাবণও মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে সেইরূপ রামের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিল। উভয়ের শর পরস্পর আহত হওয়াতে রণস্থলে একটি তুমুল শব্দ উত্থিত হইল

এবং তৎসমুদয় খণ্ড খণ্ড হইয়া দীপ্তমুখে ভূতলে পড়িতে লাগিল। উভয়ের জ্যা-নির্ঘোষে সমস্ত জীব যারপরনাই ভীত। ইত্যবসরে রাবণও রামের শরে নিপীড়িত হইয়া বাতাহত মেঘের ন্যায় রণস্থল হইতে শীঘ্র পলায়ন করিল।

একাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর রাম সুষেণকে কহিলেন, সুষেণ! এই লক্ষ্মণ সর্পবৎ ভূতলে লুঠিত হইতেছেন। ইনি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। ইঁহাকে এইরূপ রক্তাক্ত ও কাতর দেখিয়া আমার শোকতাপ বর্ধিত ও অন্তরাত্মা আকুল হইতেছে। এক্ষণে আমি যে আর যুদ্ধ করি আমার এরূপ শক্তি নাই। হা! যদি লক্ষ্মণ বিনষ্ট হন তবে আমার জীবন ও সুখেই বা কি প্রয়োজন। আমার বলবীর্য কুণ্ঠিত হইতেছে, হস্ত হইতে ধনু স্খলিত, শরসকল অবসন্ন, দৃষ্টি বাষ্পাকুল, স্বপ্নাবস্থাবৎ সর্বাঙ্গ শিথিল এবং চিন্তা অতিমাত্র বলবতী ; প্রাণত্যাগেও আমার বারংবার ইচ্ছা হইতেছে।

ঐ সময় লক্ষ্মণ মর্মবেদনায় অস্থির হইয়া বিকৃত স্বরে চিৎকার করিতেছিলেন, তদ্দৃষ্টে রাম আরও বিষণ্ণ ও আকুল হইলেন এবং সুষেণকে পুনর্বার কহিতে লাগিলেন, সুষেণ! ভাই লক্ষ্মণকে রণস্থলে ধূলির উপর শয়ান দেখিয়া জয়শ্রী-লাভও আমার প্রীতিপ্রদ হইতেছে না। চন্দ্র অদৃশ্য থাকিয়া কি অন্যের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারেন? এখন আমার যুদ্ধে কাজ কি? এবং জীবনেই বা প্রয়োজন কি? আমি যখন বনবাসী হই তখন এই মহাবীর আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন, এক্ষণে আমিও যমলোকে ইঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইব। ইনি স্বজন-বৎসল এবং আমার অত্যন্ত অনুগত ; কূটযোধী রাক্ষসের হস্তে ইঁহারই এইরূপ দুরবস্থা ঘটিল। হা! দেশে দেশে স্ত্রী ও দেশে দেশে বন্ধু পাওয়া যায়, কিন্তু এমন দেশ দেখিতে পাই না যেখানে সহোদর ভ্রাতা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সুষেণ! লক্ষ্মণ ব্যতীত এক্ষণে আর আমার রাজ্যলাভে ফল কি। হা! আমি অযোধ্যায় গিয়া পুত্রবৎসলা অম্বা সুমিত্রাকে কি বলিব। তিনি যখন পুত্রশোকে আমায় লাঞ্ছনা করিবেন, তাহা কিরূপে সহ্য করিব। আমি জননী কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকেই বা কি বলিব এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন আসিয়া যখন আমায় এই কথা জিজ্ঞাসিবেন যে, তুমি লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া বনে গেলে, কিন্তু ব্যতীত কেন আইলে ; তখন আমি তাঁহাদিগকেই বা কি বলিব। হা! এক্ষণে স্বজন সকলের লাঞ্ছনা সহ্য করা অপেক্ষা মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়। না জানি আমি পূর্বজন্মে কত পাপ করিয়াছিলাম, সেই কারণে ধার্মিক লক্ষ্মণ আজ বিনষ্ট হইয়া আমার সম্মুখে পতিত আছেন। হা ভ্রাতঃ! হা মহাবীর! তুমি আমায় ছাড়িয়া একাকী কেন লোকান্তরে যাও। আমি তোমার জন্য বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছি, তুমি কেন আমাকে সম্ভাষণ করিতেছ না। এক্ষণে উঠ, চক্ষু উন্মীলন করিয়া আমায় একবার দেখ। আমি পর্বত বা বনমধ্যে শোকার্ত প্রমত্ত ও বিষণ্ণ হইলে তুমিই প্রবোধবাক্যে আমায় সান্ত্বনা করিতে, এখন কেন এইরূপ নীরব হইয়া আছ।

অনন্তর সুষেণ রামকে ব্যাকুল মনে এইরূপ পরিতাপ করিতে দেখিয়া কহিল, মহাবীর! তুমি এই নিরুৎসাহকর বুদ্ধি ও শোকজনক চিন্তা পরিত্যাগ কর। এই বুদ্ধি ও চিন্তা শত্রুনিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় অত্যন্ত অনিষ্টকর। শ্রীমান লক্ষ্মণ জীবিত আছেন। ঐ দেখ ইঁহার মুখশ্রী প্রভাযুক্ত ও সুপ্রসন্ন ; উহা বিকৃত ও

শ্যামবর্ণ হয় নাই। উঁহার করতল পদ্মপত্রের ন্যায় আরক্ত এবং নেত্র জ্যোতিষ্মান। রাজন্! মৃত ব্যক্তির কদাচ এইরূপ রূপ প্রত্যক্ষ হয় না। এক্ষণে তুমি শোক তাপ দূর কর। লক্ষ্মণ প্রসারিতদেহে শয়ান, উঁহার হৃৎপিণ্ড মুহুর্মুহু স্পন্দিত হওয়াতে শ্বাস প্রশ্বাস অনুমিত হইতেছে।

প্রাজ্ঞ সুষেণ রামকে এই বলিয়া হনুমানকে কহিলেন, সৌম্য! জাম্ববান পূর্বে তোমায় যাহার কথা বলিয়াছিলেন, তুমি সেই ঔষধি পর্বতে যাও এবং তাহার দক্ষিণ শিখরে যে-সকল ঔষধি জন্মিয়াছে তুমি গিয়া শীঘ্র তাহা আনয়ন কর। তুমি লক্ষ্মণের আরোগ্য বিধানার্থ বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্যকরণী, সঞ্জীবনী ও সন্ধানী এই চার প্রকার ঔষধি শীঘ্রই আন।

অনন্তর মহাবীর হনুমান ঔষধি পর্বতে উপস্থিত হইলেন এবং তন্মধ্যে ঔষধির সন্ধান না পাইয়া ইতিকর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন আমি এই গিরিশৃঙ্গ লইয়া প্রস্থান করি। সুষেণ কহিয়াছিলেন এবং আমিও অনুমানে বুঝিতেছি, এই শৃঙ্গেই ঔষধি আছে। এক্ষণে যদি বিশল্যকরণী লইয়া না যাই তবে লোকে আমায় অজ্ঞ বলিবে। আর যদি বৃথা চিন্তায় কালাতিপাত হয়, তাহাতেও লক্ষ্মণের প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে।

এই চিন্তা করিয়া হনুমান পুষ্পিতবৃক্ষশোভিত নীলমেঘাকার ঔষধিশৃঙ্গ বারত্রয় আলোড়ন ও উৎপাটনপূর্বক তাহা দুই হস্তে লইয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন এবং মহাবেগে সুষেণের নিকট উপস্থিত হইয়া উহা অবতারণপূর্বক বিশ্রামান্তে কহিলেন, সুষেণ! আমি তোমার নির্দিষ্ট ঔষধি অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই, এইজন্য সমগ্র শৃঙ্গই তোমার নিকট আনয়ন করিলাম।

অনন্তর সুষেণ হনুমানের যথোচিত প্রশংসা করিয়া ঔষধি সন্ধান করিয়া লইল। বানরেরা হনুমানের দেবদুষ্কর মহৎ কার্য দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। পরে সুষেণ ঔষধি পেষণপূর্বক লক্ষ্মণকে আঘ্রাণ করাইলেন। লক্ষ্মণও উহার
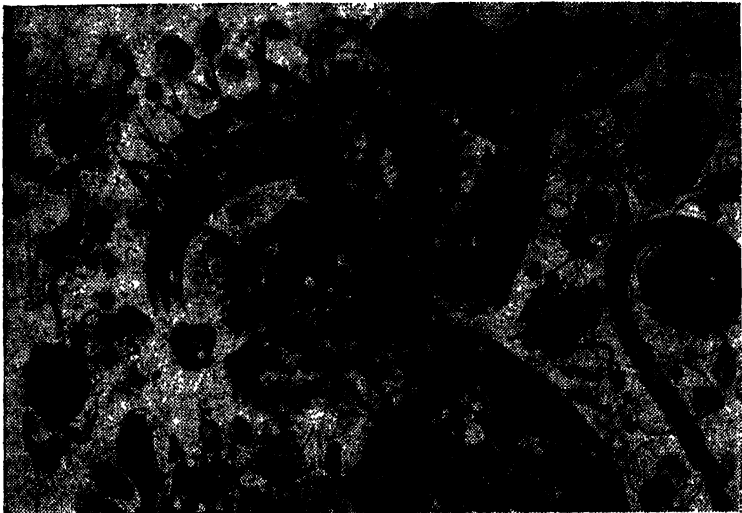
গন্ধ আঘ্রাণ করিবামাত্র বিশল্য ও নীরোগ হইয়া অবিলম্বে গাত্রোত্থান করিলেন। বানরেরা প্রীত মনে উঁহাকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ করিতে লাগিল। রাম 'আইস আইস' বলিয়া বাষ্পাকুললোচনে গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন, বৎস! আমি ভাগ্যবলেই তোমায় পুনর্জীবিত দেখিলাম। তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে আমার জানকীলাভ, জয় ও জীবনেই বা কি প্রয়োজন।

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ রামের এইরূপ বাক্যে ও কার্যশৈথিল্যে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, আর্য! পূর্বে তাদৃশ প্রতিজ্ঞা করিয়া এখন ক্ষুদ্র লোকের ন্যায় এইরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করা কি আপনার উচিত হয়? প্রতিজ্ঞাপালন মহত্ত্বের লক্ষণ। সত্যশীল মহাত্মারা কদাচ কথার অন্যথাচরণ করেন না। বীর! এক্ষণে আপনি কেন আমার জন্য এইরূপ নিরাশ হন। আজ দুর্বৃত্ত রাবণকে সসৈন্যে সংহার করুন। যে সিংহ দন্তবিস্তারপূর্বক গর্জন করিতেছে হস্তী কি তাহার নিকট নিস্তার পায়? সেই দুষ্ট আজ নিশ্চয়ই আপনার হস্তে মৃত্যু দর্শন করিবে। আমার ইচ্ছা যে সূর্য অস্ত না হইতেই আপনি তাহাকে বধ করুন। যদি প্রতিজ্ঞারক্ষা ধর্ম হয় যদি জানকী-উদ্ধারে আপনার যত্ন থাকে, তবে শীঘ্রই আমার এই কথা রক্ষা করুন।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ ॥ এই অবসরে রাক্ষসরাজ রাবণ অন্য এক রথে আরোহণপূর্বক সূর্যের প্রতি রাহুর ন্যায় রামের অভিমুখে উপস্থিত হইল এবং মেঘ যেমন পর্বতে বৃষ্টিপাত করে সেইরূপ উঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বজ্রসার শরসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর রামও শরাসন গ্রহণপূর্বক উহার প্রতি দীপ্ত-পাবকতুল্য স্বর্ণখচিত শরসকল নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় দেবতা, গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ রামকে ভূতলে দণ্ডায়মান এবং রাবণকে রথোপরি অবস্থিত দেখিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, একজন রথে আর একজন ভূতলে ; এরূপ অবস্থায় উভয়ের তুল্যরূপ যুদ্ধসম্ভাবনা হইতে পারে না। তখন সুররাজ ইন্দ্র উঁহাদের এই সুসঙ্গত কথা শুনিয়া মাতলিকে কহিলেন, মাতলি! তুমি শীঘ্র রথ লইয়া রামের নিকট যাও এবং উঁহাকে গিয়া বল, দেবরাজ আপনার নিমিত্ত এই রথ প্রেরণ করিয়াছেন। সারথি! তুমি পৃথিবীতে গিয়া এই সুমহৎ দেবকার্য সাধন করিয়া আইস।

তখন সুরসারথি মাতলি ইন্দ্রকে নতশিরে প্রণামপূর্বক কহিলেন, সুররাজ! আমি শীঘ্র গিয়া রামের সারথ্য করিতেছি। এই বলিয়া তিনি রথে স্বর্ণাভরণ ও শ্বেতচামরে সুশোভিত হরিৎবর্ণ অশ্বসকল যোজনা করিলেন। ঐ রথ স্বর্ণখচিত বৈদূর্যময়কূবরযুক্ত, কিঙ্কিণীজড়িত ও প্রাতঃসূর্যপ্রভ। উহার ধ্বজদণ্ড স্বর্ণময়। মাতলি ঐ রথে আরোহণ ও স্বর্গ হইতে অবরোহণপূর্বক কশাহস্তে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং রথোপরি অবস্থান করিয়াই কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিলেন বীর! সুররাজ ইন্দ্র আপনার বিজয়লাভার্থ এই রথ পাঠাইয়াছেন এবং এই প্রকাণ্ড ইন্দ্রধনু, এই উজ্জ্বল কবচ, এই সূর্যসঙ্কাশ শর, আর এই নির্মল শক্তি প্রেরণ করিয়াছেন। আমি সারথ্যে নিযুক্ত হইতেছি। আপনি এই রথে আরোহণপূর্বক ইন্দ্র যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই দুর্বৃত্ত রাবণকে বিনাশ করুন।

অনন্তর রাম দেবরথকে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্বক দেহশ্রীতে সমস্ত লোক

উদ্ভাসিত করিয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন। রাম ও রাবণের রোমহর্ষণ অদ্ভুত দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাম গান্ধর্বাস্ত্র দ্বারা রাবণের গান্ধর্বাস্ত্র এবং দৈবাস্ত্র দ্বারা উহার দৈবাস্ত্র নিবারণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রামের প্রতি রাক্ষসাস্ত্র প্রয়োগ করিল। ঐ অস্ত্র প্রযুক্ত হইবামাত্র উরগাকার ধারণপূর্বক ব্যাদিত মুখে জ্বলন্ত বিষাগ্নি উদ্গারপূর্বক যাইতে লাগিল। উহা স্বতেজে জাজ্বল্যমান এবং উহার দেহস্পর্শ নাগরাজ বাসুকির দেহস্পর্শের ন্যায় কর্কশ। তৎকালে ঐ সকল রাক্ষসাস্ত্রে দিক্‌বিদিক সমস্তই আবৃত হইয়া গেল। অনন্তর মহাবীর রাম সর্পশত্রু মহাঘোর গারুড়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ঐ অস্ত্র প্রযুক্ত হইবামাত্র গরুড়াকার ধারণপূর্বক চতুর্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল এবং ক্ষণকালমধ্যে সর্পরূপী শরসকল বিনাশ করিয়া ফেলিল। তদ্দৃষ্টে রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রামকে শরে শরে নিপীড়িত করিয়া মাতলিকে বিদ্ধ করিতে লাগিল এবং এক শরে রামের স্বর্ণধ্বজ ছেদনপূর্বক রথোপস্থে পাতিত ও ঐন্দ্রাশ্বসকল বিনষ্ট করিল। তখন দেব, দানব, গন্ধর্ব ও চারণগণ এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া যারপরনাই বিষণ্ণ হইলেন। সিদ্ধ ঋষিগণ, বিভীষণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরেরা রামকে কাতর দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। চরাচরের অহিতকর বুধগ্রহ রামরূপ চন্দ্রকে রাবণরূপ রাহুগ্রস্ত দেখিয়া, প্রাজাপত্য নক্ষত্র ও শশিপ্রিয়া রোহিণীকে আক্রমণ করিল। মহাসমুদ্র ধূমব্যাপ্ত ও উত্তাল তরঙ্গে আকুল হইয়া উঠিল এবং উচ্ছলিত হইয়া মহাক্রোধে যেন সূর্যকে স্পর্শ করিতে লাগিল। কঠোর সূর্য সহসা কৃষ্ণবর্ণ ও ক্ষীণরশ্মি হইয়া পড়িল। উহার ক্রোড়ে প্রকাণ্ড কবন্ধ এবং উহা স্বয়ং ধূমকেতুর সহিত সংসক্ত দৃষ্ট হইল। ভৌমগ্রহ ইন্দ্রাগ্নিদৈবত কোশলরাজগণের কুলনক্ষত্র ও বিশাখাকে আক্রমণপূর্বক অন্তরীক্ষে অবস্থান করিতে লাগিল এবং দশমুখ বিংশতিহস্ত মহাবীর রাবণ শরাসনহস্তে গিরিবর মৈনাকের ন্যায় দীর্ঘাকার দৃষ্ট হইল। তৎকালে রাম উহার শরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আর কিছুতেই শরসন্ধান করিতে পারিলেন না। তাঁহার নেত্র ক্রোধে আরক্ত এবং মুখ ভ্রূকুটিযোগে কুটিল হইয়া উঠিল। তিনি প্রদীপ্ত রোষানলে সমস্ত রাক্ষসকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐ রুদ্র মুখ নিরীক্ষণপূর্বক সকলে ভীত হইয়া উঠিল, পর্বতসকল বিচলিত ও সমুদ্র ক্ষুভিত হইল এবং অন্তরীক্ষে ঔৎপাতিক মেঘ ঘোর গর্জনে বিচরণ করিতে লাগিল। ফলতঃ রামের এইরূপ ভীষণ ক্রোধ ও দারুণ উৎপাত দর্শনে রাবণেরও মনে ভয় সঞ্চার হইল। ঐ সময় বিমানচারী দেব, দানব, গন্ধর্ব, উরগ, ঋষি ও খেচর পক্ষিগণ ঐ মহাপ্রলয়াকার যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। উঁহারা একতর পক্ষে পক্ষপাত প্রদর্শন ও পরস্পর বিরোধাচরণপূর্বক ভক্তি ও হর্ষভরে স্ব-স্ব পক্ষের জয়কামনা করিতে লাগিলেন। অসুরগণ কহিল, রাবণের জয় হউক, দেবতারা কহিলেন, রামের জয় হউক।

অনন্তর দুরাত্মা রাবণ রামের বিনাশবাসনায় মহাক্রোধে এক শূল গ্রহণ করিল। ঐ শূল অতি ভীষণ শত্রুনাশী বজ্রসার ও কৃতান্তেরও দুঃসহ। উহার অত্যুচ্চ তিনটি শিখর দেখিলে মনে ভয় উপস্থিত হয়। উহা প্রলয়াগ্নিবৎ জ্বলিতেছে এবং অগ্রভাগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বলিয়া যেন সধূম লক্ষিত হইতেছে। রাবণ রোষে প্রজ্বলিত হইয়া ঐ শূল গ্রহণ ও রাক্ষসগণের মনে হর্ষোৎপাদনপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। উহার দারুণ সিংহনাদে অন্তরীক্ষ দিক্‌বিদিক সমস্ত কাঁপিয়া উঠিল, জীবগণ বিত্রস্ত ও মহাসমুদ্র বিচলিত হইতে লাগিল। দুরাত্মা রাবণ শূল উদ্যত করিয়া রোষারুণনেত্রে রামকে কহিল, আমি এই বজ্রসার শূল মহাক্রোধে

উদ্যত করিলাম, আজ ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই তোরে বধ করিব। যে-সকল রাক্ষস এই রণস্থলে বিনষ্ট হইয়াছে, আজ তোরে মারিয়া তাহাদেরই অনুরূপ করিয়া রাখিব। তুই থাক্, এই শূলপ্রহারে এখনই মৃত্যুদর্শন করিবি। এই বলিয়া রাবণ রামের প্রতি ঐ ভীষণ শূল মহাবেগে নিক্ষেপ করিল। অষ্টঘণ্টাযুক্ত শূল আকাশে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র মহানাদে বিদ্যুতের ন্যায় স্বতেজে সকলের চক্ষু প্রতিহত করিয়া যাইতে লাগিল। তখন ইন্দ্র যেমন প্রলয়বহ্নিকে জলধারায় নির্বাণ করেন সেইরূপ মহাবীর রাম ঐ শূল বেগে আসিতে দেখিয়া শরধারায় নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু বহ্নি যেমন পতঙ্গগণকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে সেইরূপ ঐ মহাশূল রামের সমস্ত শর বিফল করিয়া যাইতে লাগিল। তখন রাম অধিকতর ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং ইন্দ্রসারথি মাতলির আনীত ইন্দ্রের মনোমত এক শক্তি গ্রহণ করিলেন। ঐ শক্তি বলপূর্বক উত্তোলিত হইয়া যুগান্তকালীন উল্কার ন্যায় অন্তরীক্ষ উদ্ভাসিত করিল এবং মহাবেগে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র গাত্রগ্রথিত ঘণ্টারবে মুখরিত হইয়া শূলের উপর গিয়া পড়িল। শূলও তৎক্ষণাৎ ছিন্নভিন্ন ও নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

অনন্তর মহাবীর রাম শরনিকরে রাক্ষসরাজ রাবণের বেগবান অশ্বসকল ভেদ করিয়া উহার বক্ষ ও ললাট বিদ্ধ করিলেন। রাবণের সর্বাঙ্গ ছিন্নভিন্ন হওয়াতে অনর্গল রক্তধারা বহিতে লাগিল এবং বহু হস্ত ও বহু মস্তক নিবন্ধন সে স্বয়ং যেন সমষ্টিবদ্ধ হইয়া পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইল।

ত্র্যধিকশততম সর্গ ॥ তখন রাক্ষসরাজ রাবণ রামের শরে নিপীড়িত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং শরাসন বিস্ফারণপূর্বক মেঘ যেমন জলধারায় তড়াগ পূর্ণ করে সেইরূপ রামের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু মহাবীর রাম অটল পর্বতের ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তন্নিক্ষিপ্ত শরসকল নিবারণ করিলেন। পরে রাবণ ক্ষিপ্রহস্তে সূর্যরশ্মিপ্রকাশ সহস্র সহস্র শর লইয়া রামের বক্ষ বিদ্ধ করিতে লাগিল। রাম ঐ সমস্ত শরে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হইয়া অরণ্যে বিকসিত কিংশুক বৃক্ষবৎ নিরীক্ষিত হইলেন এবং অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুগান্ত সূর্যের ন্যায় প্রখর শরসকল গ্রহণ করিলেন। রণস্থল ঐ দুই বীরের শরে শরে অন্ধকারময়, তন্নিবন্ধন উঁহারা পরস্পর পরস্পরকে আর দেখিতে পাইলেন না।

অনন্তর রাম হাস্য করিয়া ক্রোধভরে কঠোর বাক্যে কহিলেন, রে রাক্ষসাধম! তুই না বুঝিয়া জনস্থান হইতে আমার ভার্যা অসহায়া জানকীরে অপহরণ করিয়াছিস. এই পাপে তোরে শীঘ্রই নষ্ট হইতে হইবে। জানকী সেই মহারণ্যে অসহায় অবস্থায় ছিলেন, তুই তাঁহাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া আপনাকে শূর মনে কবিতেছিস। যাহার স্বামী সন্নিহিত নাই, তুই সেই স্ত্রীলোকের প্রতি কাপুরুষোচিত ব্যবহার করিয়া আপনাকে শূর মনে করিতেছিস। রে নির্লজ্জ! তুই সৎপথভ্রষ্ট ও অতি দুশ্চরিত্র। তুই দম্ভভরে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে ক্রোড়ে করিয়া আপনাকে শূর মনে করিতেছিস। তুই যক্ষেশ্বর কুবেরের সহোদর ও মহাবল; কিন্তু অন্যের অসহায়া পত্নীকে অপহরণ করিয়া বড়ই শ্লাঘনীয় ও যশস্কর কার্য করিয়াছিস। এক্ষণে তোরে নিশ্চয়ই এই গর্বকৃত গর্হিত কর্মের ফলভোগ করিতে হইবে। রে নির্বোধ! মনে মনে তোর বড় বীরগর্ব আছে, কিন্তু তুই চৌরবৎ পরস্ত্রী অপহরণ করিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত নহিস। এক্ষণে দেখ, যদি এই ঘটনা

আমার সমক্ষে ঘটিত, তাহা হইলে নিশ্চয় তোরে আমার শরে বিনষ্ট হইয়া ভ্রাতা খরের মুখ দর্শন করিতে হইত। রে মূঢ়! আজ ভাগ্যবলে তোর দেখা পাইলাম, আজ আমি সুতীক্ষ্ণ শরে এখনই তোকে যমালয়ে পাঠাইব। আজ মাংসাশী পশুপক্ষী তোর ধূলিলুণ্ঠিত কুণ্ডলালংকৃত মুণ্ড আকর্ষণ করিবে। তুই যখন রণস্থলে প্রসারিত দেহে শয়ন করিবি, তখন গৃধ্রগণ তোর বক্ষে পড়িয়া পিপাসায় বাণের ব্রণমুখোত্থিত রক্ত সুখে পান করিবে। তুই বিনষ্ট ও ভূতলে পতিত হইলে গরুড় যেমন মহোরগগণকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ পক্ষিসকল তোর অন্ত্রনাড়ী আকর্ষণ করুক।

মহাবীর রাম দুরাত্মা রাবণকে কঠোর বাক্যে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া উহার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহার বলবীর্য অস্ত্রবল ও উৎসাহ দ্বিগুণ বর্ধিত হইয়া উঠিল। তাঁহার অস্ত্ররহস্যসকল স্ফূর্তি পাইতে লাগিল এবং হর্ষে ক্ষিপ্রকারিতা যারপরনাই বর্ধিত হইল। তিনি স্বগত এই সমস্ত শুভ চিহ্ন দেখিয়া বলবিক্রমে রাবণকে অধিকতর পীড়ন করিতে লাগিলেন। রাবণও বানরগণের শিলাঘাতে এবং রামের শরপাতে বিকল ও বিহ্বল হইয়া পড়িল। সে শস্ত্রপ্রয়োগ ও শরাসন আকর্ষণে অসমর্থ হইল। তখন রাম উহাকে অক্ষম দেখিয়া উহার বধসাধনে আর ইচ্ছা করিলেন না, কিন্তু উহার এইরূপ মোহ ঘটিবার পূর্বে তিনি যে-সমস্ত শর নিক্ষেপ করিয়াছেন তদ্দ্বারা উহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এই বুঝিয়া উহার সারথি সভয়ে ব্যস্তসমস্তভাবে রণস্থল হইতে রথ অপবাহিত করিল।
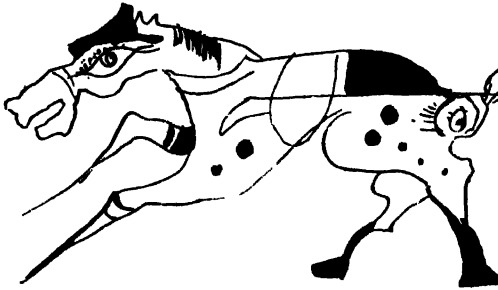
চতুরধিকশততম সর্গ ॥ ক্ষণকাল পরে রাক্ষসরাজ রাবণ মোহমুক্ত হইল এবং মৃত্যুর প্রেরণায় নেত্রযুগল রোষে আরক্ত করিয়া সারথিকে কহিতে লাগিল, রে নির্বোধ! আমি কি হীনবল অশক্ত? আমার কি পৌরুষ নাই? আমার কি তেজ নাই? আমি কি ক্ষুদ্র ভীরু ও অধীর? রাক্ষসী মায়া কি আমায় ত্যাগ করিয়াছেন? আমি কি অস্ত্রবিদ্যা জানি না, তাই তুই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া যাহা ইচ্ছা তাই করিতেছিস? তুই কি জন্য আমার অভিপ্রায় না বুঝিয়া শত্রুর নিকট হইতে রথ অপসারণ করিয়া আনিলি? রে নীচ! আজ তোর দোষেই আমার উপার্জিত যশ বীর্য ও তেজ নষ্ট হইল। আজ তুই আমার বীরত্বে লোকের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভঙ্গ করিয়া দিলি। আজ অপরাজিত বিক্রমে যাহার মনে বিস্ময় জন্মাইতে হইবে সেই খ্যাতবীর্য শত্রুর নিকট তুইই আমাকে কাপুরুষ করিয়া দিলি? রে মূঢ়! এক্ষণে তুই যখন ভুলিয়াও রণে রথ লইয়া যাইতেছিস না, ইহা দ্বারাই শত্রু যে তোরে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়াছে আমার এই অনুমান সত্যই বোধ হয়। তুই যাহা করিয়াছিস ইহা হিতার্থী সুহৃদের কার্য নয়, ইহা শত্রুরই উপযুক্ত। তুই চিরকাল আমার নিকট প্রতিপালিত হইতেছিস। এক্ষণে যদি মৎকৃত উপকার তোর

স্মরণ থাকে তবে শীঘ্র শত্রু প্রস্থান না করিতেই রণস্থলে আমার রথ লইয়া চল।

সুবোধ সারথি নির্বোধ রাবণের এইরূপ কঠোর কথা শুনিয়া অনুনয়পূর্বক কহিল, রাক্ষসরাজ! আমি ভীত প্রমত্ত ও নিঃস্নেহ নহি। প্রতিপক্ষ উৎকোচ দ্বারা আমাকে বশীভূত করে নাই এবং আপনার কৃত উপকার-পরম্পরাও আমার স্মরণ আছে; কিন্তু বলিতে কি কেবল আপনার যশোরক্ষা ও হিতসাধনের উদ্দেশে স্নেহের প্রবর্তনায় শুভ বুদ্ধিতেই আমি এই অপ্রিয় কার্য করিয়াছি। অতএব এই বিষয়ে আপনি আমাকে নীচাশয় ক্ষুদ্রের অনুরূপ দোষারোপ করিবেন না। এক্ষণে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস হইলে নদীস্রোত যেমন ফিরিয়া থাকে সেইরূপ কেন আমি রথ ফিরাইয়া আনিলাম তাহাও শুনুন। আমি দেখিলাম, আপনি যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত এবং শত্রু অপেক্ষা হীনবল হইয়া পড়িয়াছেন। আমার এই সমস্ত অশ্ব জলধারাসিক্ত গোসমূহের ন্যায় ঘর্মাক্ত, নিরুদ্যম ও অশক্ত হইয়াছিল। আরও, যুদ্ধকালে যে-সকল দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল তাহাও আমাদের অনুকূল নহে। রাজন্! সারথির অনেক বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। দেশকাল, শুভাশুভলক্ষণ, ইঙ্গিত, অনুৎসাহ, হর্ষ ও খেদ এইগুলির পরিচয় থাকা তাহার আবশ্যক। ভূমির উচ্চনীচতা, যুদ্ধকাল, শত্রুর ছিদ্রান্বেষণ, রথের উপযান, অপসর্পণ ও স্থিতি এই সমস্ত জানাও তাহার আবশ্যক। আমি আপনার এবং এই সমস্ত অশ্বের শ্রান্তি দূর করাইবার জন্য যাহা করিয়াছি, তাহা উচিতই হইয়াছে। আমি না বুঝিয়া স্বেচ্ছাক্রমে রণস্থল হইতে রথ লইয়া আসি নাই। রাজন্! এইটি আমার স্নেহের কার্য। এক্ষণে আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয় আজ্ঞা করুন, আমি অনন্যমনে তাহাই করিব।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ সারথির এইরূপ বাক্যে সন্তুষ্ট হইল এবং তাহার যথোচিত প্রশংসা করিয়া যুদ্ধলোভে কহিল, সারথি! তুমি শীঘ্র রণস্থলে রথ লইয়া যাও, রাবণ শত্রুকে বধ না করিয়া কদাচই নিবৃত্ত হইবে না। এই বলিয়া সে উহাকে হস্তাভরণ পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করিল। সারথিও পুনর্বার দ্রুতবেগে রামের নিকট রথ লইয়া চলিল।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর মহর্ষি অগস্ত্য দেবগণের সহিত যুদ্ধদর্শনার্থ রণস্থলে আগমন করিলেন এবং রামের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি যাহার প্রভাবে শত্রুনাশ করিতে পারিবে আমি সেই আদিত্যহৃদয় নামক সনাতন স্তোত্র শ্রবণ করাইতেছি। এই স্তোত্র পরম পবিত্র, শত্রুনাশন ও গোপ্য। ইহা সকল মঙ্গলেরও মঙ্গল এবং সমস্ত পাপের শান্তিকর। ইহা দ্বারা চিন্তা শোক বিদূরিত ও আয়ু পরিবর্ধিত হয় এবং ইহারই দ্বারা জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। বৎস! এই সূর্য রশ্মিমান উদয়শীল। ইনি দেবাসুরের পূজ্য এবং ভুবনেশ্বর, তুমি ইঁহাকে পূজা কর। ইনি সর্বদেবাত্মক ও তেজস্বী, ইনি রশ্মি-দ্বারা সমস্ত বস্তু উদ্ভাবন এবং রশ্মিদ্বারা দেবাসুরকে পালন করিয়া থাকেন। ইনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, স্কন্দ ও প্রজাপতি। ইনি ইন্দ্র, কুবের, কাল, যম, চন্দ্র ও সমুদ্র। ইনি পিতৃগণ বসু ও সাধ্যগণ। ইনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎ ও মনু। ইনি বায়ু, বহ্নি, প্রজা, প্রাণ ও ঋতুকর্তা। ইনি আদিত্য সবিতা সূর্য খগ পূষা ও গভস্তিমান। ইনি হিরণ্যরেতা ও দিবাকর। ইনি হরিদশ্ব সপ্তাশ্ব সহস্ররশ্মি ও মরীচিমান। ইনি তিমিরধ্বংসী শম্ভু বিশ্বকর্মা মার্তণ্ড ও অংশুমান। ইনি
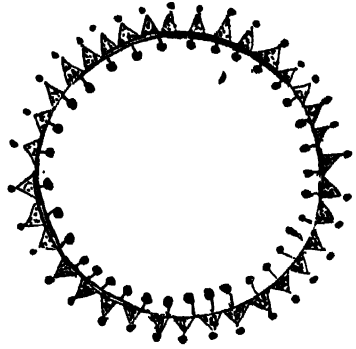
অগ্নিগর্ভ অদিতিপুত্র শঙ্খ ও শিশিরনাশন। ইনি ব্যোমকর্তা তমোঘ্ন ও দেবত্রয়-প্রতিপাদ্য। ইনি জলোৎপাদক ও স্বপথে শীঘ্রগামী। ইনি আতপী মন্ডলী ও মৃত্যু। ইনি পিঙ্গল ও সর্বসংহারক। ইনি কবি বিশ্ব তেজঃস্বরূপ রক্ত এবং সমস্ত কার্যোৎপত্তির হেতু। ইনি নক্ষত্র-গ্রহ-তারার অধিপতি ও বিশ্বভাবন। ইনি তেজস্বীরও তেজস্বী ও দ্বাদশাত্মা; ইঁহাকে নমস্কার! ইনি পূর্ব ও পশ্চিম পর্বত, ইনি জয় জয়ভদ্র উগ্র বীর ও ওঁকার প্রতিপাদ্য। ইনি পদ্মোন্মেষকর ও প্রচন্ড। ইনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবেরও ঈশ্বর এবং আদিত্যের আন্তর জ্ঞানস্বরূপ। ইনি জ্ঞান ও অজ্ঞানের প্রকাশক এবং সর্বভুক। ইনি রুদ্রমূর্তি শত্রুঘ্ন ও অপরিচ্ছিন্নস্বভাব। ইনি কৃতঘ্নহন্তা স্বর্ণপ্রভ হরি ও লোকসাক্ষী। ইনি ভূতগণকে বিনাশ ও সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইনি করনিকরে শোষণ ও বর্ষণ করিয়া থাকেন। প্রাণিগণ নিদ্রিত হইলে ইনি জাগরিত থাকেন এবং ইনিই লোকের অন্তর্যামী। ইনি অগ্নিহোত্র ও অগ্নিহোত্রীর ফলপ্রদ। ইনি যজ্ঞদেব যজ্ঞ ও যজ্ঞফল। সমস্ত জীবের মধ্যে যে-সকল কার্য আছে, ইনিই তাহার ঘটক। রাম! যে ব্যক্তি মৃত্যু-জরাদি দুঃখ, চৌরাদি জন্য ভয় ও কান্তারে এই সূর্যকে স্তব করেন তিনি কখন অবসন্ন হন না। এক্ষণে তুমি একাগ্রচিত্তে এই দেবদেব জগৎপতিকে পূজা কর। এই আদিত্যহৃদয়স্তোত্র বারত্রয় পাঠ করিলে নিশ্চয় জয়ী হইবে এবং এই দণ্ডেই রাবণকে বিনাশ করিতে পারিবে। এই বলিয়া মহর্ষি অগস্ত্য স্বস্থানে গমন করিলেন। রামও অগস্ত্যের বাক্যে রাবণবধে নিশ্চিন্ত হইলেন এবং হৃষ্ট হইয়া সংযতচিত্তে মন্ত্র ধারণ করিলেন।

ঐ সময় সূর্যদেবও রাবণের বধকাল উপস্থিতবোধে হৃষ্ট হইলেন এবং দেবগণের মধ্যগত হইয়া রামকে নিরীক্ষণপূর্বক কহিলেন, বৎস! তুমি রাবণবধে সত্বর হও।

ষড়ধিকশততম সর্গ ॥ এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণের সারথি হৃষ্টমনে রণস্থলে রথ লইয়া চলিল। ঐ রথ গন্ধর্বনগরবৎ আশ্চর্যদর্শন, নানারূপ যুদ্ধোপকরণে পূর্ণ এবং ধ্বজপতাকায় শোভিত। স্বর্ণমালী কৃষ্ণবর্ণ বেগবান অশ্বসকল উহা বহন করিতেছে। উহা স্বপক্ষের হর্ষবর্ধন ও পরপক্ষের বিনাশন; উচ্চতানিবন্ধন যেন আকাশকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। ঐ রথ সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল ও স্বতেজে প্রদীপ্ত। উহা দেখিতে প্রকাণ্ড মেঘাকার; পতাকাসকল বিদ্যুৎবৎ এবং বিচিত্রবর্ণ ইন্দ্রায়ুধবৎ শোভিত হইতেছে; শরধারাই জলধারা। উহা বজ্রবিদীর্ণ পর্বতের

ন্যায় ঘোর ঘর্ঘর রবে রণস্থলে আসিতে লাগিল। তখন মহাবীর রাম দ্বিতীয়ার চন্দ্রবৎ বক্রাকার ধনু বিস্ফারণপূর্বক মাতলিকে কহিলেন, সারথি! ঐ দেখ, রাবণের রথ মহাবেগে আগমন করিতেছে। যখন ঐ দুষ্ট আমার দক্ষিণপার্শ্ব আশ্রয়পূর্বক দ্রুতগতিতে আসিতেছে তখন বোধ হয় আমাকে বিনাশ করাই উহার উদ্দেশ্য। এক্ষণে তুমি সাবধান হও। বায়ু যেমন উত্থিত মেঘকে নষ্ট করে আমি আজ সেইরূপ উহাকে বিনাশ করিব। তুমি নির্ভয়ে উহার অভিমুখে রথ লইয়া চল, অশ্বের প্রতি মন ও চক্ষু স্থির রাখ এবং প্রগ্রহের সংযম ও মোচনে সতর্ক হও। তুমি সুররাজ ইন্দ্রের সারথি! আমি কার্যকৌশল তোমায় কিছুই শিখাইতেছি না, এক্ষণে কেবল তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

তখন মাতলি রামের কথায় পরিতুষ্ট হইয়া রথ চালনা করিতে লাগিলেন এবং রাবণের রথ দক্ষিণে রাখিয়া চক্রোত্থিত ধূলিজালে উহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দৃষ্টে রাবণ অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আরক্তনেত্রে সম্মুখীন রামের প্রতি শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। রামও ক্রোধ ও ধৈর্য সহকারে প্রকাণ্ড ইন্দ্রধনু ও খরধার শরসকল গ্রহণ করিলেন। পরে উভয়ে পরস্পরসংহারার্থী হইয়া গর্বিত সিংহবৎ সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সুর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও ঋষিগণ রাবণের বধকামনা করিয়া ঐ অদ্ভুত দ্বৈরথ যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। রাবণের ক্ষয় ও রামের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত চতুর্দিকে দারুণ উৎপাতসকল প্রাদুর্ভূত হইল। সুরগণ রাবণের রথে রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রচণ্ড বাত্যা বামাবর্তে মণ্ডলাকারে বহিতে লাগিল। অন্তরীক্ষে উড্ডীন গৃধ্রগণ রাবণের রথ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইয়াছে। লঙ্কা জপা পুষ্পবৎ সন্ধ্যারাগে আচ্ছন্ন ও দিবসেও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে বজ্র ও উল্কা ঘোররবে পড়িতেছে। যেখানে দুর্বৃত্ত রাবণ সেইখানেই ভূমিকম্প। নানাবর্ণের সূর্যরশ্মি রাবণের সম্মুখে পতিত হইয়া গৈরিক ধাতুর ন্যায় লক্ষিত হইল। গৃধ্রগণে অনুগত শৃগালগণ ব্যাদিত মুখে অগ্নি উদ্গারপূর্বক উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সক্রোধে অমঙ্গলরব করিতে লাগিল। বায়ু চতুর্দিকে ধূলিজাল উড্ডীন করিয়া উহার দৃষ্টিলোপপূর্বক প্রতি-স্রোতে বহিতেছে। রাক্ষসগণের মস্তকে বিনামেঘে ও কঠোর রবে বজ্রাঘাত হইতে লাগিল। দিকবিদিক সমস্ত অন্ধকারে আবৃত ; নভোমণ্ডল ধূলিজালে দুর্নিরীক্ষ্য। শারিকাসকল রুক্ষস্বরে ঘোর কলহপূর্বক রাবণের রথে আসিয়া পড়িতে লাগিল

এবং অশ্বগণের জঘন হইতে অগ্নিকণা এবং নেত্র হইতে অশ্রু নিরবচ্ছিন্ন নির্গত হইতে লাগিল। তৎকালে রাবণের চতুর্দিকেই এই সমস্ত ভয়াবহ দারুণ উৎপাত। যুদ্ধপ্রবৃত্ত রাক্ষসগণ যারপরনাই বিষণ্ণ হইল এবং উহাদের হস্ত ভয়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। তখন মাতলি মনে করিলেন রাবণের বিনাশকাল আসন্ন। রামও স্বপক্ষে জয়সূচক সৌম্য ও শুভ লক্ষণসকল দেখিয়া হৃষ্টমনে বলবিক্রম প্রদর্শনে ব্যগ্র হইলেন।

সপ্তাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর রাম ও রাবণের রোমহর্ষণ দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাক্ষস ও বানরগণ অস্ত্রশস্ত্র হস্তে নিশ্চেষ্ট হইয়া সবিস্ময়ে আকুল হৃদয়ে উঁহাদের যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। তৎকালে উহারা পরস্পরের আক্রমণবিষয়ে উদ্যমশূন্য। রাক্ষসগণ রাবণকে এবং বানরগণ রামকে বিস্ময়বিস্ফার লোচনে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। রামের সমস্তই শুভ, রাবণের সমস্তই অশুভ। উভয়ে অটল ক্রোধে নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাম জয়শ্রীলাভে, রাবণ মৃত্যুলোভে স্ব-স্ব বীর্যসর্বস্ব প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহাবীর রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রামের ধ্বজদণ্ডে শর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু শর রথের একদেশমাত্র স্পর্শ করিয়া ভূতলে পড়িল। তখন রামও রাবণের ধ্বজদণ্ডে শর ত্যাগ করিলেন। রথধ্বজ তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িল। পরে মহাবীর রাবণ ক্রোধে সমস্ত দগ্ধ করিয়া শরজালে রামের অশ্বসকল বিদ্ধ করিল। কিন্তু তন্নিক্ষিপ্ত শরে ঐ সমস্ত দিব্য অশ্বের গতিস্খলন কি মোহ কিছুই হইল না ; প্রত্যুতঃ উহারা যেন মৃণালদণ্ডে আহত হইয়া অপূর্ব সুখানুভব করিতে লাগিল। অনন্তর রাবণ ঐ সমস্ত অশ্বের এইরূপ অটলভাব দেখিয়া অধিকতর ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং মায়াবলে গদা, পরিঘ, চক্র, মুষল, গিরিশৃঙ্গ, বৃক্ষ, শূল, পরশু ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। উহার উদ্যম ও চেষ্টা কিছুতেই প্রতিহত হইবার নহে। ঐ সমস্ত শস্ত্রে রণস্থল অতিমাত্র ভীষণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর মহাবীর রাবণ মহাবেগে বানরগণের উপর গিয়া পড়িল এবং প্রাণপণে নিরবচ্ছিন্ন শর বর্ষণপূর্বক অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। রামও হাস্যমুখে উহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উভয়ের শরজালে যেন স্বতন্ত্র একটি উজ্জ্বল আকাশ প্রস্তুত হইল। উভয়ের শরই অব্যর্থ এবং লক্ষ্যভেদ ও পরপ্রযুক্ত শরনিবারণে সমর্থ। পরে ঐ সমস্ত শর পরস্পরের প্রতিঘাতে ভূতলে পড়িতে লাগিল। উঁহারা পরস্পরের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্ব আশ্রয়পূর্বক অনবরত শর নিক্ষেপ করিতেছেন। রাবণ রামের অশ্বকে, রাম রাবণের অশ্বকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে একের ক্রিয়া অপরের প্রতিক্রিয়ায় রণস্থল অতিমাত্র তুমুল হইয়া উঠিল।

অষ্টাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর মহাবীর রাম রাবণের ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাবণও ক্রোধভরে উঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শর বর্ষণ করিতে লাগিল। সকলেই বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে এই লোমহর্ষণ যুদ্ধ দেখিতেছেন। ঐ দুই বীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন। উঁহারা পরস্পরের বধে

উদ্যত। উঁহাদের সারথি মণ্ডল, বীথি, গতি, প্রত্যাগতি প্রভৃতি বিষয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শনপূর্বক রথ সঞ্চালন করিতেছে। উভয়ের রথ নিরন্তরনিঃসৃত শরনিকরে জলবর্ষী জলদের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল! উঁহারা কিয়ৎক্ষণ বিবিধগতি প্রদর্শন-পূর্বক পুনর্বার সম্মুখযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে ক্রমশঃ ঐ দুই বীর পরস্পরের এত সন্নিকট হইলেন যে, একজনের রথের ধুরকাষ্ঠ অপরের ধুরকাষ্ঠের সহিত, একজনের অশ্বের মুখ অপরের অশ্বমুখের সহিত, একজনের পতাকা অপরের পতাকার সহিত ঘনসংশ্লেষে সংশ্লিষ্ট হইল। ইত্যবসরে রাম এককালে সুশাণিত চার শর প্রয়োগপূর্বক ঝটিতি রাবণের চার অশ্ব অপসারিত করিয়া দিলেন। তদ্দৃষ্টে রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং রামকে লক্ষ্য করিয়া শর বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু রাম উহার শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত বা ব্যথিত হইলেন না। প্রত্যুত তিনি অধিকতর উৎসাহের সহিত রাবণের প্রতি বজ্রসার শরসকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাবণ মাতলির প্রতি মহাবেগে শরত্যাগে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু মাতলি উহার শরে ব্যথিত কি অল্পও মোহিত হইলেন না। তখন রাম নিজের অপেক্ষায় মাতলির এইরূপ পরাভবে অধিকতর ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং শরজালে রাবণকে বিমুখ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি উহার রথ লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরত্যাগে প্রবৃত্ত হইলেন। রাবণও ক্রোধভরে গদা ও মুষল বর্ষণপূর্বক রামকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। ক্রমশঃ উভয়ের যুদ্ধ রোমহর্ষণ ও তুমুল হইয়া উঠিল। গদা, মুষল ও পরিঘের শব্দ এবং শরনিকরের পুঙ্খবায়ু দ্বারা সপ্ত সমুদ্র ক্ষুভিত হইতে লাগিল। পাতালবাসী অসংখ্য দানব ও পন্নগ ব্যথিত, পৃথিবী শৈলকাননের সহিত বিচলিত, সূর্য নিষ্প্রভ এবং বায়ু নিশ্চল হইল। ইত্যবসরে দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, ঋষি, কিন্নর ও উরগগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন। গো ও ব্রাহ্মণের মঙ্গল হউক, লোকসকল নিত্য নির্বিঘ্নে থাকুক এবং রামের হস্তে রাবণ পরাজিত হউক · দেবতা ও ঋষিগণ পরস্পর এইরূপ জল্পনা করিয়া ঐ তুমুল যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব ও অপ্সরাসকল উভয়ের যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিয়া কহিতে লাগিল, সমুদ্র আকাশের তুল্য এবং আকাশ সমুদ্রের তুল্য ; রাম ও রাবণের যুদ্ধ রাম ও রাবণেরই অনুরূপ।

অনন্তর মহাবীর রাম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরাসনে উরগভীষণ শরসন্ধানপূর্বক রাবণের কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক দ্বিখণ্ড করিলেন। ত্রিলোকের সমস্ত লোক দেখিল রাবণের মস্তক ভূতলে পতিত হইয়াছে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ উহারই অনুরূপ রাবণের অন্য এক মস্তক উত্থিত হইল। ক্ষিপ্রকারী রাম শীঘ্র তাহাও ছেদন করিলেন। উহা ছিন্ন হইবামাত্র রাবণের আর একটি মস্তক তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইল। পরে রাম বজ্রসার শরে তাহাও ছেদন করিলেন। এইরূপে তিনি ক্রমান্বয়ে তুল্যাকার শত মস্তক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন কিন্তু রাবণ কিছুতেই বিনষ্ট হইল না।

তখন সর্বাস্ত্রবিৎ রাম মনে করিলেন, যদ্দ্বারা মারীচ, খর ও দূষণ, ক্রৌঞ্চবন-বর্তী গর্তে বিরাধ এবং দণ্ডকারণ্যে কবন্ধ বিনষ্ট হইয়াছে, যদ্দ্বারা সপ্ত শাল বিদীর্ণ এবং গিরিসকল চূর্ণ হইয়াছে, যদ্দ্বারা বালী নিহত এবং মহাসমুদ্র আলোড়িত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় সেই সমস্ত শর। কিন্তু এই সকল অমোঘ শর যে রাবণের প্রতি হীনতেজ হইল ইহার কারণ কি? তৎকালে রাম ইহা বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন কিন্তু রাবণবধে তাঁহার কিছুমাত্র যত্নের শৈথিল্য হইল না। তিনি উহার বক্ষে নিরবচ্ছিন্ন শরক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাবণও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রামের প্রতি গদা ও মুষল বর্ষণ করিতে লাগিল। উভয়ের যুদ্ধ রোমহর্ষণ ও তুমুল হইয়া উঠিল। দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ ও উরগগণ অন্তরীক্ষ পৃথিবী ও গিরিশৃঙ্গে অধিষ্ঠানপূর্বক দিবারাত্রি ধরিয়া এই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। কি দিবা কি রাত্রি কি মুহূর্ত কি ক্ষণ কোন সময়ে এই যুদ্ধের আর বিরাম নাই।

নবাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর সুরসারথি মাতলি রামকে কহিলেন, বীর! তুমি যেন কিছু না জানিয়াই রাবণবধে চিন্তিত হইয়াছ। এক্ষণে ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ কর। সুরগণ রাবণের যে বিনাশকাল নির্দিষ্ট করিয়াছেন এক্ষণে তাহাই উপস্থিত।

মাতলি এই কথা স্মরণ করাইবামাত্র রাম ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পূর্বে অপরিচ্ছিন্নপ্রভাব ভগবান প্রজাপতি ত্রিলোকজয়ার্থী ইন্দ্রকে ঐ অস্ত্র প্রদান করেন।

পরে রাম মহর্ষি অগস্ত্য হইতে উহা অধিকার করিয়াছেন। ঐ অস্ত্রের পক্ষদ্বয়ে পবন, ফলমুখে অগ্নি ও সূর্য, শরীরে মহাকাশ এবং গুরুতায় সুমেরু ও মন্দর পর্বত অধিষ্ঠান করিতেছেন। উহা মহাভূতসমষ্টির সারাংশে নির্মিত, স্বতেজ-প্রদীপ্ত, রক্তমেদলিপ্ত, সধূম প্রলয়বহ্নির ন্যায় করালদর্শন এবং বজ্রবৎ কঠোর ও ঘোরনাদী। উহার প্রভাবে নর নাগ অশ্ব দ্বার পরিঘ ও গিরি বিদীর্ণ ও চূর্ণ হয় এবং কঙ্ক, গৃধ্র, বক, শৃগাল ও রাক্ষসগণ ভক্ষ্যলাভে তৃপ্ত হইয়া থাকে। উহা রুষ্ট সর্পের ন্যায় ভীষণ এবং কৃতান্তবৎ উগ্রদর্শন। বানরগণ ঐ ব্রহ্মাস্ত্র দেখিয়া আনন্দিত হইল এবং রাক্ষসেরা অবসন্ন হইয়া গেল। মহাবল রাম বেদোক্ত বিধানক্রমে উহা মন্ত্রপূত করিয়া শরাসনে যোজনা করিলেন। অস্ত্র যোজিত হইবা-মাত্র সমস্ত প্রাণী ভীত ও পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল। রাম ক্রোধে অধীর হইয়া রাবণের প্রতি উহা পরিত্যাগ করিলেন। বজ্রবৎ দুর্ধর্ষ কৃতান্তের ন্যায় দুর্নিবার ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র মহাবেগে রাবণের বক্ষে গিয়া পড়িল এবং ঝটিতি উহার বক্ষভেদ ও প্রাণহরণপূর্বক রক্তাক্ত দেহে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। রাবণের হস্ত হইতে সহসা শর ও শরাসন স্খলিত হইয়া পড়িল। সে বজ্রাহত বৃত্রাসুরের ন্যায় রথ হইতে ভীমবেগে ভূতলে পতিত হইল। এদিকে ব্রহ্মাস্ত্রও স্বকার্য সাধনপূর্বক বিনীতবৎ পুনর্বার তূণীরমধ্যে প্রবেশ করিল।

অনন্তর হতাবশেষ রাক্ষসগণ অনাথ হইয়া ভীত মনে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন বানরেরা রামকে বিজয়ী দেখিয়া বৃক্ষহস্তে উহাদের উপর পড়িল। রাক্ষসগণ নিপীড়িত এবং ভয়ে ছিন্নভিন্ন হইয়া গলদশ্রুলোচনে দীন মুখে লঙ্কায় প্রবেশ করিল। গর্বিত বানরেরা হৃষ্টমনে রামের জয়ধ্বনি করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। অন্তরীক্ষে সুরদুন্দুভি মধুর-গম্ভীরনাদে বাজিয়া উঠিল। সুখস্পর্শ সুগন্ধী সমীরণ চতুর্দিকে বহমান ; রামের রথোপরি দুর্লভ ও মনোহর পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল। গগনে দেবতারা রামকে স্তব ও সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। সর্বলোকভীষণ রাবণের বধে সকলের অতিমাত্র হর্ষ উপস্থিত। মহাবীর রামের প্রভাবে সুগ্রীব অঙ্গদ ও বিভীষণের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। সুরগণের মনে অপূর্ব শান্তি, দিকসকল সুপ্রসন্ন, আকাশ নির্মল, পৃথিবী নিশ্চল এবং সূর্য পূর্ণপ্রভায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সুগ্রীব, বিভীষণ, অঙ্গদ ও লক্ষ্মণ হৃষ্টমনে পূজ্যপরাক্রম রামকে জয় জয় রবে পূজা করিলেন। স্থিরপ্রতিজ্ঞ রামও স্বজন ও সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সুরগণবেষ্টিত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইলেন।

দশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর বিভীষণ ভ্রাতা রাবণকে রণশায়ী দেখিয়া শোকা-কুল মনে কহিতে লাগিলেন, বীর! মহামূল্য শয্যাই তোমার উপযুক্ত, আজ কেন তুমি সুদীর্ঘ ও নিশ্চেষ্ট বাহুযুগল প্রসারণপূর্বক ধূলিতে শয়ন করিয়া আছ? তোমার উজ্জ্বল রত্নকিরীট লুণ্ঠিত দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি পূর্বে তোমায় যে কথা কহিয়াছিলাম তুমি কাম ও মোহবশে তাহাতে কর্ণ-পাত কর নাই, এখন তাহাই ঘটিল। প্রহস্ত, ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্ণ, অতিরথ, অতিকায়, নরান্তক এবং তুমি—তোমরা কেহই দম্ভভরে আমার কথায় কর্ণপাত কর নাই, এখন তাহাই ঘটিল। হা! ধার্মিকগণের সেতু ভগ্ন, ধর্মের স্বরূপ নষ্ট এবং বলবীর্যের আশ্রয়স্থান বিলুপ্ত ; তুমি বীরগতি লাভ করিয়া আমাদিগকে
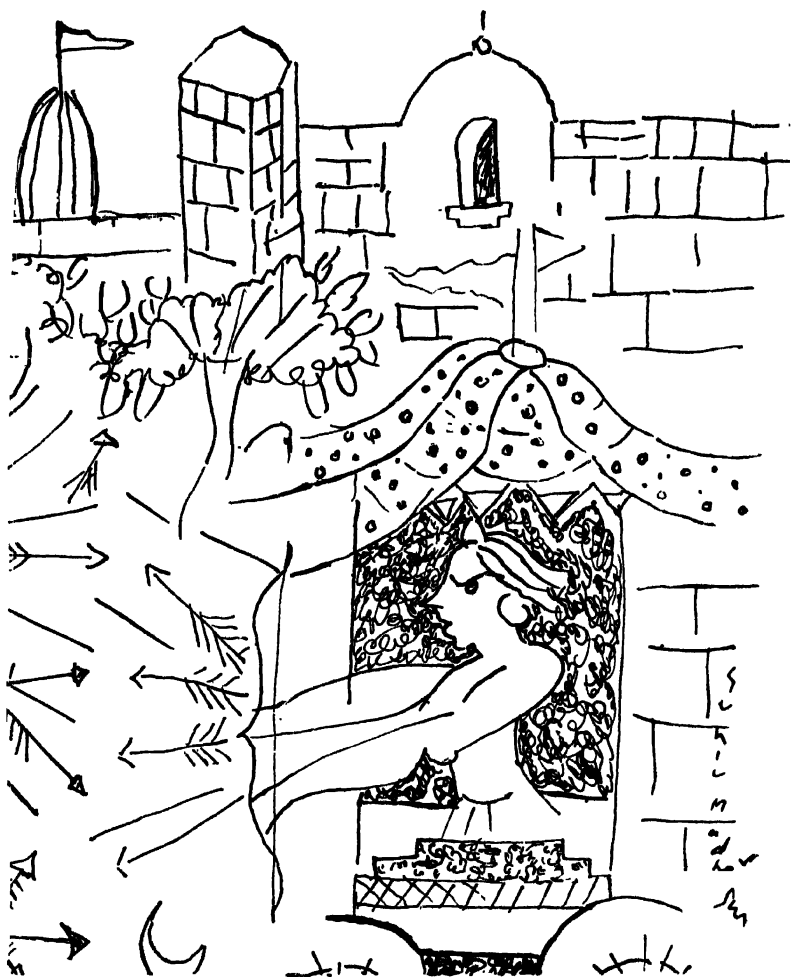
শোকাকুল করিলে। হা! সূর্য ভূতলে পতিত, চন্দ্র অন্ধকারে নিমগ্ন, অগ্নি নির্বাণ এবং প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম উচ্ছিন্ন হইল। বীর! তুমি যখন ধূলিতে নিদ্রিতবৎ শয়ান আছ তখন এই লঙ্কানিবাসী হতবীর্য লোকের আর কি আছে। হা! আজ রামরূপ প্রবল বায়ু রাবণরূপ প্রকাণ্ড বৃক্ষকে ভগ্ন ও চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ধৈর্য ইহার পত্র, বেগই পুষ্প, তপস্যা বল এবং শৌর্যই দৃঢ় মূল। হা! আজ রাবণরূপ মদস্রাবী হস্তী রামরূপ সিংহ দ্বারা বিনষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত আছেন। তেজ ইহার দশন, আভিজাত্যই মেরুদণ্ড, কোপ হস্তপদ এবং প্রসন্নতাই শুণ্ড। হা! রাবণরূপ অগ্নি রামরূপ মেঘে নির্বাণ হইয়া গেল। বিক্রম ও উৎসাহই ইহার জ্বলন্ত শিখা, ক্রোধ নিশ্বাস-ধূম এবং বলই দাহশক্তি। হা! রাবণরূপ বৃষ রামরূপ ব্যাঘ্র দ্বারা বিনষ্ট হইল। রাক্ষসগণই ইহার লাঙ্গুল ককুদ ও শৃঙ্গ, চপলতাই ইহার কর্ণ ও চক্ষু। এই বৃষ সর্বাপেক্ষা বিজয়ী এবং বেগে বায়ুতুল্য।

তখন রাম বিভীষণকে এইরূপ শোকাকুল দেখিয়া কহিলেন, বীর! এই রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধে অক্ষম হইয়া বিনষ্ট হন নাই। ইনি মহাবলপরাক্রান্ত, উৎসাহশীল ও মৃত্যুশঙ্কারহিত। এক্ষণে দৈবাৎ ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। শ্রীবৃদ্ধিই যাঁহাদের কামনা সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়ধর্মপরায়ণ বীর যুদ্ধে বিনষ্ট হইলে কিছুতেই শোচনীয় হইতে পারেন না। যে ধীমান রণস্থলে ইন্দ্রাদি দেবগণকেও শঙ্কিত করিতেন তাঁহার মৃত্যুতে শোক করা কর্তব্য হইতেছে না। দেখ, যুদ্ধে নিয়তই যে জয় হইবে এরূপ কোন কথা নাই, লোকে হয় শত্রুকে বিনাশ করে, নয় স্বয়ংই তাহার হস্তে বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ক্ষত্রিয়সম্মত গতি পূর্বাচার্যগণের নির্দিষ্ট। নিহত ক্ষত্রিয়ের জন্য শোক করা অনুচিত, ইহাও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। তুমি এই তত্ত্বে স্থিরনিশ্চয় হইয়া বিশোক হও এবং এক্ষণে যাহা অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহাও চিন্তা কর।

অনন্তর বিভীষণ শোকাকুল মনে কহিলেন, রাম! পূর্বে ইন্দ্রাদি দেবগণও যাঁহাকে পরাজয় করিতে পারেন নাই আজ তুমিই তাঁহাকে বিনাশ করিলে। এই মহাবীর যাচকদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিয়াছেন, নানারূপ ভোগ্যবস্তু উপভোগ, ভৃত্যগণকে পোষণ, মিত্রগণের শ্রীবৃদ্ধি এবং শত্রুদিগকে নিপাত করিয়াছেন। ইনি বেদবেদান্তপারগ ও মহাতপা এবং অগ্নিহোত্রাদি কার্যের প্রধান অনুষ্ঠাতা। এক্ষণে তোমার অনুমতি হইলে আমি ইঁহার ঔর্ধ্বদৈহিক কার্য নির্বাহ করিতে পারি।

মহাত্মা রাম বিভীষণের এই করুণবাক্যে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, মৃত্যুপর্যন্তই শত্রুতার অন্ত, আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি ইঁহার প্রেতকৃত্য অনুষ্ঠান কর। রাবণ যেমন তোমার স্নেহপাত্র সেইরূপ আমারও জানিবে।

একাদশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসীরা রাবণের বিনাশে শোকাকুল হইয়া অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। উহাদের কেশপাশ আলুলিত, বারবার নিবারিত হইলেও উহারা ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতেছে ; সকলে হতবৎসা ধেনুর ন্যায় শোকাকুল। ঐ সমস্ত রাক্ষসী লঙ্কার উত্তরদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল এবং ভীষণ যুদ্ধস্থানে উপস্থিত হইয়া কেহ হা আর্যপুত্র! কেহ হা নাথ! এই বলিয়া সেই কবন্ধপূর্ণ রক্তকর্দমবহুল রণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল। উহারা ভর্তৃশোকে অধীর হইয়া যূথপতিহীন করিণীর ন্যায় বাষ্পাকুললোচনে রণস্থলে ভর্তার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। দেখিল, মহাকায় মহাবীর্য মহাদ্যুতি কজ্জলস্তূপকৃষ্ণ রাবণ বিনষ্ট হইয়াছেন। তিনি ধূলিশয্যায় শয়ান। রাক্ষসীরা উঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া ছিন্ন লতার ন্যায় উঁহার দেহোপরি পতিত হইল। কেহ সবহুমানে উঁহাকে আলিঙ্গন এবং কেহ কেহ বা উঁহার করচরণ ও কণ্ঠগ্রহণপূর্বক রোদন করিতে লাগিল। কেহ ভুজদ্বয় উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত এবং কেহ বা উঁহার মুখ নিরীক্ষণপূর্বক বিমোহিত হইল। কেহ স্বীয় উৎসঙ্গে ভর্তার মস্তক লইয়া তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক রোদন করিতে লাগিল এবং তুষারজলে পদ্মের ন্যায় বাষ্পবারিতে উঁহার মুখ অভিষিক্ত করিয়া তুলিল। তৎকালে সকলেই রাবণের বিনাশশোকে হাহাকার করিয়া করুণস্বরে কহিতে লাগিল, হা! যিনি ইন্দ্রকে এবং যিনি যমকেও শঙ্কিত করিয়াছিলেন, যিনি কুবেরের পুষ্পক রথ বলপূর্বক লইয়াছেন এবং গন্ধর্ব ও ঋষিগণ যাঁহার ভয়ে সততই শশব্যস্ত ছিলেন আজ তিনিই বিনষ্ট ও ধূলিশয্যায় শয়ান। সুরাসুর ও পন্নগ হইতেও যাঁহার কিছুমাত্র উদ্বেগ ছিল না, আজ মনুষ্যহস্তে তাঁহার মৃত্যু হইল? যিনি দেব দানব ও রাক্ষসের অবধ্য তিনিই আজ একজন পাদচারী মনুষ্যের হস্তে বিনষ্ট ও

শয়ান? সুরাসুর যক্ষ যাঁহাকে বধ করিতে পারে না, আজ তিনিই নিতান্ত নির্বীর্যের ন্যায় মনুষ্যহস্তে বিনষ্ট হইলেন।

হা মহারাজ! তুমি সুহৃদগণের হিতবাক্যে অবহেলা করিয়া মৃত্যুর নিমিত্তই সীতাকে হরণ করিয়াছিলে, রাক্ষসগণকে মৃত্যুমুখে ফেলিলে এবং আমাদিগকেও এককালে বিনাশ করিলে। তোমার ভ্রাতা বিভীষণ তোমাকে কতই হিত উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি মোহপ্রভাবে মৃত্যুর জন্য তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপন কর। যদি তুমি রামকে জানকী সমর্পণ করিতে তাহা হইলে আমাদিগের এই মূলঘাতী ঘোর বিপদ ঘটিতে পারিত না; রামের মনোরথ পূর্ণ হইত, বিভীষণ ও মিত্রপক্ষ কৃতকার্য হইতেন, আমরা সধবা থাকিতাম এবং শত্রুগণেরও মনস্কামনা সিদ্ধ হইত না। কিন্তু তুমি দুর্বুদ্ধিক্রমে বলপূর্বক সীতাকে রোধ করিয়াছিলে, তজ্জন্য আপনাকে রাক্ষসগণকে ও আমাদিগকেও তুল্যরূপে নিপাত করিলে। রাজন্! ইহাতে তোমারই বা দোষ কি? দৈবই সমস্ত ঘটাইয়া দেয়, দৈবে না মারিলে লোক মরে না। অসংখ্য রাক্ষস ও বানর এবং তোমার এই যে মৃত্যু ইহা দৈবযোগেই ঘটিয়াছে। লোকে ফলোন্মুখী দৈবগতিতে অর্থ, ইচ্ছা, বিক্রম ও আজ্ঞা কিছুতেই নিবারণ করিতে পারে না।

তৎকালে রাক্ষসরাজ রাবণের পত্নীগণ দীনমনে বাষ্পাকুললোচনে কুররীর ন্যায় এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ ॥ ইত্যবসরে সর্বজ্যেষ্ঠা প্রিয়পত্নী মন্দোদরী রাবণকে রামের শরে বিনষ্ট দেখিয়া করুণ কণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিল, হা নাথ! তুমি ক্রোধাবিষ্ট হইলে স্বয়ং ইন্দ্রও ভয়ে তোমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিতেন না। মহর্ষি, যশস্বী গন্ধর্ব ও চারণগণ তোমার ভয়ে দিক্‌দিগন্তে পলায়ন করিতেন। সেই তুমি আজ কিনা একজন মনুষ্যের হস্তে পরাজিত হইলে; অথচ ইহাতে লজ্জিত হইতেছ না? এ কি! তুমি স্বয়ং দুঃসহ বলবিক্রমে ত্রিলোক আক্রমণপূর্বক শ্রীলাভ করিয়াছিলে; আজ কিনা একজন বনচারী মনুষ্য তোমাকেই বিনাশ করিল? তুমি স্বয়ং কামরূপী, এই মনুষ্যের অগম্য লঙ্কাদ্বীপ তোমার বাসভূমি, আজ কিনা একজন মনুষ্য তোমাকে বধ করিল? ইহা নিতান্ত অসম্ভব। বোধ হয় স্বয়ং কৃতান্ত ছদ্মবেশে রামরূপে আসিয়া থাকিবেন, তিনি তোমাকে বধ করিবার জন্য এইরূপ অতর্কিত মায়াজাল বিস্তার করিয়াছেন। অথবা বোধ হয় ইন্দ্রই তোমাকে বধ করিলেন। না; তাই বা কিরূপে সম্ভব, তিনি যে যুদ্ধে

তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন তাঁহার এমন কি সাধ্য। অথবা বোধ হয় যিনি সর্বান্তর্যামী নিত্য পুরুষ, যিনি জন্ম জরা ও বিনাশহীন, যিনি মহৎ হইতেও মহৎ, যিনি প্রকৃতির প্রবর্তক, যিনি শঙ্খচক্র ও গদাধারী, যাঁহার বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন, যিনি অজেয় ও নিশ্চল, যাঁহার শ্রী অটল, সেই মহাযোগী সত্যবিক্রম-সর্বলোকেশ্বর বিষ্ণু মনুষ্যাকার ধারণপূর্বক বানররূপী সুরগণে পরিবৃত হইয়া লোকের হিতকামনায় রাক্ষসগণের সহিত তোমাকে বধ করিয়াছেন। নাথ! তুমি পূর্বে ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া ত্রিভুবন পরাজয় করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহারা সেই বৈর স্মরণপূর্বক তোমাকে জয় করিয়া থাকিবে। হা! যখন জনস্থানে মহাবীর খর চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসের সহিত বিনষ্ট হইল, তখনই জানিয়াছি রাম মনুষ্য নহেন। যখন হনুমান সুরগণেরও অগম্য লঙ্কাদ্বীপে স্বীয় বলবীর্যপ্রভাবে প্রবেশ করিল তদবধিই আমরা নানা দুর্ভাবনায় ব্যথিত হইয়াছি। আমি পূর্বে তোমায় কহিয়াছিলাম, রাজন্! রামের সহিত বিরোধ করিও না, কিন্তু তুমি তাহাতে কর্ণপাত কর নাই, এক্ষণে তাহারই এই ফল হইল। হা! তুমি আত্মীয়-স্বজনের সহিত ধনে প্রাণে নষ্ট হইবার জন্য অকস্মাৎ সীতার প্রতি অভিলাষী হইয়াছিলে। সীতা অরুন্ধতী ও রোহিণী অপেক্ষা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ, তুমি সেই পূজনীয়াকে অপহরণ করিয়া অতি গর্হিত কার্য করিয়াছ। তিনি সর্বংসহা—সহিষ্ণুতা গুণের নিদর্শনভূতা পৃথিবীরও পৃথিবী এবং শ্রীরও শ্রী। তিনি সর্বাঙ্গসুন্দরী ও পতিপ্রাণা। তুমি তাঁহাকে বিজন অরণ্য হইতে ছলে বলে আনয়নপূর্বক সবংশে বিনষ্ট হইলে। তুমি সীতার সমাগম অভিলাষ করিয়াছিলে, কিন্তু তাহা পূর্ণ হইল না; প্রত্যুত সেই পতিব্রতারই তপঃপ্রভাবে স্বয়ং দগ্ধ হইলে। তুমি যখন সীতাকে অপহরণ করিয়া আন তখন যে তাঁহার ক্রোধানলে ভস্মীভূত হইয়া যাও নাই তাহার কারণ তোমার সেই মাহাত্ম্য যাহার প্রভাবে সাক্ষাৎ অগ্নিও ভীত হন। নাথ! প্রকৃত সময়ে পাপফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। যে শুভকারী সে শুভফল ভোগ করে এবং যে পাপকারী সে পাপফল ভোগ করিয়া থাকে, তাহার সাক্ষী, বিভীষণের সুখ এবং তোমার এই নিদারুণ দুঃখ। নাথ! সীতা অপেক্ষাও তো তোমার বহুসংখ্য রূপবতী রমণী আছে, কিন্তু তুমি কামবশে মোহাবেশে তাহা বুঝিতে পার নাই। সীতা কুল ও রূপগুণে কিছুতেই আমার অনুরূপ বা অধিক নহে, কিন্তু তুমি মোহাবেশে তাহা বুঝিতে পার নাই। বিনা কারণে কাহারই মৃত্যু হয় না, তোমার মৃত্যুকারণ সেই পতিব্রতা সীতা। তুমি দূর হইতে এই মৃত্যু স্বয়ংই আহরণ করিয়াছ। অতঃপর সীতা বিশোক হইয়া রামের সহিত সুখে কালহরণ করিবেন আর এই মন্দভাগিনী ঘোর শোকসাগরে নিমগ্ন হইল। বীর! আমি কৈলাস সুমেরু ও মন্দর পর্বত, চৈত্ররথ কানন এবং অন্যান্য দেবোদ্যানে তোমার সহিত কতই বিহার করিয়াছি, বিচিত্র মাল্য ও বস্ত্রে সুসজ্জিত এবং উৎকৃষ্ট শ্রীসম্পন্ন হইয়া বিবিধ দেশ দেখিয়াছি; আজ সেই আমি এক তোমার মৃত্যুতে এই সমস্ত ভোগ হইতে ভ্রষ্ট হইলাম, আজ সেই আমি বিধবা হইলাম, এক্ষণে বুঝিলাম রাজশ্রী নিতান্ত চপলা, তাহাকে ধিক্।

নাথ! তোমার এই মুখ উজ্জ্বলতায় সূর্য, কমনীয়তায় চন্দ্র এবং শোভায় পদ্মের তুল্য, ইহার ভ্রূযুগল, উন্নত নাসা ও ত্বক অতি সুন্দর, ইহা রত্নকিরীট ও দীপ্ত কুণ্ডলে শোভিত ছিল, পানগোষ্ঠীতে মদিরারসে নেত্রযুগল চঞ্চল হইলে ইহার যারপরনাই শ্রী হইত, আলাপকালে সহাস্যমধুরবাক্য নিঃসৃত হইয়া ইহার

অপূর্ব প্রভা বিস্তার করিত। হা! আজ তোমার সেই মুখ নিতান্ত শ্রীহীন ও মলিন। ইহা রামের শরে ছিন্ন, গলিত মেদ ও মজ্জায় ক্লিন্ন, রুধিরধারায় রক্তিম এবং রথোত্থিত ধূলিজালে রুক্ষ হইয়া আছে। হা! আমি অতি হতভাগিনী; আমি যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই সেই বৈধব্যদশা আমার ঘটিল! আমার পিতা দানবরাজ, স্বামী রাক্ষসেশ্বর, পুত্র ইন্দ্রবিজয়ী, এই জন্য আমার মনে মনে বড়ই গর্ব ছিল। আমার রক্ষকেরা অকুতোভয় খ্যাতবীর্য ও বিজয়ী, ইহাও আমার মনে একটা বিশ্বাস ছিল। কিন্তু হা! এতাদৃশপ্রভাব তোমরা থাকিতে এই অতর্কিত মনুষ্যভয় কিরূপে উপস্থিত হইল। নাথ! তোমার এই দেহ স্নিগ্ধ ইন্দ্রনীলবৎ শ্যামল, পর্বতের ন্যায় উচ্চ এবং কেয়ূর অঙ্গদ মুক্তাহার ও পুষ্পমাল্যে সুশোভিত। ইহা বিহারগৃহে রমণীয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্নিরীক্ষ্য ছিল। ইহা নানারূপ আভরণপ্রভায় সবিদ্যুৎ জলদের ন্যায় শোভা পাইত; হা! আজ ইহা কণ্টকাকীর্ণ শশকবৎ বহুসংখ্য তীক্ষ্ণ শরে ব্যাপ্ত ও লিপ্ত; এই জন্য ইহার স্পর্শ আমার পক্ষে দুর্লভ জানিয়াও আমি আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি না। হা! মর্মপ্রসারিত শরে এই দেহের স্নায়ুবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে: ইহা শ্যামবর্ণ, কিন্তু এক্ষণে রক্তকান্তি। বজ্রবিদীর্ণ পর্বতের ন্যায় ইহা ধরাতলে প্রসারিত আছে। হা নাথ! রামের হস্তে তোমার মৃত্যু হইবে ইহা স্বপ্নবৎ অলীক, তাহাই কি সত্য হইল! তুমি সাক্ষাৎ মৃত্যুরও মৃত্যু, কিন্তু স্বয়ং কিরূপে মৃত্যুর বশীভূত হইলে? তুমি ত্রৈলোক্যের সমস্ত ঐশ্বর্যের অধীশ্বর; সমস্ত লোক তোমার জন্য সততই ভীত ছিল; তুমি লোকপালবিজয়ী; তুমি দেবদেব মহাদেবকেও টলাইয়াছিলে। তুমি গর্বিতদিগের নিগ্রহ এবং অনেক সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিয়াছ। তুমি শত্রুর নিকট স্বতেজে গর্বোক্তি করিয়া থাক। তুমি স্বজন ও ভৃত্যের রক্ষক এবং বীরগণের বিনাশক। তুমি বহুসংখ্য দানব ও যক্ষকে নিহত এবং নিবাতকবচগণকে পরাজিত করিয়াছ। তুমি যজ্ঞনাশ, ধর্মের মর্যাদাভেদ এবং যুদ্ধে মায়াসৃষ্টি করিতে এবং সুরাসুর ও মনুষ্যের কন্যাকে নানাস্থান হইতে বলপূর্বক আনিতে। তুমি শত্রুস্ত্রীর শোকদ এবং স্বজনের নেতা। তুমি লঙ্কার রক্ষক ও ভীষণ কার্যের কর্তা। তুমি আমাদিগকে বিবিধ ভোগে পরিতৃপ্ত করিয়া থাক। হা! এক্ষণে আমি তোমাকে রামের শরে বিনষ্ট দেখিয়াও যে দেহ ধারণ করিয়া আছি ইহাতেই বোধ হয় আমার হৃদয় অতিশয় কঠিন। নাথ! তুমি মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিতে, এখন কি জন্য ভূতলে ধূলিধূসর হইয়া শয়ান আছ? যেদিন বীর লক্ষ্মণ আমার পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিয়াছেন, সেইদিন আমি অতিমাত্র ব্যথিত হইয়াছিলাম, কিন্তু আজ এককালে বিনষ্ট হইলাম। এখন বন্ধুহীন অনাথ ও ভোগবিহীন হইয়া চিরকাল শোকার্ণবে নিমগ্ন থাকিব। হা! তুমি দুর্গম সুদীর্ঘ পথের পথিক হইয়াছ, আজ এই দুঃখিনীকেও সেই পথের সঙ্গিনী করিয়া লও, আমি তোমা ব্যতীত কিছুতেই থাকিব না। তুমি এই দীনাকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী কেন যাও? এই মন্দভাগিনী তোমার জন্য শোকাকুল মনে বিলাপ করিতেছে, তুমি কেন ইহাকে সান্ত্বনা করিতেছ না? আমি অবগুণ্ঠিত না হইয়া নগরদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত এবং পদব্রজেই এখানে উপস্থিত হইয়াছি; ইহা দেখিয়া কি তুমি ক্রুদ্ধ হও নাই? এই দেখ, তোমার পত্নীগণের লজ্জাবগুণ্ঠন স্খলিত এবং ইহারা অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে; ইহাদিগকে বহির্গত দেখিয়া তুমি কেন ক্রুদ্ধ হও নাই? আমি তোমার ক্রীড়াসহায়, এক্ষণে অতিমাত্র কাতর হইয়াছি, তুমি কি জন্য আমাকে সান্ত্বনা এবং কি জন্যই বা আমায় বহুমান করিতেছ না?

তুমি যে-সকল পতিব্রতা পতিসেবারতা ধর্মপরায়ণা কুলস্ত্রীকে বিধবা কর তাহারাই শোকাকুল মনে তোমায় অভিসম্পাত করিয়াছিল, তজ্জন্যই আজ তুমি শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিলে। তাহারা অপকৃত হইয়া তোমায় যে অভিশাপ দিয়াছিল, বলিতে কি, আজ তাহারই এই ফল উপস্থিত হইল। পতিব্রতাদিগের চক্ষের জল ভূতলে পড়িলে নিশ্চয় একটা অনর্থ ঘটিয়া থাকে এই যে প্রবাদবাক্য আছে, ইহা কি সত্যসত্যই তোমাতে ফলিল! রাজন্! তুমি মহাবীর; তুমি স্ববিক্রমে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছ; জানি না, তোমার কিরূপে সামান্য স্ত্রীচৌর্যে প্রবৃত্তি হইল? তুমি স্বর্ণমৃগচ্ছলে রাম ও লক্ষ্মণকে দূরে অপসারণপূর্বক জানকীরে কেন আশ্রম হইতে অপহরণ করিয়াছিলে? তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান তিন কালই দেখিয়া থাক এবং তোমার যুদ্ধকাতরতাও কখন শুনি নাই, তবে যে তুমি এইরূপ করিলে ইহা কেবল ভাগ্যদোষে আসন্ন মৃত্যুরই লক্ষণ। আমার সেই সত্যবাদী দেবর জানকীরে লঙ্কায় আনীত দেখিয়া চিন্তায় দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক যাহা কহিয়াছিলেন তাহাই কি ঘটিল! রাজন্! তোমারই দুরপনেয় কামক্রোধজ ব্যসনে এই মূলঘাতী অনর্থ উপস্থিত হইল। তুমিই এই রাক্ষসকুলকে অনাথ করিলে? তুমি আপনার সদসৎ কর্ম লইয়া বীরগতি লাভ করিয়াছ; তুমি কোন অংশে শোচনীয় নও, কেবল স্ত্রীস্বভাবহেতু আমার বুদ্ধি করুণায় কাতর হইতেছে। আমিই কেবল তোমার বিনাশদুঃখে শোকাকুল হইতেছি। তুমি হিতার্থী সুহৃদ ও ভ্রাতৃগণের নিবারণ শুন নাই। বিভীষণ সান্ত্বভাবে তোমাকে অনেক শ্রেয়স্কর সঙ্গত কথা কহিয়াছিলেন, তুমি তাহাতে কর্ণপাত কর নাই। তুমি বীর্যগর্বে মারীচ, কুম্ভকর্ণ ও আমার পিতার অনুরোধ রক্ষা কর নাই; এখন তাহারই ফল এইরূপ হইল। হা নাথ! তোমার দেহ জলদাকার, পরিধান পীতাম্বর এবং হস্তে স্বর্ণাঙ্গদ; তুমি রক্তে অবগুণ্ঠিত হইয়া দেহপ্রসারণপূর্বক কেন শয়ান আছ! তুমি আমাকে শোকাকুল দেখিয়া কেন সম্ভাষণ করিতেছ না! আমি মহাবীর্য রাক্ষস সুমালীর দৌহিত্রী; তুমি কেন আমায় সম্ভাষণ করিতেছ না! রাজন্! এই নূতন পরাভবকালে তুমি কি কারণে শয়ান আছ, এক্ষণে গাত্রোত্থান কর। হা! আজ সূর্যরশ্মি নির্ভয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছে। তুমি এই দুর্নিরীক্ষ্য পরিঘ দ্বারা শত্রুসংহার করিতে। ইহা বজ্রবৎ কঠোর স্বর্ণখচিত ও গন্ধমাল্যে অর্চিত; এখন ইহা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে বিকীর্ণ রহিয়াছে। নাথ! তুমি রণভূমিকে প্রিয়তমার ন্যায় আলিঙ্গনপূর্বক শয়ান আছ, আর অপ্রিয়ার ন্যায় আমার সহিত বাক্যালাপও করিতেছ না! হা! এক্ষণে আমার এই হৃদয়কে ধিক্, ইহা তোমার বিনাশে শোকাকুল হইয়া এখনও সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না!

রাক্ষসরাজমহিষী মন্দোদরী সজল নয়নে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া স্নেহাবেশে রাবণের বক্ষে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তৎকালে সন্ধ্যারাগরক্ত মেঘে উজ্জ্বল বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন উঁহার সপত্নীগণ যারপরনাই কাতর হইয়া রোদন করিতে করিতে উঁহাকে ভর্তার বক্ষঃস্থল হইতে উত্থাপনপূর্বক প্রবোধবাক্যে কহিল, দেবি! লোকস্থিতি যে অনিশ্চিত ইহা কি তুমি জান না এবং পুণ্যক্ষয় হইলে রাজার রাজ্যলক্ষ্মী যে থাকেন না ইহাও কি তুমি জান না? রাবণের পত্নীগণ রোরুদ্যমানা মন্দোদরীকে এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল। চক্ষের জলে উহাদের স্তন ও সুনির্মল মুখ ধৌত হইয়া গেল।

ইত্যবসরে রাম বিভীষণকে কহিলেন, বিভীষণ! তুমি রাবণের অগ্নিসংস্কার

এবং সমস্ত স্ত্রীলোককে সান্ত্বনা কর। তখন ধীমান বিভীষণ বুদ্ধিবলে সম্যক্ বিচার করিয়া ধর্মসঙ্গত ও বিনীত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাম! যে ব্যক্তি পরস্ত্রীস্পর্শপাতকী তাহার অগ্নিসংস্কার করা আমার উচিত হইতেছে না। এই রাক্ষসরাজ আমার অনিষ্টপর ভ্রাতৃরূপী শত্রু। ইনি গুরুত্বগৌরবে যদিও আমার পূজ্য, কিন্তু কিছুতেই পূজা পাইবার যোগ্য নহেন। রাম! আমি ইঁহার দেহদাহে অসম্মত, পৃথিবীর তাবৎ লোক আমার এই কথা শুনিয়া হয়ত আমাকে নিষ্ঠুর বলিতে পারে, কিন্তু ইঁহার সমস্ত দোষের কথা শুনিলে তাহারা পুনর্বার বলিবে বিভীষণ যাহা করিয়াছেন তাহা ভালই হইয়াছে।

তখন ধর্মশীল রাম পরম প্রীত হইয়া বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আমি তোমার প্রভাবে জয়শ্রী লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমারও কোনরূপ প্রিয়-কার্য অনুষ্ঠান করা আমার সর্বতোভাবে কর্তব্য হইতেছে। এই প্রসঙ্গে আমার যা কিছু বক্তব্য আমি অবশ্যই তোমায় বলিব। দেখ, এই রাক্ষসাধিপতি রাবণ যদিও অধার্মিক ও দুশ্চরিত্র, কিন্তু ইনি মহাবল ও মহাবীর। শুনিয়াছি যে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও ইঁহাকে জয় করিতে পারেন নাই। মৃত্যু পর্যন্তই শত্রুতা, ইঁহাকে বধ করিয়া আমাদের উদ্দেশ্য সম্যক্ সাধিত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি ইঁহার অগ্নি-সংস্কার কর। ইনি যেমন তোমার তেমনি আমার। তুমি ধর্মানুসারে ইঁহার শাস্ত্রসম্মত অগ্নিসংস্কার করিতে পার, ইহাতে নিশ্চয় যশস্বী হইবে।

তখন বিভীষণ রাবণের অগ্নিসংস্কারে সত্বর হইলেন এবং লঙ্কাপুরীতে প্রবেশপূর্বক শ্মশানক্ষেত্রের জন্য তাঁহার অগ্নিহোত্র বাহির করিয়া দিলেন। পরে শকট, অগ্নি, যাজক, চন্দনকাষ্ঠ, অন্যান্য কাষ্ঠ, সুগন্ধি অগুরু, অন্যান্য গন্ধদ্রব্য এবং মণিমুক্তা ও প্রবাল পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ংও রাক্ষসগণের সহিত মুহূর্তমধ্যে আগমনপূর্বক মাল্যবানকে লইয়া কার্যারম্ভে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর রাক্ষস ব্রাহ্মণেরা রাবণকে পট্টবস্ত্র পরিধান করাইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে সুবর্ণনির্মিত শিবিকায় আরোহণ করাইল। তূর্যরবের সহিত স্তুতিবাদকেরা উঁহার গুণানুবাদে প্রবৃত্ত হইল এবং সকলে ঐ মাল্যসজ্জিত পতাকাশোভিত শিবিকা উত্তোলন ও কাষ্ঠভার গ্রহণপূর্বক দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিল। বিভীষণ অগ্রে অগ্রে চলিলেন। অধ্বর্যুগণ পাত্রস্থ প্রদীপ্ত অগ্নি লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। অন্তঃপুরস্থ নারীগণ রোদন করিতে করিতে দ্রুতপদে কিন্তু অনভ্যাসবশতঃ যেন প্লুতগতিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল।

পরে সকলে শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে রাবণকে পবিত্র স্থানে অবতারণ করিল এবং বেদবিধি অনুসারে রক্ত ও শ্বেতচন্দন, পদ্মক ও উশীর দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি রাঙ্কব চর্ম আস্তীর্ণ করিয়া দিল। অনন্তর শাস্ত্রোক্ত পিতৃমেধের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা চিতার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বেদি নির্মাণ করিয়া যথাস্থানে বহ্নি স্থাপন করিল। পরে রাবণের স্কন্ধে দধি ও ঘৃতপূর্ণ স্রুব নিক্ষেপপূর্বক পদদ্বয়ে শকট ও উরুযুগলে উলূখল রাখিয়া দিল এবং দারুপাত্র, অরণি, উত্তরারণি ও মুষল যথাস্থানে দিয়া পিতৃমেধ সাধন করিতে লাগিল। অনন্তর শাস্ত্রোক্ত ও মহর্ষিবিহিত বিধানে পবিত্র পশু হনন করিয়া উহার সঘৃত মেদে এক আবরণী প্রস্তুত করিয়া রাবণের মুখে বসাইয়া দিল এবং গন্ধমাল্যে তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়া বাষ্পপূর্ণ মুখে দীনমনে উঁহার দেহোপরি বস্ত্র ও লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

অনন্তর বিভীষণ উঁহাকে অগ্নি-প্রদান করিলেন। পরে দেহ ভস্মসাৎ হইলে

তিনি কৃতস্নান হইয়া আর্দ্র বস্ত্রে বিধিপূর্বক দর্ভমিশ্রিত তিলোদকে উঁহার তর্পণ করিলেন এবং ঐ সমস্ত স্ত্রীলোককে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা করিয়া অনুনয়-পূর্বক প্রতিগমনে অনুরোধ করিলেন। উঁহারা প্রস্থান করিলে তিনিও বিনীত-ভাবে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন, রাম সেইরূপ রাবণকে বিনাশ করিয়া যারপরনাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি ইন্দ্রদত্ত বর্ম শর ও শরাসন পরিত্যাগ ও রোষ পরিহারপূর্বক পুনর্বার সৌম্যাকার ধারণ করিলেন।

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ ॥ এদিকে দেবতা গন্ধর্ব ও দানবগণ রাবণকে বিনষ্ট দেখিয়া স্ব-স্ব বিমানে আরোহণপূর্বক যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। প্রতিগমন-কালে ঘোর রাবণবধ, রামের পরাক্রম, বানরগণের যুদ্ধনৈপুণ্য, সুগ্রীবের মন্ত্রণা, হনুমান ও লক্ষ্মণের অনুরাগ ও বিক্রম এবং সীতার পাতিব্রত্য এই সমস্ত বিষয় লইয়া হৃষ্টমনে নানারূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। পরে মহাত্মা রাম সুরসারথি মাতলিকে যথোচিত সমাদরপূর্বক অগ্নিপ্রভ রথ লইয়া প্রতিগমনে অনুমতি করিলেন। মাতলিও সেই দিব্য রথে আরোহণপূর্বক দ্যুলোকে উত্থিত হইলেন।

পরে রাম পরম প্রীত হইয়া সুগ্রীবকে আলিংগন করিলেন। বানরগণ রামের বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। লক্ষ্মণ উঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তখন রাম সেনানিবেশে আসিয়া সন্নিহিত লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে এই বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষেক কর। ইনি আমার পূর্বোপকারী এবং অনুরক্ত ও ভক্ত। ইঁহাকে লঙ্কারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিব ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা।

তখন লক্ষ্মণ রামের বাক্যে অতিমাত্র হৃষ্ট হইলেন এবং বানরগণের হস্তে স্বর্ণকলস দিয়া সমুদ্রের জল আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। তাঁহার আজ্ঞামাত্র শীঘ্রগামী বানরেরা সপ্ত সমুদ্রের জল আহরণ করিল।

পরে লক্ষ্মণ রামের অনুমতিক্রমে বিভীষণকে এক উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করাইলেন এবং সুহৃদ্‌গণের সহিত বেদবিহিত বিধি অনুসারে ঐ জলপূর্ণ কলসে তাঁহাকে অভিষেক করিলেন। তৎকালে রাক্ষস ও সমস্ত বানর উঁহাকে অভিষেক করিতে লাগিল। বিভীষণ লঙ্কারাজ্যে রাক্ষসগণের রাজা হইলেন। তাঁহার অনুরক্ত অমাত্যেরা পরম পুলকিত হইল এবং রামকে স্তব করিতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণও অত্যন্ত প্রীত হইলেন।

অনন্তর বিভীষণ প্রকৃতিগণকে সান্ত্বনা করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। পৌরগণ সন্তুষ্ট হইয়া উঁহাকে দধি, অক্ষত, মোদক, লাজ ও পুষ্প উপহার দিতে লাগিল। তিনি ঐ সমস্ত মাঙ্গল্যদ্রব্য লইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে সমর্পণ করিলেন। মহাত্মা রাম উঁহাকে কৃতকার্য ও সুসমৃদ্ধ দেখিয়া উঁহারই ইচ্ছাক্রমে তৎসমুদয় গ্রহণ করিলেন।

পরে তিনি প্রণত ও কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত হনুমানকে কহিলেন, সৌম্য! তুমি মহারাজ বিভীষণের আজ্ঞাক্রমে লঙ্কায় গমনপূর্বক অগ্রে জানকীর কুশল জিজ্ঞাসা করিও। পরে আমি, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ আমাদের কুশল জ্ঞাপন করিয়া কহিও মহাবীর রাবণ যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছেন। বীর! তুমি জানকীরে এই প্রিয়সংবাদ দিয়া তাঁহার প্রত্যুত্তর লইয়া শীঘ্র আইস।

চতুর্দশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর হনুমান এইরূপ আদিষ্ট হইয়া বিভীষণের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্বক লঙ্কাপুরীতে গমন করিলেন। রাক্ষসগণ উঁহাকে যথোচিত সমাদর করিতে লাগিল। তিনি লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিলেন। ঐ মহাবীর জানকীর পূর্বপরিচিত। তিনি ন্যায়ানুসারে বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, জানকী অঙ্গসংস্কার-অভাবে মলিন এবং গ্রহভয়ভীত রোহিণীর ন্যায় দীন। তিনি রাক্ষসীগণে বেষ্টিত এবং বৃক্ষমূলে নিরানন্দমনে উপবিষ্ট। তখন হনুমান নিকটবর্তী হইয়া উঁহাকে অভিবাদনপূর্বক বিনীত ও নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। জানকী উঁহাকে দেখিবামাত্র হঠাৎ চিনিতে না পারিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিলেন, পরে স্মরণ হইবামাত্র যারপরনাই হৃষ্ট হইলেন।

অনন্তর হনুমান জানকীর মুখাকার পূর্বপরিচয় ও বিশ্বাসে সৌম্য দেখিয়া কহিলেন, দেবি! রাম তোমায় কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং তিনি, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব সকলেই কুশলে আছেন। মহাত্মা রাম লক্ষ্মণ ও বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে বিভীষণের সাহায্যে মহাবীর রাবণকে বধ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে নিঃশত্রু ও পূর্ণকাম। দেবি! আমি তোমাকে শুভ সংবাদ দিতেছি এবং তোমার প্রীতিবর্ধনের জন্য পুনরায় কহিতেছি, রাম তোমারই প্রভাবে জয়শ্রী লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি বিজ্বর ও সুস্থ হও। ঘোর শত্রু রাবণ বিনষ্ট ও লঙ্কাপুরী অধিকৃত হইয়াছে। মহাত্মা রাম কহিয়াছেন, আমি তোমার শত্রুজয়ে দৃঢ়নিশ্চয় ও বিনিদ্র হইয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধনপূর্বক প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইয়াছি। এক্ষণে তুমি রাবণের গৃহে আছ বলিয়া কিছুমাত্র ভীত হইও না, আমি লঙ্কার সমস্ত আধিপত্য বিভীষণের হস্তে অর্পণ করিয়াছি; আশ্বস্ত হও, তুমি স্বগৃহেই অবস্থান করিতেছ। দেবি! বিভীষণও তোমার দর্শনে উৎসুক হইয়া হৃষ্টমনে শীঘ্রই যাইবেন।

চন্দ্রাননা জানকী হনুমানের মুখে এই প্রিয়সংবাদ পাইয়া হর্ষভরে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। তখন হনুমান উঁহাকে মৌনী দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, দেবি! তুমি কি চিন্তা করিতেছ এবং কেনই বা আমার কথায় কোনরূপ উত্তর করিতেছ না?

তখন পতিব্রতা সীতা পরম প্রীত হইয়া বাষ্পগদ্গদ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, ভর্তার বিজয়সংক্রান্ত এই প্রিয় সংবাদ শুনিয়া হর্ষে ক্ষণকাল আমার বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার শক্তি ছিল না। বৎস! তুমি আমায় যে কথা শুনাইলে ভাবিয়াও আমি ইহার অনুরূপ কোন দেয় বস্তু দেখিতে পাই না। তোমাকে দান করিয়া সুখী হইতে পারি, পৃথিবীতে এমন কিছুই দেখিতেছি না। সুবর্ণ বিবিধ রত্ন বা ত্রৈলোক্য রাজ্যও এই সুসংবাদের প্রতিদান হইতে পারে না।

হনুমান জানকীর এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, দেবি! তুমি ভর্তার হিতার্থিনী ও প্রিয়কারিণী। এইরূপ স্নেহের কথা কেবল তুমিই বলিতে পার। আমি তোমার নিকট প্রিয় ও মহৎ কথাই শুনিবার প্রার্থী; ইহা ধনরত্ন ও দেবরাজ্য হইতেও আমার পক্ষে অধিক। দেবি! তুমি যখন রামকে বিজয়ী ও সুস্থির দেখিতেছ তখন ত বস্তুতই আমার দেবরাজ্য লাভ হইল।

জানকী কহিলেন, হনুমান! বিশুদ্ধ শ্রুতিমধুর অষ্টাঙ্গবুদ্ধিমৎ বাক্য তুমিই বলিতে পার। তুমি বায়ুর প্রশংসনীয় পুত্র ও পরম ধার্মিক। বল, বিক্রম, বীরত্ব, শাস্ত্রজ্ঞান, ঔদার্য, তেজ, ক্ষমা ধৈর্য, স্থৈর্য ও বিনয় প্রভৃতি অনেকানেক শোভন গুণ তোমাতেই আছে।

হনুমান সীতার এই কথায় হৃষ্ট হইলেন এবং এইরূপ প্রশংসায় অতিমাত্র উল্লাসিত না হইয়া সবিনয়ে পুনরায় কহিলেন, দেবি! এই সমস্ত রাক্ষসী

এতদিন তোমার প্রতি তর্জনগর্জন করিয়াছে। যদি তোমার ইচ্ছা হয় তো বল আমি এখনই ইহাদিগকে বধ করি। ইহারা বিকৃতাকার ও ঘোরাচার ; ইহাদের কেশজাল রুক্ষ ও চক্ষু ক্রূরতর। শুনিয়াছি, ইহারা রাবণের আদেশে এই অশোক-বনে তোমায় কঠোর কথায় পুনঃ পুনঃ ক্লেশ দিয়াছে। আমার ইচ্ছা যে আমি এখনই ইহাদিগকে বিবিধ প্রকারে বধ করি। কাহাকে মুষ্টি ও পার্ষ্ণিপ্রহার, কাহাকে জঙ্ঘা ও জানুপ্রহার, কাহাকে দংশন, কাহারও নাসাকর্ণ ভক্ষণ এবং কাহারও বা কেশোৎপাটনপূর্বক এই সমস্ত অপ্রিয়কারিণীকে বধ করি। তুমি এই বিষয়ে আমায় সম্মতি দেও।

তখন দীনা দীনবৎসলা জানকী চিন্তা ও বিচার করিয়া কহিলেন, বীর! যাহারা রাজার আশ্রিত ও বশ্য, যাহারা অন্যের আদেশে কার্য করে, সেই সমস্ত আজ্ঞানুবর্তী দাসীর প্রতি কে কুপিত হইতে পারে? আমি অদৃষ্টদোষ ও পূর্বদুষ্কৃতি-নিবন্ধন এইরূপ লাঞ্ছনা সহিতেছি। বলিতে কি আমি স্বকার্যেরই ফলভোগ করিতেছি। অতএব তুমি উহাদিগকে বধ করিবার কথা আমায় আর বলিও না। আমার এইটি দৈবী গতি। আমি পূর্বেই জানিতাম যে, দশাবিপাকে আমায় এইরূপ সহিতে হইবে। এক্ষণে আমি নিতান্ত অক্ষম দুর্বলের ন্যায় ইহাদিগকে ক্ষমা করিতেছি। ইহারা রাবণের আজ্ঞাক্রমে আমায় তর্জনগর্জন করিত। এখন সে বিনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং ইহারাও আর আমার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবে না। বীর! একদা কোন ভল্লুক ব্যাঘ্রের নিকট যে ধর্মসঙ্গত কথা বলিয়াছিল তাহা শুন। যাহারা অন্যের প্রেরণায় পাপাচরণ করে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদিগের প্রত্যপকার করেন না ; ফলতঃ এইরূপ আচার রক্ষা করা সর্বতোভাবেই কর্তব্য ; চরিত্রই সাধুগণের ভূষণ। আর্য ব্যক্তি পাপী ও বধার্হকেও শুভাচারীর তুল্য দয়া করিবেন। ধরিতে গেলে সকলেই অপরাধ করিয়া থাকে, সুতরাং সর্বত্র ক্ষমা করা উচিত। পরহিংসাতে যাহাদের সুখ, যাহারা ক্রূরপ্রকৃতি ও দুরাত্মা পাপাচরণ দেখিলেও তাহাদিগকে দণ্ড করিবে না।

হনুমান কহিলেন, দেবি! বুঝিলাম তুমি রামের গুণবতী ধর্মপত্নী এবং সর্বাংশেই তাঁহার অনুরূপা, এখন আমায় অনুমতি কর আমি তাঁহার নিকট প্রস্থান করি।

তখন জানকী কহিলেন, সৌম্য! আমি ভক্তবৎসল ভর্তাকে দেখিবার ইচ্ছা করি। মহামতি হনুমান উঁহার মনে হর্ষোৎপাদনপূর্বক কহিলেন, দেবি! আজ তুমি সেই পূর্ণচন্দ্রসুন্দরানন রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইবে। তিনি এখন নিঃশত্রু ও স্থিরমিত্র ; শচী যেমন সুররাজ ইন্দ্রকে দেখেন, তুমি আজ সেইরূপ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।

হনুমান সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় শোভমানা সীতাকে এইরূপ কহিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন।

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর ধীমান হনুমান পদ্মপলাশলোচন রামের নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কহিলেন, রাজন্! যে নিমিত্ত সমস্ত উদ্যোগ, যাহা সেতুবন্ধ প্রভৃতি সমস্ত শ্রমসাধ্য কর্মের একমাত্র ফল, এখন সেই জানকীরে দেখা তোমার উচিত হইতেছে। সেই শোকনিমগ্না সজলনয়না দেবী আমার নিকট বিজয়সংবাদ শুনিয়া তোমাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। তিনি পূর্ব-

প্রত্যয়ে আমায় কহিলেন, আমি ভর্তাকে দেখিবার ইচ্ছা করি। এই বলিয়াই তিনি আকুল চক্ষে চাহিয়া রহিলেন।

ধর্মশীল রাম এই কথা শুনিয়া সহসা চিন্তিত হইলেন। তাঁহার চক্ষে ঈষৎ জল আসিল। তিনি দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ ও চতুর্দিক নিরীক্ষণপূর্বক কৃষ্ণকায় বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! জানকীরে স্নান করাইয়া এবং উৎকৃষ্ট অঙ্গরাগ ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া শীঘ্রই আন।

অনন্তর বিভীষণ সত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং স্বীয় পুরস্ত্রী দ্বারা অগ্রে সীতাকে সত্বর হইতে সংবাদ দিলেন। পরে তিনি স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্বক সবিনয়ে কহিলেন, দেবি! তুমি উৎকৃষ্ট অঙ্গরাগ ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া যানে আরোহণ কর, তোমার মঙ্গল হউক, রাম তোমায় দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

সীতা কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আমি স্নান না করিয়াই ভর্তাকে দেখিব। বিভীষণ কহিলেন, দেবি! রাম যেরূপ কহিয়াছেন তাহাই করা তোমার উচিত।

তখন পতিব্রতা সীতা পতিভক্তিপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং স্নানান্তে মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিয়া শিবিকায় উঠিলেন। বিভীষণ স্ত্রীলোককে বহিবার যোগ্য বাহকের দ্বারা উঁহাকে বহুসংখ্য রক্ষক সমভিব্যাহারে রামের নিকট আনিলেন। রাম সীতার আগমন জানিতে পারিয়াও ধ্যানে আছেন। ইত্যবসরে বিভীষণ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া অভিবাদনপূর্বক হৃষ্টমনে কহিলেন, বীর! দেবী জানকী উপস্থিত। রাম ঐ রাক্ষসগৃহপ্রবাসিনীর আসিবার কথা শুনিয়া রোষ হর্ষ ও দুঃখ যুগপৎ অনুভব করিলেন এবং চিন্তা করিয়া অপ্রফুল্ল মনে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! জানকী শীঘ্রই আমার নিকট আসুন।

অনন্তর ধর্মজ্ঞ বিভীষণ সত্বর তত্রত্য সমস্ত লোককে তফাত করিয়া দিতে অনুজ্ঞা করিলেন। উঁহার আদেশমাত্র কঞ্চুক ও উষ্ণীষে শোভিত ঝর্ঝর-শব্দবৎ-বেত্রগুচ্ছধারী পুরুষেরা যোদ্ধৃগণকে অপসারণপূর্বক চতুর্দিকে পরিক্রমণ করিতে লাগিল। বানর ভল্লুক ও রাক্ষসগণ দলে দলে উত্থিত হইয়া দূরে চলিল। ঐ সময় বায়ুবেগক্ষুভিত সমুদ্রের গভীর গর্জনের ন্যায় একটি মহা কলরব উঠিল। তখন রাম সৈন্যগণের অপসারণ এবং তন্নিবন্ধন সকলকে তটস্থ দেখিয়া স্বীয় কারুণ্যে নিবারণ করিলেন এবং অমর্ষভরে ও রোষজ্বলিত নেত্রে বিভীষণকে যেন দগ্ধ করিয়া তিরস্কারপূর্বক কহিলেন, তুমি কি জন্য আমায় উপেক্ষা করিয়া এই সমস্ত লোককে কষ্ট দেও? ইহারা আমারই আত্মীয়-স্বজন। গৃহ, বস্ত্র ও প্রাকার স্ত্রীলোকের আবরণ নয়, এইরূপ লোকাপসারণও স্ত্রীলোকের আবরণ নয়, ইহা রাজ-আড়ম্বর মাত্র, চরিত্রই স্ত্রীলোকের আবরণ। আরও বিপত্তি, পীড়া, যুদ্ধ, স্বয়ংবর, যজ্ঞ ও বিবাহকালে স্ত্রীলোককে দেখিতে পাওয়া দূষণীয় নহে। এক্ষণে এই সীতা বিপদস্থ, ইঁনি অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছেন, এ সময়ে বিশেষতঃ আমার নিকট ইঁহাকে দেখিতে পাওয়া দোষাবহ হইতে পারে না। অতএব তিনি শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদব্রজেই আসুন। এই সমস্ত বানর আমার সমীপে তাঁহাকে দেখুক।

বিভীষণ রামের এই কথা শুনিয়া কিছু সন্দিহান হইলেন এবং তাঁহার নিকট সীতাকে বিনীতভাবে আনিতে লাগিলেন। তৎকালে লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও হনুমানও রামের ঐ বাক্যে দুঃখিত হইলেন। জানকী লজ্জায় স্বদেহে মিশাইয়া যাইতেছেন ; বিভীষণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ; তিনি রামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং

বিস্ময় হর্ষ ও স্নেহভরে ভর্তার প্রশান্ত মুখ নিরীক্ষণ করিলেন। বহুদিনের অদৃষ্ট প্রিয়তমের সেই পূর্ণচন্দ্রসুন্দর মুখ দেখিয়া তাঁহার মনের ক্লান্তি দূর হইল এবং হর্ষে তাঁহার মুখকান্তিও নির্মল চন্দ্রবৎ বোধ হইতে লাগিল।

ষোড়শাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর রাম বিনয়াবনত জানকীকে পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়া স্পষ্টাক্ষরে কহিলেন, ভদ্রে! আমি সংগ্রামে শত্রুজয় করিয়া এই তোমায় আনিলাম। পৌরুষে যতদূর করিতে হয় আমি তাহাই করিলাম। এক্ষণে আমার ক্রোধের উপশম হইল এবং আমি অপমানের প্রতিশোধ লইলাম। আজ সকলে আমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ করিল, আজ সমস্ত পরিশ্রম সফল হইল, আজ আমি প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইলাম, আজ আমি আপনার প্রভু। চপলচিত্ত রাক্ষস আমার অগোচরে তোমায় যে অপহরণ করিয়াছিল ইহা তোমার দৈববিহিত দোষ, আমি মনুষ্য হইয়া তাহা ক্ষালন করিলাম। যে ব্যক্তি স্বতেজে শত্রুকৃত অপমানের প্রতিশোধ লইতে না পারে সেই ক্ষুদ্রমনা নীচের প্রবল পৌরুষে কি কাজ। আজ মহাবীর হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন সার্থক, লঙ্কাদাহন প্রভৃতি সমস্ত গৌরবের কার্য সফল। আজ সুগ্রীবের বিক্রম প্রদর্শন এবং সৎপরামর্শ প্রদান ফলবৎ হইল। আর যিনি নির্গুণ ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ংই আমার আশ্রয় লইয়াছেন আজ তাঁহারও পরিশ্রম সফল হইল।

রামের এই কথা শুনিয়া মৃগীর ন্যায় জানকীর নেত্র বিস্ফারিত ও অশ্রুজলে ব্যাপ্ত হইল। তৎকালে ঐ নীলকুঞ্চিতকেশা কমললোচনাকে সম্মুখে দেখিয়া লোকাপবাদভয়ে রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি সর্বসমক্ষে উঁহাকে কহিতে লাগিলেন, অবমাননার প্রতিশোধ লইতে গিয়া মানধন মনুষ্যের যাহা কর্তব্য আমি রাবণের বধসাধনপূর্বক তাহা করিয়াছি। যেমন উগ্রতপা মহর্ষি অগস্ত্য ইল্বল ও বাতাপির ভয় হইতে দক্ষিণ দিককে উদ্ধার করিয়াছিলেন সেইরূপ আমি রাবণের ভয় হইতে জীবলোককে উদ্ধার করিয়াছি। তুমি নিশ্চয় জানিও আমি যে সুহৃদগণের বাহুবলে এই যুদ্ধশ্রম উত্তীর্ণ হইলাম, ইহা তোমার জন্য নহে। আমি স্বীয় চরিত্ররক্ষা, সর্বব্যাপী নিন্দা পরিহার এবং আপনার প্রখ্যাত বংশের নীচত্ব অপবাদ ক্ষালনের উদ্দেশে এই কার্য করিয়াছি। এক্ষণে পরগৃহবাসনিবন্ধন তোমার চরিত্রে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হইয়াছে। তুমি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান, কিন্তু নেত্ররোগগ্রস্ত ব্যক্তির যেমন দীপশিখা প্রতিকূল, সেইরূপ তুমিও আমার চক্ষের অতিমাত্র প্রতিকূল হইয়াছ। অতএব আজ তোমায় কহিতেছি, তুমি যেদিকে ইচ্ছা যাও, আমি আর তোমাকে চাই না। যে স্ত্রী পরগৃহবাসিনী কোন্ সৎকুলজাত তেজস্বী পুরুষ ভালবাসার পাত্র বলিয়া তাহাকে পুনর্গ্রহণ করিতে পারে। তুমি রাবণের ক্রোড়ে নিপীড়িত হইয়াছ, সে তোমাকে দুষ্টচক্ষে দেখিয়াছে, এক্ষণে আমি নিজের সৎকুলের পরিচয় দিয়া কিরূপে তোমায় পুনর্গ্রহণ করিব। যে কারণে তোমায় উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম, আমার তাহা সফল হইয়াছে, এক্ষণে তোমাতে আর আমার প্রবৃত্তি নাই। তুমি যথায় ইচ্ছা যাও। ভদ্রে! আজ আমি স্থিরনিশ্চয় হইয়াই কহিলাম, তুমি এখন স্বচ্ছন্দে লক্ষ্মণ বা ভরতে অনুরাগিণী হও, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব কিম্বা বিভীষণের প্রতি মনোনিবেশ কর, অথবা তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। রাবণ তোমাকে সুরূপা ও মনোহারিণী দেখিয়া এবং তোমাকে স্বগৃহে পাইয়া বড় অধিকক্ষণ সহিয়া থাকে নাই।

সপ্তদশাধিকশততম সর্গ ॥ জানকী ক্রোধাবিষ্ট রামের এই রোমহর্ষণ কঠোর কথা শুনিয়া করিশুণ্ডাহত লতার ন্যায় অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তিনি বহুসংখ্য লোকের নিকট এই অশ্রুতপূর্ব কথা শুনিয়া লজ্জায় অবনত হইলেন এবং স্বদেহে যেন মিশাইয়া গেলেন। তৎকালে রামের ঐ সমস্ত বাক্য তাঁহার হৃদয়ে শল্য বিদ্ধ করিতে লাগিল। তিনি বাষ্পাকুললোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি বস্ত্রাঞ্চলে মুখ চক্ষু মুছিয়া মৃদু ও গদ্‌গদ বাক্যে রামকে কহিলেন, যেমন নীচ ব্যক্তি নীচ স্ত্রীলোককে রূঢ় কথা বলে, সেইরূপ তুমি কেন আমাকে এমন শ্রুতি-কটু অবাচ্য রুক্ষ কথা কহিতেছ। তুমি আমায় যেরূপ বুঝিয়াছ আমি তাহা নহি। আমি স্বীয় চরিত্রের উল্লেখে শপথ করিয়া কহিতেছি, তুমি আমাকে প্রত্যয় কর। তুমি নীচপ্রকৃতি স্ত্রীলোকের গতি দেখিয়া স্ত্রীজাতিকে আশঙ্কা করিতেছ ইহা অনুচিত, যদি আমি তোমার পরীক্ষিত হইয়া থাকি, তবে তুমি এই আশঙ্কা পরিত্যাগ কর। দেখ, অস্বাধীন অবস্থায় আমার যে অঙ্গস্পর্শদোষ ঘটিয়াছিল তদ্বিষয়ে আমি কি করিব, তাহাতে দৈবই অপরাধী। যেটুকু আমার অধীন সেই হৃদয় তোমাতে ছিল, আর যেটুকু পরের অধীন হইতে পারে সেই দেহসম্বন্ধে আমি কি করিব, আমি ত তখন সম্পূর্ণ পরাধীন। যদি পরস্পরের প্রবৃদ্ধ অনুরাগ এবং চিরসংসর্গেও তুমি আমায় না জানিয়া থাক, তবে ইহাতেই ত আমি এককালে নষ্ট হইয়াছি। তুমি আমার অনুসন্ধানের জন্য যখন লঙ্কায় হনুমানকে পাঠাইয়া-ছিলে, তখন কেন পরিত্যাগের কথা শুনাও নাই? আমি এই কথা শুনিলেই ত সেই বানরের সমক্ষে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিতে পারিতাম। এইরূপ হইলে, তুমি আপনার জীবনকে সঙ্কটে ফেলিয়া বৃথা কষ্ট পাইতে না এবং তোমার সুহৃদ্-গণেরও অনর্থক কোন ক্লেশ হইত না। রাজন্! তুমি ক্রোধের বশীভূত হইয়া নিতান্ত নীচ লোকের ন্যায় অপর সাধারণ স্ত্রীজাতির সহিত নির্বিশেষে আমায় ভাবিতেছ, কিন্তু আমার জানকী-নাম কেবল জনকের যজ্ঞ-সম্পর্কে, জন্মনিবন্ধন নহে; পৃথিবীই আমার জননী। এক্ষণে তুমি বিচারক্ষম হইয়াও আমার বহুমান-যোগ্য চরিত্র বুঝিলে না; বাল্যে যে উদ্দেশে আমার পাণিপীড়ন করিয়াছ তাহা মানিলে না এবং তোমার প্রতি আমার প্রীতি ও ভক্তি সমস্তই পশ্চাতে ফেলিলে।

এই বলিয়া জানকী রোদন করিতে করিতে বাষ্পগদ্‌গদস্বরে দুঃখিত ও চিন্তিত লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি আমায় চিতা প্রস্তুত করিয়া দেও, এক্ষণে তাহাই আমার এই বিপদের ঔষধ, আমি মিথ্যা অপবাদ সহিয়া আর বাঁচিতে চাহি না। ভর্তা আমার গুণে অপ্রীত, তিনি সর্বসমক্ষে আমায় পরিত্যাগ করিলেন, এক্ষণে আমি অগ্নিপ্রবেশপূর্বক দেহপাত করিব।

অনন্তর লক্ষ্মণ রোষবশে রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং আকার-প্রকারে তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহারই আদেশে চিতা প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে সুহৃদ্‌গণের মধ্যে কেহই ঐ কালান্তক যমতুল্য রামকে অনুনয় করিতে কি কোন কথা বলিতে অথবা তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতেও সাহসী হইল না। তিনি অবনতমুখে উপবিষ্ট। সীতা তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া জ্বলন্ত চিতার নিকটস্থ হইলেন এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে অগ্নিসমক্ষে কহিলেন, যদি রামের প্রতি আমার মন অটল থাকে তবে এই লোকসাক্ষী অগ্নি সর্বতোভাবে আমায় রক্ষা করুন। রাম সাধ্বী সতীকে অসতী জানিতেছেন, যদি আমি সতী হই তবে এই লোকসাক্ষী অগ্নি সর্বতোভাবে আমায় রক্ষা করুন।

এই বলিয়া জানকী চিতা প্রদক্ষিণপূর্বক নির্ভয়ে প্রদীপ্ত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আবালবৃদ্ধ সকলেই আকুল হইয়া দেখিল জানকী দীপ্ত চিতানলে প্রবেশ করিতেছেন। সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণা তপ্তকাঞ্চনভূষণা সর্বসমক্ষে জ্বলন্ত অগ্নিতে পতিত হইলেন। মহর্ষি দেবতা ও গন্ধর্বগণ দেখিলেন ঐ বিশাললোচনা যজ্ঞে পূর্ণাহুতির ন্যায় অগ্নিতে পতিত হইতেছেন। সমবেত স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে

মন্ত্রপূত বসুধারার ন্যায় অগ্নিমধ্যে পতিত হইতে দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। জানকী যেন একটি শাপগ্রস্ত দেবতা স্বর্গ হইতে নরকে পড়িতেছেন। তৎকালে রাক্ষস ও বানরগণ এই ব্যাপার দেখিয়া তুমুল রবে আর্তনাদ করিতে লাগিল।

অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর ধর্মশীল রাম তৎকালে সকলের নানা কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিমনা হইলেন এবং বাষ্পাকুললোচনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে যক্ষরাজ কুবের, পিতৃগণের সহিত যম, দেবরাজ ইন্দ্র, নীরাধিপতি বরুণ, ত্রিলোচন বৃষভবাহন মহাদেব এবং সমস্ত পদার্থের স্রষ্টা বেদবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা উজ্জ্বল বিমানযোগে রামের নিকট আগমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত রামকে অঙ্গদশোভিত হস্ত উত্তোলনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, রাম! তুমি সকলের কর্তা এবং জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য। এক্ষণে কেন জানকীর অগ্নিপ্রবেশে উপেক্ষা কর? তুমি সাক্ষাৎ প্রজাপতি এবং পূর্বকল্পের ঋতধামা নামে বসু। তুমি ত্রিলোকের আদিকর্তা, কেহ তোমার নিয়ন্তা নাই; তুমি রুদ্রগণের অষ্টম মহাদেব এবং সাধ্যগণের পঞ্চম বীর্যবান। অশ্বিনীকুমার-যুগল তোমার দুই কর্ণ এবং চন্দ্র ও সূর্য চক্ষু। তুমি আদ্যন্তমধ্যে বর্তমান। এক্ষণে সামান্য লোকের ন্যায় কেন সীতাকে অবিচারে উপেক্ষা করিতেছ?

লোকপ্রভু রাম লোকপালগণের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, দেবগণ! আমি রাজা দশরথের পুত্র রাম; আমি আপনাকে মনুষ্য বোধ করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি কে এবং আমার স্বরূপই বা কি, আপনারা তাহাই বলুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, রাম! আমি এই বিষয়ে যথার্থ তত্ত্ব কহিতেছি, শুন। তুমি শঙ্খচক্রগদাধর নারায়ণ ও স্বপ্রকাশ, তুমি একশৃঙ্গ বরাহ, তুমি জন্মমৃত্যুরহিত নিত্য, তুমি অক্ষয় সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম, তুমি আদ্যন্তমধ্যে বর্তমান, তুমি ধর্মনিরত ব্যক্তির পরম ধর্ম, সর্বত্রই তোমার নিয়ম, তুমি চতুর্ভুজ, তোমার হস্তে কালরূপ শার্ঙ্গধনু, তুমি ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা, পুরুষ ও পুরুষোত্তম, তুমি পাপের অজেয়, খড়্গধারী বিষ্ণু ও কৃষ্ণ, তোমার শক্তির ইয়ত্তা নাই, তুমি সেনানী ও মন্ত্রী, তুমি বিশ্ব, নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি ক্ষমা ও দম, তুমি সৃষ্টি ও সংহার, তুমি উপেন্দ্র ও মধুসূদন, ইন্দ্র তোমারই সৃষ্টি, তুমি মহেন্দ্র পদ্মনাভ ও শত্রুনাশক, দিব্য মহর্ষিগণ তোমাকে আশ্রয় ও রক্ষক বলিয়া নির্দেশ করেন। তুমি সহস্রশৃঙ্গ বেদস্বরূপ এবং শতশীর্ষ শিশুমার। তুমি ত্রিলোকের আদিস্রষ্টা, তোমার কেহ নিয়ন্তা নাই, তুমি সিদ্ধ ও সাধ্যগণের আশ্রয় ও সর্বাদি, তুমি যজ্ঞ বষট্‌কার ওঙ্কার ও পরাৎপর, তোমার উৎপত্তি ও নিধন কেহ জানে না, তুমি যে কে তাহাও কেহ জানে না, তুমি সমস্ত ইতরপ্রাণী ও গো-ব্রাহ্মণের অন্তর্যামী, তুমি দশদিক অন্তরীক্ষ পর্বত ও নদীতে বিদ্যমান, তোমার চরণ সহস্র, চক্ষু সহস্র এবং মস্তক শত। তুমি সমস্ত প্রাণী পৃথিবী ও পর্বত ধারণ করিয়া আছ। তুমি মহাপ্রলয়ের পর সলিলোপরি অনন্ত শয্যায় শয়ান থাক। তুমি ত্রিলোকধারী বিরাট। রাম! আমি তোমার হৃদয়, দেবী সরস্বতী জিহ্বা, মৎসৃষ্ট দেবগণ গাত্রলোম, রাত্রি তোমার নিমেষ, দিবস উন্মেষ, বেদসকল তোমার সংস্কার, তোমা ব্যতীত কোন পদার্থই নাই, সমস্ত জগৎ তোমার শরীর, পৃথিবী স্থৈর্য, অগ্নি ক্রোধ, চন্দ্র প্রসন্নতা। পূর্বে তুমি ত্রিপদে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলে। তুমি নিদারুণ

বলিকে বন্ধন করিয়া ইন্দ্রকে রাজা করিয়াছিলে। জানকী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এবং তুমি স্বয়ং বিষ্ণু। তুমি রাবণকে বধ করিবার জন্য মনুষ্যমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছ। এক্ষণে আমাদের কার্যসাধন হইয়াছে, রাবণ বিনষ্ট হইল, অতঃপর তুমি হৃষ্টমনে দেবলোকে চল। দেব! তোমার বলবীর্য অমোঘ, তোমার পরাক্রম অমোঘ, তোমার দর্শন অমোঘ এবং তোমার স্তবও অমোঘ। এই পৃথিবীতে যাহারা তোমার ভক্ত তাহাদের ইহলোক ও পরলোকে সমস্ত কামনা পূর্ণ হইবে এবং যে-সকল মনুষ্য এই আর্যস্তব কীর্তন করিবে তাহারা কদাচ পরাভূত হইবে না।

একোনবিংশাধিকশততম সর্গ ॥ সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার বাক্যাবসানে মূর্তিমান অগ্নি জানকীকে অঙ্কে লইয়া চিতা পরিত্যাগপূর্বক উত্থিত হইলেন। জানকী তরুণ-সূর্যপ্রভ ও স্বর্ণালঙ্কারশোভিত; তাঁহার পরিধান রক্তাম্বর এবং কেশকলাপ কৃষ্ণ ও কুঞ্চিত, দীপ্ত চিতানলের উত্তাপেও তাঁহার মাল্য ও অলঙ্কার ম্লান হয় নাই। সর্বসাক্ষী অগ্নি ঐ সর্বাঙ্গসুন্দরীকে রামের হস্তে সমর্পণপূর্বক কহিলেন, রাম! এই তোমার জানকী; ইনি নিষ্পাপ। এই সচ্চরিত্রা, বাক্য মন বুদ্ধি ও চক্ষু দ্বারাও চরিত্রকে দূষিত করেন নাই। যদবধি বলদৃপ্ত রাবণ ইঁহাকে আনিয়াছে, সেই পর্যন্ত ইনি তোমার বিরহে দীনমনে নির্জনে কালযাপন করিতেছিলেন। ইনি অন্তঃপুরে রুদ্ধ ও রক্ষিত। ইনি এতদিন পরাধীন ছিলেন, কিন্তু তোমাতেই ইঁহার চিত্ত, তুমিই ইঁহার একমাত্র গতি। ঘোররূপ ঘোরবুদ্ধি রাক্ষসীরা ইঁহাকে নানারূপে প্রলোভন দেখাইত এবং ইঁহার প্রতি সর্বদা তর্জনগর্জন করিত, কিন্তু ইঁহার মন তোমাতেই অটল ছিল এবং ইনি রাবণকে কখন চিন্তাও করেন নাই। ইঁহার আন্তরিক ভাব বিশুদ্ধ, ইনি নিষ্পাপ। এক্ষণে তুমি ইঁহাকে গ্রহণ কর, আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি তুমি এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না।

তখন ধর্মশীল রাম ভগবান অগ্নির এই কথা শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন এবং হর্ষব্যাকুললোচনে মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, দেব! জানকীর শুদ্ধি আবশ্যক, ইনি বহুকাল রাবণের অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ ছিলেন, যদি আমি ইঁহাকে শুদ্ধ করিয়া না লই তবে লোকে আমায় বলিবে যে রাজা দশরথের পুত্র রাম কামুক ও মূর্খ। যাহাই হউক, আমিও জানিলাম যে জানকীর হৃদয় অনন্যপরায়ণ; চরিত্রদোষ ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইনি স্বীয় পাতিব্রত্য-তেজে রক্ষিত, সমুদ্রের পক্ষে যেমন তীরভূমি, রাবণের পক্ষে ইনিও সেইরূপ অলঙ্ঘ্য। সেই দুরাত্মা মনেও ইঁহার অবমাননা করিতে পারে না। ইনি প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় সর্বতোভাবে তাহার অস্পৃশ্য। প্রভা যেমন সূর্য হইতে অবিচ্ছিন্ন সেইরূপ ইনিও আমা হইতে ভিন্ন নহেন। এক্ষণে পরগৃহবাসনিবন্ধন আমি ইঁহাকে ত্যাগ করিতে পারি না। ত্রিলোকমধ্যে ইনি পবিত্র; কীর্তি যেমন মনস্বীর অত্যাজ্য সেইরূপ ইনিও আমার অপরিত্যাজ্য। সুরগণ! আপনারা জগৎপূজ্য এবং আমার প্রতি স্নেহবান, আপনারা আমাকে ভালই কহিতেছেন, এক্ষণে আমি অবশ্যই ইহা রক্ষা করিব। এই বলিয়া মহাবল বিজয়ী রাম জানকীরে গ্রহণপূর্বক সুখী হইলেন। তৎকালে এই জন্য সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

বিংশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর মহাদেব শ্রেয়স্কর বাক্যে রামকে কহিলেন, কমললোচন! ধর্মশীল! মহাবল! পরম সৌভাগ্য যে তুমি জানকীরে লইলে। পরম সৌভাগ্য যে তুমি সমস্ত লোকের রাবণজবর্ধিত দারুণ ভয় দূর করিয়া দিলে। এক্ষণে অযোধ্যায় গিয়া দীন ভরতকে আশ্বাসিত ও যশস্বিনী কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজ্যগ্রহণ ও সুহৃদ্গণের আনন্দবর্ধন কর। পরে পুত্রোৎপাদন দ্বারা বংশরক্ষা, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও ব্রাহ্মণগণকে ধনদানপূর্বক স্বর্গারোহণ করিও। রাম! ঐ দেখ তোমার পিতা দশরথ বিমানযোগে মর্ত্যে আসিয়াছেন। উনি তোমার যশস্বী গুরু। ঐ শ্রীমান ভবাদৃশ পুত্রের গুণে ঋণমুক্ত হইয়া ইন্দ্রলোকে গিয়াছেন। এক্ষণে তুমি ও লক্ষ্মণ উভয়ে উঁহাকে প্রণাম কর।

রাম ও লক্ষ্মণ মহাদেবের কথা শুনিয়া বিমানস্থ পিতাকে প্রণাম করিলেন। দেখিলেন তিনি বিমলাম্বরধারী এবং স্বীয় দেহশ্রীতে দীপ্যমান। রাজা দশরথও প্রাণাধিক পুত্র রামকে দেখিয়া যারপরনাই হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, বৎস! আমি সত্যই কহিতেছি তোমা ব্যতীত দেবগণের সহিত নির্বিশেষে স্বর্গলাভও আমার নিকট বহুমানের হয় নাই। কৈকেয়ী তোমার নির্বাসনপ্রসঙ্গে যে-সমস্ত কথা কহিয়াছিলেন সেগুলি আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া আছে। কিন্তু বলিতে কি, আজ লক্ষ্মণের সহিত তোমায় নিরাপদ দেখিয়া এবং তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া নীহারনির্মুক্ত সূর্যের ন্যায় আমি দুঃখমুক্ত হইলাম। বৎস! অষ্টাবক্র যেমন ধর্মশীল ব্রাহ্মণ কহোলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন সেইরূপ আমি তোমার ন্যায় সুপুত্রের গুণে উদ্ধার হইয়াছি। এক্ষণে এই দেবগণের বাক্যে জানিতে পারিলাম তুমি সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম, রাবণের বধোদ্দেশে আমার পুত্ররূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছ। কৌশল্যার মনস্কাম পূর্ণ হইল, তিনি হৃষ্টমনে তোমায় অরণ্যবাস হইতে গৃহে ফিরিয়া যাইতে দেখিবেন। পুরবাসিগণের পরম ভাগ্য, তাহারা তোমায় রাজ্যে অভিষিক্ত ও রাজ্যেশ্বর দেখিতে পাইবে। বৎস! এক্ষণে তুমি ধর্মচারী শুদ্ধস্বভাব অনুরক্ত ভরতের সহিত গিয়া মিলিত হও, আমি এইটি দেখিতে ইচ্ছা করি। তুমি আমার প্রীতিকামনায় লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত নির্দিষ্ট বনবাসকাল অতিক্রম করিলে। তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল এবং তুমি রাবণকে বধ করিয়া দেবগণকে পরিতুষ্ট করিলে। এক্ষণে এই দুষ্কর কার্যসাধনে যশস্বী হইয়াছ, অতঃপর রাজা হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘজীবী হও।

তখন রাম কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিতঃ! আপনি কৈকেয়ী ও ভরতের প্রতি প্রসন্ন হউন। 'আমি তোমাকে পুত্রের সহিত পরিত্যাগ করিলাম' এই বলিয়া আপনি কৈকেয়ীকে ঘোর অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে ক্ষমা করুন।

রাজা দশরথ রামের বাক্যে সম্মত হইলেন এবং লক্ষ্মণকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন, বৎস! রাম প্রসন্ন থাকিলে তোমার ধর্মলাভ হইবে, পার্থিব যশ ও স্বর্গলাভ হইবে। এবং তুমি মহিমান্বিত হইয়া উঠিবে। এক্ষণে ইঁহার শুশ্রূষা কর, তোমার মঙ্গল হউক। রাম লোকের হিতানুষ্ঠানে নিয়তই নিযুক্ত। ইন্দ্রাদি দেবতা, সিদ্ধ ও ঋষিগণ এবং ত্রিলোকের সমস্ত লোক এই পুরুষোত্তমকে প্রণাম ও অর্চনা করিয়া থাকেন। যিনি দেবগণের হৃদয় এবং দেবগণেরও গোপ্যবস্তু, তুমি রামকে সেই নিত্যব্রহ্ম বলিয়াই জানিও। বৎস! জানকীর সহিত ইঁহার সেবা করিয়া তোমার ধর্ম ও যশোলাভ হইয়াছে।

পরে দশরথ কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত পুত্রবধূ জানকীকে মৃদুবাক্যে কহিলেন, পুত্রি! রাম যে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তজ্জন্য তুমি রুষ্ট হইও না। ইনি তোমার হিতার্থী, এক্ষণে কেবল তোমার শুদ্ধিসম্পাদন-উদ্দেশে এইরূপ করিয়াছেন। বৎসে! তুমি চরিত্রের পবিত্রতা যেরূপে রক্ষা করিয়াছ ইহা নিতান্ত দুষ্কর ; ইহা দ্বারা অন্যান্য স্ত্রীলোকের যশ অভিভূত হইয়া যাইবে। আমি জানি পতিসেবায় তোমাকে নিয়োগ করিতে হয় না, তথাচ ইহা অবশ্য বলিব যে রাম তোমার পরম দেবতা।

দিব্যশ্রীসম্পন্ন মহানুভব দশরথ রাম ও লক্ষ্মণ এবং সীতাকে এইরূপ কহিয়া এবং তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া বিমানযোগে ইন্দ্রলোকে প্রস্থান করিলেন।

একবিংশাধিকশততম সর্গ ॥ দশরথ প্রস্থান করিলে সুররাজ ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত রামকে প্রীতমনে কহিলেন, রাম! আমাদের দর্শনলাভ তোমার পক্ষে নিষ্ফল হইবে না। আমরা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি! এক্ষণে যদি তোমার কিছু অভিলাষ থাকে ত বল।

তখন রাম প্রীতমনে কহিলেন, সুররাজ! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমি যাহা কহিতেছি তাহা সফল করুন। যে-সমস্ত মহাবলপরাক্রান্ত বানর আমার জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহারা বাঁচিয়া উঠুক। যাহারা আমার জন্য বিনষ্ট হইয়া স্ত্রীপুত্র হারাইয়াছে আমি তাহাদিগকে পুনর্বার প্রীত দেখিবার ইচ্ছা করি। যাহারা শূর ও বীর, যাহারা মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া আমার প্রিয়কার্যে একান্ত অনুরক্ত ছিল. দেব! আপনি তাহাদিগকে বাঁচাইয়া দিন। ভল্লুক ও গোলাঙ্গুলগণ নীরোগ নির্ব্রণ ও বীর্যসম্পন্ন হউক এবং আপনার অনুগ্রহে তাহারা পুনর্বার স্ত্রীপুত্রের মুখদর্শন করুক, এই আমার প্রার্থনা। আরও যে স্থানে ইহারা বসবাস করে সেই সব স্থানে অকালেও ফলমূল পুষ্প সুলভ থাকিবে এবং নদীসকল নির্মল হইবে, এই আমার প্রার্থনা।

তখন ইন্দ্র রামকে প্রীতমনে কহিলেন, বৎস! তোমার এ বড় কঠিন প্রার্থনা, কিন্তু আমি কখন বাক্যের অন্যথাচরণ করি নাই, অতএব ইহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। এই সমস্ত বানর ভল্লুক ও গোলাঙ্গুল রাক্ষসহস্তে নিহত ছিন্নবাহু ও ছিন্নমস্তক হইয়া পতিত আছে, এক্ষণে ইহারা নীরোগ নির্ব্রণ ও বীর্যসম্পন্ন হইয়া নিদ্রিত লোক যেমন নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া থাকে সেইরূপে গাত্রোত্থান করুক এবং আত্মীয়স্বজন ও জ্ঞাতিবন্ধুর সহিত হৃষ্টমনে পুনর্বার মিলিত হউক। আর যথায় ইহাদের বাস সেই স্থানে বৃক্ষসকল অসময়ে ফলপুষ্প প্রদান করুক এবং নদী সততই জলপূর্ণ থাকুক।

ইন্দ্র এরূপ বরপ্রদান করিবামাত্র বানরেরা অক্ষত দেহে যেন নিদ্রাভঙ্গে গাত্রোত্থান করিল এবং অকস্মাৎ এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ভরে সকলেই কহিল, এ কি!

অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ রামকে সিদ্ধকাম দেখিয়া প্রীতমনে লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার স্তুতিবাদপূর্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি এক্ষণে এই সমস্ত বানরকে বিদায় দিয়া রাজধানী অযোধ্যায় যাও. একান্ত অনুরাগিণী যশস্বিনী জানকীরে সান্ত্বনা কর, তোমার শোকে ব্রতচারী ভ্রাতা ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মাতৃগণ ও পৌরজনকে সন্তুষ্ট কর এবং স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত হও। এই

বলিয়া ইন্দ্র সুরগণের সহিত উজ্জ্বল বিমানে আরোহণপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

রাত্রি উপস্থিত। রাম সকলকে বিশ্রামের আজ্ঞা দিলেন। তৎকালে ঐ রাম-লক্ষ্মণ-রক্ষিত প্রহৃষ্ট বানরসেনা শশাঙ্কোজ্জ্বল শর্বরীর ন্যায় চতুর্দিকে অপূর্ব শ্রীসৌন্দর্যে শোভা পাইতে লাগিল।

দ্বাবিংশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইল। রাম পরম সুখে গাত্রোত্থান করিলেন। ইত্যবসরে বিভীষণ আসিয়া তাঁহাকে বিজয় সম্ভাষণপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজন্! এই সমস্ত বেশবিন্যাসনিপুণা পদ্মপলাশলোচনা নারী সুগন্ধি তৈল অঙ্গরাগ বস্ত্র আভরণ মাল্য ও চন্দন লইয়া উপস্থিত। ইহারা তোমাকে যথাবিধি স্নান করাইবে।

রাম কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি কেবল সুগ্রীবাদি বানরকে স্নানের নিমন্ত্রণ কর। সেই ধর্মশীল সুকুমার ও সুখে লালিত ভরত আমার জন্য কষ্ট পাইতেছেন। তদ্ব্যতীত স্নান ও বেশভূষা আমার ভাল লাগিবে না। এখন এইটি দেখ যাহাতে আমরা শীঘ্র যাইতে পারি, কারণ অযোধ্যার পথ অতি দুর্গম।

বিভীষণ কহিলেন, রাজকুমার! আমি এক দিনেই তোমায় পৌঁছিয়া দিব। আমার ভ্রাতা কুবেরের পুষ্পক নামে এক কামগামী উজ্জ্বল রথ ছিল। বলবান রাবণ তাঁহাকে পরাজয় করিয়া সেই রথ অধিকার করেন। এক্ষণে তাহা ত তোমারই হইয়াছে। ঐ দেখ তুমি যদ্দ্বারা নির্বিঘ্নে অযোধ্যায় যাইবে ঐ সেই মেঘাকার রথ। রাম! এক্ষণে যদি আমাকে অনুগ্রহ করা তোমার কর্তব্য হয়, যদি আমার গুণে তোমার প্রীতি জন্মিয়া থাকে এবং যদি আমার প্রতি তোমার স্নেহ ও সৌহার্দ্য থাকে তবে ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্যা জানকীর সহিত বিবিধ ভোগসুখে একদিন মাত্র এই লঙ্কায় বাস কর, পশ্চাৎ অযোধ্যায় যাইও। আমি যথাবিধি প্রীতিপূজার আয়োজন করিয়াছি, তুমি সৈন্য ও সুহৃদ্‌গণের সহিত ইহা গ্রহণ কর। আমি তোমার ভৃত্য, প্রণয়, বহুমান ও সৌহার্দ্য নিবন্ধন তোমায় এ বিষয়ে প্রসন্ন করিতেছি মাত্র, কিন্তু মনে করিও না যে তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি।

তখন রাম সর্বসমক্ষে বিভীষণকে কহিলেন, বীর! তুমি মন্ত্রিত্ব, বন্ধুত্ব, ও সর্বাঙ্গীণ যুদ্ধচেষ্টা দ্বারা আমার যথেষ্ট পূজা করিয়াছ। এক্ষণে যে আমি তোমার কথা না রক্ষা করিতে পারি এমনও নহে, কিন্তু দেখ যিনি আমাকে ফিরাইবার জন্য চিত্রকূটে আসিয়াছিলেন, যিনি নতশিরে প্রার্থনা করিলে আমি কোনও মতে তাঁহার কথা রক্ষা করি নাই, সেই ভ্রাতা ভরতকে দেখিবার জন্য আমার মন অস্থির হইতেছে এবং কৌশল্যা, সুমিত্রা, যশস্বিনী কৈকেয়ী, মিত্রগণ ও পৌরজানপদদিগের জন্যও আমি ব্যস্ত হইয়াছি। এখন তুমি আমাকে যাইবার অনুজ্ঞা দেও। সখে! আমি পূজিত হইয়াছি, তুমি ক্ষুব্ধ হইও না, আমার নিমিত্ত শীঘ্র রথ আনাইয়া দেও। আমি কৃতকার্য হইয়াছি, সুতরাং আর এ স্থলে থাকা আমার উচিত হইতেছে না।

অনন্তর রাক্ষসরাজ বিভীষণ শীঘ্র রথ আনাইলেন। উহা স্বর্ণখচিত এবং বৈদূর্যমণিবেদিযুক্ত, উহাতে বহুসংখ্য কূটাগার আছে, উহা পাণ্ডুবর্ণ ধ্বজ-পতাকায় শোভিত, কিঙ্কিণীজালমণ্ডিত এবং মণিমুক্তাময় গবাক্ষে রমণীয়। ঐ রথে স্বর্ণপদ্মসজ্জিত স্বর্ণময় হর্ম্য আছে। উহার তলভূমি স্ফটিকময় এবং আসন বৈদূর্যময়। উহাতে নানারূপ বহুমূল্য আস্তরণ আছে। উহা দেবশিল্পী

বিশ্বকর্মার নির্মিত, মধুরনাদী মেরুশিখরাকার ও মনোবেগগামী। রাক্ষসরাজ বিভীষণ রথ আনাইয়া রামকে কহিলেন, রাজন্! এই রথ উপস্থিত। তখন রাম ও লক্ষ্মণও ঐ দিব্য রথ দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন।

ত্রয়োবিংশাধিকশততম সর্গ ॥ পরে অদূরবর্তী বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে রামকে কহিলেন, রাজন্! বল এক্ষণে আর কি করিব।

রাম কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া লক্ষ্মণের সমক্ষে বিভীষণকে সস্নেহে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! বানরগণ অনেক যত্নসাধ্য কার্য করিয়াছে। তুমি ধনরত্ন ও অন্নপানাদি দ্বারা ইহাদিগকে যথোচিত পরিতুষ্ট কর। এই সমস্ত বীরের সহায়তায় তুমি লঙ্কারাজ্য জয় করিয়াছ। ইহারা যুদ্ধে অটল ও উৎসাহী, প্রাণের ভয় ইহাদের কিছুমাত্র ছিল না; এক্ষণে ইহারা কৃতকার্য হইয়াছে। তুমি কৃতজ্ঞতার জন্য ধনরত্ন দ্বারা ইহাদিগের এই যুদ্ধশ্রম সফল কর। ইহারা এইরূপে সম্মানিত ও অভিনন্দিত হইয়া প্রতিগমন করিবে। দেখ, যদি তুমি সঞ্চয়ী, দানশীল, দয়ালু ও জিতেন্দ্রিয় হও তবেই সকলে তোমার অনুগত থাকিবে, এই জন্য আমি তোমায় এইরূপ অনুরোধ করিতেছি। যে রাজার লোকরঞ্জন গুণ নাই, যে যুদ্ধে নিরর্থক লোকক্ষয় করাইয়া থাকে, সৈন্যগণ ভীত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করে।

তখন বিভীষণ বানরগণকে বহুসমাদরে ধনরত্ন বিভাগ করিয়া দিলেন। পরে সকলে সবিশেষ সৎকৃত হইলে রাম লজ্জানম্রমুখী সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া ধনুর্ধারী লক্ষ্মণের সহিত ঐ উৎকৃষ্ট বিমানে উঠিলেন এবং সমস্ত বানর, মহাবীর্য সুগ্রীব ও বিভীষণকে সম্মানপূর্বক কহিলেন, বানরগণ! মিত্রের যাহা করা উচিত তোমরা তাহাই করিয়াছ, এক্ষণে আমি তোমাদিগের সকলকে অনুজ্ঞা দিতেছি তোমরা স্ব-স্ব স্থানে প্রতিগমন কর। সুগ্রীব! একজন স্নেহবান হিতার্থী মিত্রের যাহা কর্তব্য তুমি ধর্মভয়ে তাহাই করিয়াছ। এক্ষণে সমস্ত সৈন্য লইয়া অবিলম্বে কিষ্কিন্ধ্যায় যাও। বিভীষণ! আমি তোমাকে এই লঙ্কারাজ্য অর্পণ করিলাম। তুমি স্বচ্ছন্দে ইহাতে বসবাস কর, অতঃপর ইন্দ্রাদি দেবগণ হইতেও আর তোমার কোনরূপ পরাভবের আশঙ্কা নাই। এক্ষণে আমি পিতার রাজধানী অযোধ্যায় চলিলাম, তজ্জন্য তোমাদিগকে আমন্ত্রণ ও তোমাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিতেছি।

রাম এইরূপ কহিলে সুগ্রীবাদি বানরগণ এবং বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজন্! আমরা অযোধ্যায় যাইব, তুমি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া চল। আমরা অযোধ্যায় গিয়া হৃষ্টচিত্তে বন ও উপবনে বিচরণ করিব। পরে তোমার রাজ্যাভিষেক দেখিয়া দেবী কৌশল্যাকে অভিবাদনপূর্বক শীঘ্রই স্ব-স্ব গৃহে ফিরিব।

ধর্মশীল রাম উঁহাদের এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি তোমাদের ন্যায় সুহৃদ্‌গণের সহিত রাজধানীতে গিয়া যে প্রীতিলাভ করিব ইহা ত আমার পক্ষে প্রিয় হইতেও প্রিয়তর লাভ। সুগ্রীব! তুমি শীঘ্র বানরদিগকে লইয়া রথে উঠ। বিভীষণ! তুমিও অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে আরোহণ কর।

অনন্তর সকলে প্রীত হইয়া বিমানে উঠিলেন। বিমান রামের অনুজ্ঞাক্রমে আকাশপথে উত্থিত হইল। রাম ঐ হংসযুক্ত যানে হৃষ্টমনে কুবেরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। বানর ভল্লুক ও মহাবল রাক্ষসেরা উহার মধ্যে বিরলভাবে সুখে উপবেশন করিল।
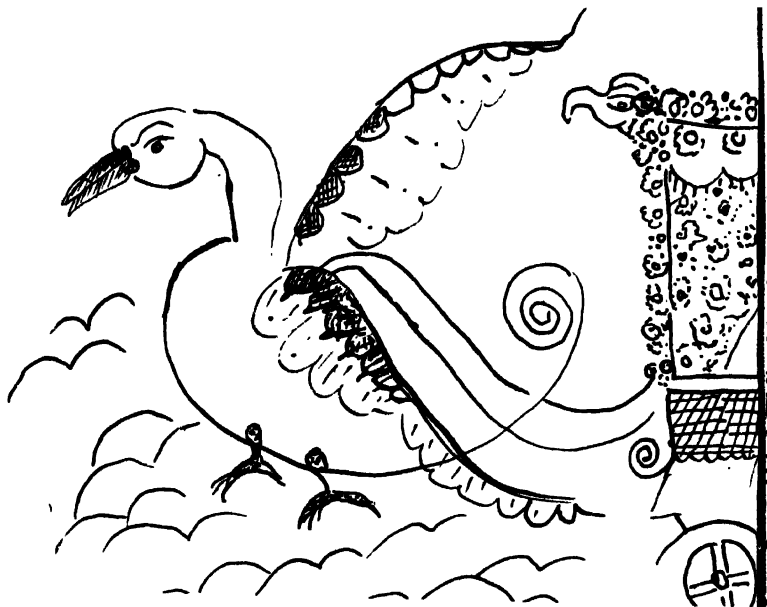
চতুর্বিংশাধিকশততম সর্গ ॥ পুষ্পক রথ মহানাদে গগনমার্গে উত্থিত হইল। তখন রাম চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক চন্দ্রাননা জানকীকে কহিলেন, প্রিয়ে! ঐ দেখ কৈলাসশিখরাকার ত্রিকূটশিখরে বিশ্বকর্মানির্মিত লঙ্কাপুরী। ঐ দেখ মাংস-শোণিতকর্দমে দুর্গম যুদ্ধভূমি। এই স্থানে বিস্তর বানর ও রাক্ষস বিনষ্ট হইয়াছে। ঐ বরলাভগর্বিত প্রমাথী শয়ান আছে। আমি এই স্থানে তোমারই জন্য রাবণকে বধ করিয়াছি। ঐ স্থানে কুম্ভকর্ণ ও প্রহস্ত বিনষ্ট হইয়াছে। এই স্থানে মহাবীর হনুমান ধূম্রাক্ষকে সংহার করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে মহাত্মা সুষেণ বিদ্যুন্মালীকে বিনাশ করেন। এই স্থানে অংগদ বিকটকে বধ করিয়াছেন। ঐ স্থানে দুর্নিরীক্ষ্য মহাবীর বিরূপাক্ষ, মহাপার্শ্ব, মহোদর ও অকম্পন বিনষ্ট হইয়াছে। ঐ স্থানে ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক, যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, নিকুম্ভ, কুম্ভ, বজ্রদংষ্ট্র ও দংষ্ট্র রণশায়ী হইয়াছে। ঐ স্থানে আমি দুর্ধর্ষ মকরাক্ষকে মারিয়াছি। এই স্থানে শোণিতাক্ষ, যূপাক্ষ ও প্রজংঘ বিনষ্ট হইয়াছে। এই স্থানে ভীমদর্শন, বিদ্যুজ্জিহ্ব, ঐ স্থানে ব্রহ্মশত্রু, যজ্ঞশত্রু, সূর্যশত্রু ও সুপ্তঘ্ন নিহত হইয়াছে। ঐ স্থানে মন্দোদরী সপত্নীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পতি-বিয়োগশোকে বিলাপ করিয়াছিলেন। ঐ যে সমুদ্রে একটি অবতরণ-পথ দেখিতেছ, আমরা সমুদ্র পার হইয়া ঐ স্থানে রাত্রিবাস করিয়াছিলাম। ঐ দেখ, তোমার জন্য লবণসমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছি, ইহা নলনির্মিত ও অন্যের অসাধ্য। জানকি! এই দেখ, শঙ্খশুক্তিসঙ্কুল মহাসমুদ্র ঘোররবে গর্জন করিতেছে। ইহা অক্ষোভ্য ও অপার। ঐ স্বর্ণগর্ভ স্বর্ণবর্ণ গিরিবর মৈনাক, ঐ পর্বত মহাবীর হনুমানের বিশ্রামার্থ সমুদ্রগর্ভ ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে। এই দেখ সমুদ্রের উত্তর-তীরবর্তী সেনানিবেশ। ঐ স্থানে সেতুবন্ধনের পূর্বে ভগবান মহাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হন। ঐ অদূরে সমুদ্রের তীর্থস্থান। উহা মহাপাতকনাশন ও পবিত্র। এক্ষণে উহা ত্রিলোকপূজিত ও সেতুবন্ধতীর্থ নামে খ্যাত হইবে। এই স্থানে এই
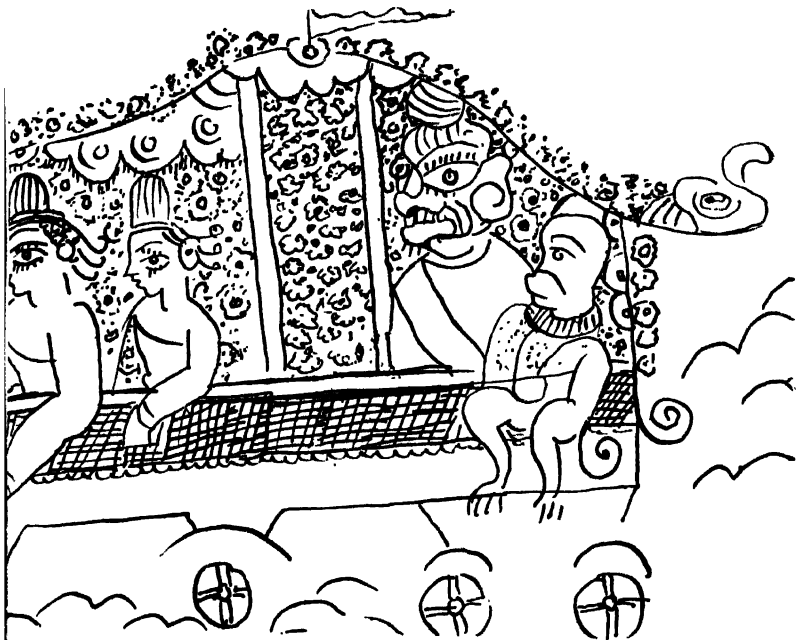
রাক্ষসরাজ বিভীষণ আসিয়াছিলেন। ঐ বিচিত্রকাননশোভিত সুগ্রীবের রাজধানী কিষ্কিন্ধা দেখা যায়। আমি ঐ স্থানে মহাবীর বালীকে বিনাশ করিয়াছিলাম।

তখন জানকী কিষ্কিন্ধাপুরী দেখিয়া প্রণয় ও লজ্জাভরে বিনীত বাক্যে কহিলেন, রাজন্! আমার ইচ্ছা যে আমি তারা প্রভৃতি সুগ্রীবের প্রিয়ভার্যা এবং অন্যান্য বানরের স্ত্রীদিগকে লইয়া তোমার সহিত রাজধানী অযোধ্যায় যাই।

রাম জানকীর কথায় সম্মত হইলেন এবং কিষ্কিন্ধায় বিমান রাখিয়া সুগ্রীবের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক কহিলেন, সুগ্রীব! তুমি বানরগণকে বল তাহারা স্ব-স্ব স্ত্রী লইয়া সীতার সহিত অযোধ্যায় চলুক। আর তুমিও ঐ সমস্ত স্ত্রীকে লইয়া যাইবার জন্য সত্বর হও। চল আমরা সকলেই যাই।

তখন সুগ্রীব বানরগণের সহিত অন্তঃপুরে গিয়া তারাকে কহিলেন, প্রিয়ে! রাম তোমাকে কহিতেছেন, তুমি সমস্ত বানরস্ত্রীকে লইয়া জানকীর প্রিয়কামনায় অযোধ্যায় চল। আমরা সকলকে অযোধ্যা এবং রাজা দশরথের পত্নীগণকে দেখাইয়া আনিব।

অনন্তর সর্বাঙ্গসুন্দরী তারা বানরস্ত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া কহিল, সুগ্রীবের অনুজ্ঞা তোমরা স্ব-স্ব ভর্তৃগণের সহিত অযোধ্যায় চল। তোমরা অযোধ্যা দেখিলে আমিও সুখী হইব। আমরা সকলে গ্রাম ও নগরবাসীদিগের সহিত রামের পুরপ্রবেশ এবং রাজা দশরথের পত্নীগণের ঐশ্বর্য দেখিয়া আসিব।

বানরস্ত্রীগণ তারার অনুজ্ঞায় বেশভূষা করিয়া লইল এবং বিমান প্রদক্ষিণ-পূর্বক সীতাকে দেখিবার ইচ্ছায় তদুপরি আরোহণ করিল। সকলে উঠিলে বিমান পূর্ববৎ যাইতে লাগিল। তখন রাম অদূরে ঋষ্যমূক পর্বত নিরীক্ষণ করিয়া জানকীরে কহিলেন, ঐ স্বর্ণধাতুরঞ্জিত ঋষ্যমূক বিদ্যুৎ-জড়িত জলদের ন্যায় দেখা যায়। আমি ঐ স্থানে কপীন্দ্র সুগ্রীবের সহিত মিলিত হই এবং বালীবধে অঙ্গীকার করি। ঐ দেখ কানন-পরিবৃত কমলদলশোভিত পম্পা সরোবর। আমি

ঐ স্থানে তোমার বিরহে দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিয়াছিলাম এবং উহারই তীরে ধর্মচারিণী শবরীকে দেখিতে পাই। আমি এই স্থানে যোজনবাহু ও কবন্ধকে বিনাশ করিয়াছি। ঐ দেখ জনস্থানের রমণীয় বটবৃক্ষ। জানকি! ঐ স্থানে বিহগরাজ মহাবল জটায়ু তোমারই জন্য রাবণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ঐ সেই আমাদের আশ্রমপদ এবং রমণীয় পর্ণশালা দেখা যায়। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ স্থান হইতেই তোমাকে বলপূর্বক হরণ করিয়াছিল। ঐ স্বচ্ছসলিলা গোদাবরী। এই কদলীবৃক্ষশোভিত অগস্ত্যাশ্রম। ঐ শরভঙ্গাশ্রম। ঐ দেখ সেই সমস্ত তাপস। সূর্যাগ্নিসদৃশ তেজস্বী অত্রি উঁহাদের কুলপতি। আমি এই স্থানে মহাকায় বিরাধকে বিনাশ করিয়াছিলাম। এই স্থানে তুমি ধর্মচারিণী অত্রিপত্নীকে দেখিয়াছিলে। ঐ চিত্রকূট পর্বত। ঐ স্থানে মহাত্মা ভরত আমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আগমন করেন। এই সেই চিত্রকাননা যমুনা। ঐ সেই ভরদ্বাজাশ্রম। এই ত্রিপথবাহিনী পুণ্যসলিলা গঙ্গা। ঐ শৃঙ্গবেরপুর। ঐ স্থানে আমার প্রিয় সখা গুহ বাস করিয়া আছেন। ঐ দেখ আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যা। জানকি! তুমি পৌঁছিয়াছ, এক্ষণে অযোধ্যাকে প্রণাম কর।

তখন বানর ও বিভীষণাদি রাক্ষসগণ পুনঃ পুনঃ গাত্রোত্থান করিয়া হৃষ্টমনে অযোধ্যানগরী দেখিতে লাগিলেন। ঐ পুরী সৌধধবল, হস্ত্যশ্বপূর্ণ এবং প্রশস্ত রাজপথশোভিত। বানর ও রাক্ষসগণ অমরাবতীর ন্যায় ঐ নগরী পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর রাম চতুর্দশ বৎসর পূর্ণ হইলে পঞ্চমীতিথিতে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! অযোধ্যানগরীতে কাহারও ত অন্নকষ্ট হয় নাই? সকলেই ত কুশলে আছে? ভরত ত প্রজাপালন করিতেছেন? আমার মাতৃগণ ত জীবিত?

ভরদ্বাজ সহাস্যমুখে কহিলেন, রাম! তোমার আজ্ঞানুবর্তী জটাধারী ভরত তোমার পাদুকাযুগল সম্মুখে রাখিয়া, স্বগৃহ ও পুরের কুশল সম্পাদনপূর্বক তোমার প্রতীক্ষায় আছেন। তুমি যখন রাজ্যচ্যুত হইয়া চীরবসনে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত বনে যাও, তুমি যখন সর্বভোগ ও সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া, স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার ন্যায় পিতৃনিদেশে ধর্মকামনায় পদব্রজে বনে যাও, তখন তোমাকে দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে তোমায় নিঃশত্রু সুসমৃদ্ধ ও সবান্ধব দেখিয়া আমি বস্তুতই সুখী হইলাম। রাম! আমি তোমার সমস্ত সুখদুঃখই

জানিতে পারিয়াছি। জনস্থানে বাস করিবার কালে যে কষ্ট পাইয়াছ তাহা জানিতে পারিয়াছি। তুমি যখন তপস্বিগণের রক্ষাবিধানে নিযুক্ত হও সেই সময় রাবণ এই অনিন্দনীয়া জানকীকে অপহরণ করে, আমি ইহাও জানিতে পারিয়াছি। তোমার মারীচ ও কবন্ধদর্শন, পম্পাভিগমন, সুগ্রীবের সহিত সখ্য, বালীবধ, জানকীর অন্বেষণ, হনুমানের বীরকার্য, নলের সেতুবন্ধন, লঙ্কাদাহ এবং বল-বাহনের সহিত বলগর্বিত রাবণের সবংশে নিপাত এ সমস্তই জানিতে পারিয়াছি। দেবকণ্টক রাবণ বিনষ্ট হইলে দেবগণের সহিত তোমার মিলন এবং তাঁহাদের প্রদত্ত বরলাভও জানিয়াছি। ধর্মবৎসল! আমি তপোবলে এ সমস্তই অবগত হইয়াছি। এক্ষণে আমার শিষ্যগণ এ স্থান হইতে অযোধ্যায় তোমার সংবাদ লইয়া যাইবে। অতঃপর আমিও তোমায় বরদান করিতেছি, তুমি অর্ঘ গ্রহণ কর, কল্য অযোধ্যায় যাইও।

তখন রাম মহর্ষি ভরদ্বাজের বাক্য শিরোধার্য করিয়া হৃষ্টমনে কহিলেন, ভগবন্‌! অযোধ্যায় যাইবার পথে যে-সমস্ত বৃক্ষ আছে সেগুলি অকালে ফলপ্রদান ও মধুক্ষরণ করুক : এবং অমৃতগন্ধী বিবিধ ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হউক।

মহর্ষি ভরদ্বাজ রামের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। তাঁহার আশ্রম হইতে অযোধ্যার পথ তিন যোজন। এই তিন যোজন পথের মধ্যে বৃক্ষসকল কল্পবৃক্ষের অনুরূপ হইয়া উঠিল। যে-সমস্ত বৃক্ষ নিষ্ফল তাহা ফলবৎ, যাহা অপুষ্প তাহা পুষ্পপূর্ণ এবং যাহা শুষ্ক তাহা পত্রাবৃত ও মধুস্রাবী হইল। বানরগণ স্বপুণ্যবলে স্বর্গগত লোকের ন্যায় অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া, ঐ সমস্ত বৃক্ষের ফলমূল ইচ্ছানুরূপ আহার করিতে লাগিল।

ষড়্‌বিংশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর রাম সুগ্রীবাদির তুষ্টিসাধনের জন্য কিরূপ অনুষ্ঠান আবশ্যক তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ ধীমান সমস্ত কর্তব্য স্থির করিয়া, বানরগণের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক হনুমানকে কহিলেন, বীর! তুমি এ স্থান হইতে শীঘ্র অযোধ্যায় গিয়া জান রাজপুরীর সকলে কুশলে আছেন কি না এবং শৃঙ্গবেরপুরে গমনপূর্বক বনবাসী নিষাদপতি গুহকে আমার বাক্যক্রমে আমার কুশল জানাইও। তিনি আমার সদৃশ ও সখা। তিনি আমাকে বীতক্লেশ, অরোগী ও কুশলী শুনিলে প্রীত হইবেন এবং তোমাকে ভরতের বার্তা জ্ঞাপনপূর্বক অযোধ্যার পথ দেখাইয়া দিবেন। পরে তুমি অযোধ্যায় গিয়া ভরতকে জানকী লক্ষ্মণ ও আমার কুশল জানাইয়া কহিও, আমি পূর্ণকাম হইয়াছি। পরে রাবণের সীতাহরণ, সুগ্রীবের সহিত পরিচয়, বালীবধ, সমুদ্র উল্লঙ্ঘন, সীতার অন্বেষণ, সসৈন্যে সমুদ্রতীরে গমন, সমুদ্রদর্শন, সেতুনির্মাণ, রাবণবধ, ইন্দ্র ও ব্রহ্মার বরপ্রদান, শঙ্করপ্রসাদে পিতৃসমাগম এবং অযোধ্যার নিকট আগমন এই সমস্ত কথা ভরতকে আনুপূর্বিক কহিও। আরও বলিও, রাম শত্রুগণকে পরাজয় ও উৎকৃষ্ট যশোলাভ করিয়া, বিভীষণ সুগ্রীব ও অন্যান্য মহাবল মিত্রের সহিত আসিতেছেন, এই সংবাদ পাইলে ভরতের যেরূপ মুখাকার হয় তাহা এবং আমার প্রতি তাঁহার কিরূপ মনের ভাব তাহাও জানিও। তিনি কি করিতেছেন এবং তাঁহার আকার-ইঙ্গিতই বা কিরূপ ইহা মুখ, বর্ণ, দৃষ্টি ও বাক্যালাপে যথার্থতঃ জানিয়া আইস। দেখ, হস্ত্যশ্বপূর্ণ সুসমৃদ্ধ পৈতৃক রাজ্য কাহার না মনের ভাব পরিবর্ত করিয়া দেয়। যদি শ্রীমান ভরত চিরসংস্রব-

নিবন্ধন স্বয়ংই রাজ্যার্থী হইয়া থাকেন, তবে না হয় তিনিই সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন। বীর! আমরা যাবৎ না অযোধ্যার নিকটস্থ হইতেছি এই অবসরেই তুমি ভরতের বুদ্ধি ও চেষ্টা সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া শীঘ্র আইস।

হনুমান এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র মনুষ্যমূর্তি ধারণপূর্বক অবিলম্বে অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। যেমন বিহগরাজ গরুড় সর্প ধরিবার জন্য বেগে গমন করেন তিনি সেইরূপ বেগে চলিলেন। ঐ মহাবীর পক্ষিগণের সঞ্চারক্ষেত্র অন্তরীক্ষ দিয়া গঙ্গাযমুনার ভীম সমাগমস্থান অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবের পুরে নিষাদরাজ গুহের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে হৃষ্টমনে মধুরবাক্যে কহিলেন, নিষাদরাজ! তোমার সখা রাম জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত তোমাকে কুশল জানাইয়াছেন। তিনি মহর্ষি ভরদ্বাজের বাক্যে তাঁহার আশ্রমে আজ পঞ্চমীর রাত্রি যাপন করিয়া কল্য প্রাতে তাঁহারই আদেশে তোমায় এই স্থানেই দেখিতে আসিবেন। হনুমান নিষাদরাজ গুহকে এই বলিয়া পুলকিত দেহে মহাবেগে চলিলেন। গতিপথে পরশুরামতীর্থ, বালুকিনী, বরূথী ও গোমতী নদী এবং ভীষণ শালবন, প্রশস্ত জনপদ ও বহুসংখ্য লোক তাঁহার চক্ষে পড়িতে লাগিল। তিনি ক্রমশঃ অতি দূরপথ অতিক্রম করিয়া নন্দিগ্রামের প্রান্তস্থ কুসুমিত বৃক্ষের সন্নিহিত হইলেন। ঐ সমস্ত বৃক্ষ কুবেরোদ্যান চৈত্ররথের বৃক্ষবৎ সুদৃশ্য। অনেকানেক স্ত্রীলোক পুত্রপৌত্রের সহিত ঐ সকল বৃক্ষের পুষ্প চয়ন করিতেছে।

অনন্তর হনুমান অযোধ্যার ক্রোশমাত্র ব্যবধানে এক আশ্রমমধ্যে ভরতকে দেখিতে পাইলেন। ভরত ভ্রাতৃবিচ্ছেদে কৃশ চীরচর্মধারী জটাজুটমণ্ডিত মললিপ্ত-দেহ ফলমূলাশী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ধর্মাচরণ করিতেছেন। ঐ ব্রহ্মর্ষিসমতেজস্বী রাজকুমার তপস্বী হইয়া ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন আছেন এবং রামের পাদুকাযুগল সম্মুখে রাখিয়া পৃথিবী শাসন ও বর্ণচতুষ্টয়কে নানারূপ ভয়-বিপদে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার নিকট অমাত্য ও শুদ্ধস্বভাব পুরোহিত এবং সেনাধ্যক্ষেরা কাষায় বস্ত্র ধারণপূর্বক উপবিষ্ট। ফলতঃ তৎকালে ঐ কৃষ্ণাজিনধারী রাজকুমারকে ছাড়িয়া ধর্মবৎসল পুরবাসিগণের সুখভোগে কিছুমাত্র স্পৃহা ছিল না। ধর্মশীল ভরত মূর্তিমান ধর্মের ন্যায় আসীন। হনুমান উঁহার নিকটস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, রাজন্! তুমি যে দণ্ডকারণ্যবাসী জটাচীরধারী রামের জন্য এইরূপ শোক করিতেছ তিনি তোমায় কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমাকে কোন সুসংবাদ দিবার জন্য আইলাম, তুমি এই দারুণ শোক পরিত্যাগ কর। রামের সহিত অচিরাৎ তোমার সাক্ষাৎ হইবে। তিনি রাবণকে বধ ও জানকীকে উদ্ধার করিয়া পূর্ণমনোরথে মহাবল মিত্রগণ ও তেজস্বী লক্ষ্মণের সহিত আগমন করিতেছেন এবং সুররাজ ইন্দ্রের সহিত যেমন শচী আইসেন সেইরূপ যশস্বিনী জানকী তাঁহার সহিত আসিতেছেন।

ভরত এই কথা শুনিবামাত্র হর্ষে সহসা মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে ক্ষণকালমধ্যে গাত্রোত্থানপূর্বক আশ্বস্ত হইয়া, ঐ প্রিয়বাদী হনুমানকে গৌরবে আলিঙ্গন এবং প্রীতি ও হর্ষের স্থূল অশ্রুবিন্দু দ্বারা উঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া কহিলেন, সাধো! তুমি দেবতা বা মনুষ্যই হও আমার প্রতি কৃপা করিয়া এই স্থানে আসিয়াছ। তুমি আমায় যে সুসংবাদ প্রদান করিলে ইহার অনুরূপ আমি তোমাকে কি দিব। তুমি লক্ষ গো, এক শত গ্রাম এবং ষোলটি কন্যা গ্রহণ কর। ঐ সমস্ত কন্যা কুণ্ডলালঙ্কৃত সুসজ্জিত স্বর্ণবর্ণ ও শুভাচারী। উহাদের নাসিকা ও উরু সুদৃশ্য, মুখ চন্দ্রের ন্যায় সৌম্যদর্শন এবং উহারা উত্তম জাতি ও

উত্তমকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। তৎকালে ভরত হনুমানের মুখে রামের আগমন-সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য অতিশয় উৎসুক হইলেন।

সপ্তবিংশাধিকশততম সর্গ ॥ ভরত কহিলেন, বহুকাল যিনি বনে গিয়াছেন, আমার সেই প্রভুর প্রীতিকর কথা আজ আমি শুনিতে পাইব। মনুষ্য প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলে শত বৎসর পরেও আনন্দলাভ করে, এই যে লৌকিক প্রবাদ আছে, ইহা যথার্থ। এক্ষণে তুমি এই কুশাসনে উপবেশন কর এবং বল, কোথায় ও কোন সূত্রে বানরগণের সহিত রামের সমাগম হইয়াছিল।

তখন হনুমান উপবিষ্ট হইয়া রামের সমস্ত আরণ্যবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কহিলেন, দেব! তোমার জননীর দুইটি বরলাভের কথা তুমি অবশ্যই জান, সেই সূত্রে রাম নির্বাসিত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার বিয়োগ-শোকে রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে, দূত গিয়া রাজগৃহ হইতে শীঘ্র তোমায় আনয়ন করে। তুমি অযোধ্যায় আসিয়া রাজ্যগ্রহণে অনিচ্ছু হও এবং সজ্জনাচরিত ধর্মের অনুবর্তী হইয়া রামকে আনিবার জন্য চিত্রকূটে যাও। পরে রাম পিতৃনিদেশ রক্ষার্থ রাজ্য অস্বীকার করিলে তুমি তাঁহার পাদুকাযুগল লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হও। রাজকুমার! এই পর্যন্তই তুমি জান ; পরে কি হইয়াছিল, শুন। তোমার গমনে চিত্রকূট পর্বতের সেই বন অত্যন্ত উপদ্রুত এবং তত্রত্য মৃগপক্ষিগণ যারপরনাই আকুল হইয়াছিল। পরে রাম তথা হইতে সিংহব্যাঘ্রসঙ্কুল করিদলিত ঘোর বিজন দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত সেই নিবিড় বনে প্রবেশ করিলে মহাবল বিরাধ ঘোর নিনাদে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে ঊর্ধ্ববাহু ও অধোমুখ হইয়া হস্তীর ন্যায় চিৎকার করিতে-ছিল, রাম তাহাকে তুলিয়া একটা গর্তে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি যে দিন ঐ দুষ্কর কার্য সাধন করেন সেই দিনই সায়াহ্নে মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রমে উপস্থিত

হন। পরে শরভঙ্গ দেহত্যাগ করিলে রাম তত্রত্য সমস্ত ঋষিকে অভিবাদনপূর্বক জনস্থানে যাত্রা করেন। তথায় বাস করিবার কালে জনস্থাননিবাসী চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তিনি একাকী দিবসের চতুর্থভাগে ঐ সমস্ত তপোবিঘ্নকারী মহাবল মহাবীর্য রাক্ষসের সহিত খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে বিনাশ করেন। ঐ জনস্থানে রাবণের ভগিনী শূর্পণখা রামের নিকট আসিয়াছিল। লক্ষ্মণ তাঁহার আদেশে উত্থিত হইয়া সহসা খড়্গ দ্বারা উহার নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া দেন। বালা শূর্পণখা এই নাসাকর্ণ ছেদনে অতিমাত্র কাতর হইয়া রাবণের নিকট উপবিষ্ট হয়। পরে রাবণের অনুচর মারীচ মায়াবলে রত্নময় মৃগ হইয়া জানকীরে প্রলোভিত করিয়াছিল। জানকী ঐ মৃগটি দেখিয়া রামকে কহিলেন. ধর, উহাকে ধরিতে পারিলে আমাদের আশ্রমের শোভা বৃদ্ধি হইবে। তখন রাম শরাসনহস্তে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং এক শরে উহাকে সংহার করিলেন। রাম যখন এইরূপ মৃগয়ায় নির্গত ও লক্ষ্মণও তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হন সেই সময়ে রাবণ উঁহাদের আশ্রমে আইসে এবং অন্তরীক্ষে গ্রহ যেমন রোহিণীকে, সেইরূপ জানকীকে বলপূর্বক গ্রহণ করে। গৃধ্ররাজ জটায়ু জানকীর রক্ষার্থী হইয়া উহার গতিরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাবণ তাঁহার বধ সাধনপূর্বক জানকীরে শীঘ্র লইয়া যায়। ঐ সময় কতগুলি পর্বতাকার বানর গিরিশিখরে বসিয়াছিল। তাহারা বিস্ময়বিস্ফার নেত্রে দেখিল রাবণ সীতাকে লইয়া যাইতেছে। পরে রাবণ মনোবৎবেগগামী বিমান দ্বারা শীঘ্র লঙ্কায় প্রবেশ করে এবং স্বর্ণপ্রাকারবেষ্টিত সুপ্রশস্ত সুন্দর গৃহে সীতাকে রাখিয়া নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করে। কিন্তু অশোকবনবাসিনী জানকী উহার কথা ও উহাকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন।

এদিকে রাম বনমধ্যে সেই স্বর্ণমৃগকে বধ করিয়া ফিরিলেন। তিনি আসিয়া পিতৃবন্ধু জটায়ুর বিনাশদর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত হন। পরে তিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত জানকীর অন্বেষণে নির্গত হইয়া গোদাবরীতট ও কুসুমিত বনবিভাগ পর্যটনপূর্বক কবন্ধকে দেখিতে পান এবং ঐ কবন্ধের বাক্যে ঋষ্যমূক পর্বতে গিয়া সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আলাপ পরিচয়ের পূর্বেই দৃষ্টিমাত্র সুগ্রীব ও রামের একটি হৃদয়গত প্রীতি জন্মিয়াছিল ; পরে সাক্ষাতে তাহা আরও প্রগাঢ় হইল। সুগ্রীব ভ্রাতৃক্রোধে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন, রাম বাহুবলে মহাকায় মহাবল বালীকে বিনাশ করিয়া তাঁহাকে রাজ্য দেন ; এবং সুগ্রীবও তাঁহার নিকট জানকীর অন্বেষণে অঙ্গীকার করেন।

অনন্তর দশ কোটি বানর সুগ্রীবের আদেশে চতুর্দিকে নির্গত হইল। আমরা বিন্ধ্য পর্বতের এক গহ্বর হইতে বাহির হইবার পথ না পাইয়া অত্যন্ত শোকাকুল হই এবং তন্নিবন্ধন তন্মধ্যে আমাদের অনেকটা বিলম্ব হয়। ঐ স্থানে জটায়ুর ভ্রাতা মহাবল সম্পাতি বাস করিতেন। রাবণের আলয়ে যে সীতা আছেন তৎকালে তিনিই তাহা আমাদিগকে বলিয়া দেন। পরে আমি দুঃখার্ত বানরগণের দুঃখ দূর করিয়া স্ববীর্যে শতযোজন সমুদ্র পার হই এবং লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া অশোকবনে কৌষেয়বসনা মলিনা জানকীকে দেখিতে পাই। তিনি পাতিব্রত্যে রক্ষিত হইয়া নিরানন্দে একাকী আছেন। পরে আমি তাঁহার নিকটস্থ হইয়া রামনামাঙ্কিত এক অঙ্গুরীয় তাঁহাকে অভিজ্ঞান দেই এবং আমি তাঁহার নিকট চূড়ামণি অভিজ্ঞানস্বরূপ গ্রহণপূর্বক কৃতকার্য হইয়া আসি। রাম ঐ জ্যোতিষ্মান মণি এবং জানকীর সংবাদ পাইয়া আতুর যেমন অমৃতপানে জীবিত হয় সেইরূপ

জীবিত হইলেন ; এবং প্রলয়কালে বিশ্বদাহে প্রবৃত্ত হুতাশনের ন্যায় লঙ্কাপুরী ছারখার করিবার জন্য সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিলেন। পরে সমুদ্রে উপস্থিত হইয়া নল তাঁহার আদেশে সেতু প্রস্তুত করেন। বানরসৈন্য ঐ সেতু দিয়া সমুদ্র পার হয়। পরে ঘোরতর যুদ্ধ। নীল প্রহস্তকে, লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে এবং রাম কুম্ভকর্ণ ও রাবণকে বধ করেন। পরে ইন্দ্র, যম, বরুণ, শিব ও ব্রহ্মা এবং স্বয়ং রাজা দশরথের সহিত রামের সাক্ষাৎ হয়। দেবগণ এবং ঋষি ও দেবর্ষিগণ প্রীতি-ভরে উঁহাকে বরদান করেন। অনন্তর রাম বানরগণের সহিত পুষ্পক রথে উঠিয়া কিষ্কিন্ধায় আইসেন। এক্ষণে তিনি পুনরায় জাহ্নবীতে আসিয়া ভরদ্বাজাশ্রমে বাস করিতেছেন। কাল পুষ্যা-নক্ষত্রযোগ, কাল তুমি তাঁহাকে নিরাপদে দেখিতে পাইবে।

তখন ভরত হনুমানের এই মধুর বাক্যে হৃষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হা! এত দিনের পর আমার মনোরথ পূর্ণ হইল।

অষ্টাবিংশাধিকশততম সর্গ ॥ ভরত হনুমানের মুখে এই সুখের কথা শুনিয়া হৃষ্টমনে শত্রুঘ্নকে কহিলেন, এক্ষণে সকলে শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া বাদ্যভাণ্ড বাদন-পূর্বক গন্ধমাল্য দ্বারা কুলদেবতা ও নগরের চৈত্যস্থানসকল অর্চনা করুক। স্তুতিশাস্ত্রজ্ঞ সূত, বৈতালিক, বাদক ও গণিকারা রামকে দেখিবার জন্য নির্গত হউক। রাজমাতৃগণ, অমাত্য, বেতনভুক সৈন্য, আটবিক সৈন্য, স্ত্রীলোক, নানা-জাতীয় গণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শ্রেণী-প্রধানেরা রামের মুখচন্দ্র দেখিবার জন্য নির্গত হউন।

অনন্তর শত্রুঘ্ন বহুসংখ্য ভৃত্যকে বহু অংশে বিভাগপূর্বক আদেশ করিলেন, তোমরা এই নন্দিগ্রাম হইতে অযোধ্যা পর্যন্ত নিম্ন ও উচ্চস্থল সকল সমভূমি করিয়া দেও, রাজপথ হিমশীতল জলে সেক কর, সকল স্থানে পুষ্প ও লাজবৃষ্টি-

পূর্বক পতাকা তুলিয়া দেও, গৃহ সুসজ্জিত কর, মাল্য, শোভনবর্ণ পুষ্প ও পঞ্চবর্ণের দ্রব্য বিরলভাবে রচনা করিয়া রাজপথ অলংকৃত কর। দেখ, কল্য সূর্যোদয়ের মধ্যে যেন এই সমস্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অনন্তর পরদিন প্রত্যুষে শত্রুঘ্নের আদেশে ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, অর্থসাধক, অশোক, মন্ত্রপাল ও সুমন্ত্র বহির্গত হইলেন। বহুসংখ্য বীর ধ্বজদণ্ড-শোভিত সুসজ্জিত মত্ত হস্তী, স্বর্ণরজ্জুবদ্ধ করিণী, অশ্ব ও রথে আরোহণপূর্বক যাত্রা করিল। অনেক অশ্বারোহী ও পদাতি শক্তি ঋষ্টি ও পাশধারণপূর্বক নির্গত হইল। পরে রাজা দশরথের পত্নীগণ দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে অগ্রে লইয়া যানযোগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ধর্মশীল ভরত ব্রাহ্মণ, শ্রেণীপ্রধান, বণিক ও মাল্য-মোদকধারী মন্ত্রিগণের সহিত যাত্রা করিলেন। তিনি রামের আগমনে যারপরনাই হৃষ্ট। বন্দিগণ তাঁহার স্তুতিগান করিতে লাগিল, শঙ্খভেরী বাদিত হইতে লাগিল। ভরত উপবাসে কৃশ, তাঁহার পরিধান চীরবস্ত্র ও কৃষ্ণাজিন, তিনি মস্তকে আর্য রামের পাদুকাযুগল গ্রহণপূর্বক শুক্লমাল্যশোভিত শ্বেতছত্র এবং রাজযোগ্য স্বর্ণখচিত শ্বেতচামর লইয়া নির্গত হইলেন। অশ্বের ক্ষুরশব্দ, হস্তীর বৃংহিত, রথের ঘর্ঘরধ্বনি ও শঙ্খদুন্দুভিরবে পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় যেন সমস্ত নন্দিগ্রামই রামের অনুগমন করিতে লাগিল।

অনন্তর ভরত হনুমানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক কহিলেন, তুমি ত বানরজাতিসুলভ চাপল্যে মিথ্যা কও নাই। কৈ, আমি ত আর্য রামকে এবং কামরূপী বানরগণকে দেখিতেছি না?

হনুমান কহিলেন, মহর্ষি ভরদ্বাজ ইন্দ্রের বরে প্রভাববান। তিনি নানা উপচারে রাম ও তাঁহার অনুযাত্রিকগণের আতিথ্য করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারই প্রসাদে অযোধ্যার গন্তব্য পথের বৃক্ষসকল মধুস্রাবী ফলপুষ্পপূর্ণ ও উন্মত্ত-ভ্রমরঝঙ্কারে নিনাদিত। ঐ শুন বানরগণের ভীষণ কোলাহল। বোধহয়, তাহারা এক্ষণে গোমতী পার হইতেছে। ঐ শালবনের নিকট ধূলিজাল উড্ডীন দেখা যায়। বোধহয় বানরগণ ঐ বনে প্রবেশপূর্বক তাহা আলোড়িত করিতেছে। ঐ দেখ দূরে চন্দ্রাকার দিব্য বিমান। উহা বিশ্বকর্মার মানসী সৃষ্টি। মহাত্মা রাম রাবণকে সবান্ধবে বিনাশ করিয়া উহা অধিকার করিয়াছেন। কুবের ব্রহ্মার প্রসাদে ঐ বিমান লাভ করেন। উহা প্রাতঃসূর্যসদৃশ। এক্ষণে রাম, লক্ষ্মণ, জানকী, সুগ্রীব ও বিভীষণ উহাতেই আগমন করিতেছেন।

ঐ সময় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মুখে কেবল ঐ রাম ঐ রাম এই শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। উহাদের হর্ষধ্বনি আকাশ ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। সকলে যানবাহন হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া অন্তরীক্ষে যেমন চন্দ্রকে নিরীক্ষণ করে সেইরূপ বিমানস্থ রামকে দেখিতে লাগিল। ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক পুলকিত মনে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। স্থূলায়তলোচন রাম বিমানোপরি বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তিনি সুমেরুশিখরস্থ প্রাতঃসূর্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। ভরত তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

অনন্তর রামের অনুজ্ঞায় ঐ হংসশোভিত বেগবান বিমান ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইল। রাম উহাতে ভরতকে উঠাইয়া লইলেন। ভরত হৃষ্ট হইয়া পুনর্বার তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। বহুদিনের পর রামের সহিত তাঁহার দেখা-সাক্ষাৎ, রাম তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া হৃষ্টমনে আলিঙ্গন করিলেন। পরে ভরত প্রণত লক্ষ্মণকে

সাদর সম্ভাষণপূর্বক প্রীতমনে জানকীকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর সুগ্রীব, জাম্ববান, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, ঋষভ, সুষেণ, নল, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, শরভ ও পনসকে আনুপূর্বিক আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। মনুষ্যরূপী বানরেরাও পুলকিত মনে তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিল।

অনন্তর ধার্মিকবর রাজকুমার ভরত সুগ্রীবকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন, বীর! আমাদের চারি ভ্রাতার মধ্যে তুমি পঞ্চম। সৌহার্দ্যবশতঃ মিত্রত্ব জন্মে, আর অপকার শত্রুতার চিহ্ন। তুমি আমাদিগের পরম মিত্র। পরে তিনি বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আর্য রাম ভাগ্যক্রমেই তোমার সহায়তা পাইয়া অতি দুষ্কর কার্য সাধন করিয়াছেন।

ঐ সময় শত্রুঘ্ন রাম ও লক্ষ্মণকে অভিবাদনপূর্বক বিনীতভাবে জানকীর পাদবন্দনা করিলেন। অনন্তর রাম শোককৃশা বিবর্ণা জননী কৌশল্যার সন্নিহিত হইয়া তাঁহার হর্ষবর্ধন ও পাদবন্দন করিলেন। পরে সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও অন্যান্য মাতৃগণকে অভিবাদন করিয়া পুরোহিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। নগরবাসীরা কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন করিতে লাগিল। তৎকালে তাহাদের ঐ সমস্ত অঞ্জলি বিকসিত পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ইত্যবসরে ধর্মশীল ভরত স্বয়ং সেই দুইখানি পাদুকা লইয়া রামের পদে পরাইয়া দিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, আর্য! আপনি যে রাজ্য ন্যাস-স্বরূপ আমার হস্তে দিয়াছিলেন, আমি তাহা আপনাকে অর্পণ করিলাম। যখন আমি মহারাজকে অযোধ্যায় পুনরাগত দেখিতেছি তখন আজ আমার জন্ম সার্থক ও ইচ্ছা পূর্ণ হইল। এক্ষণে আপনি ধনাগার, কোষ্ঠাগার, গৃহ, সৈন্য সমস্তই পর্যবেক্ষণ করুন। আমি আপনারই তেজঃপ্রভাবে সমস্ত বিভব দশগুণ বৃদ্ধি করিয়াছি।

ভ্রাতৃবৎসল ভরতের এই কথা শুনিয়া বানরগণ ও বিভীষণের অশ্রুপাত হইল। পরে রাম হর্ষভরে ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া বিমানযোগে সসৈন্যে তাঁহার আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং বিমান হইতে সকলের সহিত অবতরণপূর্বক কহিলেন, বিমান! আমি তোমাকে অনুজ্ঞা দিতেছি, তুমি প্রতিগমন করিয়া যক্ষেশ্বর কুবেরকে পূর্ববৎ বহন কর।

বিমান এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র উত্তরদিকে অলকার অভিমুখে মহাবেগে প্রস্থান করিল। পরে ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির পাদবন্দন করেন সেইরূপ আত্মসম পুরোহিত বশিষ্ঠের পাদবন্দন করিয়া পৃথক আসনে তাঁহার সহিত উপবিষ্ট হইলেন।

একোনত্রিংশাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর ভরত মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্বক জ্যেষ্ঠ রামকে কহিলেন, আর্য ! আপনি বনবাস স্বীকার করিয়া আমার জননীর মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন এবং আমাকেও রাজ্য দিয়াছেন। আপনি যেমন আমাকে রাজ্য দিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ পুনর্বার তাহা আপনাকে দিতেছি। মহাবল সহায়নিরপেক্ষ বৃষ যে ভার বহন করিয়াছে আমি বালবৎস বড়বার ন্যায় দুর্বল হইয়া তাহা বহিতে উৎসাহী নহি। প্রবল স্রোতোবেগে সেতুকে বন্ধন করা যেমন দুঃসাধ্য এই রাজ্যচ্ছিদ্র সংবৃত রাখা আমার পক্ষে সেইরূপই দুঃসাধ্য হইয়াছে। গর্দভ যেমন অশ্বের এবং কাক যেমন হংসের গতিলাভ করিতে পারে না সেইরূপ আমিও আপনার পন্থা অনুসরণ করিতে পারি না। গৃহের উদ্যানে একটি বৃক্ষ রোপিত ও বর্ধিত হইয়াছে। ঐ বৃক্ষ ফলবান না হইয়া যদি পুষ্পিতাবস্থায় বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ফললাভের উদ্দেশে তাহা রোপণ করিয়াছিল তাহার সমস্ত প্রয়াসই ব্যর্থ হয়। আর্য! আপনি প্রভু, আমরা আপনার অনুরক্ত ভৃত্য, যদি আপনি আমাদিগকে শাসন না করেন তাহা হইলে এই উপমা আপনাতে সম্যক বর্তিতে পারে। আজ জগতের সমস্ত লোক আপনাকে অভিষিক্ত ও মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের ন্যায় দীপ্ততেজ ও প্রতাপশালী নিরীক্ষণ করুক। আপনি তূর্যনিনাদ কাঞ্চী ও নূপুর রব এবং মধুর গীতিশব্দে নিদ্রিত ও জাগরিত হউন। যাবৎ চন্দ্রসূর্য উদয় হইবে সেই অবধি এই পৃথিবী যে পর্যন্ত বিস্তীর্ণ তাবৎ স্থানের রাজাধিরাজ হইয়া থাকুন।

তখন রাম ভরতের এই প্রার্থনায় সম্মত হইলেন এবং এক উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর শ্মশ্রুচ্ছেদক সুখদহস্ত নিপুণ নাপিতেরা শত্রুঘ্নের আদেশে রামকে বেষ্টন করিল। সর্বাগ্রে ভরত, লক্ষ্মণ, কপিরাজ সুগ্রীব ও রাক্ষসাধিপতি বিভীষণ স্নান করিলেন। পরে রাম জটাজূট মুণ্ডন ও স্নান করিয়া বিচিত্র মাল্য অনুলেপন ও মহামূল্য বসন ধারণপূর্বক অপূর্ব শ্রীসৌন্দর্যে বিরাজ করিতে লাগিলেন। শত্রুঘ্ন স্বহস্তে রাম ও লক্ষ্মণের বেশ রচনা করিলেন। রাজা দশরথের পত্নীগণ জানকীরে অলঙ্কৃত করিলেন এবং পুত্রবৎসলা দেবী কৌশল্যা সমস্ত বানরস্ত্রীকে প্রীতমনে অতি যত্নে সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে সারথি সুমন্ত্র শত্রুঘ্নের বাক্যে সর্বাঙ্গশোভন রথ যোজনা করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাম ঐ সূর্যাগ্নিবৎ উজ্জ্বল দিব্য রথে আরোহণ করিলেন। ইন্দ্রের ন্যায় সুকান্তি সুগ্রীব ও হনুমান কৃতস্নান হইয়া শুচির বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট কুণ্ডল ধারণপূর্বক চলিলেন। সুগ্রীবের পত্নীগণ ও সীতা অযোধ্যা নগরী দর্শনে একান্ত উৎসুক হইয়া সুবেশে যাত্রা করিলেন।

এদিকে অশোক, বিজয় ও সিদ্ধার্থ প্রভৃতি রাজমন্ত্রিগণ কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে মধ্যবর্তী করিয়া রামের অভ্যুদয় ও নগরের শ্রীবৃদ্ধিসাধনার্থ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা ভৃত্যগণকে কহিলেন, তোমরা রামের অভিষেক সম্পাদনের জন্য মঙ্গলাচারপূর্বক সমস্ত কার্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। উঁহারা ভৃত্যগণকে এইরূপ আদেশ দিয়া রামকে দেখিবার জন্য শীঘ্র নির্গত হইলেন।

এদিকে রাম রথারোহণপূর্বক ইন্দ্রবৎ প্রভাবে নগরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ভরত অশ্বের রশ্মি ও শত্রুঘ্ন ছত্র ধারণ করিলেন। লক্ষ্মণ তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। বিভীষণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া জ্যোৎস্নাধবল শ্বেতচামর গ্রহণ করিলেন এবং ঋষি ও দেবগণ মধুর কণ্ঠে স্তুতিগান করিতে লাগিলেন।

কপিরাজ সুগ্রীব শত্রুঞ্জয় নামক এক পর্বতাকার হস্তীর উপর আরোহণ করিয়াছেন। বানরগণ মনুষ্যমূর্তিতে নানারূপ আভরণ ধারণপূর্বক হস্তিপৃষ্ঠে উঠিয়াছে। রাম স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবে পরিবৃত হইয়া হর্ম্যশ্রেণীশোভিত অযোধ্যার অভিমুখে চলিলেন। তৎকালে শঙ্খধ্বনি ও দুন্দুভিরব হইতে লাগিল। পুরবাসিগণ দেখিল, রাম দিব্য শ্রীসৌন্দর্যে সুশোভিত হইয়া অনুযাত্রিকগণের সহিত রথে আগমন করিতেছেন। উহারা জয়াশীর্বাদপূর্বক তাঁহার সম্বর্ধনা করিতে লাগিল। রামও মর্যাদানুসারে উহাদিগকে সমাদর করিতে লাগিলেন। উহারা ভ্রাতৃগণ-পরিবৃত রামের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। নক্ষত্রসমূহে চন্দ্রের যেমন শোভা হয় সেইরূপ রাম অমাত্য ব্রাহ্মণ ও প্রকৃতিগণে বেষ্টিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন। বাদকেরা তূরী তাল ও স্বস্তিক বাদনপূর্বক হৃষ্টমনে মঙ্গলধ্বনি করিয়া উঁহার অগ্রে অগ্রে চলিল। অনেকে মঙ্গলার্থ ধেনু, হরিদ্রামিশ্রিত অক্ষত ও মোদক লইয়া চলিল এবং অগ্রে অগ্রে বহুসংখ্য কন্যা ও ব্রাহ্মণও গমন করিতে লাগিল। প্রস্থানকালে রাম মন্ত্রিগণের নিকট সুগ্রীবের সখ্য হনুমানের প্রভাব ও অন্যান্য বানরের বীরকার্য উল্লেখ করিতে লাগিলেন। অযোধ্যাবাসীরা বানরগণের বীরত্ব ও রাক্ষসগণের অদ্ভুত পরাক্রমের কথা শুনিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইল। দিব্যশ্রীসম্পন্ন রাম এই সমস্ত বর্ণন করিতে করিতে বানরগণের সহিত হৃষ্টপুষ্ট লোকে পরিপূর্ণ অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করিলেন এবং পূর্বপুরুষগণের অধ্যুষিত রমণীয় পিতৃগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর তিনি ধর্মশীল ভরতকে মধুর বাক্যে কহিলেন, তুমি সুগ্রীব প্রভৃতি সুহৃদগণকে পিতৃভবনে লইয়া গিয়া কৌশল্যা সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে অভিবাদন করাইয়া আন। আর আমার সেই অশোকবনশোভিত বৈদূর্যখচিত সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদে সুগ্রীবের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দেও।

ভরত রামের এই আদেশ পাইয়া সুগ্রীবের হস্তাবলম্বনপূর্বক নির্দিষ্ট আলয়ে প্রবেশ করিলেন। পরে ভৃত্যেরা শত্রুঘ্নের নিয়োগক্রমে তৈল প্রদীপ পর্যঙ্ক ও আস্তরণ লইয়া শীঘ্র ঐ গৃহে গমন করিল। অনন্তর শত্রুঘ্ন কপিরাজ সুগ্রীবকে কহিলেন, প্রভো! আপনি আ রামের অভিষেকার্থ দূত নিয়োগ করুন। এক্ষণে চতুঃসাগরের জল আহরণ করা আবশ্যক হইতেছে। তখন সুগ্রীব হনুমান জাম্ববান প্রভৃতি চারিজন বীরের হস্তে রত্নখচিত চারিটি কলস দিয়া কহিলেন, তোমরা এই সমস্ত কলসে চতুঃসাগরের জল লইয়া যাহাতে প্রত্যূষে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার তাহাই কর।

কুঞ্জরাকার বানরগণ সুগ্রীবের আজ্ঞামাত্র বিহগরাজ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে আকাশপথে যাত্রা করিল। জাম্ববান, হনুমান, বেগদর্শী ও ঋষভ ইঁহারা কলসে জল লইয়া উপস্থিত হইলেন। পাঁচ শত নদীর জল আহৃত হইল। মহাবল সুষেণ পূর্বসাগর হইতে এবং ঋষভ দক্ষিণসমুদ্র হইতে জল আনয়ন করিলেন। গবয় পশ্চিমসমুদ্র হইতে স্বর্ণকলসে রক্তচন্দন ও কর্পূর-সুবাসিত জল আনয়ন করিলেন। ধর্মশীল গুণবান অনিল উত্তরসমুদ্র হইতে জল আনয়ন করিলেন। তখন শত্রুঘ্ন বানরগণের প্রযত্নে জল আহৃত দেখিয়া মন্ত্রিগণের সহিত সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত বশিষ্ঠ ও সুহৃদ্‌গণকে কহিলেন, আপনারা এক্ষণে আর্য রামের অভিষেকসাধনে প্রবৃত্ত হউন।

অনন্তর বৃদ্ধ বশিষ্ঠ অন্যান্য ব্রাহ্মণের সহিত যত্নবান হইয়া জানকী ও রামকে রত্নপীঠে উপবেশন করাইলেন। পরে তিনি এবং বিজয়, জাবালি, কাশ্যপ, কাত্যায়ন,

গৌতম ও বামদেব—ইঁহারা বসুগণ যেমন ইন্দ্রকে অভিষেক করিয়াছিলেন সেইরূপ সুগন্ধি ও স্বচ্ছ সলিলে রামকে অভিষেক করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাদের নিয়োগে প্রথমে ঋত্বিক, ব্রাহ্মণ, ষোলটি কন্যা, মন্ত্রী, যোদ্ধা ও বণিকেরা হৃষ্টমনে রামকে সর্বৌষধিরসে অভিষেক করিলেন। লোকপালগণ সমস্ত দেবতার সহিত অন্তরীক্ষে অবস্থানপূর্বক তাঁহাকে অভিষেক করিতে লাগিলেন। পরে বশিষ্ঠ স্বর্ণখচিত ও রত্নমণ্ডিত সভামধ্যে রত্নপীঠে রামকে উপবেশন করাইলেন এবং পূর্বকালে মনু যাহা দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার বংশপরম্পরায় রাজগণ যাহা দ্বারা অভিষিক্ত হন মহর্ষি বশিষ্ঠ সেই ব্রহ্মার নির্মিত রত্নশোভিত অত্যুজ্জ্বল কিরীট রামের মস্তকে পরিধান করাইয়া দিলেন। ঋত্বিকেরা তাঁহার সর্বাঙ্গ বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিলেন। শত্রুঘ্ন তাঁহার মস্তকে শ্বেতছত্র এবং সুগ্রীব ও বিভীষণ তাঁহার পার্শ্বে শশাঙ্কধবল শ্বেত চামর ধারণ করিলেন। বায়ু ইন্দ্রদেবের নিয়োগে শতপদ্মগ্রথিত অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণমাল্য এবং সর্বরত্নশোভিত মণিময় মুক্তাহার তাঁহাকে প্রদান করিলেন। দেবগন্ধর্বেরা সঙ্গীত ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। রামের অভিষেককালে ভূমি শস্যবতী বৃক্ষ ফলবান ও পুষ্প সুগন্ধি হইল। রাম ব্রাহ্মণগণকে লক্ষ বৃষ, অশ্ব ও গোদান করিয়া ত্রিংশৎ কোটি সুবর্ণ মহামূল্য আভরণ ও বস্ত্র প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে তিনি সুগ্রীবকে সূর্যরশ্মিবৎ উজ্জ্বল মণিময় স্বর্ণহার, অঙ্গদকে বৈদূর্যখচিত জ্যোৎস্না-নির্মল দুই অঙ্গদ, জানকীকে মণিমণ্ডিত জ্যোৎস্নাধবল মুক্তাহার নির্মল বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রদান করিলেন। জানকী কণ্ঠ হইতে সেই হার খুলিয়া পূর্বোপকার স্মরণপূর্বক হনুমানকে প্রদান করিতে অভিলাষী হইলেন এবং বানরগণ ও রামের প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে রাম তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, জানকি! তুমি যাহার প্রতি পরিতুষ্ট আছ তাহাকেই এই হার প্রদান কর। তখন জানকী যাহাতে তেজ ধৈর্য যশ সরলতা সামর্থ্য বিনয় নীতি পৌরুষ বিক্রম ও বুদ্ধি এই সমস্ত বিদ্যমান সেই হনুমানকে ঐ হার প্রদান করিলেন। পর্বত যেমন জ্যোৎস্নাবৎ শ্বেত মেঘে শোভিত হয় সেইরূপ হনুমান ঐ হারে শোভিত হইলেন। পরে অন্যান্য বানরবৃদ্ধ ও বানরগণ মর্যাদানুসারে বসনভূষণে সমাদৃত হইতে লাগিল। রাম বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান প্রভৃতি সর্বপ্রধান বীরগণকে বহুসংখ্য ধন রত্ন ও নানাপ্রকার ভোগ্যবস্তু দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন। পরে তিনি মৈন্দ দ্বিবিদ ও নীলকে অত্যুৎকৃষ্ট রত্ন প্রদান করিলেন। এইরূপে সকলে দানমানে পরিতুষ্ট হইয়া মহারাজ রামের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। কপিরাজ সুগ্রীব কিষ্কিন্ধায় যাত্রা করিলেন। ধর্মশীল বিভীষণও স্বরাজ্য লাভ করিয়া সচিব চতুষ্টয়ের সহিত লঙ্কায় প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর উদারস্বভাব নিঃশত্রু ধর্মবৎসল রাম হৃষ্টমনে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! মনু প্রভৃতি পূর্বরাজগণ চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত যে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তুমি আমার সহিত তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হও এবং পূর্বে তাঁহারা যৌবরাজ্যের যে ভার বহন করিয়াছিলেন, তুমিও সেই ভার বহন কর।

লক্ষ্মণ রামের এইরূপ অনুনয় ও নিয়োগবাক্যে কিছুতেই যৌবরাজ্যের ভার গ্রহণে সম্মত হইলেন না। তখন রাম ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন। পরে তিনি পৌণ্ডরীক ও অশ্বমেধ প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞ বারংবার অনুষ্ঠান করিতে

লাগিলেন। তিনি দশসহস্র বৎসর রাজ্যশাসন করেন এবং প্রভূত দক্ষিণা দানপূর্বক দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত ও বক্ষঃস্থল অতি বিশাল। তিনি লক্ষ্মণকে লইয়া পরমসুখে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন এবং পুত্র ভ্রাতা ও বান্ধবগণের সহিত অনেকবার নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে কোন স্ত্রীলোক বিধবা হয় নাই, হিংস্র জন্তুর কোনরূপ উপদ্রব ছিল না এবং ব্যাধিভয়ও নিবারিত ছিল। সমস্ত জনপদ দস্যুভয়শূন্য, কাহারও কোন অনর্থ ঘটিত না এবং বৃদ্ধদিগকে বালকের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করিতে হইত না। তৎকালে সকলেই হৃষ্ট ও সকলেই ধর্মপরায়ণ ছিল। রামের প্রতি স্নেহবশতঃ কেহ কাহারও অনিষ্ট করিবার চেষ্টা পাইত না। লোকসকল সহস্রবর্ষজীবী ও বহু পুত্রে পরিবৃত ছিল। সকলেই নীরোগ ও বিশোক, বৃক্ষে নিয়ত ফলমূল ও পুষ্প জন্মিত। পর্জন্যদেব প্রচুর জল বর্ষণ করিতেন এবং বায়ু অতিমাত্র সুখস্পর্শ ছিল। সকলে স্বকর্মে সন্তুষ্ট হইয়া স্বকর্মেই প্রবৃত্ত হইত। প্রজারা ধর্মপরায়ণ ছিল। কেহই মিথ্যা কহিত না এবং সকলেই সুলক্ষণাক্রান্ত ছিল।

এই প্রাচীন আদিকাব্য মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত। ইহা বেদমূলক ধর্মজনক যশস্কর আয়ুষ্কর ও রাজগণের বিজয়প্রদ। যে ব্যক্তি এই কাব্য সর্বদা শ্রবণ করেন, তিনি বীতপাপ হইয়া থাকেন। এই রামাভিষেকবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে পুত্রার্থী পুত্র এবং ধনার্থী ধন লাভ করে। রাজার পৃথ্বীজয় এবং শত্রুজয় হয়। কৌশল্যা যেমন রামের দ্বারা, সুমিত্রা যেমন লক্ষ্মণের দ্বারা জীবপুত্রা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, এই রামায়ণ শ্রবণ করিলে স্ত্রীলোকেরা সেইরূপ খ্যাতি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি শ্রদ্ধাবান ও বীতক্রোধ হইয়া বাল্মীকির এই মহাকাব্য শ্রবণ করেন, তাঁহার কোন বাধা বিঘ্ন থাকে না। তিনি প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বান্ধবগণের সহিত সুখে কালহরণ করেন এবং রাম হইতে অভীষ্ট বর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কেহ রামায়ণ শ্রবণ করিতেছে, দেবতারা ইহা শুনিলেও প্রীত হন। যাহার গৃহে বিঘ্নকারী ভূতগণ বাস করে, তাহারা বিঘ্নাচরণে বিরত হয়, প্রবাসী সুখ-শান্তি ভোগ করে এবং ঋতুমতী স্ত্রী অত্যুৎকৃষ্ট পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। এই প্রাচীন ইতিহাস পাঠ বা ইহার পূজা করিলে লোকে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং সুদীর্ঘ আয়ু লাভ করে। ক্ষত্রিয়েরা প্রণামপূর্বক ব্রাহ্মণের মুখে নিয়ত ইহা শ্রবণ করিবেন। শ্রবণে ঐশ্বর্য-

লাভ ও পুত্রলাভ হয়। রাম সনাতন বিষ্ণু আদিদেব হরি ও নারায়ণ। এই সম্পূর্ণ রামায়ণ শ্রবণ বা পাঠ করিলে তিনি প্রীত হইয়া থাকেন। এই পুরাবৃত্ত এইরূপ ফলপ্রদ, এক্ষণে তোমাদের মঙ্গল হউক ; মুক্তকণ্ঠে বল বিষ্ণুর বল বর্ধিত হউক। এই রামায়ণ গ্রহণ বা শ্রবণ করিলে দেবতারা সন্তুষ্ট হন এবং পিতৃগণ পরিতুষ্ট

হইয়া থাকেন। যাঁহারা এই ঋষিকৃত রামসংহিতা ভক্তিপূর্বক লিখিবেন, তাঁহাদের ব্রহ্মলোকলাভ হয়। ইহা শ্রবণ করিলে কুটুম্ববৃদ্ধি ও ধনধান্যবৃদ্ধি হয়, উৎকৃষ্ট স্ত্রীলাভ ও উৎকৃষ্ট সুখলাভ হয় এবং পৃথিবীতে স্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। এই রামায়ণের প্রসাদে আয়ু আরোগ্য যশ বুদ্ধি বল ও সৌভ্রাত্র লাভ হয়, অতএব যে-সমস্ত সাধু সম্পদলাভার্থী তাঁহারা নিয়মপূর্বক ইহা শ্রবণ করিবেন।

অতিরিক্ত পত্র ॥ মূল রামায়ণে রাবণবধের সময় দুর্গাপূজার কোন কথা নাই, কিন্তু পুরাণান্তরে তাহা আছে। আমরা সেই অংশটুকু অনুবাদ করিয়া এই স্থলে সন্নিবেশিত করিয়া দিলাম।

পূর্বে রামের প্রতি অনুগ্রহ এবং রাবণবধের জন্য ব্রহ্মা রাত্রিকালে মহাদেবীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। দেবী দুর্গা বিনিদ্র হইয়া যথায় রাম সেই লংকায় আশ্বিনের শুক্লপক্ষে আগমন করিলেন এবং স্বয়ং অন্তর্হিত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে যুদ্ধে প্রবর্তিত করিয়া দিলেন। এই যুদ্ধ সপ্তাহকালব্যাপী হইয়াছিল। এই সপ্তাহমধ্যে তিনি রাক্ষস ও বানরের মাংস-শোণিতে পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। পরে সপ্তম রাত্রি অতীত হইলে নবমীতে মহামায়া জগন্ময়ী রামের দ্বারা রাবণকে বিনষ্ট করিলেন। যখন দেবী স্বয়ং এই যুদ্ধকেলি নিরীক্ষণ করেন, এই আট রাত্রি সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের সহিত তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। পরে রাবণ বিনষ্ট হইলে তিনি নবমীতে তাঁহার বিশেষ পূজা এবং দশমীতে বিসর্জন করিলেন।

উত্তরকাণ্ড
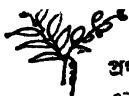
প্রথম সর্গ ॥ রাম রাক্ষসগণের বধসাধনপূর্বক রাজ্য অধিকার করিলে একদা মুনিগণ তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য আগমন করিলেন। মহর্ষি কৌশিক, যবক্রীত, গার্গ্য, গালব ও মেধাতিথির পুত্র কণ্ব, ইঁহারা পূর্ব দিক হইতে ; ভগবান স্বস্ত্যাত্রেয়, নমুচি, প্রমুচি, অগস্ত্য, অত্রি, সুমুখ ও বিমুখ ইঁহারা দক্ষিণদিক হইতে ; নৃষদ্‌গু, কবষী, ধৌম্য ও কৌষেয়—ইঁহারা শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে পশ্চিম দিক হইতে ; এবং বশিষ্ঠ, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ ও সপ্তর্ষিগণ উত্তরদিক হইতে আগমন করিলেন। এই সমস্ত বেদবেদাঙ্গবিৎ অগ্নিকল্প মহর্ষি রামের নিকট আপনাদিগের আগমনসংবাদ দিবার জন্য দ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন এবং ধর্মশীল মহর্ষি অগস্ত্য প্রতীহারকে কহিলেন, আমরা ঋষি উপস্থিত হইয়াছি, তুমি গিয়া মহারাজ রামকে এই কথা জানাও। নীতিনিপুণ ইঙ্গিতজ্ঞ সুশীল সুদক্ষ ধীরস্বভাব প্রতীহার অগস্ত্যের বাক্যে শীঘ্র রামের নিকট গিয়া কহিল, রাজন্! মহর্ষি অগস্ত্য ঋষিগণের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। শুনিবামাত্র রাম প্রতিহারকে কহিলেন, তুমি নির্বিঘ্নে তাঁহাদিগকে এই স্থানে লইয়া আইস।

অনন্তর প্রাতঃসূর্যকান্তি ঋষিগণ রাজসভায় প্রবেশ করিলেন। রাম তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন এবং পাদ্যঅর্ঘ দ্বারা তাঁহাদিগকে অর্চনা ও সাদরে গো-নিবেদনপূর্বক উপবেশনার্থ স্বর্ণখচিত কুশাস্তীর্ণ ও মৃগচর্মযুক্ত আসন দিলেন। ঋষিগণ মর্যাদানুসারে উপবেশন করিলে রাম উঁহাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষিগণ কহিলেন, রাজন্! আমরা সৌভাগ্যক্রমে যখন তোমাকে নিঃশত্রু ও কুশলী দেখিতেছি তখন আমাদের কুশল। আমাদের সৌভাগ্য যে তুমি সর্বলোকভীষণ রাবণকে পুত্রপৌত্রের সহিত বধ করিয়াছ। তাহাকে বধ করা তোমার পক্ষে অবশ্যই সামান্য কথা, তুমি ধনুর্ধারণ করিলে নিশ্চয় ত্রিলোক পরাজিত হয়। তথাচ আমাদেরই পরম ভাগ্য যে রাবণ সবংশে বিনষ্ট হইয়াছে—আজ আমরা জানকীর সহিত তোমাকে বিজয়ী দেখিতেছি—এবং হিতকারী লক্ষ্মণ ও মাতৃগণের সহিত তোমাকে সুখী দেখিতেছি। আমাদের পরম ভাগ্য যে প্রহস্ত, বিকট, বিরূপাক্ষ, মহোদর ও অকম্পন বিনষ্ট হইয়াছে। এই পৃথিবীতে যাহার দেহপ্রমাণের তুলনা নাই সেই কুম্ভকর্ণ এবং ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক ও নরান্তক নিহত হইয়াছে। কিন্তু বলিতে কি, রাবণকে বধ করা ত তোমার পক্ষে সামান্য কথা ; তুমি ইন্দ্রজিতের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে যে বিনাশ করিয়াছ এইটিই আমাদের পরম ভাগ্য। কালস্রোতের ন্যায় অদৃশ্যভাবে যে ধাবমান হইত, আমাদের পরম ভাগ্য তুমি তাহার শরবন্ধন হইতে মুক্ত ও জয়ী হইয়াছ। আমরা তাহারই বধসংবাদে তোমাকে অভিনন্দন করিতে আসিয়াছি। সে মায়াবী ও সকলের অবধ্য। তাহার বিনাশের কথা শুনিয়াই আমাদের যারপরনাই বিস্ময় উপস্থিত। রাজন্! আমাদিগকে এই পবিত্র অভয়দানপূর্বক তোমার জয়জয়কার হইয়াছে।

রাম ঋষিগণের এইরূপ বাক্যে অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনারা কুম্ভকর্ণ ও রাবণকে ছাড়িয়া কি জন্য ইন্দ্রজিতের এত প্রশংসা করিতেছেন? মহোদর, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, মত্ত, উন্মত্ত, দেবান্তক, নরান্তক, অতিকায়, ত্রিশিরা ও ধূম্রাক্ষকে ছাড়িয়া কি জন্য ইন্দ্রজিতের এত প্রশংসা করিতেছেন? তাহার কিরূপ প্রভাব? বল ও পরাক্রম কেমন এবং কি কারণেই বা সে রাবণ অপেক্ষা অধিক? আমি আপনাদিগকে আজ্ঞা করিতেছি না, কিন্তু যদি এই কথা বলিবার কোন বাধা না থাকে এবং যদি তাহা আমার শুনিবার যোগ্য হয় তাহা হইলে বলুন, শুনিব। ঐ রাক্ষস কিরূপে বরলাভ ও ইন্দ্রকে পরাজয় করে এবং পিতা না হইয়া পুত্রই বা কেন প্রবল হইল?

দ্বিতীয় সর্গ ॥ মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, রাম! অগ্রে রাক্ষসরাজ রাবণের কুল জন্ম ও বরপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ করা আবশ্যক, পরে আমি ইন্দ্রজিতের বল-বীর্য এবং যে নিমিত্ত সে শত্রুর অবধ্য ও বিজয়ী তাহা বলিব। সত্যযুগে পুলস্ত্য নামে এক ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র এবং সর্বাংশে ব্রহ্মারই অনুরূপ। ধর্ম ও সদাচারবলে তাঁহার যে-সমস্ত সদ্‌গুণ জন্মিয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না; তিনি ব্রহ্মার পুত্র এই বলিলেই তাঁহার গুণের পরিচয় হইল। ফলতঃ ব্রহ্মার পুত্র বলিয়াই তিনি দেবগণের আদরণীয় ছিলেন। ঐ মহাত্মা মহাগিরি সুমেরুর পার্শ্বে তৃণবিন্দুর আশ্রমে তপঃপ্রসঙ্গে বাস করিতেন। তিনি স্বাধ্যায়সম্পন্ন ও জিতেন্দ্রিয়। তাঁহার অবস্থানকালে অপ্সরা, ঋষি, নাগ, ও রাজর্ষিকন্যারা ঐ আশ্রমে আসিয়া ক্রীড়া করিত। কানন সুরম্য এবং সকল ঋতুতেই উপভোগ্য, এই জন্য তাহারা নিয়তই তথায় আসিত এবং কেহ সঙ্গীত কেহ বীণাবাদন ও কেহ বা নৃত্য করিয়া ঐ তাপসের বিঘ্নাচরণ করিত। তখন পুলস্ত্যদেব এইরূপ তপোবিঘ্ন দর্শনে রুষ্ট হইয়া কহিলেন, অতঃপর যে আমার দৃষ্টিপথে পড়িবে তাহারই গর্ভ হইবে। তদবধি ঐ সমস্ত রমণী ব্রহ্মশাপভয়ে তথায় আর যাইত না। কিন্তু রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা এই কথার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিতেন না। তিনি একদা ঐ আশ্রমে গিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছিলেন, কিন্তু ঐ দিবস তথায় তাঁহার কোন সখীকেই উপস্থিত দেখিতে পাইলেন না। তৎকালে পুলস্ত্যদেব বেদপাঠ করিতেছিলেন। রাজর্ষি-কন্যা ঐ বেদশ্রুতি শ্রবণ ও মুনিকে দর্শন করিতেছেন এই অবসরে সহসা গর্ভলক্ষণাক্রান্তা হইলেন এবং তাঁহার সর্বাঙ্গ পান্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি আপনার এই বৈলক্ষণ্য দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং এ আমার কি হইল! এই ভাবনা ও ভয়ে পিতার আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তখন রাজর্ষি তৃণবিন্দু কন্যাকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎসে! তোমার আকার কিরূপে কন্যা-কালের অসদৃশ হইয়া উঠিল? কন্যা কৃতাঞ্জলি হইয়া দীনমুখে কহিলেন, পিতঃ! আমার আকার কেন যে এইরূপ হইল আমি কিছুই জানি না। আমি সখীদের অন্বেষণ প্রসঙ্গে একাকী মহর্ষি পুলস্ত্যের আশ্রমে গিয়াছিলাম। কিন্তু তথায় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বেদপাঠ শুনিতেছি এই অবসরে আমার এইরূপ রূপবৈপরীত্য ঘটিয়াছে। পরে আমি অতিমাত্র ভীত হইয়া এই স্থানে আইলাম।

তখন তপঃশ্রীসম্পন্ন রাজর্ষি তৃণবিন্দু ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন ইহা পুলস্ত্যেরই কর্ম। তিনি তপোবলে অভিসম্পাত-বৃত্তান্ত সমস্তই জানিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কন্যার সহিত পুলস্ত্যের আশ্রমে গিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আমার এই কন্যা গুণবতী, এই ভিক্ষা স্বয়ং উপস্থিত, আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন। তপশ্চর্যায় আপনার ইন্দ্রিয় অবসন্ন হইলে আমার এই কন্যা নিয়ত আপনার শুশ্রূষা করিবে।

তখন মহর্ষি পুলস্ত্য তৃণবিন্দুর কন্যাগ্রহণে সম্মত হইলেন। তৃণবিন্দুও উঁহাকে কন্যাদান করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে কন্যা আপনার গুণে ভর্তাকে তুষ্ট করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। মহর্ষি পুলস্ত্য উঁহার স্বভাব ও চরিত্রে সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রীতমনে কহিলেন, দেবি! আমি তোমার গুণে অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব আজ তোমায় আত্মসম পুত্রপ্রদানে ইচ্ছা করিতেছি। সে পিতামাতার বংশধর ও পৌলস্ত্য নামে প্রসিদ্ধ হইবে। আমার স্বাধ্যায়কালে তুমি বেদশ্রুতি শুনিয়াছিলে।, অতএব সেই পুত্রের নাম

বিশ্রবা হইবে।

মহর্ষি হৃষ্টমনে এইরূপ কহিলে রাজর্ষিকন্যা অনতিকালমধ্যে বিশ্রবা নামে এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই বিশ্রবা ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ, যশস্বী ও ধার্মিক। তিনি বেদজ্ঞ, সমদর্শী, সদাচার ও ব্রহ্মনিষ্ঠ। বিশ্রবা পিতারই ন্যায় তপঃপরায়ণ ছিলেন।

তৃতীয় সর্গ ॥ অনন্তর পুলস্ত্যপুত্র বিশ্রবা অচিরকালমধ্যেই পিতার ন্যায় তপঃ-পরায়ণ হইলেন। তিনি সত্যনিষ্ঠ, সুশীল, স্বাধ্যায়সম্পন্ন, ধার্মিক ও পবিত্রস্বভাব। কোনরূপ ভোগেই তাঁহার আসক্তি ছিল না। মহর্ষি ভরদ্বাজ বিশ্রবার এইরূপ ধর্মনিষ্ঠার কথা শুনিয়া কন্যা দেববর্ণিনীকে পত্নীরূপে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করিলেন। বিশ্রবা ধর্মানুসারে উঁহাকে বিবাহ করিয়া হৃষ্টচিত্তে জ্যোতিঃশাস্ত্র-সিদ্ধ বুদ্ধিযোগে ভাবী পুত্রের শ্রেয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছুদিনের মধ্যে দেববর্ণিনীর গর্ভে মহর্ষির একটি পুত্র হইল। ঐ পুত্র শমদমাদিগুণে ভূষিত বীর্যবান ও পরম অদ্ভুত। মহর্ষি পুলস্ত্য বিশ্রবার পুত্র দর্শনে সন্তুষ্ট হইলেন এবং উহার শ্রেয়স্করী বুদ্ধি দেখিয়া ভাবিলেন, কালে এই পুত্র ধনাধ্যক্ষ হইবেন। পরে তিনি দেবর্ষিগণের সহিত সমবেত হইয়া উহার নামকরণ করিলেন, কহিলেন এই বালক বিশ্রবার পুত্র এবং সর্বাংশে তাঁহারই অনুরূপ, সুতরাং ইঁহার নাম বৈশ্রবণ হইল।

বৈশ্রবণ তপোবলে হুত হুতাশনের ন্যায় ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, ধর্মই পরম গতি, আমি ধর্মাচরণ করিব। পরে তিনি মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বহুকাল ধরিয়া কঠোর নিয়মে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল। তিনি কখন জলপান কখন বায়ুভক্ষণ এবং কখন বা অনাহারে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপেও আর এক সহস্র বৎসর এক বৎসরবৎ অতীত হইল। তখন ভগবান ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার এই কঠোর ধর্মসাধনে পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর, তুমি বরপ্রদানের উপযুক্ত পাত্র।

বৈশ্রবণ কহিলেন, ভগবন্! আমার ইচ্ছা যে আমি আপনার প্রসাদে লোক-পালত্ব ও ধনাধিপতিত্ব লাভ করি। ব্রহ্মা হৃষ্টমনে কহিলেন, বৎস! তোমার কামনা পূর্ণ হইবে। আমি যম ইন্দ্র ও বরুণ এই তিন লোকপাল সৃষ্টি করিয়া চতুর্থকে সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি অভীষ্ট পদ প্রাপ্ত হও, এবং ধনাধিপতি হইয়া থাক। ঐ তিনজন লোকপালের মধ্যে তুমিই চতুর্থ হইলে। এই যে সূর্যসংকাশ পুষ্পক রথ, তুমি গমনাগমনের জন্য ইহাও লও এবং সুরগণের সমান হইয়া থাক। আমরা তোমাকে দুইটি বর দিয়া কৃতার্থ হইলাম, তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে স্ব-স্ব স্থানে প্রতিগমন করি। এই বলিয়া ব্রহ্মা সুরগণের সহিত প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর বৈশ্রবণ কৃতাঞ্জলিপুটে পিতাকে কহিলেন, ভগবন্! আমি সর্ব-লোকপিতামহ ব্রহ্মা হইতে অভীষ্ট বরলাভ করিয়াছি, কিন্তু তিনি আমার বসবাসের কোন স্থান নির্দেশ করিয়া দেন নাই, এক্ষণে আপনিই দেখুন আমি কোথায় সুখে থাকিতে পারি। যথায় কাহারও কোনরূপ বিঘ্ন না হয় আমাকে

এমন একটি স্থান নির্বাচন করিয়া দিন।

ধর্মজ্ঞ বিশ্রবা কহিলেন, বৎস! শুন; দক্ষিণ মহাসমুদ্রের তীরে ত্রিকূট নামে এক পর্বত আছে। ঐ পর্বতের শিখরদেশে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা রাক্ষসগণের জন্য লঙ্কা নামে এক পুরী নির্মাণ করিয়াছেন। উহা অমরাবতীর ন্যায় রমণীয় ও সুপ্রশস্ত। বৎস! তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে তুমি সেই লঙ্কায় গিয়া বাস কর। রাক্ষসেরা বিষ্ণুর ভয়ে ঐ পুরী পরিত্যাগ করিয়াছে। উহা স্বর্ণপ্রাকার-বেষ্টিত, যন্ত্রবন্ধ, শস্ত্রে শোভিত এবং স্বর্ণ ও বৈদূর্যময় তোরণে অলংকৃত। রাক্ষসেরা ঐ পুরী পরিত্যাগ করিয়া পাতালতলে প্রবেশ করিয়াছে। এক্ষণে উহা শূন্য, কেহই উহার প্রভু নাই, অতএব তুমি সেই লঙ্কায় গিয়া বাস কর। তুমি তথায় নির্বিঘ্নে পরম সুখে থাকিতে পারিবে। সেই স্থানে থাকিলে কাহারও কোনরূপ বিঘ্নসম্ভাবনা নাই।

অনন্তর ধনাধিপতি পিতৃনিদেশে বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত ঐ সাগরবেষ্টিত লঙ্কায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনে অনতিকালমধ্যে উহা ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সময়ে সময়ে পুষ্পকে আরোহণ করিয়া পিতামাতার নিকট আগমন করিতেন। দেবতা ও গন্ধর্বেরা তাঁহার স্তুতিবাদ এবং অপ্সরাসকল তাঁহার আলয়ে নৃত্যগীত করিত।

চতুর্থ সর্গ ॥ রাম অগস্ত্যের কথায় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, ধনাধিপতি কুবেরের বাস করিবার পূর্বে এই লঙ্কায় রাক্ষসগণের অবস্থান কিরূপে সম্ভবপর হইতেছে? তিনি শিরশ্চালন করিয়া অগ্নিকল্প মহর্ষি অগস্ত্যের প্রতি মুহুর্মুহু দৃষ্টিপাতপূর্বক হাস্যমুখে কহিলেন, ভগবন্! পূর্বেও এই লঙ্কা রাক্ষসগণের অধিকারে ছিল। আপনার এই কথা শুনিয়া আমার যারপরনাই বিস্ময় জন্মিয়াছে। আমরা শুনিয়াছি, রাক্ষসেরা পুলস্ত্যবংশে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু আপনার কথায় বোধ হয় যেন তাহাদের ঐ বংশে জন্ম নয়। উহারা কি রাবণ, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত, বিকট ও ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি বীরগণের অপেক্ষা প্রবল? উহাদের বীজপুরুষ কে? তাহার নাম কি এবং কোন্ অপরাধেই বা বিষ্ণু লঙ্কা হইতে ঐ সমস্ত রাক্ষসকে তাড়াইয়া দেন? ভগবন্! আপনি সবিস্তরে এই সমস্ত বলুন এবং সূর্য যেমন অন্ধকার নিরাস করেন সেইরূপ আমার কৌতূহল দূর করুন।

অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! প্রজাপতি ব্রহ্মা অগ্রে জল সৃষ্টি করিয়া জলের রক্ষাবিধানার্থ প্রাণিগণকে সৃষ্টি করিলেন। প্রাণিগণ সৃষ্ট হইবামাত্র ব্রহ্মার নিকট বিনীতভাবে উপস্থিত হইয়া কহিল, আমরা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াছি, এক্ষণে কি করিব।

ব্রহ্মা হাস্যমুখে উহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এই জলকে রক্ষা কর। তখন ঐ সমস্ত প্রাণীর মধ্যে কেহ কহিল, 'রক্ষাম' আমরা রক্ষা করিব, কেহ কহিল, 'যক্ষাম' আমরা পূজা করিব। তখন প্রজাপতি ঐ ক্ষুৎপিপাসার্ত প্রাণিগণের এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, তোমাদের মধ্যে যাহারা 'রক্ষাম' বলিল তাহারা রাক্ষস হউক। আর যাহারা 'যক্ষাম' বলিল তাহারা যক্ষ হউক।

রাজন্! ঐ সমস্ত যক্ষ-রাক্ষসের মধ্যে হেতি ও প্রহেতি নামে মধুকৈটভতুল্য দুই ভ্রাতা উৎপন্ন হয়। এই দুই ভ্রাতার মধ্যে প্রহেতি অত্যন্ত ধার্মিক; সে

তপোবনে গমন করিল এবং মহামতি হেতি বিবাহার্থী হইয়া যমের ভগিনী ভয়া নাম্নী এক মহাভয়া কন্যাকে বিবাহ করিল। ঐ ভয়ার গর্ভে হেতির বিদ্যুৎকেশ নামে এক পুত্র জন্মে। সূর্যসংকাশ বিদ্যুৎকেশ জলমধ্যে পদ্মের ন্যায় দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল। তাহার যৌবনকাল উপস্থিত। তখন হেতি উহার উপযুক্ত বয়স দেখিয়া বিবাহ দিতে উদ্যত হইল এবং সূর্যের যেমন সন্ধ্যা সেইরূপ সন্ধ্যা নামে কোন এক রাক্ষসীর কন্যাকে পুত্রের নিমিত্ত প্রার্থনা করিল। তখন সন্ধ্যা কন্যাকে অবশ্যই পাত্রসাৎ করা কর্তব্য এই ভাবিয়া বিদ্যুৎকেশকে কন্যা দিল। ঐ কন্যার নাম সালকটঙ্কটা। ইন্দ্র যেমন শচীলাভে সুখী হইয়াছিলেন, বিদ্যুৎকেশ সেইরূপ উঁহাকে লাভ করিয়া সুখী হইল। কিয়ৎকাল অতীত হইলে সমুদ্র হইতে মেঘ যেমন গর্ভধারণ করে, সেইরূপ বিদ্যুৎকেশের ঔরসে সালকটঙ্কটা গর্ভধারণ করিল এবং মন্দর পর্বতে গিয়া জাহ্নবী যেমন অগ্নিজ গর্ভ ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপে গর্ভ ত্যাগ করিয়া পুনর্বার পতির সহিত পরম সুখে বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এদিকে ঐ শারদশশাঙ্কসুন্দর শিশু এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়া মুখমধ্যে মুষ্টি প্রদানপূর্বক মৃদু মৃদু রোদন করিতে লাগিল। ঐ সময় ভগবান রুদ্র দেবী পার্বতীর সহিত বৃষবাহনে ব্যোমমার্গে গমন করিতেছিলেন, সহসা ঐ শিশুর রোদনশব্দ তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। দেখিলেন রাক্ষসশিশু ভূতলে রোদন করিতেছে। তদ্দর্শনে পার্বতীর মনে দয়ার সঞ্চার হইল। রুদ্র উঁহার প্রিয়কামনায় ঐ শিশুকে মাতার বয়ঃক্রমের অনুরূপ করিলেন এবং উহাকে অমরত্ব প্রদান করিয়া কহিলেন, এই শিশু আমার বরে আকাশে পর্যটন করিতে পারিবে। পার্বতীও কহিলেন, আজ অবধি রাক্ষসীগণের সদ্য গর্ভধারণ সদ্য সন্তানপ্রসব এবং সদ্যই সন্তানের মাতৃতুল্য বয়স লাভ হইবে। ঐ রাক্ষসকুমারের নাম সুকেশ, সে শিবের নিকট এইরূপ উৎকৃষ্ট শ্রীলাভ করিয়া বরদানগর্বে বিচরণ করিতে লাগিল।

পঞ্চম সর্গ ॥ বিশ্বাবসুসমকান্তি গ্রামণী নামক এক গন্ধর্বের দেববতী নামে রূপযৌবনশালিনী ত্রিলোকবিখ্যাতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় এক কন্যা ছিল। গ্রামণী সুকেশকে লব্ধবর ও ধার্মিক দেখিয়া তাহার হস্তে রাক্ষসশ্রীর ন্যায় দেববতীকে সম্প্রদান করিল। নির্ধনের যেমন ধনলাভে সন্তোষ, দেববতী দৈববরে ঐশ্বর্যবান পতি সুকেশকে পাইয়া সেইরূপই সন্তুষ্ট হইল। সুকেশও অঞ্জনাসম্ভূত হস্তী যেমন করেণুর সহিত সেইরূপ ঐ দেববতীর সহিত সমাগত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে মাল্যবান সুমালী ও মহাবল মালী সুকেশের এই তিন পুত্র জন্মে। এই তিন রাক্ষস অগ্নিত্রয়ের ন্যায় তেজস্বী, প্রভু মন্ত্র ও উৎসাহ এই তিন মন্ত্রের ন্যায় উগ্র এবং বাতপিত্ত ও কফজ তিন ব্যাধির ন্যায় মহাভয়ানক। সুকেশের এই তিন পুত্র উপেক্ষিত ব্যাধির ন্যায় বর্ধিত হইতে লাগিল। পরে উহারা পিতার বরপ্রাপ্তি ও তপোবলে ঐশ্বর্যলাভের কথা জানিতে পারিয়া তপোনুষ্ঠানের নিমিত্ত দৃঢ়নিশ্চয়ে সুমেরু পর্বতে গমন করিল এবং কঠোর নিয়মপূর্বক ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিল। উহাদের সত্য সরলতা ও শান্তি-সহকৃত অলোকসামান্য তপঃপ্রভাবে দেবাসুর মনুষ্য সকলেই আকুল

হইয়া উঠিল।

অনন্তর চতুর্মুখ ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত বিমানযোগে ঐ তিন রাক্ষসের নিকট উপস্থিত হইয়া উহাদিগকে আমন্ত্রণপূর্বক কহিলেন, আমি তোমাদের তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমরা বর প্রার্থনা কর। তখন ঐ তিন রাক্ষস কৃতাঞ্জলি হইয়া বৃক্ষের ন্যায় কম্পিত দেহে কহিল, ভগবন্! যদি আপনি আমাদের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদিগকে এই বর দিন যে, যাহাতে আমরা অজেয় চিরজীবী প্রভু ও পরস্পর অনুরক্ত হই। ব্রাহ্মণ-বৎসল ব্রহ্মা উহাদিগকে তথাস্তু বলিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

পরে ঐ তিন রাক্ষস বরলাভে নির্ভয় হইয়া সুরাসুরদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। নারকী যেমন পরিত্রাণের জন্য কাহারও আশ্রয় পায় না, সেইরূপ ঋষি দেবতা ও চারণগণ এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে এরূপ আর কাহাকেই পাইলেন না।

একদা ঐ সমস্ত রাক্ষস দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার নিকট উপস্থিত হইয়া হৃষ্টমনে কহিল, ওজস্বী তেজস্বী বলবান মহান্ দেবগণের গৃহনির্মাণ তুমিই স্বক্ষমতায় করিয়া থাক। এক্ষণে আমাদিগেরও মনোমত একটি গৃহ প্রস্তুত করিয়া দেও। হিমালয় সুমেরু বা মন্দর পর্বতে হউক আমাদিগের জন্য মহেশ্বরের গৃহতুল্য একটি প্রশস্ত গৃহ প্রস্তুত করিয়া দেও।

বিশ্বকর্মা কহিলেন, দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে ত্রিকূট নামে এক পর্বত আছে। সুবেল নামে উহারই অনুরূপ আর একটি পর্বত তথায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ পর্বতের মধ্যশিখর মেঘাকার, পক্ষিগণেরও দুষ্প্রাপ্য এবং টঙ্কাস্ত্র দ্বারা ছিন্ন। তোমাদের যদি মত হয় তাহা হইলে আমি ঐ শৈলের উপর লঙ্কা নামে এক স্বর্ণময় পুরী নির্মাণ করিতে পারি। উহা ত্রিশ যোজন বিস্তীর্ণ, শত যোজন দীর্ঘ, স্বর্ণপ্রাকারে বেষ্টিত ও স্বর্ণতোরণে শোভিত হইবে। রাক্ষসগণ! অমরা-বতীতে যেমন ইন্দ্রাদি দেবগণ বাস করেন, তোমরা তদ্রূপ সেই পুরীতে পরম সুখে বাস করিও। তোমরা বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত ঐ লঙ্কাদুর্গ আশ্রয় করিলে নিশ্চয় প্রতিপক্ষের অজেয় হইয়া থাকিবে। পরে সুরশিল্পী বিশ্বকর্মা লঙ্কাপুরী নির্মাণ করিলে রাক্ষসগণ বহুসংখ্য অনুচরের সহিত তথায় গিয়া বাস করিল।

ঐ সময় নর্মদা নাম্নী কোন এক গন্ধর্বী ছিল। তাহার হ্রী, শ্রী ও কীর্তিতুল্যা পূর্ণচন্দ্রাননা তিন কন্যা। নর্মদা ভগদৈবত নক্ষত্রে মাল্যবান সুমালী ও মালীর সহিত জ্যেষ্ঠাদিক্রমে উহাদের বিবাহ দিল। রাক্ষসেরাও কৃতদার হইয়া অপ্সরা-দিগের সহিত দেবতার ন্যায় পরমসুখে বিহার করিতে লাগিল।

মাল্যবানের ভার্যার নাম সুন্দরী। উহার গর্ভে বজ্রমুষ্টি, বিরূপাক্ষ, দুর্মুখ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মত্ত ও উন্মত্ত এই কয়েকটি পুত্র এবং অনলা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। সুমালীর প্রাণাধিকা পত্নী কেতুমতী। উহার গর্ভে প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালিকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দম্ভ, সুপার্শ্ব, সংহ্লাদি, প্রঘস ও ভাসকর্ণ এই সমস্ত পুত্র এবং রাকা, পুষ্পোৎকটা, কৈকসী ও কুম্ভীনসী এই চারি কন্যা জন্মে। মালীর ভার্যা পদ্মপলাশলোচনা বসুদা। উহার গর্ভে অনল, অনিল, হয়, সম্পাতি কেবলমাত্র এই কয়েকটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তখন মাল্যবান প্রভৃতি ভ্রাতৃত্রয় বহুপুত্রে পরিবৃত হইয়া বীর্যদর্পে দেব দেবেন্দ্র ঋষি নাগ ও যক্ষগণকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। ইহারা বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী, যমের ন্যায়

তেজস্বী, বরলাভে গর্বিত এবং যজ্ঞাদির উচ্ছেদকর।

ষষ্ঠ সর্গ ॥ ইত্যবসরে দেবতা ও ঋষিগণ ঐ সমস্ত রাক্ষসের উপদ্রবে ভীত হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। উঁহারা জগতের সৃষ্টিস্থিতিসংহার-কর্তা, নিত্য, অব্যক্ত, সকল লোকের আধার, সকলের আরাধ্য পরম গুরু ভগবান ত্রিলোচনের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভয়গদ্‌গদবাক্যে কহিলেন, ভগবন্! সুকেশের পুত্রগণ ব্রহ্মার বরে উদ্দৃপ্ত হইয়া প্রজাদিগের উপর উপদ্রব করিতেছে। আমাদিগের দৈব পৈত্র্য কার্যের আশ্রয় আশ্রমস্থানসকল ভগ্ন করিতেছে, দেবগণকে স্বর্গচ্যুত করিয়া তাঁহাদিগের ন্যায় স্বর্গে ক্রীড়া করিতেছে। আমি বিষ্ণু, আমি রুদ্র, আমি ব্রহ্মা, আমি ইন্দ্র, আমি যম, আমি বরুণ, আমি চন্দ্র, আমিই সূর্য উহারা আপনাদিগকে এইরূপ মনে করিয়া যুদ্ধোৎসাহে আমাদিগকে পীড়ন করিতেছে। অতএব দেব! আমরা অত্যন্ত ভীত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমাদিগকে অভয় দান কর এবং ভীমমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ঐ সমস্ত দেবকণ্টককে অবিলম্বে বিনাশ কর।

তখন জটাজূটধারী ভগবান রুদ্র স্বহস্তে সুকেশের বংশলোপ করা অনুচিত মনে করিয়া দেবগণকে কহিলেন, সুরগণ! সুমালী প্রভৃতি রাক্ষসগণ আমার অবধ্য, আমি তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিব না, কিন্তু যেরূপে উহারা বিনষ্ট হইবে আমি তাহার উপায় স্থির করিয়া দিতেছি। তোমরা এই উদ্যোগেই বিষ্ণুর শরণাপন্ন হও, তিনিই উহাদিগকে বধ করিবেন।

অনন্তর দেবগণ জয়জয় রবে রুদ্রদেবকে সম্বর্ধনা করিয়া শঙ্খচক্রধারী বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বহুমানপূর্বক সসম্ভ্রমে কহিলেন, দেব! সুকেশের তিন পুত্র বরলাভে উদ্দৃপ্ত হইয়া আমাদিগকে স্থান-ভ্রষ্ট করিয়াছে। তাহারা ত্রিকূটশিখরস্থ দুর্গম লঙ্কাপুরীতে থাকিয়া আমাদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে। অতএব তুমি আমাদের হিতোদ্দেশে ঐ সকল রাক্ষসকে বিনাশ কর। আমরা তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাদিগকে অভয় দান কর। উহাদের মস্তক চক্রাস্ত্রে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেল। এ সময় আমাদিগকে অভয়দান করে, তোমা ব্যতীত এমন আর কাহাকেই দেখি না। অধিক আর কি, ঐ সমস্ত মদমত্ত রাক্ষসকে অনুচরগণের সহিত নিপাত করিয়া সূর্য যেমন নীহারজাল নিরাস করেন, সেইরূপ তুমি আমাদের ভয় দূর কর।

তখন দেবদেব বিষ্ণু দেবগণকে কহিলেন, সুরগণ! আমি রুদ্রের বরে গর্বিত রাক্ষস সুকেশকে জানি এবং মাল্যবান যাহাদের সর্বজ্যেষ্ঠ সুকেশের সেই পুত্রগণকেও জানি। আমি ঐসকল হিতাহিতজ্ঞানশূন্য নীচ রাক্ষসকে নিশ্চয় বিনাশ করিব, তোমরা নিশ্চিন্ত হও। দেবগণ বিষ্ণুর এই বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে মাল্যবান দেবগণের এইরূপ উদ্যোগের কথা শুনিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে কহিল, দেখ, ঋষি দেবগণ ভগবান রুদ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদের বধোদ্দেশে কহিয়াছিলেন, দেব! সুকেশের পুত্রগণ বরলাভে গর্বিত হইয়া পদে পদে আমাদিগের উপর উপদ্রব করিতেছে। আমরা সেই সমস্ত ঘোররূপ দুরাত্মার ভয়ে স্বগৃহে তিষ্ঠিতে পারি না। অতএব তুমি উহাদিগকে বধ কর এবং এক হুঙ্কারে সকলকে দগ্ধ করিয়া ফেল।

রুদ্র দেবগণের এই কথা শুনিয়া হস্তালোড়ন ও শিরঃকম্পনপূর্ব্বক কহিলেন, দেবগণ! সুকেশের পুত্রেরা আমার অবধ্য, এক্ষণে উহাদিগের বধোপায় কহিয়া দিতেছি, শুন। তোমরা শঙ্খচক্রগদাধারী পীতাম্বর হরির শরণাপন্ন হও। তিনিই তোমাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি করিয়া দিবেন।

তখন সুরগণ রুদ্রদেবকে অভিবাদনপূর্ব্বক নারায়ণের নিকট গিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। শুনিয়া নারায়ণ কহিলেন, দেবগণ! তোমরা ভীত হইও না, আমি তোমাদিগের শত্রুসংহার করিব। ভ্রাতৃগণ! দেখ, নারায়ণ আমাদিগকে বধ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন, এক্ষণে কর্তব্য কি তাহা চিন্তা কর। হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্য দানবগণের মৃত্যু! নমুচি, কালনেমি, সংহ্লাদ, রাধেয়, বহুমায়ী, লোকপাল, যমল, অর্জুন, হার্দিক্য, শুম্ভ ও নিশুম্ভ এই সমস্ত মহাবল মহাবীর্য বীরেরা কখন পরাজিত হন নাই। ইঁহারা মায়াবী যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, সর্বাস্ত্রকুশল ও শত্রুগণের ভয়প্রদ। বিষ্ণুর হস্তে ইহাদের মৃত্যু! তোমরা সমস্তই শুনিলে, অতঃপর যাহা কর্তব্য বোধ হয়, কর। যিনি আমাদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সেই নারায়ণকে জয় করা সুকঠিন।

সুমালী ও মালী মাল্যবানের এই কথা শুনিয়া কহিল, আমরা অধ্যয়ন দান যজ্ঞানুষ্ঠান ও অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি, নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হইয়া ধর্মস্থাপন করিয়াছি এবং অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক অক্ষোভ্য সুরসমুদ্রে অবগাহনপূর্ব্বক অপ্রতি-দ্বন্দ্বী শত্রুগণকে পরাজয় করিয়াছি; আমাদের আবার মৃত্যুতে ভয়? নারায়ণ, রুদ্র, ইন্দ্র ও যম আমাদের সম্মুখীন হইতেও ভীত হন। কিন্তু দেখ, আমাদের উপর বিষ্ণুর যে বিদ্বেষভাব জন্মে তাহার বিশেষ কোন কারণ নাই, দেবগণের দোষেই তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছে। অতএব আজ আমরা সমবেত হইয়া সেই দেবগণকেই বিনষ্ট করিব।

রাক্ষসেরা এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া যুদ্ধঘোষণা করিল এবং জম্ভ, বৃত্রাদি মহাবীরের ন্যায় ক্রোধভরে চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত নির্গত হইল। ঐ সমস্ত বলগর্বিত রাক্ষস হস্তী অশ্ব রথ গর্দভ বৃষ উষ্ট্র শিশুমার সর্প মকর কচ্ছপ মীন গরুড়াকার পক্ষী সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ সৃমর ও চমরে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ লঙ্কা হইতে দেবলোকে যাত্রা করিল। লঙ্কানিবাসী দেবগণ লঙ্কার বিনাশকাল আসন্ন দেখিয়া ভীত ও বিমনা হইল। বহুসংখ্য রাক্ষসেরা যানবাহনে আরোহণ-পূর্ব্বক দ্রুতগমনে সুরলোকে যাইতে লাগিল। ঐ সমস্ত দেবতাও ঐ যাত্রায় উহাদের অনুসরণ করিল। রাক্ষসকুলক্ষয়ের নিমিত্ত অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীতে নানারূপ ভীষণ উৎপাত কালের প্রেরণায় প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। মেঘসকল অস্থি ও উষ্ণ রক্ত বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাসমুদ্র উচ্ছলিত এবং পর্বত-সকল বিচলিত হইয়া উঠিল, ঘোরদর্শন শিবাগণ ঘনগর্জনবৎ অট্টহাস্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিদারুণ চিৎকার করিতে লাগিল, গৃধ্রগণ জ্বালাকরাল মুখে রাক্ষসগণের উপর সাক্ষাৎ কৃতান্তবৎ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইল। রক্তপাদ কপোত ও সারিকা দ্রুতবেগে যাইতে লাগিল, কাক ও দ্বিপাদ বিড়াল চিৎকার আরম্ভ করিল। বলগর্বিত রাক্ষসগণ মৃত্যুপাশে বদ্ধ, তাহারা এই সমস্ত দারুণ উৎপাত লক্ষ্য না করিয়াই যুদ্ধার্থ প্রস্থান করিল। মাল্যবান, সুমালী ও মহাবল মালী এই তিনজন জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় সমস্ত রাক্ষসের অগ্রে অগ্রে চলিল। দেবতারা যেমন বিধাতাকে আশ্রয় করেন রাক্ষসেরা সেইরূপ মাল্যবান পর্বতের ন্যায় অটল মাল্যবানকে আশ্রয় করিয়াছে। এইরূপে ঐ রাক্ষসসৈন্য মেঘবৎ ঘন ঘন সিংহনাদপূর্ব্বক

জয়লাভার্থ দেবলোকে যাইতে লাগিল।

এদিকে নারায়ণ দেবদূতের নিকট রাক্ষসগণের এই যুদ্ধোদ্যোগের কথা শুনিয়া যুদ্ধার্থ স্বয়ং বিহগরাজ গরুড়ের উপর আরোহণ করিলেন। তাঁহার দেহে সহস্রসূর্যবৎ উজ্জ্বল দিব্যকবচ, উভয়পার্শ্বে শরপূর্ণ তূণীর, কটিতটে খড়্গবন্ধনসূত্র, হস্তে শঙ্খ চক্র গদা ও শার্ঙ্গ ধনু। ঐ শ্যামকান্তি পীতাম্বর হরি সুমেরুশিখরে বিদ্যুজ্জড়িত জলদের ন্যায় গরুড়বাহনে শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে সিদ্ধ দেবর্ষি উরগ গন্ধর্ব ও যক্ষেরা উঁহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত। তিনি রাক্ষসগণের বিনাশবাসনায় শীঘ্র রণস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। গরুড়ের পক্ষপবনে রাক্ষসসৈন্য ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। উহাদের পতাকা ঘূর্ণমান এবং অস্ত্রশস্ত্র চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত। তৎকালে উহারা বিচলিত নীল পর্বতশিখরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

সপ্তম সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসরূপ মেঘজাল ঘোর গর্জনসহকারে নারায়ণরূপ পর্বতের উপর অস্ত্রবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। নারায়ণ শ্যামকান্তি ও নির্মল, কৃষ্ণকায় রাক্ষসেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছে, বোধ হইল যেন জলদজাল অঞ্জন পর্বতকে ঘেরিয়া বৃষ্টিপাত করিতেছে। তখন ক্ষেত্রে পঙ্গপালের ন্যায়, বহ্নিমধ্যে মশকের ন্যায়, মধুভাণ্ডে দংশের ন্যায় এবং সমুদ্রে মৎস্যের ন্যায় রাক্ষসনির্মুক্ত শরসকল বায়ু বজ্র ও মনোবৎ মহাবেগে বিষ্ণুর দেহমধ্যে যুগান্তকালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডবৎ প্রবেশ করিতে লাগিল। চতুরঙ্গ সৈন্য স্ব-স্ব যানবাহনে অন্তরীক্ষে থাকিয়া উঁহার উপর শরবৃষ্টি করিতেছে। তখন প্রাণায়াম দ্বারা ব্রাহ্মণ যেমন নিরুচ্ছ্বাস হন সেইরূপ উহাদের শক্তি ঋষ্টি ও তোমর প্রহারে বিষ্ণু নিরুচ্ছ্বাস হইয়া পড়িলেন এবং মৎস্যাহত মহাসমুদ্রের ন্যায় অটল থাকিয়া শার্ঙ্গ ধনু আকর্ষণ-পূর্বক শরনিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার বজ্রসার মনোবৎবেগগামী আকর্ণ-আকৃষ্ট শাণিত শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র রাক্ষসেরা খণ্ড খণ্ড হইতে লাগিল। তখন বায়ুবেগ যেমন বৃষ্টিপাতকে দূরে অপসারিত করে সেইরূপ বিষ্ণু রাক্ষস-গণকে অপসারিত করিয়া সমস্ত প্রাণের সহিত শঙ্খধ্বনি করিলেন। পাঞ্চজন্য ত্রিলোককে ব্যথিত করিয়া ভীমবলে নিনাদিত হইতে লাগিল। সিংহের গর্জন যেমন মদমত্ত হস্তীদিগকে ব্যথিত করে সেইরূপে ঐ শঙ্খনিনাদ রাক্ষসগণকে ভীত ও ব্যথিত করিল। তৎকালে অশ্বেরা রণক্ষেত্রে আর তিষ্ঠিতে পারিল না, হস্তিসকল নিশ্চেষ্ট ও অসাড় হইয়া রহিল এবং বীরগণ হীনবল হইয়া রথ হইতে পতিত হইতে লাগিল। বিষ্ণুর শরসকল বজ্রসার ; উহারা রাক্ষসগণের দেহভেদপূর্বক ভূগর্ভে প্রবেশ করিতেছে। ক্রমশঃ বহুসংখ্য রাক্ষস বজ্রাহত পর্বতবৎ রণস্থলে পতিত হইল। উহাদের দেহে বিষ্ণুচক্রকৃত ব্রণমুখ হইতে পর্বতনিঃসৃত গৈরিক ধারার ন্যায় রক্ত ছুটিতেছে। বিষ্ণু কখন শঙ্খধ্বনি কখন ধনুষ্টঙ্কার ও কখন বা ঘোরতর সিংহনাদে প্রবৃত্ত। ঐ শব্দে ক্রমশঃ রাক্ষসগণের কোলাহলরব আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তিনি উহাদের কম্পিত কণ্ঠ শর ধ্বজ ধনু রথ পতাকা ও তূণীর খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। উঁহার শরসকল সূর্য হইতে কঠোর রশ্মির ন্যায়, সমুদ্র হইতে জলপ্রবাহের ন্যায়, পর্বত হইতে হস্তীর ন্যায় এবং মেঘ হইতে জলধারার ন্যায় শার্ঙ্গ ধনু হইতে ভীমবেগে নিঃসৃত হইতে লাগিল। তখন হস্তী যেমন ব্যাঘ্রের, ব্যাঘ্র যেমন দ্বীপীর, দ্বীপী যেমন কুক্কুরের, কুক্কুর যেমন বিড়ালের,

বিড়াল যেমন সর্পের এবং সর্প যেমন ইন্দুরের অনুসরণ করে, সেইরূপ সর্বলোক-প্রভু বিষ্ণু রাক্ষসগণের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। রাক্ষসেরা ধরাশায়ী হইতে লাগিল। বিষ্ণু এইরূপে উহাদিগকে বিনাশ করিয়া পুনর্বার শঙ্খধ্বনি করিলেন; রাক্ষসসৈন্যসকল তাঁহার শরপাতে ভীত ও শঙ্খনিনাদে বিহ্বল। তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া লঙ্কার অভিমুখে ধাবমান হইল।

রাক্ষসসৈন্য এইরূপে পলায়নে উদ্যত হইলে মহাবীর সুমালী বিষ্ণুকে আক্রমণ করিল এবং নীহাররাশি যেমন সূর্যকে আচ্ছন্ন করে সেইরূপ শরনিকরে উঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসগণের ভয় দূর ও মনে ধৈর্যের সঞ্চার হইল। সুমালী সকলকে পুনর্জীবিত করিয়া, ক্রোধভরে সিংহনাদসহকারে বিষ্ণুর সম্মুখীন হইয়া হস্তী যেমন শুণ্ড আস্ফালন করে সেইরূপ অলঙ্কৃত ভুজদণ্ড আস্ফালনপূর্বক বিদ্যুন্মণ্ডিত মেঘের ন্যায় মহাহর্ষে ঘন ঘন গর্জন করিতে লাগিল। বিষ্ণু উহার সারথির মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সারথি বিনষ্ট হইবামাত্র উহার অশ্বসকল অব্যবস্থিত গতিতে বিচরণ করিতে লাগিল। ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব উদ্‌ভ্রান্ত হইলে মনুষ্য যেমন অধীর হয় সেইরূপ সুমালী অশ্বগণের ঐ অব্যবস্থিত গমনে অধীর হইয়া উঠিল।

অনন্তর মালী ধনুর্ধারণপূর্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিষ্ণুর প্রতি ধাবমান হইল এবং উহার স্বর্ণখচিত শর ক্রৌঞ্চপর্বতে পক্ষিগণের ন্যায় বিষ্ণুর দেহে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন জিতেন্দ্রিয় পুরুষ যেমন মানসী পীড়ায় বিচলিত হন না তদ্রূপ ভূতভাবন ভগবান বিষ্ণু উহার শরে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। পরে তিনি শরাসনে টঙ্কার প্রদানপূর্বক মালীর প্রতি শরত্যাগ করিতে লাগিলেন। সর্পেরা যেমন সুধারস পান করিয়াছিল সেইরূপ বিষ্ণুর বজ্রবিদ্যুৎপ্রভ শর মালীর দেহে প্রবিষ্ট হইয়া রক্তপান করিতে লাগিল। ক্রমশঃ বিষ্ণু উহার কিরীট ধ্বজ ধনু ও অশ্বগণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মালী রথভ্রষ্ট, সে গদা গ্রহণপূর্বক গিরিশৃঙ্গ হইতে সিংহের ন্যায় বিষ্ণুর প্রতি যাইতে লাগিল এবং কৃতান্ত যেমন রুদ্রকে এবং ইন্দ্র যেমন বজ্রাস্ত্র দ্বারা পর্বতকে প্রহার করিয়াছিলেন তদ্রূপ সে বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের ললাটে এক গদাঘাত করিল। গরুড় ঐ গদাঘাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইল এবং বিষ্ণুকে লইয়া পলায়নের উপক্রম করিল। তখন রাক্ষসগণের যারপরনাই হর্ষ উপস্থিত। তদ্দৃষ্টে বিষ্ণু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গরুড়ের উপর তির্যকভাবে অবস্থানপূর্বক মালীর বিনাশবাসনায় চক্রাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ঐ কালচক্রসদৃশ সূর্যমণ্ডলাকার বিষ্ণুচক্র পরিত্যক্ত হইবামাত্র স্বতেজে অন্তরীক্ষ প্রদীপ্ত করিয়া মালীর মস্তক দ্বিখণ্ড করিল। মালীর রাহুমুণ্ডসদৃশ ঐ ভীষণ মুণ্ড রক্ত উদ্গার করিতে করিতে ভূতলে পড়িল। তদ্দৃষ্টে দেবগণ হৃষ্ট হইয়া সাধুবাদপূর্বক সমস্ত প্রাণের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন সুমালী ও মাল্যবান মালীকে বিনষ্ট দেখিয়া শোকাকুল মনে সসৈন্যে লঙ্কার অভিমুখে ধাবমান হইল। ঐ সময় গরুড়ও আশ্বস্ত হইয়া প্রত্যাবর্তনপূর্বক পূর্ববৎ ক্রোধভরে পক্ষপবনে রাক্ষসগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল। রণস্থল অতিমাত্র ভীষণ। কাহারও মস্তক চক্রে ছিন্ন, কাহারও বক্ষ গদাঘাতে চূর্ণ, কাহারও গ্রীবা লাঙ্গলে নিষ্পিষ্ট, কাহারও মস্তক মুষলে ভগ্ন, কেহ অসিপ্রহারে খণ্ডিত এবং কেহ বা নিশিত শরে তাড়িত। রাক্ষসগণ বিনষ্ট হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে সমুদ্রে পড়িতে লাগিল। মেঘ হইতে যেমন বজ্র পতিত হয়, বিষ্ণুর শর সেইরূপ উহাদের উপর পতিত হইতে লাগিল। তখন উহাদের
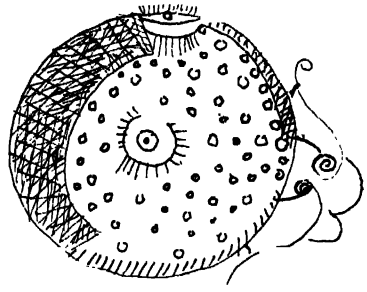
মধ্যে কাহারও কেশজাল উন্মুক্ত ও উড্ডীন, কাহারও আতপত্র ছিন্ন, কাহারও অস্ত্র হস্ত হইতে স্খলিত, কাহারও সৌম্য বেশ বিপর্যস্ত, কাহারও অন্ত্রদেশ নির্গত এবং কাহারও বা নেত্র ভয়ে চঞ্চল। তৎকালে রাক্ষসগণের মধ্যে কেহই আত্মপর বিচারে সমর্থ হইল না। সিংহনিপীড়িত হস্তীর ন্যায় বিষ্ণুর ভীষণ উৎপীড়নে উহাদের আর্তরব ও গতিবেগ একইরূপ হইয়া উঠিল। উহারা অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক বায়ুপ্রেরিত কৃষ্ণমেঘের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিল।

অষ্টম সর্গ ॥ অনন্তর বিষ্ণু সংগ্রামবিমুখ রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতেছেন দেখিয়া মাল্যবান সমুদ্র যেমন তীরভূমিকে পাইয়া ফিরিয়া আইসে সেইরূপে ফিরিল। উহার চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ, কিরীট চঞ্চল, সে বিষ্ণুকে কহিল, বিষ্ণো! আমরা ভীত ও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ, তুমি যখন নীচ লোকের ন্যায় আমাদিগকে বিনাশ করিতেছ তখন প্রাচীন ক্ষাত্রধর্ম নিশ্চয় তোমার জানা নাই। যে বীর সংগ্রামবিমুখ ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া পাপ সঞ্চয় করে সে পুণ্যবানদিগের গতি লাভ করিতে পারে না। এক্ষণে যদি তোমার যুদ্ধে একান্ত অনুরাগ থাকে তবে এই আমি দাঁড়াইলাম, দেখিব তোমার কিরূপ বলবীর্য আছে।

নারায়ণ কহিলেন, রাক্ষস! দেবতারা তোমাদের ভয়ে ভীত, আমি তাঁহাদিগকে অভয়দানপূর্বক কহিয়াছি, রাক্ষসগণকে নির্মূল করিব, এক্ষণে সেই কার্যেই প্রবৃত্ত হইয়াছি। নিজের প্রাণ দিয়াও সর্বদা দেবগণের প্রিয়কার্য করা আমার কর্তব্য, সুতরাং তোমরা যদি পাতালেও প্রবেশ কর তথাচ আমি তোমাদিগকে বধ করিব।

তখন মাল্যবান রক্তোৎপললোচন বিষ্ণুর এই বাক্যে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার বক্ষে শক্তি প্রহার করিল। শক্তি নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র দেহনিবন্ধ ঘণ্টারবে চারিদিক মুখরিত করিয়া মেঘমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় বিষ্ণুর বক্ষে শোভা পাইতে লাগিল। বিষ্ণু সেই শক্তি উৎপাটনপূর্বক মাল্যবানের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তখন উল্কা যেমন অঞ্জনপর্বতের প্রতি গমন করে সেইরূপ ঐ শক্তি মাল্যবানের প্রতি মহাবেগে যাইতে লাগিল এবং বজ্র যেমন গিরিশৃঙ্গে নিপতিত হয় সেইরূপে উহার হারশোভিত বিশাল বক্ষে পতিত হইল। শক্তিপ্রহারে মাল্যবানের বর্ম ছিন্নভিন্ন, সে বিমোহিত হইল এবং পুনর্বার আশ্বস্ত হইয়া অচল পর্বতের ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইল। পরে সে এক কণ্টকাকীর্ণ লৌহময় শূল লইয়া নারায়ণের প্রতি নিক্ষেপ করিল এবং তাঁহাকে এক মুষ্টিপ্রহার করিয়া ধনুঃপ্রমাণ স্থানে অপসৃত হইল। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসেরা মহাহর্ষে উহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর মাল্যবান গরুড়কে প্রহার করিল। গরুড় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বায়ু যেমন শুষ্ক পত্রকে অপসারিত করে সেইরূপ পক্ষপবনে উহাকে অপসারিত করিয়া দিল। তখন সুমালী মাল্যবানকে অপসারিত দেখিয়া সসৈন্যে লঙ্কার অভিমুখে প্রস্থান করিল। মাল্যবানও অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া সসৈন্যে লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইল। রাম! রাক্ষসগণ এইরূপ বারংবার বিষ্ণুর নিকট পরাস্ত এবং উহাদের অধিনায়কেরা তাঁহার হস্তে বিনষ্ট হইয়াছিল। পরে তাহারা বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া লঙ্কা পরিত্যাগপূর্বক সস্ত্রীক পাতালপুরীতে বাস করিবার জন্য প্রস্থান করে। সালকটঙ্কটার বংশে এই সমস্ত প্রখ্যাতবীর্য রাক্ষসগণ সুমালীকে আশ্রয় করিয়াছিল। তুমি পৌলস্ত্য নামে যে সমস্ত রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছ, সুমালী মাল্যবান ও মালী যাহাদিগের শ্রেষ্ঠ, তাহারা সকলেই রাবণ অপেক্ষা প্রধান। শঙ্খচক্রগদাধর বিষ্ণু ব্যতীত আর কেহই এইসকল দেবকণ্টককে বিনষ্ট করিতে পারেন না। তুমিই সেই সনাতন বিষ্ণু, তুমি অজেয় ও অবিনাশী. এক্ষণে রাক্ষসবধের জন্য মর্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছ। ধর্মমর্যাদা নষ্ট হইলে শরণাগতবৎসল বিষ্ণু দস্যুবধের জন্য কালে কালে উৎপন্ন হইয়া থাকেন। রাম! এই আমি তোমার নিকট রাক্ষসগণের উৎপত্তি যথাবৎ কীর্তন করিলাম। এক্ষণে সপুত্র রাবণের জন্ম ও প্রভাবের কথা কহিতেছি, শুন। যখন সুমালী বিষ্ণুর ভয়ে কাতর হইয়া পুত্রপৌত্রের সহিত পাতালতলে বিচরণ করিতেছিল তৎকালে কুবের লঙ্কায় বাস করিতেছিলেন।

নবম সর্গ ॥ কিছুকাল পরে সুমালী রসাতল হইতে মর্ত্যলোকে বিচরণ করিতে লাগিল। সে জলদের ন্যায় কৃষ্ণকায় এবং তাহার কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল। সে অপদ্মা শ্রীর ন্যায় স্বীয় কন্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া পৃথিবী পর্যটন করিতেছিল। ইত্যবসরে দেখিল, ধনাধিপতি কুবের পিতৃদর্শনার্থী হইয়া পুষ্পক রথে আরোহণ-পূর্বক গমন করিতেছেন। সুমালী ঐ দেবতুল্য অগ্নিকল্প কুবেরকে দেখিয়া বিস্ময়ভরে পুনর্বার রসাতলে প্রবেশ করিল। ভাবিল, এখন কি করিলে শ্রেয়োলাভ হয় এবং কিরূপেই বা আমাদের উন্নতি হইতে পারে। এই ভাবিয়া সে কন্যা কৈকসীকে কহিল, বৎসে! তোমার বিবাহযোগ্যকাল যৌবন অতীত হয়। প্রত্যাখ্যানের ভয়ে এতদিন কেহই তোমাকে প্রার্থনা করে নাই। আমরা ধর্মবুদ্ধি-প্রেরিত হইয়া তোমার বিবাহ দিবার জন্য যত্ন করিতেছি। তুমি সর্বগুণে গুণবতী এবং সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী। দেখ, কন্যার পিতৃত্ব মানার্থীদিগের বড় কষ্টকর। কন্যাকে যে কে প্রার্থনা করিবে কিছুই বুঝা যায় না, এই-ই কষ্ট। কন্যা মাতৃকুল, পিতৃকুল ও ভর্তৃকুলকে সততই সংশয়াক্রান্ত করিয়া থাকে। অতএব তুমি এক্ষণে প্রজাপতি ব্রহ্মার বংশোদ্ভব মুনিবর বিশ্রবাকে গিয়া প্রার্থনা কর। তুমি স্বয়ংই তাঁহাকে বরণ কর। তেজে সূর্যতুল্য কুবের যেরূপ সমৃদ্ধিশালী, বলিতে কি তোমার পুত্রেরাও ঐরূপ হইবে।

অনন্তর কৈকসী মহর্ষি বিশ্রবা যথায় তপস্যা করিতেছিলেন পিতৃনিদেশে তথায় উপস্থিত হইল। ঐ সময় বিশ্রবা চতুর্থ অগ্নির ন্যায় অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। কৈকসী সেই দারুণ কাল গণনা না করিয়াই তাঁহার নিকট অবনতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল এবং অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা ভূমি খনন করিতে লাগিল। তখন উদারস্বভাব বিশ্রবা উঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, ভদ্রে! তুমি কাহার কন্যা?

কোথা হইতে আসিতেছ এবং তোমার প্রয়োজনই বা কি? আমার নিকট অকপটে সমস্তই বল।

কৈকসী কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, তপোধন! আমার অভিপ্রায় আপনি স্বপ্রভাবে বুঝিয়া লউন। আমি পিতৃনিদেশে আপনার নিকট আসিয়াছি, নাম কৈকসী। এতদ্ব্যতীত আমি আপনাকে আর কিছুই বলিব না, আপনি বুঝিয়া দেখুন।

বিশ্রবা ধ্যানস্থ হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমি তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলাম, তুমি পুত্রার্থিনী হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছ। তুমি যখন এই নিদারুণকালে আসিয়াছ তখন তোমার গর্ভে দারুণ দারুণাকার ও দারুণ-লোকপ্রিয় রাক্ষসেরা জন্মগ্রহণ করিবে।

কৈকসী কহিল, ভগবন্! আপনি ব্রহ্মবাদী, আপনা হইতে আমি এইরূপ দুরাচার পুত্র প্রার্থনা করি না। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

বিশ্রবা পুনর্বার কহিলেন, সুন্দরি! তোমার গর্ভে সর্বশেষে যে পুত্র জন্মিবে সে নিশ্চয় আমার বংশানুরূপ ও ধার্মিক হইবে।

অনন্তর কৈকসী যথাকালে এক ভীষণ রাক্ষস প্রসব করিল। উহার মস্তক দশ, হস্ত বিংশতি, বর্ণ নীলাঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণ, ওষ্ঠ আরক্ত, দন্ত বিশাল, মুখ প্রকাণ্ড এবং কেশ প্রদীপ্ত। ঐ পুত্র জন্মগ্রহণ করিবামাত্র মাংসাশী শিবাগণ জ্বালাকরাল মুখে বাম দিক আশ্রয় করিয়া মণ্ডলাকারে ঘুরিতে লাগিল। পর্জন্য রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, মেঘের গর্জন অতি কঠোর, সূর্য প্রভাহীন, ঘনঘন উল্কাপাত হইতে লাগিল, ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প, বায়ু প্রচণ্ডভাবে বহিতে লাগিল এবং অটল সমুদ্র উচ্ছলিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর বিশ্রবা পুত্রের নামকরণে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, যখন এই বালকের গ্রীবা দশটি তখন ইহার নাম দশগ্রীব হইল। রাম! এই দশগ্রীবের পর মহাবল কুম্ভকর্ণ জন্মগ্রহণ করে। পৃথিবীতে ইহার তুল্য কাহারই দেহ সুদীর্ঘ নয়। তৎপরে বিকৃতাননা শূর্পণখা জন্মগ্রহণ করে। ধর্মশীল বিভীষণ কৈকসীর শেষ পুত্র। তিনি জন্মিবামাত্র পুষ্পবৃষ্টি, অন্তরীক্ষে দুন্দুভিধ্বনি এবং সাধুবাদ উত্থিত হয়। দশগ্রীব ও কুম্ভকর্ণ পিতার বন্য আশ্রমে দিন দিন বাড়িতে লাগিল। উহারা স্বভাবদোষে সকলেরই ক্লেশকর হইয়া উঠিল। কুম্ভকর্ণ উন্মত্ত হইয়া ধর্মবৎসল মহর্ষিগণকে ভক্ষণ ও অসন্তুষ্ট মনে ত্রিলোকে বিচরণ করিতে লাগিল। আর বিভীষণ ধর্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, স্বাধ্যায়সম্পন্ন ও মিতাহারী হইয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

একদা ধনাধিপতি কুবের পিতৃদর্শনার্থী হইয়া পুষ্পকরথে আরোহণপূর্বক ঐ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। রাক্ষসী কৈকসী স্বতেজঃপ্রদীপ্ত কুবেরকে দেখিয়া দশগ্রীবকে কহিল, বৎস! তুমি তেজঃপুঞ্জকলেবর ভ্রাতা কুবেরকে দেখিয়া যাও। তোমাদের ভ্রাতৃত্বসবন্ধ তুল্যরূপ হইলেও দেখ, তুমি কি হইয়াছ। অতএব বৎস! যাহাতে তুমি কুবেরের অনুরূপ হইতে পার তদ্বিষয়ে যত্ন কর।

দশগ্রীব মাতার এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ঈর্ষাপরবশ হইল এবং কহিল, মাতঃ, সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমি স্ববলে হয় ভ্রাতা কুবেরের তুল্য না তদপেক্ষা অধিক হইব। তুমি মনের দুঃখ দূর কর।

অনন্তর দশগ্রীব ঐ ক্রোধেই দুষ্কর কার্যসাধনে অভিলাষী হইল। পরে তপোবলে অভীষ্টসিদ্ধি করিব এইরূপ অধ্যবসায় করিয়া পবিত্র গোকর্ণাশ্রমে গমন করিল। সে ভ্রাতার সহিত তথায় গিয়া তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। উহার

তপস্যায় সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইলেন এবং উঁহাকে জয়াবহ বর প্রদান করিলেন।

দশম সর্গ ॥ অনন্তর রাম মহর্ষি অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! রাবণ প্রভৃতি তিন ভ্রাতা অরণ্যে কিরূপ তপস্যা করিয়াছিল?

অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! রাবণ প্রভৃতি তিন ভ্রাতা অরণ্যে নানারূপ ধর্মানুষ্ঠান করে। কুম্ভকর্ণ যত্নসহকারে নিয়ত ধর্মপথে থাকিত। সে গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির মধ্যবর্তী হইয়া তপস্যা করিত, বর্ষার জলধারায় বীরাসনে বসিত এবং হিমাগমে নিয়তকাল জলে বাস করিত। এইরূপে তাহার দশ সহস্র বৎসর অতীত হয়। ধর্মশীল বিভীষণ একপদে পাঁচ সহস্র বৎসর দাঁড়াইয়া থাকেন। তাঁহার এই কঠোর নিয়ম পরিসমাপ্ত হইলে অপ্সরাসকল আনন্দে নৃত্য করে, অন্তরীক্ষে পুষ্পবৃষ্টি হয় এবং দেবতারা তাঁহার স্তুতিবাদ করেন। পরে তিনি আর পাঁচ সহস্র বৎসর সূর্যের অনুবৃত্তি করিয়াছিলেন এবং স্বাধ্যায়ে নিবিষ্টমনা হইয়া ঊর্ধ্বমুখে ও ঊর্ধ্বহস্তে অবস্থান করেন। সুরলোকবাসী যেমন নন্দনবনে সুখে কালক্ষেপ করে, সেইরূপ বিভীষণ এই দশ সহস্র বৎসর সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দশাননেরও নিরবচ্ছিন্ন অনাহারে দশ সহস্র বৎসর অতীত হয়। প্রথম সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে সে আপনার শিরশ্ছেদন করিয়া অগ্নিতে আহুতি দেয়। এইরূপ নয় সহস্র বৎসরে তাহার নয়টি মস্তক হুতাশনে নিক্ষিপ্ত হয়। পরে দশম সহস্র বৎসরে যখন সে দশম মস্তকটি ছেদন করিতে উদ্যত হইল সেই অবসরে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি অন্যান্য দেবগণের সহিত তথায় আবির্ভূত হইয়া প্রীতমনে কহিলেন, দশগ্রীব! আমি তোমার তপস্যায় অতিমাত্র প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি শীঘ্র অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। তোমার এই তপঃক্লেশ সফল হউক, বল, আমি তোমার কি করিব।

তখন দশানন অবনতমস্তকে ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করিয়া হৃষ্টমনে হর্ষগদ্‌গদ-বাক্যে কহিল, ভগবন্! মৃত্যু ব্যতীত জীবের আর কিছুতেই ভয় হয় না, মৃত্যুর তুল্য শত্রুও আর কিছু নাই, অতএব আমার ইচ্ছা যে আমি অমর হইয়া কালযাপন করি।

ব্রহ্মা কহিলেন, দশানন! আমি তোমাকে অমর করিতে পারি না, তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা কর।

লোককর্তা ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে দশগ্রীব কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, প্রজাপতে! আমি পক্ষী সর্প যক্ষ দৈত্য দানব রাক্ষস ও দেবগণের অবধ্য হইয়া থাকিব। অন্যান্য যে সমস্ত জীব আছে আমি তাহাদের চিন্তা কিছুমাত্র করি না। মনুষ্য প্রভৃতিকে ত তৃণবৎই বিবেচনা করিয়া থাকি।

ব্রহ্মা কহিলেন, দশগ্রীব! তুমি যেরূপ কহিতেছ, তাহাই হইবে। এই বলিয়া তিনি পুনর্বার কহিলেন, বৎস! আমি প্রীতমনে তোমায় আর দুইটি বর প্রদান করিতেছি, শুন। তুমি পূর্বে যে-সকল মস্তক অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিয়াছ সেগুলি আবার হইবে। তদ্ব্যতীত তুমি যেরূপ ইচ্ছা করিবে সেইরূপই আকার ধারণ করিতে পারিবে। ব্রহ্মা এইরূপ বর প্রদান করিবামাত্র দশগ্রীবের মস্তকসকল পুনরায় উঠিল।

পরে ব্রহ্মা বিভীষণকে কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্মে মতি রাখিয়া আমায়

যারপরনাই পরিতুষ্ট করিয়াছ, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।

ধর্মশীল বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! স্বয়ং লোকগুরু যখন আমার উপর প্রসন্ন, তখন বলিতে কি, জ্যোৎস্নাজালে চন্দ্রের ন্যায় আমি সর্বগুণে ভূষিত ও কৃতার্থ হইলাম। এখন যদি আপনি আমায় বর দিবার সংকল্প করিয়া থাকেন তবে আমার যেরূপ ইচ্ছা শ্রবণ করুন। দেব! বিপদেও যেন আমার ধর্মে মতি থাকে, গুরূপদেশ ব্যতীতও ব্রহ্মচিন্তা যেন আমার স্ফূর্তি পায়, আর যে-যে আশ্রমে যখন যে-যে বুদ্ধি উৎপন্ন হইবে তাহা যেন ধর্মানুগত হয়, আমি সেই-সেই ধর্ম প্রতিপালন করিব। ব্রহ্মন্! এই আমার অভীষ্ট বর। আমি জানি, ধর্মানুরাগী লোকের ত্রিলোকে কিছুই দুর্লভ হয় না।

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। আর যখন রাক্ষসযোনিতে জন্মিয়াও তোমার অধর্মবুদ্ধি উপস্থিত হয় নাই, তখন আমার বরে তুমি অমর হইয়া থাকিবে।

পরে প্রজাপতি কুম্ভকর্ণকে বরদানের সংকল্প করিলে সুরগণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনি জানেনই যে এই দুর্মতির দারুণ ব্যবহারে সকলেই ভীত, অতএব ইহাকে বরদান করিবেন না। ঐ দুর্বৃত্ত নন্দনকাননে সাতটি অপ্সরা, ইন্দ্রের দশটি অনুচর এবং পৃথিবীর বিস্তর মনুষ্য ও ঋষিকে ভক্ষণ করিয়াছে। এই রাক্ষস বর না পাইয়াই যাহা করিয়াছে তাহাই ত যথেষ্ট, বর পাইলে নিশ্চয় ত্রিলোকের সকলকেই ভক্ষণ করিবে। অতএব আপনি বরচ্ছলে ইহাকে মোহ প্রদান করুন. ইহাতে লোকের মঙ্গল ও ইহারও সম্মানরক্ষা হইবে।

তখন ব্রহ্মা দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন। সরস্বতী স্মৃতিমাত্রে ব্রহ্মার পার্শ্বে আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, দেব! এই আমি আসিয়াছি, কি করিব। ব্রহ্মা কহিলেন. সরস্বতি! তুমি ঐ কুম্ভকর্ণের বুদ্ধিমোহ জন্মাইয়া দেও।

অনন্তর সরস্বতী দুষ্ট রাক্ষসের মনে প্রবেশ করিলেন। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, কুম্ভকর্ণ! তুমি এক্ষণে ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর। কুম্ভকর্ণ কহিল, দেবদেব! আমার ইচ্ছা যে আমি বহুকাল ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকি। ব্রহ্মাও তথাস্তু বলিয়া সুরগণের সহিত তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। দেবী সরস্বতীও কুম্ভকর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

পরে কুম্ভকর্ণের সংজ্ঞালাভ হইল। ঐ দুরাত্মা দুঃখিতমনে ভাবিল, আজ কেন এইরূপ কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইল? বোধ হয় উপস্থিত দেবগণই আমার বুদ্ধিমোহ উৎপাদন করিয়া থাকিবেন।

রাজন্! এইরূপে রাবণাদি তিন ভ্রাতা ব্রহ্মার নিকট তপোবলে বরলাভ করিয়া শেল্মাতকবৃক্ষবহুল পিতৃতপোবনে গিয়া পরমসুখে বাস করিতে লাগিল।

একাদশ সর্গ ॥ এই অবসরে সুমালী রাবণাদি তিন ভ্রাতার বরলাভ-বার্তায় যারপরনাই নির্ভয় হইয়া অনুচরগণের সহিত পাতাল হইতে উঠিল। মারীচ, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ ও মহোদর উহার এই চারিজন মন্ত্রীও ক্রোধভরে উত্থিত হইল। পরে সুমালী উহাদের সহিত দশগ্রীবের নিকট আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিতে লাগিল, বৎস! তুমি যখন ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার নিকট বরলাভ করিয়াছ তখন ভাগ্যক্রমে আমাদের যাহা সঙ্কল্প তোমাদ্বারা তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। আমরা যে কারণে লঙ্কা ছাড়িয়া রসাতলে বাস করিতেছি এক্ষণে আমাদের সেই বিষ্ণুর বিক্রমজনিত মহাভয় দূর হইল। আমরা বার বার তাঁহারই ভয়ে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছি এবং স্বগৃহ পরিত্যাগপূর্বক একত্রে পাতালে গিয়া বাস করিতেছি। লঙ্কাপুরী আমাদিগেরই, তাহাতে আমরাই থাকিতাম ; এক্ষণে তোমার ভ্রাতা ধীমান কুবের সেই পুরী অধিকার করিয়াছেন। অতএব যদি তুমি সাম, দান, বা বল, যে কোন উপায়ে হউক, লঙ্কা পুনর্গ্রহণ করিতে পার তাহা হইলে বড় একটা কাজ হয়। বৎস! নিশ্চয় জানিও, অতঃপর তুমিই লঙ্কার অধিপতি হইবে। এই নিমগ্নপ্রায় রাক্ষসবংশ তুমি উদ্ধার করিলে, সুতরাং তুমিই ইহাদের প্রভু হইবে।

দশগ্রীব কহিল, আর্য! ধনাধিপতি কুবের আমাদিগের গুরু, তাঁহার প্রতিকূলে এইরূপ কথা বলা আপনার উচিত হইতেছে না। দশগ্রীব এইরূপ শান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করিলে সুমালী তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তৎকালে নীরব হইল।

অনন্তর একদা প্রহস্ত অবসর বুঝিয়া বিনীত বাক্যে রাবণকে কহিল, বীর! তুমি সুমালীকে যাহা কহিয়াছিলে সে কথা সঙ্গত বোধ হয় না ; বীরগণের আবার সৌভ্রাত্র কি? এ বিষয়ে আমার কিছু বলিবার আছে, শুন। অদিতি ও দিতি নামে রূপবতী ও পরস্পর স্নেহবতী দুইটি ভগিনী ছিলেন। প্রজাপতি কশ্যপ ইঁহাদিগকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে অদিতির গর্ভে ত্রিভুবনেশ্বর দেবগণ এবং দিতির গর্ভে দৈত্যগণ জন্মগ্রহণ করে। প্রথমে দৈত্যগণই এই সাগরাম্বরা পৃথিবীর অধীশ্বর ছিল। পরে বিষ্ণু তাহাদিগকে বধ করিয়া ত্রিলোককে দেবগণের অধীন করিয়া দেন। বীর! তুমিই যে কেবল ভ্রাতৃদ্রোহ করিবে তাহা নয়, পূর্বে দেবাসুরও এই কার্য করিয়া গিয়াছেন।

রাবণ মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া হৃষ্টমনে প্রহস্তের কথায় সম্মত হইল এবং সেই উৎসাহে সেইদিনেই রাক্ষসগণের সহিত লঙ্কার নিকটস্থ এক বনে গিয়া ত্রিকূট পর্বত হইতে প্রহস্তকেই দৌত্যে নিয়োগপূর্বক কহিল, প্রহস্ত! তুমি শীঘ্র ধনাধিপতি কুবেরের নিকট যাও এবং আমার বাক্যে তাঁহাকে গিয়া শান্তভাবে বল, এই লঙ্কাপুরী পূর্বে মহাত্মা রাক্ষসগণের অধিকারে ছিল, এক্ষণে ইহাতে বাস করা তোমার উচিত হইতেছে না। অতএব যদি তুমি আজ এই পুরী আমাদিগকে ছাড়িয়া দেও তাহা হইলে আমি অতিশয় সুখী হই এবং তোমারও প্রকৃত ধর্ম পালন করা হয়।

পরে প্রহস্ত লঙ্কায় গমন করিয়া উদার বাক্যে কুবেরকে কহিল, তোমার ভ্রাতা দশগ্রীব আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। এক্ষণে তিনি যাহা কহিয়াছেন,

শুন। পূর্বে এই লঙ্কাপুরী সুমালী প্রভৃতি ভীমবল রাক্ষসগণ উপভোগ করিয়াছিলেন। এই কারণে দশগ্রীব তোমাকে জানাইতেছেন, তিনি শান্তভাবে প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহাকে এই লঙ্কা পুনঃ প্রদান কর।

কুবের কহিলেন, পিতা এই রাক্ষসশূন্য লঙ্কাপুরী আমায় বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন ; আমি দান-মানাদি উপায়ে ইহাতে অনেককে বাস করাইয়াছি, অতএব তুমি গিয়া দশগ্রীবকে বল, আমার এই পুরী ও রাজ্য তোমারই, তুমি নিষ্কণ্টকে ইহা ভোগ কর। আমার যাবতীয় ঐশ্বর্য নির্বিশেষে তোমারই হউক।

এই বলিয়া কুবের তৎক্ষণাৎ পিতৃসন্নিধানে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিতঃ! দশগ্রীব লঙ্কা পুনঃপ্রাপ্তির আশয়ে আমার নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। ফলতঃ পূর্বে এই পুরীতে রাক্ষসেরাই বাস করিত, অতএব আপনি লঙ্কা রাবণকেই দিন। আর আমি গিয়া কোথায় থাকিব তাহাও আদেশ করুন।

ব্রহ্মর্ষি বিশ্রবা কহিলেন, বৎস! শুন, দশগ্রীব আমার নিকট একদা ঐ প্রসংগই করিয়াছিল। আমি ঐ দুষ্টমতিকে সক্রোধে ভর্ৎসনা করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছিলাম, দেখ, তুমি ধর্ম-মর্যাদা অতিক্রম করিতেছ। এক্ষণে আমার কথা রাখ ; ইহা ধর্মানুগত ও শ্রেয়ঃসাধন। বরলাভগর্বে তোমার হিতাহিতজ্ঞান নাই এবং আমার অভিশাপে তোমার প্রকৃতিও দারুণ হইয়াছে, এই জন্য লোকের মর্যাদা তুমি বুঝিতে পার না। কিন্তু বৎস! তৎকালে সে আমার এই কথায় কর্ণপাত করে নাই। ঐ দুর্বৃত্তকে যে ব্রহ্মা উৎকৃষ্ট বর দিয়াছেন ইহা তুমি অবশ্যই জান, সুতরাং তাহার সহিত বিরোধাচরণ করা তোমার শ্রেয় নহে। অতএব এক্ষণে তুমি আত্মীয় অন্তরঙ্গের সহিত লঙ্কা হইতে গিরিবর কৈলাসে যাও এবং তথায় বসবাস করিবার জন্য এক পুরী প্রস্তুত কর। সেই স্থানে সরিদ্বরা মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছে, উহার জল উজ্জ্বল স্বর্ণপদ্মে আচ্ছন্ন, তথায় কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি অন্যান্য সুগন্ধি পুষ্পও প্রস্ফুটিত হইয়া আছে এবং দেবতা গন্ধর্ব অপ্সরা উরগ ও কিন্নরগণ সতত বিহার করিয়া থাকেন।

কুবের পিতৃগৌরবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং স্ত্রী পুত্র অমাত্য ধন সম্পদ ও বলবাহনের সহিত কৈলাসে গিয়া বাস করিলেন।

এদিকে প্রহস্ত একান্ত হৃষ্ট হইয়া দশগ্রীবের নিকট গিয়া কহিল, ধনাধিপতি কুবের লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন সেই পুরী শূন্য। তুমি আমাদিগকে লইয়া তথায় চল এবং স্বধর্ম পালন কর।

অনন্তর দশগ্রীব-ভ্রাতৃগণ সৈন্য ও অনুযাত্রিকদিগের সহিত লঙ্কায় প্রবেশ করিল। উহা কুবেরের পরিত্যক্ত এবং উহার পথসকল বিভক্ত। ইন্দ্র যেমন স্বর্গে আরোহণ করেন, দশগ্রীব সেইরূপ পর্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত লঙ্কায় আরোহণ করিল এবং রাজপদে অভিষিক্ত হইল। লঙ্কা নীলমেঘাকার রাক্ষসে পরিপূর্ণ। এদিকে কুবেরও পিতার আদেশে শশাঙ্কধবল কৈলাস পর্বতে এক পুরী নির্মাণ করিলেন। উহা ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় সুদৃশ্য এবং সুসজ্জিত গৃহে সুশোভিত।

দ্বাদশ সর্গ ॥ দশগ্রীব রাক্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত হইল এবং ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া দানবরাজ বিদ্যুজ্জিহ্বের সহিত ভগিনী শূর্পণখার বিবাহ দিল। পরে

সে একাকী মৃগয়ায় নির্গত হয়; ঐ প্রসঙ্গে দিতির পুত্র ময় দানবের সহিত উহার দেখা হইয়াছিল। দশগ্রীব উহাকে একটিমাত্র কন্যার সহিত বনমধ্যে বিচরণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, তুমি কে এবং এই মৃগমনুষ্যশূন্য নির্জন বনে একাকী কেবল এই মৃগলোচনাকে লইয়া কি জন্য পর্যটন করিতেছ?

ময় কহিল, আমার বৃত্তান্ত সমস্তই তোমাকে কহিতেছি, শুন। বোধহয় তুমি হেমা নাম্নী কোন এক অপ্সরার কথা শুনিয়া থাকিবে। তিনি ইন্দ্রের শচীর ন্যায় রূপলাবণ্যবতী। আমি দৈববলে তাঁহাকে লাভ করিয়া সহস্র বৎসর তাঁহার সহিত প্রগাঢ় অনুরাগে কালযাপন করি। পরে তিনি কোন দৈবকার্যোদ্দেশে ত্রয়োদশ বৎসর দেবলোকে আছেন। এতাবৎ কাল তাঁহার সহিত আমার বিরহ। অনন্তর আমি বিচিত্র নির্মাণ-শক্তিপ্রভাবে হীরক-বৈদূর্যখচিত স্বর্ণময় এক পুরী প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে প্রিয়াবিরহে কিছুদিন অতি দীনভাবে বাস করিয়াছিলাম। এক্ষণে এই কন্যাকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থান হইতে আসিয়াছি। রাজন্! এইটি আমারই কন্যা, হেমার গর্ভে ইহার জন্ম। আমি ইহাকে লইয়া ইহার পাত্র অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছি। কন্যার পিতৃত্ব সম্মানার্থীর বড়ই কষ্টকর। সে পিতৃকুল ও ভর্তৃকুলকে কখন কলঙ্কিত করে, ইহাই আশঙ্কা। এই কন্যা ব্যতীত হেমার গর্ভে মায়াবী ও দুন্দুভি নামে আমার দুইটি পুত্রও জন্মিয়াছে। তাত! এই আমি তোমাকে আত্মবৃত্তান্ত সমস্তই কহিলাম। এক্ষণে আমি তোমাকে কিরূপে জানিব, তুমি কে?

তখন দশগ্রীব সবিনয়ে কহিল, আমি মহর্ষি পুলস্ত্যের বংশে জন্মিয়াছি; ব্রহ্মার পৌত্র মহর্ষি বিশ্রবা আমার পিতা, নাম দশগ্রীব।

দানবরাজ ময় দশগ্রীবকে ঋষিকুলোৎপন্ন জানিয়া তাহাকে সেই বনমধ্যেই কন্যাদানের সংকল্প করিলেন এবং তাহার হস্তে কন্যার হস্ত প্রদানপূর্বক সহাস্যমুখে কহিলেন, রাজন্! আমার এই কন্যা অপ্সরা হেমার গর্ভসম্ভূতা, নাম মন্দোদরী, এক্ষণে তুমি পত্নীরূপে ইহাকে গ্রহণ কর।

দশগ্রীব দানবরাজ ময়ের এই অনুরোধে সম্মত হইল এবং ঐ বনমধ্যেই অগ্নি সাক্ষী করিয়া মন্দোদরীকে বিবাহ করিল। রাম! পিতৃশাপে দশগ্রীবের দারুণ প্রকৃতি লাভের কথা ময় দানব জানিতেন, কেবল মহৎ ঋষিবংশীয় বলিয়া উঁহাকে কন্যাদান করেন এবং উঁহাকে তপোবললব্ধ অমোঘ এক অদ্ভুত শক্তিও দিয়াছিলেন। সেই শক্তি দ্বারাই লঙ্কার যুদ্ধে লক্ষ্মণ বিদ্ধ হন।

অনন্তর দশগ্রীব স্বনগরীতে প্রত্যাগমনপূর্বক কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের উদ্বাহ-

সংস্কারের জন্য দুইটি কন্যা আহরণ করিল। বৈরোচনের দৌহিত্রী বজ্রজ্বালা কুম্ভকর্ণের এবং গন্ধর্বরাজ শৈলুষের কন্যা ধর্মপরায়ণা সরমা বিভীষণের পত্নী হইল। এই সরমা মানস-সরোবরের তীরে জন্মগ্রহণ করে। তখন বর্ষাকাল, মানস-সরোবরের জল বর্ষার জলে বর্ধিত হইতেছিল, তদ্দৃষ্টে সরমা ভীত হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। তখন তাহার জননী স্নেহে কাতর হইয়া কহিল, 'সরো মা বর্ধত', সরোবর বর্ধিত হইও না, তদবধি কন্যার নামও সরমা হইল।

অনন্তর রাবণ প্রভৃতি তিন ভ্রাতা লঙ্কাপুরমধ্যে ভার্যাগণের সহিত নন্দনবনে গন্ধর্বের ন্যায় পরম সুখে বিহার করিতে লাগিল। মন্দোদরীর গর্ভে মেঘনাদ জন্মে। তোমরা ইহাকে ইন্দ্রজিৎ বলিয়া থাক। ঐ বালক জন্মিবামাত্র মেঘগম্ভীর নাদে রোদন করিয়া লঙ্কাপুরী স্তম্ভিত করে। এই জন্য পিতা দশগ্রীব স্বয়ং উহার নাম মেঘনাদ রাখিয়াছিল। এই মেঘনাদ পিতামাতার মনে হর্ষোৎপাদনপূর্বক অন্তঃপুরমধ্যে স্ত্রীলোকের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া কাষ্ঠাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে লাগিল।

ত্রয়োদশ সর্গ ॥ একদা মূর্তিমতী দারুণ নিদ্রা ব্রহ্মার নিয়োগে কুম্ভকর্ণের নিকট উপস্থিত। তদ্দৃষ্টে কুম্ভকর্ণ উপবিষ্ট রাবণকে কহিল, রাজন্! আমি নিদ্রায় কাতর, অতএব তুমি আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করাইয়া দেও। পরে রাবণের আদেশে শিল্পিগণ বিশ্বকর্মার ন্যায় নিপুণতার সহিত একটি গৃহ প্রস্তুত করিল। ঐ গৃহের বিস্তার এক যোজন ও দৈর্ঘ্য দুই যোজন, উহা সুদৃশ্য ও সুপ্রশস্ত, উহার স্তম্ভ স্বর্ণময়, সোপান বৈদূর্যময়, তোরণ হস্তিদন্তময় এবং বেদি হীরকময়; স্থানে স্থানে কিঙ্কিণীজাল অপূর্ব শোভা পাইতেছে; উহা সুমেরু গিরির পবিত্র গহ্বরের ন্যায় মনোহর ও সর্বকালেই সুখপ্রদ। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ঐ গৃহমধ্যে নিদ্রিত হইল। ব্রহ্মার বরপ্রভাবে বহুকালেও তাহার ঐ ঘোর নিদ্রা ভাঙিবার নয়। এই সময়ে দশানন মহাক্রোধে অবাধে দেবর্ষি গন্ধর্ব ও যক্ষগণকে বধ এবং নন্দন প্রভৃতি বিচিত্র উদ্যান নষ্ট করিতে লাগিল। ক্রীড়াশীল হস্তী যেমন নদীকে বিমর্দিত করে, বায়ু যেমন বৃক্ষকে নিক্ষিপ্ত করে এবং পরিত্যক্ত বজ্র যেমন পর্বতকে চূর্ণ করিয়া ফেলে; রাবণ সেইরূপেই সকলকে বিনষ্ট

করিতে লাগিল।

অনন্তর ধর্মশীল কুবের দশাননের এইরূপ অত্যাচারের কথা শুনিয়া আপনার কুলানুরূপ ব্যবহার স্মরণপূর্বক সৌভ্রাত্র প্রদর্শনের জন্য লঙ্কায় দূত প্রেরণ করিলেন। দূত বিভীষণের নিকট উপস্থিত হইল। বিভীষণ ধর্মানুসারে তাহার সম্মান করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং যক্ষেশ্বর কুবেরের এবং জ্ঞাতিবর্গের সর্বাঙ্গীণ সংবাদ লইয়া সভামধ্যে আসীন রাবণকে দেখাইয়া দিলেন। দূত স্বতেজঃপ্রদীপ্ত রাক্ষসরাজকে দর্শন করিয়া জয় জয় শব্দে তাহার সম্বর্ধনাপূর্বক মুহূর্তকাল তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল। রাবণ উৎকৃষ্ট আস্তরণ-শোভিত পর্যঙ্কে উপবিষ্ট ছিল। দূত তাহার সন্নিহিত হইয়া কহিল, রাজন্! আপনার ভ্রাতা ধনাধিপতি কুবের আপনাকে পিতৃমাতৃকুল ও চরিত্রের অনুরূপ যে-সমস্ত কথা কহিয়াছেন, আমি তাহাই আপনাকে নিবেদন করিতেছি। তিনি কহিয়াছেন, রাজন্! ভাল, এই পর্যন্তই পর্যাপ্ত, আর পাপাচরণ করিবার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে সচ্চরিত্র হওয়া আবশ্যক, যদি পার তো ধর্মে থাক। আমি দেখিয়াছি, তুমি নন্দনবন ভগ্ন করিয়াছ, শুনিয়াছি, ঋষিগণকে বিনাশ করিয়াছ, আরও শুনিতে পাই, দেবগণ তোমার এই সকল পাপের প্রতিফল দিবার উদ্যোগে আছেন। রাজন্! তুমি বার বার আমায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছ বটে, কিন্তু বালক যদি অপরাধী হয় তাহাকে রক্ষা করা আত্মীয়স্বজনের সর্বতোভাবেই কর্তব্য। দেখ, আমি ইন্দ্রিয়দমন ও কঠোর ব্রত অবলম্বনপূর্বক ধর্মসাধনের জন্য হিমালয়ে গিয়াছিলাম। ঐ স্থানে ভগবান মহেশ্বর দেবী উমার সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। দৈবাৎ আমি দক্ষিণ চক্ষু দিয়া ঐ দেবীকে দর্শন করি, ইনি কে, কেবল এইটি জানিবার জন্য, অন্য কোন অভিপ্রায়ে নয়। তখন দেবী উমা অনুপম রূপ ধারণপূর্বক বিরাজ করিতেছিলেন, আমার দৃষ্টিপাতমাত্র তাঁহার দিব্যপ্রভাবে আমার দক্ষিণ চক্ষু দগ্ধ হইয়া যায়। আর বাম চক্ষুটি যেন ধূলিস্পর্শে কলুষিত ও তাঁহার জ্যোতিতে পিঙ্গল হয়। পরে আমি উঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য হিমাচলের অন্যতম বিস্তীর্ণ শৃঙ্গে গিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্বক আটশত বৎসর মহাব্রত অবলম্বন করিয়া থাকি। ব্রতকাল পূর্ণ হইলে ভগবান মহেশ্বর আসিয়া প্রীতমনে আমাকে কহিলেন, বৎস! আমি তোমার এই তপস্যায় যারপরনাই পরিতুষ্ট হইয়াছি। আমিও একদা এইরূপ ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, আর তুমিও এই করিলে। আমরা দুইজন ব্যতীত এই ব্রত ধারণ করিতে পারে এমন আর কাহাকেও দেখি না। ইহা অতি দুষ্কর এবং আমিই ইহার উৎপাদক। এক্ষণে তুমি আমার সখা হও। আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইলাম, দেবী পার্বতীর প্রভাবে তোমার দক্ষিণ চক্ষু দগ্ধ এবং তাঁহার রূপনিরীক্ষণে অন্যতরটি পিঙ্গল হইয়াছে, অতএব আজ হইতে তোমার নাম নিত্যকাল একাক্ষিপিঙ্গলী থাকিবে।

এইরূপে আমি ভগবান শঙ্করের সহিত সখিত্ব লাভপূর্বক তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে প্রতিগমন করিয়া তোমার পাপাচারের কথা শুনিতে পাইলাম। বৎস! তুমি এই কুলক্ষয়কর অধর্মসংযোগ হইতে নিবৃত্ত হও। এক্ষণে দেবতারা ঋষিগণের সহিত তোমার বিনাশের উপায় অবধারণ করিতেছেন।

এই কথা শুনিবামাত্র রাবণের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং সে করে করপরামর্ষণ ও দশনে দশন নিষ্পীড়নপূর্বক কহিতে লাগিল, রে দূত! তুই মরিলি, আর যে তোরে পাঠাইয়াছে আমার সেই ভ্রাতা কুবেরও মরিল। সে যাহা বলিয়াছে তাহা কিছুতেই আমার হিতকর নহে। শঙ্করের সহিত তাহার যে

সখ্যতা হইয়াছে মূর্খ কেবল তাহাই আমাকে শুনাইতেছে। তুই যাহা কহিলি আজ ইহা কিছুতেই ক্ষমা করিতেছি না। ভাবিতেছিলাম ধনেশ্বর আমার জ্যেষ্ঠ ও গুরু, তাহাকে বিনাশ করা অনুচিত, এই জন্যই এতাবৎকাল আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছি। এক্ষণে তাহার কথায় স্থির করিলাম ভুজবলে ত্রিলোক জয় করিব। কেবল তাহারই জন্য এই মুহূর্তে চার লোকপালকে বিনাশ করিব।

দশগ্রীব এই বলিয়া খড়্গাঘাতে দূতকে বিনাশ করিল এবং দুরাত্মা রাক্ষসগণের হস্তে তাহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য দিল। পরে ঐ দুর্বৃত্ত ত্রৈলোক্য জয় করিবার আশয়ে যথায় ধনাধিপতি সেই স্থানে মঙ্গলাচারপূর্বক যাত্রা করিল।

চতুর্দশ সর্গ ॥ অনন্তর বলগর্বিত রাবণ কুবেরকে জয় করিবার উদ্দেশে প্রহস্ত, মহোদর, মারীচ, শুক, সারণ ও ধূম্রাক্ষ এই ছয়জন সচিবের সহিত নির্গত হইল। তৎকালে উহার প্রদীপ্ত ক্রোধানলে ত্রিলোক দগ্ধ হইতে লাগিল। সে মুহূর্তমধ্যে নানা জনপদ নদী পর্বত বন ও উপবন অতিক্রম করিয়া কৈলাসে উত্তীর্ণ হইল। তখন যক্ষগণ ঐ দুরাত্মাকে যুদ্ধার্থ মন্ত্রিগণের সহিত মহা উৎসাহে উপস্থিত দেখিয়া উহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইল না। পরিচয়ে জানিল, সে ধনাধিপতি কুবেরের ভ্রাতা। পরে উহারা কুবেরের নিকট গমনপূর্বক উহার অভিপ্রায় তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল।

পরে ঐ সমস্ত যক্ষ কুবেরের আদেশে অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্বক যুদ্ধার্থ হৃষ্টমনে নির্গত হইল। চতুর্দিকে উচ্ছলিত মহাসমুদ্রের ন্যায় সৈন্যক্ষোভ উপস্থিত। কৈলাস পর্বত বিচলিত হইয়া উঠিল। অনতিবিলম্বে যক্ষ-রাক্ষসের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাবণের সচিবেরা যারপরনাই ব্যথিত ; কিন্তু রাবণ তাদৃশ সৈন্যদর্শনে মহাহর্ষে ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিল। একদিকে রাবণের একজন মহাবীর সচিব, অপর দিকে সহস্র যক্ষ ; উভয় পক্ষে এইরূপে যুদ্ধ হইতে লাগিল। রাবণ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। সে ক্ষণকালমধ্যে বৃষ্টিপাতের ন্যায় গদা মুষল অসি শক্তি ও তোমর প্রভৃতি অস্ত্রধারায় নিরুচ্ছ্বাসবৎ হইয়া পড়িল। কিন্তু বর্ষার ধারাপাতে পর্বত যেমন অটল থাকে ঐ মহাবীর সেইরূপেই দাঁড়াইয়া রহিল। পরে সে এক যমদণ্ডসদৃশ গদাগ্রহণপূর্বক বায়ুবেগপ্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় যক্ষগণকে বিস্তীর্ণ তৃণবৎ ও শুষ্ককাষ্ঠবৎ দগ্ধ করিতে লাগিল। বায়ুবেগ যেমন মেঘকে বিদূরিত করে, সেইরূপ উহার অমাত্যেরাও ঐ সমস্ত যক্ষকে দেখিতে দেখিতে অল্পাবশেষ করিয়া ফেলিল। যক্ষদিগের মধ্যে অনেকে আহত, অনেকে ভগ্ন ও অনেকে নিপতিত। অনেকে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুতীক্ষ্ম দন্তে ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল। অনেকে পরিশ্রান্ত হইয়া নিরস্ত্রে পরস্পরকে আলিঙ্গনপূর্বক প্রবাহবেগে জীর্ণ নদীতটের ন্যায় পড়িয়া গেল। কেহ বিনষ্ট, কেহ স্বর্গারোহণে উদ্যত, কেহ যুদ্ধপ্রবৃত্ত ও কেহ বা ধাবমান। তৎকালে যুদ্ধ-দর্শনার্থী ঋষিদিগের সংখ্যাবাহুল্যে অন্তরীক্ষে আর তিলার্ধ স্থান রহিল না।

ধনাধিপতি কুবের রাক্ষসবিক্রমে স্বীয় সৈন্যগণকে ভগ্ন দেখিয়া অন্যান্য যক্ষকে নিয়োগ করিলেন। ইত্যবসরে সংযোধকণ্টক নামে এক মহাবীর যক্ষ বহুসংখ্য বলবাহনের সহিত রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল এবং মারীচকে লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণুচক্রবৎ অতিভীষণ এক চক্রাস্ত্র পরিত্যাগ করিল। মারীচ ঐ চক্রাস্ত্রে আহত হইবামাত্র ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় কৈলাস পর্বত হইতে নিপতিত হইয়া গেল।

পরে সে মুহূর্তকালমধ্যে সংজ্ঞালাভ ও কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনর্বার ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। যক্ষ সংযোধকণ্টকও তৎক্ষণাৎ তাহার বীরবিক্রমে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

সহসা রাবণ অলকা নগরীর স্বর্ণময় বৈদূর্যখচিত প্রবেশ-দ্বারে উপস্থিত। তথায় সূর্যভানু নামে এক দ্বারপাল দণ্ডায়মান ছিল। সে উহাকে বার বার নিবারণ করিতে লাগিল। কিন্তু রাবণ উহার বাক্যে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বীরদর্পে চলিল। তদ্দৃষ্টে সূর্যভানু যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং তোরণ উৎপাটন-পূর্বক উহাকে প্রহার করিল। ঐ প্রহারে রাবণের সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত ; ধাতুধারায় পর্বত যেমন শোভা পায় উহার সেইরূপই শোভা হইল. কিন্তু সে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার বরে কিছুমাত্র ব্যথিত হইল না। পরে ঐ মহাবীর তোরণের দণ্ড দ্বারা দ্বার-রক্ষককে বিনাশ করিল। তত্রত্য যক্ষেরা উহার বিক্রম দেখিয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্বক পলাইতে লাগিল এবং শ্রান্তভাবে সভয়ে নদী ও গিরিগুহায় আশ্রয় লইল।

পঞ্চদশ সর্গ ॥ অনন্তর কুবের যক্ষগণকে ভীত দেখিয়া মণিভদ্রকে কহিলেন, বীর! তুমি পাপাত্মা দুর্বৃত্ত রাবণকে বিনাশ কর এবং যুদ্ধার্থী যক্ষদিগের আশ্রয় হও।

তখন মহাবীর মণিভদ্র চার সহস্র যক্ষ লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং গদা মুষল প্রাস শক্তি তোমর ও মুদ্গর দ্বারা রাক্ষসগণকে ছিন্নভিন্ন করিয়া চলিল। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত। কেহ কহিতেছে যুদ্ধ কর, কেহ কহিতেছে আর প্রয়োজন নাই। সকলে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। তৎকালে দেবতা গন্ধর্ব ও ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। এই অবসরে মহাবীর প্রহস্ত একাকী সহস্র এবং মারীচ দুই সহস্র যক্ষকে বিনাশ করিল। যক্ষগণ ধর্মশীল, এই জন্য উহাদের যুদ্ধ সরল পথে ; আর রাক্ষসগণ অধার্মিক, এই জন্য উহাদের যুদ্ধ কূটপথে ; ফলতঃ রাক্ষসেরা এই কারণেই যক্ষদিগের অপেক্ষা অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল।

অনন্তর ধূম্রাক্ষ মণিভদ্রের বক্ষে এক মুষল প্রহার করিল, কিন্তু সে তদ্দ্বারা কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। পরে মণিভদ্র ধূম্রাক্ষের মস্তকে এক গদাঘাত করিল। সে ঐ প্রবল প্রহারবেগে বিহ্বল হইয়া ভূতলে পড়িল। তখন রাবণ ধূম্রাক্ষকে শোণিতলিপ্ত দেহে পতিত দেখিয়া মণিভদ্রের প্রতি ধাবমান হইল। মণিভদ্র উহাকে ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া তিনটি সুশাণিত শক্তি নিক্ষেপ করিল। রাবণও উহার মস্তকে অস্ত্রাঘাত করিল। ঐ আঘাতে মণিভদ্রের মুকুট এক পার্শ্বে সন্নত হইয়া পড়িল এবং তদবধি উহা ঐরূপ অবস্থাতেই রহিল। মণিভদ্র যুদ্ধে পরাঙ্মুখ। কৈলাসেও তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল।

অনন্তর ধনাধিপতি কুবের এক গদা ধারণপূর্বক দূর হইতে রাবণকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার সহিত ধনরক্ষক মন্ত্রী শুক্র ও প্রোষ্ঠপদ এবং নিধিদেবতা পদ্ম ও শঙ্খ। তিনি দূর হইতে অভিশাপে হতগৌরব ভ্রাতা রাবণকে দেখিতে পাইয়া স্বকুলোচিত বাক্যে কহিলেন, নির্বোধ! আমি তোরে বার বার নিবারণ করিলাম, কিন্তু তোর চৈতন্য হইল না। তুই যখন নরকস্থ হইয়া ইহার প্রতিফল ভোগ করিবি তখন আমার কথা বুঝিতে পারিবি। যে নির্বোধ মোহক্রমে বিষপান করিয়াও ঔদাসীন্য অবলম্বন করে, পরিণামে তাহাকে স্বকৃতকার্যের ফল অবশ্যই

ভোগ করিতে হয়। অধর্মে দৈব তোর প্রতি প্রতিকূল তন্নিবন্ধন তোর প্রকৃতিও ক্রূর হইয়াছে, এই জন্যই তুই হিতাহিত কিছুই বুঝিতে পারিস না। যে ব্যক্তি পিতা মাতা বিপ্র ও আচার্যের অবমাননা করে সে অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই নশ্বর দেহে তপোনুষ্ঠান না করে সেই মূর্খকে মৃত্যুর পর অশেষ দুর্গতি লাভ করিয়া অনুতাপ করিতে হয়; দেখ, গুরুসেবা ব্যতীত কাহারই শুভবুদ্ধি জন্মে না, সুতরাং সে যেরূপ কার্য করে তাহার অনুরূপ ফলও পাইয়া থাকে। পুরুষ স্বকৃতপুণ্যবলেই ধনসমৃদ্ধি রূপ বল ও বীরত্ব লাভ করে। রাবণ! তোর যখন এইরূপ দুর্বুদ্ধি উপস্থিত তখন তুই নিশ্চয় নরকস্থ হইবি। এক্ষণে তোর সহিত বাক্যালাপ করা আর বিধেয় নহে; সৎচরিত্র পুরুষের এই বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

এই বলিয়া ধনাধ্যক্ষ কুবের মারীচ প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিলেন। উহারা যুদ্ধে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। পরে তিনি রাবণের মস্তকে এক গদাঘাত করিলেন। কিন্তু ঐ দুর্ধর্ষ তদ্দ্বারা কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। অনন্তর উঁহারা পরস্পর প্রহার আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তৎকালে কেহই শ্রান্ত বা বিহ্বল হইলেন না। পরে কুবের রাবণের প্রতি এক আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। রাবণ বারুণাস্ত্রে তাহা নিবারণ করিল। পরে সে কুবেরকে বিনাশ করিবার জন্য রাক্ষসী মায়া আশ্রয়পূর্বক নানাপ্রকার রূপ ধারণ করিতে লাগিল। কখন ব্যাঘ্র, কখন বরাহ, কখন মেঘ, কখন পর্বত, কখন সমুদ্র, কখন বৃক্ষ, কখন যক্ষ ও কখন বা দৈত্যরূপ ধারণ করিতে লাগিল। তৎকালে কুবের তাহাকে আর স্বরূপে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর রাবণ এক প্রকাণ্ড গদা বিঘূর্ণিত করিয়া কুবেরের মস্তকে আঘাত করিল। কুবের ঐ গদাঘাতে শোণিতলিপ্ত ও বিহ্বল হইয়া ছিন্নমূল অশোক বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পড়িলেন। তদ্দর্শনে পদ্মাদি নিধিদেবতা উঁহাকে লইয়া পলায়ন করিল এবং নন্দনবনে গিয়া নানারূপ শুশ্রূষায় উঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে লাগিল।

রাবণ এইরূপে ধনাধিপতি কুবেরকে জয় করিয়া হৃষ্টমনে জয়চিহ্নস্বরূপ উহার পুষ্পক নামক বিমান গ্রহণ করিল। পুষ্পক স্বর্ণস্তম্ভ, বৈদূর্যময় তোরণ ও মুক্তাজালে শোভিত। উহাতে নানাপ্রকার বৃক্ষ সকল ঋতুতেই সুপ্রচুর ফলপুষ্প প্রদান করিয়া থাকে। উহা আকাশগামী ও কামরূপী। উহার গতি অপ্রতিহত এবং বেগ মনের ন্যায় অতিমাত্র দ্রুত। উহার সোপান স্বর্ণ ও মণিতে রচিত এবং বেদি তপ্তকাঞ্চনে প্রস্তুত। উহা দেবগণের বাহন, দৃষ্টিমনের সুখকর ও অবিনশ্বর। ঐ রথ নানারূপ বিচিত্র রচনায় খচিত ও বিশ্বকর্মার নির্মিত। উহা সর্বকালেই সুখপ্রদ ও নাতিশীতোষ্ণ। দুর্মতি রাবণ ঐ স্ববীর্যনির্জিত পুষ্পকে আরোহণ-পূর্বক বলগর্বে মনে করিল বুঝি ত্রিভুবন পরাজয় করিলাম।

এইরূপে সে কুবেরকে জয় করিয়া কৈলাস পর্বত হইতে অবতরণ করিল। উহার মস্তকে কিরীট, কণ্ঠে রত্নহার। সে বিমানে আরোহণ করিয়া যজ্ঞবেদিগত অগ্নির ন্যায় যারপরনাই শোভা পাইতে লাগিল।

ষোড়শ সর্গ ॥ অনন্তর রাবণ তথা হইতে মহাভাগ কার্তিকেয়ের জন্মস্থান শরবনে প্রবেশ করিল। দেখিল, স্বর্ণবর্ণ শরবন প্রদীপ্ত সূর্যজ্যোতির ন্যায় একান্ত উজ্জ্বল। পরে সে পর্বতোপরি আরোহণপূর্বক রমণীয় বনবিভাগ নিরীক্ষণ

করিতেছিল, ইত্যবসরে সহসা তাহার পুষ্পক রথের গতিরোধ হইল। তদ্দৃষ্টে রাবণ মন্ত্রিগণকে কহিল, দেখ, এই রথ প্রভুর ইচ্ছাক্রমে গতায়াত করিবে এইরূপেই ইহা প্রস্তুত হইয়াছে, তবে কেন ইহার গতিরোধ হইল ; এক্ষণে ইহা কেন আমার ইচ্ছাক্রমে আর চলিতেছে না। বোধ হয় পর্বতের উপর কেহ থাকিতে পারেন, তাঁহারই এই কার্য।

ধীমান মারীচ কহিল, রাজন্! অকারণে পুষ্পকের গতিরোধ হয় নাই। ধনাধিপতি কুবের ব্যতীত ইহা আর কাহাকেই বহন করিত না। এখন তুমি ইহার অধিনায়ক ; বোধ হয় এই জন্য ইহা নিশ্চল হইয়া আছে।

উহারা এইরূপ ও অন্যান্যরূপ বিতর্ক করিতেছে, ইত্যবসরে বিকটাকার মুণ্ডিতমুণ্ড হ্রস্ববাহু কৃষ্ণপিঙ্গলমূর্তি মহাবল নন্দী অকুতোভয়ে রাবণের পার্শ্বে আসিয়া কহিলেন, দশগ্রীব! এই পর্বতে ভগবান মহাদেব দেবী পার্বতীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। তুমি ফিরিয়া যাও। এখন এই স্থানে সুপর্ণ নাগ যক্ষ দেব গন্ধর্ব ও রাক্ষস প্রভৃতি কেহই সঞ্চরণ করিতে পারিবে না।

নন্দীশ্বরের এই কথা শুনিবামাত্র রাবণের কুণ্ডল ক্রোধে কম্পিত ও নেত্রযুগল আরক্ত হইয়া উঠিল। সে পুষ্পক রথ হইতে অবতরণপূর্বক ক্রোধভরে কহিল, মহাদেব কে? এই বলিয়া ঐ দুর্বৃত্ত বীর সহসা পর্বতমূলে গমন করিল। গিয়া দেখিল, মহাদেবের অদূরে দ্বিতীয় মহাদেবের ন্যায় নন্দীশ্বর প্রদীপ্ত শূলে ভর দিয়া দণ্ডায়মান আছেন। রাবণ ঐ বানরমুখ নন্দীশ্বরকে দেখিবামাত্র অবজ্ঞা-সহকারে জলদগম্ভীর স্বরে হাস্য করিল। তখন রুদ্রের দ্বিতীয় মূর্তি ভগবান নন্দী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রাবণ! তুই যখন আমায় বানরাকার দেখিয়া বজ্রনাদে হাস্য করিলি, তখন তোর কুলক্ষয়ের নিমিত্ত আমার তুল্যরূপ মত্তুল্যবীর্য বানরেরা জন্মগ্রহণ করিবে। উহারা মনোবৎ বেগগামী, পর্বতাকার, বলগর্বিত ও সমরোৎসাহী। নখ ও দন্তই উহাদের অস্ত্র। ঐসকল বানর মিলিয়া তোর এবং তোর পুত্র ও অমাত্যগণের প্রবল গর্ব ও তেজ চূর্ণ করিবে। রে দুর্বৃত্ত! আমি এখনই তোরে বিনাশ করিতে পারিতাম, কিন্তু তুই স্বীয় কর্মফলে বিনষ্ট হইয়া আছিস, সুতরাং তোরে বধ করা আর উচিত হয় না।

নন্দী এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিবামাত্র অন্তরীক্ষে পুষ্পবৃষ্টি এবং দেবদুন্দুভি নিনাদিত হইতে লাগিল। কিন্তু মহাবল রাবণ উঁহার কথা তুচ্ছ করিয়া কহিল, আমি যাইতেছিলাম, যে নিমিত্ত আমার পুষ্পক রথের গতিরোধ হইল এক্ষণে এই সেই শৈলকে উন্মূলিত করিব। মহাদেব কিসের বলে প্রতিনিয়ত

এই পর্বতে রাজবৎ বিহার করেন? এখন ভয়কারণ উপস্থিত, তিনি কি ইহা জানেন না?

এই বলিয়া মহাবীর রাবণ বাহুপ্রসারণপূর্বক অবিলম্বে পর্বত উৎপাটন করিল। সমগ্র পর্বত কাঁপিয়া উঠিল। প্রমথগণ কাঁপিতে লাগিল এবং দেবী পার্বতী কম্পিত দেহে রুদ্রকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন রুদ্র পদাঙ্গুষ্ঠে ঐ পর্বতকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। দশগ্রীবের তন্নিম্নস্থ শৈলস্তম্ভাকার হস্ত নিষ্পীড়িত হইল। সে ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিল। ঐ গর্জনশব্দ যুগান্তকালীন বজ্রনাদের ন্যায় অনুমিত হইল। স্বর্গ, মর্ত্য পাতাল কাঁপিতে লাগিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ গমনকালে পথস্খলিত হইয়া পড়িলেন। সমুদ্র উচ্ছলিত ও পর্বতসকল বিচলিত হইল। যক্ষ বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ইত্যবসরে অমাত্যেরা ভয়ে অভিভূত হইয়া দশগ্রীবকে কহিল, রাজন্! এক্ষণে তুমি ভগবান রুদ্রকে সন্তুষ্ট কর। তিনি ব্যতীত এই সংকটে রক্ষা করেন এমন আর কেহ নাই। অতএব তুমি প্রণত হইয়া স্তুতিবাদে তাঁহার শরণাপন্ন হও। তিনি দয়াবান। তিনি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া অবশ্যই প্রসন্ন হইবেন।

অনন্তর রাবণ মহাদেবকে প্রণিপাত করিয়া সামগানে স্তব করিতে লাগিল। এইরূপ স্তব ও রোদনে সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল। মহাদেব প্রসন্ন হইলেন এবং পর্বততল হইতে উহার হস্ত উন্মোচনপূর্বক কহিলেন, দশানন! আমি তোমার স্তবে প্রসন্ন হইলাম। তোমার হস্ত পর্বততলে নিষ্পীড়িত হওয়াতে তুমি ভীমরবে ত্রিলোককে ভীত ও প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলে; সুতরাং অদ্যাবধি তোমার নাম রাবণ হইল। এক্ষণে দেবতা মনুষ্য যক্ষ ও পৃথিবীস্থ সকলেই তোমায় ঐ নামেই ডাকিবে। রাক্ষসরাজ! আমি তোমায় অনুজ্ঞা দিতেছি, তুমি যে পথে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে প্রস্থান কর।

রাবণ কহিল, দেব! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমায় অভীষ্ট বর প্রদান করুন। আমি দেব দানব রাক্ষস গন্ধর্ব গুহ্যক নাগ ও অন্যান্য প্রবল জীবের অবধ্য হইয়া আছি। মনুষ্যেরা স্বল্পপ্রাণ, এজন্য তাহাদিগকে গণনাই করি না। আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে এইরূপ দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার প্রসাদে আয়ুর অবশেষ নির্বিঘ্নে যাপন করিবার ইচ্ছা করি এবং আপনি আমাকে কোন এক সর্ববিজয়ী অস্ত্রও দিন।

তখন মহাদেব রাক্ষসরাজ রাবণকে চন্দ্রহাস নামে এক প্রদীপ্ত খড়্গ প্রদানপূর্বক কহিলেন, বৎস! তোমার অবশিষ্ট আয়ু সুখে যাইবে। তুমি এই চন্দ্রহাস খড়্গকে কদাচ অবজ্ঞা করিও না। যদি কর ইহা নিশ্চয় আমার নিকট আবার আসিবে।

অনন্তর রাবণ মহাদেবকে অভিবাদনপূর্বক রথে আরোহণ করিল এবং মহাবল ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য পৃথিবী পর্যটন করিতে লাগিল। তৎকালে কোন কোন তেজস্বী যুদ্ধোন্মত্ত ক্ষত্রিয় উহাকে অপহেলা করাতে সমূলে বিনষ্ট হইল এবং অনেকে অভিজ্ঞতাবলে ঐ রাক্ষসকে দুর্জয় জানিয়া উহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিল।

সপ্তদশ সর্গ ॥ একদা রাবণ পর্যটনপ্রসঙ্গে হিমালয়ের কোন এক অরণ্যে দেখিল. একটি সর্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা মুনিব্রত অবলম্বনপূর্বক দীপ্ত দেবতার ন্যায় তপস্যা করিতেছেন। তাঁহার মস্তকে জটাভার এবং পরিধান কৃষ্ণাজিন। রাবণ ঐ কন্যাকে

নিরীক্ষণপূর্বক অনঙ্গশরে জর্জরিত হইয়া হাস্যমুখে জিজ্ঞাসিল, সুন্দরি! এ কি করিতেছ? এই কার্য তোমার যৌবনকালের বিরোধী ; বলিতে কি, এইরূপ রূপের এই প্রকার আচরণ নিতান্ত বিসদৃশ। তোমার রূপলাবণ্য অলোকসামান্য, দেখিলেই মন উন্মত্ত হইয়া উঠে। তপস্যা এ বয়সের নয়, ইহা বার্ধকোই খাটিয়া থাকে। ভদ্রে! তুমি কাহার কন্যা? এই ব্রতই বা কি এবং তোমার স্বামীই বা কে? যে ব্যক্তি তোমার ন্যায় স্ত্রীরত্ন পাইয়াছে, জীবলোকে সেই পুণ্যবান। বল, তুমি কোন্ উদ্দেশে এইরূপ কষ্ট স্বীকার করিতেছ।

তখন ঐ তাপসী রাবণের আতিথ্যসৎকার করিয়া কহিলেন, রাজর্ষি কুশধ্বজ আমার পিতা। তিনি বৃহস্পতির পুত্র ও তত্তুল্য বুদ্ধিমান। ঐ মহাত্মা যখন বেদপাঠ করিতেন সেই সময় আমি তাঁহা হইতে বাঙ্ময়ীমূর্তিতে জন্মগ্রহণ করি, এই জন্য আমার নাম বেদবতী হইয়াছে। পরে আমার বিবাহযোগ্য কাল উপস্থিত হইলে দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষস ও পন্নগেরা তাঁহার নিকট আসিয়া আমাকে প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি আমায় কাহারই হস্তে দেন নাই। দেবপ্রধান ত্রিলোকীনাথ বিষ্ণু জামাতা হন ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ; এই জন্য তিনি আমায় কাহারই হস্তে দেন নাই। পরে বলদৃপ্ত দৈত্যরাজ শুম্ভ আমার পিতার এই সুদৃঢ় সংকল্পে যারপরনাই কুপিত হয় এবং একদা রজনীযোগে নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহাকে আসিয়া বিনাশ করে। পরে আমার জননী একান্ত শোকাকুল হইয়া পিতার মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্বক জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করেন। এক্ষণে আমি পিতৃমনোরথ সিদ্ধ করিবার উদ্দেশে প্রতিজ্ঞা করিয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। রাজন্! আমি আত্মবৃত্তান্ত অবিকল তোমায় কহিলাম, নারায়ণই আমার মনোমত স্বামী। সেই পুরুষোত্তম ব্যতীত কেহই আমার প্রার্থনীয় নহেন। আমি তাঁহারই আশয়ে এই কঠোর ব্রত ধারণ করিয়া আছি। রাজন্! আমি তোমাকে জানি, এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর, ত্রিলোকে যাহা কিছু ঘটিতেছে তপোবলে তাহার কিছুই আমার অবিদিত নাই।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ অনঙ্গশরে নিপীড়িত হইয়া বিমান হইতে অবতরণপূর্বক কহিল, মৃগলোচনে! তোমার যখন এইরূপ বুদ্ধি তখন তুমি বড় গর্বিত। পুণ্যসঞ্চয় বৃদ্ধগণেরই শোভা পায়। তুমি সর্বগুণসম্পন্না, এরূপ কথা তোমার উচিত হয় না। ত্রিলোকমধ্যে তুমিই সুন্দরী। এক্ষণে তোমার যৌবনকাল অতীত হয়। দেখ আমি লঙ্কার অধিপতি, নাম দশগ্রীব, এক্ষণে তুমি আমার পত্নী হও এবং নানারূপ রাজভোগে সুখে কালক্ষেপ কর। তুমি যাহাকে বিষ্ণু বলিতেছ, সে কে? বলবীর্য, ঐশ্বর্য ও তপোবলে সে আমার সমকক্ষ নহে।

বেদবতী কহিলেন, না, ওরূপ কহিও না। বিষ্ণু বিশ্বরাজ্যের রাজা ও সকলের পূজনীয়। তোমা ব্যতীত কোন্ বুদ্ধিমান তাঁহার অবমাননা করিতে পারে?

তখন কামার্ত রাবণ বলপূর্বক তাঁহার কেশমুষ্টি গ্রহণ করিল। বেদবতী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কেশ আচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন এবং দেহবিসর্জনের জন্য চিতা জ্বালিয়া ক্রোধানলে উহাকে দগ্ধ করিয়াই কহিতে লাগিলেন, নীচ! তুই আমার অবমাননা করিলি, আর আমি এ প্রাণ রাখিতে চাই না। এক্ষণে তোরই সমক্ষে অগ্নিপ্রবেশ করিব। রে পাপিষ্ঠ! তুই যখন এই অরণ্যমধ্যে আমায় কেশগ্রহণপূর্বক অবমাননা করিলি তখন তোর বিনাশের জন্য আমি পুনর্বার জন্মিব। পাপাশয় পুরুষকে বধ করা স্ত্রীলোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। আর যদিও তোরে অভিসম্পাত দিয়া নষ্ট করি তাহাতে আমার তপঃক্ষয় হইবার সম্ভাবনা। যাহাই হউক, এক্ষণে

যদি কিছু পুণ্যসঞ্চয় করিয়া থাকি, যদি কিছু তপ জপ করিয়া থাকি, তবে তাহার ফলে আমি তোর বিনাশের জন্য কোন ধার্মিকের অযোনিজা কন্যারূপে জন্মিব।

এই বলিয়া বেদবতী জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে চতুর্দিকে দিব্য পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। রাম! সেই বেদবতীই রাজর্ষি জনকের কন্যা ও তোমার ভার্যা। তুমি সাক্ষাৎ সনাতন বিষ্ণু। পূর্বে বেদবতী ক্রোধানলে যাহাকে বিনষ্টপ্রায় করিয়াছিলেন সেই শত্রুকে তিনিই আবার তোমার অলৌকিক বাহুবলের আশ্রয় লইয়া বিনাশ করিয়াছেন। এই অগ্নিশিখাসদৃশী বেদবতী মর্ত্যলোকে হলকর্ষিত ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইবেন।

অষ্টাদশ সর্গ ॥ বেদবতী অগ্নিপ্রবেশ করিলে রাক্ষসরাজ রাবণ পুষ্পকরথে আরোহণপূর্বক পৃথিবীপর্যটনে প্রবৃত্ত হইল। দেখিল, উসীরবীজ দেশে রাজা মরুত্ত দেবগণের সহিত যজ্ঞ করিতেছেন। বৃহস্পতির সাক্ষাৎ ভ্রাতা ব্রহ্মর্ষি সম্বর্ত ঐ যজ্ঞে যাজনকার্যে নিযুক্ত আছেন। তখন দেবগণ ঐ বরলাভগর্বিত দুর্জয় রাক্ষসকে দেখিয়া পরাভবভয়ে তির্যকযোনিতে প্রচ্ছন্ন হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ময়ূরের, ধর্মরাজ যম কাকের, ধনাধিপতি কুবের কৃকলাসের এবং নীরাধিপতি বরুণ হংসের রূপ ধারণ করিলেন। অপরাপর দেবতাও অন্যান্য জীবজন্তুর রূপ ধারণ করিয়া আত্মগোপন করিলেন। ইত্যবসরে দুর্বৃত্ত রাবণ একটা অপবিত্র

কুক্কুরের ন্যায় যজ্ঞবাটে প্রবেশ করিল এবং রাজা মরুত্তকে কহিল, রাজন্! তুমি হয় আমার সহিত যুদ্ধ কর, না হয় বল আমি পরাজিত হইলাম।

মরুত্ত জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে? রাবণ অট্টহাস্যে কহিল, রাজন্! আমি কুবেরের অনুজ, রাবণ। আমাকে যে জান না তোমার এই অনৌৎসুক্যে প্রীত হইলাম। আমি কুবেরকে জয় করিয়া এই বিমান আনিয়াছি। ত্রিলোকে এমন কে আছে যে আমার বলবিক্রমের কথা জানে না।

মরুত্ত কহিলেন, তুমি যখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে জয় করিয়াছ তখন তুমিই ধন্য। তোমার তুল্য প্রশংসনীয় ত্রিলোকে আর কে আছে। তুমি পূর্বে কোন্ ধর্মবলে বরলাভ কর। তুমি স্বয়ং জ্যেষ্ঠকে জয় করিবার কথা যেরূপ কহিতেছ আমরা এরূপ ত কখন কিছু শুনি নাই। রে নির্বোধ! তুই দাঁড়া, প্রাণ থাকিতে আর যাইতে পারিবি না। আজ আমি তোরে শাণিত শরে এই দণ্ডেই যমালয়ে পাঠাইব।

তখন রাজা মরুত্ত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া ধনুর্বাণহস্তে ক্রোধভরে নির্গত হইলেন। ইত্যবসরে ব্রহ্মর্ষি সম্বর্ত উঁহার পথরোধপূর্বক স্নেহবাক্যে কহিলেন, মহারাজ! যদি আমার কথা শুন তো যুদ্ধ করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। এই মাহেশ্বরযজ্ঞ অসম্পূর্ণ থাকিলে নিশ্চয় কুলক্ষয় হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ দীক্ষিত ব্যক্তির আবার যুদ্ধ কি এবং তাহার ক্রোধই বা কেন? আরও, যুদ্ধে জয়লাভের পক্ষে বিলক্ষণ সংশয় আছে, কারণ ঐ রাক্ষস একান্ত দুর্জয়।

অনন্তর মহীপাল মরুত্ত গুরু সম্বর্তের অনুরোধে ধনুর্বাণ রাখিয়া সুস্থমনে যজ্ঞবাটে গমন করিলেন। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসমন্ত্রী শুক উঁহাকে পরাজিত বুঝিয়া হর্ষভরে "রাবণের জয়" এই বলিয়া সিংহনাদ করিল। রাবণ অভ্যাগত ঋষিগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু ঐ দুরাত্মা উঁহাদের রক্তে সম্যক্ পরিতৃপ্ত হইল না। পরে সে যুদ্ধার্থী হইয়া পুনর্বার পৃথিবীপর্যটনে প্রবৃত্ত হইল।

রাক্ষসরাজ রাবণ প্রস্থান করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ তির্যক জাতির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া স্ব-স্ব রূপ পরিগ্রহ করিলেন। তখন ইন্দ্র ময়ূরকে কহিলেন, ময়ূর! আমি অতিমাত্র প্রীত হইলাম। অতঃপর তোমার ভুজঙ্গভয় আর থাকিবে না। তোমার পুচ্ছে সহস্র নেত্র শোভা বর্ধন করিবে এবং আমি যখন মুষলধারে বৃষ্টি করিব তখন তোমার মনে হর্ষোদ্রেক হইবে। এই আমার প্রীতিচিহ্ন। রাজন্! পূর্বে ময়ূরের পুচ্ছ কেবল নীলবর্ণ ছিল, ইন্দ্রের বরদান অবধি উহা নেত্রসমূহে চিত্রিত হয়। পরে ধর্মরাজ যম কাককে কহিলেন, কাক! আমি অতিমাত্র প্রীত হইলাম। আমি অন্যান্য প্রাণীকে যে-সমস্ত রোগযন্ত্রণা দিয়া থাকি তোমার তাহা কদাচ ঘটিবে না। আমার বরে তোমার মৃত্যুভয় তিরোহিত হইল। যাবৎ মনুষ্য তোমাকে না বধ করে তাবৎকাল পর্যন্ত তুমি জীবিত থাকিবে। আর আমার অধিকারে ক্ষুধার্ত যত মনুষ্য আছে তুমি আহার করিলে তাহাদের সকলেরই তৃপ্তি হইবে। পরে বরুণ গঙ্গাজলবিহারী হংসকে কহিলেন, হংস! আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম। তোমার বর্ণ চন্দ্রমণ্ডল ও ফেনরাজির ন্যায় ধবল ও মনোহর হইবে। জলের উপর বিচরণেই তোমার সৌন্দর্য এবং তুমি সততই সন্তুষ্ট থাকিবে; এই আমার প্রীতিচিহ্ন। রাজন্! পূর্বে হংসের বর্ণ সর্বাংশে শ্বেত ছিল না, পক্ষের অগ্রভাগ নীল এবং ভুজমধ্য শ্যামল ছিল। পরে কুবের পর্বতস্থ কৃকলাসকে কহিলেন, কৃকলাস! আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম। তোমার বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় হইবে এবং তোমার মস্তক নিয়ত স্বর্ণবৎ উজ্জ্বল থাকিবে। এই আমার প্রীতির চিহ্ন।

দেবগণ ঐ সমস্ত তির্যকজাতিকে এইরূপে বরপ্রদানপূর্বক রাজা মরুত্তের সহিত সেই যজ্ঞোৎসব হইতে প্রত্যাগমন করিলেন।

একোনবিংশ সর্গ ॥ এদিকে রাবণ যুদ্ধার্থী হইয়া নানা রাজ্য পর্যটনে প্রবৃত্ত হইল। সে সুরপ্রভাব রাজগণের নিকট গিয়া কহিতে লাগিল, তোমরা হয় আমার সহিত যুদ্ধ কর, না হয় বল আমরা পরাজিত হইলাম ; নচেৎ তোমাদের আর কিছুতেই নিস্তার নাই। যে-সমস্ত রাজা মহাবল নির্ভীক বিচক্ষণ ও ধর্মশীল, তাঁহারাও উহাকে অপেক্ষাকৃত প্রবল বুঝিয়া মন্ত্রণাপূর্বক কহিলেন, আমরা পরাজিত হইলাম। এইরূপে মহারাজ দুষ্কন্ত, সুরথ, গাধি, গয় ও পুরূরবা ইঁহারা রাবণের নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। পরে মহাবল রাবণ রাজা অনরণ্যের রাজধানী অযোধ্যায় উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে কহিল, রাজন্! তুমি হয় যুদ্ধ কর, না হয় বল আমি পরাজিত হইলাম। এই আমার আদেশ।

রাজা অনরণ্য রাবণের এই কথায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রাক্ষস! আইস আমরা উভয়েই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হই। তখন অনরণ্যের সৈন্য রাক্ষসবধের জন্য নির্গত হইতে লাগিল। দশ সহস্র হস্তী, নিযুত অশ্ব, অসংখ্য পদাতি ও রথ রণস্থলে চলিল। তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত। কিন্তু রাজা অনরণ্যের সৈন্য জ্বলন্ত হুতাশনে নিক্ষিপ্ত আহুতির ন্যায় রাক্ষসগণের অস্ত্রশস্ত্রে নষ্ট হইতে লাগিল। ঐ সমস্ত ক্ষত্রিয়বীর বহুক্ষণ যুদ্ধ করিল, যথেষ্ট বলবিক্রম দেখাইল, কিন্তু রাবণের হস্তে ক্ষণকালমধ্যে নিঃশেষ হইয়া গেল। মহা সমুদ্রে যেমন শত শত নদী পড়িয়া অনুদ্দিষ্ট হয় রাক্ষসগণের মধ্যে পড়িয়া উহাদের তদ্রূপই দুর্দশা ঘটিল। তদ্দৃষ্টে রাজা অনরণ্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রধনুসদৃশ শরাসন বিস্ফারণ-পূর্বক রাবণের সন্নিহিত হইলেন। তখন শুক ও সারণ উঁহার বলবিক্রমে ভীত হইয়া মৃগের ন্যায় পলায়ন করিল। পর্বতোপরি বৃষ্টিপাতের ন্যায় রাবণের মস্তকে শরবৃষ্টি হইতে লাগিল ; কিন্তু সে কিছুমাত্র ব্যথিত হইল না। পরে ঐ মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অনরণ্যকে এক চপেটাঘাত করিল ; অনরণ্য কম্পিতদেহে বিহ্বল হইয়া বজ্রাহত শালবৃক্ষের ন্যায় রথ হইতে নিপতিত হইলেন। তখন রাবণ হাস্য করিয়া কহিল, বীর! তুমি না আমার সহিত যুদ্ধ করিতেছিলে? এখন কি হইল? আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে ত্রিলোকে এমন কে আছে? রাজন্! বোধ হয় তুমি এতাবৎ কাল ভোগসুখে নিমগ্ন ছিলে এই জন্য আমার বলবিক্রমের কথা তোমার কর্ণগোচর হয় নাই।

মহারাজ অনরণ্য মৃতকল্প। তিনি রাবণের এই কথা সহ্য করিতে না পারিয়া কহিলেন, রাক্ষস! আমি কি করিব, কাল দুর্নিবার। তুমি বৃথা কেন আর আত্মশলাঘা কর। কালই আমার এই পরাজয়ের মূল। তুমি উপলক্ষ্য মাত্র। এক্ষণে এই অন্তিম দশায় আর আমি তোমার কি করিব। আমি যুদ্ধে বিমুখ হই নাই ; প্রত্যুত যুদ্ধ করিতে করিতে তোমার হস্তে মরিলাম। কিন্তু ইক্ষ্বাকুকুলের এই অবমাননানিবন্ধন আমি তোমাকে কিছু বলিতে চাই। যদি আমি তপ জপ করিয়া থাকি, যদি ধর্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া থাকি এবং যদি কখন সৎপাত্রে দান করিয়া থাকি তবে আমার এই বাক্য যেন সফল হয়। রাক্ষস! এই ইক্ষ্বাকুবংশে রাম নামে এক মহাবীর জন্মিবেন। অতঃপর তাঁহারই হস্তে তোমার মৃত্যু হইবে।

রাজা অনরণ্য রাক্ষসরাজ রাবণকে এইরূপ অভিসম্পাত করিবামাত্র দেবদুন্দুভি

মেঘগম্ভীর নাদে ধ্বনিত হইতে লাগিল। অনরণ্য স্বর্গারোহণ করিলেন। রাবণও তথা হইতে প্রস্থান করিল।

বিংশ সর্গ ॥ রাবণ মনুষ্যগণকে ভয় প্রদর্শনপূর্বক পৃথিবী পর্যটন করিতেছিল, ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ মেঘপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক উঁহার নিকট উপস্থিত। তখন রাবণ উঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কুশল প্রশ্ন করিয়া জিজ্ঞাসিল, দেবর্ষে! আপনার আগমন করিবার কারণ কি? নারদ মেঘপৃষ্ঠে থাকিয়াই কহিতে লাগিলেন, রাক্ষস-রাজ! একটু দাঁড়াও, আমি তোমার বলবিক্রমে যারপরনাই পরিতুষ্ট হইয়াছি। পূর্বে বিষ্ণু দৈত্যবিনাশ করিয়া আমার প্রীতিবর্ধন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তুমি গন্ধর্ব ও উরগ প্রভৃতিকে বিনাশ করিলে আমি হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইব। বীর! এই প্রসঙ্গে তোমায় কোন কথা বলিবার আছে, তুমি মনোযোগ দিয়া শুন। বৎস! তুমি দেব-দানবের অবধ্য, কিন্তু এই মনুষ্যবিনাশে তোমার ফল কি? ইহারা যখন মৃত্যুর বশীভূত তখন তো একরূপ মরিয়াই আছে। অতএব ইহাদিগকে ক্লেশ দেওয়া তোমার উচিত হয় না। যাহারা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, নানা বিপদে আক্রান্ত এবং জরা ও ব্যাধির একান্ত বশীভূত, তাহাদিগকে বিনাশ করিতে কোন্ ব্যক্তির প্রবৃত্তি হয়। আহা! ইহারা সর্বত্রই নানা অনিষ্টে উপহত, ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে কোন বুদ্ধিমানের ইচ্ছা হয়? ইহারা ক্ষয়োন্মুখ দৈবহত পিপাসার্ত এবং বিষাদ ও শোকে অভিভূত, তুমি ইহাদিগকে বিনাশ করিও না। বৎস! ইহারা পদার্থটা কি একবার আলোচনা করিয়া দেখ। ইহারা যদিও অজ্ঞানে উপহত কিন্তু বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরুষার্থে আসক্ত। ইহাদের গতি কিছুমাত্র বুঝা যায় না। ইহারা কখন হৃষ্টমনে নৃত্যগীতাদি লইয়া কালক্ষেপ করে এবং কখন বা কাতর হইয়া ধারাকুল লোচনে রোদন করিয়া থাকে। বলিতে কি, ইহারা স্বজনস্নেহ ও স্ত্রী-বিষয়ক কামনায় অধঃপাতে গিয়াছে। পারলৌকিক ক্লেশ কিছুই বুঝিতে পারে না। অতএব ইহাদিগকে দুঃখ দিয়া তোমার কি হইবে। তুমি তো মর্ত্যলোককে পরাজয়ই করিয়াছ। কিন্তু মনুষ্যেরা যমের বশীভূত, এক্ষণে সেই যমকে নিগ্রহ কর; তাহাকে জয় করিলে সমস্তই পরাজিত হইবে।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ হাস্য করিয়া স্বতেজঃপ্রদীপ্ত নারদকে অভিবাদন-পূর্বক কহিলেন, দেবর্ষে! আমি এক্ষণে পাতাল জয় করিবার জন্য চলিয়াছি। পরে অন্যান্য লোক জয় করিয়া নাগ ও দেবগণকে স্ববশে স্থাপনপূর্বক অমৃত-লাভার্থ সমুদ্র মন্থন করিব।

নারদ কহিলেন, রাক্ষসরাজ! যমলোকের পথ অতি দুর্গম। তোমা ব্যতীত সেই পথ দিয়া যাইতে পারে এমন আর কে আছে?

তখন রাবণ ঐ শারদমেঘশুভ্র ঋষিকে কহিল, তপোধন! আপনার আজ্ঞাই আমার শিরোধার্য। আমি সেই দুর্গন্ধ পথ দিয়া সূর্যতনয় যমকে বধ করিবার নিমিত্ত এখনই দক্ষিণ দিকে যাইব। পূর্বে আমি ক্রোধবশে চারিটি লোকপালকে জয় করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি। এক্ষণে তজ্জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমি এখনই যমালয়ে যাত্রা করিব এবং যে প্রাণিমাত্রেরই ক্লেশকর আমি সেই যমকে মৃত্যুমুখে ফেলিব। এই বলিয়া রাবণ দেবর্ষি নারদকে অভিবাদনপূর্বক মন্ত্রিগণের সহিত দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিল।

তখন নারদ বিধূম বহ্নির ন্যায় গম্ভীর হইয়া ভাবিলেন, আয়ুঃক্ষয় হইলে যিনি ধর্মানুসারে চরাচর সমস্ত লোককে ক্লেশ দিয়া থাকেন রাবণ সেই যমকে কিরূপে জয় করিবে। যিনি দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় লোকের পাপপুণ্যের সাক্ষী, যে মহাত্মার কৃপায় জীবসকল সচেতন থাকিয়া জীবব্যবহারে রত আছে, যাঁহার ভয়ে ত্রিলোকের সমস্ত লোক শশব্যস্ত, রাবণ সেই যমের নিকট স্বয়ং কিরূপে যাইবে? যিনি বিধাতা ও ধাতা এবং সদসৎ কার্যের ফলদাতা, যিনি ত্রিভুবন-বিজয়ী, রাবণ তাঁহাকে কিরূপে জয় করিবে। কালই সর্বকারণ, এই কালাতিরিক্ত, কোন কারণ আশ্রয় করিয়া রাবণ কালকে জয় করিবে, এইটি দেখিবার জন্য আমার কৌতূহল হইয়াছে। এক্ষণে আমি স্বয়ং যমালয়ে চলিলাম। এই উভয়ের যুদ্ধ দেখা আমার সর্বতোভাবেই কর্তব্য।

একবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর দেবর্ষি নারদ ত্বরিত পদে যমালয়ে যমের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, যম হুতাশনকে সম্মুখে রাখিয়া কর্মানুসারে প্রাণি-গণকে শুভাশুভ ভোগ প্রদান করিতেছেন। তখন যম উঁহাকে দেখিতে পাইয়া ধর্মানুসারে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন এবং তিনি উপবিষ্ট হইলে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! আপনার কুশল ত? ধর্ম ত বিনষ্ট হইতেছে না? আগমনের কারণ কি? নারদ কহিলেন, যম! সমস্তই বলি, শুন এবং যাহা কর্তব্য হয় কর। দশগ্রীব নামে এক দুর্জয় রাক্ষস আছে। সে তোমাকে জয় করিবার জন্য এই স্থানে আসিতেছে। সেই জন্য আমি দ্রুতপদে তোমার নিকট আইলাম। জানি না, আজ দণ্ডধারীর অদৃষ্টে কি আছে!

ইত্যবসরে সহসা অতিদূরে উজ্জ্বল বিমান দীপ্ত সূর্যের ন্যায় দৃষ্ট হইল। রাবণ উহার প্রভাজালে যমলোক আলোকিত করিয়া আসিতে লাগিল। সে দেখিল, প্রাণিগণ স্ব-স্ব কর্মের ফলাফল ভোগ করিতেছে। কোথাও রূক্ষস্বভাব ভীষণ যমকিঙ্করেরা কাহাকে বধ-বন্ধন ক্লেশে ফেলিতেছে, কোথাও দুঃখিতের আর্তনাদ; কোথাও ক্রিমিকীট ও ভীষণ কুক্কুরেরা কাহাকে খাইতেছে, কোথাও বা দুঃশ্রব লোমহর্ষণ করুণ বিলাপ। কাহাকে শোণিতবাহিনী বৈতরণী বার-বার পার করাইতেছে, কাহাকেও পুনঃ পুনঃ তপ্ত বালুকায় লুটাইতেছে; কাহাকে অসিপত্রবনে ছিন্নভিন্ন করিতেছে; কাহাকে ঘোর রৌরব নরকে, কাহাকে ক্ষার নদীতে এবং কাহাকেও বা ক্ষুরধারায় ফেলিতেছে। কোথাও কেহ জলপ্রার্থী, কেহবা ক্ষুধার্ত। ঐ সব জীব শবের ন্যায় কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট বিবর্ণ ও দীন। উহাদের গাত্র মলপঙ্কে লিপ্ত ও রূক্ষ এবং কেশ উন্মুক্ত। রাবণ যমলোকে ঐরূপ

অসংখ্য জীবকে দেখিতে পাইল। আবার কোথাও দেখিল, অনেকে স্বকৃতপুণ্য-বলে গীতবাদ্য লইয়া রমণীয় প্রাসাদে প্রমোদসুখ অনুভব করিতেছে। যে গোদান করিয়াছিল সে দানফল ক্ষীর, অন্নদাতা অন্ন এবং গৃহদাতা ধনরত্নে পূর্ণ রমণী-সংকুল গৃহ পাইয়াছে। তখন মহাবল রাবণ বলপূর্বক যন্ত্রণানিপীড়িত ব্যক্তি-দিগকে উন্মুক্ত করিয়া দিল। পাপিষ্ঠ নারকীদিগের অদৃষ্টে মুহূর্তের জন্য অচিন্তিত অতর্কিত সুখ উপস্থিত। তদ্দৃষ্টে প্রেত রক্ষকগণ ক্রোধভরে রাবণকে আক্রমণ করিল। চতুর্দিকে তুমুল শব্দ। উহারা পুষ্পকের উপর অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এবং অল্পক্ষণের মধ্যে উহার বেদি, তোরণ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভগ্ন ও চূর্ণ করিয়া দিল। কিন্তু ঐ দেবরথ ক্ষয় হইবার নয়। উহা ক্ষণকাল-মধ্যেই আবার পূর্ববৎ হইল।

মহাবীর রাবণ যমসৈন্যকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ করিতে লাগিল। উহার সচিবগণের সর্বাঙ্গ অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত ও শোণিতে লিপ্ত। রণস্থল অতিমাত্র ভীষণ হইয়া উঠিল। যমের অনুচরগণ রাবণের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন শূলবৃষ্টি করিতে লাগিল। উহার দেহ জর্জরীভূত ও রুধিরধারায় সিক্ত। সে তৎকালে কুসুমিত অশোকবৃক্ষের ন্যায় সুশোভিত হইল। পরে ঐ মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যমসৈন্যের প্রতি শূল, গদা, প্রাস, শক্তি, তোমর, শিলা ও বৃক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। উহারাও ঐ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিরাসপূর্বক উহাকে গিয়া আক্রমণ করিল এবং উহাকে বেষ্টন করিয়া পর্বতোপরি বারিধারার ন্যায় শূল ও ভিন্দিপাল বৃষ্টি করিয়া উহাকে নিরুচ্ছ্বাস করিয়া ফেলিল। এই অবসরে রাবণ পুষ্পক পরিত্যাগ করিল। উহার প্রহারব্যথা মুহূর্তমধ্যে বিদূরিত। সে ক্রোধভরে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় দাঁড়াইল এবং 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া শরাসনে পাশুপত অস্ত্র সন্ধান ও আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক পরিত্যাগ করিল; ঐ অস্ত্র বিশ্বদাহোদ্যত ধূমাকুল জ্বালাকরাল প্রবৃদ্ধ অগ্নির ন্যায় ভীষণ। উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র বৃক্ষলতাদি সমস্ত ভস্মসাৎ করিয়া চলিল। যমের সৈন্যগণ উহার প্রখর তেজে দগ্ধ হইয়া ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় পড়িতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাবণ ও তাহার সচিবগণ সিংহনাদ করিয়া উঠিল। মেদিনীও কাঁপিতে লাগিল।

দ্বাবিংশ সর্গ ॥ যম ঐ সিংহনাদ শুনিয়া বুঝিলেন স্বপক্ষে সৈন্যক্ষয় ও পর পক্ষ বিজয়ী হইয়াছে। তখন ক্রোধে তাঁহার নেত্র আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি সারথিকে কহিলেন, সারথে! তুমি শীঘ্র আমার রথ লইয়া আইস। সারথি অবিলম্বে দিব্য রথ সুসজ্জিত করিয়া আনিল। যম যুদ্ধবেশে রথে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সম্মুখে সর্বসংহারক মুদ্গরধারী সাক্ষাৎ মৃত্যু এবং পার্শ্বে অগ্নিবৎ প্রদীপ্ত মূর্তিমান কালদণ্ড। তখন সমস্ত জীব ঐ সর্বলোকভীষণ রোষকষায়িতলোচন কৃতান্তকে দেখিয়া যারপরনাই শঙ্কিত হইল। দেবগণও ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন। অনতিকালমধ্যে যমের রথ ভীম ঘর্ঘর রবে রণস্থলে উত্তীর্ণ হইল। রাবণের অল্পপ্রাণ সচিবেরা ঐ ঘোরদর্শন রথে যমকে দেখিয়া উহার সহিত যুদ্ধ করা দুষ্কর বোধে ভয়মোহে পলাইতে লাগিল। কিন্তু তৎকালে রাক্ষসরাজ রাবণ কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইল না। অনন্তর যম ও রাবণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শক্তি ও তোমর অস্ত্রে রাবণের মর্মস্থল ছিন্নভিন্ন করিলেন। রাবণ সুস্থ হইয়া উঁহার রথোপরি

বারিধারার ন্যায় অস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুমাত্র প্রতিকারে সমর্থ হইল না। এইরূপে ক্রমশঃ সাতরাত্রি তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ সময় তথায় আসিয়া দেবতা গন্ধর্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। তৎকালে যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত। রাবণ বজ্রবৎ ধনু বিস্ফারণ-পূর্বক শরে শরে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে চার শরে মৃত্যুকে ও সাত শরে সারথিকে বিদ্ধ করিয়া, অসংখ্য শরে যমের মর্মস্থল ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। যমও যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। উঁহার মুখ হইতে জ্বালাকরাল কোপাগ্নি নিঃশ্বাসধূমের সহিত নির্গত হইতে লাগিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। তখন মৃত্যু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যমকে কহিল, রাজন্! তুমি আমাকে ছাড়িয়া দেও, আমি এই পাপিষ্ঠ রাক্ষসকে এখনই বিনাশ করিতেছি। আমার স্বাভাবিক মর্যাদা এই যে, যে আমার চক্ষে পড়িবে সে আর বাঁচিবে না। শ্রীমান হিরণ্যকশিপু, নমুচি, শম্বর, নিসন্দি, ধূমকেতু, বৈরোচন, বলী, দৈত্যরাজ শম্ভু, বৃত্র, বাণ, শাস্ত্রবিৎ রাজর্ষি, গন্ধর্ব, উরগ, ঋষি, যক্ষ, পক্ষী, অপ্সরা, অধিক আর কি, যুগান্তকালে এই সসাগরা পৃথিবী পর্যন্ত আমি ধ্বংস করিয়াছি। রাক্ষস রাবণের কথা ত সামান্য, এক্ষণে যাহাদের নাম উল্লেখ করিলাম ইহাদের ব্যতীতও অনেকানেক মহাবল বীর আমার দৃষ্টিপাতমাত্র বিনষ্ট হইয়াছে। অতএব, রাজন্! আপনি একবার আমায় ছাড়িয়া দিন। আমি এই দণ্ডেই ইহাকে বিনাশ করিতেছি। অতি প্রবল বীরও আমার চক্ষে পড়িলে বাঁচিবে না। ইহা আমার শক্তি নয়, কিন্তু স্বাভাবিক মর্যাদা।

প্রবলপ্রতাপ যম কহিলেন, মৃত্যু! তুমি স্থির হও, আমিই ঐ দুর্বৃত্তকে বিনাশ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া স্বহস্তে অমোঘ কালদণ্ড উত্তোলন করিলেন। উঁহার পার্শ্বে কালপাশ এবং অগ্নিবৎ প্রদীপ্ত বজ্রকল্প স্বয়ং মুদ্গর। ঐ কালদণ্ড স্পৃষ্ট বা নিক্ষিপ্ত হওয়া দূরে থাক দৃষ্টমাত্রই জীবের প্রাণ নষ্ট হয়। উহা জ্বালাকরাল ও ভীষণ। রাক্ষসরাজ রাবণ উহার প্রখর তেজে দগ্ধপ্রায় হইল। উহার সচিবেরা ভীতমনে পলাইতে লাগিল এবং দেবগণও অধীর হইয়া উঠিলেন।

ইত্যবসরে প্রজাপতি ব্রহ্মা তথায় প্রাদুর্ভূত হইয়া কহিলেন, ধর্মরাজ! তুমি রাবণকে এই কালদণ্ডে বিনাশ করিও না। আমার বরে ঐ দুষ্ট সুরাসুরের অবধ্য হইয়া আছে। সুতরাং উহাকে বিনষ্ট করিলে আমার কথা ব্যর্থ হইবে। এইটি তোমার পক্ষে অনুচিত কার্য। দেব বা মনুষ্যের মধ্যে যে-কেহ হউন আমার কথার অন্যথাচরণ করিলে তাহার দ্বারা এই ত্রিলোক মিথ্যাদোষে নিশ্চয় উপহত হইবে। তুমি আমার প্রিয় বা অপ্রিয় নির্বিশেষে যাহার প্রতি এই দারুণ কালদণ্ড নিক্ষেপ করিবে সে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইবে। ইহার প্রয়োগ অমোঘ। সমস্ত জীবের মৃত্যু ইহার আয়ত্ত। ইহাকে সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যই আমার এইরূপ। অতএব তুমি এই কালদণ্ড ঐ রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিও না। এই দণ্ডপ্রহারে যদি এই নিশাচর মরিয়া যায় তবে আমার কথা মিথ্যা, অথবা যদি নাই মরে তবে আমার সৃষ্ট এই দণ্ডও মিথ্যা। অতএব তুমি এখনই ইহা প্রতিসংহার কর। যদি লোকের মুখাপেক্ষা করা তোমার উচিত হয় তবে আমায় মিথ্যাদোষে লিপ্ত করিও না।

যম কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাদিগের অধিপতি, আমি এখনই এই কালদণ্ড প্রতিসংহার করিলাম। রাবণ আপনার বরপ্রভাবে সুরাসুরের অবধ্য

হইয়া আছে। যদি আমি উহাকে বিনাশ করিতে না পারিলাম, তবে এই রণস্থলে থাকিয়া আর আমার কি ফল হইবে। এক্ষণে ইহার দৃষ্টিপথ হইতে অপসৃত হওয়াই আমার কর্তব্য।

এই বলিয়া ধর্মরাজ যম, রথ ও অশ্বের সহিত অন্তর্ধান করিলেন। দশগ্রীবও জয়ী হইয়া স্বনাম প্রখ্যাপনপূর্বক যমলোক হইতে নির্গত হইল। যম, মহর্ষি নারদ, অন্যান্য দেবগণও ব্রহ্মার সহিত একান্ত হৃষ্ট হইয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ ॥ রাবণ ধর্মরাজ যমকে এইরূপে পরাজয় করিয়া সমর-সহায় রাক্ষসগণের সহিত সাক্ষাৎ করিল। উহার ক্ষতবিক্ষত দেহে রক্তধারা বহিতেছে। মারীচ প্রভৃতি রাক্ষসেরা জয়লাভনিবন্ধন উহার সম্বর্ধনা করিল। তৎকালে যমের পরাজয়ে উহাদের বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। পরে রাবণ সকলকে লইয়া পুষ্পকে আরোহণপূর্বক পাতালে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত দৈত্যের অধিষ্ঠান-ভূমি, উরগগণের আশ্রয়, বরুণরক্ষিত মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিল এবং বাসুকির ভোগবতী পুরীতে গমন ও নাগগণকে স্ববশে স্থাপনপূর্বক হৃষ্টমনে মণিময়ী পুরীতে চলিল। উহা নিবাতকবচনামক দৈত্যগণের বাসস্থান। রাক্ষসেরা তথায় উপস্থিত হইয়া উহাদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। নিবাতকবচগণ ব্রহ্মার বরে মহাবল ও অবধ্য। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। উহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শূল ত্রিশূল কুলিশ পট্টিশ অসি ও পরশু দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। সংবৎসর অতীত হইয়া যায় কিন্তু দুই পক্ষে জয় কি পরাজয় কিছুই হইল না।

ইত্যবসরে ত্রিলোকের গতি অবিনশ্বর ব্রহ্মা বিমানযোগে শীঘ্র তথায় উপস্থিত হইলেন এবং নিবাতকবচগণকে যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত করিয়া কহিলেন, দেখ, এই রাবণ সুরাসুরের অজেয় এবং তোমরাও আমার বরপ্রভাবে অন্যের অবধ্য হইয়া আছ। এক্ষণে আমার ইচ্ছা এই যে তোমরা এই রাবণের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া যা-কিছু ঐশ্বর্য অবিভাগে ভোগ কর।

রাবণ অগ্নিসাক্ষী করিয়া নিবাতকবচগণের সহিত সখ্য স্থাপনপূর্বক সংবৎসর কাল উহাদিগের যত্নে স্বগৃহনির্বিশেষে নানারূপ সুখসৌভাগ্য ভোগ করিল এবং এই সখ্যতাসূত্রে উহাদের নিকট সে শতরূপ মায়া শিক্ষা করিয়া লইল। পরে ঐ মহাবীর তথা হইতে অশ্মনগরে উপস্থিত হয়। তথায় কালকেয় নামক দৈত্যেরা বাস করিত। রাবণ শূর্পণখাপতি লোলজিহ্ব বিদ্যুজ্জিহ্বের সহিত বলদৃপ্ত কালকেয়দিগকে বিনাশ করিল। ঐ যুদ্ধে মহাবীর রাবণের হস্তে মুহূর্তমধ্যে চার শত দৈত্য বিনষ্ট হইয়াছিল।

পরে রাক্ষসরাজ রাবণ তথা হইতে বরুণপুরীতে উপস্থিত হয়। উহা কৈলাস পর্বতের ন্যায় ধবল। তথায় দুগ্ধস্রাবিণী কামধেনু সুরভি অবস্থান করিতেছেন। উঁহারই নিঃসৃত দুগ্ধে ক্ষীরোদ সমুদ্র উৎপন্ন। উঁহা হইতে শীতরশ্মি চন্দ্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ইঁহাকে আশ্রয় করিয়া ফেনপায়ী ঋষিগণ জীবিত আছেন। ইঁহা হইতেই পিতৃগণের স্বধা ও অমৃত উৎপন্ন হয়। রাবণ সেই সুরভিকে

প্রদক্ষিণপূর্বক সুরক্ষিত বরুণালয়ে প্রবেশ করিল। ঐ পুরীর চারিদিকে জলধারা; উহাতে সকলেই নিত্য সুখে রহিয়াছে। রাবণ তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছিল, এই অবসরে রক্ষকেরা আসিয়া উহাকে আক্রমণ করিল। তখন ঐ দুর্বৃত্ত রাক্ষস উহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কহিল, তোমরা শীঘ্র বরুণকে গিয়া বল, যুদ্ধার্থী রাবণ উপস্থিত। তুমি হয় তাঁহার সহিত যুদ্ধ কর, নয় তাঁহার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে পরাজয় স্বীকার কর। পরাজয় স্বীকার করিলে ভয়সম্ভাবনা কিছুমাত্র থাকিবে না।

অনন্তর মহাত্মা বরুণের পুত্র ও পৌত্রগণ রাবণের এই কথায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। উঁহাদের সহিত মন্ত্রী গো এবং পুষ্কর। উঁহারা প্রাতঃসূর্যকান্তি রথে আরোহণপূর্বক সসৈন্যে রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাবণের অমাত্যেরা ক্ষণকাল-মধ্যে বরুণসৈন্য ছিন্নভিন্ন করিয়া তাঁহার পুত্রগণকে নিপীড়িত করিল। তখন বরুণের পুত্রেরা স্বপক্ষে সৈন্যক্ষয়দর্শনে রথের সহিত শীঘ্র আকাশে উত্থিত হইলেন। উপযুক্ত স্থানলাভে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। উঁহারা অগ্নিকল্প শরে রাবণকে পরাঙ্মুখ করিয়া হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে মহোদর অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং মৃত্যুভয় পরিত্যাগপূর্বক বরুণের পুত্রগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া উঁহাদিগকে গদাঘাত করিল। পরে বরুণের পুত্রেরা আকাশ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। মহোদর উঁহাদের অশ্ব ও সারথিগণকে বিনষ্ট করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন ঐ সমস্ত মহাবীর রথশূন্য হইয়া পুনর্বার আকাশে উত্থিত হইলেন। দেবপ্রভাবনিবন্ধন উঁহাদের প্রহারব্যথা কিছুমাত্র নাই। উঁহারা শরাসনে শরসন্ধানপূর্বক মহোদরকে বিদ্ধ করিয়া ক্রোধভরে রাবণকে বেষ্টন করিলেন। পর্বতের উপর বৃষ্টিপাতের ন্যায় উহার উপর বজ্রতুল্য দারুণ শরসকল মহাবেগে পড়িতে লাগিল। রাবণও যুগান্ত-বহ্নির ন্যায় ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া শরনিকরে উঁহাদের মর্মভেদপূর্বক মুষল, শত শত ভল্ল, পট্টিশ, শক্তি ও শতঘ্নী নিক্ষেপ করিল। তখন বরুণপুত্রগণের পদাতি যারপরনাই অবসন্ন, ষষ্টিবর্ষবয়স্ক হস্তিসকল যেন মহাপঙ্কে নিপতিত ও নিশ্চেষ্ট হইল। মহাবল রাবণ বরুণপুত্রদিগকে বিহ্বল ও বিষণ্ণ দেখিয়া মহাহর্ষে মেঘবৎ গভীর নিনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। বরুণপুত্রেরাও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া সসৈন্যে পলায়ন করিলেন।

ইত্যবসরে রাবণ উহাদিগকে আহ্বানপূর্বক কহিল, বীরগণ! তোমরা বরুণকে সংবাদ দেও। বরুণের মন্ত্রী প্রহাস কহিল, রাক্ষসরাজ! নীরাধিপতি বরুণ সঙ্গীত শুনিবার নিমিত্ত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব তোমার বৃথা পরিশ্রমে প্রয়োজন কি। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন সেই সমস্ত বরুণকুমার পরাজিত হইয়াছেন।

প্রক্ষিপ্ত ১ ॥ তখন রাক্ষসরাজ রাবণ হর্ষনাদ পরিত্যাগপূর্বক স্বনাম ঘোষণা করিয়া বরুণালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং যে পথে আসিয়াছিল সেই পথ দিয়া আকাশমার্গে লঙ্কায় চলিল।

অনন্তর রাবণ গতিপ্রসঙ্গে ঐ অশ্মনগরে এক রমণীয় গৃহ দেখিতে পাইল। উহার তোরণ বৈদূর্যময়, স্তম্ভ স্বর্ণময় এবং সোপান স্ফটিক ও হীরকময়। উহা

মুক্তাজালে শোভিত ও কিঙ্কিণীজড়িত। উহার ইতস্ততঃ বেদি ও আসন। রাবণ ঐ অমরাবতীতুল্য উৎকৃষ্ট গৃহ দেখিয়া প্রহস্তকে কহিল, বীর! তুমি শীঘ্র গিয়া জান এই পর্বতবৎ সুদৃশ্য গৃহটি কাহার?

প্রহস্ত রাবণের আদেশমাত্র ঐ গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল, উহার প্রথম কক্ষ শূন্য। এইরূপ আরও সাতটি কক্ষ উত্তীর্ণ হইয়া পরে একটা অগ্নিশিখা দেখিতে পাইল। তন্মধ্যে এক পুরুষ বিরাজমান। তিনি দৃষ্ট হইবামাত্র হৃষ্টমনে অট্টহাস্য করিলেন। প্রহস্ত উঁহার ঐ হাস্যরব শুনিবামাত্র ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। পরে সে এই ব্যাপার দেখিয়া শীঘ্র নিষ্ক্রান্ত হইল এবং রাবণকে গিয়া সমস্ত কহিল।

অনন্তর রাবণ পুষ্পক হইতে অবরোহণপূর্বক ঐ গৃহে প্রবেশ করিতেছিল, ইত্যবসরে এক কৃষ্ণকায় ভীষণ পুরুষ লৌহমুষলহস্তে দ্বার অবরোধপূর্বক উহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। উঁহার ললাটে চন্দ্রকলা, জিহ্বা জ্বালাকরাল, চক্ষু রক্তবর্ণ, নাসিকা ভীষণ, হনু সুপ্রশস্ত, মুখে শ্মশ্রু, অস্থি নিগূঢ়, ওষ্ঠ বিম্ববৎ আরক্ত, দন্ত অতিসুন্দর এবং গ্রীবা ত্রিরেখায় অঙ্কিত। রাবণ ঐ পুরুষকে দেখিবামাত্র অতিশয় ভীত ও কণ্টকিত হইয়া উঠিল। উহার হৃৎপিণ্ড মুহুর্মুহু স্পন্দিত এবং সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। সে এইরূপ অপ্রীতিকর দুর্নিমিত্ত উপস্থিত দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত হইল। তখন ঐ ভীমদর্শন পুরুষ উহাকে চিন্তিত দেখিয়া কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি বিশ্বস্ত মনে বল কি চিন্তা করিতেছ? আইস, আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব। এই বলিয়া ঐ পুরুষ আবার কহিলেন, তুমি কি দানবরাজ বলির সহিত যুদ্ধ করিতে চাও? অথবা তোমার যাহা ভাল বোধ হয়, বল।

শুনিয়া রাবণের সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। পরে সে ধৈর্যাবলম্বনপূর্বক কহিল, ঐ গৃহে যিনি আছেন, উনি কে? আমি উঁহারই সহিত যুদ্ধ করিব। অথবা তোমার যা ভাল বোধ হয় তাহাই আমাকে বল।

পুরুষ কহিলেন, ঐ গৃহে যিনি অবস্থান করিতেছেন উনি দানবরাজ বলি। ইনি অতি উদারস্বভাব মহাবীর ও গুণবান। ইনি পাশধারী কৃতান্তের ন্যায় ভীষণ এবং তরুণ সূর্যের ন্যায় তেজস্বী। ইনি যুদ্ধে কদাচ বিমুখ হন না। ইনি কোপনস্বভাব দুর্জয় বিজয়ী ও প্রিয়ংবদ। উঁহার স্বার্থপরতা নাই। ইনি গুরু ও ব্রাহ্মণের একান্ত অনুরাগী। ইনি সকল কার্যেই দেশকালের অপেক্ষা করিয়া থাকেন। ইনি মহাসত্ত্ব সত্যবাদী ও সৌম্যদর্শন। ইনি সুদক্ষ ও স্বাধ্যায়-সম্পন্ন। ইনি বায়ুবৎ মহাবেগ ও বহ্নির ন্যায় তেজস্বী। ইঁহার তেজ সূর্যের ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ। ইনি দেবতা উরগ ও পক্ষী প্রভৃতি কোন প্রাণী হইতে কখন ভীত হন না। রাক্ষস! তুমি ইঁহারই সহিত যুদ্ধ করিতে চাও? এক্ষণে ইঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে যদি তোমার একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আইস এবং শীঘ্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

অনন্তর দশগ্রীব দানবরাজ বলির সন্নিহিত হইল। তখন বহ্নিবৎ তেজস্বী সূর্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য বলি উহাকে দেখিয়া হাস্য করিলেন এবং উহাকে সহসা স্বীয় ক্রোড়ে লইয়া কহিলেন, দশগ্রীব! বল আমি তোমার কি করিব এবং কোন অভিপ্রায়েই বা তুমি এই স্থানে আসিয়াছ?

রাবণ কহিল, দানবরাজ! আমি শুনিয়াছি বিষ্ণু তোমাকে বন্ধন করিয়াছেন? আমি সেই বন্ধন হইতে তোমায় নিশ্চয় মুক্ত করিতে পারি।

তখন বলি হাস্য করিয়া কহিলেন, রাক্ষসরাজ! এই বিষয়ে আমার কিছু বলিবার এবং তোমারও জানিবার ইচ্ছা আছে, এক্ষণে কহিতেছি, শুন। ঐ যে কৃষ্ণকায় পুরুষ দ্বারদেশে নিয়ত অবস্থান করিতেছেন উনি ভূতপূর্ব মহাবীর দানবসকলকে স্বীয় বাহুবলে বশীভূত করিয়াছেন। উনি দুরতিক্রমণীয় সাক্ষাৎ কৃতান্ত। ঐ মহাবলই আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন। জীবলোকে এমন কে আছে যে উঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে। উনি সর্বসংহারক কর্তা ও ভুবনাধিপতি। উঁহারই প্রসাদে সকলে স্ব-স্ব কার্যে প্রবৃত্ত আছে। উনি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের নিয়ন্তা। তুমি ও আমি আমরা কেহই উঁহাকে জানি না। উনি কলি ও সর্বসংহারক কাল। উনি ত্রিলোকের হর্তা কর্তা ও বিধাতা। উনি চরাচর ভূত-সকল সংহার করেন এবং পুনর্বার এই অনাদি ও অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। উনি যজ্ঞ দান ও হোম। উনি সকলের রক্ষক। ত্রিভুবনে উঁহার তুল্য আর কেহই নাই। রাবণ! তোমাকে, আমাকে ও পূর্বতন যে সমস্ত বীর ছিল উনি সকলকেই পশুবৎ গলে রজ্জু দিয়া আকর্ষণ করিয়া থাকেন। বৃত্র, দনু, শুক, শম্ভু, নিশুম্ভ, শুম্ভ, কালনেমি, প্রাহ্লাদি কূট, বৈরোচন, মৃদু, যমল অর্জুন, কংস, মধু ও কৈটভ ইঁহারা মহাবলপরাক্রান্ত বীর ছিলেন। এই সমস্ত বীর বিবিধ যজ্ঞ ও তপস্যা করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই মহাত্মা ও যোগধর্মী। ইঁহারা ঐশ্বর্য পাইয়া নানারূপ ভোগসুখ অনুভব করিয়াছেন। ইঁহারা দান যজ্ঞ অধ্যয়ন ও প্রজাপালন করিয়াছেন। ইঁহারা স্বপক্ষরক্ষক ও প্রতিপক্ষের ক্ষয়কারক। অন্যলোকের কথা কি, দেবলোকেও ইঁহাদের সমকক্ষ কেহ নাই। ইঁহারা বীর, আভিজাত্যসম্পন্ন, সর্বশাস্ত্রপারদর্শী, সর্ববিদ্যাবিৎ ও যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ। ইঁহারা বারংবার দেবগণকে পরাজয় ও দেবরাজ্য শাসন করিয়াছেন। ইঁহারা সুরগণের অপ্রিয়কারী ও স্বপক্ষপ্রতিপালক। এই সমস্ত দানবের উপরও ভগবান বিষ্ণুর আধিপত্য। কি উপায়ে শত্রুনাশ করিতে হয় তিনি তাহা জানেন এবং তৎকালে স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বকার্য সাধনপূর্বক পুনর্বার আপনাতে আপনি অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। রাবণ! এই ইনিই সেই সমস্ত কামরূপী দানবকে বধ করিয়াছেন। যাঁহারা যুদ্ধে দুর্ধর্ষ এবং অপরাজিত শুনা যায়, তাঁহারাও ইঁহার বলে বিনষ্ট হইয়াছেন।

এই বলিয়া দানবরাজ বলি পুনর্বার কহিলেন, রাবণ! ঐ যে দীপ্তহুতাশন-তুল্য কুণ্ডল দৃষ্ট হইতেছে তুমি উহা লইয়া আমার নিকট আইস। পরে আমি তোমাকে বন্ধনমুক্তির কথা বলিব। তুমি এই বিষয়ে আর বিলম্ব করিও না।

বলগর্বিত রাবণ এই কথা শুনিবামাত্র হাস্য করিয়া কুণ্ডলের নিকটস্থ হইল এবং অবলীলাক্রমে তাহা উৎপাটন করিল। কিন্তু কিছুতেই তাহা ঊর্ধ্বে তুলিতে পারিল না। পরে সে লজ্জাক্রমে পুনর্বার চেষ্টা করিল কিন্তু কুণ্ডল ঊর্ধ্বে উঠাইবামাত্র স্বয়ং রক্তাক্ত দেহে ছিন্নমূল শালবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তদ্দৃষ্টে উহার সচিবেরা হাহাকার করিয়া উঠিল। অনন্তর রাবণ ক্ষণকাল-মধ্যে চেতনা লাভ করিয়া গাত্রোত্থান করিল এবং লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া রহিল। তখন বলি কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আইস এবং আমি যা বলি শুন। দেখ, তুমি ঐ যে মণিখচিত কুণ্ডলটি তুলিলে উহা আমার পূর্বপিতামহ হিরণ্যকশিপুর কর্ণাভরণ ছিল। উহা এই স্থানে এতাবৎ কাল পড়িয়া আছে। তাঁহার আর এক মুকুট পর্বতশৃঙ্গে বেদিবৎ পতিত রহিয়াছে। ঐ মহাবীর হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু ও ব্যাধি কিছুই ছিল না। এবং তাঁহার হিংসা করিতে

পারে এমন আর কেহই ছিল না। কি দিবা কি রাত্রি কি উভয় সন্ধ্যা কোন সময়েই তাঁহার মৃত্যু নাই, এইরূপ নির্ধারিত ছিল। কি জল, কি স্থল, কি অস্ত্র, কি শস্ত্র কোন স্থানে কিছুতেই তাঁহার মৃত্যু নাই এইরূপ নির্ধারিত ছিল। একদা প্রহ্লাদের সহিত তাঁহার ঘোরতর বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। ঐ সময় এক নৃসিংহাকার ভীষণ বীর প্রাদুর্ভূত হইয়া হিরণ্যকশিপুকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলেন। সকলে যারপরনাই ভীত হইল। তখন ঐ নৃসিংহরূপী মহাবীর দুই হস্তে হিরণ্যকশিপুকে তুলিয়া নখর দ্বারা বিদীর্ণ করিলেন। যিনি এই অদ্ভুত কার্য করিয়াছিলেন তিনিই ঐ নিরঞ্জন বাসুদেব দ্বারে দণ্ডায়মান। আমি ঐ দেবাদিদেবের মহিমা কীর্তন করিতেছি, যদি তোমার হৃদয়ে শ্রদ্ধা থাকে ত শুন। ঐ যে মহাপুরুষ দ্বারে দণ্ডায়মান উনি সহস্র সহস্র ইন্দ্র, অসংখ্য দেবতা এবং অসংখ্য ঋষিকে বহুকাল স্ববশে রাখিয়াছেন।

রাবণ কহিল, আমি সাক্ষাৎ মৃত্যুর সহিত প্রেতরাজ যমকে দেখিয়াছি। তাঁহার হস্তে পাশ, চক্ষু রক্তবর্ণ, জিহ্বা বিদ্যুতের ন্যায় তীক্ষ্মতেজ, বেশ অতিমাত্র ভয়ানক, কেশজাল ঊর্ধ্বগত, সর্প ও বৃশ্চিক রোমরাজি, দংষ্ট্রা উৎকট এবং সর্বাঙ্গ জ্বালাকরাল। তিনি সূর্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য, সর্বভূতভীষণ, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ ও পাপের দণ্ডদাতা। আমি সেই যমকে পরাজয় করিয়াছি। দানবরাজ! তদ্বিষয়ে আমার ভয় বা দুঃখ কিছুমাত্র হয় নাই, কিন্তু তুমি যাঁহাকে দেখাইতেছ আমি উঁহাকে জানি না। এক্ষণে বল উনি কে?

বলি কহিলেন, রাক্ষসরাজ! ইনি ত্রিলোকের বিধাতা নারায়ণ হরি। ইনি অনন্ত, কপিল, জিষ্ণু, নৃসিংহ, ক্রতুধামা, সুধামা ও পাশহস্ত। ইনি দ্বাদশ-সূর্যতুল্য তেজস্বী, পুরাণপুরুষ, নীলমেঘাকার, সুরনাথ ও সুরোত্তম। ইনি জ্বালাকরাল, যোগী ও ভক্তবৎসল। ইনি লোকসকল সৃষ্টি ও পালন করিতেছেন এবং ইনিই মহাবল কাল হইয়া সমস্ত সংহার করিয়া থাকেন। ইনি যজ্ঞ ও যাজ্য, ইনি চক্রধারী হরি, ইনি সর্বদেবময় ও সর্বভূতময়। ইনি সর্বলোকময় ও সর্বজ্ঞানময়। ইনি সর্বরূপী মহারূপী ও মহাভুজ বলদেব। ইনি বীরঘাতী, বীরচক্ষু, ত্রিলোকগুরু ও অবিনাশী। মোক্ষার্থী মুনিগণ ইঁহাকেই চিন্তা করিয়া থাকেন। যিনি এই পুরুষকে জানেন, তিনি আর পাপে লিপ্ত হন না। ইঁহারই প্রসাদে স্মরণ স্তব ও যাগযজ্ঞের ফল লাভ হয়।

মহাবল রাবণ এই কথা শুনিবামাত্র ক্রোধারুণলোচনে অস্ত্র উদ্যত করিয়া ধাবমান হইল। তদ্দৃষ্টে মুষলধারী নারায়ণ হরি ভাবিলেন, আমি এই পাপাত্মাকে এখন বিনাশ করিব না। এই ভাবিয়া ব্রহ্মার প্রিয়সাধনেচ্ছায় অন্তর্ধান করিলেন। রাবণও সেই পুরুষকে তথায় আর দেখিতে না পাইয়া হর্ষভরে সিংহনাদপূর্বক বরুণালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং যে পথ দিয়া গমন করিয়াছিল তদ্দ্বারাই বহির্গমন করিল।

প্রক্ষিপ্ত ২ ॥ অনন্তর রাবণ সুমেরুশিখরে রাত্রি যাপন করিয়া পুষ্পকে আরোহণপূর্বক সূর্যলোকে প্রস্থান করিল এবং তথায় গিয়া সর্বতেজোময় সূর্যকে দেখিতে পাইল। সূর্যের পরিধান রত্নখচিত বস্ত্র, হস্তে স্বর্ণকেয়ূর, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে রক্তমাল্য, সর্বাঙ্গে রক্তচন্দন এবং বাহন উচ্চৈঃশ্রবা। তিনি আদিদেব অনাদি অমধ্য লোকসাক্ষী ও জগৎপতি। রাবণ সূর্যকে দেখিয়া এবং

তাঁহার তেজোবলে কাতর হইয়া প্রহস্তকে কহিল, প্রহস্ত! তুমি সূর্যের নিকট যাও এবং গিয়া আমার নিদেশানুসারে বল, রাবণ যুদ্ধার্থী হইয়া উপস্থিত। তুমি হয় তাহার সহিত যুদ্ধ কর, না হয় বল পরাজিত হইলাম।

প্রহস্ত সূর্যের নিকটস্থ হইল। সূর্যের দ্বারদেশে পিঙ্গল ও দণ্ডী নামে দুই দ্বারপাল ছিল। প্রহস্ত তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া রাবণের অভিপ্রায় জ্ঞাপনপূর্বক সূর্যতেজে প্রদীপ্ত ও মৌনী হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। পরে দণ্ডী সূর্যের নিকট গিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক রাবণের এই কথা নিবেদন করিল। সূর্য কহিলেন, দণ্ডিন্! তুমি রাবণের নিকট যাও এবং তাহাকে হয় পরাজয় কর, না হয় বলিও পরাজিত হইলাম। এই বিষয়ে তোমার যেরূপ অভিরুচি হইবে তাহাই করিও। পরে দণ্ডী রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া সূর্যের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। রাবণও তথায় জয় ঘোষণা করিয়া প্রতি-নিবৃত্ত হইল।

প্রক্ষিপ্ত ৩ ॥ অনন্তর মহাবল রাবণ রমণীয় সুমেরুশৃঙ্গে রাত্রি যাপন করিয়া চন্দ্রলোকে চলিল। ঐ সময় একটি পুরুষ রথারোহণপূর্বক অপ্সরাসমূহে সেবিত এবং উৎকৃষ্ট মাল্য ও অনুলেপনে সুসজ্জিত হইয়া গমন করিতেছিলেন। তিনি অপ্সরোগণের ক্রোড়ে রতিশ্রান্ত এবং তাহাদিগের চুম্বনে জাগরিত হইতেছেন। রাবণ তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় কৌতূহলাবিষ্ট হইল। ইত্যবসরে মহর্ষি পর্বতকে তথয়া উপস্থিত দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্নপূর্বক কহিল, ঋষে! আপনি প্রকৃত সময়েই আগমন করিয়াছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি ঐ যে পুরুষ রথারূঢ় হইয়া অপ্সরাদিগের সহিত যাইতেছেন, উনি কে? ঐ ব্যক্তি নিতান্ত নির্লজ্জ: দেখিতেছি উঁহার হৃদয়ে ভয় নাই।

মহর্ষি পর্বত কহিলেন, রাক্ষসরাজ! শুন, আমি সমস্তই কহিতেছি। ঐ পুরুষ তোমারই ন্যায় স্বীয় সুকৃতিবলে লোকসকল জয় এবং ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। এক্ষণে ইনি সোম পান করিয়া নির্বিঘ্নে উৎকৃষ্ট স্থানে চলিয়াছেন। তুমি বীর, এইরূপ পুণ্যাত্মার প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হওয়া তোমার উচিত নয়।

পরে রাবণ অদূরে আর একটি পুরুষকে দেখিতে পাইল। তিনি মহাকায় তেজস্বী ও পরমসুন্দর। তিনি গীতবাদ্যে প্রমোদসুখ অনুভব করিয়া যাইতেছেন। রাবণ তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, দেবর্ষে! কিন্নরেরা নৃত্যগীতে যাঁহাকে পুলকিত করিতেছে, যাঁহার কান্তি অতি উজ্জ্বল, উনি কে?

দেবর্ষি পর্বত কহিলেন, রাক্ষসরাজ! উনি বীর ও সমরবিজয়ী। উনি যুদ্ধে কখন বিমুখ হন নাই। উঁহার সর্বাঙ্গ প্রহারে জীর্ণ। উনি প্রভুর জন্য যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। উনি যুদ্ধে অনেককে নিপাত করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়াছেন। ঐ মহাত্মা নৃত্যগীতনিপুণ কিন্নরে শোভিত হইয়া চলিয়াছেন। এক্ষণে উনি ইন্দ্রের অতিথি।

রাবণ পুনর্বার জিজ্ঞাসিল, দেবর্ষে! ঐ সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল পুরুষটি কে? পর্বত কহিলেন, রাক্ষসরাজ! ঐ যে স্বর্ণময় রথে পূর্ণচন্দ্রসুন্দবানন পুরুষ বিচিত্র আভরণ ও বস্ত্র ধারণপূর্বক অপ্সরোগণে সেবিত হইয়া যাইতেছেন উনি অর্থীদিগকে বিস্তর সুবর্ণ দান করেন। এক্ষণে উনি শীঘ্রগামী বিমানে স্বোপার্জিত লোকে চলিয়াছেন। রাবণ কহিল, দেবর্ষে! ঐ যে সমস্ত রাজা

গমন করিতেছেন, উঁহাদিগের মধ্যে কেহ প্রার্থিত হইলে আজ আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন কি না? বলুন আপনি আমার ধর্মপিতা। পর্বত কহিলেন, রাবণ! এই যে সমস্ত রাজাকে দেখিতেছ, ইঁহারা তোমার সহিত যুদ্ধ করিবেন না। যিনি এ বিষয়ে প্রস্তুত আছেন কহিতেছি, শুন! মান্ধাতা নামে সপ্তদ্বীপের অধিপতি এক রাজা আছেন। তিনিই তোমার সহিত যুদ্ধ করিবেন। রাবণ জিজ্ঞাসিল, দেবর্ষে! বলুন, সেই রাজা মান্ধাতা কোথায় আছেন, আমি তথায় যাইব। পর্বত কহিলেন, রাবণ! রাজা যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী জয় করিয়া এই স্থানে আসিবেন।

এই অবসরে বলগর্বিত রাবণ দেখিল, অযোধ্যাধিপতি মহাবীর মান্ধাতা স্বর্ণময় সুশোভন রথে আগমন করিতেছেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ গন্ধে লিপ্ত এবং শ্রী অতি অপূর্ব। তাঁহাকে দেখিয়া রাবণ কহিল, তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর। মান্ধাতা হাস্য করিয়া কহিলেন, রাক্ষস! যদি তোমার প্রাণের মমতা না থাকে তবে আমার সহিত যুদ্ধ কর। রাবণ কহিল, যে মহাবীর বরুণ কুবের ও যম হইতেও ভীত হয় নাই সে এক জন মনুষ্য হইতে ভয় পাইবে?

এই বলিয়া রাবণ ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া রাক্ষসগণকে যুদ্ধার্থ আদেশ করিল। তখন উহার সচিবেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মান্ধাতার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাবল রাজা মান্ধাতাও মহোদর, বিরূপাক্ষ অকম্পন, শুক ও সারণকে শর প্রহার করিতে লাগিলেন। প্রহস্ত উঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ করিল কিন্তু মান্ধাতা অর্ধপথে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং অগ্নি যেমন তৃণরাশিকে দগ্ধ করে সেইরূপ তিনি ভুশুণ্ডী ভল্ল ভিন্দিপাল ও তোমর দ্বারা রাবণের সচিবগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে ঐ মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কার্তিকেয় যেমন ক্রৌঞ্চ পর্বতকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন সেইরূপ পাঁচ তোমর দ্বারা প্রহস্তকে বিদীর্ণ করিলেন এবং যমদণ্ডতুল্য এক মুদ্গর বিঘূর্ণিত করিয়া মহাবেগে রাবণের রথে নিক্ষেপ করিলেন। মুদ্গর বজ্রবৎ মহাবেগে নিপতিত হইল। রাবণও মূর্ছিত হইয়া ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ভূতলে পড়িল। তখন পূর্ণচন্দ্র দেখিলে সমুদ্রের জল যেমন স্ফীত হয় তদ্রূপ রাবণকে পতিত দেখিয়া প্রীতি ও হর্ষভরে মান্ধাতার বলবীর্য বর্ধিত হইয়া উঠিল। রাক্ষসসৈন্যেরা হাহাকার করিতে লাগিল এবং রাবণকে গিয়া বেষ্টন করিল। অনন্তর বহুক্ষণের পর রাবণের সংজ্ঞালাভ হইল এবং শরজালে রাজা মান্ধাতাকে পীড়ন করিতে লাগিল। মান্ধাতা মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাক্ষসসৈন্য উঁহাকে মূর্ছিত দেখিয়া হর্ষভরে সিংহনাদ ও কোলাহল করিতে লাগিল। পরে অযোধ্যাধিপতি মান্ধাতা মুহূর্তমধ্যে সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং রাবণের যুদ্ধোৎসাহ দেখিয়া অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি অনবরত শরবৃষ্টি করিয়া রাক্ষসসৈন্য বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধনুষ্টঙ্কার ও শরপাতের শন-শন শব্দে উত্তালতরঙ্গ মহাসমুদ্রের ন্যায় রাক্ষসেরা অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। মনুষ্য ও রাক্ষসের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। মান্ধাতা ও রাবণ উভয়ে বীরাসনে উপবিষ্ট এবং একান্ত ক্রোধাবিষ্ট। উঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি শরত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং উভয়েই ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর রাবণ ভীষণ রৌদ্রাস্ত্র পরিত্যাগ করিল। মান্ধাতা আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা তাহা নিবারণ করিলেন। রাবণ গান্ধর্বাস্ত্র পরিত্যাগ করিল এবং মান্ধাতা বারুণাস্ত্রে তাহা বিদূরিত করিলেন। পরে তিনি শরাসনে ত্রৈলোক্যভয়বর্ধন ঘোররূপ পাশুপতাস্ত্র সন্ধান করিলেন। উহা রুদ্রের

বরপ্রভাবলব্ধ। ঐ অস্ত্র দেখিয়া স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জীব কাঁপিতে লাগিল। দেবতারা ভীত হইলেন। নাগগণ শিহরিয়া উঠিল। ইত্যবসরে মহর্ষি পুলস্ত্য ও গালব ধ্যানবলে এই সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেন এবং যুদ্ধস্থলে আগমন-পূর্বক মান্ধাতাকে ক্ষান্ত করিয়া রাবণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। পরে মহারাজ মান্ধাতার সহিত উহার সখ্যবন্ধনপূর্বক অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রক্ষিপ্ত ৪ ॥ অনন্তর রাবণ দশ সহস্র যোজন ঊর্ধ্বে বায়ুপথে উত্থিত হইল। তথায় সর্বগুণান্বিত হংসেরা নিয়ত অবস্থান করিতেছে। পরে তথা হইতে আরও দশ সহস্র যোজন ঊর্ধ্বে উঠিল। তথায় আগ্নেয়, পক্ষী ও ব্রাহ্ম এই তিন প্রকার মেঘ নিয়ত অবস্থান করিতেছে। রাবণ তথা হইতে তৃতীয় বায়ুপথে উত্থিত হইল। সেই স্থানে সিদ্ধ ও পন্নগগণ অবস্থান করিয়া থাকেন। পরে তথা হইতে আরও দশ সহস্র যোজন ঊর্ধ্বে বায়ুপথে আরোহণ করিল। উহা চতুর্থ বায়ুমার্গ। তথায় বিনায়কের সহিত ভূতগণ বাস করিতেছেন। পরে রাবণ তথা হইতে দশ সহস্র যোজন ঊর্ধ্বে পঞ্চম বায়ুপথে উত্থিত হইল। ঐ স্থানেই সরিদ্বরা গঙ্গা। তাঁহার পবিত্র জল সূর্যকিরণ হইতে পরিভ্রষ্ট ও বায়ুসংসর্গে কোমল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। কুমুদ প্রভৃতি দিঙ্‌নাগসকল ঐ প্রবাহে সতত ক্রীড়া করিতেছে এবং ঐ পবিত্র জল শুণ্ডদ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছে। পরে রাবণ তথা হইতে আরও দশ সহস্র যোজন ঊর্ধ্বে ষষ্ঠ বায়ুপথে উত্থিত হইল। তথায় বিহঙ্গরাজ গরুড় জ্ঞাতিবান্ধবে বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। পরে রাবণ তথা হইতে আরও দশ সহস্র যোজন ঊর্ধ্বে উঠিল। উহা সপ্তম বায়ুমার্গ। তথায় সপ্তর্ষিগণ বাস করিয়া আছেন। পরে রাবণ আরও দশ সহস্র যোজন অতিক্রম করিল। উহা অষ্টম বায়ুমার্গ। তথায় আকাশগঙ্গা মহাবেগে ও মহাশব্দে প্রবাহিত হইতেছেন। বায়ু তাঁহাকে ধারণ করিয়া আছে। ইহার পরই চন্দ্রমণ্ডল। ইনি যে স্থানে গ্রহনক্ষত্রগণে বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন তাহা অশীতি সহস্র যোজন ঊর্ধ্বে। ঐ চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রীতিকর অসংখ্য অসংখ্য রশ্মি নির্গত হইয়া সমস্ত লোককে প্রকাশিত করিতেছে।

অনন্তর চন্দ্র রাবণকে দেখিয়া শীতাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতে লাগিলেন। রাবণের সচিবগণ শীতাগ্নিভয়ে নিপীড়িত হইয়া চন্দ্রকে সহ্য করিতে পারিল না। ইত্যবসরে প্রহস্ত রাবণকে জয় জয় রবে সম্বর্ধনা করিয়া কহিল, রাজন্! আমরা শীতে বিনষ্টপ্রায় হইয়াছি। অতএব চল, আমরা এ স্থান হইতে প্রতিগমন করি। চন্দ্রের প্রকৃতি দহনাত্মক, তজ্জন্য রাক্ষসেরা যারপরনাই ভীত হইল।

রাবণ প্রহস্তের এই কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং শরাসন বিস্ফারণপূর্বক নারাচাস্ত্রে চন্দ্রকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। ইত্যবসরে সর্ব-লোকপিতামহ ব্রহ্মা শীঘ্র চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলেন এবং রাবণকে কহিলেন, বৎস! তুমি শীঘ্র এ স্থান হইতে প্রতিগমন কর। চন্দ্রকে নিপীড়িত করিও না। ইনি লোকের হিতার্থী। এক্ষণে আমি তোমাকে একটি মন্ত্র প্রদান করিতেছি। যে ব্যক্তি এই মন্ত্র স্মরণ করিবে তাহার মৃত্যু হইবে না। প্রাণনাশসম্ভাবনা হইলে তুমি এই মন্ত্রকে একমাত্র গতি জানিবে।

রাবণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, লোকনাথ! যদি আপনি আমার প্রতি পরিতুষ্ট

হইয়া থাকেন এবং যদি আমাকে মন্ত্রপ্রদানের ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তবে এখনই তাহা আমাকে প্রদান করুন। আমি আপনার প্রসাদলব্ধ মন্ত্রে সমস্ত দেবতা অসুর দানব ও পক্ষিগণের অজেয় হইয়া থাকিব। ব্রহ্মা কহিলেন, রাবণ! আমি যে মন্ত্র তোমাকে দিতেছি তাহা প্রতিদিন জপ করিবার আবশ্যকতা নাই। প্রাণনাশের আশঙ্কা ঘটিলে তবেই তাহা জপ করিও। অক্ষসূত্র গ্রহণ করিয়া এই শুভ মন্ত্র জপ করিতে হইবে। ইহার বলে তুমি সকলের অজেয় হইয়া উঠিবে। কিন্তু জপ না করিলে ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। এক্ষণে শুন, আমি সেই মন্ত্রটি কহিতেছি । হে দেবদেব! তোমাকে নমস্কার। তুমি সুরাসুরের পূজনীয়। তুমি ভূত ও ভবিষ্যৎ, হরি ও পিঙ্গলনেত্র। তুমি বালক বৃদ্ধ ও ব্যাঘ্রচর্মধারী। তুমি ত্রৈলোক্যের প্রভু ও ঈশ্বর। তুমি হর হরিতনেমী ও যুগান্তদহনশীল অনল। তুমি গণেশ লোকশম্ভু লোকপাল মহাভুজ মহাভাগ মহাশূলী মহাদংষ্ট্রী ও মহেশ্বর। তুমি কাল বলরূপী নীলগ্রীব ও মহোদর। তুমি দেবান্তগ তপোন্ত অবিনাশী ও পশুপতি। তুমি শূলপাণি বৃষকেতু নেতা গোপ্তা হর ও হরি। তুমি জটী মুণ্ডী শিখণ্ডী ও লকুটী। তুমি ভূতেশ্বর গণাধ্যক্ষ সর্বাত্মা সর্বভাবন সর্বগ সর্বহারী স্রষ্টা ও গুরু। তুমি কমণ্ডলুধারী পিনাকী ধূর্জটি মাননীয় ওঙ্কার বরিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ও সামগ। তুমি মৃত্যু মৃত্যুভূত পারিজাত্র ও সুব্রত। তুমি ব্রহ্মচারী গৃহবাসী বীণা পণব ও তূণবিশিষ্ট। তুমি অমর দর্শনীয় ও তরুণ সূর্যসদৃশ। তুমি শ্মশানবাসী ভগবান উমাপতি ও অনিন্দনীয়। তুমি সূর্যের চক্ষু ও দন্তনাশক। তুমি জ্বরাপহারক পাশধারী প্রলয় ও কাল। তুমি উল্কামুখ অগ্নিকেতু মুনি দীপ্ত ও বিশ্বপতি। তুমি উন্মাদ বেপনকর্তা তুরীয় লোকসত্তম। তুমি বামন বামদেব দক্ষিণ ও পশ্চিম। তুমি ভিক্ষু ভিক্ষুরূপী ত্রিজটী ও কুটিল। তুমি ইন্দ্রের হস্ত ও বসুগণকে স্তম্ভিত করিয়াছ। তুমি ঋতু ঋতুকর কাল মধু ও মধুকনেত্র। তুমি বানস্পত্য বাজসন নিত্য ও আশ্রম-পূজিত। তুমি জগদ্ধাতা জগৎকর্তা শাশ্বত পুরুষ ও নিশ্চল। তুমি ধর্মাধ্যক্ষ বিরূপাক্ষ ত্রিধর্মা ও ভূতভাবন। তুমি ত্রিনেত্র বহুরূপ ও অযুতসূর্যকান্তি। তুমি দেবদেব ও অতিদেব। তোমার জটা চন্দ্রে অঙ্কিত, তুমি নর্তক ও পূর্ণেন্দুমুখ, তুমি ব্রহ্মণ্য শরণ্য ও সর্বজীবময়। তুমি তূর্যনিনাদী ও সর্ববীজময়। তুমি মোহন বন্ধন ও নিধন। তুমি পুষ্পদন্ত সর্বহর হরিশ্মশ্রু ভীম ও ভীমবিক্রম। রাবণ! আমি মহাদেবের এই অষ্টাধিক শত নাম কীর্তন করিলাম। এই নাম পবিত্র পাপাপহারক ও শরণ্য। ইহা জপ করিলে শত্রুনাশ হইবে।

প্রক্ষিপ্ত ৫ ॥ কমললোচন ব্রহ্মা রাবণকে বর দান করিয়া পুনর্বার ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। রাবণও প্রতিনিবৃত্ত হইল। পরে কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা ঐ মহাবীর সচিবগণের সহিত পশ্চিম সমুদ্রে উপস্থিত হইল। ঐ সমুদ্রের দ্বীপে এক ভীষাণাকার প্রলয়বহ্নিসদৃশ তপ্তকাঞ্চনবর্ণ পুরুষ বর্তমান। যেমন দেব-গণের মধ্যে ইন্দ্র, গ্রহগণের মধ্যে সূর্য, শরভের মধ্যে সিংহ, হস্তীর মধ্যে ঐরাবত, পর্বতের মধ্যে সুমেরু ও বৃক্ষের মধ্যে পারিজাত তদ্রূপ লোকের মধ্যে ঐ পুরুষ সর্বপ্রধান। রাবণ তাঁহাকে দেখিয়া কহিল, তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর। তৎকালে রাবণের দৃষ্টি গ্রহমালার ন্যায় আকুল হইয়া উঠিল। দন্তদংশনের কটকটা শব্দ ভজ্যমান যন্ত্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সে অমাত্যগণের সহিত

ঘোররবে গর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ দ্বীপমধ্যস্থ পুরুষ অতিশয় বিকট-দর্শন। উঁহার হস্ত আজানুলম্বিত, গ্রীবাদেশে শঙ্খবৎ রেখা, বক্ষঃস্থল বিশাল, কুক্ষি মণ্ডূকবৎ, মুখ সিংহাকার, দেহপ্রমাণ কৈলাসশিখরের ন্যায় উচ্চ, পদতল পদ্মরেখায় লাঞ্ছিত, করতল আরক্ত, বেগ মন ও বায়ুর ন্যায়, সর্বাঙ্গ জ্বালাকরাল, কণ্ঠে স্বর্ণপদ্ম। তিনি মহাকায় মহানাদ এবং তূণীর ঘণ্টা কিঙ্কিণী ও চামর-ধারী। তিনি অঞ্জন পর্বত ও কাঞ্চন পর্বতের ন্যায় শোভমান। তিনি যেন সাক্ষাৎ ঋগ্বেদ এবং পদ্মমাল্যে অলঙ্কৃত। রাক্ষসরাজ রাবণ পুনঃ পুনঃ গর্জন করিয়া শক্তি ঋষ্টি ও পট্টিশ দ্বারা ঐ পুরুষকে প্রহার করিতে লাগিল ; কিন্তু দ্বীপীর দ্বারা যেমন সিংহ, ঋষভ দ্বারা যেমন হস্তী, নাগেন্দ্র দ্বারা যেমন সুমেরু এবং নদীবেগ দ্বারা যেমন সমুদ্র প্রহৃত হইয়াও অটল থাকে ঐ মহাপুরুষ সেইরূপ রাবণের দ্বারা প্রহৃত হইয়াও অটল রহিলেন। পরে তিনি রাবণকে কহিলেন, রে নির্বোধ! আমি তোর যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা এখনই নষ্ট করিতেছি। রাবণের যেমন সর্বলোকভীষণ বেগ ঐ পুরুষের বেগ তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক। জগতের সমস্ত সিদ্ধির নিদান ধর্ম ও তপস্যা তাঁহার উরুকে আশ্রয় করিয়া আছে। অনঙ্গ তাঁহার শিশ্ন, বিশ্বদেব কটিদেশ, বায়ু বস্তি ও পার্শ্ব, অষ্টবসু মধ্যভাগ, সমুদ্রসকল কুক্ষি, সমস্ত দিক পার্শ্বাদি স্থান, বায়ু সমস্ত সন্ধিস্থল, রুদ্রদেব পৃষ্ঠভাগ, পিতৃগণ পৃষ্ঠ, পিতামহগণ হৃদয়, পবিত্র গোদান ভূমিদান ও সুবর্ণদান কক্ষলোম, হিমাচল মন্দর ও সুমেরু অস্থি, বজ্র হস্ত, আকাশ সমস্ত শরীর, জলবাহী মেঘ ও সন্ধ্যা কৃকাটিকা, ধাতা বিধাতা ও বিদ্যাধরগণ বাহুদ্বয়, বাসুকি বিশালাক্ষ, ইরাবত অশ্বতর কর্কোটক ধনঞ্জয় ঘোরবিষ তক্ষক ও উপতক্ষক ইঁহারা অঙ্গুলি, অগ্নিমুখ, একাদশ রুদ্র স্কন্ধ, পক্ষমাস ও ঋতু উভয় দন্ত-পংক্তি, অমাবাস্যা নাসারন্ধ্র, ছিদ্রসমুদয়ে বায়ু, বীণা ও সরস্বতী গ্রীবা, অশ্বিনী-কুমারদ্বয় দুই কর্ণ, চন্দ্র সূর্য দুই নেত্র এবং বেদাঙ্গ যজ্ঞ সমস্ত তারকা এবং সুবৃত্ত তেজ ও তপস্যা তাঁহার দেহকে আশ্রয় করিয়া আছেন। রাবণ ঐ পুরুষের হস্তে নিপীড়িত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। দিব্য পুরুষ রাবণকে পতিত দেখিয়া রাক্ষসগণকে স্ববীর্যে অপসারণপূর্বক পাতালে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ গাত্রোত্থানপূর্বক সচিবগণকে আহ্বান করিয়া

কহিল, বল, সেই পুরুষ সহসা কোথায় গেল? সচিবেরা কহিল, রাজন্‌! সেই দেবদানবদর্পহারী পুরুষ এই বিবরে প্রবেশ করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া দুর্মতি রাবণ গরুড়বৎ মহাবেগে নির্ভয়ে ঐ গর্তে প্রবেশ করিল। সে তথায় গিয়া নীলাঞ্জনস্তূপাকার কেয়ূরধারী রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনে শোভিত স্বর্ণ ও নানারত্নে অলংকৃত বীরগণকে দেখিতে পাইল। ঐ স্থানে তিন কোটি স্ত্রীলোক নৃত্য করিতেছিল। তাহারা নির্ভয় ও বহ্নিপ্রভ। রাবণ দ্বারস্থ হইয়া দেখিল, সে পূর্বে যেরূপ পুরুষকে দেখিয়াছিল তদ্রূপ ঐ স্থানে আরও কতকগুলিকে দেখিতে পাইল। ইঁহারা একবর্ণ একরূপ ও একবেশ, চতুর্ভুজ ও উৎসাহী। ইঁহাদিগকে দেখিয়া রাবণের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পরে সে তথা হইতে শীঘ্র নির্গত হইল এবং অন্যস্থলে দেখিল আর একটি পুরুষ শয়ান রহিয়াছেন। তাঁহার শয্যা আসন ও গৃহ ধবলবর্ণ। তিনি অগ্নিতে অবগুণ্ঠিত হইয়া সুখে শয়ান আছেন। তাঁহার নিকট চামরহস্তা দেবী লক্ষ্মী বিরাজমান। উঁহার সর্বাঙ্গে দিব্য অলংকার, তিনি উৎকৃষ্ট বস্ত্র মাল্য ও অনুলেপনে শোভিত। ঐ ত্রিলোক-সুন্দরী ত্রিলোকভূষণ সাধ্বী, পদ্মহস্তে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আছেন। দুর্বৃত্ত রাবণ লক্ষ্মীকে দেখিবামাত্র স্মরাবেগে সহসা তাঁহাকে ধরিবার ইচ্ছা করিল। প্রসুপ্ত সর্পকে যেমন কেহ স্বহস্তে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে তদ্রূপ ঐ দুর্মতি মৃত্যুপ্রেরিত হইয়া লক্ষ্মীকে ধরিবার উপক্রম করিল। তখন সেই শয়ান পুরুষ উহাকে দেখিয়া এবং উহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিলেন। রাবণ উঁহার তেজে প্রদীপ্ত হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। ইত্যবসরে ঐ দিব্য পুরুষ উহাকে কহিলেন, রাক্ষস-রাজ! তুমি গাত্রোত্থান কর, এখন তোমার মৃত্যু নাই, প্রজাপতি ব্রহ্মার কথা রক্ষা করা আবশ্যক, তজ্জন্যই তুমি জীবিত আছ। এক্ষণে বিশ্বস্ত চিত্তে চলিয়া যাও।

মুহূর্তমধ্যে রাবণ চেতনালাভ করিল। তাহার মনে ভয় উপস্থিত হইল। পরে ঐ সুরশত্রু গাত্রোত্থান করিয়া কণ্টকিত দেহে কহিল, আপনি কে? আপনি মহাবল ও কালানলতুল্য। বলুন, আপনি কে?

তখন ঐ দিব্য পুরুষ হাস্য করিয়া মেঘগম্ভীরনাদে কহিলেন, দশগ্রীব! আমি তোমায় শীঘ্র বধ করিতেছি না। রাবণ কহিল, দেখ, আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে অমর হইয়াছি; বাহুবলে বর লঙ্ঘন করিতে পারে দেবগণের মধ্যেও অদ্যাপি এমন কেহ জন্মে নাই, জন্মিবেও না। এই বর পরিহার করা সুকঠিন এবং এই বিষয়ে যত্ন করাও বৃথা। আমার বর বিফল করিতে পারে আমি ত্রিলোকের মধ্যে এমন কাহাকেই দেখি না। আমি অমর, তজ্জন্যই নির্ভয়। দেব! একসময় আমার মৃত্যু অবশ্য হইবে, কিন্তু তাহা তোমারই হস্তে। সেই মৃত্যু আমার পক্ষে শ্লাঘ্য ও যশস্কর।

ইত্যবসরে ভীমবল রাবণ দেখিল, স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ দ্বাদশ সূর্য মরু সাধ্য বসু দুই অশ্বিনীকুমার রুদ্র পিতৃগণ যম কুবের সমুদ্র গিরি নদী বেদ বিদ্যা তিন অগ্নি গ্রহ তারা ব্যোম সিদ্ধ গন্ধর্ব পন্নগ বেদবিৎ মহর্ষি গরুড় উরগ দৈত্য রাক্ষস ও অন্যান্য দেবতা সূক্ষ্ম মূর্তিতে ঐ শয়নস্থ পুরুষের দেহে দৃষ্ট হইতেছে।

ধর্মশীল রাম মহর্ষি অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! ঐ দেবদানবদর্পহারী দ্বীপস্থ শয়ান পুরুষ কে এবং ঐ তিন কোটি স্ত্রীই বা কে?

অগস্ত্য কহিলেন, দেবদেব! কহিতেছি, শুন। ঐ দ্বীপস্থ পুরুষ নর

নামক ভগবান কপিল। আর ঐ যে তিন কোটি স্ত্রী নৃত্য করিতেছিল উহারা ঐ কপিলের স্বর। উহাদের তেজ ও প্রভাব তাঁহারই অনুরূপ। ঐ কপিল ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পাপমতি রাবণকে দেখেন নাই। দেখিলে তৎক্ষণাৎ সে ভস্মসাৎ হইয়া যাইত। ঐ পর্বতাকার রাবণ ঘর্মাক্ত দেহে ভূতলে পতিত হইয়াছিল। খল যেমন বাক্শরে অন্যের হৃদয় ভেদ করে তদ্রূপ তিনি বাঙ্মাত্রে উহাকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। পরে ঐ রাক্ষস বহুকাল অতীত হইলে সংজ্ঞালাভ করিয়া সচিবগণের নিকট আগমন করিল।

চতুর্বিংশ সর্গ ॥ অনন্তর দুরাত্মা রাবণ গতিপথে যে-কোন রাজা ঋষি দেব ও দানবের সুন্দরী স্ত্রীকে দেখিল তাহার বন্ধুজনের বধসাধনপূর্বক তাহাকে বিমানে তুলিয়া লইল। তাহারা দুঃখাবেগে অনর্গল চক্ষের জল ফেলিতে লাগিল। ঐ শোক ও ভয়জনিত অশ্রু বহ্নিজ্বালার ন্যায় সমস্ত দগ্ধ করিতে পারে। শত শত নদীতে যেমন সমুদ্র পূর্ণ হয় তদ্রূপ ঐ সমস্ত স্ত্রীলোকের অশুভকর শোকাশ্রুতে বিমান পূর্ণ হইয়া গেল। উহারা সর্বাঙ্গসুন্দরী। উহাদের কেশজাল সুদীর্ঘ, মুখ পূর্ণচন্দ্রাকার, স্তনতট সুকঠিন, কটিদেশ সূক্ষ্ম, নিতম্ব স্থূল এবং বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় গৌর। ঐ সমস্ত দেবকন্যার ন্যায় সুরূপা রমণী শোক দুঃখ ও ভয়ে অতিমাত্র ভীত ও বিহ্বল। উহাদের নিঃশ্বাসবায়ুতে পুষ্পক রথ প্রদীপ্ত হইয়া জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিল। উহারা রাবণের হস্তগত, সুতরাং সিংহের ক্রোড়স্থ মৃগীর ন্যায় শোকে অতিমাত্র আকুল। উহাদের মুখ চক্ষু অত্যন্ত দীনভাবাপন্ন! কেহ মনে করিতেছে. এই দুর্বৃত্ত রাক্ষস আমাকে কি ভক্ষণ করিবে। কেহ বা ভাবিতেছে, রাবণ আমাকে কি বধ করিবে। এই ভাবিয়া উহারা পিতা মাতা ভর্তা ও ভ্রাতাকে স্মরণপূর্বক দুঃখাবেগে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। কেহ মনে করিল, হা! আমায় ছাড়িয়া আমার পুত্র কিরূপে বাঁচিবে। শোকাকুল জননী ও ভ্রাতা কিরূপে বাঁচিবে। আর আমি তাদৃশ গুণবান স্বামীকে হারাইয়া এখন কিরূপে জীবিত থাকিব। মৃত্যু! আমি তোমাকে অনুনয় করিতেছি, তুমি আমাকে এখনই লও। হা! জানি না আমি জন্মান্তরে এমন কি দুষ্কর্ম করিয়াছিলাম যে এই অপার দুঃখসাগরে পতিত হইলাম। মনুষ্যলোক অপেক্ষা নিকৃষ্ট লোক আর কিছু নাই, ইহাকে ধিক্! উদয়কালে সূর্য যেমন নক্ষত্রসকল নষ্ট করেন, তদ্রূপ বলবান রাবণ আমাদের দুর্বল ভর্তৃগণকে বিনষ্ট করিয়াছে। এই দুর্বৃত্ত রাক্ষস শস্ত্রপ্রহারে উন্মত্ত. দুর্বৃত্ততানিবন্ধন ইহার কিছুমাত্র অনুতাপ হয় না। এই দুরাত্মার বলবিক্রম ব্রহ্মার প্রদত্ত বরের অনুরূপ। কিন্তু এইরূপ পরস্ত্রীহরণ নিতান্ত নিন্দিত। এই দুর্মতি যখন পরস্ত্রীতেই অনুরক্ত তখন স্ত্রী হইতেই ইহার মৃত্যু হইবে।

ঐ সমস্ত সতী সাধ্বী স্ত্রী এই কথা বলিবামাত্র অন্তরীক্ষে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। রাবণ অতিশয় নিষ্প্রভ হইয়া গেল। সে অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া উঠিল এবং ঐ সমস্ত স্ত্রীলোকের এইরূপ কাতরোক্তি শুনিতে শুনিতে লঙ্কায় প্রবেশ করিল।

ইত্যবসরে রাবণের এক কামরূপিণী ভগিনী আর্তস্বরে সম্মুখে আসিয়া সহসা দণ্ডবৎ পতিত হইল। রাবণ তাহাকে উত্থাপনপূর্বক সান্ত্বনা করিয়া

কহিল, ভদ্রে! তুমি তটস্থ আসিয়া আমায় কি বলিবার ইচ্ছা করিয়াছ? ঐ রাক্ষসীর চক্ষু রক্তবর্ণ এবং উহা বাষ্পে নিরুদ্ধ। সে কাতরবাক্যে কহিল, রাজন্! তুমি স্বীয় বাহুবলে আমায় বিধবা করিয়াছ। তুমি দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে নির্গত হইয়া কালকেয় নামক চতুর্দশ সহস্র দৈত্যগণকে যুদ্ধে বিনষ্ট কর। ঐ কালকেয়-গণের মধ্যে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ভর্তা ছিলেন। তুমি আমার নামমাত্র ভ্রাতা, কিন্তু কার্যে পরম শত্রু। তুমিই আমার ভর্তাকে বিনাশ করিয়াছ। আমি তোমারই জন্য বিধবা হইয়াছি। যুদ্ধে জামাতাকে রক্ষা করা তোমার উচিত ছিল, কিন্তু তুমি তাহাকেই বধ করিয়াছ এবং ইহাতে তোমার লজ্জাও হইতেছে না।

তখন রাবণ সান্ত্বনাবাক্যে কহিল, বৎসে! বৃথা আর রোদন করিও না, তোমার ভয় নাই। আমি দান মান ও প্রসাদে পরম যত্নের সহিত তোমাকে পরিতুষ্ট করিব। ভগিনি! আমি যুদ্ধে জয়লাভার্থ উদ্যত ও উন্মত্ত হইয়া শরক্ষেপ করিতেছিলাম, তৎকালে আমার আত্মপর কিছুই বোধ ছিল না, যুদ্ধোৎসাহে আমি ভগিনীপতিকে জানিতে পারি নাই, তজ্জন্যই তাহাকে বিনাশ করিয়াছি। এখন তোমার হিতোদ্দেশে যা-কিছু আবশ্যক আমি সমস্তই করিতেছি। তুমি ঐশ্বর্যবান ভ্রাতা খরের নিকটে গিয়া অবস্থান কর। তিনি চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসের ভরণপোষণ ও নিয়োগ বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রভু হইবেন। খর তোমার মাতৃষ্বসেয় ভ্রাতা। তিনি সতত তোমার আজ্ঞা পালন করিবেন। এক্ষণে সেই বীর দণ্ডকারণ্য রক্ষা করিবার জন্য শীঘ্র প্রস্থান করুন। তথায় মহাবল দূষণও তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া অবস্থান করিবেন।

অনন্তর দশগ্রীব খরের অনুসরণ করিবার জন্য সৈন্যগণকে আদেশ করিল। খর ঘোরদর্শন মহাবল চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসে বেষ্টিত এবং অকুতোভয়ে শীঘ্র দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য আরম্ভ করিল এবং শূর্পণখাও ঐ স্থানে পরম সমাদরে বাস করিতে লাগিল।

পঞ্চবিংশ সর্গ ॥ রাবণ ভগিনীর এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া সম্পূর্ণ সুখী হইল। পরে ঐ মহাবল একদা অনুচরগণের সহিত লঙ্কার উপবন নিকুম্ভিলায় প্রবেশ করিল। উহা দেবগৃহ ও শত শত যূপে শোভিত আছে। রাবণ দেখিল নিকুম্ভিলায় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং তথায় কৃষ্ণাজিনধারী কমণ্ডলুহস্ত শিখাবান ও দণ্ডযুক্ত স্বপুত্র মেঘনাদ বর্তমান। রাবণ উহাকে দেখিয়া গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক জিজ্ঞাসিল, বৎস! বল কি করিতেছ?

তৎকালে ইন্দ্রজিৎ মৌনব্রত অবলম্বনপূর্বক যজ্ঞে দীক্ষিত ছিলেন, মহাতপা শুক্রাচার্য উঁহার ব্রতভঙ্গ নিবারণের জন্য রাবণকে কহিলেন, রাজন্! আমিই প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, শুন। তোমার পুত্র ইন্দ্রজিৎ অগ্নিষ্টোম অশ্বমেধ রাজসূয় গোমেদ ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সাতটি যজ্ঞ করিয়াছেন। অন্যের অসাধ্য মাহেশ্বর যজ্ঞ আহরণ করিয়া সাক্ষাৎ পশুপতি হইতে বরলাভ করিয়াছেন। ইনি আকাশ-চর কামগামী রথ এবং তামসী মায়া লাভ করিয়াছেন। এই মায়াপ্রভাবে অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হয় এবং ইহারই বলে সুরাসুরও রণস্থলে গূঢ় গতি কিছুই জানিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত এই মহাবীর অক্ষয় তূণীর দুর্জয় শরাসন এবং শত্রুনাশক প্রবল অস্ত্রসকল লাভ করিয়াছেন। অদ্য যজ্ঞসমাপ্তির দিন। আজ ইনি ও আমি আমরা তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম।

রাবণ কহিল, দেখ, যজ্ঞীয় দ্রব্যে ইন্দ্রাদি শত্রুগণকে পূজা করা হইয়াছে, এ কাজটি ভাল হয় নাই। যাহাই হউক, আইস, যাহা করিয়াছ তাহা প্রতিবিধান হইবার নয়। এখন চল, আমরা গৃহে যাই।

অনন্তর রাবণ পুত্র ইন্দ্রজিৎ ও ভ্রাতা বিভীষণের সহিত গৃহপ্রবেশ করিয়া দেব দানব ও রাক্ষসগণের সুলক্ষণাক্রান্ত কন্যারত্নসকল রথ হইতে অবতারণ করিতে লাগিল। ধর্মশীল বিভীষণ ঐ সমস্ত কন্যার প্রতি রাবণের একান্ত অনুরাগ দেখিয়া কহিলেন, তুমি যশ অর্থ ও কুলক্ষয়কর এই সমস্ত কার্যে অন্যের অনিষ্ট হইতেছে বুঝিয়াও আপনার দুর্বুদ্ধি অনুসারে চলিতেছ। তুমি অন্যের মর্মপীড়া দিয়া এই সকল স্ত্রীলোককে বলপূর্বক আনিয়াছ, কিন্তু এদিকে মহাবীর মধু তোমার অবমাননা করিয়া কুম্ভীনসীকে অপহরণ করিয়াছে। রাবণ কহিল, এ আবার কি। আমি ত ইহার কিছুই জানি না। বিভীষণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, শুন, তুমি যে-সমস্ত পাপকর্ম করিতেছ তাহার ফল উপস্থিত। মাল্যবান আমাদিগের মাতামহ, সুমালীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা। সেই নিশাচর বৃদ্ধ ও বিচক্ষণ। তিনি জননীর জ্যেষ্ঠ তাত ও আমাদিগের মাতামহ। কুম্ভীনসী তাঁহার দৌহিত্রী এবং আমাদিগের মাতৃষ্বসা অনলার কন্যা, সুতরাং সে ধর্মতঃ আমাদিগের ভগিনী হইতেছে। এক্ষণে মহাবল মধু সেই কুম্ভীনসীকেই বলপূর্বক লইয়া গিয়াছে। ঐ সময় ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞসাধন করিতেছিলেন, আমি তপশ্চরণার্থ জলমধ্যে বাস করিতেছিলাম এবং কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত। তোমার অন্তঃপুর সুরক্ষিত হইলেও মধু আমাদিগের অমাত্য ও অন্যান্য রাক্ষসকে বধ করিয়া কুম্ভীনসীকে হরণ করিয়াছে। আমি যদিও পরে সমস্ত শুনিতে পাইলাম তথাচ মধুকে বিনাশ না করিয়া ক্ষমা করিয়াছি। কারণ ভগিনীকে পাত্রসাৎ করা অবশ্যই ভ্রাতৃগণের উচিত। এক্ষণে লোকে জানুক তুমি যে-সমস্ত দুষ্কর্ম করিতেছ তাহার প্রতিফল এখনই পাইতেছ।

তখন রাবণ স্বীয় দুষ্কর্মে নিপীড়িত হইয়া উত্তপ্ত সমুদ্রের ন্যায় স্তম্ভিত হইল। সে ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া কহিল, এখনই আমার রথ সুসজ্জিত করিয়া আন, তোমরা প্রস্তুত হও, ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও অন্যান্য প্রধান বীর সশস্ত্রে যানবাহনে আরোহণ করুন। মধু আমার বিক্রমে ভীত নহে, আজ আমি তাহাকে বধ করিয়া সুহৃদ্‌গণের সহিত সুরলোকে যুদ্ধযাত্রা করিব। চতুঃসহস্র অক্ষৌহিণী সেনা অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্বক নির্গত হউক।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ সমস্ত সৈন্যের অগ্রে, রাবণ মধ্যে এবং কুম্ভকর্ণ পশ্চাতে চলিল। ধার্মিক বিভীষণ লঙ্কায় থাকিয়া ধর্মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সকলে মধুপুরে যাত্রা করিল। ইহারা গর্দভ, উষ্ট্র, অশ্ব, শিশুমার ও সর্পে আরোহণপূর্বক আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। এই সমস্ত রাক্ষসসৈন্য যুদ্ধ করিবার জন্য দেবলোকে যাইতেছে দেখিয়া দেবগণের সহিত যে-সমস্ত দৈত্যের বৈর বদ্ধমূল ছিল তাহারাও যাইতে লাগিল।

অনন্তর রাবণ মধুপুরে উপস্থিত হইয়া মধুকে পাইল না, কিন্তু ভগিনী কুম্ভীনসী উহার সম্মুখে আসিল। ঐ রাক্ষসী ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে উহার পাদমূলে গিয়া পড়িল। রাবণ উহাকে অভয়দান ও উত্তোলনপূর্বক কহিল, বল, আমি তোমার কি করিব। কুম্ভীনসী কহিল, রাজন্! তুমি আজ আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমার স্বামীকে বিনাশ করা তোমার উচিত নহে। দেখ, বৈধব্যদুঃখ কুলস্ত্রীদিগের পক্ষে সকল ভয় অপেক্ষা প্রবল। আমি প্রার্থনা

করিতেছি, আমার মুখপানে চাও এবং আপনার সত্য রক্ষা কর। রাজন্‌! তুমিই এইমাত্র কহিলে, ভয় নাই। তখন রাবণ হৃষ্ট হইয়া কহিল, শীঘ্র বল তোমার স্বামী কোথায়? আজ আমি তাঁহাকে লইয়া সুরলোকজয়ের জন্য যাত্রা করিব। তোমার প্রতি স্নেহ ও কারুণ্যবশতঃ আমি মধুর বিনাশবাসনায় ক্ষান্ত হইলাম।

অনন্তর কুম্ভীনসী নিদ্রিত মধুকে উত্থাপনপূর্বক হৃষ্টান্তঃকরণে কহিল, এই আমার ভ্রাতা মহাবল দশগ্রীব সুরলোক জয়ের জন্য তোমার সাহায্য চাহিতেছেন, অতএব তুমি আত্মীয়গণের সহিত এখনই যাত্রা কর। ইনি তোমার সম্বন্ধী ও তোমার প্রতি স্নেহবান। ইঁহাকে সাহায্য করা তোমার সর্বতোভাবে উচিত। মধু কুম্ভীনসীর কথায় সম্মত হইল এবং বিনয়ের সহিত রাক্ষসরাজ রাবণের নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে পূজা করিল। রাবণ মধুর আবাসে পরম সমাদরে এক রাত্রি বাস করিয়া দেবলোকে চলিল এবং কৈলাস পর্বতে উপস্থিত হইয়া সেনানিবেশ স্থাপন করিল।

ষড়্‌বিংশ সর্গ ॥ সূর্য অস্তগত হইয়াছেন, কৈলাসপর্বতবৎ ধবল চন্দ্র উদিত, সশস্ত্র সৈন্যগণ সুখে নিদ্রিত, এই অবসরে মহাবল রাবণ গিরিশিখরে উপবিষ্ট হইয়া চারিদিকের শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল উজ্জ্বল কর্ণিকার, কদম্ব, বকুল, চম্পক, অশোক, পুন্নাগ, মন্দার, চূত, পাটল, লোধ্র, প্রিয়ঙ্গু, অর্জুন, কেতক, তগর, নারিকেল, পিয়াল ও পনস প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষে বনবিভাগ অতি রমণীয় হইয়াছে। মন্দাকিনীতে কমলদল বিকসিত। মধুরকণ্ঠ কামার্ত কিন্নরগণ পর্বতোপরি অনুরাগভরে সমস্বরে গান করিয়া মন প্রাণ প্রফুল্ল করিতেছে। মদমত্ত বিদ্যাধরসকল মদরাগলোহিতনেত্রে রমণীগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। ধনাধিপতি কুবেরের আলয়ে অপ্সরাসকল সংগীত আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহাদিগের মধুর স্বর ঘণ্টারবের ন্যায় শ্রুত হইতেছে। বাসন্তী পুষ্পসকল বায়ুবেগে বৃন্তচ্যুত হইয়া সমস্ত পর্বত সৌরভপূর্ণ করিতেছে। ঐ সময় সুখস্পর্শ সুগন্ধি বায়ুও মধু পুষ্পপরাগে পুষ্ট হইয়া রাবণের কামোদ্দীপনপূর্বক বহিতে লাগিল। তখন ঐ মধুর সংগীত পুষ্পশ্রী সুশীতল বায়ু ও পর্বতের রমণীয়তায় রাবণ অনঙ্গের একান্ত বশবর্তী হইয়া উঠিল। সে পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া একদৃষ্টে চন্দ্রমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

ঐ সময় পূর্ণচন্দ্রাননা রম্ভা সেনানিবেশের মধ্য দিয়া যাইতেছিল। তাহার সর্বাঙ্গ চন্দনে চর্চিত, মস্তকে মন্দার পুষ্পের মাল্য। সে দেবতার সহিত উৎসব ভোগ করিবার জন্য চলিয়াছে। উহার জঘনদেশ স্থূল কাঞ্চীগুণশোভিত নেত্রের তৃপ্তিকর এবং রতিবিহারের উপহার স্বরূপ। সে আর্দ্র হরিচন্দন তিলক ও বাসন্তী কুসুমের অলংকার এবং স্বীয় সৌন্দর্যে দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহার পরিধান মেঘবৎ নীল বস্ত্র, মুখ পূর্ণচন্দ্রাকার, ভ্রূযুগল ধনুর ন্যায় আয়ত, উরুদ্বয় করিশুণ্ডাকার এবং হস্ত পল্লববৎ কোমল। গিরিশিখরস্থ রাবণ ঐ সর্বাঙ্গসুন্দরীকে সহসা দেখিতে পাইল এবং কামোন্মাদে গাত্রোত্থানপূর্বক লজ্জাবনতবদনা রম্ভার করগ্রহণ করিয়া কহিল, সুন্দরি! তুমি কোথায় চলিয়াছ, কাহার সম্ভোগসিদ্ধির উদ্দেশে যাইতেছ, কাহার এমন সৌভাগ্য যে তোমায় ভোগ করিবে? অহো! তোমার অধরামৃত উৎপলবৎ সুগন্ধি ও সুধাবৎ সুস্বাদ, আজ কে তাহা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে? তোমার এই

কঠিন স্তনযুগল স্বর্ণকুম্ভাকার ও সুশোভন, আজ কে বক্ষঃস্থলে ইহার স্পর্শ-সুখ অনুভব করিবে? তোমার জঘনদ্বয় স্বর্ণচক্রতুল্য কাঞ্চীগুণমণ্ডিত ও সুখপ্রদ, আজ কে ইহার উপর আরোহণ করিবে? ইন্দ্র বিষ্ণু ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবগণের মধ্যে বল, আজ কে আমা অপেক্ষা ভাগ্যবান আছেন? সুন্দরি! তুমি যে আমায় অতিক্রম করিয়া যাও ইহা তোমার উচিত হয় না। এক্ষণে তুমি এই শিলাতলে বিশ্রাম কর। একমাত্র আমিই ত্রিলোকের অধীশ্বর, যে ত্রিলোকের প্রভু আমি তাহারও প্রভু ও বিধাতা। অতএব তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর।

রম্ভা রাবণের এই কথা শুনিয়া কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, রাজন্! আপনি আমার গুরু, আমায় এইরূপ কথা বলা আপনার উচিত হয় না, এক্ষণে প্রসন্ন হউন। যদি অন্যে আমার অবমাননা করে তাহা হইলে আপনি আমায় রক্ষা করিবেন। প্রকৃতই কহিতেছি, আমি ধর্মতঃ আপনার পুত্রবধূ। এই বলিয়া রম্ভা রাবণের দর্শনমাত্র ভয়ে কণ্টকিত হইয়া অধোবদনে উহার চরণে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল।

রাবণ কহিল, সুন্দরি! যদি তুমি আমার পুত্রের ভার্যা হও তবে অবশ্যই পুত্রবধূ হইতে পার। রম্ভা কহিল, হাঁ, আমি ধর্মতই আপনার পুত্রবধূ। ত্রিলোক-প্রথিত নলকূবর আপনার ভ্রাতা কুবেরের প্রাণাধিক পুত্র। তিনি ধর্মকর্মে ব্রাহ্মণ, ভুজবলে ক্ষত্রিয়, ক্রোধে অগ্নি এবং ক্ষমায় পৃথিবী। সেই নলকূবর আমায় আহ্বান করিয়াছেন। আমি কেবল তাঁহারই জন্য এইরূপ সুবেশে সজ্জিত হইয়াছি। তিনি যেমন আমার প্রতি অনুরক্ত আমিও সেইরূপ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত। তদ্ব্যতীত আমি আর কাহাকেও চাহি না। অতএব আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিন। সেই ধর্মশীল নলকূবর একান্ত উৎসুক হইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আপনি তদ্বিষয়ে বিঘ্নাচরণ করিবেন না। আমায় ছাড়ুন এবং সৎপথে চলুন। আপনি আমার মাননীয় গুরু, আমি আপনার প্রতিপাল্য পুত্রবধূ।

রাবণ কহিল, সুন্দরি! তুমি আমার পুত্রবধূ হও এই যে একটি কথা বলিতেছ, ইহা অবশ্য একপত্নীস্থলে। দেবগণের ইহাই নিত্য ব্যবস্থা। বিশেষতঃ অপ্সরাদিগের পতি নাই এবং দেবতারাও অনেক অপ্সরাকে ভার্যাত্বে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই বলিয়া রাবণ রম্ভাকে ধরিয়া শিলাতলে আনিল এবং কামমোহে আক্রান্ত হইয়া উহার সহযোগে প্রবৃত্ত হইল। পরে রম্ভা বিমুক্ত হইয়া ক্রীড়াশীল হস্তীর করদলিত নদীর ন্যায় আকুল হইয়া উঠিল। তাহার মাল্য ও অলঙ্কার স্খলিত, কেশপাশ আলুলিত। সে যারপরনাই লজ্জিত ও ভীত হইয়া কম্পিত-দেহে কৃতাঞ্জলিপুটে নলকূবরের পদতলে গিয়া পড়িল। মহাত্মা নলকূবর উহাকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, ভদ্রে! এ কি! তুমি আসিয়াই কেন আমার পাদ-মূলে পড়িলে? রম্ভা কহিল, দেব! রাজা দশগ্রীব দেবলোকে যাইতেছেন। তিনি গতিপ্রসঙ্গে এই স্থানে আসিয়া সসৈন্যে নিশাযাপন করিয়াছেন। আমি যখন কল্য আপনার নিকট আসিতেছিলাম তখন তিনি আমায় দেখিতে পান এবং আমার কর গ্রহণপূর্বক জিজ্ঞাসা করেন, সুন্দরি! তুমি কাহার? তৎকালে আমি যা কিছু বলিবার সমস্তই তাঁহাকে কহিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি কামমোহে আমার কোন কথাই শুনিলেন না। আমি পুনঃ পুনঃ কহিলাম, রাজন্! আমি আপনার পুত্রবধূ, কিন্তু তিনি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আমার প্রতি বল-প্রকাশ করিয়াছেন। দেব! আমার এই অপরাধ, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। দেখুন স্ত্রীলোকের বল কদাচ পুরুষের অনুরূপ হইতে পারে না।

মহাত্মা নলকূবর রম্ভার মুখে এই কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং ধ্যানবলে রাবণের এই ঘৃণিত কার্য সম্যক জানিতে পারিয়া ক্রোধারুণ-লোচনে যথাবিধি আচমনপূর্বক এইরূপ অভিসম্পাত করিলেন, ভদ্রে! রাবণ তোমার অনিচ্ছায় তোমার প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়াছে। অতঃপর সে এইরূপ গর্হিত কার্য আর করিতে পারিবে না। যদি সে কামার্ত হইয়া কখন কোন স্ত্রীলোকের অনিচ্ছায় তাঁহার প্রতি বলপ্রয়োগ করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক শতধা চূর্ণ হইয়া পড়িবে।

জলদঙ্গারকল্প নলকূবর এইরূপ অভিসম্পাত করিবামাত্র দেবদুন্দুভি ধ্বনিত ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ নলকূবরের প্রদত্ত এই অভিশাপের কথা জানিতে পারিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। তদবধি রাবণও কোন স্ত্রীলোককে তাহার অনিচ্ছায় তাহার প্রতি আর বলপ্রয়োগ করিত না। তৎকালে সে যে-সমস্ত পতিপরায়ণাকে আনিয়াছিল তাহারা এই প্রীতিকর নলকূবরশাপ-সংবাদ শুনিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইল।

সপ্তত্রিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ গিরিবর কৈলাস হইতে সসৈন্যে ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হইল। যখন রাক্ষসসৈন্যেরা চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিয়া গমন করিতেছিল তখন দেবলোকমধ্যে উচ্ছলিত সমুদ্রের গভীর গর্জনের ন্যায় একটা ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র রাবণের উপস্থিতিসংবাদ পাইয়া আসন হইতে বিচলিত হইলেন এবং আদিত্যাদি দেবগণকে কহিলেন, তোমরা দুরাত্মা রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য এখনই প্রস্তুত হও। তখন যুদ্ধার্থী দেবগণ বর্ম ধারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ইন্দ্রও রাবণের ভয়ে অতিমাত্র কাতর হইয়া দীনমনে বিষ্ণুর নিকট গিয়া কহিলেন, দেব! রাবণ অতি বলবান। সে আমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়াছে, বল, এখন আমি কি করিব।

দেখ, সে কেবল প্রজাপতি ব্রহ্মার বরেই প্রবল। ব্রহ্মার কথার অন্যথাচরণ করাও আমাদের উচিত হইতেছে না। অতএব আমি যেমন পূর্বে তোমার বাহুবলে নমুচি বৃত্র বলি নরক ও শম্বরকে বিনাশ করিয়াছিলাম সেইরূপে তোমারই বলে ইহাকেও বিনাশ করিতে চাই। দেবদেব! এই ত্রিলোকমধ্যে একমাত্র তুমিই আমার আশ্রয়। তুমি শ্রীমান নারায়ণ ও সনাতন পদ্মনাভ। তুমি এই সমস্ত লোকের সহিত আমাকে স্থাপন করিয়াছ, তুমি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বের স্রষ্টা। প্রলয়দশায় তোমাতেই সমস্ত জীবজন্তু প্রবেশ করিয়া থাকে। অতএব তুমি বল, আমি কিরূপে জয়ী হইব এবং ইহাও বল, তুমি স্বয়ং অসি ও চক্র লইয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবে কি না?

তখন দেবাদিদেব বিষ্ণু নির্ভয়ে কহিলেন, দেবরাজ! এখন কি করা উচিত কহিতেছি, শুন। দুরাত্মা রাবণ বরলাভে দুর্জয় হইয়াছে। এখন দেবাসুরও তাহাকে পরাজয় বা বধ করিতে পারিবে না। আমি সহজ জ্ঞানে বুঝিতেছি ঐ রাক্ষস পুত্র মেঘনাদকে আশ্রয় করিয়া তোমাদের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিবে। তুমি এক্ষণে যে জন্য আমায় আসিয়া অনুরোধ করিতেছ, আমি কোনও মতে তাহাতে সম্মত হইতে পারি না। দেখ, আমি শত্রুনাশ না করিয়া কদাচ যুদ্ধ হইতে ফিরি না, কিন্তু রাবণ প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে সুরক্ষিত, সুতরাং এখন তাহাকে পরাজয় করিবার আশা আমার কিছুমাত্র নাই। দেবরাজ! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অতঃপর আমিই তাহার মৃত্যুর কারণ হইব। আমি তাহাকে সগণে সংহার করিয়া তোমাদিগকে আনন্দিত করিব। দেখ, এই আমি তোমাকে সমস্ত গূঢ় কথা কহিলাম। তুমি এক্ষণে দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

অনন্তর রুদ্র আদিত্য বসু মরুদ্‌গণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় বর্মধারণ করিয়া রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নির্গত হইলেন। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। রাবণের সৈন্যগণ জাগরিত হইয়া কোলাহল করিতেছিল। উহারা দেবগণকে আসিতে দেখিয়া হৃষ্টমনে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। রাক্ষসসৈন্য অপরিচ্ছিন্ন, তদ্দৃষ্টে সুরসৈন্যগণ ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রাবণের ঘোরদর্শন সচিবগণ সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইল। মারীচ, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব মহোদর, অকম্পন, নিকুম্ভ, শুক, সারণ, সংহ্লাদ, ধূমকেতু, মহাদংষ্ট্র, ঘটোদর, জম্বুমালী, মহাহ্লাদ, বিরূপাক্ষ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, দুর্মুখ, দূষণ, খর, ত্রিশিরা, করবীরাক্ষ, সূর্যশত্রু, মহাকায়, অতিকায়, দেবান্তক ও নরান্তক এই সমস্ত মহাবীর রাক্ষসে বেষ্টিত হইয়া সুমালী রণস্থলে প্রবেশ করিল। সে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বায়ু যেমন মেঘকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে সেইরূপ নানারূপ সুশাণিত অস্ত্রশস্ত্রে দেবগণকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। দেবতারাও সিংহনিপীড়িত মৃগের ন্যায় চতুর্দিকে ধাবমান হইলেন।

ইত্যবসরে অষ্টম বসু মহাবীর সাবিত্র রণস্থলে প্রবেশ করিলেন। উঁহার সমভিব্যাহারে বহুসংখ্য অস্ত্রধারী সৈন্য। উঁহাকে দেখিয়া রাক্ষসেরা ভীত হইল। পরে ত্বষ্টা ও পূষা অকুতোভয়ে স্ব-স্ব সৈন্য লইয়া রণস্থলে আগমন করিলেন। রাক্ষসগণের কীর্তি উহাদের কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। দেব-রাক্ষস সমবেত হইবামাত্র ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরস্পর পরস্পরকে অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিল। এই অবসরে মহাবীর সুমালী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুরসৈন্যের অভিমুখী হইল এবং বায়ু যেমন মেঘকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে

সেইরূপ বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সুরসৈন্যকে নষ্ট করিতে লাগিল। দেবতারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া রণস্থলে আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তখন অষ্টম বসু সাবিত্র ক্রোধভরে রথসৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং স্ববিক্রমে সমরোন্মত্ত সুমালীকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উভয়েই যুদ্ধে অপরাঙ্‌মুখ। মহাত্মা বসু বহুসংখ্য শরে ক্ষণমধ্যে সুমালীর অন্তরীক্ষচর রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং উহাকে বিনাশ করিবার জন্য দীপ্তমুখ কালদণ্ডোপম এক গদা লইয়া উহার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ উল্কাসদৃশ গদা পতনকালে পর্বতোপরি ইন্দ্রমুক্ত ঘোররাবী বজ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন সুমালীর মস্তক ও অস্থিমাংসের কোন চিহ্নই দৃষ্ট হইল না। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসগণ পরস্পর আর্তরব সহকারে পলায়ন করিতে লাগিল। বসু উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। রাক্ষসগণেব মধ্যে তৎকালে আর কেহই রণস্থলে তিষ্ঠিতে পারিল না।

অষ্টাবিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাবণের আত্মজ মহাবল মেঘনাদ সুমালীকে বিনষ্ট ও সসৈন্য শরপীড়িত ও পলায়মান দেখিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং সমস্ত রাক্ষসকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন বনের অভিমুখে যায় সেইরূপ কামগামী রথে সুরসৈন্যের অভিমুখে ধাবমান ইহল। দেবগণ উহাকে দেখিয়াই চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তৎকালে কেহই ঐ যুদ্ধার্থী মহাবীরের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তখন সুররাজ ইন্দ্র ভয়ভীত দেবগণকে কহিলেন, তোমরা ভয় পাইও না, পলায়ন করিও না, প্রতিনিবৃত্ত হও। এই আমার দুর্জয় পুত্র জয়ন্ত যুদ্ধার্থ রণস্থলে প্রবেশ করিতেছেন।

অনন্তর ইন্দ্রতনয় জয়ন্ত সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। দেবতারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া মেঘনাদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দেব-রাক্ষসের অনুরূপ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মেঘনাদ সারথি মাতলির পুত্র গোমুখকে লক্ষ্য করিয়া শরবর্ষণ করিতে লাগিল। জয়ন্তও তাহার সারথিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ রোষবিস্ফারিত নেত্রে উঁহার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং সুরসৈন্যকে লক্ষ্য করিয়া শতঘ্নী মুষল প্রাস গদা পরশু প্রভৃতি শাণিত অস্ত্রশস্ত্র ও গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐ সময় লোকসকল ব্যথিত হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে ঘোর অন্ধকার। দেবসৈন্যসকল মেঘনাদের শরে অতিশয় কাতর ও অসুস্থ হইল এবং জয়ন্তকে পরিত্যাগপূর্বক পলাইতে লাগিল। সকলে ইতস্ততঃ বিপর্যস্ত, তৎকালে আত্মপর বিবেচনা আর কাহারই নাই। সকলই অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও বিমোহিত। দেবতা দেবতাকে এবং রাক্ষস রাক্ষসকে প্রহার করিতেছে। ইত্যবসরে দৈত্যরাজ মহাবীর্য পুলোমা জয়ন্তকে লইয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। শচী তাঁহার কন্যা এবং জয়ন্ত দৌহিত্র। তিনি জয়ন্তকে লইয়া মহাসাগরে প্রবেশ করিলেন। তখন দেবগণ জয়ন্তকে বিনষ্ট বুঝিয়া বিমর্ষভাবে ব্যথিতমনে পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। মেঘনাদও স্বসৈন্যে পরিবৃত হইয়া ক্রোধভরে উঁহাদের অনুসরণ এবং ঘন ঘন গর্জন করিতে লাগিল। তখন সুররাজ ইন্দ্র পুত্র জয়ন্তকে বিনষ্ট ও দেবগণকে পলায়মান দেখিয়া মাতলিকে কহিলেন, তুমি শীঘ্র রথ লইয়া আইস। আদেশমাত্র মাতলি ভীমদর্শন দিব্য রথ মহাবেগে আনয়ন করিলেন। বিদ্যুদ্দামশোভিত মহাবল মেঘসকল

বায়ুবেগে উত্তেজিত হইয়া ঘোররবে রথের সম্মুখে গর্জন করিতে লাগিল। গন্ধর্বেরা নিবিষ্টমনে বাদ্যবাদন এবং অপ্সরাসকল নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইন্দ্রদেব সশস্ত্রে রুদ্র বসু আদিত্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও মরুদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া নির্গত হইলেন। তৎকালে বায়ু খরবেগে বহিতে লাগিল। সূর্য নিষ্প্রভ, উল্কাপাত আরম্ভ হইল। ঐ সময় প্রবলপ্রতাপ রাবণও এক উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিল। উহা বিশ্বকর্মার নির্মিত, মহাকায় ভীষণ অজগরসকল উহা বেষ্টন করিয়া আছে। তাহাদের নিঃশ্বাসবায়ুতে যেন সমস্ত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। ঐ দিব্য রথ দৈত্য ও রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া রণস্থলে ইন্দ্রের অভিমুখে চলিল।

অনন্তর রাবণ মেঘনাদকে বিশ্রামার্থ আদেশ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। মেঘনাদ রণস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। দেবগণ রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মেঘ হইতে যেমন ধারাপাত হয় উঁহারা সেইরূপে অস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তৎকালে দুরাত্মা কুম্ভকর্ণ কাহার সহিত যে যুদ্ধ হইতেছে কিছুই জানে না। সে হস্ত পদ দণ্ড শক্তি তোমর ও মুদ্গর যে কোন অস্ত্রদ্বারা হউক দেবগণকে প্রহার করিতে লাগিল। মহাঘোর রুদ্রগণ মরুদ্‌গণের সহিত মিলিত হইয়া বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা কুম্ভকর্ণকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিলেন। রাক্ষসসৈন্য প্রহারভয়ে কাতর হইয়া পলাইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কেহ বিনষ্ট, কেহ ছিন্ন হইয়া ভূপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হইতেছে, কেহ পতনকালে বাহনে সংলগ্ন ও লম্বিত। অনেকে রথ হস্তী খর উষ্ট্র উরগ অশ্ব শিশুমার ও বরাহদিগকে আলিঙ্গন করিয়া মূর্ছিত ছিল। তাহারা মূর্ছাভঙ্গে উত্থিত হইল। অনেকে সুরগণের অস্ত্রে মৃত্যুগ্রাসে পড়িতে লাগিল। ঐ সমস্ত রাক্ষসের যুদ্ধ-চেষ্টা চিত্রকার্যের ন্যায় আশ্চর্যকর হইয়া উঠিল। রণস্থলে রক্তনদী বহিতে লাগিল। অস্ত্রশস্ত্র উহার নক্র কুম্ভীর এবং উহা কাক ও গৃধ্রগণে আকুল।

তখন রাবণ স্বসৈন্য এইরূপ বিনষ্ট দেখিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং সুরসৈন্যমধ্যে অবগাহনপূর্বক ইন্দ্রের অভিমুখে চলিল। ইন্দ্র ঘোররবে শরাসন আকর্ষণ করিলেন, উহার টঙ্কারশব্দে দশদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ইন্দ্র রাবণের মস্তক লক্ষ্য করিয়া অগ্নিকল্প শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। রাবণও উঁহার প্রতি শরনিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল। উভয়ের শরপাতে চতুর্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তৎকালে আর কিছুই অনুভূত হইল না।

একোনত্রিংশ সর্গ ॥ চতুর্দিকে ঘোর অন্ধকার। দেবতা ও রাক্ষসেরা বলমদে উন্মত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। কেবল ইন্দ্র রাবণ ও মেঘনাদ এই তিনজন ঐ অন্ধকারে বিমোহিত হইলেন না। রাবণ ক্ষণকালমধ্যে আপনার বহুসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং ঘোররবে সিংহনাদ করিতে লাগিল। পরে ঐ মহাবীর ক্রোধভরে সারথিকে কহিল, দেখ, যে অবধি দেবসৈন্য আছে তুমি সেই পর্যন্ত আমাকে মধ্যস্থল দিয়া লইয়া চল। আমি আজই স্ববিক্রমে দেবগণকে বিনষ্ট করিব। আমি ইন্দ্র বরুণ কুবের ও যম সকলকেই বিনাশ করিব। আমি দেবগণকে বিনাশ করিয়া সর্বোপরি অবস্থান করিব। সারথি! তুমি বিষণ্ণ হইও না, শীঘ্র আমার রথ লইয়া চল। আমি পুনরায় তোমায় কহিতেছি, তুমি যে অবধি দেবসৈন্য আছে সেই পর্যন্ত আমায় লইয়া চল। আমরা এখন যে স্থানে আছি, ইহা নন্দন কানন। যথায় উদয় পর্বত তুমি

আমায় সেই স্থানে লইয়া চল। তখন সারথি বেগগামী অশ্বগণকে প্রতিপক্ষ সৈন্যের মধ্য দিয়া চালাইতে লাগিল। ঐ সময় সুররাজ ইন্দ্র উহার অভিপ্রায় বুঝিয়া দেবগণকে কহিলেন, সুরগণ! এক্ষণে আমি যাহা শ্রেয়স্কর বুঝিতেছি তাহা শুন। তোমরা গিয়া এই রাবণকে জীবদ্দশায় গ্রহণ কর। ঐ মহাবল পর্বকালীন তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের ন্যায় মহাবেগে সৈন্যমধ্য দিয়া যাইবে। তোমরা যুদ্ধে যত্নবান হও, আজ আমরা উহাকে ধরিব। ঐ বীর বরলাভে সম্পূর্ণ নির্ভয়, আজ উহাকে বধ করা দুঃসাধ্য। যেমন দানবরাজ বলি নিরুদ্ধ হওয়াতে আমি ত্রিলোকরাজ্য ভোগ করিতেছি তদ্রূপ আজ এই পাপাত্মাকে নিরোধ করা আমার ইচ্ছা।

অনন্তর ইন্দ্র রাবণকে পরিত্যাগপূর্বক অন্যত্র গিয়া রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে রাবণ উত্তর পার্শ্ব দিয়া সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল। ইন্দ্রও দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। রাবণ দেবসৈন্যের প্রতি শরবর্ষণ-পূর্বক শতযোজন প্রবেশ করিল। ইত্যবসরে ইন্দ্র স্বসৈন্য উচ্ছিন্নপ্রায় দেখিয়া ধীরভাবে রাবণকে নিবৃত্ত করিলেন। দানব ও রাক্ষসেরা ইন্দ্রের নিকট রাবণকে পরাস্ত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। তখন মেঘনাদ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রথারোহণপূর্বক সুরসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সে দেখিল সম্মুখ-যুদ্ধে দেব-সৈন্যকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য। ঐ মহাবীর রুদ্র হইতে লব্ধ মায়া আশ্রয় করিল এবং দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইল। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র মেঘনাদকে আর দেখিতে পাইলেন না। মেঘনাদের দেহে আর বর্ম নাই। মহাবল দেবতারা প্রহার করিলেও সে নির্ভয়। পরে ঐ বীর সুরসারথি মাতলিকে শরাঘাত করিয়া ইন্দ্রের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্র রথ ও সারথিকে পরিত্যাগ করিয়া ঐরাবতে আরোহণপূর্বক মেঘনাদকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। মেঘনাদ মায়াবলে অদৃশ্য হইয়া অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতেছে। সে ইন্দ্রকে মায়ায় মোহিত করিয়া তাঁহার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। ইন্দ্র শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। মেঘনাদও উঁহাকে মায়াপ্রভাবে বন্ধন করিয়া স্বসৈন্যের অভিমুখে আনয়ন করিল। দেবগণ রণস্থল হইতে ইন্দ্রকে বলপূর্বক নীয়মান দেখিয়া ভাবিলেন. এ কি! ইন্দ্র মায়াসংহারবিদ্যা জানেন, তথাচ ইনি মায়াবলে বলপূর্বক নীয়মান হইতেছেন, অথচ মেঘনাদ অদৃশ্য, ইহার কারণ কি!

ঐ সময় দেবতারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাবণের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রাবণ আদিত্য ও বসুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল কিন্তু শত্রুশরে নিপীড়িত হইয়া যুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারিল না। ঐ রাক্ষসবীর প্রহারব্যথায় নিপীড়িত ও অতিশয় ম্লান। তদ্দৃষ্টে ইন্দ্রজিৎ উহার সম্মুখীন হইয়া কহিল, পিতঃ! এক্ষণে আইস, চল আমরা যাই, যুদ্ধে আর কাজ নাই, জানিও আমাদেরই জয় হইয়াছে। তুমি নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হও। যিনি সুরসৈন্যের ও ত্রিলোকের প্রভু আমি তাঁহাকে সুরসৈন্যমধ্য হইতে লইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে দেবগণের দর্প চূর্ণ। তুমি স্ববলে শত্রুদমন করিয়া ত্রিলোকের অধীশ্বর হও। যুদ্ধশ্রমে আর প্রয়োজন কি, এখন যুদ্ধ করা নিষ্ফল।

অনন্তর দেবতারা যুদ্ধে বিরত হইলেন এবং সকলে ইন্দ্র ব্যতীত প্রস্থান করিলেন। রাবণ সমরনিবৃত্ত পুত্র ইন্দ্রজিতের মুখে এই কথা শুনিয়া আদরসহকারে কহিল, বৎস! তুমি অনুরূপ বিক্রমে আমার বংশগৌরব বৃদ্ধি করিয়াছ, আজ তুমিই স্বীয় বাহুবলে দেবগণকে ও ইন্দ্রকে পরাজয় করিলে। এক্ষণে রথ আনয়ন কর।

তুমি সসৈন্যে ইন্দ্রকে লইয়া রথারোহণপূর্বক নগরে যাও, আমিও তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সচিবগণের সহিত হৃষ্টমনে শীঘ্র যাইতেছি। তখন ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে লইয়া সসৈন্যে সবাহনে গৃহে গমন করিল এবং গৃহে গিয়া যুদ্ধশ্রান্ত রাক্ষসগণকে বিশ্রাম করিবার জন্য বিদায় দিল।

ত্রিংশ সর্গ ॥ রাবণের পুত্র মেঘনাদ মহাবল ইন্দ্রকে পরাজয় করিলে দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ ভ্রাতা ও পুত্রগণে বেষ্টিত হইয়া সভামধ্যে উপবিষ্ট হইয়া আছে। ইত্যবসরে ব্রহ্মা উহার সন্নিহিত হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে সাধুবাদপূর্বক কহিলেন, বৎস রাবণ! যুদ্ধে তোমার পুত্র মেঘনাদের বলবীর্য দেখিয়া আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আশ্চর্য ইহার বিক্রম ও ঔদার্য। এই মহাবীর তোমার তুল্য বা তোমা অপেক্ষা অধিকও হইতে পারে। তুমি স্বতেজে ত্রিলোক পরাজয় করিয়াছ, তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হইয়াছে, এক্ষণে আমি তোমার ও তোমার পুত্র মেঘনাদের উপর সন্তুষ্ট হইলাম। এই মহাবল মেঘনাদ অতঃপর জগতে ইন্দ্রজিৎ এই নামে প্রখ্যাত হইবে। তুমি যাহাকে আশ্রয় করিয়া দেবগণকে বশীভূত করিলে সেই মেঘনাদ অতঃপর যুদ্ধে দুর্জয় হইবে। বীর! এক্ষণে তুমি দেবরাজ ইন্দ্রকে পরিত্যাগ কর এবং এই জন্য তুমি দেবগণের নিকট কি প্রার্থনা কর তাহাও বল।

ইন্দ্রজিৎ কহিল, দেব! যদি ইন্দ্রকে মুক্ত করিতে হয় তবে আমায় অমরত্ব প্রদান করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, বীর! পৃথিবীতে পশু পক্ষী মনুষ্য প্রভৃতি কোন জীবেরই এককালে অমরত্ব নাই। তোমার আর যদি কিছু প্রার্থনা করিবার থাকে তো বল। ইন্দ্রজিৎ কহিল, ভগবন্! যদি এককালে অমরত্ব না পাই তবে ইন্দ্রের মুক্তির উদ্দেশে আর যা কিছু প্রার্থনা আছে, শুনুন। আমি যখন নিয়মপূর্বক মন্ত্র দ্বারা অগ্নির পূজা করিয়া শত্রুকে জয় করিবার জন্য রণস্থলে যাইব তখন আমার জন্য অগ্নি হইতে অশ্বযুক্ত রথ উত্থিত হইবে। সেই রথে অবস্থান করিলে পর আমাকে আর কেহই বধ করিতে পারিবে না, এই আমার প্রার্থনা। আর যদি অগ্নির পূজা উপলক্ষে জপ হোম সমাপন না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই তবেই বিনষ্ট হইব। দেব! সকলেই তপোবলে অমরত্ব প্রার্থনা করে, আমি বিক্রমে তাহা পাইবার ইচ্ছা করিতেছি।

ব্রহ্মা কহিলেন, বীর! তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। অনন্তর ইন্দ্র শত্রুহস্ত হইতে বিমুক্ত হইলেন। দেবতারাও সুরলোকে প্রস্থান করিলেন। তদবধি ইন্দ্র দীনভাবাপন্ন চিন্তাপর ও অত্যন্ত বিমনা হইলেন। একদা ব্রহ্মা উঁহার এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, ইন্দ্র! তুমি পূর্বে কেন দুষ্কর্ম করিয়াছিলে? দেখ, আমি বুদ্ধিযোগে প্রজাসৃষ্টি করিয়াছিলাম। উহাদের বর্ণ বাক্য ও বয়স একই প্রকার। কোনও বিষয়ে উহাদিগের কিছুমাত্র ইতরবিশেষ ছিল না। পরে আমি একাগ্রমনে উহাদের বিষয় চিন্তা করিলাম এবং অল্প বৈলক্ষণ্য সম্পাদনের জন্য একটি স্ত্রী সৃষ্টি করিলাম। পরে আমি প্রজাদিগের শরীরগত যা-কিছু বৈলক্ষণ্য ঐ স্ত্রীতে তাহার সমাবেশ করিয়া দিলাম। সে রূপবতী ও গুণবতী হইল। বৈরূপ্যের নাম হল। বৈরূপ্য হইতে যাহা উদ্ভূত তাহা হল্য। ঐ স্ত্রীর হল্য বা বিরূপতা কিছুই ছিল না। এই জন্য উহার নাম অহল্যা হইল। আমি ঐ নামেই তাহাকে আহ্বান করিলাম। সুররাজ! ঐ স্ত্রী সৃষ্টি করিবার পর

ভাবিলাম অতঃপর এই স্ত্রী কাহার ভার্যা হইবে। কিন্তু তুমি দেবগণের অধিপতি, তন্নিবন্ধন তুমি অহল্যাকে তোমারই স্ত্রী বলিয়া স্থির কর। পরে আমি ঐ অহল্যাকে মহর্ষি গোতমের হস্তে বহু বৎসরের জন্য ন্যাসস্বরূপ অর্পণ করিয়াছিলাম। তিনিও পরিশেষে আবার আমায় প্রত্যর্পণ করেন। তখন আমি গোতমের ধৈর্য ও তপঃসিদ্ধির বিষয় অবগত হইয়া অহল্যাকে পত্নীরূপে ব্যবহারার্থ তাঁহাকে প্রদান করিলাম। ঐ ধর্মাত্মাও উহাকে পাইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। দেবতারা অহল্যাতে নিরাশ হইলেন। দেবরাজ! তুমিও ক্রোধ ও কামের বশীভূত হইয়া গোতমের আশ্রমে গমনপূর্বক প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় ঐ স্ত্রীকে দেখিতে পাও এবং তাহাকে দূষিত কর। ঐ সময় মহর্ষি গোতম তোমাকে দেখিয়াছিলেন এবং তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তোমায় অভিসম্পাত করেন। তজ্জন্যই তোমার এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে। গোতম কহিয়াছিলেন, ইন্দ্র! যখন তুমি নির্ভয়ে আমার পত্নীকে দূষিত করিলে তখন যুদ্ধে নিশ্চয় শত্রুর হস্তগত হইবে। আর তুমি এই স্থানে যেরূপ দূষিত ভাবের সূত্রপাত করিলে মনুষ্যলোকেও ইহার সুপ্রচার হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি এই কার্যের কর্তা পাপের অর্ধাংশ তাহার এবং অপরার্ধ তোমার হইবে। অতঃপর তোমার এই ইন্দ্রত্ব-পদও আর স্থায়ী হইবে না। যখন যে ব্যক্তি ইন্দ্রত্ব লাভ করিবে তখন সে কদাচ এই পদে স্থায়ী হইবে না। আমার এই অভিসম্পাত। তৎকালে গোতম অহল্যাকেও যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, দুর্বিনীতে! তুই আমার এই আশ্রমে বিরূপ হইয়া থাক। তুই যখন রূপযৌবনসম্পন্না হইয়া এইরূপ চপলস্বভাব হইয়াছিস তখন এই জীবলোকে তোর ন্যায় অনেকেই রূপবতী হইবে। অতঃপর কেবল তুই আর সুরূপা থাকিবি না। যখন কেবল তোর রূপে ইন্দ্রের এইরূপ চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছে, তখন এই প্রকার রূপ সকল লোকই অধিকার করিবে সন্দেহ নাই। তদবধি সকলেই সমধিক রূপবান হইয়াছে।

পরে অহল্যা গোতমকে কহিলেন, তপোধন! ইন্দ্র তোমার রূপ পরিগ্রহ করিয়া আমায় উপগত হইয়াছিলেন। আমি ইচ্ছাপূর্বক এই পাপাচরণ করি নাই। আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

গোতম কহিলেন, ইক্ষ্বাকুবংশে রাম নামে প্রথিত এক মহারথ জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি মনুষ্যরূপী স্বয়ং বিষ্ণু। সেই রাম ব্রাহ্মণের উপকারার্থ বনপ্রস্থান করিয়া যখন এই আশ্রমে তোমায় দর্শন দিবেন তখন তুমি পবিত্র হইবে। তুমি যে দুষ্কর্ম করিলে ইহা হইতে উদ্ধার করিতে একমাত্র তিনিই সমর্থ। তুমি এই আশ্রমে তাঁহার আতিথ্যসৎকার করিয়া পরে আমার নিকট যাইবে এবং আমার সহিত একত্র বাস করিবে। এই বলিয়া গোতম প্রস্থান করিলেন এবং অহল্যাও অতি কঠোর তপশ্চর্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্র! মহর্ষি গোতমের অভিশাপেই তোমার এইরূপ দুর্ঘটনা হইয়াছে। তুমি পূর্বে যে দুষ্কর্ম করিয়াছিলে তাহা স্মরণ করিয়া দেখ। তুমি সেই কারণে বিপক্ষের হস্তগত হইয়াছ। অতএব এক্ষণে সমাহিত হইয়া শীঘ্র বৈষ্ণব যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। তদ্দ্বারা পবিত্র হইলে তবে তুমি স্বর্গে যাইতে পারিবে। আর তোমার পুত্র জয়ন্ত যুদ্ধে বিনষ্ট হন নাই। দানবরাজ পুলোমা তাঁহাকে সমুদ্রগর্ভে লইয়া গিয়াছেন।

ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া বৈষ্ণব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন এবং ইহার প্রভাবে স্বর্গে গিয়া পুনর্বার রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। রাম! এই আমি তোমার নিকট ইন্দ্রজিতের বলবিক্রমের কথা কহিলাম, অন্য লোকের কথা দূরে থাক সেই

বীর ইন্দ্রকেও পরাজয় করিয়াছিল। রাম ও লক্ষ্মণ অগস্ত্যের নিকট এই অদ্ভুত ব্যাপার শুনিয়া কহিলেন, ইন্দ্রজিতের বলবীর্য অতি বিস্ময়কর। রামের পার্শ্বস্থ বিভীষণ কহিলেন, পূর্বে যে ব্যাপার দেখিয়াছিলাম আজ তাহা স্মরণ হইল, ইহার কিছুই মিথ্যা নহে। রাম কহিলেন, তপোধন! আমি যাহা শুনিলাম ইহা সমস্তই সত্য।

একত্রিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম মহর্ষি অগস্ত্যকে প্রণাম করিয়া বিস্ময়ভরে পুনর্বার কহিলেন, ভগবন্! যখন নিষ্ঠুর রাবণ পৃথিবীতে অত্যাচার করিয়া বেড়াইত তখন কি ইহা বীরশূন্য ছিল? ক্ষত্রিয় রাজা বা অন্য জাতীয় কোন রাজা কি পৃথিবীতে ছিল না। অথবা যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা রাবণের বাহুবলে পরাজিত দিব্যাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ও নির্বীর্য ছিলেন।

অগস্ত্য রামের এই কথায় হাস্য করিয়া কহিলেন, রাজন্! রাবণ রাজগণকে নিপীড়িত করিয়া পৃথিবী পর্যটন করিত। একদা সে স্বর্গপুরীসদৃশ মাহিষ্মতী নগরীতে উপস্থিত হয়। তথায় ভগবান অগ্নি নিরন্তর শরকুণ্ডে অধিবাস করিতেন। ইঁহার প্রভাবে তথাকার রাজা মহাবীর্য অর্জুন ইঁহারই ন্যায় অন্যের অসহনীয় ছিলেন। যখন রাবণ মাহিষ্মতীতে উপস্থিত হয় সেই দিন ঐ হৈহয়রাজ রমণীগণের সহিত নর্মদাবিহারে নির্গত হইয়াছিলেন। রাবণ পুরপ্রবেশ করিয়া উঁহার অমাত্যগণকে জিজ্ঞাসা করিল, এখন রাজা অর্জুন কোথায়? তোমরা শীঘ্র বল। আমি রাবণ ; তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়াছি। তোমরা তাঁহাকে আমার উপস্থিতি-সংবাদ দেও। বিচক্ষণ অমাত্যেরা কহিল, রাজা অর্জুন নর্মদা-বিহারে নির্গত হইয়াছেন। তখন রাবণ তথা হইতে হিমাচলতুল্য বিন্ধ্যগিরিতে উপস্থিত হইল। ঐ পর্বত পৃথিবী ভেদ করিয়া মেঘের ন্যায় আকাশে প্রসারিত হইয়া আছে। উহার শৃঙ্গ বহুসংখ্য ও গগনস্পর্শী। গহ্বরে সিংহব্যাঘ্র-সকল নিরন্তর বাস করিতেছে। ভৃগু-প্রদেশ-পতিত জলরাশির শব্দে উহা যেন অট্টহাস্য করিয়া চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে। উহা দেব দানব গন্ধর্ব কিন্নর ও অপ্সরোগণের আবাসস্থান, উহা স্বর্গতুল্য, স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ জলরাশি বেগে নিঃসৃত হওয়াতে উহা লোলজিহ্ব ফণামণ্ডলশোভিত অনন্তদেবের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। উহা অতি উচ্চ। রাবণ ঐ বিন্ধ্যাচল দেখিতে দেখিতে নর্মদা নদীতে চলিল। নর্মদা বিন্ধ্যগিরি হইতে নিঃসৃত হইয়া পশ্চিম সমুদ্রে পড়িতেছে। উহার পবিত্র জলরাশি প্রস্তরস্তূপে প্রতিঘাত পাইয়া চঞ্চলভাবে চলিয়াছে। সিংহ সৃমর শার্দূল, ভল্লুক ও হস্তিসকল উত্তাপতপ্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া উহার স্রোত আলোড়িত করিতেছে। চক্রবাক হংস কারণ্ডব জলকুক্কুট ও সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ সর্বদা উন্মত্ত হইয়া উহার বক্ষে কলরব করিতেছে। নর্মদা সুন্দরী রমণীর ন্যায় শোভমান। তীরস্থ কুসুমিত বৃক্ষ উহার আভরণ, চক্রবাকযুগল দুইটি স্তন, বিস্তীর্ণ পুলিন জঘনদেশ, হংসশ্রেণী মেখলা, কুসুমরেণু অঙ্গরাগ, ফেনরাজি নির্মল বস্ত্র এবং প্রস্ফুটিত পদ্ম দুইটি রমণীয় চক্ষু। অবগাহনে উহার সর্বাঙ্গীণ স্পর্শসুখ অনুভূত হয়। রাক্ষসরাজ রাবণ পুষ্পক হইতে অবরোহণপূর্বক সরিদ্বরা নর্মদায় অবতরণ করিল এবং উহার মুনিজনশোভিত সুদৃশ্য পুলিনে সচিবগণের সহিত উপবেশনপূর্বক 'ইহাই গঙ্গা' এই বলিয়া উহার বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিল। নর্মদাদর্শনে রাবণের যারপরনাই হর্ষ

উপস্থিত। সে শুক ও সারণের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক সবিলাসে কহিল, দেখ, এই প্রচণ্ড সূর্য সহস্র রশ্মিদ্বারা সমস্ত জগৎ স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া অন্তরীক্ষের মধ্যভাগ অলঙ্কৃত করিতেছেন। কিন্তু এখন তিনি আমাকে বিশ্রামার্থ এই নর্মদাতীরে উপবিষ্ট দেখিয়া যেন চন্দ্রের ন্যায় শীতলভাব ধারণ করিয়া আছেন। সুগন্ধি শ্রান্তিহারক বায়ু আমারই ভয়ে নর্মদাজলসম্পর্কে সুস্নিগ্ধ হইয়া বহমান হইতেছে। আর এই সুখদা সরিদ্বরা নর্মদা ভয়ার্তা নারীর ন্যায় আমার নিকট মন্দপ্রবাহে বহিতেছে। সচিবগণ! তোমরা ইন্দ্রসম রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়াছ। তোমাদের সর্বাঙ্গে শত্রুর রক্ত চন্দনের ন্যায় লিপ্ত আছে। অতএব সার্বভৌম প্রভৃতি মত্ত হস্তিসকল যেমন গঙ্গায় গিয়া পড়ে তদ্রূপ তোমরা এই নর্মদায় অবগাহন কর। তোমরা এই মহানদীতে স্নান করিয়া নিষ্পাপ হও, এই অবসরে আমিও ইহার এই শরচ্চন্দ্রধবল পুলিনে বসিয়া শিবপূজা করি।

তখন প্রহস্ত শুক সারণ মহোদর ও ধূম্রাক্ষ প্রভৃতি সচিবেরা নর্মদায় অবগাহন করিল। এই সমস্ত মহাবল রাক্ষস স্নান করিয়া রাবণের শিবপূজার জন্য পুষ্প আহরণ করিতে লাগিল। উহারা মুহূর্তমধ্যে ঐ ধবলমেঘাকার পুলিনে একটি পুষ্পময় পর্বত প্রস্তুত করিল। পরে রাক্ষসরাজ রাবণ প্রকাণ্ড হস্তী যেমন জাহ্নবীজলে অবতরণ করে সেইরূপ স্নানার্থ নর্মদায় অবতরণ করিল এবং স্নান ও মন্ত্রজপ করিয়া তীরে উত্থিত হইল। অনন্তর আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্বক শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শিবপূজার জন্য স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা মূর্তিমান পর্বতের ন্যায় উহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। রাবণ যে যে স্থানে যাইতে লাগিল উহারা সেই সেই স্থানে স্বর্ণময় শিবলিঙ্গ উহার সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলিল। পরে রাবণ এক বালুকা-বেদির উপর ঐ লিঙ্গ স্থাপন করিয়া অমৃতগন্ধী পুষ্প চন্দন দিয়া পূজা করিতে লাগিল। সে ঐ সাধুগণের বিঘ্ননাশন চন্দ্রময়ূখভূষণ বরপ্রদ রুদ্রের অর্চনা করিয়া সামগান ও বাহু প্রসারণপূর্বক সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল।

দ্বাত্রিংশ সর্গ ॥ রাক্ষসরাজ রাবণ যে স্থানে শিবপূজা করিতেছিল উহার অদূরে মাহীষ্মতীপতি বীরবর অর্জুন রমণীগণের সহিত জলবিহার করিতেছিলেন। তিনি করিণীমধ্যগত হস্তীর ন্যায় বহুসংখ্য স্ত্রীলোকের মধ্যে বিরাজ করিতেছিলেন। উঁহার হস্ত সহস্রসংখ্য। তিনি নিজের বাহুবল পরীক্ষা করিবার জন্য বাহুবেষ্টনে নর্মদার স্রোত নিরোধ করিলেন। ইহা নিরুদ্ধ হইবামাত্র প্রতিস্রোতে প্রবাহিত হইল। স্রোতের জল নক্র মৎস্য মকরে পূর্ণ এবং উহাতে পুষ্প ও কুশাস্তরণসকল ভাসিতেছে। উহা নিরুদ্ধ হইয়া বর্ষার প্রবলবেগে

বহিতে লাগিল এবং অর্জুনের নিয়োগেই যেন রাবণের শিবপূজার পুষ্প বেগে লইয়া চলিল। তখনও উহার শিবপূজা পরিসমাপ্ত হয় নাই। সে তাহা পরিত্যাগ করিয়া প্রতিকূল কান্তার ন্যায় বিপরীতগামিনী নর্মদাকে দেখিতে লাগিল। ঐ সময় স্রোতোবেগ পশ্চিম দিক দিয়া পূর্বদিকে সমুদ্রের উচ্ছ্বাসের ন্যায় বাড়িতেছিল। রাবণ নীরবে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা শুক ও সারণকে ইহার কারণ অনুসন্ধানে আদেশ করিল। উহারাও তৎক্ষণাৎ আকাশপথ আশ্রয়পূর্বক পশ্চিম দিকে যাইতে লাগিল এবং অর্ধযোজন মাত্র গমন করিয়া দেখিল একটি পুরুষ রমণীগণের সহিত জলবিহার করিতেছে। তিনি শালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত, তাঁহার কেশজাল স্রোতোবেগে আকুল, নেত্রের প্রান্তভাগ মদরাগে আরক্ত, মন মদাবেশে চঞ্চল। পর্বত যেমন সহস্র পদে পৃথিবীকে রোধ করিয়া থাকে তদ্রূপ তিনি সহস্র হস্তে ঐ নদীকে রোধ করিয়া আছেন। তিনি করিণীপরিবৃত কুঞ্জরের ন্যায় মদবিহ্বলা যোড়শী নারীগণে পরিবেষ্টিত।

শুক ও সারণ ঐ অদ্ভুত পুরুষকে দেখিয়া প্রত্যাগমনপূর্বক রাবণকে কহিল, রাক্ষসরাজ! কোন এক প্রকাণ্ড শালবৃক্ষাকার পুরুষ সেতুর ন্যায় নর্মদা নদীর স্রোত অবরুদ্ধ করিয়া বহুসংখ্য রমণীর সহিত জলবিহার করিতেছে। নর্মদা উহার সহস্র হস্ত দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া সমুদ্রের জলোদ্গারের ন্যায় অনবরত জলোদ্গার করিতেছে।

তখন রাবণ ঐ পুরুষকে মাহিষ্মতীপতি অর্জুন বোধ করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। এই অবসরে প্রচণ্ড বায়ু ধূলিজাল উড্ডীন করিয়া ঘোররবে বহিতে লাগিল। মেঘ রক্তবর্ষণপূর্বক একবার গর্জন করিয়া উঠিল। কৃষ্ণকায় রাবণ মহোদর মহাপার্শ্ব ধূম্রাক্ষ শুক ও সারণের সহিত রাজা অর্জুনের অভিমুখে চলিল এবং অনতিদীর্ঘকালমধ্যে নর্মদার ঐ ভীষণ হ্রদে উপস্থিত হইল। দেখিল তথায় রাজা অর্জুন রমণীগণের সহিত জলবিহার করিতেছেন। তখন ঐ রণগর্বিত রাক্ষস রোষে আরক্তনেত্র হইয়া গম্ভীর স্বরে উঁহার অমাত্যগণকে কহিল, তোমরা অবিলম্বে হৈহয়াধিপতিকে বল যে রাবণ যুদ্ধার্থ উপস্থিত। অমাত্যেরা রাবণের এই বাক্যে অস্ত্রধারণপূর্বক দাঁড়াইয়া কহিল, রাবণ! সাধু সাধু, তুমি যুদ্ধের কাল ঠিক বুঝিয়াছ। যে ব্যক্তি মদমত্ত হইয়া স্ত্রীগোষ্ঠীতে আছে তাহার সহিত যুদ্ধ করা কি উচিত? রাক্ষসরাজ! আজ ক্ষমা কর, এই রাত্রিটা এইখানে কাটাইয়া দেও। যদি তোমার যুদ্ধ করিবার একান্তই ইচ্ছা থাকে তবে তাহা কল্য হইবে। অথবা যদি তোমার বলবতী যুদ্ধতৃষ্ণানিবন্ধন কালবিলম্ব সহ্য না হয়, তবে আমাদিগকে বধ করিয়া রাজা অর্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

অনন্তর শুক সারণ প্রভৃতি রাক্ষসেরা রাজা অর্জুনের অমাত্যগণকে বিনষ্ট ও ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া অনেককে ভক্ষণ করিল। নর্মদাতীরে উভয় পক্ষে তুমুল কোলাহল উপস্থিত। অর্জুনের অমাত্যগণ তোমর প্রাস ত্রিশূল বজ্র ও কর্পণাস্ত্র দ্বারা রাক্ষসগণকে পীড়নপূর্বক চতুর্দিকে ধাবমান হইল। উহারা নক্রমীন-মকরসঙ্কুল সমুদ্রের ন্যায় দারুণ বেগ প্রদর্শন করিতে লাগিল। প্রহস্ত শুক সারণ প্রভৃতি রাক্ষসেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বতেজে অর্জুনের সৈন্যবিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইত্যবসরে কয়েকটা পুরুষ ভয়বিহ্বল হইয়া এই ব্যাপার ক্রীড়াপর

অর্জুনের গোচর করিল। রাজা অর্জুন শুনিবামাত্র রমণীগণকে 'ভয় নাই' এই বলিয়া আশ্বাসপ্রদানপূর্বক গঙ্গাজল হইতে দিগ্‌নাগ অঞ্জনের ন্যায় নর্মদা হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি ক্রোধারুণলোচনে যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। উঁহার হস্তে স্বর্ণবলয়। তিনি সত্বর গদা উদ্যত করিয়া সূর্য যেমন অন্ধকারের অনুসরণ করে সেইরূপ দ্রুতবেগে রাক্ষসগণের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে বিন্ধ্যপর্বত যেমন সূর্যের পথ অবরোধ করিয়াছিল তদ্রূপ বিন্ধ্যবৎ অকম্প্য মহাবীর প্রহস্ত মুষল ধারণপূর্বক উঁহার পথ অবরোধ করিল এবং ঐ লৌহবদ্ধ ঘোর মুষল নিক্ষেপ করিয়া কৃতান্তবৎ ভীমরবে চিৎকার করিতে লাগিল। মুষলের চতুষ্পার্শ্বে অশোকপুষ্পশিখাসদৃশ জ্বলন্ত অগ্নি, উহা যেন স্বতেজে সমস্ত দগ্ধ করিতেছে। অর্জুন নির্ভয়ে ঐ মুষলপাতপথ হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া উহা সম্পূর্ণ বিফল করিয়া দিলেন এবং পাঁচশত হস্তদ্বারা যাহা নিক্ষেপ করিতে হইবে এমন এক প্রকাণ্ড গদা বিঘূর্ণিত করিতে করিতে উহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। প্রহস্ত ঐ গদার প্রবল প্রহারে বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তখন মারীচ শুক সারণ মহোদর ও ধূম্রাক্ষ প্রহস্তকে পতিত দেখিয়া রণস্থল হইতে অপসৃত হইল। তদ্দণ্ডে রাবণ রাজা অর্জুনের অভিমুখে মহাবেগে আগমন করিল। অর্জুনের বাহু সহস্র-সংখ্য এবং রাবণেও বিংশতি হস্ত। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তৎকালে উঁহারা তরঙ্গসঙ্কুল মহাসমুদ্রের ন্যায়, শিথিলমূল পর্বতের ন্যায়, তেজঃপ্রদীপ্ত সূর্যের ন্যায়, বিশ্বদাহপ্রবৃত্ত বহ্নির ন্যায়, গর্জনশীল মেঘের ন্যায়, বলদৃপ্ত সিংহের ন্যায় এবং ক্রোধাবিষ্ট রুদ্র ও কালের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং করিণীর নিমিত্ত দুইটি বলগর্বিত হস্তী যেমন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় সেইরূপ উভয়ে গদা গ্রহণপূর্বক ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন পর্বতসকল ইন্দ্রের বজ্রপ্রহার অকাতরে সহ্য করিয়াছিল তদ্রূপ উঁহারা পরস্পর পরস্পরের গদাপ্রহার অকাতরে সহ্য করিতে লাগিলেন। উঁহাদের গদাপাত বজ্রপাতবৎ ঘোররবে দিগন্ত ধ্বনিত করিতে লাগিল। অর্জুনের গদা মহাবেগে পতিত হইয়া বিদ্যুৎ যেমন আকাশকে স্বর্ণবর্ণে উজ্জ্বল করে তদ্রূপ রাবণের বক্ষ স্বতেজে উজ্জ্বল করিতে লাগিল। আর রাবণের গদাও পর্বতশিখরে উল্কা যেমন পতিত হয় তদ্রূপ অর্জুনের বক্ষে পতিত হইয়া আলোকে সমস্ত উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। অর্জুনও অবসন্ন হন না এবং রাক্ষসরাজ রাবণও অবসন্ন নহেন, সুতরাং বলি ও ইন্দ্রবৎ ঐ উভয় মহাবীরের যুদ্ধ তুল্যরূপই হইতে লাগিল। দুইটি বৃষ যেমন শৃঙ্গদ্বারা এবং দুইটি হস্তী যেমন দন্তদ্বারা যুদ্ধ করে, তদ্রূপ উঁহারা অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে অর্জুন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দেহের সমস্ত বল প্রয়োগপূর্বক রাবণের বক্ষঃস্থলে এক গদা প্রহার করিলেন। রাবণ ব্রহ্মার বলে সুরক্ষিত, সুতরাং অর্জুনের গদা নিতান্ত দুর্বলের ন্যায় স্বীয় বেগের অনুরূপ প্রহারে অসমর্থ হইয়া দ্বিখণ্ডে পতিত হইল। রাবণ ধনুঃপ্রমাণ স্থানে ঠিকরিয়া পড়িল এবং গলদশ্রুলোচনে অতিমাত্র বিহ্বল হইল। তখন অর্জুন উহাকে তদবস্থ দেখিয়া গরুড় যেমন সর্পকে গ্রহণ করে তদ্রূপ উহাকে সহস্র বাহুদ্বারা সবলে গ্রহণ করিলেন এবং নারায়ণ যেমন বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন তদ্রূপ উহাকে বন্ধন করিতে লাগিলেন। তদ্দণ্ডে সিদ্ধ চারণ ও

দেবগণ বারংবার সাধুবাদ প্রদানপূর্বক উঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্যাঘ্র যেমন মৃগকে এবং সিংহ যেমন হস্তীকে গ্রহণ করে তদ্রূপ রাজা অর্জুন রাবণকে গ্রহণ করিয়া মেঘবৎ ঘনঘন গর্জন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় প্রহস্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। বর্ষাকালে মেঘের যেমন গতিবেগ দৃষ্ট হয় সেইরূপ ঐ সমস্ত ধাবমান রাক্ষসের বেগ দৃষ্ট হইল। উহাদের মধ্যে কেহ কহিতেছে, ছাড়্ ছাড়্, কেহ কহিতেছে, থাক্ থাক্ ; তৎকালে উহারা অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া নিরবচ্ছিন্ন শূল ও মুষল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু অর্জুন নিতান্ত ব্যস্তসমস্ত না হইয়া অস্ত্রসকল না আসিতেই স্বহস্তে গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং বায়ু যেমন মেঘকে দূর করিয়া দেয় তদ্রূপ তিনি ঐসকল রাক্ষসকে অস্ত্রশস্ত্রে ছিন্নভিন্ন করিয়া দূর করিয়া দিলেন। রাক্ষসেরা অতিমাত্র ভীত হইল। কার্তবীর্য অর্জুন রাবণকে লইয়া সুহৃদগণের সহিত নগরে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে পুরবাসী ও ব্রাহ্মণেরা উঁহার মস্তকে পুষ্প ও অক্ষত নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র যেমন বলিকে নিগ্রহ করিয়া অমরাবতীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইন্দ্রবিক্রম অর্জুনও সেইরূপে রাবণকে নিগ্রহ করিয়া পুর-প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ॥ মহর্ষি পুলস্ত্য দেবলোকে দেবগণের মুখে বায়ুবন্ধনের ন্যায় বিস্ময়কর রাবণের বন্ধনবৃত্তান্ত শুনিতে পাইলেন। তখন ঐ সুধীর, পুত্রস্নেহে একান্ত করুণাপরতন্ত্র হইয়া রাজা অর্জুনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ঐ মনোমারুতবৎবেগগামী মহর্ষি আকাশপথে মাহিষ্মতী নগরীতে আগমন করিলেন। মাহিষ্মতী অমরাবতীর ন্যায় শোভমান এবং হৃষ্টপুষ্ট লোকে পরিপূর্ণ। ব্রহ্মা যেমন সুরপুরীতে প্রবেশ করেন, মহর্ষি পুলস্ত্য সেইরূপ তথায় প্রবেশ করিলেন। দ্বারপালেরা পাদচারী সূর্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য অন্তরীক্ষ হইতে অবতীর্ণ ঐ দিব্যপুরুষকে পুলস্ত্য বোধ করিয়া রাজা অর্জুনের গোচর করিল। অর্জুন মস্তকোপরি অঞ্জলি বন্ধনপূর্বক তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। রাজপুরোহিত অর্ঘ্য ও মধুপর্ক গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রের অগ্রে বৃহস্পতির ন্যায় রাজার অগ্রে অগ্রে চলিলেন। অর্জুন মহর্ষিকে উদীয়মান সূর্যের ন্যায় আসিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঁহার পাদবন্দনপূর্বক কহিলেন, ভগবন্ ! আজ এই মাহিষ্মতী অমরাবতীর তুল্য হইল। আজ আমি যখন আপনার দুর্লভ দর্শন লাভ করিলাম, যখন আপনার সুরগণবন্দনীয় চরণ বন্দনা করিতে পাইলাম, তখন আজ আমার জন্ম সফল, আমার তপস্যা সফল, আজ আমার সর্বাঙ্গীণ কুশল। এই রাজ্য, এই পুত্র, এই স্ত্রী, এই আমরা সকল বিষয়েই আপনার পূর্ণ অধিকার, এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আপনি কোন্ উদ্দেশে আসিয়াছেন, আমরা আপনার কি করিব।

তখন মহর্ষি পুলস্ত্য রাজা অর্জুনকে ধর্ম অগ্নি ও পুত্রাদির কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, পদ্মপলাশলোচন মহারাজ! যখন তুমি দশাননকে পরাজয় করিয়াছ তখন তোমার বাহুবলের তুলনা নাই। যাহার ভয়ে সমুদ্র ও বায়ু নিস্পন্দ হইয়া থাকে তুমি সেই দুর্জয় রাবণকে বন্ধন করিয়াছ। তুমি তাহার যশোনাশ করিয়া জগতে স্বনাম প্রচার করিয়াছ। এক্ষণে আমি প্রার্থনা করিতেছি, আজ

তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দেও।

রাজা অর্জুন মহর্ষি পুলস্ত্যের বাক্যে আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। তিনি হৃষ্টমনে রাবণকে মুক্ত করিলেন। ঐ মহাবীর উহাকে উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কার ও মাল্যদ্বারা সৎকার করিয়া অগ্নিসমক্ষে উহার সহিত হিংসাবিনাশক সখ্যস্থাপন-পূর্বক ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্যকে প্রণাম করিলেন। রাবণ পরাজয়নিবন্ধন অতিশয় লজ্জিত। অর্জুন উহার আতিথ্য করিয়া আলিঙ্গনপূর্বক গৃহপ্রবেশ করিলেন। মহর্ষি পুলস্ত্যও রাবণকে প্রতিগমনে অনুজ্ঞা করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। রাম! রাক্ষসরাজ রাবণ এইরূপে অর্জুনের নিকট পরাভূত ও পুলস্ত্যের অনুরোধে পুনর্মুক্ত হইয়াছিল। এই পৃথিবীতে প্রবল হইতেও প্রবলতর লোক আছে। অতএব শ্রেয়ার্থী পুরুষ কাহাকেই অবজ্ঞা করিবে না।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ ॥ অর্জুনকৃত পূজায় রাবণের আর পরাজয়-দুঃখ নাই। সে পুনর্বার পৃথিবীপর্যটনে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষস বা মনুষ্য যে-কেহ হউক না, সে যাহাকে অধিকবল শুনিতে পায়, বলগর্বে তাহাকেই যুদ্ধে আহ্বান করে। অনন্তর একদা ঐ বীর বালীরক্ষিত কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইল এবং হেমমালী বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। তখন তারার পিতা কপিবীর তার উহার নিকট আসিয়া কহিল, রাক্ষসরাজ! আর কোন্ বানর তোমার সম্মুখযুদ্ধে সাহসী হইবে? যিনি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন সেই বালী বহির্গত হইয়াছেন। তুমি মুহূর্ত-কাল অপেক্ষা কর, বালী চার সমুদ্রে সন্ধ্যোপাসনা করিয়া এখনই ফিরিবেন। ঐ দেখ বীরগণের শঙ্খবৎ ধবল কঙ্কালরাশি; উহা বালীর বলপ্রভাবে সঞ্চিত। রাবণ! যদিও তুমি অমৃতরস পান করিয়া থাক তথাপি বালীর সহিত সাক্ষাৎকার পর্যন্ত তোমার জীবন। সেই মহাবীর জগতের আশ্চর্যভূত, তুমি মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর, তাঁহার সাক্ষাৎকারে তোমায় আর জীবিত থাকিতে হইবে না। অথবা যদি মরিবার জন্য তোমার এতই ব্যস্ততা থাকে তবে তুমি দক্ষিণ সমুদ্রে যাও। তথায় ভূমিষ্ঠ পাবকের ন্যায় সেই মহাবীরকে দেখিতে পাইবে।

তখন রাবণ কপিবীর তারকে ভর্ৎসনা করিয়া পুষ্পকে আরোহণপূর্বক দক্ষিণ সমুদ্রে উপস্থিত হইল। দেখিল তথায় স্বর্ণপর্বতাকার প্রাতঃসূর্যবৎমুখজ্যোতি বালী সন্ধ্যোপাসনায় তৎপর আছেন। কৃষ্ণকায় রাবণ পুষ্পক হইতে অবরোহণ-পূর্বক উঁহাকে ধরিবার জন্য নিঃশব্দপদসঞ্চারে চলিল। ঐ সময় বালীও উহাকে যদৃচ্ছাক্রমে দেখিতে পাইলেন এবং উহার দুষ্ট অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াও কিছু-মাত্র ব্যস্ত হইলেন না। সিংহ যেমন শশককে এবং গরুড় যেমন সর্পকে দেখিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে তদ্রূপ বালী ঐ পাপাত্মা রাবণকে লক্ষ্যই করিলেন না। তিনি ভাবিলেন এই দুষ্ট আমাকে ধরিবার জন্য নিঃশব্দে আসিতেছে। এক্ষণে আমি উহাকে কক্ষে লইয়া সন্ধ্যোপাসনার জন্য অপর তিন সমুদ্রে যাইব। আজ সকলে দেখিবে সর্প যেমন বিহগরাজ গরুড়ের কক্ষে লম্বমান হইয়া যায় তদ্রূপ এই দুরাত্মা আমার কক্ষে লম্বিতকরচরণে ও স্খলিতবস্ত্রে যাইতেছে। বালী এই স্থির করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্বক পর্বতবৎ অটল দেহে বেদমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। উভয়েই বলগর্বিত এবং উভয়েই পরস্পরকে গ্রহণ করিবার জন্য যত্নবান।

তখন বালী পদশব্দে উঁহাকে সন্নিহিত বুঝিয়া মুখ না ফিরাইয়াই গরুড় যেমন সর্পকে ধরে তদ্রূপ উহাকে ধরিলেন এবং উহাকে কক্ষে লইয়া মহাবেগে অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন। রাবণ মুক্ত হইবার জন্য বালীকে মুহুর্মুহু নখরপ্রহার করিতে লাগিল কিন্তু বালী কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব না করিয়া বায়ু যেমন মেঘকে লইয়া যায় তদ্রূপ উহাকে লইয়া যাইতে লাগিলেন। শুক সারণ প্রভৃতি অমাত্যেরা রাবণকে মুক্ত করিবার জন্য মার্ মার্ ইত্যাকার শব্দে বালীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। কিন্তু ঐ সমস্ত রাক্ষস বালীকে ধরিতে না পারিয়া এবং উঁহার করচরণবেগে প্রতিহত ও পরিশ্রান্ত হইয়া ক্ষণকাল পরেই নিবৃত্ত হইল। যাহাদের প্রাণের মমতা আছে সেই সকল রক্তমাংসময় জীবের কথা কি, পর্বতেরাও উঁহার গতিপথ হইতে অপসৃত হয়। বালী ক্রমশঃ চার সমুদ্রে পক্ষিগণ অপেক্ষাও অধিকতর বেগে গিয়া সন্ধ্যোপাসনা করিলেন। গগনচারী জীবেরা প্রয়াণকালে উঁহার পূজা করিতে লাগিল। তিনি মহাবেগে পশ্চিম সমুদ্রে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় স্নান ও মন্ত্রজপ সমাপনপূর্বক কক্ষস্থ রাবণকে লইয়া বায়ুবৎ ও মনোবৎ বেগে উত্তর সমুদ্রে গমন করিলেন। পরে তথায় সন্ধ্যোপাসনা করিয়া পূর্বসাগরে উত্তীর্ণ হইলেন। অনন্তর তথায় সন্ধ্যোপাসনা করিয়া কিষ্কিন্ধায় আইলেন। তিনি চতুঃসমুদ্রে সন্ধ্যাবন্দনাপূর্বক রাবণের উদ্বহনশ্রমে ক্লান্ত হইয়া কিষ্কিন্ধার উপবনে পতিত হইলেন। তথায় উপনীত হইয়া, স্বকক্ষ হইতে রাবণকে মুক্ত করিলেন এবং মুহুর্মুহু হাস্য করিয়া কহিলেন, বল, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? তৎকালে শ্রান্তিনিবন্ধন রাবণের চক্ষু অতিমাত্র চঞ্চল। সে যারপরনাই বিস্মিত হইয়া কহিল, কপিরাজ! আমি রাক্ষসাধিপতি রাবণ, যুদ্ধার্থী হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছিলাম এবং আজ তাহার প্রতিফলও পাইলাম। আশ্চর্য তোমার বলবীর্য, আশ্চর্য তোমার গাম্ভীর্য, তুমি আমাকে পশুবৎ কক্ষে লইয়া চার সমুদ্র ঘুরাইয়া আনিলে। তোমাব্যতীত আর কোন বীর অকাতরে আমার এই পর্বতপ্রমাণ দেহ বহন করিতে পারে? মন বায়ু ও পক্ষীরই এইরূপ গতিবেগ, এখন বুঝিলাম তোমারও তদনুরূপ। আমি তোমার বলবীর্যের সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম, অতঃপর অগ্নিসাক্ষ্য করিয়া তোমার সহিত চিরকালের জন্য সখ্যস্থাপনের ইচ্ছা করি। কপিরাজ! স্ত্রীপুত্র পুর রাষ্ট্র অন্নবস্ত্র প্রভৃতি আমাদিগের যা কিছু আছে তৎসমুদয় অবিভাগে উভয়ের ভোগের জন্য রহিল।

অনন্তর উহারা প্রদীপ্ত অগ্নিসমক্ষে পরস্পর আলিঙ্গনপূর্বক সখ্য স্থাপন করিল এবং পরস্পরের কর গ্রহণপূর্বক হৃষ্টমনে সিংহ যেমন গিরিগুহাতে প্রবেশ করে তদ্রূপ কিষ্কিন্ধা নগরীতে প্রবেশ করিল। রাবণ তথায় সুগ্রীবের ন্যায় পরম সুখে একমাস বাস করিয়াছিল, এই অবসরে উহার ত্রিলোকনাশেচ্ছু সচিবগণ আসিয়া তথা হইতে উহাকে লইয়া যায়। রাম! পূর্বে এইরূপে রাবণ কপিরাজ বালীর নিকট পরাজিত হইয়া পশ্চাৎ উহার সহিত অগ্নিসমক্ষে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে। বালীর বলের তুলনা ছিল না, কিন্তু অগ্নি যেমন শলভকে দগ্ধ করে সেইরূপ তুমি তাহাকেও নষ্ট করিয়াছ।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসিলেন,

তপোধন! রাবণ ও বালীর বলের তুলনা নাই সত্য, কিন্তু আমার বোধ হয় ইহাদের বল মহাবীর হনুমানের অনুরূপ নহে। শৌর্য, ধৈর্য, বিজ্ঞতা, ক্ষিপ্রকারিত্ব, রাজনৈতিক কার্যে পটুতা, বিক্রম ও প্রভাব এই সমস্ত গুণ হনুমানকে আশ্রয় করিয়া আছে। কপিসৈন্য সমুদ্রদর্শনে বিষণ্ণ হইলে ঐ মহাবীর তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া এক লম্ফে শত যোজন পার হইয়াছিলেন। পরে লঙ্কাপুরী ও রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া জানকীদর্শন, তাঁহার সহিত কথোপকথন ও তাঁহাকে আশ্বাসদান করিয়া আইসেন। তিনি তথায় একাকীই রাবণের সেনাপতি, মন্ত্রিকুমার, কিঙ্কর ও পুত্রকে বিনাশ করেন। পরে বন্ধনমুক্ত এবং রাবণের নিকট সম্যক্ পরিচিত হইয়া অগ্নি যেমন সমস্ত পৃথিবীকে দগ্ধ করে তদ্রূপ সমস্ত লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়াছিলেন। হনুমানের যেরূপ বীরকার্য দেখিয়াছি, যম ইন্দ্র বিষ্ণু ও কুবেরেরও তদ্রূপ বীরকার্যের কথা শুনি নাই। ইঁহারই ভুজবলে আমি লঙ্কা, সীতা, লক্ষ্মণ, জয়শ্রী, রাজ্য ও বন্ধুবান্ধব সমস্তই পাইয়াছি। যদি আমার হনুমান না থাকিতেন তাহা হইলে জানি না জানকীর সংবাদও আর কে জানিতে পারিত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যখন বালী ও সুগ্রীবের বৈরানল জ্বলিয়া উঠে তখন হনুমান সুগ্রীবের প্রিয়কামনায় বালীকে তৃণের ন্যায় কেন ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন নাই? ঐ বীর যখন প্রাণাধিক প্রিয় সুগ্রীবকে ক্লেশ সহ্য করিতে দেখিয়া-ছিলেন তখন বোধ হয় তিনি আপনার বল কতদূর তাহা সম্যক্ বুঝিতেন না। তপোধন! এক্ষণে যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্তন করিয়া আমার সংশয়চ্ছেদ করুন।

তখন মহর্ষি অগস্ত্য হনুমানের সমক্ষেই রামকে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! তুমি এই হনুমানের যেসমস্ত গুণের কথা উল্লেখ করিলে তাহার কোনটিই অলীক নহে। বলবিক্রমে ইঁহার তুল্য কেহ নাই এবং গতি ও বুদ্ধিতেও ইঁহার সমকক্ষ দেখা যায় না। কিন্তু শাপপ্রভাবে ইনি নিজের বলবীর্য বিস্মৃত ছিলেন। একদা ঋষিরা কহিয়াছিলেন, তুমি বলী হইলেও আপনার বলবীর্যের পরিমাণ জানিতে পারিবে না। এই মহাবীর বাল্যকালে অজ্ঞানতাবশতঃ যেরূপ অদ্ভুত কার্য করিয়া-ছিলেন তাহা তোমার নিকট বলিতেও বাক্য স্তম্ভিত হয়। যদি তাহা শুনিবার ইচ্ছা থাকে, আমি কহিতেছি, সমাহিত হইয়া শুন। ইঁহার পিতা কেসরী সূর্যের বরে স্বর্ণময় সুমেরু পর্বতে রাজ্যশাসন করিতেন। কেসরীর ভার্যার নাম অঞ্জনা। বায়ু উহার গর্ভে ইঁহাকে উৎপাদন করেন। অঞ্জনা প্রসবান্তে ফল আহরণার্থ গহন বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই অবসরে এই বালক মাতৃবিরহে ক্ষুধায় কাতর হইয়া শরবনে অসহায় কার্তিকেয়ের ন্যায় অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সূর্যোদয় হইতেছিল। ইনি জপা পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ উদীয়মান সূর্যকে দেখিয়া ফলভ্রমে তাহা ধরিবার জন্য এক লম্ফ প্রদান করিলেন। এই বীর তরুণ সূর্যকে গ্রহণ করিবার জন্য দ্বিতীয় তরুণ সূর্যের ন্যায় অন্তরীক্ষে যাইতে লাগিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া দেবদানব ও যক্ষগণের অতিমাত্র বিস্ময় উপস্থিত হইল। তাঁহারা কহিতে লাগিলেন, এই বায়ুপুত্র যেরূপ বেগে অন্তরীক্ষে যাইতেছে স্বয়ং বায়ু গরুড় ও মনেরও এইরূপ বেগ নহে। নিতান্ত শৈশবেও যখন ইঁহার এইরূপ বেগ, না জানি যৌবন ও বল পাইলে আরও বা কত বেগ হইবে। ঐ সময় তুষারশীতল বায়ু ইঁহাকে সূর্যের দহনশীল উত্তাপ হইতে রক্ষা করিয়া

ইঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ক্রমশঃ ইনি পিতৃবল ও নিজের বাল্যবুদ্ধিহেতু বহু সহস্র যোজন অতিক্রম করিয়া সূর্যের সন্নিহিত হইলেন। কিন্তু সূর্যদেব অজ্ঞান শিশু বলিয়া এবং ইঁহা দ্বারা গুরুতর কার্য সিদ্ধ হইবে এই বুঝিয়া তৎকালে ইঁহাকে দগ্ধ করিলেন না। যে দিন ইনি সূর্যকে ধরিবার জন্য অন্তরীক্ষে আরোহণ করেন সেইদিন সূর্যগ্রহণ হইবে, রাহু সূর্যগ্রহণের উপক্রম করিয়াছেন। এই মহাবীর সূর্যের রথোপরি ঐ রাহুকেই আক্রমণ করিলেন। তখন রাহু অতিমাত্র ভীত ও তথা হইতে অপসৃত হইল এবং সরোষে ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইয়া ললাটে ভ্রূকুটি বন্ধনপূর্বক দেবগণসমক্ষে দেবরাজকে কহিল, তুমি আমার ক্ষুধাশান্তির জন্য চন্দ্র সূর্যকে দিয়া আবার অন্যকে তাহা কেন দিয়াছ? আজ আমি পর্বকাল উপস্থিত দেখিয়া সূর্যগ্রহণার্থ আসিয়াছিলাম, এই অবসরে সহসা আর এক রাহু আসিয়া সূর্যকে গ্রহণ করিয়াছে।

স্বর্ণহারসুশোভিত দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা শুনিবামাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং কৈলাসবৎধবল দন্তচতুষ্টয়শোভিত মদস্রাবী নানারচনাচিত্রিত অত্যুন্নত স্বর্ণঘণ্টাধারী করিরাজ ঐরাবতে আরোহণপূর্বক রাহুকে অগ্রে লইয়া যথায় সূর্য হনুমানের সহিত অবস্থিত তথায় যাইতে লাগিলেন। ঐ সময় রাহু ইন্দ্রকে ছাড়িয়া সর্বাগ্রে মহাবেগে সূর্যের নিকট আসিতেছিল। এই পবনকুমার শৈলশৃঙ্গবৎ উহাকে দেখিয়া ফলবোধে উহাকেই ধরিবার জন্য লম্ফ প্রদান করিলেন। তদ্দৃষ্টে মুখমাত্রাবশিষ্ট রাহু ভীত হইয়া পলায়ন করিল এবং কাতরস্বরে বিপদ-কাণ্ডারী ইন্দ্রকে 'ইন্দ্র ইন্দ্র' বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিল। ইন্দ্র উহাকে দেখিতে না পাইলেও দূর হইতে উহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন এবং কহিলেন, ভয় নাই, ভয় নাই, আমি এখনই এই শিশুকে বিনাশ করিতেছি। ঐ সময় পবন-কুমার রাহুকে প্রাপ্ত না হইয়া ফলভ্রমে ঐরাবতের প্রতি ধাবমান হইলেন। ইঁহার মূর্তি মুহূর্তকালের জন্য ভীষণ বোধ হইতে লাগিল। তখন ইন্দ্র নিতান্ত ক্রুদ্ধ না হইয়া ইঁহার উপর বজ্রপ্রহার করিলেন। এই বীর বজ্রপ্রহারে তৎক্ষণাৎ পর্বতোপরি পতিত হইলেন। তৎকালে ইনি সাবধান হইলেও ইঁহার বাম ভাগের হনুদেশ ভগ্ন হইয়া গেল। ইনি বজ্রপ্রহারে বিহ্বল হইয়া পর্বতপৃষ্ঠে পড়িলে পবনদেব ইন্দ্রের উপর ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। প্রজাগণের অনিষ্টসাধনে তাঁহার ইচ্ছা হইল। সেই সর্বদেহচারী জগৎপ্রাণ বায়ু স্বীয় গতিরোধপূর্বক পুত্রকে লইয়া গিরি-গুহায় প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় সকলের যন্ত্রণার আর পরিসীমা রহিল না, বিষ্ঠামূত্রস্থান নিরোধ হইয়া গেল, শ্বাসপ্রশ্বাস স্থগিত, সন্ধিস্থান শিথিল, সকলেই কাষ্ঠবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া আসিল। কুত্রাপি স্বাধ্যায় ও বষট্‌কার নাই, ধর্ম-কর্মের নামগন্ধও নাই। বায়ুর প্রকোপে ত্রিলোক যেন নরকস্থ হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে দেবাসুর মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত প্রজা অতিমাত্র কাতর হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। বায়ুনিরোধে সকলেই যেন উদরীরোগগ্রস্ত হইয়াছে। উঁহারা ব্রহ্মার নিকট গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, প্রজানাথ! আপনি চার প্রকার প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের জীবনের নিমিত্ত বায়ুকে দিয়াছেন। এক্ষণে সেই বায়ু সকলের প্রাণেশ্বর হইয়া সকলকে কষ্ট প্রদানপূর্বক অন্তঃপুরমধ্যে স্ত্রীলোকের ন্যায় কেন নিরুদ্ধ হইয়া আছেন। আমরা বায়ুদ্বারা উপহত, এই জন্য আজ আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আপনি আমাদিগের বায়ু-

নিরোধ-দুঃখ দূর করিয়া দিন।

প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাদিগের নিকট এই কথা শুনিয়া কহিলেন, ইহার কারণ আছে। বায়ু যে-কারণে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বীয় গতিরোধ করিয়াছেন, প্রজাগণ! তোমরা অবহিত হইয়া শুন। আজ দেবরাজ ইন্দ্র রাহুর অনুরোধে তাঁহার পুত্রকে বিনাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি ক্রোধাবিষ্ট। তিনি স্বয়ং নিরাকার কিন্তু সকল শরীরকে রক্ষা করিয়া তন্মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকেন। বায়ু ব্যতীত শরীর কাষ্ঠবৎ হইয়া যায়। বায়ু প্রাণ, বায়ু সুখ, বায়ুই এই সমস্ত বিশ্ব। বায়ু পরিত্যাগ করিলে জগতের আর সুখ থাকে না। দেখ, সেই জগৎপ্রাণ আজ সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন এবং আজই সকলে রুদ্ধশ্বাস হইয়া কাষ্ঠবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে আমাদিগের এই কষ্টদায়ক বায়ু যথায় আছেন চল, আমরা সকলেই সেই স্থানে যাই। তাঁহাকে প্রসন্ন না করিলে সকলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইব।

অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা যথায় বায়ু বজ্রাহত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অবস্থান করিতেছেন সেই স্থানে প্রজাগণের সহিত উপস্থিত হইলেন। তৎকালে ঐ সূর্য অগ্নি ও স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ ক্রোড়স্থ শিশুকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র তাঁহার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ ॥ তখন পুত্রবিনাশকাতর বায়ু ব্রহ্মাকে দেখিয়া তাঁহার সন্নিধানে শিশুকে লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার, কর্ণে কুণ্ডল ও মস্তকে মাল্য আন্দোলিত হইতেছে। তিনি উপস্থানপূর্বক তিনবার ব্রহ্মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তখন বেদবিৎ ব্রহ্মা তাঁহাকে হস্ত গ্রহণপূর্বক উত্থাপন করিয়া ঐ শিশুকে স্পর্শ করিলেন। শিশু কমলযোনি ব্রহ্মার করস্পর্শ পাইবামাত্র জলসিক্ত শস্যের ন্যায় পুনর্জীবিত হইয়া উঠিল। তখন জগৎপ্রাণ বায়ু পুত্রকে জীবিত দেখিয়া প্রফুল্লমনে পূর্ববৎ জগতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। প্রজারা শ্বাসনিরোধ হইতে মুক্ত হইয়া শীতবায়ুবিনির্মুক্ত পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তদ্দৃষ্টে যশ বীর্য ঐশ্বর্য শ্রী জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই তিন যুগ্মগুণসম্পন্ন, ত্রিমূর্তিপ্রধান, ত্রিলোকস্থ ব্রহ্মা দেবগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া বায়ুর প্রিয়কামনায় তাঁহাদিগকে কহিলেন, ইন্দ্রাদি দেবগণ! যদিও তোমরা সমস্ত বিষয় জান, তথাচ আমি তোমাদিগকে একটি হিতকথা কহিতেছি, শুন। এই শিশু হইতে তোমাদিগের কোন গুরুতর কার্য সাধিত হইবে, অতএব তোমরা বায়ুর তুষ্টির নিমিত্ত ইহাকে বর প্রদান কর।

তখন ইন্দ্র স্বীয় কণ্ঠ হইতে পদ্মমালা ঊর্ধ্বে তুলিয়া প্রীতমনে কহিলেন, যখন আমার বজ্রে এই শিশুর হনুদেশ ভগ্ন হইয়াছে তখন ইহার নাম কপিবীর হনুমান হইবে। এতদ্ব্যতীত আমি ইহাকে একটি বর দিতেছি। অতঃপর আমার বজ্রে ইহার আর মৃত্যু হইবে না। তিমিরহারী সূর্য কহিলেন, আমি এই শিশুকে আমার তেজের শতভম অংশ প্রদান করিতেছি। যখন ইহার শাস্ত্রাধ্যয়নের শক্তি জন্মিবে তখন আমি ইহাকে শাস্ত্র প্রদান করিব। শাস্ত্রে অধিকার হইলে ইহার বাগ্মিতা লাভ হইবে। বরুণ কহিলেন, আমার বরে অযুত শত বৎসরেও ইহার মৃত্যু হইবে না। এবং আমার পাশাস্ত্র ও জলেও ইহার কোন মাত্র আশঙ্কা নাই।

যম সন্তুষ্টচিত্তে কহিলেন, এই শিশু আমার দণ্ডের অবধ্য হইয়া থাকিবে, অরোগী হইবে এবং যুদ্ধে কদাচ বিষণ্ণ হইবে না। কুবের কহিলেন, আমার গদায় ইহার মৃত্যু নাই। শঙ্কর কহিলেন, এই পবনকুমার আমার ও আমার শস্ত্রের অবধ্য হইবে। বিশ্বকর্মা কহিলেন, এই শিশু মান্নির্মিত দিব্যাস্ত্রের অবধ্য হইয়া চিরজীবী থাকিবে। ব্রহ্মা কহিলেন, হনুমান দীর্ঘায়ু ও ব্রহ্মজ্ঞ হইবে এবং ব্রহ্মশাপ ইহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। এইরূপে দেবগণ হনুমানকে স্ব-স্ব অভীষ্ট বর প্রদান করিলে জগদ্‌গুরু ব্রহ্মা পরিতুষ্ট হইয়া বায়ুকে কহিলেন, বায়ো! তোমার এই পুত্র শত্রুগণের ভীষণ, মিত্রগণের প্রিয়দর্শন এবং অন্যের অবধ্য হইবে। কামরূপ ও কামচারী হইয়া অপ্রতিহতপদে সর্বত্র সঞ্চরণ করিবে। ইহার কীর্তি সর্বত্র সুপ্রচার হইবে এবং এই বীর যুদ্ধে রামের প্রীতিকর রাবণবিনাশক রোমহর্ষণ কার্যের অনুষ্ঠান করিবে। প্রজাপতি ব্রহ্মা এই বলিয়া বায়ুকে আমন্ত্রণপূর্বক অমরগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পবনদেবও পুত্রকে গৃহে আনিলেন এবং অঞ্জনাকে ঐ সমস্ত বরলাভের কথা বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

রাম! এই হনুমান বরলব্ধ বলে অতিমাত্র বলী এবং স্ববেগে সমুদ্রবৎ পূর্ণ। ইনি নির্ভয় হইয়া শান্তস্বভাব মহর্ষিগণের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। কাহারও স্রুক্‌ভাণ্ড ভগ্ন, কাহারও অগ্নিহোত্র বিনষ্ট, কাহারও বা সঞ্চিত বল্কল ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন। ঋষিরা জানিতেন, ভগবান ব্রহ্মার বরপ্রভাবে ইনি ব্রহ্মশাপের অবধ্য, এই জন্য ইঁহার কৃত অত্যাচার সমস্তই সহিয়া থাকিতেন। তৎকালে কেসরী ও বায়ু ইঁহাকে বার বার নিবারণ করিতেন, কিন্তু ইনি কিছুই শুনিতেন না। অনন্তর ভৃগু ও অঙ্গিরার বংশীয় ঋষিরা ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। কিন্তু ঐ ক্রোধ তাদৃশ তীব্র নহে। তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, তুমি যে বল আশ্রয় করিয়া আমাদিগের উপর অত্যাচার করিতেছ আমাদিগের অভিশাপে মোহিত হইয়া সেই বল বহুকাল তুমি জানিতে পারিবে না, কিন্তু যখন কেহ তোমার কীর্তি স্মরণ করাইয়া দিবে তখন তোমার বল বর্ধিত হইবে। এই অভিশাপে হনুমানের বল ও তেজ খর্ব হইয়া গেল। তদবধি ইনি শান্তভাব আশ্রয় করিয়া ঐ সমস্ত আশ্রমে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

বালী ও সুগ্রীবের পিতার নাম ঋক্ষরজা। সে, সমস্ত বানরের রাজা ও তেজে সূর্যের ন্যায় প্রখর। ঋক্ষরজা বহুকাল রাজ্য শাসন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। পরে মন্ত্রণানিপুণ মন্ত্রিগণ পৈতৃক পদে বালীকে এবং বালীর পদে সুগ্রীবকে স্থাপন করিল। এই সুগ্রীবের সহিত বালীর অগ্নির সহিত বায়ুর ন্যায় বাল্যকাল হইতে সমানরূপ অবিসম্বাদিত সখ্যতা ছিল। যখন ইহাদের পরস্পর শত্রুতা উপস্থিত হয় তখন ঐ ঋষিগণের শাপবলেই হনুমান আত্মবল বুঝিতেন না। আর সুগ্রীব যদিচ বালীর জন্য অস্থির হইয়াছিলেন কিন্তু ইঁহার বল তাঁহারও সম্যক্ পরিজ্ঞাত ছিল না। সুগ্রীবের সহিত যখন বালীর যুদ্ধ হয় তখন হনুমান শাপবলে আত্মবলবিস্মৃত বলিয়া হস্তিনিরুদ্ধ সিংহের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়াছিলেন। পরাক্রম উৎসাহ বুদ্ধি প্রতাপ সুশীলতা নীতিজ্ঞান মাধুর্য গাম্ভীর্য চতুরতা ও ধৈর্য এই সমস্ত গুণে হনুমান অপেক্ষা অধিক এই পৃথিবীতে আর কেহ নাই। এই অমিতবল বীর যখন ব্যাকরণ পাঠ করেন সেই সময় ইনি সূর্যের সম্মুখীন হইয়া হস্তে গ্রন্থ ধারণপূর্বক

গ্রন্থার্থ জানিবার উদ্দেশে উদয়গিরি হইতে অস্তাচল পর্যন্ত গমনাগমন করিতেন। ইনি সূত্র বৃত্তি অর্থপদ মহাভাষ্য ও সংগ্রহে অতিমাত্র ব্যুৎপন্ন। পাণ্ডিত্যে ও বেদার্থনির্ণয়ে ইঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। ইনি সর্বশাস্ত্রপারদর্শী। ইনি সমস্ত বিদ্যা ও তপোবিধান বিষয়ে সুরগুরু বৃহস্পতিকেও অতিক্রম করিয়াছেন। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে জলপ্লাবনে প্রবৃত্ত মহাসমুদ্র, বিশ্বদাহে উদ্যত প্রলয়-বহ্নি এবং সর্বসংহারে কৃতনিশ্চয় কৃতান্তের ন্যায় এই মহাবীরের সম্মুখে কে তিষ্ঠিতে পারিবে। রাজন্! দেবতারা তোমারই জন্য এই হনুমানকে এবং সুগ্রীব, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, তার, তারেয়, নল, রম্ভ, গজ, গবাক্ষ, গবয় সুদংষ্ট্র, জ্যোতিমুখ ও অনলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এই আমি তাহা তোমাকে কহিলাম।

তখন রাম লক্ষ্মণ এবং রাক্ষস ও বানর সকলেই অগস্ত্যের নিকট এই সমস্ত কথা শুনিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! তোমার সকলই শুনা হইল। আমাদিগকে দর্শন ও সম্ভাষণও করিলে, এক্ষণে আমরা চলিলাম। তখন রাম কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত হইয়া কহিলেন, আজ যখন আপনা-দিগের দর্শন লাভ করিলাম তখন দেবতারা এবং পিতৃপিতামহ তুষ্ট হইয়াছেন। আপনাদের সাক্ষাৎকার পাইলে সকলেই সবান্ধবে সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমার একটি ইচ্ছা হইয়াছে, নিবেদন করি কৃপা করিয়া আমার জন্য আপনারা তদ্বিষয়ে সম্মত হউন। আমি বহুদিনের পর অরণ্যবাস হইতে প্রত্যা-গমন করিয়াছি, এক্ষণে পৌর ও জানপদগণকে স্বকার্যে স্থাপনপূর্বক আপনা-দিগের প্রভাবে একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আপনাদিগকে সেই যজ্ঞে সদস্য হইতে হইবে। আপনারা তপোবলে নিষ্পাপ, আমি আপনাদিগকে আশ্রয় করিয়া পিতৃলোকের অনুগৃহীত হইব। অতএব আমার ইচ্ছা আপনারা সমবেত হইয়া সেই যজ্ঞে আগমন করেন।

তখন অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ রামের কথায় সম্মত হইয়া স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাম সবিস্ময়ে যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সূর্যাস্ত হইল। তিনি সভাসদ্‌গণকে বিদায় দিয়া সন্ধ্যোপাসনাপূর্বক রাত্রিকালে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তত্রিংশ সর্গ ॥ পৌরগণের হর্ষবর্ধিনী রামের প্রথম অভিষেকরজনী প্রভাত হইল। প্রভাতে বন্দিগণ রামকে জাগরিত করিবার জন্য রাজভবনে আগমন করিল। উহারা রামকে পুলকিত করিয়া স্তুতিগান করিতে লাগিল, রাজন্! জাগরিত হউন, আপনি নিদ্রিত থাকিলে সমস্ত জগৎ নিদ্রিত থাকিবে। বীর! আপনার বিক্রম বিষ্ণুর অনুরূপ, রূপ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অনুরূপ, বুদ্ধি বৃহস্পতির তুল্য এবং পালনী শক্তি ব্রহ্মার তুল্য। আপনি ক্ষমাগুণে পৃথিবী, তেজে সূর্য, বেগে বায়ু ও গাম্ভীর্যে সমুদ্র। আপনি স্থাণুর ন্যায় অচল ও অটল। আপনার যেরূপ সৌম্যভাব চন্দ্রেই কেবল তাহার সাদৃশ্য আছে। আপনি দুর্ধর্ষ, ধর্মশীল ও প্রজাগণের হিতাকাঙ্ক্ষী। আপনার তুল্য রাজা কখন হয় নাই, হইবেও না, কীর্তি ও শ্রী আপনাকে পরিত্যাগ করে নাই, ধর্ম আপনাতে নিয়ত অধিষ্ঠান করিতেছেন।

রাত্রিপ্রভাতে বন্দিগণ এইর‍ূপ ও অন্যান্য র‍ূপ মধ‍ুর বাক্যে স্তব করিয়া রাজা রামকে প্রবোধিত করিতে লাগিল। রাম জাগরিত হইলেন এবং অনন্ত শয্যা হইতে নারায়ণ হরির ন্যায় ধবল-আস্তরণাচ্ছাদিত শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। এই অবসরে বহ‍ুসংখ্য বিনীত ভ‍ৃত্য পরিষ্কৃত পাত্রে জল লইয়া কৃতাঞ্জলিপ‍ুটে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। রাম ম‍ুখ প্রক্ষালনাদিপ‍ূর্বক শ‍ুচি হইয়া হোমসমাপনান্তে ইক্ষ্বাকুকুলের পবিত্র দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় বিধিপ‍ূর্বক দেবতা পিতৃ ও বিপ্রগণকে অর্চনা করিয়া বহ‍ুলোকের সহিত বহিঃ-কক্ষায় নির্গত হইলেন। অগ্নিকল্প বশিষ্ঠাদি প‍ুরোহিত ও মন্ত্রিগণ তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। নানা জনপদের অধীশ্বর ক্ষত্রিয় রাজগণ আসিয়া ইন্দ্রের নিকট দেবগণের ন্যায় তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। বেদত্রয় যেমন যজ্ঞকে সেবা করে সেইর‍ূপ ভরত লক্ষ্মণ ও শত্র‍ুঘ্ন হ‍ৃষ্টমনে উঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। বহ‍ুসংখ্য কিঙ্কর কৃতাঞ্জলিপ‍ুটে প্রফ‍ুল্লম‍ুখে চতুর্দিকে দণ্ডায়মান; ম‍ুদিত নামক ভ‍ৃত্যেরা উঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল। যক্ষেরা যেমন কুবেরের উপাসনা করে তদ্র‍ূপ স‍ুগ্রীব প্রভ‍ৃতি বিংশতি বানর এবং চারিজন সচিবের সহিত বিভীষণ উঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ বিচক্ষণ লোক ও কুলীনেরা অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া উঁহার নিকটে উপবিষ্ট হইল। রাম এই সমস্ত ব্যক্তিতে পরিব‍ৃত হইয়া ইন্দ্র অপেক্ষাও অধিক শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় প‍ুরাণজ্ঞ মহাত্মারা ধর্মসংক্রান্ত স‍ুমধ‍ুর কথার প্রসঙ্গ করিয়া সকলকে প্রীত করিতে লাগিলেন।

প্রক্ষিপ্ত ১ ॥ রাম অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! বালী ও স‍ুগ্রীবের পিতা ঋক্ষরজা, কিন্তু উহাদের মাতা কে এবং নিবাসই বা কোথায়? আর উহাদের বালী ও স‍ুগ্রীব এইর‍ূপ নামই বা কেন হইল? শ‍ুনিতে আমার একান্ত কৌত‍ূহল উপস্থিত হইয়াছে, আপনি আন‍ুপ‍ূর্বিক সমস্তই কীর্তন কর‍ুন।

মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! প‍ূর্বে একদা ধর্মপরায়ণ দেবর্ষি নারদ পর্যটনপ্রসঙ্গে আমার আশ্রমে উপস্থিত হন এবং আমি তাঁহাকে বিধানান‍ুসারে সৎকারপ‍ূর্বক আসনে উপবেশন করাইয়া কৌত‍ূহলক্রমে এই কথাই জিজ্ঞাসিলাম। তিনি কহিলেন, তপোধন! শ‍ুন। স্বর্ণময় স‍ুমের‍ুর সর্বদেবস্প‍ৃহণীয় মধ্যম শৃঙ্গে পদ্মযোনি ব্রহ্মার শতযোজনবিস্তীর্ণ এক দিব্য সভা আছে। তিনি ঐ সভায় নিয়ত অবস্থান করিয়া থাকেন। কোন এক সময় তিনি যোগাভ্যাস করিতেছিলেন। যোগাভ্যাসকালে তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অশ্র‍ুপাত হয়। তিনি তাহা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া ভ‍ূতলে নিক্ষেপ করেন। লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা ঐ অশ্র‍ু-জল নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহা হইতে এক বানর জন্মগ্রহণ করিল। তখন ব্রহ্মা উহাকে প্রিয়বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, বানর! এই দেখ, দেবগণের বাস-ভ‍ূমি বিস্তীর্ণ স‍ুমের‍ু পর্বত। তুমি এই স্থানে ফলম‍ূলাশী হইয়া নিয়ত আমার নিকটে অবস্থান কর। তুমি এইর‍ূপে কিছ‍ুকাল আমার নিকট থাকিলে নিশ্চয় তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।

তখন ঐ কপিরাজ অবনতমস্তকে দেবদেব ব্রহ্মার পদে প্রণাম করিয়া কহিল,

আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিলেন এক্ষণে তাহাই করিব। এই বলিয়া ঐ বানর হৃষ্টমনে ফলপুষ্পপূর্ণ অরণ্যে প্রবেশ করিল। সে তথায় পুষ্পচয়ন, ফলভক্ষণ ও মধুপান করিয়া বেড়ায় এবং প্রতিদিন সায়াহ্নে প্রজাপতি ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পদমূলে ফলপুষ্পাদি উপহার দেয়। এইরূপ পর্যটনপ্রসঙ্গে বহুকাল অতীত হইয়া গেল।

একদা ঐ বানররাজ অতিমাত্র তৃষ্ণার্ত হইয়া উত্তর সুমেরুশিখরে গমন করিল। দেখিল, তথায় বিহগকুলসংকুল স্বচ্ছসলিল এক সরোবর আছে। সে ঐ সরোবরতীরে বসিয়া নানারূপ গ্রীবাভঙ্গী করিতেছে, এই অবসরে সহসা জলমধ্যে আপনার মুখের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইল। সে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভাবিল এই জলমধ্যে আমার কোন প্রবল শত্রু আছে। এই দুষ্ট ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিয়ত আমার অবমাননা করিতেছে। সরোবরই এই নির্বোধের গৃহ। সে মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিয়া চপলতানিবন্ধন সরোবরমধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িল এবং পুনর্বার তথা হইতে লাফাইয়া তীরে উঠিল। ঐ সময় সে সরোবরে অবগাহননিবন্ধন স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার জঘনদ্বয় বিস্তীর্ণ, কেশজাল কৃষ্ণবর্ণ, মুখ মনোহর ও সহাস্য, স্তনযুগল স্থূল ও কঠিন। ঐ ত্রৈলোক্যসুন্দরী লাবণ্যময়ী ললনা সরলা লতার ন্যায়, অপদ্মা শ্রীর ন্যায় এবং নির্মল জ্যোৎস্নার ন্যায় সরোবরতীরে শোভা পাইতে লাগিল। উহাকে দেখিলে সকলেরই মন উন্মত্ত হইয়া উঠে। উহার রূপ দেবী উমার ন্যায় অলোকসামান্য। সে দশদিক উজ্জ্বল করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এই অবসরে সুররাজ ইন্দ্র দেবদেব ব্রহ্মার চরণবন্দনা করিয়া ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন এবং ঐ সময়ে সূর্যদেবও সমস্ত দিন পর্যটনের পর ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন। ইঁহারা যুগপৎ ঐ সুরসুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন। উঁহাদের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভুজঙ্গের ন্যায় সর্বাঙ্গ উত্তেজিত হইল এবং অচিরাৎ ধৈর্যলোপ হইয়া গেল।

অনন্তর ইন্দ্র ঐ নারীর মস্তকে রেতঃ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু রেতঃ উহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হইল। ইন্দ্রের বীর্য অমোঘ। উহা হইতেই বানরপতির জন্ম। বাল অর্থাৎ মস্তকের কেশে রেতস্খলন হইয়াছিল। এই জন্য তজ্জাত পুত্রের নাম বালী হইল। পরে সূর্যদেবও অনঙ্গের বশবর্তী হইয়া ঐ নারীর গ্রীবাদেশে রেতঃ পরিত্যাগ করিলেন। রেতঃ গ্রীবায় পতিত হইয়াছিল এইজন্য তজ্জাত পুত্রের নাম সুগ্রীব হইল। সূর্যদেবও ঐ নারীকে ভাল মন্দ কিছুই কহিলেন না। তাঁহার অনঙ্গতাপ উপশমিত হইয়া গেল। পরে ইন্দ্র বালীকে গুণগ্রথিত অক্ষয় স্বর্ণ-হার দিয়া সুরলোকে প্রস্থান করিলেন এবং সূর্যও সুগ্রীবের সকল কার্যে পবন তনয় হনুমানকে একমাত্র সহায় স্থির করিয়া অন্তরীক্ষে উপনীত হইলেন।

পরে সেই রাত্রি অতীত ও সূর্য উদিত হইলে ঐ নারী পুনর্বার বানররূপ প্রাপ্ত হইল। উহার দুইটি পুত্র মহাবল কামরূপী ও পিঙ্গলচক্ষু। সে উহাদিগকে অমৃতাস্বাদ মধু পান করাইল এবং উহাদিগকে লইয়া সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা স্বপুত্র ঋক্ষরজাকে পুত্রদ্বয়ের সহিত উপস্থিত দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং উহাকে সান্ত্বনা করিয়া দেবদূতকে কহিলেন, দূত! তুমি আমার আদেশে কিষ্কিন্ধায় গমন কর। সেই পুরী অতি প্রকাণ্ড ফলমূলবহুল রত্নভূয়িষ্ঠ পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ ও পবিত্র। তথায় চাতুর্বর্ণের লোক বসতি

করিয়া আছে। বিশ্বকর্মা আমারই নিয়োগে উহা নির্মাণ করিয়াছেন। ঐ পুরীতে বহু বানরের বাস। তোমরা তথায় গিয়া যূথপতি ও অন্যান্য বানরকে আহ্বান ও সভাস্থলে সম্ভাষণপূর্বক আমার এই পুত্র ঋক্ষরজাকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া আইস। দর্শনমাত্র তাহারা এই ধীমানের যে বশবর্তী হইবে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

অনন্তর দেবদূত ঋক্ষরজাকে লইয়া কিষ্কিন্ধায় গমন করিল এবং বায়ুবেগে গুহায় প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মার নিয়োগে উহাকে অভিষেক করিল। ঋক্ষরজা বিধানানুসারে স্নাত অর্চিত ও অলঙ্কৃত হইল। তাহার মস্তকে রাজমুকুট শোভা পাইতে লাগিল। সে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া হৃষ্টমনে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর সমস্ত বানরের উপর কর্তৃত্ব করিতে লাগিল। রাম! এই ঋক্ষরজা বালী ও সুগ্রীবের পিতা এবং মাতা। এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক। যিনি এই বালী ও সুগ্রীবের উৎপত্তির কথা কীর্তন করিবেন এবং যিনি শুনিবেন তাঁহার সকল কার্য সুসিদ্ধ হয় এবং তিনি সর্বদা প্রফুল্ল থাকেন।

প্রক্ষিপ্ত ২॥ মহারাজ রাম ভ্রাতৃগণের সহিত মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট এই পৌরাণী কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। কহিলেন, তপোধন! আমি আপনার প্রসাদাৎ এই পবিত্র কথা শ্রবণ করিলাম। ইন্দ্র ও সূর্য ইঁহারাই বানর রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কি আশ্চর্য!

অনন্তর মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! পূর্বে যে নিমিত্ত রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছিল আমি তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বে সত্যযুগে একদা রাবণ স্বতেজঃপ্রজ্বলিত সূর্যসঙ্কাশ সত্যবাদী সনৎকুমারকে অবনত মস্তকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, ভগবন্! দেবগণেব মধ্যে সর্বাপেক্ষা বলবান কে? তাঁহারা কাহাকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধে শত্রুজয় করিয়া থাকেন? ব্রাহ্মণেরা কাহার উদ্দেশে নিয়ত যাগযজ্ঞ করেন এবং যোগিগণ কাহাকেই বা ধ্যান করিয়া থাকেন? আপনি সবিস্তরে ইহা কীর্তন করুন।

তখন সনৎকুমার ধ্যানবলে রাবণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া স্নেহভরে কহিলেন, বৎস! শুন। নারায়ণ হরি সমস্ত জগতের পতি। আমরা তাঁহার উৎপত্তির কথা জানি না। দেবাসুর সকলেই নিয়ত তাঁহার নিকট প্রণত হইয়া আছেন। তাঁহার নাভিদেশ হইতে জগৎপ্রভু ব্রহ্মার জন্ম। তিনি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবগণ সেই হরিকে আশ্রয় করিয়া যজ্ঞে বিধিপূর্বক অমৃত পান এবং তাঁহাকেই অর্চনা করিয়া থাকেন। যোগিগণ পুরাণ বেদ ও পঞ্চরাত্র দ্বারা তাঁহার জ্ঞানলাভপূর্বক তাঁহাকে ধ্যান এবং যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা নিয়ত তাঁহার পূজা করেন। তিনি দৈত্য, দানব ও রাক্ষস প্রভৃতি সুরশত্রুগণকে যুদ্ধে পরাজয় কবিয়া থাকেন এবং সকলের দ্বারা পূজিত হন।

রাক্ষসরাজ রাবণ প্রণাম করিয়া পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিল, তপোধন! যে-সমস্ত দৈত্য দানব ও রাক্ষস হরির হস্তে বিনষ্ট হয় তাহাদিগের কিরূপ গতিলাভ হইয়া থাকে? সনৎকুমার কহিলেন, দেবতার হস্তে মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ হয়। পরে পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গভ্রষ্ট হইলে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। জীবেরা পূর্বজন্ম-

সঞ্চিত পাপ-পুণ্যে জন্মলাভ করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে। ত্রিলোকীনাথ চক্রধারী হরি যাহাকে বিনাশ করেন সে তাঁহার নিকেতনে স্থান পায়। দেখ, তাঁহার ক্রোধও বরের তুল্য।

রাবণ সনৎকুমারের মুখে এই কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হইল। মনে করিল, আমি কিরূপে যুদ্ধে হরির হস্তে মরিব।

প্রক্ষিপ্ত ৩ ॥ রাবণ এইরূপ চিন্তা করিতেছে, ইত্যবসরে সনৎকুমার পুনর্বার কহিলেন, রাবণ! তোমার যেরূপ অভিপ্রায় অবশ্যই তাহা ঘটিবে, তুমি সুখী হও এবং কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর।

রাবণ কহিল, তপোধন! হরির স্বরূপ কিরূপ? সনৎকুমার কহিলেন, রাবণ! শুন আমি সমস্তই কহিতেছি। সেই হরি সর্বব্যাপী অব্যক্ত সূক্ষ্ম ও নিত্য। তিনি চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। তিনি ভূলোক দ্যুলোক পাতাল পর্বত বন নদনদী ও গ্রামনগর সর্বত্রই আছেন। তিনি ওঙ্কার সত্য সাবিত্রী ও পৃথিবী। তিনি ধরাধরধারী দেব অনন্ত। তিনি দিবা ও রাত্রি। তিনি উভয় সন্ধ্যা এবং চন্দ্র ও সূর্য। তিনি কাল অগ্নি বায়ু ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র ও জল। তিনি জ্বলিতেছেন ও শোভা পাইতেছেন। তিনিই ক্রীড়া করিতেছেন। তিনি লোকের সৃষ্টি সংহার ও শাসন করিতেছেন। তিনি অবিনাশী লোকনাথ পুরাণপুরুষ ও বিশ্বনাশক। রাবণ! অধিক আর কি বলিব. এই চরাচর বিশ্বে একমাত্র তিনিই বিরাজিত আছেন। সেই নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ হরি পদ্মপরাগবৎ পীতবস্ত্রে বর্ষাকালীন বিদ্যুজ্জড়িত নীল মেঘের ন্যায় শোভিত হইতেছেন। তিনি পদ্মপলাশলোচন। তাঁহার বক্ষ শ্রীবৎসলাঞ্ছিত ও শশাঙ্কশোভিত। সংগ্রামরূপিণী লক্ষ্মী মেঘমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় নিয়ত তাঁহার দেহ আবৃত করিয়া আছেন। সুরাসুর পন্নগ কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তিনি যাহাকে কৃপা করেন সেই তাঁহাকে দেখিতে পায়। বৎস! যজ্ঞফলসঞ্চিত তপ ও দানে তাঁহার দর্শন লাভ হয় না, যে ব্যক্তি তাঁহার ভক্ত, যিনি তদ্গতপ্রাণ, যাহার চিত্ত তাঁহাতে আসক্ত এবং যিনি তৎপরায়ণ, তিনিই জ্ঞানবলে নিষ্পাপ হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পান। রাবণ! এক্ষণে সেই হরিকে যদি দেখিবার ইচ্ছা থাকে ত কহিতেছি, শুন। সত্যযুগ অতীত ও ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে তিনি দেব-মনুষ্যের হিতার্থ রামমূর্তিতে জন্মগ্রহণ করিবেন। পৃথিবীতে ইক্ষ্বাকুবংশে দশরথ নামে এক রাজা হইবেন। রাম নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মিবেন। তিনি তেজস্বী বুদ্ধিমান মহাবাহু ও মহাসত্ত্ব। তিনি ক্ষমাগুণে পৃথিবীতুল্য এবং যুদ্ধে কঠোর সূর্যের ন্যায় শত্রুপক্ষের নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইবেন। হরিই সেই রাম। তিনি পিতৃনিয়োগে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিবেন। সীতা তাঁহার পত্নী। দেবী লক্ষ্মী সীতারূপে রাজা জনকের কন্যা হইয়া পৃথিবী হইতে উত্থিত হইবেন। সীতা অতি সুলক্ষণা ও অপ্রতিমরূপা। তিনি চন্দ্রের প্রভার ন্যায় এবং দেহের ছায়ার ন্যায় রামের অনুগত। ঐ সাধ্বী অতি সুশীলা সদাচারা গুণবতী ও ধীরস্বভাবা। তিনি সূর্যের রশ্মির ন্যায় এবং অদ্বিতীয় মূর্তির নায় অবস্থিত। রাবণ! এই আমি তোমার নিকট সেই অবিনাশী নিত্য পুরুষের সমস্তই কীর্তন করিলাম।

রাবণ সনৎকুমারের মুখে এই কথা শুনিয়া নারায়ণের সহিত বিরোধ-বাসনার চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার চক্ষু বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে হর্ষভরে ঘন ঘন শিরশ্চালন করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর রাম বিস্ময়বিস্ফারলোচনে পরম জ্ঞানী অগস্ত্যকে কহিলেন, তপোধন! আপনি এই পুরাতন কথা আরও কীর্তন করুন। শুনিবার জন্য আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।

প্রক্ষিপ্ত ৪॥ তখন মহর্ষি অগস্ত্য রামকে কহিলেন, শুন! এই বলিয়া তিনি প্রীতমনে উপক্রান্ত কথার অবশেষ যথাযথ কহিতে লাগিলেন, রাজন্! দুরাত্মা রাবণ এই হরির সহিত বিরোধ করিবার জন্যই জনকনন্দিনীকে হরণ করিয়াছিল। পূর্বে দেবর্ষি নারদ সুমেরু পর্বতে এই কথা কীর্তন করিয়াছিলেন। তিনি দেব গন্ধর্ব সিদ্ধ ও ঋষিগণ সমক্ষে হাস্যমুখে এই কথা কহিয়াছিলেন। রাজন্! তুমি এক্ষণে সেই পাপনাশক কথা শ্রবণ কর। দেব গন্ধর্বেরা এই কথা শুনিয়া হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে দেবর্ষি নারদকে কহিয়াছিলেন, যিনি এই কথা শুনাইবেন বা ভক্তিপূর্বক শুনিবেন তিনি পুত্রপৌত্রে পরিবৃত হইয়া স্বর্গে পূজিত হইবেন।

প্রক্ষিপ্ত ৫॥ রাবণ বীর রাক্ষসগণের সহিত জয়লাভার্থ পৃথিবীতে পর্যটন করিতেছিল। সে দৈত্য দানব রাক্ষসের মধ্যে যাহাকে অধিকবল শুনিতে পায়, তাহাকেই বলগর্বে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়া থাকে। এইরূপ পর্যটন প্রসঙ্গে একদা দেখিল দেবর্ষি নারদ মেঘপৃষ্ঠস্থ দ্বিতীয় সূর্যের ন্যায় ব্রহ্মলোক হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন। রাবণ প্রীতমনে উঁহার সন্নিহিত হইল এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, তপোধন! আপনি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত অনেক লোকই দেখিয়াছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি কোন্ লোকে মনুষ্যেরা অপেক্ষাকৃত বলবান, আমি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার সংকল্প করিয়াছি।

দেবর্ষি নারদ মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, রাক্ষসরাজ! ক্ষীরোদ সমুদ্রের নিকট শ্বেতদ্বীপ আছে। তুমি যেরূপ বলবীর্যের অনুসন্ধান করিতেছ, আমি ঐ দ্বীপের মনুষ্যকে সেইরূপই দেখিয়াছি। তাহারা মহাকায়, মহাবীর্য, ধৈর্যশীল ও চন্দ্রবৎ ধবল। তাহাদের কণ্ঠস্বর ঘন গর্জনের ন্যায় গম্ভীর এবং বাহুযুগল অর্গলাকার।

রাবণ কহিল, প্রভো! শ্বেতদ্বীপে এইরূপ মহাবল মনুষ্যদিগের কি প্রকারে জন্ম হইল? কি সূত্রেই বা তথায় তাহাদিগের বসবাস? আপনি করস্থিত আমলক ফলের ন্যায় সমস্ত জগৎ নিয়ত দর্শন করিয়া থাকেন। এক্ষণে এই কথা কীর্তন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন।

নারদ কহিলেন, রাক্ষসরাজ! ঐসকল মনুষ্য অনন্যমনে নারায়ণের আরাধনা করিয়া থাকে। উহারা তৎপরায়ণ তদাসক্তচিত্ত ও তদ্গতপ্রাণ। উহারা একান্তভাবে তাঁহার অনুগত বলিয়া শ্বেতদ্বীপে বসবাস লাভ করিয়াছে। চক্রধারী নারায়ণ হরি শার্ঙ্গধনু আকর্ষণপূর্বক যাহাকে বিনাশ করেন তাহার বাস স্বর্গলোকে। বৎস! যাগযজ্ঞ, দান সংযম ও তপোবলে ঐ স্বর্গলোক লাভ হয় না।

তখন রাবণ দেবর্ষি নারদের এই কথা শুনিয়া বিস্ময়ভরে বহুক্ষণ চিন্তা করত স্থির করিল, আমি নারায়ণের সহিত যুদ্ধ করিব। পরে সে নারদের অনুজ্ঞাক্রমে শ্বেতদ্বীপে যাত্রা করিল। দেবর্ষি নারদও কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া বহুক্ষণ চিন্তা করত এই পরমাশ্চর্য ব্যাপার দর্শন করিবার মানসে শীঘ্র শ্বেতদ্বীপে যাত্রা করিলেন। এই ব্রাহ্মণ কেলিপ্রিয় ও যুদ্ধোৎসাহী। রাবণ বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত সিংহনাদে দশদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া শ্বেতদ্বীপে উপস্থিত হইল। নারদও উত্তীর্ণ হইলেন। ঐ দেবদুর্লভ দ্বীপের তেজে রাবণের রথ বায়ুবেগে আহত হইয়া পবনভরে মেঘ যেমন অস্থির হয় তদ্রূপ অস্থির হইয়া উঠিল। রাবণের সচিবগণ ঐ দুর্দর্শ দ্বীপ দেখিবামাত্র অতিমাত্র ভীত হইয়া কহিল, রাক্ষসরাজ! আমরা বিমোহিত হইয়াছি, আমাদের সংজ্ঞা বিলুপ্ত। যুদ্ধ করা দূরে থাক, আমরা এস্থলে তিষ্ঠিতেও পারিলাম না। এই বলিয়া উহারা তথা হইতে পলায়ন করিল। রাবণও ঐ স্বর্ণালঙ্কৃত পুষ্পকরথ পরিত্যাগ করিল এবং ভীমরূপ পরিগ্রহ করিয়া একাকী শ্বেতদ্বীপে প্রবিষ্ট হইল। প্রবেশকালে সহসা বহুসংখ্য নারী উহাকে দেখিতে পাইল এবং ঐ সমস্ত নারীর মধ্যে একজন হাস্যমুখে রাবণের করগ্রহণপূর্বক জিজ্ঞাসিল, তুমি কি জন্য এই শ্বেতদ্বীপে আসিয়াছ? কাহার পুত্র এবং কেই বা তোমায় এই স্থানে প্রেরণ করিল? রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাকে কহিল, আমি মহর্ষি বিশ্রবার পুত্র, নাম রাবণ। আমি যুদ্ধার্থ এই দ্বীপে আইলাম, কিন্তু আমার সহিত যুদ্ধ করিবে এমন ত কাহাকেই দেখিতেছি না।

তখন দুরাত্মা রাবণের এই কথা শুনিয়া ঐ সমস্ত যুবতী মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল এবং তন্মধ্যে একজন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বালকবৎ অবলীলাক্রমে রাবণের কটিদেশ ধরিয়া সখীদিগের মধ্যে ঘুরাইতে লাগিল। কহিল, দেখ সখি! আমি একটা কীট ধরিয়াছি। ইহার মুখ দশটা, হস্ত বিংশতিটা, এবং বর্ণ গাঢ় কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণ। তৎকালে রাবণ হস্ত হইতে হস্তান্তরে নিক্ষিপ্ত এবং অনবরত ঘুরিতেছে। পরে ঐ ধীমান এইরূপে ভ্রাম্যমাণ হইয়া ক্রোধভরে একজনের হস্ত দংশন করিল। নারী তৎক্ষণাৎ ঐ কীটকে পরিত্যাগ করিয়া দংশনজ্বালায় হাত নাড়িতে লাগিল। তখন আর একটি নারী রাবণকে লইয়া আকাশে উত্থিত হইল। রাবণ ক্রোধভরে উহাকেও নখ দ্বারা বিদীর্ণ করিল। ঐ নারী নখরাঘাতে ব্যথিত হইয়া উহাকে ফেলিয়া দিল। রাবণ ভয়ার্ত হইয়া বজ্রবিদীর্ণ গিরিশিখরের ন্যায় সমুদ্রে পড়িল। ফলতঃ শ্বেতদ্বীপের যুবতীগণ এইরূপে উহাকে ধরিয়া ইতস্ততঃ ঘুরাইয়াছিল। ঐ সময় দেবর্ষি নারদ স্ত্রীহস্তে রাবণের এইরূপ অবমাননা দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং অট্টহাস্যসহকারে নৃত্য করিতে লাগিলেন। রাম! ঐ দুরাত্মা রাবণই তোমার হস্তে মৃত্যু কামনা করিয়া সীতাকে অপহরণ করিয়াছিল। তুমি শঙ্খচক্রগদাধারী নারায়ণ। সকল দেবতাই তোমাকে নমস্কার করেন। তোমার হস্তে শার্ঙ্গধনু পদ্ম ও বজ্রাস্ত্র এবং বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন। তুমি পদ্মনাভ হৃষীকেশ, মহাযোগী ও ভক্তগণের অভয়প্রদ। তুমি রাবণবিনাশ উদ্দেশে মনুষ্যমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছ। তুমি যে স্বয়ং নারায়ণ ইহা কি নিজে জান না? এক্ষণে তুমি আপনাকে আপনি স্মরণ কর। ব্রহ্মা কহিয়াছেন, তুমি গুহ্য হইতেও গুহ্য। তুমি ত্রিগুণ ও ত্রিবেদী, তুমি স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল ব্যাপিয়া আছ, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে তোমারই কার্য, তুমি অসুরনাশক। তুমি ত্রিপদে ত্রিলোক

আক্রমণ করিয়াছ। তুমি বলিকে বন্ধন করিবার জন্য দেবী অদিতির গর্ভে বামন-রূপে জন্মিয়াছিলে। এক্ষণে তুমি লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন উদ্দেশে মনুষ্যমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছ। রাজন্! তোমার বাহুবলে দেবকার্যসাধন রাবণ সবংশে বিনষ্ট। দেবতা ও ঋষিগণ যারপরনাই সন্তুষ্ট তোমারই প্রসাদে সমস্ত জগৎ নিষ্কণ্টক। সীতা স্বয়ং লক্ষ্মী। তিনি তোমারই জন্য রাজা জনকের গৃহে ভূতল হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। রাক্ষসেরা লঙ্কায় উঁহাকে মাতার ন্যায় রক্ষা করিয়াছিল।

রাম! এই আমি তোমার নিকট রাবণের বৃত্তান্ত কীর্তন করিলাম। দীর্ঘজীবী দেবর্ষি নারদই আমাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন। সনৎকুমার রাবণকে যেরূপ উপ-দেশ দেন সে অবিলম্বে তদনুরূপ কার্য করিয়াছে। বিদ্বান ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণের নিকট এই ব্যাপার কীর্তন করিলে শ্রাদ্ধে যে অক্ষয় অন্ন প্রদত্ত হয় তাহা পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করে।

অনন্তর রাম এই অত্যাশ্চর্য কথা শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। সুগ্রীবাদি বানর, বিভীষণ প্রভৃতি রাক্ষস, অমাত্যগণের সহিত রাজা এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও ধার্মিক শূদ্র সকলেই বিস্মিত ও হৃষ্ট হইলেন। তৎকালে সকলে নির্নিমেষলোচনে রামকেই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

পরে মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে আমরা চলিলাম। এই বলিয়া তাঁহারা পূজিত হইয়া স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাত্রিংশ সর্গ ॥ এইরূপে মহারাজ রাম প্রতিদিন পুর ও জনপদবাসী প্রজা-বর্গের সমস্ত কার্য পর্যালোচনাপূর্বক কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবস অতীত হইলে তিনি মিথিলাধিপতি জনককে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য! আপনি আমাদিগের একমাত্র অটল আশ্রয়। আপনিই আমাদিগকে পালন করিতেছেন, আমি আপনারই কঠোর তেজোবলে রাবণকে পরাজয় করিয়াছি। ইক্ষ্বাকুবংশীয় ও নিমিবংশীয়দিগের সম্বন্ধজনিত প্রীতির পরিচ্ছেদ নাই।

এক্ষণে আপনি মৎপ্রদত্ত ধনরত্ন উপহার লইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করুন। ভরত আপনার সাহায্যার্থ আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবেন।

তখন রাজর্ষি জনক কহিলেন, বৎস! এক্ষণে আমার স্বরাজ্যে প্রস্থান করা আবশ্যক। আমি তোমায় দেখিয়া প্রীত হইলাম। তুমি যে সমস্ত রত্ন আমার জন্য সঞ্চয় করিয়াছ আমি তৎসমুদয় আমার কন্যাদিগকে দিলাম। এই বলিয়া রাজর্ষি জনক স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাম সবিনয়ে মাতুল যুধাজিৎকে কহিলেন, রাজন্! এই রাজ্য, আমি, লক্ষ্মণ ও ভরত সমস্তই আপনার অধীন, আপনি আমাদিগের একমাত্র আশ্রয়। এক্ষণে বৃদ্ধ কেকয়রাজ আপনাকে না দেখিয়া কষ্ট পাইবেন, অতএব আমার ইচ্ছা আপনি অদ্যই মৎপ্রদত্ত ধনরত্ন উপহার লইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করুন। প্রস্থানকালে লক্ষ্মণ আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবেন। এই বলিয়া রাম তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন। যুধাজিৎ কহিলেন, রাজন্! ধনরত্ন তোমারই থাক, এই বলিয়া তিনি রামকে প্রদক্ষিণপূর্বক অসুরবিনাশের পর ইন্দ্র যেমন বিষ্ণুর সহিত প্রস্থান করিয়াছিলেন তদ্রূপ লক্ষ্মণের সহিত প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাম কাশীরাজ বয়স্য নির্ভয় প্রতর্দনকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন, সখে! তুমি যুদ্ধসাহায্যের নিমিত্ত ভরতের সহিত বিস্তর উদ্যোগ করিয়াছিলে, ইহা দ্বারা আমার প্রতি প্রীতি ও সৌহৃদ্যের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। এক্ষণে তুমি প্রাকারবেষ্টিত তোরণসম্পন্ন স্বভুজবলে রক্ষিত রমণীয় কাশীপুরীতে প্রস্থান কর। এই বলিয়া রাম আসন হইতে উত্থিত হইয়া উঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর কাশীরাজ প্রতর্দন প্রস্থান করিলে রাম তিন শত রাজাকে সহাস্যমুখে মধুর বাক্যে কহিলেন, রাজগণ! আপনারা স্বমহিমায় আমার প্রতি অটল প্রীতি রক্ষা করিয়াছেন। আপনারা মহাত্মা, ধর্ম ও সত্য নিয়তই আপনাদিগকে আশ্রয় করিয়া আছে। আপনাদিগের মহানুভবতা ও তেজেই দুরাত্মা নির্বোধ রাবণ সপরিবারে বিনষ্ট হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আমি উপলক্ষ মাত্র। ভ্রাতা ভরতের প্রযত্নে আপনারা এস্থানে সমবেত এবং জানকীর অপহরণ-সংবাদে যুদ্ধের জন্য উদ্যুক্তও হইয়াছিলেন। এক্ষণে বহুদিন অতীত হইল আপনারা আসিয়াছেন। আমার ইচ্ছা আপনারা প্রস্থান করুন। তখন রাজগণ পুলকিত হইয়া কহিলেন, রাজন্! আমাদিগের সৌভাগ্য যে আপনি বিজয়ী হইয়াছেন। রাজ্যপ্রতিষ্ঠা ও জানকীর উদ্ধার করিয়াছেন। এই আমাদিগের সকল কামনার শ্রেষ্ঠ কামনা, এই আমাদিগের সকল প্রীতির উৎকৃষ্ট প্রীতি যে আমরা আপনাকে হতশত্রু ও বিজয়ী দেখিলাম। আপনি যে আমাদিগকে প্রশংসা করিতেছেন, ইহা আপনার মহত্ত্বের সমুচিত, কিন্তু আপনি সকল প্রকার প্রশংসার পাত্র হইলেও আমরা আপনার ন্যায় এইরূপ প্রশংসা করিতে জানি না। এক্ষণে আমরা আপনার অনুমতি লইতেছি; স্ব-স্ব স্থানে চলিলাম। আপনি সততই আমাদিগের হৃদয়স্থ, আমরাও আপনার হৃদয়স্থ হইতে পারি এইরূপ প্রীতি যেন আমাদিগের উপর থাকে। রাম কহিলেন, অবশ্য তাহাই হইবে। এই বলিয়া তিনি উঁহাদিগের যথোচিত সমাদর ও পূজা করিলেন। রাজগণও গমনে একান্ত উৎসুক হইয়া হৃষ্টমনে স্ব-স্ব দেশে প্রস্থান করিলেন।

একোনচত্বারিংশ সর্গ ॥ মহীপালগণ হস্ত্যশ্বে পৃথিবীকে কম্পিত করিয়া তথা হইতে যাত্রা করিলেন। রামের লংকাসমরে সাহায্য করিবার জন্য ভরতের আজ্ঞাক্রমে বহু অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত হইয়াছিল। রাজগণ প্রস্থানকালে বল-গর্বে কহিতে লাগিলেন, আমরা রামের শত্রু রাবণকে যুদ্ধস্থলে পাইলাম না। ভরত যুদ্ধশেষে অকারণ আমাদিগকে আনিয়াছিলেন। যদি আমরা পূর্বে আসিতাম তাহা হইলে রাম ও লক্ষ্মণের বাহুবলে রক্ষিত হইয়া নিশ্চয় রাক্ষসবধ করিতে পারিতাম। আমরা সমুদ্রপারে নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতাম। রাজগণ এইরূপ ও অন্যান্য রূপ নানাকথার প্রসঙ্গ করিয়া হৃষ্টমনে স্ব-স্ব রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। ইঁহাদিগের রাজ্য ধনধান্যপূর্ণ সমৃদ্ধ ও সুপ্রসিদ্ধ। ইঁহারা অক্ষতদেহে উপস্থিত হইয়া রামের প্রীতিসম্পাদনার্থ নানারূপ উপহার প্রদান করিলেন। অশ্ব, যান, রত্ন, মদোৎকট হস্তী, উৎকৃষ্ট চন্দন, মহামূল্য আভরণ, মণিমুক্তা, প্রবাল, সুন্দরী দাসী, ছাগ, মেষ ও রথ প্রচুর পরিমাণে উপহার দিলেন। ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন তৎসমুদয় লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং আসিয়া রামের হস্তে সমস্তই দিলেন। রাম ঐ সকল রত্ন লইয়া হৃষ্টমনে কৃতকর্মা সুগ্রীব, বিভীষণ, অন্যান্য রাক্ষস ও যাহাদিগের সাহায্যে লংকার যুদ্ধে জয়লাভ হইয়াছে সেই সকল বানরকে প্রদান করিলেন। তখন বানর ও রাক্ষসেরা রামের প্রদত্ত রত্ন লইয়া কেহ মস্তকে কেহ হস্তে ধারণ করিল। অনন্তর কমললোচন রাম অংগদ ও হনুমানকে ক্রোড়ে লইয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, কপিরাজ! এই অংগদ তোমার সুপুত্র এবং হনুমান তোমার মন্ত্রী। ইঁহারা উভয়েই আমার হিতসাধনে নিযুক্ত ও মন্ত্রী। এক্ষণে ইঁহাদিগকে সৎকার করা আবশ্যক। এই বলিয়া তিনি স্বদেহ হইতে সমস্ত আভরণ উন্মোচনপূর্বক ঐ দুই বীরকে পরাইয়া দিলেন। পরে তিনি নীল, নল, কেসরী, গন্ধমাদন, কুমুদ সুষেণ. পনস, মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান, গবাক্ষ, বিনত, ধূম্র, বলীমুখ, প্রজঙ্ঘ, সন্নাদ. দরীমুখ, দধিমুখ ও ইন্দ্রজানু এইসকল মহাবল যূথপতিকে সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণপূর্বক মধুর কোমলবাক্যে কহিলেন, তোমরা আমার সুহৃদ, আমার দেহ এবং আমার ভ্রাতা। তোমরাই আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছ। ধন্য সুগ্রীব. তিনি তোমাদিগের ন্যায় বন্ধু লাভ করিয়াছেন। এই বলিয়া রাম উঁহাদিগকে মর্যাদানুসারে অলংকার এবং মহামূল্য হীরক প্রদান করিলেন। বানরেরা সুগন্ধি মধুপান এবং সুসংস্কৃত মাংস ও ফলমূল ভক্ষণপূর্বক তথায় সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। এইরূপে কয়েক মাস অতীত হইয়া গেল, কিন্তু রামের প্রতি প্রীতি ও ভক্তিনিবন্ধন উহা যেন সকলের মুহূর্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রামও ঐসকল রাক্ষস, বানর ও ভল্লুকগণের সহিত পরম সুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দ্বিতীয় শিশির কাল অতীত হইল।

চত্বারিংশ সর্গ ॥ একদা রাম সুগ্রীবকে কহিলেন, সৌম্য! তুমি এক্ষণে দেবগণেরও দুরাক্রমণীয় কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে যাও এবং অমাত্যগণের সহিত নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ কর। তুমি পরম প্রীতির চক্ষে অঙ্গদকে দেখিও এবং হনুমান, মহাবল নল. সুষেণ, তার, কুমুদ, দুর্ধর্ষ নীল, বীর শতবলি, মৈন্দ,

দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, ঋক্ষরাজ জাম্ববান, গন্ধমাদন, ঋষভ, সুপাটল, কেশরী, শরভ, শুম্ভ, শঙ্খচূড় এবং আর আর যে-সমস্ত বানর আমার সাহায্যার্থ প্রাণপণ করিয়াছিলেন তুমি তাঁহাদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিও, কদাচ তাঁহাদিগের কোন অপকার করিও না। রাম কপিরাজ সুগ্রীবকে এই কথা বলিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক মধুরবাক্যে বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি গিয়া ধর্মানুসারে লঙ্কা শাসন কর। ভ্রাতা কুবের রাক্ষসপুরবাসী ও আমরা সকলেই তোমাকে ধর্মজ্ঞ বলিয়া জানি। তুমি কদাচ অধর্মবুদ্ধি করিও না, বুদ্ধিমান রাজারই রাজ্যভোগ হয়। এক্ষণে নির্বিঘ্নে প্রস্থান কর, তুমি প্রীতি-সহকারে সুগ্রীবের সহিত আমাকে নিয়তই স্মরণে রাখিও।

তখন বানর ভল্লুক ও রাক্ষসেরা রামের এইসমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহকে সাধু-বাদপূর্বক পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে লাগিল। কহিল, রাজন্! তোমার বুদ্ধি বল ও প্রকৃতিমাধুর্য ব্রহ্মার নায় অলৌকিক। হনুমান প্রণাম করিয়া কহিলেন, রাজন্! তোমার প্রতিই যেন নিয়ত আমার উৎকৃষ্ট প্রীতি ও ভক্তি থাকে, মনের ভাব যেন আর অন্যত্র না যায়। যাবৎ পৃথিবীতে রামকথা থাকিবে তাবৎ যেন আমি জীবিত থাকি। তোমার এই দিব্যচরিত অপ্সরা-সকল যেন নিয়ত আমায় শ্রবণ করায়। আমি তোমার এই চরিতকথা শুনিয়া বায়ু যেমন মেঘকে দূর করিয়া দেয় তদ্রূপ তোমার অদর্শনজনিত উৎকণ্ঠা দূর করিব।

তখন রাম উৎকৃষ্ট আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক হনুমানকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহভরে কহিলেন, বীর! তোমার যেরূপ অভিপ্রায় নিশ্চয় তাহাই হইবে। যদবধি এই জীবলোকে আমার চরিতকথা থাকিবে তাবৎ তোমার শরীর ও কীর্তি স্থায়ী হইবে। যদবধি এই-সমস্ত লোক থাকিবে তাবৎ আমার চরিতকথা বিলুপ্ত হইবে না। তুমি আমার যত উপকার করিয়াছ তাহার এক-একটির জন্য তোমাকে প্রাণ দেওয়া কর্তব্য কিন্তু সমস্ত উপকারের যাহা অবশিষ্ট তজ্জন্য আমরা তোমার নিকট ঋণী থাকিলাম। মনুষ্য আপৎকালেই প্রত্যুপকার চায়, অতএব তোমার কোন বিপদ না ঘটুক, তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ তাহা আমার দেহে জীর্ণ হইয়া যাক্। এই বলিয়া রাম স্বীয় কণ্ঠ হইতে চন্দ্রধবল বৈদূর্যমণি-শোভিত হার উন্মুক্ত করিয়া উঁহার কণ্ঠে বন্ধন করিয়া দিলেন। হনুমান ঐ হারের প্রভায় চন্দ্রালোকশোভিত সুমেরু পর্বতের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন। মহাবল বানরেরা ক্রমে ক্রমে গাত্রোত্থান করিয়া রামকে প্রণামপূর্বক নির্গত হইতে লাগিল। রাম সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিলেন। বিভীষণ প্রভৃতি সকলেই যাত্রাকালে দুঃখে বিমোহিত হইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। বাষ্পভরে সকলের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সকলেই শূন্যমনা। দেহাভিমানী দেহত্যাগ করিবার কালে যেমন কাতর হয়, সকলে সেইরূপ কাতর হইয়া স্ব স্ব গৃহে যাত্রা করিল।

একচত্বারিংশ সর্গ ॥ এইরূপে রাম বানরাদি সকলকেই বিদায় দিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা অপরাহ্নে তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত অন্তরীক্ষ হইতে উচ্চারিত এই মধুর কথা শুনিতে পাই-

লেন, রাজন্‌! তুমি প্রসন্নমুখে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আমি ধনাধিপতি কুবেরের গৃহ হইতে উপস্থিত। আমার নাম পুষ্পক। আমি তোমার শাসন শিরোধার্য করিয়া কুবেরকে সেবা করিবার জন্য প্রস্থান করিয়াছিলাম কিন্তু তিনি আমাকে উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, মহাত্মা রাম দুর্ধর্ষ রাবণকে বিনাশ করিয়া তোমায় অধিকার করিয়াছেন। দুরাত্মা রাবণ সবংশে সগণে ও সবান্ধবে বিনষ্ট হওয়াতে আমি যারপরনাই সুখী হইয়াছি। পুষ্পক! রাম যখন তোমায় অধিকার করিয়াছেন তখন আমি আদেশ দিতেছি তুমি তাঁহাকে গিয়া বহন কর। সকল লোকেই তোমার গতি অপ্রতিহত. তুমি যে রামকে বহন করিবে ইহাতেই আমার পরম প্রীতি। এক্ষণে তুমি স্বচ্ছন্দমনে প্রস্থান কর। রাজন্‌! আমি কুবেরের আদেশক্রমে তোমার নিকট আইলাম, তুমি অসঙ্কুচিতমনে আমাকে গ্রহণ কর। অতঃপর আমি তোমার আজ্ঞা প্রতিপালনপূর্বক স্বপ্রভাবে বিচরণ করিব।
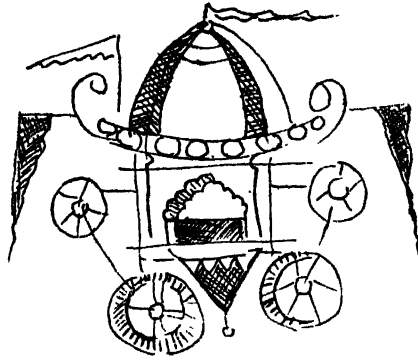
তখন রাম বিমানকে পুনরায় উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, পুষ্পক! আইস. যখন ধনাধিপতি কুবের অনুকূল তখন তোমায় গ্রহণ করিলে কোনরূপে অসৎ-ব্যবহার হইতে পারে না। এই বলিয়া রাম লাজাঞ্জলি ও সুগন্ধি ধূপদ্বারা পুষ্পককে পূজা করিয়া কহিলেন, পুষ্পক! এখন তুমি যাও, যখন তোমায় স্মরণ করিব সেই সময় আইস। তুমি ব্যোমমার্গে সুখে থাক এবং অপ্রতিহত গতিতে যথেচ্ছ বিচরণ কর। এই বলিয়া পুষ্পককে বিদায় দিলেন। পুষ্পকও তথা হইতে অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল।

অনন্তর ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিলেন, আর্য! আপনি দেবতা. আপনার এই রাজ্যপালনকালে মনুষ্যাতিরিক্ত জীবেরও বাক্‌শক্তি হইয়াছে। বহু-দিন হইল মনুষ্যেরা নীরোগ. জরাজীর্ণ হইলেও কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয় না। স্ত্রীলোকেরা সুস্থ সন্তান প্রসব করিতেছে। সকলেরই দেহ হৃষ্টপুষ্ট। এই পুরবাসীদিগের আনন্দের আর অবধি নাই। মেঘ যথাকালে অমৃত বৃষ্টি করিতেছে। আর বায়ুও সুখস্পর্শ ও শুভ হইয়া নিরবচ্ছিন্ন বহিতেছে। পৌর ও জানপদগণ কহিয়া থাকে, এরূপ রাজা আমাদিগের চিরকালই হউক।

রাম ভরতের মুখে এই মধুর কথা শুনিয়া যারপরনাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর মহারাজ রাম অশোক বনে প্রবেশ করিলেন। ঐ

বন চন্দন অগরু চূত তুঙ্গ কালেয়ক দেবদারু চম্পক পুন্নাগ মধুক পনস অসন ও জ্বলন্তঅঙ্গারতুল্য পারিজাতে সুশোভিত। লোধ্র নীপ অর্জুন নাগকেসর সপ্তপর্ণ অতিমুক্ত মন্দার কদলী প্রিয়ঙ্গু কদম্ব বকুল জম্বু দাড়িম কোবিদার ও নানাপ্রকার পুষ্প ও লতাজালে পরিবৃত। এই সমস্ত বৃক্ষ সর্বদা ফলপুষ্পে বিরাজিত, দিব্য গন্ধ ও রসযুক্ত, তরুণ অঙ্কুর ও পল্লবে শোভিত ও মনোহর। এতদ্ব্যতীত ঐ অশোক বনে শিল্পিপ্রস্তুত নানারূপ কৃত্রিম বৃক্ষ আছে। তৎসমুদয় মনোজ্ঞ পল্লব ও পুষ্পে পূর্ণ, উন্মত্ত ভ্রমরে সমাকীর্ণ এবং কোকিল ভৃঙ্গরাজ ও চূতপরাগপিঞ্জরকায় পক্ষিগণে শোভিত। ঐ সকল বৃক্ষের মধ্যে কোনটি স্বর্ণবর্ণ, কোনটি অগ্নিশিখাকার, কোনটি গাঢ় কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণ। সুগন্ধি পুষ্পস্তবক উহার অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। তথায় জলপূর্ণ নানারূপ দীর্ঘিকা আছে। উহার সোপান মণিময় এবং মধ্যভূমি স্ফটিকে রচিত, উহাতে পদ্মদল বিকসিত হইয়া আছে এবং চক্রবাক দাত্যুহ শুক হংস ও সারস উহার তীরে ও নীরে নিরন্তর কলরব করিতেছে। উহার তীরে ফলপুষ্পশোভিত নানারূপ বৃক্ষ। উহা প্রাকারে পরিবেষ্টিত ও শিলাতলে শোভিত। ঐ অশোক বনে নীলকান্তমণিসদৃশ শাদ্বল স্থান রহিয়াছে। তথায় বৃক্ষসকল যেন পরস্পর স্পর্ধা করিয়া পুষ্প প্রসব করিতেছে। আকাশ যেমন তারাগণে শোভিত হয় সেইরূপ বৃন্তচ্যুত পুষ্পে শিলাতলসকল অলঙ্কৃত হইয়া আছে। দেবরাজ ইন্দ্রের যেমন নন্দন এবং ধনাধিপতি কুবেরের যেমন ব্রহ্মনির্মিত চৈত্ররথ কানন, রামের সেইরূপ ঐ অশোক বন। উহাতে বহুলোকের স্থানসন্নিবেশ হইতে পারে এরূপ গৃহ ও লতাগৃহ আছে। উহা সমৃদ্ধিপূর্ণ। রাম ঐ অশোক বনে প্রবেশ করিয়া কুসুমখচিত আস্তরণাচ্ছন্ন আসনে উপবেশন করিলেন এবং সীতাকে লইয়া স্বহস্তে মৈরেয় নামক বিশুদ্ধ মদ্য পান করাইতে লাগিলেন। ঐ সময় ভৃত্যেরা শীঘ্র রামের ভোজনার্থ সুসংস্কৃত মাংস ও নানাপ্রকার ফলমূল আনয়ন করিল। নৃত্যগীতবিশারদ সুরূপ সর্বালংকারশোভিত কিন্নরী অপ্সরা ও অন্যান্য নারী মদ্যপানে মত্ত হইয়া নৃত্যগীত দ্বারা রামকে আনন্দিত করিতে লাগিল। বশিষ্ঠ যেমন অরুন্ধতীর সহিত উপবিষ্ট হইয়া শোভা পান সেইরূপ রাম সীতার সহিত উপবিষ্ট হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ ভোগসুখপ্রদ শীতকাল অতীত হইল। রাম এইরূপ ভোগপ্রসঙ্গে বহুকাল যাপন করিলেন। তিনি পূর্বাহ্নে ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান করিয়া দিবসের শেষার্ধ অন্তঃপুরে অতিবাহিত করিতেন। জানকীও পৌর্বাহ্নিক দৈবকার্য সমাপন করিয়া নির্বিশেষে শ্বশ্রূদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। পরে বিচিত্র বসন-ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া শচী যেমন ইন্দ্রের নিকট গমন করেন তদ্রূপ রামের নিকট গমন করিতেন। রাম ঐ শুভাচারশোভিতা পত্নীকে দেখিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইতেন এবং উঁহাকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদান করিতেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা রাম জানকীকে কহিলেন, প্রিয়ে! দেখিতেছি, এক্ষণে তোমার সমস্ত গর্ভলক্ষণ উপস্থিত, বল, কি তোমার অভিপ্রায়? আমি তোমার কি করিব?

জানকী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, নাথ! এক্ষণে আমার পবিত্র আশ্রম দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে। যে-সমস্ত ফলমূলাশী তেজস্বী ঋষি গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট হইয়া তপস্যা করিতেছেন আমি তাঁহাদের নিকট গমন করিব। আমি

অন্ততঃ একরাত্রি তাঁহাদের তপোবনে গিয়া বাস করিব। এই আমার মনোগত ইচ্ছা।

রাম কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই হইবে, তজ্জন্য আশঙ্কা করিও না, কল্যই তপোবনে যাত্রা করিবে। রাম জানকীকে এই কথা বলিয়া সুহৃদগণের সহিত মধ্যকক্ষায় প্রবেশ করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ ॥ মহারাজ রাম মধ্যকক্ষায় উপবিষ্ট হইলে অনেক বিচক্ষণ লোক আসিয়া তাঁহার চতুর্দিক বেষ্টন এবং নানা কথার প্রসঙ্গপূর্বক হাস্য-পরিহাস করিতে লাগিল। বিজয়, মধুমত্ত, কাশ্যপ, মঙ্গল, কুল, সুরাজী, কালিয়, ভদ্র, দন্তবক্র ও সুমাগধ প্রভৃতি সভাসদেরা হৃষ্টমনে হাস্যোদ্দীপক নানা কথা কহিতে লাগিল। এই অবসরে মহারাজ রাম জিজ্ঞাসিলেন, ভদ্র! এখন নগরে কি কি জল্পনা হইয়া থাকে? গ্রাম ও নগরবাসীরা আমার বিষয় কি বলিয়া থাকে? সীতা সংক্রান্ত কোন কথা হয় কি না? সকলে ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের বিষয় কি বলে এবং মাতা কৈকেয়ীর কথাই বা কি হয়? দেখ, রাজার কথা লইয়া কি বন কি নগর সর্বত্রই আন্দোলন হইয়া থাকে।

ভদ্র কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ! পুরবাসীরা আপনার কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে সর্বাঙ্গীণ ভালই বলিয়া থাকে। তাহারা এই রাবণবধজনিত জয়ের কথা অনেক করিয়া বলে। রাম কহিলেন, ভদ্র! পুরবাসীরা ভালমন্দ উভয় প্রকারের কথা কিরূপ কহিয়া থাকে তুমি যথার্থতঃ তাহাই বল। শুনিয়া ভালটা করিব এবং মন্দটা পরিত্যাগ করিব। তুমি নির্ভয়ে বিশ্বস্তচিত্তে অসঙ্কোচে সমস্তই বল।

তখন ভদ্র সাবধান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, মহারাজ! পুরবাসীরা বন উপবনে চত্বর আপণে এবং পথে-ঘাটে ভালমন্দ যে-সমস্ত কথা কহে, কহিতেছি, শুনুন। তাহারা কহিয়া থাকে, মহারাজ রাম সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছেন; এই কার্য অতি দুষ্কর, আমরা কখন শুনি নাই যে পূর্বরাজগণ এবং দেবদানবও ইহা পারিয়াছেন। রাম দুর্জয় রাবণকে বলবাহনের সহিত বিনষ্ট এবং রাক্ষসগণের সহিত ভল্লুক ও বানরদিগকে বশীভূত করিয়াছেন। তিনি রাবণবধের পর সীতাকে উদ্ধার করেন এবং ঈর্ষাকে পৃষ্ঠে রাখিয়া তাঁহাকে পুনরায় গৃহেও আনিয়াছেন। জানি না, রামের হৃদয়ে সীতাসম্ভোগসুখ কিরূপ প্রবল। রাবণ সীতাকে বলপূর্বক ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া যায় এবং লঙ্কায় গিয়া তাঁহাকে অশোক বনে রাখে। সীতা রাক্ষসদিগের বশীভূত ছিলেন। জানি না রাম কেন তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলেন না। রাজার যেরূপ আচরণ প্রজারাও তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে, অতঃপর স্ত্রীর এইরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে আমরাও সহিয়া থাকিব। রাজন্! আপনার সংক্রান্ত কথা উপস্থিত হইলে গ্রাম নগর সর্বত্র সকলে এইরূপই কহিয়া থাকে।

তখন রাম এই কথা শুনিবামাত্র অতিশয় কাতর হইলেন এবং সুহৃদ্গণকে কহিলেন, তোমরা বল এই কথা সত্য কি না। তখন সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া রামকে অভিবাদনপূর্বক কহিল, রাজন্! ভদ্র যাহা কহিলেন, ইহার কিছুই অলীক নহে।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম সুহৃদ্‌গণকে বিসর্জন করিয়া বুদ্ধিবলে কার্য-নির্ণয়পূর্বক সম্মুখে আসীন দ্বৌবারিককে কহিলেন, তুমি শীঘ্র লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নকে আমার নিকট আনয়ন কর। তখন দ্বৌবারিক রাজাজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া অপ্রতিহত পদে লক্ষ্মণের গৃহে উপস্থিত হইল এবং জয়াশীর্বাদে তাঁহার সম্বর্ধনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, আপনি অবিলম্বে তাঁহার নিকট যাত্রা করুন। তখন লক্ষ্মণ রামের আদেশ পাইবামাত্র দ্রুতগতি গমন করিলেন। পরে দ্বৌবারিক ভরতের নিকটস্থ হইয়া সমুচিত সম্বর্ধনাপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়াবনত দেহে কহিল, মহারাজ আপনাকে দেখিবার সংকল্প করিয়াছেন। তখন ভরত রামের আদেশ পাইবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া পদব্রজে যাত্রা করিলেন। পরে দ্বৌবারিক সত্বর শত্রুঘ্নের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি আসুন। কুমার লক্ষ্মণ ও ভরত পূর্বেই গিয়াছেন। তখন শত্রুঘ্ন আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক উদ্দেশে রামকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর দ্বৌবারিক রামের নিকট গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ! আপনার ভ্রাতৃগণ উপস্থিত হইয়াছেন। তখন রামের মন চিন্তায় আরও আকুল হইয়া উঠিল। তিনি নতমুখে দীনমনে কহিলেন, তুমি শীঘ্র কুমারদিগকে আমার নিকট আনয়ন কর। তাঁহারাই আমার প্রিয়তর প্রাণ, তাঁদের উপরই আমার জীবন।

পরে শুক্লাম্বরধারী বিনীত কুমারগণ কৃতাঞ্জলিপুটে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, রামের মুখ রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায়, সন্ধ্যাকালীন সূর্যের ন্যায় ও শোভাহীন পদ্মের ন্যায় মলিন এবং নেত্রযুগল বাষ্পে পরিপূর্ণ। তদ্দৃষ্টে উঁহারা বিষণ্ণ হইয়া সত্বর তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রাম সজলনয়নে উঁহাদিগকে উত্থাপন ও আলিঙ্গনপূর্বক বসিবার অনুমতি দিয়া কহিলেন, ভ্রাতৃগণ!

তোমরাই আমার জীবনসর্বস্ব, তোমাদের কৃত রাজ্য আমি পালন করিতেছি এই মাত্র, বস্তুতঃ তোমরাই রাজা। তোমরা শাস্ত্রজ্ঞানের অনুরূপ কার্য করিয়াছ এবং তোমরা বুদ্ধিমান। এক্ষণে আমি যাহা কহিব তোমরা সকলেই তাহার অনুসরণ কর।

কুমারগণ রামের কথা শুনিবার জন্য উদ্বিগ্নমনে মনঃসমাধান করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম শুষ্কমুখে ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, পুরবাসিগণের মধ্যে সীতাসংক্রান্ত যেরূপ কথা রটিয়াছে তোমরা তাহা শুন, কিন্তু কেহই মনে কষ্ট পাইও না। গ্রাম ও নগর-মধ্যে আমার অত্যন্ত অপবাদ হইয়াছে, তজ্জন্য আমি মর্মে যারপরনাই আঘাত পাইয়াছি। দেখ, মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর বংশে আমার জন্ম। সীতারও মহাত্মা জনকের কুলে জন্ম। লক্ষ্মণ! তুমি তো জানই, রাবণ দণ্ডকারণ্য হইতে সীতাকে হরণ করিয়াছিল বলিয়া আমি তাহাকে বধ করি। তখন আমার মনে হইয়াছিল সীতা বহুদিন লঙ্কায় ছিলেন, আমি কিরূপে ইঁহাকে গৃহে লই। পরে সীতা আমার প্রত্যয়ের জন্য তোমার এবং দেবগণের সমক্ষে অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিলেন। এই অবসরে অগ্নি, আকাশচারী বায়ু, চন্দ্র সূর্য দেবতা ও ঋষিগণের সমক্ষে কহিলেন, সীতা নিষ্পাপ। অনন্তর ইন্দ্র শুদ্ধচারিণী বলিয়া ইঁহাকে আমার হস্তে অর্পণ করেন। আমার অন্তরাত্মাও জানে জানকী সচ্চরিত্রা। পরে আমি তাঁহাকে লইয়া অযোধ্যায় আগমন করিলাম। কিন্তু এক্ষণে আমার এই অপবাদ শুনিয়া আমার হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিয়াছে। যার অকীর্তি রটনা হয়, যাবৎ সেই অকীর্তির ঘোষণা থাকে তাবৎ তাহার নরকবাস হইয়া থাকে। সর্বত্রই অকীর্তির নিন্দা ও কীর্তির পূজা। কীর্তির জন্যই মহাজনদিগের চেষ্টা হইয়া থাকে। সীতার কথা কি, আমি অপবাদভয়ে নিজের প্রাণ ও তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে পারি। এক্ষণে আমি অকীর্তিজনিত শোকসাগরে পতিত হইয়াছি, ইহা অপেক্ষা কষ্ট আমার কখনও হয় নাই। অতএব ভাই! তুমি কাল প্রভাতে সুমন্ত্রচালিত রথে আরোহণপূর্বক সীতাকে লইয়া অন্য দেশে পরিত্যাগ করিয়া আইস। গঙ্গার পরপারে তমসার তীরে মহাত্মা বাল্মীকির দিব্য আশ্রম আছে। তথায় জানকীকে কোন নির্জনে শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া আইস। আমার কথা রাখ। তুমি জানকীর জন্য আমায় কোন অনুরোধ করিও না। এক্ষণে যাও, ভালমন্দ বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই। তুমি এই বিষয়ে নিবারণ করিলে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইব। আমার চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ কর, আমার প্রাণের দিব্য, আমায় কিছু বলিও না। এখন আমায় অনুনয় করিয়া যিনি কোন কথা কহিবেন, তিনি আমার অভীষ্টের ব্যাঘাতসম্পাদনহেতু পরম শত্রু। যদি তোমরা আমার মতস্থ হও তবে আমার সম্মান রাখ এবং সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আইস। পূর্বে সীতা আমায় কহিয়াছিলেন যে আমি গঙ্গাতীরে আশ্রমসকল দেখিব। এক্ষণে তাঁহার এই মনোরথ পূর্ণ কর।

এই বলিয়া রাম বাষ্পপূর্ণলোচনে ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগপূর্বক স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং শোকাকুল চিত্তে হস্তীর ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।
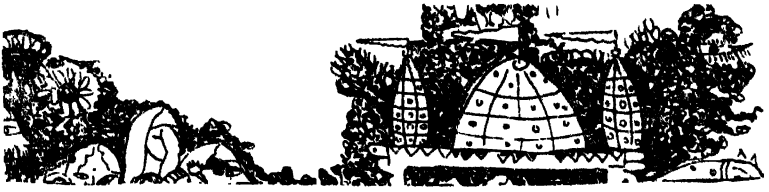
ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে লক্ষ্মণ শুষ্কমুখে দীনমনে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! রাজার আদেশ, তুমি রথে দ্রুতগামী অশ্বসকল যোজনা করিয়া তন্মধ্যে দেবী সীতার জন্য আসন প্রস্তুত করিয়া দেও। আমি রাজার অনুজ্ঞাক্রমে সৎকর্মশীল ঋষিগণের আশ্রমে সীতাকে লইয়া যাইব। অতএব তুমি শীঘ্র রথ আনয়ন কর।

সুমন্ত্র যথাজ্ঞা বলিয়া সুদৃশ্য রথে সুখশয্যা রচনা ও অশ্ব যোজনা করিয়া আনিলেন এবং কহিলেন, রাজকুমার! রথ উপস্থিত; এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয় কর।

তখন লক্ষ্মণ রাজগৃহে প্রবেশপূর্বক সীতার নিকট গিয়া কহিলেন, দেবি! মহারাজ তোমার অনুরোধবাক্যে সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি তোমায় গঙ্গা-তীরে ঋষিগণের আশ্রমে লইয়া যাইতে আমায় আজ্ঞা দিয়াছেন। মহারাজের আজ্ঞা-ক্রমে আমি তোমাকে ঋষিসেবিত অরণ্যে শীঘ্রই লইয়া যাইব।

শুনিয়া জানকী অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং মহামূল্য বস্ত্র ও নানারূপ রত্ন লইয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলেন, কহিলেন, বৎস! আমি এই সমস্ত মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার মুনিপত্নীদিগকে দান করিব। তখন লক্ষ্মণ সীতার কথায় অনু-মোদন করিয়া তাঁহার সহিত রথে উঠিলেন এবং রামের অনুজ্ঞা স্মরণপূর্বক দ্রুতবেগে যাইতে লাগিলেন। এই অবসরে জানকী কহিলেন, বৎস! আমি আজ নানারূপ অমঙ্গল-চিহ্ন দেখিতেছি। আমার দক্ষিণ নেত্র স্পন্দিত এবং সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে। আমার মন যেন অসুস্থ, রামের জন্য উৎকণ্ঠা এবং যারপরনাই অধৈর্য উপস্থিত। আমি পৃথিবী শূন্য দেখিতেছি। তোমার ভ্রাতা রাম ত কুশলে আছেন? শ্বশ্রুগণের ত মঙ্গল? গ্রাম ও নগরবাসীদিগের ত কোন বিপদ ঘটে নাই? এই বলিয়া জানকী কৃতাঞ্জলিপুটে দেবতার নিকট উদ্দেশে ইঁহাদিগের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ জানকীর মুখে এইসকল দুর্লক্ষণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে অভিবাদন-পূর্বক, শুষ্কহৃদয়ে কিন্তু বাহ্য আকারে হৃষ্টের ন্যায় কহিলেন, দেবি! সমস্তই মঙ্গল।

পরে লক্ষ্মণ গোমতীতীরস্থ আশ্রমে রাত্রিবাস করিয়া প্রভাতে গাত্রোত্থান-পূর্বক সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি রথে শীঘ্র অশ্ব যোজনা কর। আজ আমি হিমাচলের ন্যায় মস্তকে জাহ্নবীর জল ধারণ করিব।

সুমন্ত্র পাদচারণান্তে অশ্বগণকে রথে যোজনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সীতাকে কহিলেন, দেবি! রথে আরোহণ কর। তখন সীতা লক্ষ্মণের সহিত রথে উঠিলেন। অদূরে পাপনাশিনী গঙ্গা। লক্ষ্মণ অর্ধদিবসের পথ অতিক্রম করিয়া গঙ্গা নিরীক্ষণ করিবামাত্র দুঃখিত মনে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। জানকী তাঁহাকে কাতর দেখিয়া নির্বন্ধাতিশয়সহকারে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! তুমি আমার চিরপ্রার্থিত গঙ্গাতীরে আসিয়া কেন রোদন করিতেছ? হর্ষের সময় তুমি কেন

আমায় বিষন্ন করিতেছ? তুমি নিয়তই রামের নিকট থাক, আজ দুই রাত্রি তাঁহাকে দেখিতে পাও নাই বলিয়া কি এইরূপ শোকাকুল হইতেছ? রাম আমারও প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, কিন্তু বলিতে কি, আমি তোমার ন্যায় শোকাকুল হই নাই। এক্ষণে তুমি এইরূপ অধীর হইও না। তুমি আমাকে গঙ্গা পার কর এবং তাপসগণকে দেখাইয়া দেও। আমি তাঁহাদিগকে বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিব। পরে তাঁহাদিগের আশ্রমে এক রাত্রি বাস করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদনপূর্বক পুনরায় অযোধ্যায় যাইব। দেখ, আমারও সেই বিশালবক্ষ কৃশোদর পদ্মপলাশলোচন রামকে দেখিবার নিমিত্ত মন চঞ্চল হইয়াছে।

অনন্তর লক্ষ্মণ চক্ষের জল মুছিয়া নাবিকদিগকে আহ্বান করিলেন। নাবিকেরা আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, নৌকা প্রস্তুত।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ ॥ অনন্তর লক্ষ্মণ নিষাদোপনীত সুসজ্জিত বিস্তীর্ণ নৌকায় অগ্রে জানকীকে তুলিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং আরোহণ করিলেন। পরে সুমন্ত্রকে রথের সহিত অপেক্ষা করিতে বলিয়া শোকাকুলমনে নাবিকদিগকে কহিলেন, তোমরা নৌকা লইয়া যাও। ক্রমশঃ তিনি অপর পারে উপস্থিত হইলেন এবং সজলনয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে সীতাকে কহিলেন দেবি! আমার হৃদয়ে বড় কষ্ট! আর্য রাম ধীমান হইলেও যখন এই কার্যে আমায় নিয়োগ করিয়াছেন তখন আমি লোকের নিকট অবশ্যই নিন্দনীয় হইব। আজ আমার মৃত্যুই পরম শ্রেয়। এই লোকগর্হিত কার্যে নিযুক্ত হওয়া আমার সমুচিত নহে। তুমি প্রসন্ন হও, আমার অপরাধ লইও না। এই বলিয়া লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে ভূতলে পতিত হইলেন।

তখন জানকী লক্ষ্মণকে জলধারাকুললোচনে কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার মৃত্যু-কামনা করিতে দেখিয়া কহিলেন, বৎস! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, প্রকৃত কথা কি, আমায় খুলিয়া বল। তোমাকে কেন এইরূপ উদ্বিগ্ন দেখিতেছি? মহারাজ ত কুশলে আছেন? তিনি কি কোন বিষয়ে তোমায় অনুরোধ করিয়াছেন, তজ্জন্যই কি তোমার অনুতাপ? আমি আজ্ঞা করিতেছি, প্রকৃত কথা কি তুমি আমায় সমস্তই বল।

লক্ষ্মণ অনর্গল অশ্রু বিসর্জনপূর্বক দীনমনে অধোবদনে কহিলেন, দেবি! গ্রাম ও নগরে তোমার যে দারুণ অপবাদ রটিয়াছে, মহারাজ সভামধ্যে তাহা শুনিয়া সন্তপ্তমনে আমাকে মাত্র বলিয়া গৃহপ্রবেশ করিলেন। তিনি অতিক্রোধে যাহা মনে মনেই রাখিয়াছেন, আমি তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করিতে পারি না, এই জন্য গোপন করিলাম। তুমি আমার সমক্ষে নির্দোষ প্রমাণিত হইয়াছিলে, তথাপি মহারাজ অপকলঙ্ক-ভয়ে তোমায় পরিত্যাগ করিলেন। তিনি তোমার বাস্তব যে কোন দোষ আশঙ্কা করিয়াছেন, তুমি এরূপ বুঝিও না। এক্ষণে রাজার আদেশ এবং তোমার আশ্রমদর্শনে মনোরথ, এই দুই কারণে আমি তোমাকে আশ্রমের প্রান্তভাগে পরিত্যাগ করিয়া যাইব। এই জাহ্নবীতীরে ব্রহ্মর্ষিগণের এই পবিত্র ও রমণীয় তপোবন; তুমি দুঃখিত হইও না। যশস্বী মহর্ষি বাল্মীকি আমার পিতা রাজা দশরথের পরম বন্ধু। তুমি সেই মহাত্মার চরণচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়া সুখে বাস কর। তুমি পাতিব্রত্য অবলম্বন এবং রামকে হৃদয়ে ধারণপূর্বক

একাগ্রমনে অনশনে কালযাপন কর। ইহাতেই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ ॥ জনকনন্দিনী সীতা লক্ষ্মণের এই দারুণ কথা শুনিয়া দুঃখিত মনে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ক্ষণকালের পর সংজ্ঞালাভ করিয়া জলধারাকুললোচনে দীনবদনে কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! বিধাতা আমার এই দেহ নিশ্চয় দুঃখভোগের নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আমি কেবল দুঃখেরই মুখ দেখিতেছি। আমি পূর্বজন্মে এমন কি পাপ করিয়াছিলাম, কাহারেই বা স্ত্রীবিয়োগ-দুঃখ দিয়াছিলাম যে আমি শুদ্ধচারিণী পতিপরায়ণা হইলেও মহারাজ আমায় পরিত্যাগ করিলেন! পূর্বে আমি রামের পার্শ্ববর্তিনী থাকিয়াই বনবাসের সকল কষ্ট সহিয়াছিলাম, এক্ষণে আমি একাকিনী কিরূপে এই আশ্রমে থাকিব। দুঃখ উপস্থিত হইলে আর কাহার নিকট দুঃখের সমস্ত কথা বলিব। মুনিগণ আমায় যখন জিজ্ঞাসিবেন, মহাত্মা রাম কি জন্য তোমায় পরিত্যাগ করিলেন, তুমি এমন অসৎকার্যই বা কি করিয়াছিলে, তখন আমি তাঁহাদিগকে কি কহিব। লক্ষ্মণ! আমি আজ জাহ্নবীর জলে প্রাণত্যাগ করিতাম যদি না আমার গর্ভে রামের রাজবংশধর সন্তান বিনষ্ট হইত। এক্ষণে যেরূপ তাঁহার আজ্ঞা তুমি তাহাই কর, এই দুঃখিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাও, রাজার আদেশ পালন কর। বৎস! অতঃপর আমি তোমাকে কিছু কহিয়া দেই। তাহাও শুন। তুমি আমার হইয়া শ্বশ্রূগণের চরণে নির্বিশেষে প্রণাম করিয়া সকলকে কুশল জিজ্ঞাসা করিও। পরে সেই ধর্মনিষ্ঠ মহারাজকে কুশলপ্রশ্নপূর্বক অভিবাদন করিয়া কহিও. আমি যে শুদ্ধচারিণী. তোমার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী এবং তোমার নিয়ত হিতকারিণী তুমি তাহা যথার্থই জান। আর কেবল লোকনিন্দাভয়ে যে তুমি আমায় পরিত্যাগ করিলে আমিও তাহা জানি। তুমি আমার পরম গতি, তোমার যে কলঙ্ক রটিয়াছে তাহা পরিহার করা আমার অবশ্য কর্তব্য। লক্ষ্মণ! তুমি সেই ধর্মনিষ্ঠ রাজাকে আরও বলিবে, তুমি ভ্রাতৃগণকে যেরূপ দেখ পুরবাসিগণকেও সেইরূপ দেখিও. ইহাই তোমার পরম ধর্ম এবং ইহাতেই তোমার পরম কীর্তি লাভ হইবে। তুমি ধর্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া যে ধর্মসঞ্চয় করিবে তাহাই তোমার পরম লাভ। মহারাজ! আমার প্রাণ যদি যায় তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র অনুতাপ করি না। কিন্তু পৌরগণের নিকট তোমার যে অপযশ ঘটিয়াছে যাহাতে তাহা ক্ষালন হয় তুমি তাহাই কর।

স্ত্রীলোকের পতিই পরম দেবতা, পতিই বন্ধু এবং পতিই গুরু। অতএব তুচ্ছ প্রাণ দিলেও যদি পতির মঙ্গল হয়, স্ত্রীলোকের তাহাই কর্তব্য। লক্ষ্মণ! এই আমার বক্তব্য, তুমি আমার হইয়া মহারাজকে এইরূপ কহিবে। আমি গর্ভিণী হইয়াছি, আজ তুমি আমার গর্ভলক্ষণ সমস্ত নিরীক্ষণ করিয়া যাও।

তখন লক্ষ্মণ দীনমনে সীতার চরণে প্রণাম করিলেন। তাঁহার বাক্যস্ফূর্তি করিবার শক্তি নাই। তিনি মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি আমায় কি বলিলে, আমি ইহজন্মে কখন তোমার রূপ দেখি নাই, প্রণামপ্রসঙ্গে কেবল তোমার চরণই দর্শন করিয়াছি। এখন তুমি রাম-বিরহিত, সুতরাং এই বনে আমি তোমায় কিরূপে দেখিব।

এই বলিয়া লক্ষ্মণ জানকীরে প্রণাম করিলেন এবং পুনরায় নৌকায় উঠিয়া নাবিককে যাইতে আদেশ করিলেন। পরে অবিলম্বে গঙ্গার পরপারে গিয়া শোক-দুঃখে বিমোহিত হইয়া রথে উঠিলেন। এদিকে সীতা অনাথার ন্যায় পূর্বপারে ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন, লক্ষ্মণ পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণপূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। জানকীও পুনঃ পুনঃ লক্ষ্মণকে দেখিতে লাগিলেন। যে পর্যন্ত রথ দেখিতে পান, দেখিলেন। পরে উদ্বেগ ও শোক তাঁহাকে বিমোহিত করিল। ঐ পতিব্রতা কোন আশ্রয় দেখিতে না পাইয়া ঐ ময়ূরকণ্ঠমুখরিত বনমধ্যে দুঃখভরে মুক্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

একোনপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর ঋষিকুমারেরা বনমধ্যে সীতাকে রোদন করিতে দেখিয়া মহাত্মা বাল্মীকির নিকট ধাবমান হইল এবং তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া কহিল, ভগবন্! কোন একটি স্ত্রী শোকমোহে কাতর হইয়া বিকৃতাননে আর্তনাদ করিতেছেন। আমরা উঁহাকে কখন দেখি নাই। তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় সুরূপা। তিনি কোনও মহাত্মার পত্নী হইবেন। চলুন আপনি গিয়া তাঁহাকে দেখিবেন। তিনি যেন আকাশচ্যুত কোন দেবতা। আমরা দেখিয়া আইলাম, তিনি নদীতীরে শোকদুঃখে অতিমাত্র আকুল হইয়া কাঁদিতেছেন। দুঃখ তাঁহার অযোগ্য কিন্তু তিনি শোকদুঃখে কাতর হইয়া অনাথার ন্যায় কাঁদিতেছেন। তিনি সামান্য মানুষী নহেন, আপনি গিয়া তাঁহার সমুচিত সৎকার করুন। তিনি আশ্রমের অদূরে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন, অতি কাতর স্বরে আর্তনাদ করিতেছেন, আপনি গিয়া তাঁহাকে রক্ষা করুন।

তখন ধর্মজ্ঞ মহর্ষি বাল্মীকি তপোবললব্ধ দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে সমস্তই বুঝিতে পারিলেন এবং বুদ্ধিবলে কার্যনির্ণয় করিয়া জানকীর নিকট দ্রুতপদে চলিলেন।

অনন্তর তিনি জাহ্নবীতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রামের প্রিয়পত্নী জানকী অনাথার নায় আর্তস্বরে রোদন করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে বাল্মীকি মধুর বাক্যে তাঁহাকে পুলকিত করিয়া কহিলেন, বৎসে! তুমি রাজা দশরথের পুত্রবধূ, রামের প্রিয় মহিষী ও রাজর্ষি জনকের কন্যা, তুমি ত সুখে আসিয়াছ? তুমি যে আসিতেছ আমি তাহা যোগবলে জানিয়াছি। তোমার আসিবার কারণও আমি জানিয়াছি। তুমি যে শুদ্ধস্বভাবা তাহাও আমি জানি। এই ত্রিলোকমধ্যে যা

কিছু ঘটিতেছে, আমার অবিদিত কিছুই নাই। তুমি যে নিষ্পাপ আমি তপোবললব্ধ চক্ষুঃপ্রভাবে তাহা জানিয়াছি। এক্ষণে তুমি আশ্বস্ত হও। অতঃপর আমার সন্নিধানে তোমায় অবস্থান করিতে হইবে। আমার এই আশ্রমের অদূরে তাপসীরা তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহারা নিয়ত কন্যাস্নেহে তোমায় পালন করিবেন। এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া অর্ঘ্য গ্রহণ কর, স্বগৃহের ন্যায় আমার এই আশ্রমে থাক, কিছুমাত্র বিষণ্ণ হইও না।

জানকী মহর্ষি বাল্মীকির এই আশ্বাসকর কথা শ্রবণপূর্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, তপোধন! আমি আপনারই আশ্রয়ে থাকিব।

অনন্তর বাল্মীকি আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। জানকীও কৃতাঞ্জলি হইয়া উঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। মুনিপত্নীরা জানকীর সহিত মহর্ষিকে আসিতে দেখিয়া প্রত্যুদ্গমনপূর্বক পুলকিতমনে স্বাগত প্রশ্নের সহিত কহিলেন, তপোধন! আপনি বহুদিনের পর আসিয়াছেন। আমরা আপনাকে প্রণাম করি। বলুন, অতঃপর আপনার কি করিতে হইবে।

বাল্মীকি কহিলেন, তাপসীগণ! ইঁনি ধীমান রামের মহিষী, রাজা দশরথের পুত্রবধূ এবং রাজর্ষি জনকের দুহিতা সীতা। এই সাধ্বী নিষ্পাপ কিন্তু রাম ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে ইঁনি আমার প্রতিপাল্য। তোমরা ইঁহাকে বিশেষ স্নেহে সর্বদাই দেখিবে। ইঁনি স্বগৌরব ও আমার অনুরোধ, দুই কারণেই তোমাদের পূজনীয়া হইলেন। এই বলিয়া বাল্মীকি মুনিপত্নীদিগের হস্তে পুনঃ পুনঃ জানকীকে অর্পণপূর্বক শিষ্যগণের সহিত স্বীয় আশ্রমপদে পুনরায় প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চাশ সর্গ ॥ এদিকে লক্ষ্মণ দেবী জানকীকে আশ্রমে প্রবিষ্ট দেখিয়া যারপরনাই সন্তপ্ত হইলেন এবং দীনমনে মন্ত্রী সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! দেখ, আর্য রামের সীতাবিয়োগে কি দুঃখ উপস্থিত হইল। তিনি যে সচ্চরিত্রা পত্নীকে পরিত্যাগ করিলেন, ইহা অপেক্ষা কণ্টকর তাঁহার আর কি আছে। আমার বোধ হয় এই যে দুর্ঘটনা ইহা দৈবনিবন্ধন, দৈবকে অতিক্রম করে কাহার সাধ্য। যিনি ক্রোধাবিষ্ট হইলে দেব গন্ধর্ব অসুর ও রাক্ষসদিগকে নষ্ট করিতে পারেন তিনিও দৈবের অনুবৃত্তি করিতেছেন। পূর্বে আর্য রাম দণ্ডকারণ্যে নয় বৎসর এবং অন্যান্য মহারণ্যে পাঁচ বৎসর যে বাস করিয়াছিলেন তাহা পিতৃআদেশে উচিতই হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে পৌরজনদিগের কথা শুনিয়া জানকীকে যে

নির্বাসিত করিলেন, ইহা তদপেক্ষাও কষ্টকর ও কঠোর বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। হা! অন্যায়বাদী পৌরদিগের জন্য অযশস্কর কার্য করিয়া জানি না তাঁহার কোন্ ধর্ম সাধিত হইবে।

সুমন্ত্র লক্ষ্মণের এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, রাজকুমার! তুমি সীতার জন্য কিছুমাত্র সন্তপ্ত হইও না। তিনি যে নির্বাসিত হইবেন ইহা পূর্বে ব্রাহ্মণেরা তোমার পিতা রাজা দশরথের নিকট কহিয়াছিলেন। রাম চিরদুঃখী হইবেন। তিনি প্রিয়বিচ্ছেদকষ্ট সহ্য করিবেন এবং বহুকালের জন্য তোমাকে, জানকীকে এবং শত্রুঘ্ন ও ভরতকেও ত্যাগ করিবেন। একদা রাজা দশরথ তোমাদিগের ভাবী সুখদুঃখসংক্রান্ত প্রশ্ন করিলে মহর্ষি দুর্বাসা এইরূপই কহিয়াছিলেন। তিনি যাহা কহিয়াছিলেন, তুমি শত্রুঘ্ন ও ভরতকে তাহার কিছুই বলিও না। তৎকালে রাজা দশরথ আমাকে বলেন, সুমন্ত্র! তুমি কাহারও নিকট এই কথা প্রকাশ করিও না। লক্ষ্মণ! রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করা আমার কর্তব্য। অধিক কি, যদি তোমার শুনিবার আগ্রহ না থাকিত তাহা হইলে আমি তোমারও নিকট ইহা প্রকাশ করিতাম না। এ ক্ষণে আরও কিছু বলিবার আছে, শুন। দেখ, দৈব নিতান্ত দুরতিক্রমণীয়। রাজা দশরথ যদিও গোপন রাখিতে আমায় আদেশ করিয়াছিলেন তথাচ আমি তোমার নিকট তাহা প্রকাশ করিতেছি। ইহা শুনিয়া তুমি শোক পরিত্যাগ কর। যে দৈবের প্রভাবে তোমায় এইরূপ দুঃখ পাইতে হইবে তাহা যারপরনাই দুর্বোধ্য। অতএব তুমি ভরত ও শত্রুঘ্নের নিকট ইহা কিছুতেই ব্যক্ত করিও না। লক্ষ্মণ সুমন্ত্রের এই গভীরার্থ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! এক্ষণে প্রকৃত কথা কি বল।

একপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর সুমন্ত্র কহিলেন, রাজকুমার! পূর্বে অত্রিপুত্র মহর্ষি দুর্বাসা চাতুর্মাস্য নিয়ম উপলক্ষে পবিত্র বশিষ্ঠাশ্রমে বাস করিতেন। ঐ সময় রাজা দশরথ কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হন। বশিষ্ঠের দক্ষিণপার্শ্বে সূর্যসঙ্কাশ দুর্বাসা ছিলেন। দশরথ ঐ দুই ঋষিকে অভিবাদন করিলেন। পরে তাঁহারা স্বাগত প্রশ্নপূর্বক তাঁহাকে পাদ্য আসন ও ফলমূল দ্বারা পূজা করিলে তিনি তথায় উপবিষ্ট হইলেন। তখন মধ্যাহ্নকাল, নানাপ্রকার সুমধুর কথার প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। এই অবসরে রাজা দশরথ কৃতাঞ্জলিপুটে তপোধন দুর্বাসাকে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! কি পরিমাণে আমার বংশবিস্তার হইবে? আমার পুত্রগণের আয়ু কত? রামের যে-সমস্ত পুত্র জন্মিবে তাহাদের আয়ুই বা কিরূপ হইবে?

মহর্ষি দুর্বাসা রাজা দশরথের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, রাজন্! পূর্বে সুরাসুরসংগ্রামকালে যেরূপ ঘটিয়াছিল শুন! দৈত্যেরা দেবগণের উৎপীড়নে ভৃগুপত্নীর শরণাপন্ন হয় এবং ভৃগুপত্নী অভয় দান করাতে উহারা নির্ভয়ে বাস করে। এই অবসরে সুরপতি বিষ্ণু এই ব্যাপারে অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হন এবং সুশাণিত চক্রদ্বারা ভৃগুপত্নীর মস্তক ছেদন করেন। তখন মহর্ষি ভৃগু পত্নীকে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধভরে বিষ্ণুকে সহসা এইরূপ অভিসম্পাত করিলেন, বিষ্ণু! তুমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমার অবধ্য পত্নীকে বধ করিয়াছ, এই জন্য মনুষ্যলোকে

তোমার জন্ম হইবে এবং তুমি ব্যাপককালের জন্য স্ত্রীবিয়োগদুঃখ ভোগ করিবে। মহর্ষি ভৃগু বিষ্ণুকে এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া যারপরনাই অনুতপ্ত হইলেন এবং পাছে শাপ নিষ্ফল হয় এই ভয়ে ভীত হইয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। তখন ভক্তবৎসল বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া লোকের প্রিয়সম্পাদনার্থ ভৃগুপ্রদত্ত শাপ স্বীকার করিলেন। মহারাজ! বিষ্ণু পূর্বজন্মে এইরূপ অভিশাপগ্রস্ত হইয়া এই মনুষ্যলোকে তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে ত্রিলোকে রাম নামে বিখ্যাত। রাম মহর্ষি ভৃগুর অভিসম্পাতের ফল প্রাপ্ত হইবেন। তিনি দীর্ঘকাল অযোধ্যায় রাজত্ব করিবেন। তাঁহার অনুগামী লোকেরা সুসম্পন্ন ও সুখী হইবে। তিনি দশ সহস্র ও দশ শত বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া পরে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিবেন। তিনি বহু অর্থব্যয়ে বহুসংখ্য অশ্বমেধ অনুষ্ঠানপূর্বক বহু রাজবংশ সংস্থাপন করিবেন। জানকীর গর্ভে তাঁহার দুই পুত্র জন্মিবে। লক্ষ্মণ! মহর্ষি দুর্বাসা রাজবংশের শুভাশুভ এইরূপই কহিয়াছিলেন। পরে রাজা দশরথ তাঁহাকে এবং কুলগুরু বশিষ্ঠকে অভিবাদন করিয়া অযোধ্যায় আগমন করেন। আমি পূর্বে বশিষ্ঠদেবের আশ্রমে দুর্বাসার নিকট এই কথা শুনিয়া এতদিন গোপনে রাখিয়াছিলাম! তিনি যাহা কহিয়াছেন কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। এক্ষণে রাম দুর্বাসার কথাপ্রমাণে জানকীগর্ভজাত দুইপুত্রকে অযোধ্যায় নয় অন্যত্র অভিষেক করিলেন। রাজকুমার! এক্ষণে তুমি আর সন্তপ্ত হইও না, সীতা ও রামের জন্য আর কাতর হইও না।

লক্ষ্মণ সুমন্ত্রের এই গূঢ় কথা শুনিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। সূর্য অস্তমিত হইল। তাঁহারাও কেশিনী নদীর তটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ ॥ লক্ষ্মণ কেশিনীতটে রাত্রিযাপনপূর্বক প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া পুনরায় যাইতে লাগিলেন এবং অর্ধদিবসের পথ অতিক্রম করিয়া সুসমৃদ্ধ হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণ অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। তখন লক্ষ্মণ ভাবিলেন, আমি আর্য রামের নিকট গিয়া এক্ষণে কি বলিব। এই ভাবনায় তিনি অত্যন্ত কাতর হইলেন। সম্মুখে রামের বিশাল ধবল প্রাসাদ।। তিনি উহার দ্বারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দীনমনে অধোবদনে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে রাম উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট। তিনি দুঃখাবেগে জলধারাকুললোচনে অনবরত রোদন করিতেছেন। তখন লক্ষ্মণ অতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, কহিলেন, আমি আর্যের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া জাহ্নবীতীরে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে শুদ্ধচারিণী জানকীকে পরিত্যাগপূর্বক আপনার পাদমূলে আশ্রয় লইবার জন্য পুনরায় আইলাম। আর্য! আপনি শোকাকুল হইবেন না, কালের গতিই এইরূপ। ভবাদৃশ ধীমান মনস্বীরা কিছুতেই শোক করেন না। দেখুন সমস্ত সঞ্চয় নাশে, উন্নতি পতনে, সংযোগ বিয়োগে ও জীবন মরণে পর্যবসান হয়। অতএব স্ত্রীপুত্র বন্ধুবান্ধব ও ধনসম্পদ ইহার মধ্যে কিছুতেই অতিমাত্র আসক্ত হওয়া উচিত নহে, কারণ ইহাদের সহিত বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী। আর্য! শোক দূর করা আপনার পক্ষে সামান্য কথা, আপনি অন্তঃকরণ দ্বারা

অন্তঃকরণকে, মন দ্বারা মনকে, অধিক কি, সমস্ত লোককেও শিক্ষা দিতে সমর্থ। আপনার ন্যায় সৎপুরুষেরা এইরূপ বিষয়ে কদাচ বিমোহিত হন না। আপনি যে অপবাদভয়ে ভীত হইয়া জানকীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন এখন তজ্জন্য শোকাকুল হইলে সেই অপবাদই আবার পুরমধ্যে রটিবে। অতএব, আপনি ধৈর্যবলে এই দুর্বল বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন। আর সন্তপ্ত হইবেন না।

তখন মিত্রবৎসল রাম পরমপ্রীতিসহকারে কহিলেন, বৎস! তুমি যাহা কহিতেছ তাহা সত্য। এক্ষণে আমি প্রজাপালনকার্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হইলাম। আমার দুঃখ নিবৃত্তি ও সন্তাপ দূর হইল। আমি তোমার প্রীতিকর কথায় সমস্তই বুঝিলাম।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর রাম প্রীতিপূর্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি বুদ্ধিমান। তুমি যেমন আমার অনুকূল বন্ধু, বিশেষতঃ এই সময়ে এমন বন্ধু দুর্লভ। এক্ষণে আমার যেরূপ ইচ্ছা শুন এবং তাহার অনুরূপ কার্য কর। আমি আজ চারিদিন রাজকার্য কিছুই করি নাই, তজ্জন্য বিশেষ অনুতপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি পুরোহিত, মন্ত্রী ও প্রজাদিগকে আহ্বান কর এবং কার্যার্থী স্ত্রী বা পুরুষ যেই কেন হউক না, সকলকেই ডাক। যে রাজা প্রতিদিন রাজকার্য পর্যবেক্ষণ না করেন তিনি নির্বাত ঘোর নরকে নিশ্চয় পতিত হন। এইরূপ শুনা যায় যে পূর্বে নৃগ নামে এক সত্যবাদী বিপ্রভক্ত শুদ্ধস্বভাব যশস্বী রাজা ছিলেন। তিনি একদা পুষ্করতীর্থে স্বর্ণালঙ্কৃতা সবৎসা কোটি ধেনু ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। ঐ সমস্ত ধেনুর সহিত কোন এক উঞ্ছজীবী সাগ্নিক দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটা সবৎসা ধেনু আসিয়াছিল। রাজা তাহাও দান করেন। তখন ঐ ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত হইয়া ঐ ধেনুর অন্বেষণে নির্গত হন এবং বহুকাল ধরিয়া নানাদেশ পর্যটন করেন, কিন্তু কিছুতেই ধেনুর কোন সন্ধান পান না। পরে তিনি কনখল প্রদেশে গিয়া কোন এক ব্রাহ্মণের গৃহে ঐ ধেনুকে দেখিলেন। সে নীরোগ কিন্তু তাহার বৎস বয়োবস্থায় জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। অনন্তর ব্রাহ্মণ ঐ ধেনুর নাম ধরিয়া ডাকিলেন, শবলে! আইস। ধেনু ঐ ডাক শুনিতে পাইল এবং স্বরপরিচয়ে চিনিতে পারিয়া ঐ জ্বলদঙ্গারকল্প ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল! তখন যে ব্রাহ্মণ এতদিন প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন তিনিও দ্রুতপদে ধেনুর অনুগমন করিয়া সত্বর ঐ ঋষিকে কহিলেন, এই ধেনু আমার। মহারাজ নৃগ ইহা আমাকে দান করিয়াছিলেন। এই সূত্রে উভয়ের তুমুল বাদানুবাদ উপস্থিত। পরে দুই জনেই রাজা নৃগের নিকট গমন করিলেন এবং গৃহপ্রবেশের জন্য রাজার আদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। উঁহারা বহুদিন রাজার প্রতীক্ষায় থাকিলেন কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হইল না। পরে তাঁহারা একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কঠোর বাক্যে উদ্দেশে রাজাকে কহিলেন, যখন তুমি কার্যার্থীদিগের কার্যসিদ্ধির জন্য দর্শন প্রদান করিলে না তখন তুমি কৃকলাস হইয়া একটা গর্তে বহুকাল অদৃশ্যভাবে বাস করিবে। অতঃপর এই মর্ত্যলোকে ভগবান বিষ্ণু পুরুষমূর্তিতে উৎপন্ন হইবেন। তিনি যদুকুলকীর্তিবর্ধন বাসুদেব। সেই বাসুদেবই তোমায় শাপমুক্ত করিবেন। এক্ষণে

তুমি কৃকলাস হইয়া নিষ্কৃতিকাল অপেক্ষা কর। কলিযুগে মহাবীর্য নর ও নারায়ণ ভূভার হরণের নিমিত্ত নিশ্চয় প্রাদুর্ভূত হইবেন।

ঐ দুই ব্রাহ্মণ এইরূপে রাজা নৃগকে অভিসম্পাত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন এবং ঐ দুর্বলা বৃদ্ধা শবলাকে কোন এক ব্রাহ্মণের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। বৎস! এক্ষণে সেই নৃগ ব্রাহ্মণের হস্তে ঘোর অভিশাপ ভোগ করিতেছেন। ফলতঃ কার্যার্থীদিগের বিবাদ বিচারবিমুখ রাজার দোষের জন্য হইয়া থাকে. অতএব প্রজারা শীঘ্র আমার নিকট আগমন করুন। রাজা প্রজাপালনধর্মের ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হন। এক্ষণে যাও, দেখ, কেহ বিচারার্থী হইয়া আসিয়াছে কি না।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর তত্ত্ববিৎ লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিলেন, আর্য! সামান্য অপরাধে ব্রাহ্মণেরা মহারাজ নৃগকে দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় এই দারুণ অভিশাপ প্রদান করিলেন? আশ্চর্য! পরে নৃগ এই ব্যাপার অবগত হইয়া ঐ দুই ক্রোধাবিষ্ট ব্রাহ্মণকে কি বলিলেন?

রাম কহিলেন, বৎস! শুন। রাজা নৃগ শাপগ্রস্ত হইয়া ঐ দুই ব্রাহ্মণকে চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহাদিগকে ব্যোমপথে অদৃশ্য দেখিয়া মন্ত্রী পৌর ও পুরোহিতকে আহ্বানপূর্বক দুঃখিতমনে কহিলেন, শুন. নারদ ও পর্বত নামে দুইজন অনিন্দনীয় ব্রাহ্মণ আমাকে অভিসম্পাত করিয়া বায়ুবেগে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। অতএব তোমরা আজ আমার পুত্র বসুকে রাজ্যে অভি-ষিক্ত কর এবং আমার জন্য শিল্পিগণের সাহায্যে সুখস্পর্শ গর্ত প্রস্তুত করিয়া দেও। আমি তন্মধ্যে বাস করিয়া নির্দিষ্ট শাপকাল অতিবাহিত করিব। শিল্পীরা শীত গ্রীষ্ম বর্ষা নির্বিঘ্নে যাপন করিবার নিমিত্ত তিনটি গর্ত প্রস্তুত করুক। ফলবান বৃক্ষ পুষ্পবতী লতা ও ছায়াবহুল গুল্মসকল রোপিত হউক। গর্তের চতুর্দিকে রমণীয় অর্ধযোজন ব্যাপিয়া যাহাতে সুগন্ধি পুষ্প থাকে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেও। আমি সেই স্থানে শাপকাল সুখে যাপন করিব।

মহারাজ নৃগ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া বসুকে রাজ্যে স্থাপনপূর্বক কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্মশীল হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্মানুসারে প্রজাপালন কর। তুমি ত দেখিলে. দুইটি ব্রাহ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সামান্য অপরাধেও আমাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। এক্ষণে আমার জন্য সন্তপ্ত হইও না। যাহার প্রভাবে আমার এই বিপদ, সেই প্রাক্তন কর্ম দুরতিক্রমণীয়। পূর্বজন্মে যাহার বীজ সঞ্চিত আছে সেই সুখ ও দুঃখ কখন যত্নলভ্য কখন বা অযত্নলভ্য। এক স্থানে থাক বা নাই থাক, তাহা নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে; অতএব তুমি এ বিষয়ে কিছুমাত্র শোক করিও না।

রাজা নৃগ বসুকে এই বলিয়া রত্নখচিত সুরচিত গর্তে প্রবেশপূর্বক ব্রাহ্মণের রোষবিজৃম্ভিত অভিশাপ ভোগ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ ॥ রাম কহিলেন, বৎস! এই আমি তোমার নিকট রাজা নৃগের অভিশাপবৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্তন করিলাম। এক্ষণে এইরূপ কথা যদি আরও

শুনিবার ইচ্ছা থাকে ত কহিতেছি শুন।

লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য! এইরূপ অত্যাশ্চর্য কথা যতই শুনি কিছুতেই ঔৎসুক্যের নিবৃত্তি হয় না। এক্ষণে বলিতে আরম্ভ করুন। রাম কহিলেন, শুন। পূর্বে নিমি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ইক্ষ্বাকুর পুত্রগণের মধ্যে দ্বাদশ। নিমি বলশালী ও ধর্মশীল। শুনিয়াছি তিনি মহর্ষি গোতমের আশ্রমসান্নিধ্যে বৈজয়ন্ত নামে এক সুরপুরসদৃশ পুর স্থাপন করেন। কোন এক সময় ইক্ষ্বাকুর পরিতোষের জন্য তাঁহার এক বৃহৎ যজ্ঞ আহরণের ইচ্ছা হয়। পরে তিনি ইক্ষ্বাকুকে আমন্ত্রণপূর্বক সর্বাগ্রে মহর্ষি বশিষ্ঠকে পরে অত্রি, অঙ্গিরা ও ভৃগুকে যজ্ঞে বরণ করিলেন। তখন বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজন্! আমি ইতিপূর্বে সুররাজ ইন্দ্রের যজ্ঞে বৃত হইয়াছি, অতএব তুমি তাহার সমাপ্তিকাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাক। কিন্তু রাজা নিমি কাল প্রতীক্ষা না করিয়া তাঁহার পদে মহর্ষি গোতমকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণকে লইয়া রাজধানী বৈজয়ন্তের সন্নিহিত হিমাচলের পার্শ্বে যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দীক্ষাকাল পাঁচ সহস্র বৎসর। এদিকে মহর্ষি বশিষ্ঠ ইন্দ্রের যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন। তিনি তাহা সমাপন করিয়া হোতৃকার্যের জন্য রাজা নিমির নিকট উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন মহর্ষি গোতম হোতৃকার্যে ব্রতী আছেন। দেখিবামাত্র তাঁহার অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি রাজার সাক্ষাৎকার লাভের জন্য কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ দিন নিমিও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। তাঁহার অদর্শনে বশিষ্ঠের মনে ক্রূর ক্রোধ উপস্থিত হইল। তিনি কহিলেন, রাজন্! তুমি আমায় অবজ্ঞা করিয়া যখন হোতৃকার্যে অন্যকে বরণ করিয়াছ তখন এই অপরাধে তোমার মৃত্যু হইবে। এই অবসরে নিমিও গাত্রোত্থান করিলেন এবং বশিষ্ঠের অভিশাপের কথা শুনিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! আমি নিদ্রিত ছিলাম; আপনি আসিয়াছেন ইহা জানিতে পারি নাই; এই অবস্থায় যখন আপনি রোষকলুষিত মনে আমার উপর দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় শাপানল নিক্ষেপ করিয়াছেন তখন আপনিও আমার অভিশাপে নিশ্চয় মরিবেন; কিন্তু আপনার মৃতদেহের শোভা ব্যাপক কাল থাকিবে।

লক্ষ্মণ! এইরূপে রাজা নিমি ও বশিষ্ঠ ক্রোধবশে পরস্পর পরস্পরকে অভিশাপ দিয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন কিন্তু উভয়ের দেহ ব্রহ্মতেজে জ্যোতিষ্মান হইয়া রহিল।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ ॥ লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য! বলুন, এই দেবতুল্য নিমি ও বশিষ্ঠ একবার দেহত্যাগ করিয়া আবার কিরূপে দেহ ধারণ করিলেন। রাম কহিলেন, বৎস! নিমি ও বশিষ্ঠ উভয়ে দেহত্যাগ করিয়া বায়ুস্বরূপ হইয়া গেলেন। পরে বশিষ্ঠ অন্য এক শরীর লাভের নিমিত্ত পিতা ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি রাজা নিমির অভিশাপে দেহমুক্ত হইয়া এই বায়ুর আকার প্রাপ্ত হইয়াছি। দেহহীন লোকের বিষম কষ্ট। ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত কার্যই বিলুপ্ত হয়। এক্ষণে আমি যাহাতে পুনর্বার দেহ অধিকার করিতে পারি আপনি কৃপা করিয়া তাহার বিধান করিয়া দিন।

তখন অমিতপ্রভ ভগবান ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! তুমি মিত্রাবরুণ-বিসৃষ্ট তেজে প্রবেশ কর, ইহাতে তুমি অযোনিসম্ভব হইবে এবং ধর্মশীল হইয়া পুনর্বার প্রজাপতিত্ব লাভ করিবে।

অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে প্রদক্ষিণ প্রণাম করিয়া শীঘ্র সমুদ্রে গমন করিলেন। ঐ সময় সুরপূজিত মিত্রদেব ক্ষীরোদরূপী বরুণের সহিত বরুণাধিকারে নিযুক্ত ছিলেন। তৎকালে সুরূপা অপ্সরা উর্বশীও সখীপরিবৃত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে তথায় আগমন করিল। বরুণ ঐ পদ্মপলাশলোচনা পূর্ণচন্দ্রাননাকে আপনার আলয়ে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহার সংসর্গ লাভের প্রার্থনা করিলেন। উর্বশী কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, দেব! মিত্র আমায় এই বিষয়ের জন্য অগ্রে অনুরোধ করিয়াছেন। তখন বরুণ কামশরে নিপীড়িত হইয়া কহিলেন, সুন্দরি! তবে আমি এই দেবনির্মিত কুম্ভে ত্বদ্দর্শনস্খলিত তেজ পরিত্যাগ করি। যদি তুমি আমার সহযোগ নাই ইচ্ছা কর তাহা হইলে তোমার জন্য এইরূপ রেতঃত্যাগ করিয়া আমি কৃতকার্য হইব।

উর্বশী লোকপাল বরুণের এই সুমধুর কথা শুনিয়া প্রীত মনে কহিল, দেব! আপনি যেরূপ কহিলেন তাহাই হউক। দেখুন আমার এই দেহমাত্র মিত্রের কিন্তু আমার হৃদয় আপনার, আর আপনার হৃদয়ও আমার। ফলতঃ আপনার প্রতি আমার অতুল প্রীতি বিদ্যমান আছে।

উর্বশী এই কথা কহিবামাত্র বরুণ জ্বলদগ্নিতুল্য তেজ কুম্ভমধ্যে পরিত্যাগ করিলেন। পরে উর্বশীও মিত্রের নিকট উপস্থিত হইল। তখন মিত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রে দুষ্টে! আমি তোরে অগ্রে প্রার্থনা করিয়াছিলাম কিন্তু তুই কেন আমায় উপেক্ষা করিলি এবং কেনই বা অন্য পতি গ্রহণ করিলি? এই দুষ্কর্মনিবন্ধন তোকে আমার ক্রোধের ফলভোগের জন্য কিয়ৎকাল মর্ত্যলোকে থাকিতে হইবে। তুই বুধের পুত্র কাশীরাজ পুরূরবার নিকট গমন কর। অতঃপর তিনিই তোর ভর্তা হইবেন।

তখন উর্বশী এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়া প্রতিষ্ঠান নগরে রাজর্ষি পুরূরবার নিকট উপস্থিত হইল। এই পুরূরবার পুত্র শ্রীমান্ আয়ু। ইন্দ্রপ্রভাব রাজর্ষি নহুষ এই আয়ু হইতে জন্মগ্রহণ করেন। সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরের প্রতি বজ্রত্যাগ করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে ইনিই বহুকাল ইন্দ্রত্ব করিয়াছিলেন। পরে উর্বশী শাপক্ষয়ে পুনরায় দেবলোকে প্রস্থান করেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ ॥ লক্ষ্মণ এই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে কহিলেন, আর্য! বশিষ্ঠ ও নিমি উভয়ে একবার দেহত্যাগ করিয়া কিরূপে পুনর্বার দেহ লাভ করেন?

রাম কহিলেন লক্ষ্মণ! ঐ যে মিত্র-বরুণের তেজঃপূর্ণ কুম্ভ, উহাতে দুইটি তেজোময় ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। ঐ কুম্ভ হইতে সর্বাগ্রে অগস্ত্য উৎপন্ন হন। কিন্তু তিনি জাতমাত্র মিত্রকে কহিলেন, আমি একমাত্র তোমার পুত্র নহি; এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বরুণের তেজ পরিত্যাগের পূর্বে ঐ কুম্ভে মিত্রের তেজ নিহিত হইয়াছিল। অর্থাৎ যে কুম্ভে মিত্রের তেজ ছিল

তাহাতেই বর্ণ তেজ পরিত্যাগ করেন। পরে কিয়ৎকাল অতীত হইলে মিত্র ও বর্ণের তেজ হইতে তেজস্বী ইক্ষ্বাকুকুলদেবতা বশিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মিবামাত্র রাজা ইক্ষ্বাকু আমাদিগের এই বংশের হিতোদ্দেশে তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন। বৎস! বশিষ্ঠের এই ন্তন দেহের উৎপত্তির কথা কহিলাম। এক্ষণে রাজর্ষি নিমির যের্প ঘটিয়াছিল তাহাও শ্ন।

মনীষী ঋষিগণ নিমিকে দেহম্ক্ত দেখিয়াও যজ্ঞ হইতে বিরত হন নাই এবং গন্ধমাল্য ও বস্ত্রদ্বারা নিমির ম্তদেহ স্সজ্জিত করিয়া তৈলদ্রোণিমধ্যে রক্ষা করেন। পরে যজ্ঞসমাপন হইলে মহর্ষি ভ্গ্ কহিলেন, রাজন্! আমি তোমার প্রতি অতিমাত্র প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার দেহে জীবনসঞ্চার করিয়া দিব। তৎকালে দেবতারাও প্রীত হইয়া এই কথা কহিলেন। অনন্তর সকলে নিমিকে কহিলেন, রাজন্! তুমি বর প্রার্থনা কর, বল তোমার জীবাত্মাকে কোথায় রাখিব। তখন নিমির আত্মা কহিলেন, স্রগণ! আমি সর্বভ্তের নেত্রপ্টে বাস করিব। দেবগণ সম্মত হইয়া কহিলেন, তুমি বায়্স্বর্প হইয়া সমস্ত জীবের নেত্রে সঞ্চরণ করিও। অতঃপর জীবের নেত্র ত্বৎসংযোগজনিত ক্লেশে বিশ্রামার্থ ম্হ্ম্র্হ্ নিমেষধর্ম প্রাপ্ত হইবে। স্রগণ রাজর্ষি নিমিকে এইর্প বর প্রদান করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন ঋষিগণ নিমির প্ত্রোৎপত্তির নিমিত্ত তাঁহার দেহকে অরণিস্বর্প কল্পনা করিয়া প্ত্রপ্রাপ্তিম্লক মন্ত্র ও হোম দ্বারা বলপ্র্বক মন্থন করিতে লাগিলেন। এই স্ত্রে মহাতপা মিথির জন্ম হয়। অরণিমন্থন হইতে উৎপন্ন, এইজন্য তাঁহার নাম মিথি। জনন হইতে জনক তাঁহার অপর নাম। আর তিনি অচেতন দেহ হইতে উৎপন্ন বলিয়া বৈদেহ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। বৎস! এই আমি তোমার নিকট নিমির অভিশাপে বশিষ্ঠের যাহা ঘটিয়াছিল এবং বশিষ্ঠের অভিশাপে নিমির যাহা ঘটিয়াছিল তাহা কীর্তন করিলাম।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ ॥ অনন্তর লক্ষ্মণ স্বভাবপ্রদীপ্ত রামকে জিজ্ঞাসিলেন, আর্য! এই বশিষ্ঠ ও নিমিসংবাদ অতি অদ্ভ্ত। কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে রাজা নিমি মহাবীর ক্ষত্রিয়, বিশেষতঃ তিনি যজ্ঞে দীক্ষিত ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি বশিষ্ঠদেবকে কেন ক্ষমা করেন নাই?

রাম সর্বশাস্ত্রবিশারদ লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! সকলের সকল অবস্থায় ক্ষমাগ্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজা যযাতি সত্ত্বগ্ণ আশ্রয় করিয়া যেমন দ্ঃসহ ক্রোধ সহ্য করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তাহা কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্ন। প্রজারঞ্জন রাজা যযাতি নহ্ষের প্ত্র। তাঁহার সর্বাঙ্গস্ন্দরী দ্ইটি স্ত্রী ছিল। তন্মধ্যে একটির নাম শর্মিষ্ঠা। ইনি দিতির পৌত্রী এবং ব্ষপর্বার প্ত্রী। যযাতি ইঁহাকে বিশেষ সমাদর করিতেন। অপরা দেবযানী। ইঁহার প্রতি যযাতির তাদ্শ অন্রাগ ছিল না। এই দ্ই পত্নীর মধ্যে শর্মিষ্ঠার গর্ভে প্র্ এবং দেবযানীর গর্ভে যদ্ জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু প্র্ স্বগ্ণে এবং রাজপ্রণয়িনী জননীর কারণে রাজার অতিমাত্র প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। তদ্দ্ষ্টে যদ্ দ্ঃখিত হইয়া মাতাকে কহিলেন, মাতঃ, তুমি উদারচরিত মহর্ষি ভ্গ্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। কিন্তু তোমাকে মর্মপীড়া ও দ্ঃসহ অপমান সহ্য করিতে হইতেছে। এক্ষণে

আইস, আমরা দুইজনেই অগ্নিপ্রবেশ করিয়া এই কষ্টের শান্তি করি। রাজা দৈত্যকন্যা শর্মিষ্ঠার সহিত সুখে কাল যাপন করুন। আর এই কষ্ট যদি তোমার সহ্য হয় তবে আমায় অনুজ্ঞা দেও। তুমি সও, আমি সহিব না, আমি নিশ্চয় মরিব। এই বলিয়া যদু অত্যন্ত কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন দেবযানী পুত্রের এই কথা শুনিয়া ক্রোধভরে পিতাকে স্মরণ করিলেন। মহর্ষি ভার্গব কন্যার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া যথায় দেবযানী সত্বর তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে অপ্রকৃতিস্থ অহৃষ্ট ও অচেতন দেখিয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিলেন বৎসে! এ কি! তখন দেবযানী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, পিতঃ, আমি হয় অগ্নিপ্রবেশ বা তীব্র বিষ পান করিব, না হয় জলমগ্ন হইয়া মরিব। কিছুতেই আমার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই। আমি যে দুঃখিত ও অবমানিত হইয়াছি তুমি ইহার কিছুই জান না। বৃক্ষকে ছেদন করিলে বৃক্ষাশ্রিত পত্রপুষ্প কাজেই ছিন্ন হইয়া থাকে। রাজর্ষি যযাতি তোমার সম্মান রাখেন না, তন্নিবন্ধন আমায় অবজ্ঞা ও অসম্মান করেন।

মহর্ষি ভার্গব এই কথা শুনিবামাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া যযাতিকে কহিলেন, রে দুরাত্মন্! যখন তুই আমায় অবজ্ঞা করিয়াছিস তখন আমার অভিশাপে তুই জরাজীর্ণ হইবি এবং তোর ইন্দ্রিয়সকল শিথিল হইবে। সূর্যসংকাশ মহর্ষি ভার্গব রাজা যযাতিকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া দেবযানীকে আশ্বাসপ্রদানপূর্বক স্বভবনে প্রস্থান করিলেন।

একোনষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাজা যযাতি জরাগ্রস্ত হইয়া যদুকে কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্মজ্ঞ, এক্ষণে আমার এই জরা গ্রহণ কর, আমি নানারূপ ভোগ উপভোগ করিব। আমি ভোগসুখে পরিতৃপ্ত হই নাই। এক্ষণে ভোগ অনুভব করিয়া পশ্চাৎ জরা গ্রহণ করিব। যদু কহিলেন, রাজন্! পুরু আপনার প্রিয় পুত্র। তিনিই এই জরা গ্রহণ করুন। আপনি আমাকে অর্থে বঞ্চিত করিয়াছেন এবং নিকটেও আর বাস করিতে দেন না। এক্ষণে আপনি যাহাদের সহিত একত্রে পান-ভোজন করেন তাহারাই আপনার এই জরা গ্রহণ করুক। তখন যযাতি পুরুকে কহিলেন, বৎস! তুমি আমার উপকারের জন্য এই জরা গ্রহণ কর। পুরু কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। আমি আপনার আদেশ পালনে প্রস্তুত আছি।

অনন্তর রাজা যযাতি অতিশয় হৃষ্ট হইয়া পুরুর দেহে জরা সংক্রামিত করিলেন এবং যৌবন লাভ করিয়া বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্বক রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা তিনি পুরুকে কহিলেন, বৎস! আমি তোমার নিকট আপনার জরা ন্যাসস্বরূপে রাখিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহা আনয়ন কর এবং আমাকে দেও। তুমি কিছুমাত্র ব্যথিত হইও না, আমি তোমা হইতে পুনরায় তাহা লইব। তুমি আদেশ পালন করিয়াছ, এই জন্য আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমাকে রাজ্যে অভিষেক করিব।

যযাতি পুরুকে এইরূপ কহিয়া যদুকে কহিলেন, রে দুর্বৃত্ত! তুই আমার ঔরসে ক্ষত্রিয়রূপী দুর্ধর্ষ রাক্ষস হইয়া জন্মিয়াছিস্। তুই আমার আদেশ পালনে

পরাঙ্মুখ। আমি তোরে কদাচ রাজ্য দিব না। আমি তোর গুরু পিতা, তুই যখন আমার অবমাননা করিয়াছিস্ তখন তোর হইতে দারুণ রাক্ষসসকল জন্ম গ্রহণ করিবে। রে দুর্মতি! তোর সন্তান-সন্ততি সোমবংশীয় রাজপদবী পাইবে না এবং তোর ন্যায় দুর্বিনীত হইবে। রাজা যযাতি যদুকে এইরূপ কহিয়া পুরুকে রাজ্যে স্থাপনপূর্বক বানপ্রস্থ আশ্রয় করিলেন এবং বহুকাল পরে তনুত্যাগ করিয়া স্বর্গারূঢ় হইলেন। পুরুও প্রতিষ্ঠান নগরীতে ধর্মানুসারে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজবংশের অযোগ্য দুর্গম ক্রৌঞ্চবন নামক পুরমধ্যে যদু হইতে বহুসংখ্য রাক্ষস জন্মগ্রহণ করিল। লক্ষ্মণ! নিমি রাজা ব্রাহ্মণের শাপগ্রস্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে অভিসম্পাত করেন কিন্তু যযাতি ভার্গবের শাপ ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে ধারণ করিয়াছিলেন। এই আমি তোমাকে সমস্তই কহিলাম। এক্ষণে রাজা নৃগের কার্যার্থীকে দর্শন না দিয়া যেরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল আমার যেন সেরূপ না হয়। অতঃপর আমি সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিব।

তখন ক্রমশঃ আকাশে নক্ষত্রসকল বিরল হইয়া আসিতে লাগিল। পূর্বদিক অরুণকিরণে রঞ্জিত হইয়া যেন কুসুমরাগরক্ত বসনে অবগুণ্ঠিত ও সুশোভিত হইল।

প্রক্ষিপ্ত ১ ॥ অনন্তর পদ্মপলাশলোচন রাম বিমল প্রভাতকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্বক বিচারাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, পুরোহিত বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ব্যবহারবিৎ মন্ত্রী ও অন্যান্য ধর্মপাঠকের সহিত রাজধর্ম পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সভা, নীতিজ্ঞ, সভ্য ও রাজগণে পরিবৃত হইয়া ইন্দ্র যম ও বরুণের সভার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি যাও, গিয়া কার্যার্থীদিগকে আহ্বান করিয়া আন। লক্ষ্মণও রামের

আদেশে উপস্থিত হইয়া কার্যার্থীদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন কিন্তু তৎকালে কেহই কহিল না যে আজ আমার এখানে কোন কার্য আছে। ফলতঃ রামের রাজ্যশাসনকালে আধিব্যাধি কিছুই ছিল না। বসুমতী সুপক্ক শস্যে পূর্ণ। বালক যুবা ও এই উভয়ের মধ্যম কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হইত না। তখন লক্ষ্মণ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিলেন, আর্য! কার্যার্থী কেহই উপস্থিত নাই। তখন রাম প্রসন্ন মনে পুনর্বার কহিলেন, বৎস! তুমি আবার যাও, গিয়া দেখ যদি কেহ উপস্থিত থাকে। সম্যক প্রযুক্ত নীতির প্রভাবে কুত্রাপি অধর্ম নাই, রাজভয়ে সকলেই যেন পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিতেছে। অধিক কি, মৎপ্রযুক্ত শরই যেন প্রজাগণের রক্ষাবিধানে নিযুক্ত আছে। তথাপি তুমি তৎপর হইয়া সকলকে রক্ষা কর।

অনন্তর লক্ষ্মণ রাজভবন হইতে নির্গত হইয়া দ্বারদেশে একটি কুক্কুরকে দেখিতে পাইলেন। সে মুহুর্মুহু চিৎকার করিতেছিল। তদ্দৃষ্টে লক্ষ্মণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুক্কুর! তুমি বিশ্বস্ত মনে বল, তোমার কি কার্য আছে। কুক্কুর কহিল, যিনি সকল প্রাণীর রক্ষক, যিনি ভয়ে অভয়দাতা, আমি সেই মহারাজ রামকে বলিতে ইচ্ছা করি।

লক্ষ্মণ কুক্কুরের এই কথা জানাইবার নিমিত্ত রামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে জানাইয়া পুনর্বার কুক্কুরকে গিয়া কহিলেন, যদি তোমার কিছু বক্তব্য থাকে তাহা হইলে তুমি মহারাজকে জানাও। কুক্কুর কহিল, দেবালয় রাজপ্রাসাদ ও ব্রাহ্মণের গৃহে অগ্নি ইন্দ্র বায়ু ও সূর্য অবস্থান করিয়া থাকেন। আমরা সমস্ত জন্তুর অধম, সুতরাং তথায় প্রবেশ করিবার উপযুক্ত নহি। রাজা মূর্তিমান ধর্ম, আমি তাঁহার নিকট যাইতে সাহস করি না। তিনি সত্যবাদী যুদ্ধবিশারদ প্রাণিগণেব হিতে নিযুক্ত। তিনি সন্ধিবিগ্রহাদির যথাযথ প্রয়োগ অবগত আছেন। তিনি সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী ও নীতির স্রষ্টা। তিনি চন্দ্র যম কুবের অগ্নি ইন্দ্র সূর্য ও বরুণ। আপনি সেই প্রজাপালক রাজাকে গিয়া বলুন তাঁহার আদেশ ব্যতীত আমি প্রবেশ করিতে সাহসী নহি।

অনন্তর লক্ষ্মণ রামের নিকট গিয়া কহিলেন, আর্য! আমি কহিয়াছিলাম একটি কুক্কুর কার্যার্থী হইয়া দ্বারে অবস্থান করিতেছে, এক্ষণে কি আদেশ হয়। রাম কহিলেন বৎস! কার্যার্থী কুক্কুরকে শীঘ্র আনয়ন কর।

প্রক্ষিপ্ত ২ ॥ লক্ষ্মণ রামের আদেশ পাইবামাত্র সত্বর কুক্কুরকে আহ্বান করিয়া রাজসভায় লইয়া গেলেন। রাম উহাকে উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, সারমেয়! তোমার কোন ভয় নাই, যা বলিবার আছে সমস্তই বল। কুক্কুর কহিল, রাজন্! রাজাই প্রাণিগণের কর্তা ও শাস্তা। সকলে নিদ্রায় অভিভূত হইলে তিনি জাগ্রত থাকেন। তিনি প্রজাপালক। তিনি সুপ্রযুক্ত নীতির বলে ধর্মরক্ষা করেন। যদি রাজা পালনে বিমুখ হন তাহা হইলে প্রজারা শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। রাজা জগতের পিতা ও রক্ষক। রাজা কালযুগ ও সমস্ত জগৎ। ধারণ করেন এই অর্থে ধর্ম এই নাম হইয়াছে। ধর্মদ্বারা সমস্ত প্রজা ধৃত হইয়া থাকে। যখন রাজা এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎকে ধারণ করেন, দুষ্টদমন ও শিষ্টপালন করেন, এই জন্য তিনি

সাক্ষাৎ ধর্ম। রাজন্ ! আমার বোধ হয় ধর্মের নিকট কিছুই দুষ্প্রাপ্য নাই। দান, দয়া, সাধুগণের সম্মান, ব্যবহারে সরলতা, এইগুলি পরমধর্ম। রাজা প্রজাপালন দ্বারা ইহলোক ও পরলোকে শুভলাভ করেন। আপনি প্রমাণের প্রমাণ। সাধুগণের আচরিত ধর্ম আপনার অবিদিত নাই। আপনি ধর্মের পরম আশ্রয় এবং গুণের সাগর। আমি অজ্ঞানতাহেতু আপনাকে এইরূপ কহিলাম ; এক্ষণে প্রণত হইয়া আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি আপনি আমার প্রতি রুষ্ট হইবেন না।

তখন রাম কুক্কুরের এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি তোমার কি করিব, তুমি বিশ্বস্ত চিত্তে শীঘ্র বল। কুক্কুর কহিল, রাজা ধর্ম দ্বারা রাজ্য প্রাপ্ত হন, ধর্ম দ্বারা প্রজা পালন করেন এবং ধর্মবলেই লোকের শরণ্য হন এবং সকলকে অভয় দান করেন। ইহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমার যা কার্য শ্রবণ করুন। সর্বার্থসিদ্ধ নামে একজন ভিক্ষু ব্রাহ্মণ আছেন। তিনি বিনাপরাধে আমায় প্রহার করিয়াছেন। শুনিয়া রাম ঐ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিবার জন্য এক দ্বারবানকে পাঠাইয়া দিলেন। অনতিবিলম্বে সর্বার্থসিদ্ধ উপস্থিত। তিনি আসিয়া রামকে কহিলেন, রাজন্ ! বল, আমায় কি করিতে হইবে। রাম কহিলেন, বিপ্র। এই কুক্কুর তোমার কি অপকার করিয়াছিল ? ইহাকে কেন লগুড়প্রহার করিয়াছ? দেখ, ক্রোধ প্রাণসংহারক এবং মিত্রব্যপদেশী শত্রু, ইহা সুতীক্ষ্ন অসি, ইহা তপস্যা যাগযজ্ঞ ও দান সমস্তই নষ্ট করে। অতএব সর্বতোভাবে ক্রোধ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। ধাবমান অশ্বের যেরূপ সারথ্য করে সেইরূপ স্ব-স্ব বিষয়ে ধাবমান দুষ্ট ইন্দ্রিয়গণের বিষয় সংহারপূর্বক ধৈর্যসহকারে সারথ্য করিবে। কায়মনবাক্য ও চক্ষু দ্বারা লোকের শ্রেয়সাধন করা উচিত। যিনি লোকের শ্রেয়সাধনে রত তাঁহাকে কেহ বিদ্বেষ করে না এবং তিনি পাপে লিপ্ত হন না। আত্মা দুর্দমনীয় হইলে যেমন অপকার করে, সুতীক্ষ্ন অসি, পদাহত সর্প এবং ক্রোধাবিষ্ট শত্রুও সেরূপ করে না। বিনীত ব্যক্তিরও প্রকৃতি উৎপথগামী হয়, কিন্তু যিনি ইহাকে রক্ষা করিতে পারেন তাঁহারই নিশ্চয় সিদ্ধি।

তখন সর্বার্থসিদ্ধ কহিলেন, রাজন্। আমি ভিক্ষার্থ পর্যটন করিতেছি এই অবসরে এই কুক্কুর পথে শয়ন করিয়াছিল। আমি ইহাকে 'যা যা' বলিয়া সরাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু এই কুক্কুর মৃদুপদে গিয়া পথপ্রান্তে বিষমভাবে শয়ন করিল। তখন আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম। ইহার এইরূপ ব্যবহারে আমার ক্রোধ জন্মিল এবং আমি ইহাকে প্রহার করিলাম। রাজন্! এই বিষয়ে অবশ্য আমারই অপরাধ, অতএব তুমি আমাকে শাসন কর। রাজদণ্ডে পাপক্ষয় হইলে আর আমার নরকভয় থাকিবে না।

অনন্তর মহারাজ রাম সভাসদ্‌গণকে জিজ্ঞাসিলেন, এক্ষণে এই ব্রাহ্মণকে কি করা উচিত, আমি ইঁহাকে কিরূপ দণ্ড করিব। দেখ, দণ্ড অপরাধের অনুরূপ হইলেই তবে প্রজা রক্ষিত হয়। তৎকালে রাজসভায় ভৃগু আঙ্গিরস কুৎস কাশ্যপ বশিষ্ঠ প্রধান প্রধান ধর্মপাঠক সচিব ও অন্যান্য পণ্ডিতেরা উপবিষ্ট ছিলেন। ইঁহারা এক বাক্যে কহিলেন, শাস্ত্রজ্ঞদিগের অভিপ্রায় ব্রাহ্মণকে দণ্ড করা উচিত নহে। মুনিগণ কহিলেন, রাজন্ ! রাজা সকলের শাসনকর্তা। বিশেষতঃ তুমি স্বয়ং সনাতন বিষ্ণু, তুমি জগৎকে শাসন করিতেছ।

কুক্কুর কহিল, রাজন্ ! যদি আপনি আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন,

আমাকে অনুকম্পা করা যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, আমার সংকল্প-সিদ্ধির অঙ্গীকার পালন করা যদি সঙ্গত বোধ হয়, তবে আমার প্রার্থনায় আপনি এই ব্রাহ্মণকে কালঞ্জরে কুলপতি করিয়া দিন।

রাম কুক্কুরের এই কথা শুনিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে কৌলপত্য প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণও পূজিত হইয়া গজস্কন্ধে আরোহণপূর্বক হৃষ্টমনে চলিল। এই অবসরে মন্ত্রিগণ সহাস্যমুখে কহিলেন, রাজন্! আপনি এই ব্রাহ্মণকে দণ্ড নয়, বর প্রদান করিলেন। রাম কহিলেন, মন্ত্রিগণ! তোমরা এই গূঢ় গতির অর্থ কিছুই বুঝিতে পার নাই। কৌলপত্য যে কি পদার্থ এই কুক্কুরই তাহা জ্ঞাত আছে। তখন রামের আদেশে কুক্কুর কহিতে লাগিল, রাজন্! আমি পূর্বে কালঞ্জরে কুলপতি ছিলাম। দেবতা ও ব্রাহ্মণের সেবায় আমার বিশেষ যত্ন ছিল। আমি দাসদাসীর প্রতি স্নেহ প্রদর্শন এবং সকলের আহারান্তে নিজে কিঞ্চিৎ আহার করিতাম। যা-কিছু ধন-সম্পদ ছিল সমস্তই সাধারণের সহিত বিভাগে ভোগ করিতে আমি ভালবাসিতাম। সৎ বিষয়ে আমার দৃষ্টি। আমি দেবদ্রব্য সযত্নে রাখিতাম এবং বিনয়ী সুশীল ও সকলের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলাম, কিন্তু কেবল কৌলপত্যের প্রভাবে এই ঘোর নিকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই ব্রাহ্মণ কোপনস্বভাব, অধার্মিক, অন্যের অনিষ্টকারী, ক্রূর ও মূর্খ। কৌলপত্যের দোষে ইহার ঊনপঞ্চাশৎ পুরুষ নিরয়গামী হইবে। ফলতঃ কোন অবস্থাতেই কৌলপত্য স্বীকার করা উচিত নহে। যদি কাহাকে পুত্র পশু ও বান্ধবের সহিত নরকস্থ করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে তাহাকে দেবতা গো ও ব্রাহ্মণের সন্নিহিত করিয়া রাখিবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব দেবদ্রব্য স্ত্রী ও বালকের ধন হরণ করে, আর যে দত্তাপহারী, সে ইষ্ট বস্তুর সহিত শীঘ্র বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব ও দেবদ্রব্য গ্রহণ করে সে বীচি নামক ঘোর নরকে পতিত হইয়া থাকে। অধিক কি, যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব ও দেবদ্রব্য লইবার সংকল্পমাত্রও করে সেই নরাধমকে নরক হইতে নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

রাম কুক্কুরের নিকট এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। কুক্কুরও স্বস্থানে প্রস্থান করিল। ঐ কুক্কুর জাতিমাত্রে দূষিত বটে কিন্তু সে পূর্বজন্মে একজন মহাত্মা ছিল। অনন্তর সে বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া প্রায়োপবেশন করিল।

প্রক্ষিপ্ত ৩ ॥ কোন এক পর্বতজাত বনে বহুকাল গৃধ্র ও উলূক বাস করিত। ঐ বন বৃক্ষে পূর্ণ সিংহ ব্যাঘ্রে আকীর্ণ ও নদীবহুল। তথায় নানাবিধ পক্ষী নিরন্তর কলরব করিতেছে। একদা পাপমতি গৃধ্র উলূকের গৃহে প্রবেশ করিল এবং ইহা আমার গৃহ বলিয়া উহার সহিত কলহ করিতে লাগিল। পরে স্থির করিল রাজীব-লোচন রাম সকলের রাজা, চল আমরা শীঘ্র উভয়ে তাঁহার নিকট যাই, তিনিই আমাদিগের বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন। কুপিত উলূক ও গৃধ্র এইরূপ স্থির করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইল। উভয়ের মন কলহে অতিমাত্র আকুল। উহারা গিয়া রামের পাদবন্দন করিল। পরে গৃধ্র রামকে বিবাদের বিষয়জ্ঞাপন-পূর্বক কহিল, রাজন্! আপনি বলবীর্যে সুরাসুরের প্রধান ; বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য হইতেও অধিক ; এবং সৌন্দর্যে চন্দ্রের তুল্য, জগতের ভালমন্দ কিছুই আপনার অবিদিত নাই। আপনি তেজে দুর্নিরীক্ষ্য সূর্য, গৌরবে হিমাচল, গাম্ভীর্যে

সমুদ্র, দণ্ডে লোকপাল যম, ক্ষমায় পৃথিবী এবং ক্ষিপ্রকারিতায় বায়ু। আপনি বীর ও কীর্তিমান। শাস্ত্রবিধি আপনার অজ্ঞাত নাই। এক্ষণে আপনার নিকট আমার কিছু জানাইবার আছে, শুনুন। আমি পূর্বেই স্ববাহুবলে এক গৃহনির্মাণ করিয়াছিলাম, কিন্তু এই উলূক আমায় অধিকারচ্যুত করিতেছে। আপনি রাজা, এক্ষণে আপনি আমায় রক্ষা করুন।

উলূক কহিল, রাজন্! ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য কুবের ও যম হইতে রাজার জন্ম। তিনি কিয়দংশে মনুষ্য। কিন্তু আপনি সর্বময় দেব ও দ্বিতীয় নারায়ণ। আপনার সৌম্যভাব অনির্বচনীয় এবং আপনি সকলের প্রতি সমভাবে স্নিগ্ধ দৃষ্টি বিতরণ করেন; এই জন্য আপনাকে বলে সোমাংশসম্ভূত। আপনি দণ্ড দ্বারা রক্ষা ও ক্রোধ দ্বারা সংহার করেন, আপনি দাতা ও পাপত্রাতা, এই জন্যই আপনি রাজা। আপনি সকলের অধৃষ্য এবং তেজে অগ্নিতুল্য, আপনি নিরন্তর লোকসকলকে সন্তপ্ত করিতেছেন এই জন্যই আপনাকে বলে সূর্যসদৃশ। আপনি কুবেরের তুল্য বা তদপেক্ষা অধিক। দেবী লক্ষ্মী নিরন্তর আপনার গৃহে বিরাজ করিতেছেন। আপনি অতিথিদিগকে প্রার্থনাধিক ধন দান করেন, এই জন্যই আপনি ধনদ। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতে এবং শত্রু ও মিত্রে আপনার সমদৃষ্টি। আপনি শাসন ও ব্যবহারে ধর্মদর্শী। যাহার প্রতি আপনার ক্রোধ তাহার অভিমুখে মৃত্যু ধাবমান হয়, এই জন্যই আপনি যম। আপনার নামমাত্র মনুষ্যভাব, ফলতঃ আপনি দেবতা। ক্ষমা আপনার অনন্যসাধারণ গুণ। আপনি দয়াবান রাজা। দুর্বল ও অনাথের আপনিই বল, চক্ষুহীনের আপনিই চক্ষু এবং অগতির আপনিই গতি। আপনি আমার নাথ, এক্ষণে আমার যাহা বক্তব্য আছে, শ্রবণ করুন। এই গৃধ্র আমার আলয়ে প্রবেশ করিয়া আমাকে নিষ্পীড়িত করিতেছে। আপনি দেবমনুষ্যের শাসনকর্তা, এক্ষণে এই বিষয়ের এক সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দিন।

তখন রাম সচিবগণকে আহ্বান করিলেন। ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, রাষ্ট্রবর্ধন, অশোক, ধর্মপাল ও সুমন্ত্র ইঁহারা নীতিদর্শী মহাত্মা সর্বশাস্ত্রবিশারদ হ্রীমান সৎকুলোৎপন্ন ও মন্ত্রণানিপুণ। রাম ইঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া পুষ্পক রথ হইতে অবরোহণপূর্বক গৃধ্র ও উলূকের বিবাদ যথাযথ বর্ণন করিলেন। পরে গৃধ্রকে জিজ্ঞাসিলেন, গৃধ্র! যথার্থ বল, তুমি কত বৎসর এই গৃহ প্রস্তুত করিয়াছ। গৃধ্র কহিল, রাজন্! যদবধি এই পৃথিবীতে মনুষ্যের বাস তদবধি আমার এই গৃহ। উলূক কহিল, রাজন্! এই পৃথিবীতে যখন সর্বপ্রথম বৃক্ষ জন্মায়, তদবধি আমার এই গৃহ। শুনিয়া রাম সভাসদ্‌গণকে কহিলেন, দেখ, যে সভায় বৃদ্ধ নাই তাহা সভা নয়, যে বৃদ্ধ ধর্মানুগত কথা বলেন না, তিনি বৃদ্ধ নহেন, যে ধর্মে সত্য নাই তাহা প্রকৃত ধর্ম নহে, আর যে সত্যে ছল আছে তাহা সত্যই নহে। যে সভ্য বিচার্য বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়াও মৌনী থাকেন এবং যথাযথ কথা না বলেন, তিনি মিথ্যাবাদী। প্রশ্নের অবস্থা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া যিনি কোন অভিসন্ধি ক্রোধ বা ভয়প্রযুক্ত তাহার মীমাংসা না করেন, তিনি সহস্র বারুণ পাশ দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকেন। পরে প্রতি সম্বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি উহার এক একটি পাশ হইতে মুক্ত হন। অতএব সত্য সম্যক্ জানিতে পারিলে তাহা গোপন রাখা কখনই উচিত নহে। এক্ষণে তোমরা এই উপস্থিত বিষয়ে যে যেরূপ বুঝিয়াছ তাহা বল।

তখন সভ্যেরা কহিলেন, রাজন্! এই উলূক গৃহের অধিকারী, গৃধ্র নহে। রাজাই পরম গতি, প্রজাসকল রাজাকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে। রাজা সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম। যাহারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহাদের আর দুর্গতি নাই। ঐ পুরুষপ্রধানদিগের আর যমদণ্ডেরও ভয় থাকে না, এক্ষণে এই বিষয়ে যেরূপ সদ্বিবেচনা হয় আপনিই বলুন।

রাম কহিলেন, সভ্যগণ! পুরাণে যাহা বর্ণিত হইয়াছে আমি তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ সমস্ত একার্ণব ছিল। ব্রহ্মাণ্ড লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণুর জঠরে প্রবিষ্ট ছিল। ভূতাত্মা ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডকে জঠরে লইয়া মহাসমুদ্রে প্রবেশপূর্বক বহুকাল শয়ান ছিলেন। ঐ সময় মহাযোগী ব্রহ্মা তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর ব্রহ্মা অগ্রে পৃথিবী বায়ু পর্বত বৃক্ষ, পরে কীট-পতঙ্গ হইতে মনুষ্য পর্যন্ত, সৃষ্টি করিলেন। এই অবসরে বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুই ঘোররূপ মহাবল দানবের জন্ম হয়। উহারা জন্মিবামাত্র প্রজাপতি ব্রহ্মাকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি ক্রোধভরে মহাবেগে ধাবমান হইল। তদ্দৃষ্টে ব্রহ্মা একটি বিকট শব্দ করিলেন এবং বিষ্ণু চক্রদ্বারা উহাদের মস্তক ছেদন করিলেন। উহাদের মেদে সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত হইল, কিন্তু লোকপালক বিষ্ণু উহাকে পুনরায় শোধন করেন। তিনি উহাকে বিশুদ্ধ করিয়া বৃক্ষে পূর্ণ করিয়া দিলেন। নানা প্রকার ঔষধি ও শস্য উৎপন্ন হইল। পৃথিবী মধু ও কৈটভের মেদগন্ধে পূর্ণ হইয়াছিল, এই জন্য ইহার নাম মেদিনী হয়। এই কারণে স্থির হইতেছে, গৃহটি গৃধ্রের নয়, উহা উলূকের। এই গৃধ্র অপরের গৃহাপহারক ও পাপস্বভাব, দুর্বিনীত ও অন্যের ক্লেশকর। এক্ষণে ইহার দণ্ড করা আবশ্যক।

এই অবসরে এইরূপ আকাশবাণী হইল, রাম! গৃধ্র পূর্বে অন্যের তপোবলে দগ্ধ হইয়াছে। ইহার নাম ব্রহ্মদত্ত। এ ব্যক্তি বীর সত্যব্রত শুদ্ধসত্ত্ব রাজা ছিল। কাল-গৌতমের তপোবলে দগ্ধ হইয়াছে। অতএব তুমি ইহাকে আর দণ্ড করিও না। একদা এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ ভোজনার্থ ইহার গৃহে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, রাজন্! আমি বহুকাল ব্যাপিয়া তোমার গৃহে ভোজন করিব। তখন ব্রহ্মদত্ত স্বয়ং তাঁহাকে পাদ্য ও অর্ঘ দ্বারা সৎকার করিয়া ভোজনের আয়োজন করিয়া দিলেন। ভোজ্য দ্রব্যে মাংস ছিল। তদ্দৃষ্টে ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া ইহাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করেন, রাজন্! তুমি গৃধ্র হও। তখন ব্রহ্মদত্ত কাতর হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি প্রসন্ন হউন। আমি না জানিয়া আপনার ভোজ্য দ্রব্যে মাংস দিয়াছি। এক্ষণে যাহাতে আমার এই শাপের অবসান হয়, আপনি তাহাই করিয়া দিন।

অনন্তর ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদত্তের অপরাধ অজ্ঞানকৃত বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, ইক্ষ্বাকুরাজবংশে রাম নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিবেন। তুমি তাঁহার করস্পর্শ লাভ করিবামাত্র নিষ্পাপ হইবে।

রাম এই আকাশবাণী শুনিয়া ব্রহ্মদত্তকে স্পর্শ করিলেন। ব্রহ্মদত্ত গৃধ্ররূপ পরিত্যাগপূর্বক চন্দনচর্চিত দিব্য পুরুষমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া কহিল, রাজন্! আপনার প্রসাদেই আমি শাপমুক্ত ও ঘোর নরক হইতে উদ্ধার হইলাম।

ষষ্টিতম সর্গ ॥ বসন্তের নাতিশীত ও নাতিউষ্ণ রাত্রি প্রভাত হইল। রাম প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্বক রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় সুমন্ত্র তাঁহার নিকট আসিয়া কহিলেন, মহারাজ! যমুনাতীরবাসী কতকগুলি তাপস চ্যবনকে অগ্রে লইয়া দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা সত্বর আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা করেন। রাম কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি ভগবান চ্যবন প্রভৃতি বিপ্রগণকে শীঘ্র আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র রাজার আদেশে কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হইয়া ঋষিগণকে আনয়ন করিলেন। উঁহাদের সংখ্যা শতাধিক। ঐ সমস্ত ব্রহ্মতেজঃপূর্ণ প্রশান্ত ঋষি রাজভবনে প্রবেশপূর্বক তীর্থজলপূর্ণ কুম্ভ ও ফলমূল রামকে উপহার দিলেন। রাম প্রীতমনে তৎসমুদয় গ্রহণ করিয়া কহিলেন, তাপসগণ! আপনারা এই আসনে উপবেশন করুন। ঋষিগণ সুশোভন স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাম কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তাপসগণ! আপনারা কি জন্য আসিয়াছেন। আমি আপনাদিগের আজ্ঞার পাত্র। সকল প্রকার অভীষ্টসাধনে প্রস্তুত আছি, এক্ষণে আজ্ঞা করুন, কি করিব। আমি আপনাদিগকে সত্যই কহিতেছি, আমার এই রাজ্য, এই হৃদয়স্থ প্রাণ, সমস্তই ব্রাহ্মণের জন্য।

রামের এই কথা শুনিবামাত্র যমুনাতীরবাসী ঋষিরা তাঁহাকে বারবার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন এবং একান্ত হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, রাজন্! এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করা এই পৃথিবীতে কেবল তোমারই সম্ভবে, অন্যের নহে। পূর্বে এমন অনেক মহাবল রাজা ছিলেন যাঁহারা কার্যের গুরুতা বুঝিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু তুমি কার্যের কথা না শুনিয়াও কেবল ব্রাহ্মণদিগের গৌরবরক্ষার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, ইহাতেই নিশ্চয় যে তুমি তাহা সাধন করিবে। তুমি ঋষিগণকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিবে।

একষষ্টিতম সর্গ ॥ রাম কহিলেন, মুনিগণ! ভীত হইবেন না, এক্ষণে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন! চ্যবন কহিলেন, রাজন্! আমাদিগের বাসস্থান ও ভয়ের কারণ সমস্তই কহিতেছি শুনুন। সত্যযুগে মধু নামে এক মহামতি দৈত্য ছিল। সে লোলার জ্যেষ্ঠপুত্র। তাহার বিপ্রভক্তি ও আশ্রিতবাৎসল্য প্রসিদ্ধ। দেবগণের সহিত তাহার অতুল প্রীতি ছিল। দেবদেব রুদ্র বহুমাননিবন্ধন ঐ ধর্মশীল মহাবীরকে প্রীতমনে আপনার শূলাস্ত্রের অনুরূপ এক ত্রিশূল দান করিয়া কহিলেন, তুমি অতুল ধর্মবলে আমায় প্রসন্ন করিয়াছ এই জন্য পরম প্রীতির সহিত আমি তোমায় এই অস্ত্র প্রদান করিলাম। তুমি যাবৎ দেবতা ও ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধ না করিবে তদবধি ইহাতে তোমার অধিকার, অন্যথায় ইহা তোমার হস্তবহির্ভূত হইবে। যদি কেহ যুদ্ধার্থ তোমায় আক্রমণ করে তাহা হইলে এই ত্রিশূল তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া পুনরায় তোমার হস্তে আসিবে।

মধু রুদ্রকে প্রণাম করিয়া কহিল, ভগবন্! আপনি সুরগণের অধীশ্বর, এক্ষণে যাহাতে এই শূলে আমার বংশানুক্রমিক অধিকার থাকে, আপনি তাহার বিধান করিয়া দিন। ভূতপতি রুদ্র কহিলেন, মধু! তুমি যেরূপ কহিতেছ তাহা হইবার নহে! আমি সন্তোষের সহিত যাহা কহিলাম তাহা বিফল না হউক। এক্ষণে তোমার প্রার্থনায় এইমাত্র কহিতেছি যে, এই শূল তোমার এক

পুত্রের অধিকারে আসিবে। ইহা যাবৎ তাহার হস্তগত থাকিবে তাবৎ তাহাকে কেহই বধ করিতে পারিবে না।

পরে দানবরাজ মধু রুদ্র হইতে এইরূপ বর লাভ করিয়া এক উৎকৃষ্ট গৃহ নির্মাণ করাইল। উহার প্রেয়সী পত্নীর নাম কুম্ভীনসী। অনলার গর্ভে বিশ্বাবসু হইতে তাহার জন্ম। ইহারই পুত্র লবণাসুর। এই দুরাত্মা বাল্যাবধি নানারূপ পাপাচরণ করিতেছে। মধু উহাকে দুর্বিনীত দেখিয়া ক্রোধ ও শোকে আকুল হয় কিন্তু উহার পাপাচারে কোনরূপ কিছুই কহিত না। পরে মধু দেহত্যাগ করিয়া বরুণলোক লাভ করিল এবং মৃত্যুকালে লবণের হস্তে ঐ রুদ্রদত্ত শূল সমর্পণ করিয়া এতৎসম্বন্ধে যাহা কহিবার কহিয়া গেল। এক্ষণে সেই দুর্দান্ত লবণ শূলপ্রভাব এবং নিজের স্বভাবদোষে ত্রিলোকের সমস্ত লোক বিশেষতঃ তাপসদিগকে, অতিশয় উৎপীড়ন করিতেছে। রাজন্! লবণের এইরূপ বিক্রম এবং শূলের এইরূপই প্রভাব। শুনিয়া যাহা কর্তব্য বোধ হয় কর। তুমিই আমাদের পরম গতি ও তুমিই আমাদিগের চরম আশ্রয়। পূর্বে আমরা কাতর প্রাণে অনেকানেক রাজার শরণাপন্ন হইয়াছিলাম কিন্তু কেহই আমাদিগকে আশ্রয় দেন নাই। এক্ষণে শুনিলাম তুমি রাক্ষসরাজ রাবণকে সবংশে বধ করিয়াছ। আমরা লবণভয়ে ভীত, তুমি আমাদিগকে পরিত্রাণ কর।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাম কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসিলেন, ঋষিগণ! লবণ কোথায় থাকে? তাহার আহার ও আচারই বা কিরূপ?

ঋষিগণ কহিলেন, রাজন্! মধুবন লবণের বাসস্থান। সকল প্রকার জীবজন্তু বিশেষতঃ তাপস তাহার আহার এবং নিয়ত উগ্রতাই তাহার আচার। ঐ দুর্দান্ত রাক্ষস প্রতিদিন সিংহব্যাঘ্রাদি মৃগ ও মনুষ্য বধ করিয়া উদরপূর্তি করিয়া থাকে। সে যখন কাহাকে বধ করিবার জন্য মুখব্যাদান করে তখন তাহাকে সাক্ষাৎ করাল কৃতান্তের ন্যায় বোধ হয়।

রাম কহিলেন, ঋষিগণ! আমি সেই রাক্ষসকে বধ করিব। আপনারা নির্ভয় হউন। রাম যমুনাতীরবাসী ঋষিগণের নিকট এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, বল, তোমাদিগের মধ্যে কে সেই রাক্ষসকে বিনাশ করিবে? আমি, ভরত বা ধীমান শত্রুঘ্ন কাহার অংশে তাহাকে নিক্ষেপ করিব? ভরত ধৈর্য ও শৌর্যসূচক বাক্যে কহিলেন, আর্য! আপনি আমারই অংশে তাহাকে দেন। আমি তাহাকে বিনাশ করিব। শত্রুঘ্ন ভরতের এই কথা শুনিয়া স্বর্ণাসন পরিত্যাগ ও রামকে প্রণিপাতপূর্বক কহিলেন, আমাদিগের মধ্যম আর্য অনেক কঠোর কার্য করিয়াছেন। আপনি যখন অরণ্যবাসী হন, তখন ইঁনি আপনার প্রতীক্ষায় হৃদয়ে গাঢ়তর সন্তাপ পোষণপূর্বক এই পুরী শাসন করিয়াছিলেন। ইঁনি নন্দিগ্রামে দুঃখ-শয্যায় শয়নপূর্বক অনেক কায়ক্লেশ সহিয়াছেন. ইঁনি দ্বাদশ বৎসর জটাচীরধারী ও ফলমূলাশী ছিলেন। এত কষ্ট স্বীকার করিবার পর, আমি আজ্ঞাবহ থাকিতে, ইঁহার আর ক্লেশ সহ্য করা উচিত বোধ হয় না।

রাম কহিলেন, বৎস! তাহাই হউক; তুমি গিয়া এই কার্য সাধন কর। আমি দৈত্য মধুর নগরে তোমায় অভিষেক করিবার ইচ্ছা করি। ভরতকে আর

ক্লেশ দেওয়া যদি তোমার অভিপ্রায় না হয় তবে ইনি এই স্থানে বাস করুন। তুমি বীর কৃতবিদ্য এবং রাজ্য-স্থাপনে সমর্থ। এক্ষণে তুমিই যমুনাতীরে নগর ও গ্রামসকল স্থাপন ও শাসন কর। যিনি রাজবংশে জন্মিয়া আপনাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত না করেন তাঁহাকে নরক ভোগ করিতে হয়। তুমি আমার কথার প্রতিবাদ করিও না। জ্যেষ্ঠের আদেশপালন কনিষ্ঠের অবশ্য কর্তব্য। আমি উদ্‌যোগ করিয়া দেই, তুমি বশিষ্ঠ প্রভৃতি বিপ্রগণের দ্বারা যথাবিধি রাজ্যে অভিষিক্ত হও।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ ॥ মহাবীর শত্রুঘ্ন অতিমাত্র লজ্জিত হইলেন এবং মৃদু বাক্যে রামকে কহিলেন, আর্য! জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজ্যাভিষেক অধর্ম। কিন্তু আপনার আদেশ অনুল্লঙ্ঘনীয়, তাহা অবশ্যই আমায় পালন করিতে হইবে। জ্যেষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠ রাজ্যগ্রহণ করিলে যে অধর্ম হয় তাহা আমি আপনার নিকট এবং শ্রুতি হইতেও শুনিয়াছি। যখন মধ্যম আর্য লবণবধ করিবেন ইহা স্বয়ং স্বীকার করিয়া লন সে সময় কোনরূপ উত্তর না করাই আমার উচিত ছিল, কিন্তু তৎকালে আমার মুখ দিয়া ঘোর দুর্বাক্য বাহির হইয়াছে। আমি লবণবধ স্বীকার করিয়াছি। এক্ষণে সেই দুর্বাক্যেরই এই দুর্গতি। জ্যেষ্ঠের কথায় প্রতিবাদ করা কনিষ্ঠের কর্তব্য নহে ; ইহাতে অধর্ম ও পরলোকের হানি হয়। অতএব আপনার কথায় আর কোনরূপ প্রত্যুত্তর করিব না। করিলে নিশ্চয় আমায় অধর্মের দণ্ড সহিতে হইবে। এক্ষণে আপনি যাহা আদেশ করিতেছেন আমি তাহাতেই প্রস্তুত আছি। কিন্তু এই বিষয়ে যাহাতে কোনরূপ অধর্ম স্পর্শ না হয় আপনি তাহাই করিয়া দিন।

অনন্তর রাম অতিশয় হৃষ্ট হইয়া ভরত ও লক্ষ্মণকে কহিলেন, আমি আজই শত্রুঘ্নকে রাজ্যে অভিষেক করিব, তোমরা তদুপযোগী দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিয়া দেও এবং আমার আদেশে পুরোহিত বেদজ্ঞ ঋত্বিক ও মন্ত্রিগণকে আহ্বান কর।

অনন্তর সকলে রাজা রামের আদেশমাত্র অভিষেকসামগ্রী আহরণ করিল। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা রাজভবনে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা শত্রুঘ্নের অভিষেক আরম্ভ হইল। রাম ও পুরবাসী আর আর সকলে আনন্দ-উৎসব করিতে লাগিলেন। পূর্বে সুরগণের দ্বারা সুররাজ ইন্দ্র দেবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া যেরূপ শোভা পাইয়াছিলেন সূর্যসংকাশ শত্রুঘ্ন অভিষিক্ত হইয়া সেইরূপই শোভা পাইতে লাগিলেন। দেবী কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী এবং অন্যান্য রাজ্ঞী নানারূপ মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। শত্রুঘ্নের অভিষেক সুসম্পন্ন দেখিয়া যমুনাতীরবাসী ঋষিদিগের লবণবধে সংশয় সম্পূর্ণই দূর হইল। পরে রাম শত্রুঘ্নকে ক্রোড়ে লইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, বৎস! এই দিব্য শর অমোঘ, তুমি ইহার দ্বারা লবণকে সংহার করিবে। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে স্বয়ম্ভু বিষ্ণু অন্যের অদৃশ্য হইয়া যখন মহাসমুদ্রে শয়ন করিয়াছিলেন তখন দুরাত্মা মধু ও কৈটভের বিনাশার্থ তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এই শর সৃষ্টি করেন। তিনি এই শরে ঐ দুই দানবকে সংহার করিয়া নির্বিঘ্নে লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বৎস! আমি সমস্ত লোকনাশের ভয়ে রাবণের প্রতি এই শর

প্রয়োগ করি নাই। দেখ, ভগবান রুদ্র দৈত্য মধুকে শত্রুসংহারার্থ যে শূলাস্ত্র প্রদান করেন এখন তাহাতে লবণেরই অধিকার। লবণ আহার সংগ্রহের জন্য যখন দিকদিগন্তে ভ্রমণ করে তখন ঐ শূল গৃহে রাখিয়া যায়। আর যখন কেহ যুদ্ধার্থী হইয়া তাহাকে আহ্বান করে, তখন সে ঐ শূল লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। অতএব বৎস! লবণ নিরস্ত্র অবস্থায় গৃহপ্রবেশ করিবার পূর্বে তুমি সশস্ত্র হইয়া তাহার দ্বার অবরোধ করিয়া থাকিও। সে যখন গৃহপ্রবেশ করে নাই সেই সময় তুমি তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিও। এইরূপে তুমি নিশ্চয় তাহাকে বধ করিতে পারিবে। ইহার অন্যথায় তুমি কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিবে না। যে সময় লবণ নিরস্ত্র থাকে আমি তোমাকে তাহা কহিয়া দিলাম। দেখ, রুদ্রের শূলমাহাত্ম্য অতিক্রম করে কাহার সাধ্য।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ ॥ রাম পুনর্বার কহিলেন, বৎস! এই চার সহস্র অশ্ব, দুই সহস্র রথ, এক শত হস্তী সঙ্গে লইয়া যাও। নগরের মধ্যবর্তী পথের বণিকেরা পণ্যদ্রব্য লইয়া তোমার অনুগমন করুক। নট ও নর্তকেরা সমভিব্যাহারে যাক্। তুমি দশলক্ষ সুবর্ণ ও পর্যাপ্ত বলবাহন লইয়া যাত্রা কর। তুমি সৈন্যদিগকে অর্থদান ও স্নেহবাক্যে সততই সন্তুষ্ট রাখিও। যাহাতে তাহারা উদ্ধত না হয় এইরূপ কার্য করিও। সুপ্রীত সৈন্য দ্বারা যাহা হয় অর্থ, স্ত্রী ও বান্ধবের দ্বারাও তাহা হইতে পারে না। এক্ষণে তুমি বলবাহন সমস্ত অগ্রে পাঠাইয়া দেও, পরে একাকী শরাসন হস্তে মধুবনে যাত্রা কর। তোমার উদ্দেশ্য লবণ যাহাতে না বুঝিতে পারে তুমি এইরূপভাবে নির্ভয়ে যাইবে। নিরস্ত্র অবস্থায় অবরোধ ভিন্ন তাহার মৃত্যুর আর উপায় নাই। যুদ্ধার্থী হইয়া সম্মুখীন হইলে তাহার হস্তে নিশ্চয় মৃত্যু। অতএব গ্রীষ্ম অতীত ও বর্ষা উপস্থিত হইলে তুমি তাহাকে বিনাশ করিও। সেই দুর্মতিকে বধ করিবার উহাই প্রকৃত সময়। সেনাগণ যমুনাতীরবাসী ঋষিদিগের সহিত প্রস্থান করুক। ইহারা গ্রীষ্মাবসানে যাহাতে গঙ্গা পার হয় তুমি এইরূপ ব্যবস্থা কর। পরে গঙ্গাতীরে সেনানিবেশ স্থাপন করিয়া স্বয়ং সর্বাগ্রে সশস্ত্রে যাইও।

তখন মহাবীর শত্রুঘ্ন সেনাপতিদিগকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, কতকগুলি স্থান তোমাদিগের বাসের জন্য নির্দিষ্ট রহিল, তোমরা তথায় অবিরোধে বাস করিও। শত্রুঘ্ন এই বলিয়া সৈন্য প্রস্থাপনপূর্বক কৌশল্যা সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে গিয়া অভিবাদন করিলেন। পরে রামকে প্রদক্ষিণ-প্রণামপূর্বক লক্ষ্মণ, ভরত ও পুরোহিত বশিষ্ঠকে প্রণাম এবং রামের অনুমতি গ্রহণপূর্বক যাত্রা করিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ ॥ শত্রুঘ্ন সেনাপ্রস্থাপনের পর এক মাস অযোধ্যায় থাকিয়া একাকী যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। পথে দুই রাত্রি অতিবাহিত হইল। পরদিন তিনি মহর্ষি বাল্মীকির পবিত্র আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং মহর্ষিকে অভিবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আমি গুরু রামের কার্যভার লইয়া এই স্থানে রাত্রিবাস করিবার জন্য আইলাম, কল্য প্রভাতে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিব।

বাল্মীকি ঈষৎ হাস্য করিয়া স্বাগতপ্রশ্নপূর্বক শত্রুঘ্নকে কহিলেন, সৌম্য! এই আশ্রম রঘুবংশীয়দিগের নিজেরই আশ্রম। এক্ষণে তুমি অসঙ্কুচিত চিত্তে পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন প্রতিগ্রহ কর। শত্রুঘ্ন বাল্মীকির আতিথ্য গ্রহণপূর্বক ফল-

মূল ভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইয়া কহিলেন, তপোধন! কাহার আশ্রমের নিকট এই বহুকালের যূপাদিযজ্ঞচিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে? বাল্মীকি কহিলেন, শত্রুঘ্ন! পূর্ব-কালে এইটি যাহার আশ্রম ছিল, কহিতেছি শুন। পূর্বে রাজা সৌদাস নামে তোমাদিগের এক পূর্বপুরুষ ছিলেন। তাঁহারই পুত্র ধার্মিক মহাবীর বীর্যসহ। রাজা সৌদাস বাল্যকালেই মৃগয়াপর্যটন করিতেন। একদা তিনি মৃগয়াপ্রসঙ্গে দেখিতে পাইলেন, দুইটি রাক্ষস ঘোর শার্দূলরূপ ধারণপূর্বক বহুসংখ্য মৃগ ভক্ষণ করিতেছে, কিন্তু তাহারা অসন্তুষ্ট, মৃগ বধ করিয়া কিছুতেই মনে তৃপ্তি-লাভ করিতেছে না। বনও ক্রমশঃ মৃগশূন্য হইয়া যাইতেছে। তদ্দৃষ্টে রাজা সৌদাস ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ দুই রাক্ষসের মধ্যে একটিকে বিনাশ করিয়া সহচর অপরটিকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তখন দ্বিতীয় রাক্ষস অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া সৌদাসকে কহিল, রে পাপিষ্ঠ! তুই যখন আমার সহচরকে বিনাপরাধে বিনাশ করিলি তখন তোরে নিশ্চয় ইহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। এই বলিয়া সে তথায় অন্তর্ধান করিল। কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজা সৌদাস বীর্যসহের উপর রাজ্যভার অর্পণ-পূর্বক এই আশ্রমের সমীপে কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের সাহায্যে এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দেবযজ্ঞসদৃশ অশ্বমেধ বহুব্যয়ে ব্যাপক কাল ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। যজ্ঞাবসানে ঐ রাক্ষস পূর্ববৈর স্মরণপূর্বক বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করিয়া রাজা সৌদাসকে কহিল, রাজন্! আজ যজ্ঞশেষ হইলে তুমি আমাকে শীঘ্র অবিচারিত মনে আমিষ আহার করাও। তখন সৌদাস বশিষ্ঠরূপী রাক্ষসের আজ্ঞামাত্র পাককার্যে নিপুণ পাচকদিগকে কহিলেন, দেখ যাহাতে গুরুদেব পরিতুষ্ট হন তোমরা এইরূপ সামিষ সুস্বাদু হবিষ্য শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া দেও। রাজার আদেশমাত্র পাচকেরা তাহা প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যগ্র হইল। এই অবসরে রাক্ষস পাচকবেশ ধারণ করিল এবং মনুষ্যমাংস পাক করিয়া রাজাকে কহিল, রাজন্! আমি এই সুস্বাদু আমিষ হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিয়াছি। পরে রাজা সৌদাস ও মহিষী মদয়ন্তী মহর্ষি বশিষ্ঠকে ঐ হবিষ্যান্ন আহার করিতে দিলেন। বশিষ্ঠ স্বাদগ্রহণে উহা মনুষ্যমাংস বুঝিতে পারিয়া মহাক্রোধে কহিলেন, রাজন্! যখন তুমি আমাকে মনুষ্যমাংস আহার করিতে দিয়াছ, তখন তুমিই মনুষ্য-মাংসাশী হইয়া থাকিবে। সৌদাসও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া জলগণ্ডূষ গ্রহণপূর্বক বশিষ্ঠকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন। ঐ সময় রাজমহিষী মদয়ন্তী তাঁহাকে নিবারণপূর্বক কহিলেন, রাজন্! ভগবান বশিষ্ঠ আমাদিগের গুরু, এই দেব-প্রভাব পুরোহিতকে প্রতিশাপ দেওয়া তোমার উচিত হয় না।

তখন রাজা সৌদাস ঐ তেজোবলযুক্ত ক্রোধময় জলে আপনার পাদযুগল সিক্ত করিলেন। উহার বলে তাঁহার পদ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল। তদবধি ইঁহার নাম

কল্মাষপাদ। অনন্তর রাজা সৌদাস মহিষীর সহিত বশিষ্ঠকে বারংবার প্রণিপাত করিয়া বিপ্ররূপী রাক্ষস যে এই কাণ্ড ঘটাইয়াছে তাহা নিবেদন করিলেন। বশিষ্ঠও আমূল বৃত্তান্ত সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি ক্রোধ অধীর হইয়া যে-কথা কহিয়াছি তাহা মিথ্যা হইবার নহে। কিন্তু আমি আবার তোমাকে কহিতেছি, দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইলে তুমি এই শাপ হইতে মুক্ত হইবে এবং আমার প্রসাদে এই অতীত বৃত্তান্ত তোমার স্মৃতিপথে কদাচ উপস্থিত হইবে না।

শত্রুঘ্ন! রাজা সৌদাস দ্বাদশ বর্ষ শাপকাল অতীত হইলে পুনরায় রাজ্য অধিকার করিয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। এই আশ্রমের সমীপে সেই সৌদাসেরই এই পবিত্র যজ্ঞক্ষেত্র।

অনন্তর শত্রুঘ্ন মহর্ষি বাল্মীকিকে অভিবাদনপূর্বক বিশ্রামার্থ পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন।

ষট্ষষ্টিতম সর্গ ॥ যে রাত্রিতে শত্রুঘ্ন বাল্মীকির আশ্রমে ছিলেন সেই রাত্রিতেই জানকী দুইটি পুত্র প্রসব করিলেন। তখন অর্ধরাত্রি। মুনিবালকেরা বাল্মীকির নিকটে গিয়া কহিল, ভগবন্! রামের পত্নী জানকী দুইটি পুত্র প্রসব করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি আসিয়া তাহাদিগের গ্রহনাশক রক্ষাবিধান করিয়া যান। বাল্মীকি মুনিবালকদিগের নিকট এই শুভসংবাদ পাইয়া তথায় আগমন করিলেন। ঐ দুইটি দেবকুমারকল্প চন্দ্রকলাসদৃশ পুত্রকে দেখিয়া তাঁহার যারপরনাই আনন্দ হইল।

পরে তিনি বালকদিগের ভূত রাক্ষস প্রভৃতি কুগ্রহ দূর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কুশের অগ্রভাগ ও অধোভাগ লইয়া তদ্দ্বারা এই রক্ষাকার্য সুসম্পন্ন হইল। ঐ যমজ বালকদ্বয়ের মধ্যে যে অগ্রজ, বৃদ্ধারা তাহার দেহ মন্ত্রপূত কুশের অগ্রভাগ দ্বারা মার্জনা করিয়া দিবে, এই জন্য তাহার নাম কুশ এবং যে কনিষ্ঠ, তাহার দেহ কুশের লব অর্থাৎ অধোভাগ দ্বারা মার্জনা করিয়া দিবে, এই জন্য তাহার নাম লব; বাল্মীকি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া কহিলেন, এই দুই যমজ বালক মৎকৃত কুশ ও লব এই নামে খ্যাত হইবে। বৃদ্ধারা পবিত্র হইয়া বাল্মীকির হস্ত হইতে ভূতনাশিনী রক্ষা গ্রহণ করিল এবং তাহার অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। শত্রুঘ্ন জানকীর প্রসব, বৃদ্ধাদিগের এই রক্ষাকার্য, বালক দুইটির নাম ও গোত্র এবং রামের কথা অর্ধরাত্রে সমস্তই শুনিতে পাইলেন এবং সেই পর্ণশালায় শয়ান থাকিয়াই হর্ষভরে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অহো কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য!

অনন্তর রাত্রি শীঘ্র অবসান হইল। শত্রুঘ্ন প্রভাতে পৌর্বাহ্ণিক কার্য অনুষ্ঠানপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি বাল্মীকিকে আমন্ত্রণ করিয়া পুনর্বার যাত্রা করিলেন। পথে সাত রাত্রি অতিবাহিত হইল। পরে তিনি যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া পবিত্রকীর্তি ঋষিগণের আশ্রমে গমন করিলেন এবং চ্যবন প্রভৃতির সহিত নানা কথাপ্রসঙ্গে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ ॥ রাত্রি উপস্থিত। শত্রুঘ্ন ভৃগুনন্দন চ্যবনকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! লবণের বল কিরূপ? শূলাস্ত্র কি প্রকার? দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কে কে এই অস্ত্রে বিনষ্ট হইয়াছে?

চ্যবন কহিলেন, শত্রুঘ্ন! এই লবণের অনেক বীরকার্য আছে, এক্ষণে ইক্ষ্বাকু-

বংশীয় মান্ধাতার সহিত যেরূপ ঘটিয়াছিল কহিতেছি, শুন। পূর্বে অযোধ্যায় যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ত্রিলোকবিখ্যাত ও বলবান। ঐ রাজা সসাগরা পৃথিবী আপন অধিকারে আনিয়া সুরলোক জয় করিবার জন্য প্রস্তুত হন। মান্ধাতা এই বিষয়ে উদ্যোগী হইলে সুররাজ ইন্দ্র ও সুরগণের মনে অতিমাত্র ভয়ের সঞ্চার হইল। মান্ধাতার সংকল্প তিনি ইন্দ্রের সিংহাসন ও সমগ্র দেবরাজ্যের অর্ধাংশ অধিকারপূর্বক রাজা হইয়া এবং সুরগণের স্তুতিগীতি শ্রবণ করিয়া দেবলোকে অবস্থান করিবেন। ইন্দ্র তাঁহার এই পাপসংকল্প বুঝিতে পারিয়া সান্ত্ববাদপূর্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি মনুষ্যলোকের রাজা, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীকে আয়ত্ত না করিয়া সুরলোক অধিকারে প্রয়াসী হইয়াছ। যদি সমগ্র পৃথিবী তোমার অধিকারে আসিয়া থাকে তবে ভৃত্য ও বলবাহনের সহিত স্বচ্ছন্দে সুরলোকে আধিপত্য কর। মান্ধাতা কহিলেন, সুররাজ! পৃথিবীর মধ্যে কোথায় আমার শাসন প্রতিহত আছে? ইন্দ্র কহিলেন, মধুবনে মধুর পুত্র লবণ নামে এক রাক্ষস আছে। সে তোমার শাসন অবহেলা করিয়া থাকে। এই কথা শুনিবামাত্র মান্ধাতা লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। কিছুতেই তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না। পরে তিনি ইন্দ্রকে আমন্ত্রণপূর্বক অবনতবদনে পৃথিবীতে আগমন করিলেন এবং রোষপরবশ হইয়া লবণকে বশীভূত করিবার জন্য বল-বাহনের সহিত মধুবনে উপস্থিত হইয়া উহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দূত গিয়া লবণকে এই অপ্রিয় সংবাদ জানাইল, লবণও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাকে ভক্ষণ করিল। তখন দূতের বহু বিলম্ব দেখিয়া মান্ধাতা ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং লবণকে আক্রমণপূর্বক শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবীর লবণ মান্ধাতার এই দুশ্চেষ্টায় হাসিয়া উঠিল এবং তাঁহাকে সসৈন্যে বিনাশ করিবার জন্য শূল গ্রহণ করিল। শূল স্বতেজে দীপ্যমান। উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র মান্ধাতাকে বিনাশ করিয়া পুনরায় লবণের হস্তে উপস্থিত হইল। শত্রুঘ্ন! শূলের বল অলোক-সামান্য, কাল প্রভাতে যখন রাক্ষস লবণ নিরস্ত্র থাকিবে সেই সময় তুমি তাহাকে বধ করিও। জয়শ্রী তোমারই নিশ্চয়। এই কার্য সিদ্ধ হইলে সমস্ত লোকের মঙ্গল। রাজন্! এই আমি তোমাকে দুরাত্মা লবণের এবং শূলের নিরুপম বলের বিষয় কহিলাম। লবণ যখন আহারার্থ নির্গত হইবে তখনই তুমি তাহাকে বধ করিও।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ ॥ রাত্রি শীঘ্র প্রভাত হইল। মহাবীর লবণ আহার অন্বেষণের নিমিত্ত পুরের বাহির হইয়াছে। ইত্যবসরে শত্রুঘ্ন যমুনা পার হইয়া শরাসনহস্তে মধুপুরের দ্বারে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। নৃশংসাচারী রাক্ষস দিবা দুই প্রহরে বহুসংখ্য নিহত জীবজন্তুর দেহভার স্কন্ধে লইয়া উপস্থিত। সে আসিয়া দেখিল শত্রুঘ্ন সশস্ত্রে দ্বারে দণ্ডায়মান। কহিল, তুই এই অস্ত্রশস্ত্রে কি করিবি। আমি তোর মত বহুসংখ্য অস্ত্রধারীকে ক্রোধে ভক্ষণ করিয়াছি। যাহাই হউক, তুই প্রকৃত সময়ে আসিয়াছিস্। রে নরাধম! আমার ভক্ষ্য দ্রব্য অসম্পূর্ণ আছে। আজ তুই স্বয়ং আসিয়া কিরূপে আমার মুখে প্রবেশ করিলি?

মহাবীর শত্রুঘ্ন দুরাত্মা লবণকে এইরূপ বাক্য প্রয়োগপূর্বক মুহুর্মুহু হাসিতে দেখিয়া যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার নেত্রযুগল হইতে রোষাশ্রু উদ্ভূত হইল এবং সর্বশরীর হইতে তেজ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি ক্রোধে কষায়িত হইয়া কহিলেন, রে নির্বোধ! আমি যুদ্ধার্থী, তুই আমার সহিত দ্বন্দ্ব-

যুদ্ধ কর। আমি রাজা দশরথের পুত্র, ধীমান রামের ভ্রাতা, নাম শত্রুঘ্ন। আমি তোরে বধ করিবার জন্য আসিয়াছি। তুই সকল জীবের শত্রু, আজ প্রাণসত্ত্বে কদাচ যাইতে পারিবি না।

রাক্ষস হাস্য করিয়া কহিল, রে নরাধম! রাবণ আমার মাতৃষ্বসা শূর্পণখার ভ্রাতা ছিল, রাম তাহাকে স্ত্রীর জন্য বধ করিয়াছে। আমি অবজ্ঞাপূর্বক রাবণের সেই সমস্ত কুলক্ষয় ও বিশেষতঃ তোদিগকে ক্ষমা করিয়াছি। যে-সমস্ত বীর জন্মিয়াছিল, যাহারা জন্মিবে এবং তোদের ন্যায় বর্তমান সমস্ত নরাধমকে বিনাশ করা আমার পক্ষে সামান্য কথা। আমি সকলকেই তৃণবৎ পরাভব করিয়া থাকি। তুই যুদ্ধার্থী, আমি অবশ্যই তোর সহিত যুদ্ধ করিব। তুই ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি অস্ত্র লইয়া আসিতেছি। শত্রুঘ্ন কহিলেন, তুই প্রাণ লইয়া আর কোথায় যাইবি? যে শত্রু স্বয়ং উপস্থিত হয় তাহাকে পরিত্যাগ করা বুদ্ধিমানের উচিত নহে। যে ব্যক্তি নির্বুদ্ধিতাবশতঃ শত্রুকে অবসর দেয় কাপুরুষবৎ তাহার নিশ্চয় বিনাশ। এক্ষণে তুই এই জীবলোক একবার মনের সাধে দেখিয়া ল। তুই ত্রিলোক ও আমার শত্রু, আমি সুশাণিত শরে এখনই তোরে যমালয়ে প্রেরণ করিব।

একোনসপ্ততিতম সর্গ ॥ লবণ শত্রুঘ্নের এই কথায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিল, রে পাষণ্ড! তুই থাক্ থাক্। এই বলিয়া সে করে করপরামর্ষণ ও দন্তে দন্তে কটকটা শব্দপূর্বক শত্রুঘ্নকে যুদ্ধার্থ পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিল। তখন শত্রুঘ্ন ঐ ঘোরদর্শন লবণকে কহিলেন, রে পাপিষ্ঠ! তুই যখন অন্যকে বধ করিয়াছিস তখন শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন নাই। যাহা হউক, আজ তুই আমার শরে যমালয়ে যাত্রা কর। দেবগণ যেমন রাবণকে বিনষ্ট দেখিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন সেইরূপ আজ বিদ্বান ঋষিগণ তোরে বিনষ্ট দেখিয়া হৃষ্ট হউন। তুই আজ আমার শরে সমরশায়ী হইলে গ্রাম নগর সর্বত্র মঙ্গলই হইবে। আজ বজ্রমুখ শর আমার বাহু-বেগে নির্গত হইয়া পদ্মমধ্যে সূর্যরশ্মির ন্যায় তোর হৃদয়ে প্রবেশ করিবে।

অনন্তর লবণ ক্রোধে অধীর হইয়া শত্রুঘ্নের বক্ষে এক বৃক্ষ নিক্ষেপ করিল। শত্রুঘ্ন তাহা শতখণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল লবণ বৃক্ষ নিষ্ফল দেখিয়া পুনরায় বহুসংখ্য বৃক্ষ নিক্ষেপ করিল। শত্রুঘ্নও এক এক বৃক্ষ তিন-চার শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া উহার উপর অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু রাক্ষস কিছুতেই ব্যথিত হইল না। অনন্তর সে হাস্য করিয়া শত্রুঘ্নের মস্তকে এক বৃক্ষ প্রহার করিল। শত্রুঘ্ন ঐ প্রবল আঘাতে করচরণ প্রসারণপূর্বক মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। চতুর্দিকে ঋষি ও দেবগণের তুমুল হাহাকাররব উত্থিত হইল। লবণ শত্রুঘ্নকে বিনষ্ট বুঝিয়া সুযোগ পাইলেও গৃহপ্রবেশ বা শূলগ্রহণ করিল না এবং সে উঁহাকে নিশ্চয় বিনষ্ট দেখিয়া মৃত পশুপক্ষীর দেহভার পুনরায় স্কন্ধে লইল। এই অবসরে শত্রুঘ্ন সংজ্ঞালাভ করিয়া সশস্ত্রে পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন এবং রাক্ষসকে বধ করিবার জন্য এক অমোঘ শর গ্রহণ করিলেন। ঐ শর বজ্রমুখ বজ্রবেগ ও পর্বতবৎ সুদৃঢ়, উহা স্বতেজে দশ দিক পরিপূর্ণ করিতেছে। উহার সর্বাঙ্গ রক্তচন্দনচর্চিত, পর্ব আনত, পত্র সুন্দর এবং প্রয়োগ অব্যর্থ, দেখিলে দানবেন্দ্র পর্বতরাজ ও অসুরদিগের ত্রাস জন্মে। ঐ প্রলয়বহ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত শর দেখিয়া সমস্ত প্রাণী ভীত হইয়া উঠিল। এই অবসরে দেবগণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, আমরা আজ কেন ভীত হইতেছি এবং লোকক্ষয়ই
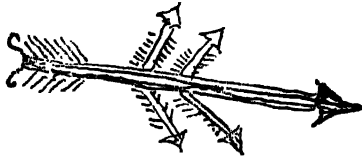
বা কেন হয়? ব্রহ্মা মধুর বাক্যে কহিলেন, দেবগণ! শুন। আজ মহাবীর শত্রুঘ্ন যুদ্ধে দুর্দান্ত লবণকে বধ করিবার জন্য শরসন্ধান করিয়াছেন। তোমরা সেই শরের তেজে এইরূপ বিমোহিত হইয়াছ। ইহা লোকস্রষ্টা বিষ্ণুর তেজোময় শর। তিনি মধু ও কৈটভকে বধ করিবার জন্য এই শর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার শরময়ী প্রাচীনমূর্তি। সুতরাং বিষ্ণুই ইহাকে বিশেষ জানেন। এক্ষণে তোমরা গিয়া লবণবধ স্বচক্ষে দেখ।

অনন্তর সুরগণ যথায় শত্রুঘ্ন ও লবণের যুদ্ধ হইতেছে তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলে শত্রুঘ্নের হস্তে প্রলয়বহ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত শর দেখিতে পাইলেন। আকাশ দেবগণে আবৃত, তদ্দৃষ্টে শত্রুঘ্ন ঘোর সিংহনাদপূর্বক লবণকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। লবণও ক্রোধে মূর্ছিত হইয়া পুনরায় উপস্থিত হইল। শত্রুঘ্ন ঐ শর আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক লবণের বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। সুরপূজিত শর উহার বক্ষ বিদারণপূর্বক রসাতলে প্রবেশ করিল এবং পুনরায় শত্রুঘ্নের হস্তে শীঘ্র উপস্থিত হইল। লবণ শরাঘাতে বজ্রাহত পর্বতবৎ সহসা ভূতলে পড়িল। এই অবসরে শূলাস্ত্র দেবগণের সমক্ষে দেবদেব রুদ্রের হস্তে পুনরায় আইল। ঐ সময় শত্রুঘ্নও সূর্য যেমন অন্ধকার নষ্ট করিয়া শোভা পান সেইরূপ লবণকে সংহার করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।

সপ্ততিতম সর্গ ॥ রাক্ষস লবণ বিনষ্ট হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ মধুর বাক্যে শত্রুঘ্নকে কহিলেন, বৎস! ভাগ্যক্রমে তোমার জয়লাভ এবং লবণ বিনষ্ট হইল। এক্ষণে তুমি আমাদিগের নিকট বর প্রার্থনা কর। রাক্ষসবিনাশ আমাদিগের অভিপ্রেত। ফলতঃ আমরা তোমায় বরদান করিবার জন্যই উপস্থিত হইলাম। আমাদিগের দর্শন অমোঘ।

শত্রুঘ্ন কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, দেবগণ! এই রমণীয় মধুপুরী দেবনির্মিত, ইহা শীঘ্র রাজধানী হউক, এই আমার প্রার্থনা। তখন দেবগণ প্রীতমনে কহিলেন, বৎস! এই পুরী বীরসৈন্যসঙ্কুল রাজধানী হইবে সন্দেহ নাই। এই বলিয়া তাঁহারা দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর শত্রুঘ্নের আদেশে সেনাসকল মধুপুরীতে উপস্থিত হইল। শত্রুঘ্ন শ্রাবণ মাস হইতে তথায় বসতি বিস্তার করিতে লাগিলেন। ক্রমশ দ্বাদশ বৎসর হইতে চলিল। শূর সৈন্যগণের সন্নিবেশে ঐ নিষ্কণ্টক প্রদেশ গ্রামনগরে শোভিত হইল। ক্ষেত্রসকল শস্যবহুল, মেঘ যথাকালে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল, সকলেই নীরোগ ও শূর। যমুনাতীরে ঐ পুরীর সংস্থান অর্ধচন্দ্রাকার হইল। উৎকৃষ্ট গৃহ, চত্বর ও আপণশ্রেণী দ্বারা চতুর্দিক উজ্জ্বল। চাতুর্বর্ণের লোক গিয়া তথায় বসতি করিতে লাগিল। উহা বাণিজ্যের কোলাহলে পূর্ণ। পূর্বে লবণ যে-সমস্ত গৃহ প্রস্তুত করিয়াছিল শত্রুঘ্ন তৎসমুদয় সুধাধবল ও নানাবর্ণে চিত্রিত করিয়া নগরের শোভা বর্ধন করিলেন। স্থানে স্থানে রমণীয় উদ্যান ও বিহারস্থান। সমৃদ্ধিশালী শত্রুঘ্ন এই ধনধান্যপূর্ণা পুরী দেখিয়া যারপরনাই

প্রীত হইলেন। এই মধুপুরী সংস্থাপন করিয়া তাঁহার ইচ্ছা হইল, এই সময় একবার আর্য রামের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আসি।

একসপ্ততিতম সর্গ ॥ দ্বাদশবর্ষে শত্রুঘ্ন সামান্যমাত্র ভৃত্য ও সৈন্য লইয়া অযোধ্যায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মন্ত্রী ও সেনাপতিদিগকে সমভিব্যাহারে লওয়া অনাবশ্যক। তিনি তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া অশ্ব ও একশত রথের সহিত যাত্রা করিলেন এবং সাত-আটটি নির্দিষ্ট পান্থনিবাস অতিক্রম করিয়া মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহর্ষির হর্ষের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা উ'হার আতিথ্যসংকার করিলেন। উভয়ের নানারূপ সুমধুর কথাপ্রসঙ্গ হইতে লাগিল। বাল্মীকি লবণবধসংক্রান্ত কথা উত্থাপনপূর্বক কহিলেন, বৎস! তুমি লবণকে বধ করিয়া অতি দুষ্কর কার্য করিয়াছ। এই রাক্ষস বলবাহনের সহিত অনেক রাজাকে বিনাশ করিয়াছে। তুমি অবলীলাক্রমে ঐ পাপকে নষ্ট করিয়াছ। তোমারই বলে জগতের ভয় দূর হইয়াছে। রাবণবধ অতিযত্নে সম্পন্ন হয় কিন্তু এই দুষ্কর লবণবধ অযত্ন বা অবলীলায় হইয়াছে। এই কার্যে দেবগণের প্রীতি ও সমস্ত জীবের প্রীতি ; ইহা দ্বারা জগতের একটি সুমহৎ প্রিয়সাধন হইয়াছে। আমি দেবসভায় বসিয়া এই ব্যাপার যথাবৎ সমস্তই শুনিয়াছি। ইহাতে আমারও আনন্দ! এক্ষণে আইস, আমি তোমার মস্তকাঘ্রাণ করি, স্নেহের ইহাই পরম লক্ষণ। এই বলিয়া মহর্ষি বাল্মীকি শত্রুঘ্নের মস্তকাঘ্রাণ করিলেন এবং সমস্ত অনুগামী লোকের সহিত তাঁহার আতিথ্য করিলেন। ঋষি রামচরিত রচনা করিয়াছেন। ভোজনান্তে শত্রুঘ্ন ঐ চরিতগীতি শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ঐ মধুর গীত বীণাধ্বনিসমুত্থিতলয়ে অনুগত, বক্ষ কণ্ঠ ও তালু এই তিন স্থান হইতে যথাবৎ উচ্চারিত, সংস্কৃত বাক্যবন্ধ, কাব্যলক্ষণ ও গীতিলক্ষণসঙ্গত ও তালযুক্ত। শত্রুঘ্ন ঐ সময় এই রামচরিত-গীতি আনুপূর্বিক শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ইহার প্রত্যেক অক্ষর সত্য, পূর্বে যেরূপ ঘটিয়াছিল ইহাতে তাহার কিছুমাত্র স্খলিত হয় নাই। শত্রুঘ্নের নেত্রযুগল বাষ্পপূর্ণ। তিনি মুহূর্তকাল বিচেতনপ্রায় হইয়া বারংবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। যদিও ঘটনাগুলি পূর্বের কিন্তু তাঁহার বোধ হইল যেন বর্তমান। তাঁহার অনুযাত্রিকেরা এই গান শুনিয়া অধোমুখে দীনভাবে কহিতে লাগিল, কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য! সৈনিকেরা পরস্পর কহিতে লাগিল, এ কি! আমরা কোথায়! ইহা কি স্বপ্ন! আমরা পূর্বে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এই আশ্রমপদে তাহাই শুনিলাম। এই গীতিবন্ধ আমাদের কি স্বপ্নে অনুভূত? সৈনিকেরা এইরূপ বিস্মিত হইয়া শত্রুঘ্নকে কহিল, রাজন্! আপনি মহর্ষি বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করুন, এই গীতির রচয়িতা কে? শত্রুঘ্ন কহিলেন, সৈন্যগণ! মহর্ষিকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত হয় না। ইঁহার আশ্রমে এইরূপ অনেক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়া থাকে কিন্তু কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া তাহার অনুসন্ধান করা উচিত হয় না। শত্রুঘ্ন সৈনিকদিগকে এইরূপ কহিয়া মহর্ষিকে অভিবাদনপূর্বক নির্দিষ্ট পর্ণশালায় বিশ্রামার্থ গমন করিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ ॥ ঐ রাত্রিতে শত্রুঘ্নের আর নিদ্রা হইল না। তিনি ঐ মধুর গীতের কথাই ভাবিতে লাগিলেন। রাত্রি শীঘ্রই প্রভাত হইল। তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বাল্মীকিকে কহিলেন, তপোধন! আজ্ঞা করুন, আমি এক্ষণে অনুযাত্রিকগণের সহিত রামদর্শনার্থে যাত্রা করি। মহর্ষি বাল্মীকি

সস্নেহ আলিঙ্গনপূর্বক তাঁহাকে যাইবার অনুমতি করিলেন। রথ সুসজ্জিত। শত্রুঘ্ন মহর্ষিকে অভিবাদন ও রথে আরোহণপূর্বক রামদর্শনের ঔৎসুক্যে দ্রুতবেগে অযোধ্যায় উপনীত হইলেন এবং পুরপ্রবেশপূর্বক রামের নিকট গমন

করিলেন। দেখিলেন, পূর্ণচন্দ্রসুন্দর রাম সুরগণমধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় মন্ত্রিমধ্যে বিরাজ করিতেছেন। শত্রুঘ্ন ঐ দিব্যকান্তি মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজন্! আমি আপনার আদেশ সম্যক্ পালন করিয়াছি। পাপাত্মা লবণের বিনাশ এবং মধুপুরীতে লোকজনের বসবাস হইয়াছে। কিন্তু এই দ্বাদশ বৎসর হইল আমি আপনাকে দেখি নাই, এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হউন, আর আমি আপনাকে ছাড়িয়া মাতৃহীন বৎসের ন্যায় বহুদিন প্রবাসে থাকিতে ইচ্ছা করি না।

তখন রাম শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন, বৎস! দুঃখিত হইও না। ইহা ক্ষত্রিয়ের কাজ নহে। প্রবাসে কালক্ষেপ করিতে ক্ষত্রিয়েরা কদাচ বিষণ্ন হন না। ক্ষাত্রধর্মানুসারে প্রজাপালনই রাজার কর্তব্য। এক্ষণে তোমায় স্বনগরে যাইতে হইবে, তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সময়ে সময়ে অযোধ্যায় আসিও। তুমি আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর, রাজ্যপালন তোমার অবশ্যকরণীয়। অতএব তুমি সাত রাত্রি আমার সহিত বাস কর, পরে বলবাহনের সহিত মধুপুরীতে যাইও।

শত্রুঘ্ন দীনবাক্যে রামের কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন এবং তাঁহার আদেশে সাতরাত্রি অযোধ্যায় বাস করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পরে রাম লক্ষ্মণ ও ভরতকে আমন্ত্রণপূর্বক রথে আরোহণ করিলেন, লক্ষ্মণ ও ভরত পদব্রজে কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করিলেন। তিনিও মধুপুরীর অভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ ॥ রাম শত্রুঘ্নকে প্রস্থাপনপূর্বক রাজ্যপালনে ব্যাপৃত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। একদা কোন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটি মৃত বালককে লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত। ব্রাহ্মণ পুত্রস্নেহ ও দুঃখে কাতর হইয়া বারংবার হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কহিলেন, হা! আমি পূর্বজন্মে কি দুষ্কর্ম করিয়াছিলাম। কোন্ দুষ্কর্মের ফলে আমি এই একমাত্র পুত্রকে হারাইলাম। হা বৎস! তুমি অপ্রাপ্তযৌবন বালক, সবে মাত্র পঞ্চদশবর্ষস্ক, তুমি আমায় ফেলিয়া অকালে কোথায় চলিয়া গেলে? আমি ও তোমার জননী আমরা উভয়ে তোমার শোকে অল্প দিনের মধ্যে দেহপাত করিব। আমি যে কখন মিথ্যা কহিয়াছি, কি কখন কাহার অনিষ্ট করিয়াছি, কি কোনও জীবের কোনরূপ হিংসা করিয়াছি, ইহা তো স্মরণ হয় না। হা! আজ কোন্ দুষ্কর্মের ফলে আমার এই বালক পুত্র পিতৃকার্য না করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। রাজা রামের রাজ্যে কাহারো যে অসময়ে মৃত্যু হয় আমি ইহা কখন দেখি নাই ও শুনি নাই। কিন্তু যখন তাঁহার রাজ্যে বালকের মৃত্যু হইল তখন নিঃসন্দেহ তাঁহারই কোন ঘোর পাপ আছে। হা! অন্য রাজার অধিকারে বালকের এইরূপ ঘটে না। রাম! এই বালক কালগ্রাসে পতিত, তুমি ইহাকে জীবিত কর। আমি আজ ভার্যার সহিত অনাথের ন্যায় এই রাজদ্বারে প্রাণত্যাগ করিব। রাম! তুমি ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়া সুখী হও এবং ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘায়ু লাভ কর। আমরা এতাবৎকাল পর্যন্ত তোমার রাজ্যে সুখে ছিলাম কিন্তু এখন আমরা মৃত্যুর বশবর্তী, সুতরাং এক্ষণে তোমার রাজ্যে আমাদের সামান্যই সুখ। যখন বালকের অন্তক রাম রাজা তখন মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর এই রাজ্য নিশ্চয় অরাজক। অসম্যক্ প্রতিপালিত প্রজারা রাজার দোষেই নষ্ট হইয়া

থাকে। রাজা অসচ্চরিত্র হইলে প্রজার অকালমৃত্যু হয়। অথবা বোধ হয় গ্রাম ও নগরের অধিবাসীরা নানারূপ পাপ আচরণ করিতেছে এবং সেই সমস্ত পাপের যথোচিত প্রতিবিধানও হইতেছে না, তজ্জন্যই সম্ভবতঃ প্রজাদিগের এই অকাল-মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে। আর গ্রাম ও নগরে পাপের যে কোনরূপ প্রতিবিধান হইতেছে না তাহাও নিশ্চয় রাজদোষ। সেই রাজদোষেই আজ আমার এই বালক বিনষ্ট হইয়াছে।

জনপদবাসী ব্রাহ্মণ এইরূপ বাক্যে বারংবার রামকে ভর্ৎসনা করিয়া দুঃখিত-মনে মৃত বালককে লইয়া রাজদ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ ॥ রাম ব্রাহ্মণের এই সকরুণ বিলাপ শুনিতে পাইলেন এবং অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া মন্ত্রিগণ, বশিষ্ঠ, বামদেব ও পুরবাসীদিগের সহিত ভ্রাতৃগণকে আহবান করিলেন। তাঁহার আহ্বানে বশিষ্ঠের সহিত মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, জাবালি, গৌতম ও নারদ এই অষ্ট ঋষি উপস্থিত। ইঁহারা আসিয়া দেবকল্প মহারাজ রামকে জয়াশীর্বাদে সম্বর্ধনা-পূর্বক আসনে উপবিষ্ট হইলেন। রাম তাঁহাদিগকে অভিবাদন এবং মন্ত্রিগণের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর সকলে দীপ্তজ্যোতিতে স্ব-স্ব আসনে উপবিষ্ট আছেন, এই অবসরে রাম দীনমনে কহিলেন, একটি ব্রাহ্মণ মৃত বালককে ক্রোড়ে লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত। আপনারা বলুন, কেন এই বালকের অকালমৃত্যু হইল। নারদ কহিলেন, রাজন্! যে কারণে এই বিপ্রবালক অকালে বিনষ্ট হইয়াছে বলি, শুন, শুনিয়া যাহা কর্তব্য হয় কর। সত্যযুগে কেবল ব্রাহ্মণেরাই তপস্যা করিতেন। তদ্ব্যতীত অন্য জাতির তদ্বিষয়ে কদাচ অধিকার ছিল না। ঐ সত্যযুগে তপস্যার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব, ব্রাহ্মণেরা সর্বপ্রধান এবং লোকসকল অজ্ঞানতার আবরণশূন্য। অকালমৃত্যু কাহাকেও স্পর্শ করিত না এবং সকলেই দীর্ঘদর্শী ছিল। সত্যের পর ত্রেতাযুগ। এই সময়ে মনুষ্যের ব্রহ্মে আত্মবুদ্ধি শিথিল হইয়া যায়, তন্নিবন্ধন দেহে আত্মাভিমান এবং ক্ষত্রিয়ের জন্ম। সত্যযুগে তপস্যায় কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার, ত্রেতায় তাহা ক্ষত্রিয়সাধারণ হইল।

ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই তপঃপরায়ণ হইয়াছিলেন বটে কিন্তু সত্যের মানব এই যুগ অপেক্ষা প্রভাব ও তপস্যায় উৎকৃষ্ট ছিলেন। সত্য ও ত্রেতা এই দুই যুগের মধ্যে সত্যযুগে ব্রাহ্মণ তপ ও প্রভাবে উৎকৃষ্ট এবং ক্ষত্রিয় ন্যূন; কিন্তু ত্রেতায় ঐ উভয় বর্ণই তপ ও প্রভাবে সমান! মন্বাদি ঋষিগণ এই যুগে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষত্রিয় অপেক্ষা কিছু বিশেষত্ব না দেখিয়া চাতুর্বর্ণ্যের সম্মত মর্যাদাস্থাপক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই যুগে যাগাদি ধর্ম বহুলপরিমাণে অনুষ্ঠিত হয়, ধর্মকার্যসাধনে কোনও প্রতিবন্ধক ছিল না এবং ধর্মের চর্চা যথেষ্টই হইত। এই অবস্থায় চতুষ্পাদ অধর্ম পাদমাত্রে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব এবং যাগাদি ধর্মের অবতারণাহেতু পাদমাত্রে অধর্মের সৃষ্টি হইয়াছিল। অধর্মের আশ্রয় লইলে তেজের হ্রাস হইবে। এই যুগে তাহাই ছিল। পূর্বে সত্যযুগে রজোগুণমূলক যে জীবিকা মলবৎ অত্যন্ত ত্যাজ্য ছিল তাহার নাম অণৃত (কৃষি)। অধর্ম সেই কৃষিরূপ এক পদে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। অর্থাৎ সত্যযুগে অপ্রযত্নোপলব্ধ ফলমূলমাত্র লোকের আহার ছিল। অধর্মের এই কৃষিরূপ এক পদে পৃথিবীতে অবস্থাননিবন্ধন লোকের আয়ু সত্যযুগ অপেক্ষা হ্রাস হইয়া আইসে। অধর্ম এইরূপে প্রভাব বিস্তার করাতে লোকসকল যাগযজ্ঞাদি শুভকর্মের অনুষ্ঠান করিত এবং তাহারই বলে সত্যধর্মপরায়ণ হইত। অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি এবং দেহে আত্মবুদ্ধি নষ্ট হওয়াতে তাহারা সত্যধর্মে অধিকারী হইত। ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের তপস্যায় অধিকার; অপর বর্ণ উহাদেরই শুশ্রূষাপর ছিল। এই বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে শুশ্রূষারূপ স্বধর্ম বৈশ্য ও শূদ্রকে অধিকার করে, কিন্তু বৈশ্য কৃষিপ্রবৃত্ত হওয়াতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণের এবং শূদ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই সেবা করিত। অনন্তর ত্রেতাযুগে অণৃতরূপ অধর্মের পাদ বৈশ্য ও শূদ্রকে অধিকার করিলে পূর্ববর্ণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রভাব খর্ব হইয়া যায়। এই সময় অধর্ম সমতারূপ দ্বিতীয় পাদ পৃথিবীতে নিক্ষেপ করে এবং দ্বাপর যুগের উৎপত্তি হয়। এই দ্বাপর যুগে অধর্ম ও অণৃত বর্ধিত হইয়াছিল এবং তপস্যা বৈশ্যবর্ণকে অধিকার করে। ফলতঃ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগে তপস্যা ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণকে আশ্রয় করিয়াছিল। কিন্তু এই তিন যুগে শূদ্রের তাহাতে অধিকার হয় নাই। এই নীচ বর্ণ ভবিষ্যতে ঘোরতর তপস্যা করিবে। কলিযুগই তাহার প্রকৃত সময়। শূদ্রজাতির দ্বাপরে তপস্যা করা অতিশয় অধর্ম। সেই শূদ্র আজ নির্বুদ্ধিতাবশতঃ তোমার অধিকারে তপস্যা করিতেছে। সেই জন্য এই বিপ্রবালক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। যে নির্বোধ রাজার অধিকারে প্রজা অনর্থকর অধর্ম বা অকার্য করে সে এবং সেই রাজা উভয়েই শীঘ্র নরকস্থ হন, সন্দেহ নাই। যে রাজা ধর্মানুসারে প্রজাপালন করেন তিনি স্বাধিকারস্থ সকলের অধ্যয়ন তপস্যা ও পুণ্যের ষষ্ঠভাগ প্রাপ্ত হন। যিনি ষষ্ঠ ভাগের ভোক্তা তিনি কেন প্রজাপালন না করিবেন। অতএব মহারাজ! তুমি স্বাধিকৃত সমস্ত দেশ অনুসন্ধান কর। যথায় দুষ্কর্ম দেখিবে তাহার দমনে চেষ্টা কর। এইরূপ হইলে তোমার ধর্মবৃদ্ধি ও মনুষ্যের আয়ুর্বৃদ্ধি হইবে এবং এই বিপ্রকুমারও পুনর্বার জীবন লাভ করিবে।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ ॥ মহারাজ রাম মহর্ষি নারদের এই সুমধুর কথা শুনিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি গিয়া ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দেও এবং বিপ্রবালকের দেহ উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য ও সুগন্ধি তৈলে সিক্ত করিয়া তৈলদ্রোণিতে রক্ষা কর। সন্ধি-বিশ্লেষ ও বিকৃত হইয়া যাহাতে দেহ নষ্ট না হয় এইরূপ করিয়া রাখ। রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া মনে মনে পুষ্পককে স্মরণ করিলেন। স্বর্ণখচিত পুষ্পক তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কহিল, রাজন্! এই আপনার বশ্য ও কিঙ্কর উপস্থিত। তখন রাম ভ্রাতা ভরত ও লক্ষ্মণকে নগররক্ষার ভার দিয়া মহর্ষিদিগকে প্রণামপূর্বক সশস্ত্রে পুষ্পকে আরোহণ করিলেন এবং ইতস্ততঃ অনুসন্ধানপূর্বক পশ্চিমদিকে যাইতে লাগিলেন। তথায় অল্পমাত্রও দুষ্কার্য দেখিতে না পাইয়া হিমাদ্রি-পরিবেষ্টিত উত্তরদিকে এবং তথা হইতে পূর্বদিকে গমন করিলেন। দেখিলেন, ঐদিক নিষ্পাপ, তথাকার আচার যারপরনাই পরিশুদ্ধ। পরে তিনি দক্ষিণদিকে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, শৈবল পর্বতের উত্তর পার্শ্বে একটি সুপ্রশস্ত সরোবরের তীরে কোন এক তাপস বৃক্ষে লম্বমান হইয়া আছেন এবং তিনি অধোমুখে অতিকঠোর তপস্যা করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে রাম তাঁহার সন্নিহিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, তাপস! তুমি ধন্য, বল, কোন্ যোনিতে জন্মিয়াছ। আমি রাজা দশরথের পুত্র রাম। কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া তোমায় এইরূপ জিজ্ঞাসিলাম। কি তোমার অভীষ্ট, স্বর্গলাভ বা আর কিছু? কিসের জন্য তুমি অন্যের দুষ্কর এইরূপ কঠোর তপস্যা করিতেছ। তুমি ব্রাহ্মণ না দুর্জয় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য না শূদ্র? সত্য কহিও।

ষট্সপ্ততিতম সর্গ ॥ তাপস কহিল, রাজন্! আমি শূদ্রযোনিতে জন্মিয়াছি। এইরূপ কঠোর তপস্যা দ্বারা সশরীরে দেবত্বলাভ করা আমার ইচ্ছা। যখন আমার দেবত্বলাভের ইচ্ছা তখন নিশ্চয় জানিও আমি মিথ্যা কহিতেছি না। আমি শূদ্রজাতি, আমার নাম শম্বুক।

তাপস এইরূপ কহিবামাত্র রাম দিব্যদর্শন খড়্গ নিষ্কোষিত করিয়া তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। শূদ্র শম্বুক নিহত হইলে সুরগণ বারংবার রামকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বায়ুসহযোগে সুগন্ধি পুষ্প চতুর্দিকে বর্ষিত হইতে লাগিল। সুরগণ যারপরনাই প্রীত হইয়া রামকে কহিলেন, রাম! তুমি দেবগণের প্রিয়কার্য সাধন করিলে। এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা আমাদের নিকট বর প্রার্থনা কর। এই শূদ্র তোমারই জন্য দেবত্বলাভ করিতে পারিল না। ইহাই আমাদিগের পরম সন্তোষ।

তখন রাম কৃতাঞ্জলিপুটে সহস্রলোচন ইন্দ্রকে কহিলেন, সুররাজ! যদি আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তাহা হইলে সেই বিপ্রকুমার পুনর্বার জীবিত হউক ; এই আমার অভীষ্ট বর। সে আমারই দোষে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, আপনারা তাহার প্রাণদান করুন। আমি তাহাকে পুনর্জীবিত করিব ব্রাহ্মণের নিকট এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আপনাদের প্রসাদে তাহা সত্যই হউক।

সুরগণ প্রীত হইয়া কহিলেন, রাম! আশ্বস্ত হও, আজ সেই বিপ্রকুমার পুনর্জীবন লাভ করিয়া বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই শূদ্র তাপস যে মুহূর্তে নিহত হইল সেই মুহূর্তেই সে জীবিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার

মঙ্গল হউক, আমরা চলিলাম। আমরা মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমপদে যাইব। আজ দ্বাদশ বৎসর হইল তিনি জলশয্যা আশ্রয় করিয়া আছেন। এক্ষণে তাঁহার দীক্ষাকাল সমাপ্ত। আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য তাঁহার নিকট যাইব। রাম! আমাদের অনুরোধ তুমিও তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া আমাদের সমভিব্যাহারে চল।

অনন্তর রাম সুরগণের বাক্যে সম্মত হইয়া কনকখচিত বিমানে আরোহণ করিলেন। দেবতারা অগস্ত্যের আশ্রমোদ্দেশে স্ব-স্ব যানবাহনে চলিলেন। রামও তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। পরে ধর্মাত্মা অগস্ত্য দেবগণকে উপস্থিত দেখিয়া নির্বিশেষে তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন। তাঁহারাও উঁহাকে প্রতিপূজা করিয়া হৃষ্টমনে দেবলোকে চলিলেন।

দেবতারা প্রস্থান করিলে রাম পুষ্পক হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং মহর্ষি অগস্ত্যের পাদবন্দনা করিলেন। অগস্ত্য ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত। রাম তৎপ্রদত্ত আতিথ্য গ্রহণপূর্বক আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন মহাতপা অগস্ত্য কহিলেন, রাম! তুমি আমার ভাগ্যবলে উপস্থিত। কেমন, সুখে আসিয়াছ ত? তুমি নানারূপ উৎকৃষ্ট গুণে আমার মাননীয় এবং অতিথি বলিয়া পূজনীয়। তোমার কথা সর্বদাই আমার স্মৃতিপথে জাগরূক। দেবতাদিগের নিকট শুনিলাম তুমি শূদ্র তাপসকে বিনাশ করিয়া আসিয়াছ। তুমি ধর্মব্যবস্থা রক্ষা করিয়া বিপ্রকুমারকে পুনর্জীবিত করিয়াছ। এক্ষণে তুমি আমার এই আশ্রমে রাত্রিযাপন কর। তুমি শ্রীমান নারায়ণ। তোমাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত আছে। তুমি সকল দেবতার প্রভু এবং নিত্য পুরুষ। তুমি আজ রাত্রি প্রভাতে পুষ্পকে আরোহণপূর্বক স্বনগরে যাত্রা করিও। দেখ, এই সমস্ত আভরণ দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার নির্মিত। ইহার গঠন অতি চমৎকার এবং ইহা স্বতেজে উজ্জ্বল। তুমি ইহা গ্রহণ কর, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইব। এই আভরণ পূর্বে কেহ আমাকে দান করিয়াছিল। দত্ত বস্তুর পুনরায় দান মহাফলজনক। অতএব তুমি ইহা গ্রহণ কর। এই আভরণ ধারণ করিতে একমাত্র তুমিই সমর্থ। তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণকে উদ্ধার করিতে পার এবং সকলকে সর্বপ্রকার মহৎ ফল প্রদান করিতে পার। অতএব আমি তোমাকে আভরণ দিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর।

রাম কহিলেন, ভগবন্! প্রতিগ্রহে ব্রাহ্মণেরই অধিকার, ক্ষত্রিয়ের তাহা নাই; প্রত্যুত ইহা তাহার পক্ষে যারপরনাই ঘৃণার বিষয়।

অগস্ত্য কহিলেন, রাম! পূর্বে বিপ্রপ্রধান সত্যযুগে প্রজাগণের কেহ রাজা ছিল না। ইন্দ্র সুরগণের রাজা ছিলেন। তখন প্রজারা রাজার জন্য ব্রহ্মার নিকট গিয়া কহিল, ইন্দ্র দেবগণের রাজা, এক্ষণে আমরা যাঁহাকে পূজা করিয়া নিষ্পাপ হইতে পারি আপনি এমন কোন এক মনুষ্যকে আমাদিগের রাজা করিয়া দিন। আমরা স্থির নিশ্চয় করিয়াছি যে রাজা ব্যতীত আর পৃথিবীতে বসবাস করিব না।

অনন্তর ব্রহ্মা লোকপালগণকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, তোমরা স্ব-স্ব তেজের অংশ প্রদান কর। লোকপালগণ ব্রহ্মার অনুরোধে স্ব-স্ব তেজ হইতে অংশ প্রদান করিলেন। ঐ সময় ব্রহ্মা একবার হাঁচিয়াছিলেন। ইহা হইতেই রাজার উৎপত্তি হয়। হাঁচির নাম ক্ষুপ। এই জন্য ঐ রাজার নাম ক্ষুপ হইল। ব্রহ্মা লোকপালগণের নিকট তুল্য অংশ লইয়া রাজা ক্ষুপে তাহার সমাবেশ করিয়া দিলেন। ক্ষুপ ঐন্দ্র অংশে পৃথিবী অধিকার, বারুণ অংশে শরীর পোষণ, কৌবের অংশে বিত্তাধিপত্য এবং যমাংশে লোকশাসন করিতে লাগিল। অতএব রাম! তুমি আমায় উদ্ধার করিবার জন্য ঐন্দ্র অংশে এই আভরণ প্রতিগ্রহ কর। তোমার

মঙ্গল হউক।

রাম মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট সূর্যের ন্যায় প্রদীপ্ত বিচিত্র আভরণ গ্রহণ করিলেন। কহিলেন, তপোধন! এই সুনির্মিত দিব্য আভরণ অতি অদ্ভুত। আপনি ইহা কোথায় পাইয়াছিলেন? কে আপনাকে দিয়াছিল? আপনি অত্যাশ্চর্য বস্তুর পরমনিধি। কৌতূহলপ্রযুক্ত আমি আপনাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলাম।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ ॥ অগস্ত্য কহিলেন, রাম! শুনুন। ত্রেতাযুগে একটি বহু-বিস্তীর্ণ অরণ্য ছিল। উহা চতুর্দিকে শতযোজন বিস্তৃত। আমি সেই নির্জন অরণ্যের একদেশে তপস্যা করিতাম। একদা আমার ঐ অরণ্য পর্যটন করিবার ইচ্ছা হইল। আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ঐ বন যে কিরূপ নিবিড় তাহা নির্দেশ করা বড় কঠিন। উহার মধ্যে যোজনপ্রমাণ একটি সরোবর ছিল। সরোবরে পদ্মসকল প্রস্ফুটিত, শৈবলের সম্পর্ক নাই এবং উহা অত্যন্ত সুখাবহ নির্মল ও স্থির। আমি উহার নিকট বহুকালের একটি পবিত্র তপোবন দেখিতে পাইলাম। কিন্তু তাহাতে তাপস নাই। আমি সেই তপোবনে গ্রীষ্মকালীন রাত্রি সুখে যাপন করিলাম এবং প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন উদ্দেশে ঐ সরোবরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, উহার একস্থলে একটি মৃতদেহ পতিত আছে। তাহা সুপুষ্ট নির্মল এবং অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন। আমি মৃতদেহের দিব্যকান্তি দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম এবং ঐ সরোবরের তীরে উপবিষ্ট হইয়া মুহূর্তকাল এই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। ক্ষণকাল পরে তথায় এক আশ্চর্যদর্শন দিব্যবিমান উপস্থিত। উহা হংসবাহিত ও মনোবৎবেগগামী এবং সুদৃশ্য। দেখিলাম, ঐ বিমানে এক স্বর্গীয় পুরুষ বিরাজমান। বহুসংখ্য অপ্সরা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত আছে। ঐ সমস্ত পুণ্ডরীকলোচনা অপ্সরাদিগের মধ্যে কেহ গীত, কেহ বাদ্য, কেহ নৃত্য করিতেছে এবং কেহ বা স্বর্ণদণ্ডমণ্ডিত জ্যোৎস্নাধবল মহামূল্য চামর ঐ পুরুষের মুখ-মণ্ডলে বীজন করিতেছে।

ঐ স্বর্গবাসী দিব্যপুরুষ স্বর্ণসিংহাসন পরিত্যাগপূর্বক আমার সমক্ষে বিমান হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং ঐ সরোবরতীরস্থ স্থূলতনু মৃতের মাংস আহার করিতে লাগিলেন। তিনি ইচ্ছানুরূপ মাংস আহার করিয়া সরোবরে আচমন করিলেন এবং পুনর্বার বিমানে উঠিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। তখন আমি ঐ দেবতুল্য পুরুষকে জিজ্ঞাসিলাম, বল তুমি কে? আর এই ঘৃণিত শবমাংস কেন আহার করিলে? তোমার এইরূপ আহার এবং এইরূপ দেবতুল্য ভাব এই উভয়ের একত্র সমাবেশ দেখিয়া আমি বস্তুতঃই বিস্মিত হইয়াছি। অতএব বল, প্রকৃত কথা কি। এই মৃতের মাংসাহার তোমার স্বেচ্ছাকৃত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ ॥ তখন ঐ স্বর্গীয় পুরুষ কৃতাঞ্জলিপুটে মধুর বাক্যে আমায় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি আমার এই দিব্যভাব ও শবভক্ষণ এই উভয়ের কারণ শুনুন। এই কার্যটি আমার পক্ষে অনতিক্রমণীয়। আমার পিতা ত্রিলোক-বিখ্যাত যশস্বী সুদেব। তিনি বিদর্ভদেশের রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পত্নীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে আমার নাম শ্বেত এবং আমার জ্যেষ্ঠের নাম

সুরথ। পিতা সুদেব স্বর্গারোহণ করিলে পুরবাসিগণ আমাকে রাজ্যে অভিষেক করেন। আমিও সাবধান হইয়া ধর্মানুসারে রাজ্যপালন করি। এইরূপে বহুকাল অতীত হইয়া গেল। পরে আমি কোনও লক্ষণে মৃত্যু সন্নিকট বুঝিয়া ভ্রাতা সুরথকে রাজ্যভার অর্পণ করিলাম এবং এই মৃগপক্ষিশূন্য দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করিয়া এই সরোবরতীরে তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইলাম। ক্রমশঃ তিন সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইল। আমি তপোবলে উৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোক লাভ করিলাম। ব্রহ্মলোক লাভ করিলেও আমার যৎপরোনাস্তি ক্ষুৎপিপাসার ক্লেশ ছিল। তখন আমি অতিমাত্র কাতর হইয়া ত্রিভুবনেশ্বর পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলাম। কহিলাম, ভগবন্! শুনিয়াছি এই ব্রহ্মলোকে ক্ষুৎপিপাসার পীড়া নাই, কিন্তু বলুন, আমি কোন্ কর্মবিপাকে এইরূপ ক্ষুৎপিপাসার বশবর্তী হইতেছি? আর আমার আহারদ্রব্যই বা কি? ব্রহ্মা কহিলেন, শ্বেত! সুস্বাদু স্বমাংসই তোমার আহারদ্রব্য। তুমি তপস্যা করিয়া স্বদেহের পুষ্টিসাধন করিয়াছ। দেখ, বীজ বপন না করিলে অংকুর উৎপন্ন হয় না। তুমি কেবল তপস্যাই করিয়াছ, কিন্তু কাহাকেও কখন সামান্যও কিছু দান কর নাই, এই জন্য ক্ষুৎপিপাসা ব্রহ্মলোকেও তোমায় নিপীড়িত করিতেছে। এক্ষণে সুপুষ্ট স্বশরীর আহার কর, ইহা দ্বারা তোমার ক্ষুধাশান্তি হইবে। কিন্তু যখন মহর্ষি অগস্ত্য এই অরণ্যে আগমন করিবেন তখনই তোমার এই পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইবে। তিনি দেবগণকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ। তুমি ক্ষুৎপিপাসার বশবর্তী, তোমাকে উদ্ধার করা তাঁহার পক্ষে সামান্য কথা। ব্রহ্মন্! আমি ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া তদবধি এইরূপ ঘৃণিত মৃতমাংস আহার করিয়া থাকি। আমি বহুকাল ধরিয়া এইরূপ করিতেছি, কিন্তু আমার ক্ষুধাশান্তি বা তৃপ্তি হয় না। আমি অতি কষ্টে পড়িয়াছি, আপনি আমার পরিত্রাণ করুন। অগস্ত্য ব্যতীত অন্য কাহারও এই নির্জন অরণ্যে প্রবেশ করিবার সামর্থ্য নাই, আমি এই লক্ষণেই আপনাকে চিনিতে পারিলাম। এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হউন ; আমি এই আভরণ এবং এই সুবর্ণ ধন বস্ত্র ভক্ষ্য ভোজ্য সমস্তই আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন।

রাম! আমি সেই স্বর্গীয় পুরুষের এইরূপ কষ্টকর কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য আভরণ গ্রহণ করিলাম। আভরণ গ্রহণ করিবামাত্র ঐ স্বর্গীয় পুরুষের পূর্বদেহ নষ্ট হইল এবং তিনিও পরম পরিতৃপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। রাম! পূর্বে রাজা শ্বেতই আপনার উদ্ধার সাধনের জন্য আমাকে এই দিব্য আভরণ প্রদান করিয়াছিলেন।

একোনাশীতিতম সর্গ ॥ রাম মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট এই অত্যাশ্চর্য বিচিত্র কথা শ্রবণ করিয়া গৌরব ও বিস্ময়ে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! যথায় শ্বেত তপস্যা করিয়াছিলেন সেই বন মৃগপক্ষিশূন্য কেন? আর সেইরূপ বনেই বা কেন তিনি তপশ্চর্যার নিমিত্ত প্রবেশ করেন?

অগস্ত্য কহিলেন, রাম! সত্যযুগে মনু নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বর্ণাশ্রম ও বর্ণাশ্রমধর্মের প্রবর্তক। তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু। তিনি মহাবীর জ্যেষ্ঠপুত্র ইক্ষ্বাকুকে রাজ্যে স্থাপনপূর্বক কহিলেন, তুমি পৃথিবীর সমস্ত রাজবংশের প্রবর্তক হও। ইক্ষ্বাকু পিতৃবাক্য স্বীকার করিয়া লইলেন। তখন মনু অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! আমি অতিশয় প্রীত হইলাম, তুমি নিশ্চয়ই সমস্ত রাজবংশের প্রবর্তক হইবে। এক্ষণে প্রজাপালন

কর কিন্তু দেখিও অকারণে কাহারও দণ্ড বিধান করিও না। প্রকৃত অপরাধীর প্রতি যে দণ্ড বিহিত হয় তাহাই রাজার স্বর্গলাভের কারণ হইয়া থাকে। অতএব তুমি দণ্ডবিধানে যত্নবান হও, ইহা দ্বারা তোমার পরম ধর্ম লাভ হইবে।

মনু ইক্ষ্বাকুকে এইরূপ আদেশ ও উপদেশ দিয়া সমাধিবলে ব্রহ্মলোক লাভ করিলেন। তখন ইক্ষ্বাকু ভাবিলেন, কিরূপে আমার বহু পুত্র জন্মিতে পারে। পরে তিনি নানারূপ ধর্মকর্ম দ্বারা দেবকুমারসদৃশ শত পুত্র উৎপাদন করিলেন। এই সমস্ত পুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ অকৃতবিদ্য মূঢ়। সে জ্যেষ্ঠদিগের সেবা করিত না। তদ্দৃষ্টে ইক্ষ্বাকু মনে করিলেন, ইহার উপর অবশ্যই এক সময় দণ্ডপাত হইবে। এই জন্য ঐ ক্ষীণতেজ পুত্রের নাম রাখিলেন দণ্ড। পরে তিনি রাজ্য স্থাপনের জন্য কোন ভীষণ স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বিন্ধ্য ও শৈবলের মধ্যবর্তী প্রদেশ উহার রাজ্য বিস্তারের জন্য স্থির হইল। দণ্ড ঐ সুরম্য পার্বত্য স্থানে রাজা হইয়া তথায় অত্যুৎকৃষ্ট নগর স্থাপন করিল। ঐ নগরের নাম মধুমন্ত। দণ্ড ভগবান শুক্রকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন। এবং তাঁহার সাহায্যে দানবরাজ বলির ন্যায় ঐ হৃষ্টপুষ্ট জনাকীর্ণ মধুমন্ত নগর শাসন করিতে লাগিলেন।

অশীতিতম সর্গ ॥ রাজা দণ্ড বহুকাল এই স্থানে নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিয়াছিল। কোন এক সময় রমণীয় চৈত্রমাসে সে শুক্রের আশ্রমে গমন করিল। দেখিল, অলোকসামান্যা সর্বাঙ্গসুন্দরী শুক্রকন্যা অরণ্যে বিচরণ করিতেছে। ঐ নির্বোধ উহাকে দেখিবামাত্র অনঙ্গশরে অতিমাত্র নিপীড়িত হইল এবং উদ্বিগ্নমনে তাহার সন্নিহিত হইয়া কহিল, অয়ি নিবিড়জঘনে! তুমি কাহার কন্যা, কোথা হইতে আসিতেছ? দেখ, তোমায় দেখিয়া আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে, এই জন্য আমি তোমায় এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলাম।

তখন শুক্রকন্যা ঐ মোহোন্মত্ত কামুক রাজাকে সানুনয়ে কহিল, রাজন্! আমি শুক্রাচার্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা, নাম অরজা। আমি এই আশ্রমেই বাস করিয়া থাকি। আমি পিতৃবশবর্তিনী কন্যা। তুমি আমায় বলপূর্বক স্পর্শ করিও না। শুক্র আমার পিতা, তুমি তাঁহার শিষ্য। সেই মহাতপা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তোমাকে অভিসম্পাত করিতে পারেন। যদি আমায় পাইবার জন্য তোমার অভিলাষ হইয়া থাকে তাহা হইলে ধর্মানুকূল সৎপথে থাকিয়া তুমি পিতার নিকট আমায় প্রার্থনা কর। নচেৎ তোমাকে ভীষণ প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। দেখ, আমার পিতা ক্রোধাবিষ্ট হইলে ত্রিলোক ভস্মসাৎ করিতে পারেন। কিন্তু তুমি যদি প্রার্থনা কর তাহা হইলে তিনি তোমার হস্তে আমায় সমর্পণ করিবেন।

অনন্তর কামোন্মত্ত মহারাজ দণ্ড কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, সুন্দরি! তুমি প্রসন্না হও, তোমার জন্য আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে। তোমাকে পাইয়া যদি ঘোর পাপ বা বিনাশ স্বীকার করিতে হয়, আমি তাহাতেও প্রস্তুত আছি। আমার চিত্ত তোমার প্রতি অনুরক্ত এবং কামবেগে বিহ্বল। এক্ষণে তুমি আমার মনোরথ পূর্ণ কর।

এই বলিয়া দণ্ড শুক্রকন্যা অরজাকে দুই হস্তে বলপূর্বক ধরিল। অরজা ভূতলে লুণ্ঠমানা, দণ্ড তাহার সহযোগে প্রবৃত্ত হইল এবং এই ঘোর অকার্য করিয়া শীঘ্র স্বনগরে প্রস্থান করিল। অরজা রোরুদ্যমানা। সে আশ্রমের অদূরবর্তিনী থাকিয়া দেবকল্প পিতার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

একাশীতিতম সর্গ ॥ অসীমপ্রভাব দেবর্ষি শুক্র মুহূর্তমধ্যে শিষ্যমুখে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন এবং ক্ষুধার্ত হইয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। দেখিলেন, অরজা ধূলিজালে অবগুণ্ঠিত ও দীন এবং প্রত্যুষে গ্রহগ্রস্ত জ্যোৎস্নার ন্যায় যারপরনাই নিষ্প্রভ। শুক্র একে ক্ষুধার্ত তাহার উপর এই অবমাননা। তাঁহার ক্রোধাগ্নি যেন বিশ্ব দগ্ধ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি শিষ্যগণকে কহিলেন, এক্ষণে তোমরা সেই অত্যাচারী মূর্খ দণ্ডের সম্বন্ধে আমার ক্রোধের জ্বলন্তশিখাসদৃশ ঘোর বিপত্তি স্বচক্ষে দেখ। সেই দুষ্ট প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা স্বহস্তে স্পর্শ করিয়াছে, এক্ষণে তাহার সবংশে নিপাত উপস্থিত। যখন সে এইরূপ ঘোর পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তখন ইহার প্রতিফল তাহাকে নিশ্চয় ভোগ করিতে হইবে। সেই পাপাচারী সাত রাত্রির মধ্যে সবংশে ধনে-প্রাণে নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে। ইন্দ্র ধূলিবৃষ্টি করিয়া তাহার বিশাল রাজ্য ছারখার করিবেন। এই রাজ্যের মধ্যে স্থাবর জঙ্গম যত জীব আছে সমস্তই বিলুপ্ত হইবে। সাত রাত্রি ধরিয়া প্রলয়কালীন ধূলিবৃষ্টির ন্যায় এই উৎপাতে কাহারও কিছুমাত্র চিহ্ন থাকিবে না।

এই বলিয়া শুক্র ক্রোধারুণনেত্রে আশ্রমবাসীদিগকে কহিলেন, তোমরা এখনই অন্য জনপদে গিয়া আশ্রয় লও। তখন আশ্রমবাসিগণ সেই দেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিল। পরে শুক্র অরজাকে কহিলেন, দুর্বুদ্ধে! তুমি সমাধি অবলম্বনপূর্বক এই আশ্রমে বাস কর। এই সুদৃশ্য সরোবর শতযোজন বিস্তীর্ণ। তুমি নির্বিঘ্নে ইহার তীরে আশ্রয় লইয়া কাল প্রতীক্ষা কর। ঐ সাত রাত্রি যে-সমস্ত প্রাণী তোমার নিকট বাস করিবে তাহারাও এই ধূলিবৃষ্টি দ্বারা বিনষ্ট হইবে না।

শুক্রকন্যা অরজা পিতার এই আদেশ পাইয়া দুঃখিত মনে সম্মত হইল। শুক্রও আশ্রম পরিত্যাগপূর্বক অন্যত্র গিয়া বাস করিলেন। এই ব্রহ্মবাদী যেরূপ কহিয়াছিলেন তাহা সফল হইল। সাত দিন পরে রাজা দণ্ডের রাজ্য ধনধান্য ও বলবাহনের সহিত ভস্মীভূত হইয়া গেল। রাম! এই যে বিন্ধ্য ও শৈবলের মধ্যস্থ ভূমিখণ্ড দেখিতেছ ইহা দণ্ডেরই রাজ্য ছিল। ধর্মের আশ্রয়স্বরূপ সত্যযুগে এইরূপ বিধর্মের আচরণ হওয়াতে ব্রহ্মর্ষি শুক্র ইহার এইরূপই দুরবস্থা করেন। তদবধি এই স্থান দণ্ডকারণ্য নামে প্রসিদ্ধ। তপস্বীরা বাস করেন বলিয়া ইহার অপর নাম জনস্থান। রাম! এই আমি তোমাকে সমস্তই কহিলাম। এক্ষণে সন্ধ্যাবন্দনার সময় অতীত হয়। ঐ দেখ মহর্ষিগণ কৃতস্নান হইয়া সূর্যোপস্থান করিতেছেন। সূর্য তীর্থে সমাগত ব্রহ্মবিদ্‌গণের পূজালাভ করিয়া অস্তে গমন করিলেন। এক্ষণে তুমিও যাও এবং আচমনপূর্বক সন্ধ্যাবন্দনাদি কর।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাম মহর্ষির আজ্ঞাক্রমে অপ্সরোগণসেবিত পবিত্র সরোবরে সন্ধ্যাবন্দনার জন্য গমন করিলেন এবং তথায় আচমন ও পশ্চিম সন্ধ্যা সমাপনপূর্বক মহর্ষির আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। উঁহার আহারার্থ প্রচুর কন্দমূল ঔষধ ও পবিত্র শাল্যাদি আহৃত ছিল। তিনি ঐ সমস্ত অমৃতাস্বাদ খাদ্যদ্রব্যে পরিতৃপ্ত হইয়া তথায় রাত্রিবাস করিলেন। পরে প্রভাতে গাত্রোত্থান ও আহ্নিককার্য সমাপনপূর্বক বিদায় গ্রহণার্থ মহর্ষির সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, তপোধন! আজ্ঞা করুন আমি স্বনগরে প্রস্থান করি। আমি আপনার দর্শনে ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। অতঃপর দেহ মন পবিত্র করিবার

জন্য আবার আপনার আশ্রমে আসিব।

ধর্মদর্শী ভগবান অগস্ত্য পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, রাম! তোমার বাক্য অতি বিচিত্র। তুমিই সর্বজনের পবিত্রতাজনক। ক্ষণকালের জন্যও যদি কেহ তোমার দর্শন পায় সে পবিত্র ও স্বর্গে সুরনর দ্বারা পূজিত হইয়া থাকে। আর যে তোমায় ক্রূর দৃষ্টিতে দেখে সে সদ্য যমদণ্ডে বিনষ্ট হইয়া নিরয়গামী হয়। রাম! তুমি সর্বজীবের এইরূপই পবিত্রতাজনক। পৃথিবীতে যে তোমার নামও কীর্তন করে তাহার সিদ্ধিলাভ হয়। এক্ষণে তুমি নিরাপদ পথে সুখে-স্বচ্ছন্দে যাও। তুমি জগতের পরম গতি ; স্বরাজ্যে গিয়া ধর্মানুসারে রাজ্য শাসন কর।

অনন্তর রাম উদ্যতহস্তে অঞ্জলিবন্ধনপূর্বক সত্যশীল অগস্ত্যকে এবং অন্যান্য তপোধনকে অভিবাদন করিয়া নিরাকুল চিত্তে পুষ্পকে আরোহণ করিলেন। সুরগণ যেমন ইন্দ্রকে আশীর্বাদ করেন সেইরূপ মহর্ষিগণ তাঁহার যাত্রাকালে চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। পুষ্পক অন্তরীক্ষে উঠিল। রাম বর্ষাকালে মেঘসমীপবর্তী চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। তখন দিবা দ্বিপ্রহর। রাম ইতস্ততঃ পূজিত ও রাজধানী অযোধ্যায় উপনীত হইয়া মধ্য কক্ষায় অবতরণ করিলেন এবং কামগামী রমণীয় পুষ্পককে বিদায় দিয়া কক্ষান্তর-স্থিত দ্বারপালকে কহিলেন. তুমি লক্ষ্মণ ও ভরতকে আমার আগমনবার্তা জ্ঞাপন করিয়া শীঘ্র একবার এই স্থানে আহ্বান কর।

ত্র্যশীতিতম সর্গ ॥ তখন দ্বারপাল এই দুই রাজকুমারকে আহ্বানপূর্বক রামকে আসিয়া কহিল, রাজন্! এই লক্ষ্মণ ও ভরত উপস্থিত। রাম তাঁহাদিগকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন. আমি প্রতিজ্ঞানুরূপ ব্রাহ্মণের কার্য সাধন করিয়াছি। এক্ষণে ইচ্ছা যে একটি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। ঐ যজ্ঞ অক্ষয় ও অব্যয় ধর্মসেতু। ইহা সর্বপাপহর, ইহার কীর্তনেও যথেষ্ট ফল আছে। তোমরা আমার দ্বিতীয় দেহস্বরূপ। আমি তোমাদিগের সাহায্যে এই উৎকৃষ্ট রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। ইহাতে আমার শাশ্বত ধর্মলাভ হইবে। মিত্রদেব এই যজ্ঞের প্রভাবে বরুণত্ব এবং সোম অক্ষয় কীর্তিস্থান অধিকার করেন। অতএব অদ্যই আমি এই যজ্ঞ করিব, তোমরা আমার সহিত এই বিষয়ের একটি পরামর্শ স্থির কর। পরিণামে যাহা হিতকর হইবে তোমরা এইরূপ কথাই আমাকে বল।

ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন. আর্য! আপনাতে ধর্ম, সমস্ত পৃথিবী ও যশ প্রতিষ্ঠিত। দেবতারা আপনাকে যেমন আপনার বলিয়া দেখেন. আমরা যেমন আপনাকে আপনার বলিয়া দেখি. অন্যান্য রাজগণও আপনাকে তদ্রূপ আপনার বলিয়াই দেখিয়া থাকেন। সকলেই আপনার কাছে পিতার নিকট পুত্রের ন্যায় আছে। আপনি পৃথিবী ও সমস্ত প্রাণীর একমাত্র পতি। এক্ষণে যাহা দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত রাজবংশের উচ্ছেদ হইবে আপনি কিরূপে সেই যজ্ঞ আহরণের ইচ্ছা করেন। পৃথিবীতে যে-সকল রাজা শৌর্যবীর্যশালী এই যজ্ঞে তাঁহাদের সর্বপ্রকোপজনিত বিনাশ অবশ্যই ঘটিবে। এই সকল রাজা আপনার গুণে বশীভূত. ইঁহাদিগকে বিনাশ করা আপনার উচিত হইতেছে না।

রাম ভরতের এই কথায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। কহিলেন, ভরত! তোমার এই বাক্য ধর্মসঙ্গত ও তেজস্বী ক্ষত্রিয়বংশ রক্ষা তোমার উদ্দেশ্য। শুনিয়া আমি যারপরনাই প্রীত ও পরিতুষ্ট হইলাম! বলিতে কি, আমি যে রাজসূয় যজ্ঞের সংকল্প করিয়াছিলাম কেবল তোমারই এই কথায় তাহা হইতে বিরত হইলাম।

যদি বালকেরও কথা শ্রেয়স্কর হয় তাহা গ্রহণ করা উচিত।

চতুরশীতিতম সর্গ ॥ অনন্তর লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য! মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ সর্ব-পাপনাশক, আপনি তাহারই অনুষ্ঠান করুন। এইরূপ একটি ঘটনা শুনা যায় যে সুররাজ ইন্দ্র এই অশ্বমেধের প্রভাবে ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে মুক্ত হন। পূর্বে দেবাসুরের মধ্যে বিলক্ষণ সম্ভাব ছিল। ঐ সময় বৃত্রাসুরের প্রাদুর্ভাব। ঐ বীর ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। সে অনুরাগের চক্ষে ত্রিলোকের সমস্ত লোককে দেখিত এবং ধর্মানুসারে ধনধান্যপূর্ণ পৃথিবী শাসন করিত। উহার রাজ্যকালে ভূমি সর্বকামপ্রসবিনী ছিল। কর্ষণ ব্যতীত প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মিত এবং কন্দমূল ফল সুরস ও সুস্বাদু ছিল। একদা তাহার তপোনুষ্ঠানের ইচ্ছা হয়। সে ভাবিল তপস্যাই পরম শ্রেয়, আর আর সমস্ত বিষয় মোহজনক। তখন সে জ্যেষ্ঠপুত্র মধুরেশ্বরকে রাজ্যভার অর্পণপূর্বক তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। ইহার তপস্যায় সুরগণের যারপরনাই ত্রাস জন্মে। তখন সুরপতি ইন্দ্র কাতর প্রাণে বিষ্ণুর নিকট গিয়া কহিলেন, বিষ্ণো! বৃত্রাসুর তপোবলে সমস্ত লোক আয়ত্ত করিতেছে। ঐ ধার্মিক মহাবল ও মহাবীর্য, আমি উহাকে শাসন করিতে অক্ষম হইয়াছি। অতঃপর যদি সে তপঃসিদ্ধ হয় তাহা হইলে ত্রিলোক নিশ্চয়ই উহার বশবর্তী হইবে। এক্ষণে উহাকে উপেক্ষা করা আর আপনার উচিত হয় না। আপনি ক্রুদ্ধ হইলে সে ক্ষণকালও বাঁচিবে না। আপনার সন্তোষেই সে লোকের উপর আধিপত্য পাইয়াছে। এক্ষণে আপনি সমস্ত লোকের প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনার প্রসাদেই সমস্ত জগৎ প্রশান্ত ও নিষ্কণ্টক হইবে। এই সকল দেবতা আপনার মুখাপেক্ষা করিয়া আছেন, আপনি ইঁহাদিগের সাহায্য করুন। আপনি নিয়তই দেবগণের অনুকূল, যদিচ এই কার্য অসুরগণের অসহ্য তথাপি আপনি সদয় হউন। দেখুন আপনি অগতির গতি।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ ॥ অনন্তর বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ! আমি পূর্ব হইতে বৃত্রাসুরের সহিত সৌহৃদ্যে বদ্ধ হইয়াছি। এক্ষণে তোমাদের প্রিয়সাধন-উদ্দেশে আমি স্বহস্তে তাহাকে বিনাশ করিব না। কিন্তু তোমাদের সুখস্বচ্ছন্দ বিধান আমার অবশ্য কর্তব্য। আমি উপায় নির্ধারণ করিয়া দিতেছি, ইন্দ্রই তাহাকে বধ করিবেন। অতঃপর আমি স্বতেজ তিন ভাগে বিভক্ত করিব। ঐ তিন ভাগের মধ্যে এক ভাগ ইন্দ্রে, এক ভাগ বজ্রে এবং আর এক ভাগ ভূতলে প্রবেশ করিবে। এই বিধানে ইন্দ্র বৃত্রবধে নিশ্চয় কৃতকার্য হইতে পারিবেন।

দেবতারা কহিলেন, বিষ্ণো! আপনি যেরূপ কহিতেছেন এইরূপই হউক, আমরা বৃত্রাসুরবধার্থ চলিলাম। এক্ষণে আপনি স্বতেজ ইন্দ্রে সংক্রামিত করুন।

অনন্তর দেবতারা যথায় বৃত্রাসুর তপঃসাধনে প্রবৃত্ত আছে সেই বনে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন বৃত্রাসুর তেজে প্রদীপ্ত হইয়া ঘোরতর তপস্যা করিতেছে। সে যেন স্বপ্রভাবে সমস্ত লোককে গ্রাস এবং আকাশকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। এই ব্যাপার দেখিবামাত্র সুরগণের মনে ভয় উপস্থিত হইল। ভাবিলেন আমরা কিরূপে ইহাকে বধ করিব। আমাদের জয়লাভই বা কিরূপে হইবে। ইত্যবসরে সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরের মস্তকে বজ্র প্রহার করিলেন। বজ্রাস্ত্র প্রলয়বহ্নির ন্যায় ভীষণ প্রদীপ্ত ও জ্বালাকরাল। উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র বৃত্রাসুরের মস্তক

দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িল। সমস্ত জগৎ যারপরনাই চকিত ও ভীত হইল। বৃত্রকে নিরপরাধে বধ করিলেন বলিয়া ইন্দ্র অতিশয় চিন্তিত হইলেন এবং ব্রহ্মহত্যার ভয়ে লোকালোক পর্বতের পরবর্তী অন্ধকারময় প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মহত্যাপাপ তাঁহার অনুসরণ করিল এবং ঝটিতি তাঁহার দেহে প্রবিষ্ট হইল। ইন্দ্রও দুঃখিত হইলেন। তখন দেবগণ ত্রিভুবননাথ বিষ্ণুকে বারংবার পূজা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাদের গতি, জগতের পিতা ও সকলের পূর্বজ। আপনি সকলের পালন করিবার জন্য বিষ্ণুমূর্তিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। বৃত্রাসুর আপনার তেজে বিনষ্ট কিন্তু ব্রহ্মহত্যাপাপ ইন্দ্রকে নিপীড়িত করিতেছে। অতঃপর যেরূপে তাঁহার পাপ ধ্বংস হয় আপনি তাহা বলিয়া দিন।

বিষ্ণু কহিলেন, ইন্দ্র আমাকে উদ্দেশ করিয়া যজ্ঞ করুন। আমি তাঁহাকে পবিত্র করিব। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞদ্বারা আমাকে পরিতৃপ্ত করিলে পুনরায় নির্ভয়ে ইন্দ্রত্ব লাভ করিবেন। বিষ্ণু দেবগণকে এইরূপ বাক্যে আশ্বাস দিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন।
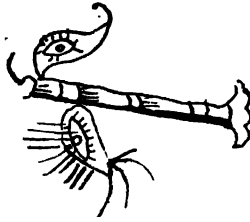
ষড়শীতিতম সর্গ ॥ মহাবীর্য বৃত্র বিনষ্ট হইলে ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইলেন। তিনি ঐ পাপপ্রভাবে উরগের ন্যায় বিচেষ্টমান হইতে লাগিলেন। তখন ত্রিলোকের ঘোরতর বিপদ উপস্থিত। সকলেই অতিশয় ভীত ও উদ্বিগ্ন হইল। পৃথিবী বিনষ্টপ্রায়। অনাবৃষ্টিনিবন্ধন বনসকল শুষ্ক হইতে লাগিল। নদ নদী হ্রদ স্রোতঃশূন্য। তদ্দৃষ্টে সুরগণ লোকক্ষয়ের সম্ভাবনায় ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন এবং বিষ্ণুর নির্দেশানুসারে অশ্বমেধ আহরণে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে দেবরাজ ইন্দ্র যথায় ভয়মোহিত হইয়া অবস্থিত উ'হারা তথায় উপাধ্যায় ও ঋষিগণের সহিত গমন করিলেন। ইন্দ্রের পাপশান্তির জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। যজ্ঞাবসানে ব্রহ্মহত্যা স্বয়ং আসিয়া কহিল. দেবগণ! তোমরা আমার থাকিবার স্থান নির্দেশ করিয়া দেও। তখন সুরগণ প্রীত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মহত্যে! তুমি আপনাকে চারি অংশে বিভাগ কর। দুস্থ ব্রহ্মহত্যা তাহাই করিল এবং কহিল আমি পাপীর দর্পহারিণী হইয়া এক অংশে বর্ষার চার মাস পূর্ণসলিলা নদীতে বাস করিব। সত্যই কহিতেছি আর এক অংশে সর্বকাল ব্যাপিয়া উষররূপে ভূমিতে বাস করিব। তৃতীয় অংশদ্বারা দর্পহারিণী মূর্তিতে দর্পপূর্ণা যুবতী স্ত্রীতে ত্রিরাত্রি বাস করিব। আর যাহারা মিথ্যা আরোপপূর্বক নির্দোষ ব্রাহ্মণকে ধিক্কার করিবে বা ব্রহ্মহত্যা করিবে আমি চতুর্থ অংশে সেই সেই সকল পাষণ্ডকে আশ্রয় করিব।

তখন দেবগণ কহিলেন, ব্রহ্মহত্যে! তুমি যেরূপ কহিতেছ তাহাই হউক।

এক্ষণে অভীষ্ট সাধন কর। পরে দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে বন্দনা করিলেন। ইন্দ্র নিষ্পাপ ও বিজ্বর। তাঁহার প্রতিষ্ঠায় সমস্ত জগৎ পুনর্বার নিরাপদ হইল। আর্য! অশ্বমেধ যজ্ঞের এইরূপই প্রভাব। আপনি তাহারই অনুষ্ঠান করুন।

সপ্তাশীতিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাম সহাস্যমুখে কহিলেন, বৎস! তুমি বৃত্রাসুর-সংহার ও অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা যাহা কহিলে তাহা অলীক নহে। শুনিয়াছি পূর্বে বাহ্লিদেশে ইল নামে এক ধর্মশীল রাজা ছিলেন। ইনি প্রজাপতি কর্দমের পুত্র। এই যশস্বী ইল সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য পাইয়া পুত্রনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। দেব দৈত্য নাগ রাক্ষস ও গন্ধর্বেরা ইঁহার প্রতাপে ভীত ছিল। ইহারা নিয়ত ইঁহার উপাসনা করিত। অধিক কি, ইঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইলে ত্রিলোকের সমস্ত লোকেরই ভয় হইত। এই রাজা ইল ধার্মিক, মহাবল ও বুদ্ধিমান। একদা তিনি চৈত্রমাসে মৃগয়াপর্যটনার্থ অনুচরগণের সহিত কোন এক রমণীয় কাননে প্রবেশ করেন। এই প্রসঙ্গে বিস্তর মৃগপক্ষী বিনষ্ট হইল কিন্তু ইল কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইলেন না। ক্রমশঃ তিনি যথায় কার্তিকেয়ের জন্ম হইয়াছিল সেই বনে প্রবেশ করিলেন। তথায় সানুচর ভগবান শঙ্কর দেবী পার্বতীর সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। তিনি পর্বতবাস আশ্রয়পূর্বক তাঁহার প্রিয়সাধন উদ্দেশে স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। শঙ্করের প্রভাবে ঐ পর্বতের পুরুষপদবাচ্য জীবজন্তু ও বৃক্ষও স্ত্রী হইয়াছিল। মহারাজ ইল মৃগয়াপ্রসঙ্গে তথায় উপস্থিত হইবামাত্র অনুচরগণের সহিত স্ত্রীরূপী হইলেন। তখন সকলের অকস্মাৎ এইরূপ স্ত্রীরূপ দর্শনে তাঁহার মনে যৎপরোনাস্তি দুঃখ জন্মিল। তিনি ইহা ভগবান শঙ্করেরই কার্য বুঝিয়া যারপরনাই ভীত হইলেন। তখন শঙ্কর হাস্য করিয়া ইলকে কহিলেন, রাজন্! উঠ উঠ; পুরুষত্ব ব্যতীত তোমার কি প্রার্থনা আছে আমায় শীঘ্র বল। শঙ্করের বাক্ভঙ্গীতে ইল বুঝিলেন স্ত্রীরূপ দুরপনেয়। তিনি তাঁহার নিকট আর কিছুই প্রার্থনা করিলেন না। পরে অতিশয় শোকাকুল হইয়া দেবী পার্বতীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সর্বান্তঃকরণে তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি ত্রিলোকের অধীশ্বরী, তোমার দর্শন অমোঘ, এক্ষণে কৃপাকটাক্ষে একবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

তখন পার্বতী রাজা ইলের অভিপ্রায় বুঝিয়া রুদ্রসমক্ষে কহিলেন, রাজন্! আমি তোমাকে বরের অর্ধ প্রদান করিব এবং দেবদেব রুদ্র অপর অর্ধ প্রদান করিবেন। এক্ষণে তুমি আমাদের স্ত্রীপুরুষের নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেছ তাহা এইরূপ অর্ধাংশ করিয়া গ্রহণ কর।

অনন্তর রাজা ইল অতিশয় হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, দেবি! যদি তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক তাহা হইলে এই বর দেও, যেন আমি এক মাস স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া পরমাসে পুরুষত্ব লাভ করিতে পারি। পার্বতী কহিলেন, রাজন্! তোমার যেরূপ অভীষ্ট তাহাই হইবে। তুমি যখন পুরুষরূপী হইবে তখন পূর্বের স্ত্রীভাব তোমার স্মরণ থাকিবে না, আর যখন স্ত্রীরূপী হইবে তখন পূর্বের পুরুষভাব তোমার মনে পড়িবে না।

লক্ষ্মণ! রাজা ইল পার্বতীর বরপ্রভাবে একমাস পুরুষ এবং একমাস ত্রৈলোক্যসুন্দরী স্ত্রী হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

অষ্টাশীতিতম সর্গ ॥ লক্ষ্মণ ও ভরত ইলসংক্রান্ত এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসিলেন, আর্য! রাজা ইল পর্যায়ক্রমে এই স্ত্রীপুরুষরূপ পরিগ্রহ করিয়া কি করিতেন, বলুন, শুনিতে আমাদিগের একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে।

রাম কহিলেন, পরে যাহা ঘটিল কহিতেছি শুন। রাজা ইল প্রথম মাসে সমস্ত অনুচরের সহিত সর্বাঙ্গসুন্দরী স্ত্রী হইয়া ঐ কাননে বিহার করিতে লাগিলেন। ঐ পদ্মপলাশলোচনা যানবাহন পরিত্যাগপূর্বক পর্বতোপরি তরুলতাসঙ্কুল বনমধ্যে পদব্রজে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, ঐ পর্বতের অদূরে হংসকারণ্ডবাকীর্ণ সুদৃশ্য দিব্য এক সরোবর আছে। তন্মধ্যে সোমের পুত্র মহর্ষি বুধ অতি কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। তিনি সর্বাঙ্গসুন্দর এবং উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কমনীয়। স্ত্রীরূপী ইল ঐ অপরূপ রূপ দর্শনে বিস্মিত হইয়া সহচরীগণের সহিত ক্রীড়াপ্রসঙ্গে ঐ সরোবর আলোড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ঐ ত্রৈলোক্যসুন্দরীকে দেখিবামাত্র মহর্ষি বুধেরও ধ্যানভঙ্গ হইল। তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, দেবতা অপেক্ষাও অধিক এই স্ত্রী-রত্নটি কে? বলিতে কি, আমি কি দেবী কি উরগী কি অসুরী কি অপ্সরা ইহাদের মধ্যে এইরূপ রূপবতী ত কখন দেখি নাই। যদি আজিও কেহ ইহার পাণিগ্রহণ না করিয়া থাকে তাহা হইলে এই স্ত্রী সর্বাংশে আমারই অনুরূপ হইবে।

বুধ এইরূপ স্থির করিয়া জল হইতে সরোবরের তীরে উঠিলেন এবং আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ঐ সমস্ত স্ত্রী-লোককে আহ্বান করিলেন। উহারাও তাঁহাকে গিয়া অভিবাদন করিল। তখন বুধ উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সর্বাঙ্গসুন্দরী কাহার স্ত্রী? কি জন্যই বা এখানে আসিয়াছে শীঘ্র বল। সহচরীগণ মধুর বাক্যে কহিল, এই কন্যা আমাদিগের অধিনায়িকা। ইঁহার পতি নাই। ইনি আমাদিগের সহিত এই কাননে বিচরণ করিয়া থাকেন।

তখন বুধ উহাদের এইরূপ সুস্পষ্ট কথা শুনিয়া পবিত্র আবর্তনীবিদ্যা স্মরণ করিলেন এবং যোগবলে রাজা ইলের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কিম্পুরুষী হইয়া এই পর্বতশৃঙ্গে বাস কর। শীঘ্র এই স্থানে পর্ণশালা রচনা করিয়া লও। ফলমূলই তোমাদিগের আহার। তোমরা কিম্পুরুষদিগকে ভর্তৃত্বে লাভ করিবে।

বুধের যোগবলে ইল প্রভৃতি সকলে কিম্পুরুষী হইল এবং ঐ শৈলশৃঙ্গে বাস করিতে লাগিল।

একোননবতিতম সর্গ ॥ অনন্তর লক্ষ্মণ ও ভরত কিম্পুরুষের উৎপত্তির কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। পরে রাম পুনর্বার কহিলেন, মহর্ষি বুধ সহচরীগণকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া হাস্যমুখে ঐ সুরূপা স্ত্রীকে কহিলেন, সুন্দরি! আমি সোমের প্রিয়পুত্র। তুমি এক্ষণে স্নেহ ও ভক্তি সহকারে আমায় ভজনা কর। স্ত্রীরূপী ইল সেই স্বজনবর্জিত শূন্যস্থানে সুরূপ বুধকে কহিলেন, সৌম্য! আমি স্বাধীনা, তোমারই বশবর্তিনী হইলাম। এক্ষণে যেরূপ ইচ্ছা তাহাই কর। আমি তোমার আজ্ঞাকারিণী।

বুধ অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া উঁহার সহিত সুখবিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। চৈত্রমাস যেন ক্ষণকালের ন্যায় অতীত হইয়া গেল। মাস পূর্ণ হইলে পূর্ণ-

চন্দ্রাননা রাজা ইল শয্যা হইতে জাগরিত হইয়া উঠিলেন। দেখিলেন মহর্ষি বুধ ঊর্ধ্ববাহু ও নিরালম্ব হইয়া ঐ সরোবরে অতি কঠোর তপস্যা করিতেছেন। তখন ইল কহিলেন, ভগবন্! আমি অনুচরগণের সহিত এই দুর্গম পর্বতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। এক্ষণে সৈন্যসামন্তগণকে আর দেখিতে পাইতেছি না। তাহারা কোথায় গেল? বুধ লুপ্তজ্ঞান ইলকে কহিলেন, রাজন্! তোমার ভৃত্যেরা অতিমাত্র শিলাবৃষ্টি দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে। তুমি বাতবর্ষভয়ে এতক্ষণ এই আশ্রমে নিদ্রিত ছিলে। এক্ষণে আশ্বস্ত হও। আর ভয় নাই। তুমি ফলমূলাশী হইয়া এই স্থানে পরম সুখে বাস কর। তোমার মঙ্গল হইবে।

তখন রাজা ইল ভৃত্যবিনাশসংবাদে দুঃখিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! ভৃত্য ব্যতীতও স্বরাজ্য পরিত্যাগে আমার ইচ্ছা নাই। আমি আর ক্ষণকালও এই স্থানে থাকিব না। আপনি আমার গমনে অনুজ্ঞা করুন। আমি না যাইলে শশবিন্দু নামে আমার ধর্মশীল যশস্বী জ্যেষ্ঠপুত্র আমার রাজ্য অধিকার করিবে। দেশস্থ স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া এই স্থানে থাকিতে আমার তিলার্ধ ইচ্ছা নাই। এক্ষণে প্রার্থনা আপনি আমায় বারান্তর আর অনুরোধ করিবেন না।

তখন মহর্ষি বুধ সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, রাজন্! তুমি এই স্থানে বাস কর। কিছুমাত্র সন্তপ্ত হইও না। সম্বৎসর কাল এখানে থাকিলে আমি তোমার কোন হিতানুষ্ঠান করিব।

অনন্তর রাজা ইল ব্রহ্মবাদী বুধের অনুরোধে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তিনি দেবীর বরপ্রভাবে একমাস স্ত্রী হইয়া ক্রীড়া করেন এবং একমাস পুরুষ হইয়া ধর্মানুষ্ঠান করেন। ক্রমশঃ বুধের ঔরসে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইল এবং নবম মাসে এক পুত্র প্রসব করিলেন। উহার নাম পুরূরবা। ইল ঐ পিতৃসমানবর্ণ পুরূরবাকে জাতমাত্র পিতৃহস্তে সমর্পণ করিলেন।

নবতিতম সর্গ ॥ লক্ষ্মণ ও ভরত কহিলেন, আর্য! ইল বুধের নিকট সম্বৎসর কাল অবস্থান করিয়া পরে কি করিলেন বলুন। রাম কহিলেন, শুন, ইল পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইলে তত্ত্বদর্শী ধীমান বুধ সম্বর্ত, চ্যবন, অরিষ্টনেমি, প্রমোদন ও দুর্বাসা এই কয়েকজন ধৈর্যশীল সুহৃৎকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, এই ইল প্রজাপতি কর্দমের পুত্র। ইঁহার যেরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছে তোমরা অবশ্যই জান। এক্ষণে এই বিষয়ে শ্রেয় কি তোমরা তাহাই অবধারণ কর।

যখন উঁহারা এইরূপ কথার প্রসঙ্গ করিতেছিলেন সেই সময় প্রজাপতি কর্দম পুলস্ত্য, ক্রতু, বষট্‌কার, ওঙ্কার, এই কয়েকজন ঋষির সহিত তথায় উপস্থিত হন। সহসা এইরূপ সমাগমে সকলেই হৃষ্ট হইলেন। পরে সকলে উপবিষ্ট হইয়া ইলের হিতসাধনার্থ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। কর্দম কহিলেন, বিপ্রগণ! যাহাতে ইলের শ্রেয় হইবে আমি তাহার প্রসঙ্গ করিতেছি শুন। দেখ, ভগবান রুদ্রকে প্রসন্ন করা ব্যতীত এই বিপদ উদ্ধারের কোন উপায় দেখিতেছি না। অশ্বমেধ যজ্ঞ তাঁহার বিশেষ প্রীতিকর। অতএব আইস, আমরা ইলের নিমিত্ত সেই যজ্ঞ বিধিপূর্বক অনুষ্ঠান করি।

ঋষিগণ কর্দমের এই কথা শুনিয়া রুদ্রদেবের আরাধনার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সম্মত হইলেন। সম্বর্তের শিষ্য রাজর্ষি মরুত্ত এই যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বুধের আশ্রমসন্নিধানে অশ্বমেধ অনুষ্ঠিত হইল। যজ্ঞাবসানে রুদ্র অতিমাত্র প্রীত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন, বিপ্রগণ! আমি এই অশ্বমেধের অনুষ্ঠান ও তোমাদের ভক্তিদ্বারা অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। এক্ষণে বল রাজা ইলের কিরূপ প্রিয়কার্য সাধন করিব। তখন বিপ্রগণ ইলের পুরুষত্ব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিলেন। রুদ্রও ইলকে পুরুষত্ব প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর দীর্ঘদর্শী বিপ্রগণ স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজা ইল বাহ্লিদেশ পরিত্যাগপূর্বক মধ্যদেশে প্রতিষ্ঠান নামে এক পুর স্থাপন করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শশবিন্দু বাহ্লিদেশে এবং তিনি প্রতিষ্ঠানে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। যথাকালে তাঁহার ব্রহ্মলোক লাভ হইল। তৎপুত্র পুরূরবা প্রতিষ্ঠান নগর শাসন করিতে লাগিলেন। বৎস! অশ্বমেধ যজ্ঞের এইরূপই প্রভাব। রাজা ইল ইহারই বলে পুরুষত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

একনবতিতম সর্গ ॥ অনন্তর রাম পুনরায় লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি ও কাশ্যপ এই কয়েকজন অশ্বমেধপ্রয়োগকুশল ব্রাহ্মণকে আনয়ন কর। তুমি ইঁহাদিগকে আহ্বানপূর্বক অশ্বমেধসংক্রান্ত সমস্ত কর্তব্য স্থির করিলে আমি সাবধানে সুলক্ষণাক্রান্ত অশ্ব পরিত্যাগ করিব।

লক্ষ্মণ রামের আদেশমাত্র ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণকে মহারাজ রামের নিকট আনয়ন করিলেন। রাম তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলে তাঁহারা উঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। পরে রাম কৃতাঞ্জলিপুটে উঁহাদিগকে কহিলেন, বিপ্রগণ! আমি অশ্বমেধ অনুষ্ঠানের ইচ্ছা করিয়াছি। শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা রুদ্রদেবকে প্রণিপাত করিয়া অশ্বমেধের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাম উঁহাদের নিকট অশ্বমেধের এইরূপ প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন এবং তাঁহাদের ঐ যজ্ঞানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ সম্মতি আছে দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি মহাত্মা সুগ্রীবের নিকট দূত প্রেরণ কর। তিনি বহুসংখ্য বানরের সহিত আগমন

করিয়া যজ্ঞমহোৎসব উপভোগ করুন। অতুলবিক্রম বিভীষণ এই যজ্ঞে কামগামী রাক্ষসগণের সহিত আগমন করুন। যে-সমস্ত রাজা আমার প্রিয়কারী তাঁহারা এই যজ্ঞদর্শনার্থ অনুচরগণের সহিত শীঘ্র আগমন করুন। দেশদেশান্তরস্থ ধর্মশীল ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ কর। সস্ত্রীক মহর্ষিগণকে আহ্বান কর। তালাবচর, সূত্রধার ও নর্তকেরা আগমন করুক। তুমি গোমতী নদীর তীরে নৈমিষারণ্যে সুপ্রশস্ত যজ্ঞক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার আদেশ দেও। ঐ স্থান অতি পবিত্র। সর্বত্র শান্তিকর্ম প্রবর্তিত হউক। তুমি শীঘ্র সকলকে নিমন্ত্রণ কর। সকলে আসিয়া এই মহোৎসব উপভোগ করিবে এবং তুষ্ট পুষ্ট ও সম্মানিত হইয়া প্রতিগমন করিবে। অতএব তুমি শীঘ্র সকলকে নিমন্ত্রণ কর। শতসহস্র দৃঢ়কায় বলীবর্দ তণ্ডুল তিল মুদ্গ চণক কুলিত্থ মাষ ও লবণের ভার লইয়া যাক্। ইহার অনুরূপ ঘৃত ও অঘৃষ্ট গন্ধ প্রেরিত হউক। ভরত সাবধান হইয়া কোটি সুবর্ণ ও কোটি রজত লইয়া সর্বাগ্রে প্রস্থান করুন। পথপার্শ্বস্থ বণিক নট নর্তক পাচক ও যুবতী স্ত্রীরা ইঁহার সমভিব্যাহারে যাক্। সৈন্যসকল অগ্রে অগ্রে গমন করুক। ভৃত্য বর্ধকী ও কোষাধ্যক্ষেরা যাত্রা করুক। মাতৃগণ ও তোমাদের অন্তঃপুরস্থ সকলে যজ্ঞদর্শনার্থ প্রস্থান করুন। ভরত যজ্ঞদীক্ষার নিমিত্ত আমার হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিমূর্তি এবং কর্মজ্ঞ ঋষিগণকে লইয়া যান। সানুচর রাজগণের অবস্থিতির জন্য শীঘ্রই পটগৃহসকল প্রস্তুত হউক।

তখন ভরত মহারাজ রামের আদেশমাত্র শত্রুঘ্ন সমভিব্যাহারে যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার লইয়া প্রস্থান করিলেন।

দ্বিনবতিতম সর্গ ॥ অনন্তর রামের আদেশে এক কৃষ্ণসারসমানবর্ণ সুলক্ষণ-সম্পন্ন অশ্ব উন্মুক্ত হইল। লক্ষ্মণ ঋত্বিকগণের সহিত উহার রক্ষা বিধানার্থ নিযুক্ত হইলেন। রাম অশ্ব উন্মুক্ত করিয়া সসৈন্যে নৈমিষক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং অদ্ভুত যজ্ঞস্থান দর্শনে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া উহার সৌন্দর্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। ঐ সময় দেশদেশান্তর হইতে রাজারা আসিয়া তাঁহাকে নানারূপ উপহার দিতে লাগিলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন তাঁহাদের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত। সুগ্রীবাদি বানরগণ বিপ্রগণকে অন্নপান পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। বিভীষণ ও অন্যান্য রাক্ষস উগ্রতপা ঋষিদিগের দাস্যে নিযুক্ত। সানুচর রাজগণের জন্য মহামূল্য পটমণ্ডপ নির্দিষ্ট হইল। মহারাজ রামের অশ্বমেধ মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এদিকে অশ্ব মহাবীর লক্ষ্মণের প্রযত্নে সুরক্ষিত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। তৎকালে যজ্ঞক্ষেত্রে কেবলই এই রব যে, যাবৎ যাচকেরা না পরিতুষ্ট হয় তাবৎ তাহাদিগকে যথা ইচ্ছা অসঙ্কুচিত মনে দান কর। অর্থীদিগের ওষ্ঠ হইতে প্রার্থনাবাক্য নিঃসৃত না হইতেই বানর ও রাক্ষসেরা নানাপ্রকার খাণ্ডব ও অন্যান্য মিষ্টসামগ্রী বিতরণ করিতে লাগিল। ফলতঃ রামের যজ্ঞানুষ্ঠানকালে আর কাহাকেই দীন হীন ও মলিন দৃষ্ট হইল না। সকলেই হৃষ্টপুষ্ট। যে-সমস্ত চিরজীবী মুনিরা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কহিলেন, এরূপ ভূরিদানসহকৃত যজ্ঞ যে কখন হইয়াছে ইহা আমাদের স্মরণ হয় না। যে সুবর্ণের প্রার্থী সে সুবর্ণ পাইল। যে ধনের প্রার্থী সে ধন পাইল, যে রত্নের প্রার্থী সে রত্ন পাইল। ঐ যজ্ঞক্ষেত্রে নিরন্তরদীয়মান ধনরত্ন ও বস্ত্রের পর্বতপ্রমাণ স্তূপ চতুর্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঋষিগণের মুখে কেবলই এই কথা, আমরা ইন্দ্র চন্দ্র যম ও বরুণ কাহারই গৃহে এইরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান

কদাচ দেখি নাই। বানর ও রাক্ষস সর্বত্র অবস্থিত। তাহারা হস্ত পরিপূর্ণ করিয়া অর্থীদিগকে অন্নবস্ত্র প্রদান করিতে লাগিল। এইরূপে রাজাধিরাজ রামের সম্বৎসরের অধিককাল বিবিধ উপচারে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। একদিনের জন্যও তাহার কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অঙ্গবৈলক্ষণ্য কেহই দেখিতে পাইল না।

ত্রিনবতিতম সর্গ ॥ এই অশ্বমেধ যজ্ঞে মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্যগণের সহিত উপস্থিত হইলেন। তিনি এই অত্যাশ্চর্য যজ্ঞ দর্শন করিয়া যথায় ঋষিগণ বাস করিয়া আছেন সেই স্থানে কয়েকটি কুটীর আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অন্নপান ও ফলমূলপূর্ণ বহুসংখ্য শকট তাঁহার কুটীরের শোভাবর্ধন করিতে লাগিল। এই অবসরে তিনি শিষ্য কুশীলবকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, দেখ, তোমরা গিয়া পবিত্র ঋষিক্ষেত্র বিপ্রালয়, রাজমার্গ, অভ্যাগত রাজগণের গৃহ, রাজদ্বার, যজ্ঞস্থান এবং বিশেষতঃ যজ্ঞদীক্ষিত ঋষিগণের নিকট পরম উৎসাহে সমগ্র রামায়ণকাব্য গান কর। এই কুটীরে এই সমস্ত পর্বতজাত সুস্বাদু ফলমূল আছে, তোমরা ইহাই ভক্ষণপূর্বক সর্বত্র গান করিয়া বেড়াও। এই সমস্ত ফলমূল ভক্ষণ দ্বারা তোমাদের গীতশ্রমে শ্রান্তি বোধ হইবে না এবং তোমাদের কণ্ঠমাধুর্যও কিছুমাত্র পরিহীন হইবে না। যদি রাজা রাম গীতশ্রবণের নিমিত্ত উপবিষ্ট ঋষিগণের মধ্যে তোমাদিগকে আহ্বান করেন তাহা হইলে তোমরা তথায় গিয়া রামায়ণ গান করিও। আমি পূর্বে যেরূপ দেখাইয়া দিয়াছি তদনুসারে তোমরা প্রতিদিন শ্লোকবহুল বিংশতি সর্গমাত্র গান করিও। ধন-তৃষ্ণায় অল্পমাত্রও লুব্ধ হইও না, যাহাদের আশ্রমে বাস ও ফলমূল আহার ধনে তাহাদের কি হইবে। যদি রাম তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন তোমরা কাহার পুত্র, তখন বলিও আমরা বাল্মীকির শিষ্য। এই তোমাদের সুমধুর বীণা, বীণাদণ্ডে এই সমস্ত ষড়্জাদি স্বরোদ্ভাবক স্থান; তোমরা মূর্ছনা সহকারে অক্লেশে গান করিও। দেখ, রাজা ধর্মানুসারে সকলেরই পিতা। তোমরা তাঁহাকে অবজ্ঞা না করিয়া আদিকাণ্ড হইতে গান আরম্ভ করিও। তোমরা কল্য প্রভাতে হৃষ্টমনা হইয়া তন্ত্রীলয়যোগে গান আরম্ভ করিও।

উদারহৃদয় মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্যদ্বয়কে এইরূপ আদেশ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। কুশীলবও তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া স্বকুটীরে রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন।

চতুর্নবতিতম সর্গ ॥ অনন্তর রজনী প্রভাত হইল। কুশীলব কৃতস্নান হইয়া হোম সমাপনপূর্বক মহর্ষি বাল্মীকির প্রদর্শিত স্থানে গিয়া গান আরম্ভ করিলেন। রাম এই বালকদ্বয়ের মুখে এই বীণালয়যুক্ত দ্রুতমধ্যাদিবৃত্তিসহিত স্বরবিশেষ-শোভী অপূর্ব পূর্বচরিত গীতি ও বাদ্যের স্বরূপোচ্চারণ শ্রবণ করিয়া যারপর-নাই কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন এবং যজ্ঞপ্রয়োগের বিরামকালে ঋষি, রাজা, বেদবিৎ পণ্ডিত, পৌরাণিক, শব্দবিৎ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, স্বরলক্ষণজ্ঞ সঙ্গীতশ্রবণলালস ব্রাহ্মণ, সামুদ্রিক লক্ষণজ্ঞ, সঙ্গীতশাস্ত্রনিপুণ, পুরবাসী, ছন্দোলক্ষণজ্ঞ, তালজ্ঞ, জ্যোতিষিক, কল্পসূত্রজ্ঞ, যজ্ঞাদিকার্যবিৎ, হেতুবাদপ্রয়োগসমর্থ বহুদর্শী তার্কিক, চিত্রকাব্যপ্রণেতা, সদাচারজ্ঞ ও বৈয়াকরণ ইঁহাদিগকে আনয়নপূর্বক ঐ দুই

গায়ককে আহবান করিলেন। সঙ্গীত শুনিবার জন্য শ্রোতৃগণের মধ্যে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। ঐ দুই মুনিবালক সকলকে পুলকিত করিয়া গান আরম্ভ করিলেন। এই গীত অলৌকিক ও মধুর। শুনিয়া শ্রোতৃগণের শ্রবণেচ্ছা ক্রমশই বর্ধিত হইতে লাগিল। তৃপ্তির আর কিছুতেই অবসান হইল না। মুনি ও রাজগণ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া ঐ দুই গায়ককে মুহুর্মুহু নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন সকলে তাঁহাদিগকে চক্ষুদ্বারা পান করিতেছেন। তৎকালে পরস্পর এইরূপ কহিতে লাগিলেন, দেখ, এই দুই মুনিবালক সর্বাংশে মহারাজ রামেরই অনুরূপ, যেন সূর্যবিম্ব হইতে দ্বিতীয় সূর্যবিম্ব উদ্ধৃত হইয়াছে। যদি ইঁহারা জটাবল্কলধারী না হইতেন তাহা হইলে আমরা রামের সহিত ইঁহাদের ইতরবিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিতাম না।

মুনিবালকেরা পূর্বসর্গ নারদোক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশতি সর্গ পর্যন্ত গান করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল রাম অপরাহ্ণে এই বিংশতি সর্গ শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, তোমরা এই দুই বালককে অষ্টাদশ সহস্র নিষ্ক এবং আরও যা কিছু ইঁহাদের অভীষ্ট শীঘ্রই প্রদান কর। লক্ষ্মণ রামের আদেশমাত্র উঁহাদের প্রত্যেককে তাবৎ পরিমাণ অর্থ প্রদান করিলেন। কিন্তু কুশীলব অর্থ গ্রহণে অসম্মত হইলেন এবং বিস্মিত হইয়া কহিলেন অর্থ লইয়া আমাদের কি হইবে। আমরা বনবাসী, বন্য ফলমূলে দিনপাত করিয়া থাকি, অর্থ লইয়া আমাদের কি হইবে।

তখন মহারাজ রাম ও অন্যান্য শ্রোতৃগণ উঁহাদের এই কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত ও কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন। পরে রাম এই কাব্যের প্রাপ্তিবৃত্তান্ত জানিতে একান্ত উৎসুক হইয়া কহিলেন, মুনিবালক! এই কাব্য কত বড়? কাব্যকার মহর্ষির কোন দেশে বাস এবং তিনি কে?

মুনিবালকেরা কহিলেন, রাজন্! ভগবান বাল্মীকি এই কাব্যের রচয়িতা। ইহার শ্লোকসংখ্যা চতুর্বিংশৎ সহস্র এবং উপাখ্যান এক শত। ইহাতে আদি হইতে পাঁচ শত সর্গ ছয় কান্ড এবং উত্তরকান্ডও নিবদ্ধ আছে। আমাদের গুরু মহর্ষি বাল্মীকি এই কাব্যে আপনারই চরিত্র রচনা করিয়াছেন। আপনার জীবন-কালের যা কিছু শুভাশুভ ঘটনা ইহাতে তৎসমুদয় বর্ণিত আছে। এক্ষণে এই কাব্য শ্রবণে যদি আপনার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত যজ্ঞপ্রয়োগের বিরামকালে সুস্থ হইয়া শ্রবণ করুন।

তখন মহারাজ রাম ঐ দুই মুনিবালকের বাক্যে সম্মত হইয়া হৃষ্টমনে মহর্ষি বাল্মীকির নিকট গমন করিলেন এবং অন্যান্য মুনি ও রাজগণের সহিত গীতিমাধুর্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া কর্মশালায় প্রবিষ্ট হইলেন।

পঞ্চনবতিতম সর্গ ॥ রাম বহুদিন ধরিয়া, মুনি ও রাজগণের সহিত কুশীলবের মুখে এই মধুর রামায়ণ গান শ্রবণ করিলেন এবং এই গীতিপ্রসঙ্গে কুশীলব সীতারই গর্ভজাত ইহা জানিতে পারিয়া স্বেচ্ছাক্রমে শুদ্ধস্বভাব দূতগণকে সভামধ্যে আহবানপূর্বক কহিলেন, তোমরা ভগবান বাল্মীকির নিকট গিয়া আমার বাক্যানুসারে বল, যদি জানকী সচ্চরিত্রা হন, যদি তাঁহাতে কোনরূপ পাপস্পর্শ না হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনি মহর্ষি বাল্মীকিরই আদেশে উপস্থিত হইয়া আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করুন। আমি যেরূপ কহিলাম তোমরা এই বিষয়ে মহর্ষির অভিপ্রায় এবং আত্মশুদ্ধিকল্পে জানকীর ইচ্ছা সম্যক্
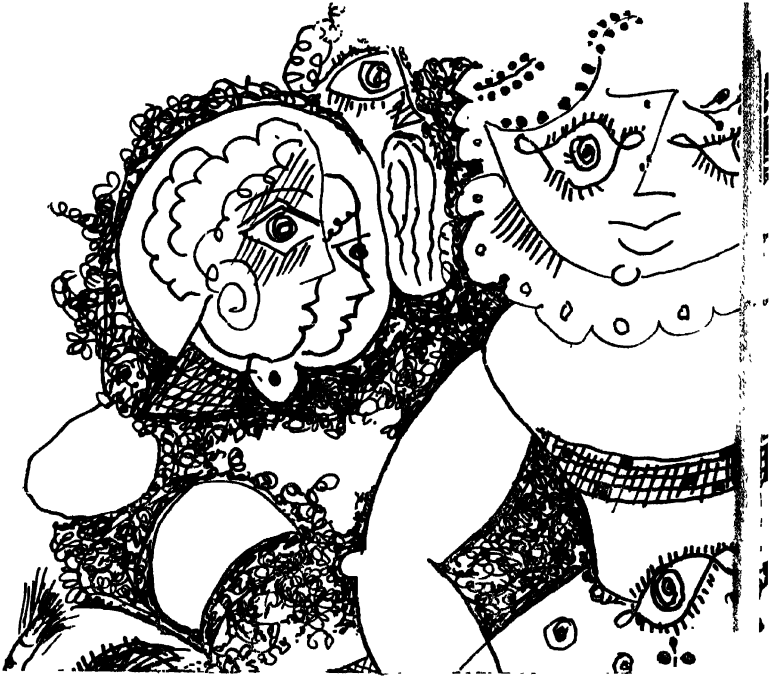
বুঝিয়া শীঘ্র আমাকে সংবাদ দেও। আমি সৌন্দর্যলোভে স্ত্রীর ব্যতিক্রমেও উপেক্ষা করিয়াছি, আমার এই যে অযশ সর্বত্র রটিয়াছে, এক্ষণে জানকী আমারই এই কলঙ্ক ক্ষালনের জন্য কল্য প্রভাতে আসিয়া সভামধ্যে শপথ করুন।

অনন্তর দূতেরা রামের এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র মহর্ষি বাল্মীকির নিকট উপস্থিত হইল এবং ঐ তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া রামের কথানুসারে সমস্তই কহিল। তখন মহর্ষি বাল্মীকি দূতমুখে রামের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া কহিলেন, দূতগণ! রামের যেরূপ অভিপ্রায় তাহাই হউক। স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা, সুতরাং তিনি যাহা কহিয়াছেন জানকী তাহাই করুন।

পরে রাজদূতেরা রামের নিকট আসিয়া মহর্ষি বাল্মীকির অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। শুনিয়া রাম হৃষ্টমনে সভাস্থ মহর্ষি ও রাজগণকে কহিলেন, সশিষ্য ঋষিগণ এবং সানুচর রাজগণ, জানকীর শপথ এবং আত্মশুদ্ধির জন্য আর যা কিছু আবশ্যক, কল্য প্রভাতে আসিয়া প্রত্যক্ষ করুন।

শুনিবামাত্র ঋষিদিগের মধ্যে সাধুবাদ উত্থিত হইল। রাজগণ রামের বিস্তর প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন্! এইরূপ কার্য পৃথিবীর মধ্যে কেবল আপনাতেই সম্ভব।

অনন্তর মহারাজ রাম রাত্রিপ্রভাতে জানকীর পরীক্ষা হইবে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সভাস্থ সমস্ত লোককে বিদায় দিয়া গৃহপ্রবেশ করিলেন।

সপ্তনবতিতম সর্গ ॥ রাত্রি প্রভাত হইল। রাম যজ্ঞসভায় উপস্থিত হইয়া ঋষিগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার আহ্বানে বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র,

দীর্ঘতমা, মহাতপা দুর্বাসা, পুলস্ত্য, শক্তি, ভার্গব, বামন, দীর্ঘায়ু, মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, গর্গ, চ্যবন, ধর্মজ্ঞ শতানন্দ, তেজস্বী ভরদ্বাজ, অগ্নিতনয় সুপ্রভ, নারদ, পর্বত ও গৌতম এই সমস্ত এবং অন্যান্য ঋষিরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। মহাবল রাক্ষস, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং দিগ্‌দিগন্তবাসী ব্রাহ্মণগণ আগমন করিলেন। সকলে এই অদ্ভুত শপথব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য পর্বতবৎ নিশ্চল হইয়া কালপ্রতীক্ষা করিতেছে, ইত্যবসরে মহর্ষি বাল্মীকি শীঘ্র জানকীর সহিত সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। জানকী রামকে হৃদয়ে অনুধ্যানপূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া সজলনয়নে অবনত মুখে মহর্ষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন। ব্রহ্মার অনুগামিনী বেদশ্রুতির ন্যায় জানকীকে মহর্ষির পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া চতুর্দিকে সাধুবাদ উত্থিত হইল। সভাস্থ সকলে শোক দুঃখে অতিমাত্র আকুল হইয়া কোলাহল করিতে লাগিল। তৎকালে কেহ রামকে কেহ সীতাকে এবং কেহ বা উভয়কেই সাধুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহর্ষি বাল্মীকি জানকীকে লইয়া এই জনসমূহের মধ্যে প্রবেশপূর্বক রামকে কহিলেন, রাজন্! এই তোমার পতিব্রতা ধর্মচারিণী সীতা। তুমি লোকাপবাদ-ভয়ে আমার আশ্রমের নিকট ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে। এক্ষণে ইঁহাকে অনুমতি কর, ইনি তোমার মনে আত্মশুদ্ধির প্রত্যয় উৎপাদন করিবেন। এই দুই যমজ কুশীলব জানকীর গর্ভজাত, আমি সত্যই কহিতেছি ইঁহারা তোমারই ঔরস পুত্র। দেখ, আমি পুত্রপরম্পরায় প্রচেতা হইতে দশম। আমি যে কখনও মিথ্যা কহিয়াছি ইহা আমার স্মরণ হয় না। এক্ষণে আমার বাক্যে বিশ্বাস কর, ইহারা তোমারই ঔরস পুত্র। আমি বহুকাল তপস্যা করিয়াছি, এক্ষণে যদি জানকীর চরিত্রগত অণুমাত্রও ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে তবে আমার যেন সেই সঞ্চিত তপস্যার ফলভোগ করিতে না হয়। আমি এ যাবৎকাল কায়মনোবাক্যে

কখনও কোন পাপাচরণ করি নাই, এক্ষণে যদি জানকী নিষ্পাপ হন তবে সেই পাপ না করিবার ফল আমায় যেন ভোগ করিতে হয়। আমি শোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনে জানকীকে শুদ্ধচারিণী বুঝিয়া বন হইতে লইয়া আসি। এক্ষণে এই পতিপরায়ণা তোমার মনে আত্মশুদ্ধির প্রত্যয় উৎপাদন করিবেন। আমি দিব্যজ্ঞানে কহিতেছি, জানকী শুদ্ধস্বভাবা, তুমি ইঁহাকে পবিত্র জানিলেও কেবল লোকাপবাদে পরিত্যাগ করিয়াছ।

সপ্তনবতিতম সর্গ ॥ রাম বাল্মীকির এই কথা শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনার বিশ্বাস্য বাক্যে যদিও জানকীকে শুদ্ধস্বভাবা বলিয়া বুঝিলাম, তথাচ আপনি যেরূপ কহিতেছেন তাহাই হউক। পূর্বে লঙ্কায় দেবগণের সমক্ষে জানকীর পরীক্ষা হইয়াছিল। ইনি তথায় শপথও করিয়াছিলেন : এই জন্য আমি ইঁহাকে গৃহে লইয়াছিলাম, কিন্তু লোকাপবাদ বড় প্রবল, আমি সেই কারণে জানকীকে পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি ইঁহাকে নিষ্পাপ জানিলেও কেবল লোকাপবাদভয়েই পরিত্যাগ করিয়াছি। অতএব আপনি আমায় রক্ষা করুন। এই যমজ কুশীলব আমারই পুত্র ইহা আমি জানি। এক্ষণে শুদ্ধচারিণী জানকীর উপর আমার পূর্ববৎ প্রীতি সঞ্চারিত হউক।

সীতার এই শপথপ্রসঙ্গে সুরগণ সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব, মরুৎ ও সাধ্যগণ এবং নাগ, সুপর্ণ ও সিদ্ধগণ আগমন করিয়াছেন। রাম ইঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক পুনরায় কহিলেন, ঋষিগণের বিশুদ্ধ বাক্যে সীতার প্রতি আমার বিশ্বাস হইয়াছে। ইনি জগতের মধ্যে শুদ্ধচারিণী। এক্ষণে ইঁহার প্রতি আমার পূর্ববৎ প্রীতি সঞ্চারিত হউক।

ঐ সময় দিব্যগন্ধ মনোহর পবিত্র বায়ু বহমান হইল। বায়ুর স্পর্শসুখে সভাস্থ সকলে পুলকিত হইয়া উঠিল। এবং ত্রেতাযুগের বায়ু সত্যযুগের ন্যায় সুখস্পর্শ, এই ভাবিয়া বিস্ময়ের সহিত বায়ুর এই অচিন্ত্য ও অদ্ভুত সঞ্চরণ পরীক্ষা করিতে লাগিল। এই অবসরে কাষায়বসনা জানকী কৃতাঞ্জলিপুটে অধোমুখে কহিলেন, আমি রাম ব্যতীত যদি অন্য কাহাকেও মনেতে স্থান না দিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। যদি আমি কায়মনোবাক্যে রামকে অর্চনা করিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। আমি রামের পর আর কাহাকেই জানি না যদি এই কথা সত্য বলিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি।

জানকী এইরূপ শপথ করিতেছেন ইত্যবসরে সহসা রসাতল হইতে এক দিব্য সিংহাসন উত্থিত হইল। দিব্যরত্নশোভিত তক্ষক প্রভৃতি নাগেরা উহা মস্তকে ধারণ করিয়া আছে এবং উহা অপূর্ব ও সুসজ্জিত। দেবী পৃথিবী বাহু প্রসারণপূর্বক জানকীকে লইয়া ঐ সিংহাসনে বসাইলেন। সিংহাসন সহসা রসাতলে প্রবেশ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দেবগণ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে অবিচ্ছিন্ন পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল। যজ্ঞবাটস্থিত ঋষি ও রাজগণ যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। ভূলোক ও দ্যুলোকে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জীব, মহাকায় দানব ও পাতালবাসী পন্নগদিগের মধ্যে কেহ হৃষ্ট-মনে কোলাহল করিতে লাগিল, কেহ এই অদ্ভুত ব্যাপার চিন্তা করিতে লাগিল

এবং কেহ কেহ বা বিমোহিত হইয়া কখন রাম ও কখন বা সীতাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ফলতঃ ঐ সময় সমস্ত জগৎ যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

অষ্টনবতিতম সর্গ ॥ জানকী রসাতলে প্রবেশ করিলে মুনিগণ রামকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন রাম দীক্ষাকালে গৃহীত দণ্ডকাষ্ঠে ভর দিয়া দুঃখিতমনে জলধারাকুললোচনে অধোমুখে রোদন করিতেছিলেন। তিনি এইরূপে বহুক্ষণ রোদনপূর্বক শোক ও ক্রোধে আকুল হইয়া কহিলেন, আমি সমক্ষে মূর্তিমতী শ্রীর ন্যায় সীতাকে অন্তর্ধান করিতে দেখিলাম, এই জন্য অভূতপূর্ব শোক আমায় অভিভূত করিতেছে। পূর্বে রাবণ সমুদ্রপারে লঙ্কায় সীতাকে লইয়া যায়, আমি তথা হইতেও তাঁহাকে আনিয়াছিলাম, পাতালের কথা তো সামান্য। দেবি বসুন্ধরে! আমার সীতাকে আনিয়া দেও, তুমি ত আমায় জানই, সীতাকে না পাইলে আমি তোমার প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করিব। তুমিই আমার শ্বশ্রূ, পূর্বে রাজর্ষি জনক হলকর্ষণ করিতে গিয়া তোমার বক্ষ হইতে সীতাকে উদ্ধার করেন। এক্ষণে হয় সীতাকে দেও, নয় বিদীর্ণ হও। আমি পাতালতলে বা স্বর্গে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত বাস করিব। তুমি সীতাকে শীঘ্র আন, আমি তাঁহার জন্য উন্মত্ত হইয়াছি। তিনি যেমন ছিলেন ঠিক সেইরূপ অবিকৃত অবস্থায় যদি তুমি তাঁহাকে রসাতল হইতে না আনিয়া দেও তাহা হইলে আমি তোমায় পর্বত বনের সহিত নির্মূল করিব। এক্ষণে পৃথিবী বিনষ্ট হউক এবং সমস্ত জলময় হইয়া যাক।

অনন্তর সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা ক্রোধমূর্ছিত শোকাকুল রামকে কহিলেন, রাম! তুমি সন্তপ্ত হইও না, এক্ষণে স্বীয় পূর্বভাব এবং দেবগণের সহিত মন্ত্রণার কথা মনে করিয়া দেখ। আমি ইহা তোমায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি না কিন্তু তুমি যে স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার তাহা আপনিই স্মরণ করিয়া দেখ। সীতা সাধ্বী ও সচ্চরিত্রা এবং তোমাতে একান্তই অনুরাগিণী। তিনি তোমার আশ্রয়-রূপ তপস্যার বলে পরমসুখে নাগলোকে যাত্রা করিয়াছেন। স্বর্গে পুনরায় তোমার সহিত তাঁহার সমাগম হইবে। এক্ষণে এই সভামধ্যে আমি যাহা কহিতেছি শুন। এই সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য রামায়ণ নিঃসন্দেহে তোমার সমস্ত বিষয় সবিস্তরে ব্যাখ্যা করিবে। তোমার জন্ম হইতে যা কিছু সুখদুঃখ ঘটিয়াছে এবং সীতার

রসাতলপ্রবেশের পরেও যা কিছু ঘটিবে সমস্তই মহর্ষি বাল্মীকি ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই রামায়ণ আদিকাব্য। রাম! তোমাতেই সমস্ত গুণ প্রতিষ্ঠিত, কাব্যে বর্ণনীয় যশের আধার তোমা ব্যতীত আর কেহই নাই। তোমার চরিত্র অতি বিচিত্র। এই কাব্য পূর্বে আমি সুরগণের সহিত শুনিয়াছি। ইহা দিব্য অদ্ভুত সত্য ও প্রলাপরহিত। এক্ষণে তুমি মনঃসমাধানপূর্বক ইহার শেষ অংশ শ্রবণ কর। এই শেষাংশের নাম উত্তরকান্ড। তুমি ঋষিগণের সহিত তাহা শ্রবণ কর। তুমি পরম রাজর্ষি। তোমা ব্যতীত আর কেহই এই কাব্য শ্রবণ করিবার উপযুক্ত নয়।

ত্রিভুবনপতি ব্রহ্মা এই বলিয়া সবান্ধব দেবগণের সহিত দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। সভাস্থ যে-সমস্ত ব্রহ্মলোকলাভের উপযুক্ত ঋষি ব্রহ্মার অনুগমন করিতেছিলেন তাঁহারা ব্রহ্মারই অনুজ্ঞাক্রমে উত্তরকান্ড শুনিবার জন্য পুনরায় ফিরিলেন। তখন রাম ব্রহ্মার এইরূপ কথা শুনিয়া মহর্ষি বাল্মীকিকে কহিলেন, ভগবন্! এই সমস্ত ব্রহ্মলোকার্হ ঋষি আমার ভবিষ্যৎ চরিত শুনিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছেন, অতএব আগামী কল্য হইতে তাহা আরম্ভ করুন।

অনন্তর রাম সভাস্থ লোককে বিসর্জনপূর্বক কুশীলবকে লইয়া বাল্মীকির পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন এবং সীতার শোকে অতিমাত্র কাতর হইয়া তথায় রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন।

নবনবতিতম সর্গ ॥ রাত্রি প্রভাতে রাম ঋষিগণকে আনয়নপূর্বক পুত্র কুশীলবকে কহিলেন, এক্ষণে তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে উত্তরকান্ড আরম্ভ কর। মহাত্মা ঋষিগণ স্ব-স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং কুশীলব গান করিতে লাগিলেন।

সীতা স্বীয় সত্যের বলে রসাতলে প্রবেশ করিলে রাম যজ্ঞ সমাপনপূর্বক অতিশয় বিমনা হইলেন। তিনি জানকীবিরহে জগৎ শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার শোক ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিল। মনে কিছুতেই শান্তিলাভ হইল না। পরে তিনি অভ্যাগত রাজগণ, বানর ও রাক্ষসগণ এবং আর-আর সকল লোককে প্রচুর সম্মান ও ধনদান সহকারে বিদায় দিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। সীতাচিন্তা তাঁহার হৃদয়ে সতত জাগরূক। সীতাকে বিসর্জন করিবার পর তিনি আর ভার্যান্তর গ্রহণ করেন নাই। প্রত্যেক যজ্ঞদীক্ষাকালে কনকময়ী জানকী তাঁহার পত্নী হইতেন। ক্রমশঃ রাম বহুসহস্র বৎসর যজ্ঞ করিলেন। রাজপেয়, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র ও গোসব প্রভৃতি যজ্ঞ ভূরি দক্ষিণাদান সহকারে মহাসমারোহে সম্পন্ন করিলেন। এইরূপে ধর্মানুষ্ঠান ও রাজ্যপালন করিতে রামের বহুকাল অতীত হইয়া গেল। রাক্ষস, বানর ও ভল্লুক তাঁহার আজ্ঞাবহ। দিগ্‌দিগন্তের রাজগণ তাঁহার আজ্ঞাবহ। তাঁহার শাসনকালে পর্জন্যদেব যথাসময়ে বৃষ্টি করিতেন, অন্নকষ্ট কাহারই ছিল না; দিকসকল নির্মল, নগর ও গ্রামের সকল লোকই হৃষ্টপুষ্ট; ব্যাধি কি অকালমৃত্যু কাহারই ছিল না।

অনন্তর বহু বর্ষের পর যশস্বিনী কৌশল্যা পুত্র ও পৌত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার পর সুমিত্রা ও কৈকেয়ীরও মৃত্যু হইল। ইঁহারা সঞ্চিত পুণ্যবলে স্বর্গলাভ করিলেন এবং রাজা দশরথের সহিত সমাগত হইয়া হৃষ্টমনে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাম এই মাতৃগণের উদ্দেশে ও পিতৃকৃত্যে বর্ষে বর্ষে তাপস ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অর্থদান করিতেন এবং পিতৃ ও দেবগণকে তৃপ্ত করিয়া অনেক যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

শততম সর্গ ॥ কিয়ৎকাল অতীত হইয়া গেল। একদা কেকয়রাজ যুধাজিৎ রামকে প্রীতির উপহার দিবার জন্য দশ সহস্র অশ্ব, কম্বল, চিত্রবস্ত্র, নানাবিধ রত্ন ও উৎকৃষ্ট আভরণের সহিত অঙ্গিরাতনয় গুরু মহর্ষি গর্গকে মহাত্মা রামের নিকট প্রেরণ করিলেন। মহর্ষি গর্গ যুধাজিতের প্রেরিত ধনরত্নের সহিত উপস্থিত শুনিয়া, ধীমান রাম অনুজগণের সহিত ক্রোশমাত্র তাঁহার প্রত্যুদ্গমনপূর্বক ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতিকে পূজা করেন সেইরূপ তাঁহার পূজা করিলেন। তিনি মহর্ষিকে পূজা ও মাতুলপ্রেরিত ধনরত্ন গ্রহণ করিয়া যুধাজিতের সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রশ্নপূর্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি বাগ্মী এবং সাক্ষাৎ বৃহস্পতি। এক্ষণে যাহার কারণে আপনার আগমন, বলুন আমার সেই মাতুল কি বলিয়াছেন।

অনন্তর গর্গ কহিলেন, রাজন্! তোমার মাতুল যুধাজিৎ স্নেহসহকারে যাহা কহিয়াছেন শুন। সিন্ধুনদের উত্তর পার্শ্বে ফলমূলবহুল পরমশোভন একটি প্রদেশ আছে। গন্ধর্বরাজ শৈলূষের পুত্র তিন কোটি সমরপটু গন্ধর্ব তাহা রক্ষা করিয়া থাকে। তুমি ঐ সকল গন্ধর্বকে পরাজয় করিয়া ঐ প্রদেশ অধিকার কর। এই কার্যের যোগ্য তোমা ব্যতীত আর কাহাকেও দেখি না। আমার এই প্রস্তাব অহিতকর নহে। তুমি ইহার জন্য প্রস্তুত হও।

রাম মাতুলের বাক্যে সম্মত হইয়া ভরতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে প্রীতমনে মহর্ষি গর্গকে কহিলেন, ভগবন্! এই তক্ষ ও পুষ্কল ভরতেরই পুত্র। ইঁহারা যুধাজিতের প্রযত্নে রক্ষিত হইয়া ধর্মানুসারে ঐ গন্ধর্ব-দেশ শাসন করিবেন। এই দুই বীর সসৈন্যে ভরতকে অগ্রে লইয়া গন্ধর্বগণকে বিনাশপূর্বক তথায় দুইটি পুর স্থাপন করিবেন। ধার্মিক ভরত পুত্রদ্বয়কে ঐ পুরের শাসনভার অর্পণ করিয়া পুনরায় আমার নিকট আসিবেন।

অনন্তর ভরত শুভনক্ষত্রযোগে মহর্ষি গর্গকে অগ্রে লইয়া সসৈন্যে পুত্রদ্বয়ের সহিত নির্গত হইলেন। দেবগণের দুর্ধর্ষ, ইন্দ্রানুগত দেবসেনার ন্যায় রামানুগত সৈন্য দুই তিন দিবসের পথ তাঁহার অনুসরণপূর্বক প্রতিনিবৃত্ত হইল। মাংসাশী সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি দারুণ হিংস্র জন্তু এবং খেচর গৃধ্রগণ গন্ধর্বগণের রক্তমাংসের প্রত্যাশায় দলে দলে সৈন্যের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। এইরূপে সকলে অর্ধমাসকাল নির্বিঘ্নে সুদীর্ঘপথ পর্যটনপূর্বক কেকয়রাজ্যে উপস্থিত হইল।

একাধিকশততম সর্গ ॥ কেকেয়রাজ যুধাজিৎ ভরতকে যুদ্ধসজ্জায় মহর্ষি গর্গের সহিত উপস্থিত দেখিয়া যারপরনাই প্রীত হইলেন। পরে তিনি এবং ভরত সমরনিপুণ বলবাহনের সহিত শীঘ্র গিয়া গন্ধর্বনগর অবরোধ করিলেন। মহাবল গন্ধর্বগণ যুদ্ধার্থ চতুর্দিকে সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং উভয় পক্ষে লোম-হর্ষণ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সাত রাত্রি অতীত হইয়া গেল, কিন্তু কোন পক্ষেরই জয় বা পরাজয় হইল না। চতুর্দিকে রক্তনদী প্রবাহিত; শক্তি খড়্গ ও ধনু এবং মৃতদেহ ঐ স্রোতে ভাসিতে লাগিল। এই অবসরে মহাবীর ভরত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গন্ধর্বগণের প্রতি সংবর্ত নামে দারুণ কালাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ঐ তিন কোটি গন্ধর্ব ক্ষণকালমধ্যে ঐ কালপাশে বদ্ধ ও নিহত হইল। ফলতঃ এইরূপ অদ্ভুত যুদ্ধকাণ্ড দেবতারাও কখন দেখেন নাই।

অনন্তর ভরত দুই পুত্রকে দুইটি নগরে স্থাপন করিলেন। তিনি তক্ষশিলায় তক্ষকে এবং পুষ্কলাবতে পুষ্পলকে প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই দুই গন্ধর্বদেশ ধনধান্যপূর্ণ ও কাননশোভিত। সমৃদ্ধিগুণে যেন পরস্পর পরস্পরকে স্পর্ধা

করিতেছে। তথায় ক্রয়-বিক্রয় ব্যবহার ন্যায়সঙ্গত। আপণশ্রেণী, উৎকৃষ্ট গৃহ, সপ্ততল প্রাসাদ, দেবমন্দির এবং তাল তমাল তিলক ও বকুল বৃক্ষে ঐ স্থান যারপরনাই সুশোভিত। ভরত ঐ দুই পুর স্থাপন এবং পুত্রদ্বয়ের প্রতি তাহার শাসনভার অর্পণপূর্বক পাঁচ বৎসরের পর পুনর্বার অযোধ্যায় আগমন করিলেন এবং ইন্দ্র যেমন ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করেন সেইরূপ মূর্তিমান ধর্মের ন্যায় অবস্থিত রামকে প্রণিপাত করিয়া আদ্যোপান্ত গন্ধর্ববধবৃত্তান্ত এবং পুর-স্থাপনের বিষয় নিবেদন করিলেন।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ ॥ রাম এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তোমার পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুকে আমি রাজ্যে অভিষেক করিব। এক্ষণে কোন্ দেশে ইহাদিগকে অভিষিক্ত করা আবশ্যক তাহা স্থির কর। যথায় রাজগণের কোনরূপ বাধা না জন্মে, আশ্রম-সকল নষ্ট না হয়, আর আমরাও কোন বিষয়ে কাহারও নিকট কোনওরূপে অপরাধী না হই এবং যাহা রমণীয় ও অসংকীর্ণ এইরূপ কোন দেশ নির্ধারণ কর।

ভরত কহিলেন, আর্য! কারুপথ দেশ সুদৃশ্য ও স্বাস্থ্যকর। কুমার অঙ্গদের রাজ্য তথায় স্থাপিত হউক। আর চন্দ্রকেতুর জন্য চন্দ্রকান্ত দেশ নির্দিষ্ট হউক।

রাম ভরতের কথায় সম্মত হইলেন এবং কারুপথ দেশ স্ববশে আনয়ন করিয়া অঙ্গদের জন্য অঙ্গদীয়া নামে এক রমণীয় পুরী প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আর মহাবীর চন্দ্রকেতুর জন্য মল্লভূমিতে চন্দ্রকান্ত নামে খ্যাত অমরাবতীর তুল্য এক পুরী সন্নিবেশিত করিলেন। পরে তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া পরম প্রীতি সহকারে অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন। কারুপথ পশ্চিমে ও চন্দ্রকান্ত উত্তরদিকে অবস্থিত। লক্ষ্মণ অঙ্গদের এবং ভরত চন্দ্রকেতুর সমভিব্যাহারে চলিলেন। পরে লক্ষ্মণ এক বৎসর অঙ্গদীয়া পুরীতে বাস করিয়া পশ্চাৎ অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং ভরতও বৎসরাধিক-কাল চন্দ্রকান্ত পুরীতে বাস করিয়া রামের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে রাজ্যশাসন ও ধর্মকার্যপ্রসঙ্গে তাঁহাদের পরমায়ু একাদশ সহস্র বৎসর অতীত হইল।

ত্র্যধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে স্বয়ং কাল তাপসরূপে রাজদ্বারে উপস্থিত। তিনি আসিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, আমি মহর্ষি অতিবলের দূত। কোন কার্যপ্রসঙ্গে রামের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছি।

লক্ষ্মণ দ্রুতপদে রামের নিকট গিয়া কহিলেন, রাজন্! আপনার ধর্মবলে উভয় লোক আয়ত্ত হউক। এক্ষণে তপঃপ্রভাবে সূর্যপ্রভ এক মুনিদূত আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছেন। রাম কহিলেন, বৎস! মুনির আজ্ঞাবহ দূতকে তুমি শীঘ্রই আনয়ন কর।

অনন্তর লক্ষ্মণ মহর্ষি অতিবলের দূতকে লইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঐ দূত স্বতেজে যেন সমস্ত দগ্ধ করিতেছেন। তিনি রামের নিকট গমন করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, রাজন্! আপনার শ্রীবৃদ্ধি হউক। রাম তাঁহাকে অর্ঘাদি দ্বারা যথোচিত সৎকার করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বাগ্মী মুনিদূত স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি তো সুখে আসিয়াছেন? যাঁহার নিকট হইতে আপনার আগমন তাঁহার কি কথা আছে বলুন।

দূত কহিলেন, মহারাজ! যদি তুমি হিত আকাঙ্ক্ষা কর তাহা হইলে নির্জনে এই বক্তব্য বিষয়টি শুনিতে হইবে। শুদ্ধ কেবল ইহাই নয়, আমাদের এই কথা যে শুনিবে বা যে মন্ত্রণাকালে আমাদিগকে দেখিবে সে তোমার বধ্য। মুনি আমাকে এইরূপই আদেশ করিয়াছেন। এক্ষণে যদি এইটি অঙ্গীকার কর তাহা হইলে বলি।

তখন রাম দূতের কথায় স্বীকার করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি দ্বাররক্ষককে বিদায় দিয়া স্বয়ং দ্বারে দণ্ডায়মান থাক। এই ঋষি ও আমার নির্জনে যাহা কথাবার্তা হইবে যদি কেহ তাহা দেখে বা শুনে সে আমার বধ্য হইবে।

এই বলিয়া রাম লক্ষ্মণকে দ্বারে রাখিয়া মুনিদূতকে কহিলেন, আপনার কি অভীষ্ট এবং আপনি যাঁহার প্রেরিত তাঁহারই বা কি অভীষ্ট আপনি নিঃশঙ্ক-চিত্তে বলুন, শুনিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে।

চতুরধিকশততম সর্গ ॥ দূত কহিলেন, মহারাজ! আমি যে নিমিত্ত আসিয়াছি শুন। আমি সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার প্রেরিত, আমি তোমার পূর্বাবস্থায় সংকল্পোৎপন্ন পুত্র, আমার নাম সর্বসংহারক কাল। প্রজাপতি ব্রহ্মা তোমাকে কহিয়াছেন তুমি লোকসকলকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে পর্যন্ত পৃথিবীতে বাস করিবার অঙ্গীকার কর তাহা পূর্ণ হইয়াছে। পূর্বে তুমি স্বয়ংই স্বীয় সংহারশক্তিপ্রভাবে লোকসকল সংহারপূর্বক মহাসমুদ্রে শয়ান থাক এবং সেই স্থানেই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ। পরে জলশায়ী প্রকাণ্ডদেহ অনন্তকে মায়াবলে সৃষ্টি করিয়া আর দুইটি জীবকে সৃষ্টি কর। ঐ দুই জীবের নাম মধু ও কৈটভ। ইহাদেরই মেদ ও অস্থি দ্বারা পৃথিবী মেদিনী ও পর্বতপূর্ণা হন। তুমি স্বীয় নাভিদেশজাত সূর্যপ্রভ পদ্মে আমায় উৎপাদন করিয়া আমার প্রতি প্রজাপালন-ভার অর্পণ কর। তুমি জগতের পতি। আমি তোমার প্রভাবে প্রাজাপত্য লাভ করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিলাম। কিন্তু প্রজা সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের রক্ষা-বিধানার্থ তোমার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলাম যখন তুমি আমায় সৃষ্টির উপযোগী বল প্রদান করিয়াছ তখন তুমিই এই সৃষ্টিকে রক্ষা কর। রক্ষাশক্তি তোমারই হাতে আছে, তুমি এই সনাতন দুর্ধর্ষ স্বভাব হইতে ভূতগণের রক্ষা-বিধানের জন্য বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হও। পরে তুমি অদিতির গর্ভে বীর্যবান পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ কর। তুমি ইন্দ্রাদির বীর্যবর্ধন উপেন্দ্র। কোন কার্য উপস্থিত হইলে তুমি তাঁহাদের বিশেষ সাহায্যে আইস। পরে প্রজাগণ রাবণের উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। তুমি সেই দুর্বৃত্তকে বধ করিবার জন্য মনুষ্যরূপ ধারণে অঙ্গীকার কর এবং একাদশ সহস্র বৎসর পৃথিবীতে বাস করিবার নিয়ম করিয়া রাজা দশরথের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হও। এক্ষণে তোমার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছে। এই জন্যই আমি সর্বসংহারক কালকে তোমার নিকট প্রেরণ করিলাম। অতঃপর আরও যদি তোমার প্রজা রক্ষার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে তুমি পৃথিবীতে বাস কর। রাজন্! সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তোমাকে এইরূপই কহিয়াছেন। আর ইহাও কহিয়াছেন যদি সুরলোক পালনে তোমার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে দেবগণ তোমাকে পাইয়া নিশ্চিন্ত ও সনাথ হইবেন।

তখন রাম ব্রহ্মার এইরূপ কথা শুনিয়া সহাস্যমুখে কালকে কহিলেন, কাল! ভগবান ব্রহ্মার কথায় এবং তোমার আগমনে আমি অতিমাত্র প্রীত হইলাম। ত্রিলোকের কার্যসাধনার্থই আমার উৎপত্তি। তোমার মঙ্গল হউক; আমি যে স্থান হইতে আসিয়াছি এক্ষণে তথায় গমন করিব, সন্দেহ নাই। দেবগণের সকল কার্যে আমি ব্রহ্মার বশবর্তী। এক্ষণে তোমার আগমন সম্পূর্ণই আমার অভিমত

পঞ্চাধিকশততম সর্গ ॥ রাম সর্বসংহারক কালের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন ইত্যবসরে ভগবান দুর্বাসা তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের অভিলাষে দ্বারদেশে উপস্থিত। তিনি আসিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, আমার কিছু কার্য-বিঘ্ন ঘটিয়াছে, তুমি শীঘ্র রামের সহিত আমার দেখা করাইয়া দেও।

লক্ষ্মণ মহর্ষি দুর্বাসাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনার কি বক্তব্য? কি প্রয়োজন? কি করিব? আজ্ঞা করুন। আর্য রাম এক্ষণে কিছু ব্যস্ত আছেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

দুর্বাসা লক্ষ্মণের এই কথায় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং দীপ্ত চক্ষে যেন তাঁহাকে দগ্ধ করিয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি এখনই গিয়া রামকে বল। নচেৎ আমি সবংশে তোমাদের চার ভ্রাতার উপর এবং গ্রাম নগর, সকলেরই উপর অভিসম্পাত করিব, এক্ষণে কিছুতেই আমার ক্রোধ সম্বরণ হইবে না।

তখন লক্ষ্মণ এই লোমহর্ষণ কথা শুনিয়া ভাবিলেন, সর্বনাশ অপেক্ষা নয় আমারই মৃত্যু হউক। তিনি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া রামকে গিয়া কহিলেন, রাজন্! মহর্ষি দুর্বাসা উপস্থিত। তখন রাম কালকে বিদায় দিয়া বহির্গত হইলেন এবং দুর্বাসার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! আপনার কি কার্য।

দুর্বাসা কহিলেন রাজন্! শুন। আমি সহস্র বৎসর অনশনব্রত ধারণ করিয়া আছি। আজ তাহা সমাপ্তির দিন। এক্ষণে তোমার যা কিছু প্রস্তুত আছে আমাকে শীঘ্র ভোজন করাও।

রাম দুর্বাসার বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার জন্য যথাসম্ভব ভক্ষ্যসামগ্রী আহরণ করিয়া দিলেন। দুর্বাসা সেই অমৃতাস্বাদ অন্ন ভোজন করিয়া রামকে বারংবার সাধুবাদ প্রদানপূর্বক স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। দুর্বাসা প্রস্থান করিলে সর্বসংহারক কালের বাক্য রামের স্মরণ হইল। তিনি যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। তাঁহার মুখে আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না। তিনি দীনমনে অধোমুখে এই দারুণ ব্যাপার চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি কালের বাক্যানুসারে বুঝিলেন ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার বিনাশকাল উপস্থিত। ভাবিলেন অতঃপর আর আমার কিছুই থাকিবে না। তিনি এই স্থির করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

ষড়ধিকশততম সর্গ ॥ মহারাজ রাম অতিমাত্র দীন ও নতশির। তিনি রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় অতিশয় মলিন। লক্ষ্মণ তাঁহার এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া হৃষ্টমনে কহিলেন, আর্য! আপনি আমার জন্য কিছুমাত্র সন্তপ্ত হইবেন না, কালকৃত গতিই এইরূপ। এক্ষণে স্বচ্ছন্দে আমায় পরিত্যাগ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করুন। যাহারা প্রতিজ্ঞাপালনে বিমুখ তাহাদেরই নরক হয়। যদি আমার প্রতি আপনার

প্রীতি থাকে, যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন আপনার উদ্দেশ্য হয়, তবে আমায় অসঙ্কুচিত মনে পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্ম রক্ষা করুন।

তখন রাম যারপরনাই ক্ষুব্ধ হইয়া মন্ত্রী ও পুরোহিত বশিষ্ঠকে আনয়নপূর্বক তাঁহাদের সমক্ষে কালের নিকট আপনার প্রতিজ্ঞা এবং দুর্বাসার আগমনবৃত্তান্ত সমস্তই কহিলেন। শুনিয়া বশিষ্ঠদেব কহিলেন, রাজন্! তোমার ভীষণ বিনাশ এবং লক্ষ্মণের নিহিত বিয়োগ আমি যোগবলে জানিয়াছি। কাল অতিমাত্র প্রবল। এক্ষণে তুমি লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ কর। দেখ, প্রতিজ্ঞাভঙ্গে ধর্মক্ষতি। ধর্ম নষ্ট হইলে স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব নিশ্চয়ই ধ্বংস হইবে। অতএব তুমি বিশ্ব রক্ষা করিবার জন্য লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ কর।

অনন্তর রাম বশিষ্ঠদেবের এই ধর্মসঙ্গত কথা শুনিয়া সর্বসমক্ষে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আজ আমি তোমায় পরিত্যাগ করিতেছি। ধর্মবিপর্যয় অত্যন্ত দোষাবহ, আপনার জনের পক্ষে ত্যাগ বা বধ উভয়ই সাধুগণের চক্ষে সমান।

তখন লক্ষ্মণ স্বগৃহে আর প্রবেশ না করিয়া জলধারাকুললোচনে প্রস্থান করিলেন এবং সরযূতীরে উপস্থিত হইয়া আচমনপূর্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার রোধ করিলেন। তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস আর পড়িল না। ঐ সময় অপ্সরাদিগের সহিত ইন্দ্রাদি দেবতা ও মহর্ষিগণ যোগযুক্ত লক্ষ্মণকে আর নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে না দেখিয়া তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে অদৃশ্যভাবে সশরীরে স্বর্গে লইয়া গেলেন। লক্ষ্মণ বিষ্ণুর চতুর্থ অংশ। দেবগণ ইঁহাকে পাইয়া পুলকিত মনে পূজা করিতে লাগিলেন।

সপ্তাধিকশততম সর্গ ॥ রাম লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ ও শোকে অতিশয় কাতর হইলেন এবং কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ, মন্ত্রী ও প্রকৃতিগণকে কহিলেন, আজ আমি ধর্মবৎসল ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিব। আমি ইঁহার হস্তে অযোধ্যার আধিপত্য দিয়া পশ্চাৎ বনপ্রবেশ করিব। আর কালবিলম্ব না হয়। শীঘ্র অভিষেকের আয়োজন কর। লক্ষ্মণ যে পথে গিয়াছেন আজই আমি সেই পথে যাত্রা করিব।

তখন প্রকৃতিগণ তাঁহাকে নতশিরে প্রণাম করিয়া মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিল। ভরত জ্ঞানশূন্য। তিনি রাজ্য গ্রহণে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, রাজন্!

সত্য শপথে কহিতেছি আপনাকে ছাড়িয়া আমি রাজপদ প্রার্থনা করি না। এক্ষণে আপনি কুশীলবকে অভিষেক করুন। কোশল কুশের এবং উত্তর কোশল লবের হউক। অতঃপর দ্রুতগামী দূতেরা শীঘ্র শত্রুঘ্নের নিকট গিয়া আমাদের এই বনপ্রবেশের কথা জ্ঞাপন করুক।

অনন্তর বশিষ্ঠ পৌরজনকে দুঃখিতমনে অধোমুখে পতিত দেখিয়া রামকে কহিলেন, বৎস! দেখ এই সমস্ত প্রজা শোকভরে ভূতলে পড়িয়া আছে। এক্ষণে ইহাদিগের ইচ্ছানুরূপ কার্য করা তোমার আবশ্যক। নিবারণ করি, কোন প্রকারে প্রজাগণের প্রতিকূলতাচরণ করিও না।

রাম বশিষ্ঠদেবের আদেশে প্রজাদিগকে উত্থাপনপূর্বক কহিলেন, তোমরা বল আমি কি করিব। প্রকৃতিগণ কহিল, রাজন্! আপনি যাইবেন, আমরাও আপনার অনুগমন করিব। যদি আমাদের উপর আপনার প্রীতি ও স্নেহ থাকে তাহা হইলে আপনি যে পথে যাইতেছেন আমরাও স্ত্রীপুত্রের সহিত সেই পথে যাইব। যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করা আপনার অভিপ্রেত না হয় তাহা হইলে তপোবন বা দুর্গ নদী বা সমুদ্র যথায় আপনার ইচ্ছা আমাদিগকে লইয়া চলুন। রাজন্! ইহাতেই আমাদিগের পরম প্রীতি, এই আমাদিগের পরম প্রার্থনীয়, আপনার অনুগমনেই আমাদিগের ইচ্ছা।

রাম অনুগমনে পৌরগণের সুদৃঢ় যত্ন দেখিয়া কহিলেন, ভাল, তোমরা যাহা কহিতেছ তাহাই হইবে। অনন্তর তিনি কোশলে কুশকে এবং উত্তর কোশলে লবকে অভিষেক করিলেন। পরে কুশীলবকে ক্রোড়ে লইয়া উভয়কে বহু সহস্র রথ অযুত হস্তী ও দশ সহস্র অশ্ব দান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে স্বীয় স্বীয় নগরে প্রতিষ্ঠাপনপূর্বক শত্রুঘ্নের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।

অষ্টাধিকশততম সর্গ ॥ অনন্তর দূতগণ মহারাজ রামের আদেশানুসারে শীঘ্র মধুরা পুরীতে গমন করিল। পথে কোথাও আর বিশ্রাম করিল না। পরে তাহারা তিন দিন তিন রাত্রি পর্যটনের পর মধুরায় উপস্থিত হইল এবং শত্রুঘ্নকে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিল। লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ, রামের স্বর্গারোহণ-প্রতিজ্ঞা, কুশীলবের রাজ্যাভিষেক, পৌরগণের অনুগমন, আনুপূর্বিক সমস্তই জ্ঞাপন করিল। কহিল, মহারাজ রাম ও ভরত বিন্ধ্যপর্বতের প্রান্তে কুশকে কুশাবতীতে এবং লবকে শ্রাবস্তী পুরীতে স্থাপন করিয়া, অযোধ্যাকে জনশূন্য করত স্বর্গারোহণে উদ্যোগ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি তাঁহাদিগের নিকট যাইবার জন্য সত্বর প্রস্তুত হউন। এই বলিয়া উহারা মৌনাবলম্বন করিল।

তখন শত্রুঘ্ন দূতমুখে এই ঘোর কুলক্ষয়ের কথা শুনিয়া প্রজাগণ ও পুরোহিত কাঞ্চনকে আহ্বানপূর্বক সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন এবং ইহাও কহিলেন, ভ্রাতৃগণের সহিত আমারও মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে। পরে তিনি সুবাহুকে মধুরা ও শত্রুঘাতীকে বৈদিশ পুরীতে স্থাপন করিলেন এবং মাধুরী সেনা দুই ভাগ এবং সমস্ত ধনরত্ন যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া পুত্রদ্বয়কে দিয়া একমাত্র রথে অযোধ্যায় প্রস্থান করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন মহারাজ রাম সূক্ষ্ম ক্ষৌমবস্ত্র ধারণপূর্বক মুনিগণের সহিত প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। তিনি তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ধর্মানুগত বাক্যে কহিলেন, রাজন্! আমি পুত্রদ্বয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া এক্ষণে আপনার অনুগমনের জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। আজ আপনি আমায় কিছু বলিবেন না।

আপনার আদেশ আমা দ্বারা ব্যাহত হয় ইহা আমার ইচ্ছা নয়।

রাম শত্রুঘ্নের অনুগমন বিষয়ে স্থির সংকল্প বুঝিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার যেরূপ সংকল্প তাহাই হউক। ঐ সময় কামরূপী বানর ভল্লুক ও রাক্ষসেরা দেহত্যাগে উন্মুখ রামকে দেখিবার নিমিত্ত সুগ্রীবকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। ইহারা আসিয়া কহিল, রাজন্! আমরা তোমার অনুগমনের জন্য আগমন করিলাম। যদি তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া প্রস্থান কর তাহা হইলে আমাদিগের মস্তকে যমদণ্ড প্রহার করা হইবে।

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব রামকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া আইলাম। জানিও তোমার অনুগমনেই আমার স্থির সংকল্প।

তখন রাম ইহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং রাক্ষসরাজ বিভীষণকে কহিলেন, সখে! যাবৎ প্রজা থাকিবে তাবৎ তোমায় লংকায় থাকিয়া দেহ ধারণ করিতে হইবে। যাবৎ চন্দ্র সূর্য, যাবৎ পৃথিবী, যাবৎ আমার চরিতকথা, তাবৎ ইহলোকে তোমার রাজ্য।

অনন্তর বিভীষণ রামের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া লইলেন। পরে রাম হনুমানকে কহিলেন, কপিরাজ! তুমি চিরজীবী থাকিবে ইহাই স্থির আছে, এক্ষণে স্বকৃত প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর। যাবৎ জীবলোকে আমার কথা সুপ্রচার থাকিবে তাবৎ আমার আদেশক্রমে তুমি প্রীতমনে বাস কর। তখন হনুমান হৃষ্টমনে কহিলেন, রাজন্! যতদিন আপনার চরিত্রকথা প্রচার থাকিবে ততদিন আপনার আজ্ঞাক্রমে আমি পৃথিবীতে থাকিব। পরে রাম জাম্ববানকে এবং মৈন্দ দ্বিবিদকে কহিলেন, যাবৎ কলিযুগ তাবৎ তোমরা জীবিত থাক কিন্তু বিভীষণ ও হনুমান মহাপ্রলয় পর্যন্ত বর্তমান থাকিবেন। অনন্তর রাম অন্যান্য বানর ও ভল্লুকগণকে কহিলেন, আইস এক্ষণে তোমরা আমার অনুগমন কর।

নবাধিকশততম সর্গ ॥ রাত্রি প্রভাত হইল। পদ্মপলাশলোচন রাম কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে কহিলেন, ভগবন্! ব্রাহ্মণগণের সহিত দীপ্যমান অগ্নিহোত্র এবং বাজপেয় ছত্র অগ্রে যাক। তখন বশিষ্ঠদেব বিধানানুসারে মহাপ্রাস্থানিক অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সূক্ষ্মাম্বরধারী রাম দুই হস্তের অঙ্গুলিতে কুশ ধারণ ও বেদোচ্চারণপূর্বক সরযূতীরে চলিলেন। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপার পরিহার ও পদব্রজে গমনকষ্ট স্বীকারপূর্বক মৌনী হইয়া গৃহ হইতে দীপ্যমান সূর্যের ন্যায় বহির্গত হইলেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে পদ্মহস্তা লক্ষ্মী, বামে দেবী পৃথিবী ও সম্মুখে সংহারশক্তি। নানাবিধ শর প্রকাণ্ড ধনু ও খড়্গ মূর্তিধারণপূর্বক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণরূপী চার বেদ, সর্বরক্ষিণী গায়ত্রী, ওঁকার বষট্কার তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ঋষি ও মহীসুরসকল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। বালবৃদ্ধ দাসী ও ক্লীব কিঙ্করের সহিত অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রী সস্ত্রীক ভরত ও শত্রুঘ্ন অগ্নিহোত্রের সহিত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। মন্ত্রী, ভৃত্যবর্গ, পুত্র, পশু ও বান্ধবের সহিত হৃষ্টান্তঃকরণে যাইতে লাগিল। গুণানুরক্ত প্রজারা চলিল। পশুপক্ষীর সহিত এই সমস্ত স্ত্রীপুরুষ স্নাত নিষ্পাপ ও হৃষ্ট হইয়া তুমুল কোলাহলের সহিত রামের অনুগমন করিতে লাগিল। এই সমস্ত লোকের মধ্যে কেহই দুঃখিত বা লজ্জিত নহে, প্রত্যুত রামের অনুগমনে সকলেরই উৎসাহ ও হর্ষ দৃষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপ দৃশ্য আর কেহ কখন দেখে নাই। ইহা অতি অদ্ভুত। রাম যখন বহির্গত হইলেন তখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য যে কেহ আইল সেও তাঁহাকে দেখিবামাত্র স্বর্গলাভার্থ তাঁহার সঙ্গে চলিল। বানর ভল্লুক ও রাক্ষস এবং পুরবাসী লোকেরা পরম ভক্তির সহিত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। নগরমধ্যে অন্যের অদৃশ্য যে-সমস্ত জীব ছিল তাহারাও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। স্থাবর জঙ্গম যত জীব আছে, যাহারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে এবং যাহারা চক্ষের অদৃশ্য ও অতি সূক্ষ্ম তাহারা সকলেই রামের সমভিব্যাহারে চলিল।

দশাধিকশততম সর্গ ॥ এইরূপে রাম অর্ধযোজনের অধিক পথ অতিক্রম করিয়া পশ্চিমবাহিনী পুণ্যসলিলা সরযূকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ তরঙ্গসঙ্কুল আবর্তবহুল নদীর কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া যথায় দেহত্যাগ করিবেন সেই স্থানে সর্বসমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা যথায় রাম স্বর্গারোহণের জন্য প্রস্তুত সেই স্থানে দেবগণের সহিত আগমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে কোটি কোটি দিব্য বিমান। একেই ত ব্যোমপথ দিব্যতেজে ব্যাপ্ত কিন্তু তৎকালে পুণ্যশীল স্বর্গবাসীদিগের স্বয়ংপ্রভ পবিত্রতেজে তাহা আরও তেজোময় হইয়া উঠিল। সুগন্ধি সুখপ্রদ পবিত্র বায়ু বহিতে লাগিল। দেবগণ সমৃদ্ধিমতী পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে তুমুল তূরীরব। মহাত্মা রাম সরযূর জলে অবতরণ করিবার উপক্রম করিলেন। এই অবসরে পিতামহ ব্রহ্মা অন্তরীক্ষ হইতে কহিলেন, বিষ্ণো! স্বর্গে আগমন কর। তুমি আমাদেরই সৌভাগ্যে আসিতেছ। এক্ষণে সুখী হও। তুমি অনুরূপ ভ্রাতৃগণের সহিত সশরীরে প্রবেশ কর। তুমি বৈষ্ণবী মূর্তি বা আকাশ আপনার যে শরীরে ইচ্ছা সেই শরীরে প্রবেশ কর। তুমিই লোকের গতি। তুমিই অচিন্ত্য বস্তুপরিচ্ছেদ ও কালপরিচ্ছেদের অনায়ত্ত এবং অজর ও অমর। তোমার পূর্বপরি-

গৃহীতা বিশাললোচনা মায়া ব্যতীত আর কেহই তোমাকে জানে না। মহাতেজ! এক্ষণে আপনার যে শরীরে ইচ্ছা তুমি সেই শরীরে প্রবেশ কর।

অনন্তর মহামতি রাম ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সশরীরে বৈষ্ণবতেজে প্রবেশ করিলেন। দেবগণ ঐ বিষ্ণুময় দেবতাকে পূজা করিতে লাগিলেন। সাধ্য মরুৎ ইন্দ্র প্রভৃতি, গন্ধর্ব অপ্সরা সুপর্ণ নাগ দৈত্য দানব রাক্ষস সকলেই তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। দেবতারা বারংবার সাধুবাদ প্রদানপূর্বক কহিতে লাগিলেন, বিষ্ণো! স্বর্গের সমস্ত লোক তোমার আগমনে পরিতুষ্ট উৎফুল্ল পূর্ণমনোরথ ও নিষ্পাপ হইল।

অনন্তর মহাতেজ বিষ্ণু ব্রহ্মাকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার অনুগামী এই সমস্ত ব্যক্তিকে যোগ্য লোক প্রদান কর। ইহারা স্নেহবলে আমার অনুগমন করিয়াছে। ইহারা ভক্ত, এই জন্যই আমার ভজনীয়। আমারই জন্য ইহারা দেহত্যাগ করিয়াছে।

লোকগুরু ব্রহ্মা কহিলেন, বিষ্ণো! তোমার সহিত সমাগত এই সমস্ত লোক সন্তানক নামক লোকে গমন করিবে। যে ব্যক্তি তির্যকযোনিগত যে-কোনও পদার্থ বিষ্ণুময় বলিয়া ভাবে তাহার জন্য সন্তানকলোক, কিন্তু যে সাক্ষাৎ তোমার প্রতি ভক্তিতে তোমার অনুগমন ও দেহবিসর্জন করিয়াছে তাহার সন্তানকলোক লাভের পক্ষে আর বক্তব্য কি আছে। ঐ সন্তানকলোক সর্বগুণ-যুক্ত ও ব্রহ্মলোকের অব্যবহিত। বানর ও ভল্লুকগণ স্ব-স্ব দেবযোনিতে প্রবেশ করিবে। যে, যে দেবতা হইতে নিঃসৃত. সে সেই দেবতায় প্রবেশ করিবে। সুগ্রীব সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করিবেন।
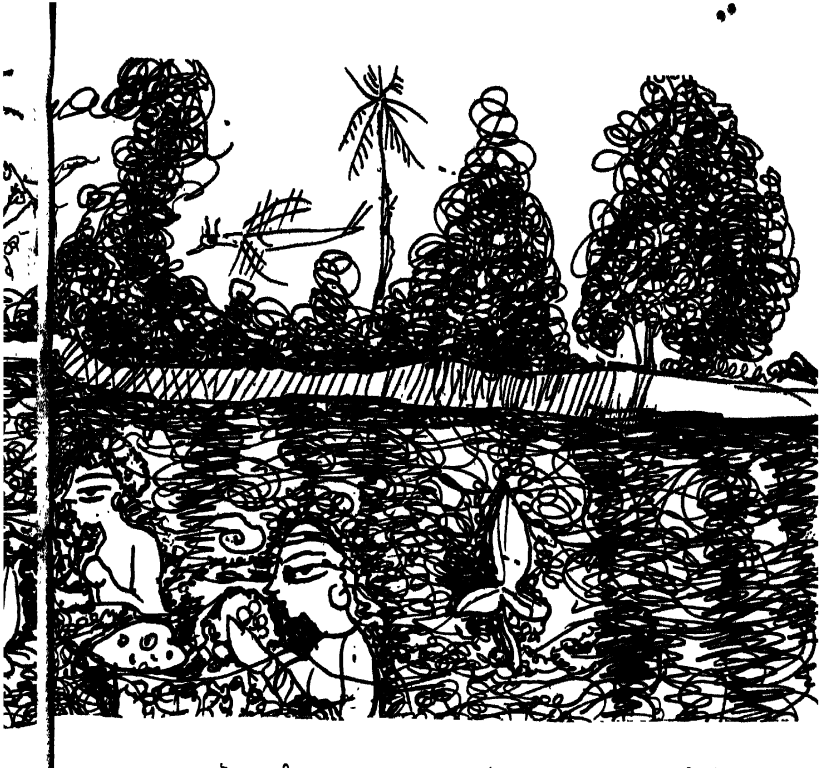
ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে যাহারা আনন্দাশ্রুপূর্ণ নেত্রে সরযূর গোপ্রতার তীর্থে উপস্থিত হইয়াছিল তাহারা সরযূতে অবগাহন ও হৃষ্টমনে দেহ বিসর্জনপূর্বক বিমানে আরোহণ করিল। ঐ সরযূতে যে-সমস্ত পশুপক্ষী আসিয়াছিল তাহারাও ভাস্বর দেহ লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করিল। স্থাবর অস্থাবর সকলেই সরযূর জলে অবগাহন করিয়া দেবলোকে গমন করিল। বানর ও রাক্ষসেরা সরযূতে দেহ বিসর্জন করিয়া স্বর্গে গমন করিল এবং দিব্য দেহে দেবতার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। ভগবান ব্রহ্মা সমাগত সকল ব্যক্তিকে এইরূপে স্বর্গ প্রদান করিয়া হৃষ্টমনে দেবগণের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

একাদশাধিকশততম সর্গ ॥ উত্তরকাণ্ড সহিত এই পর্যন্ত এই আখ্যান। ইহা বাল্মীকিকৃত ও ব্রহ্মার পূজিত। ইহা সমস্ত আখ্যানের মুখ্যতম। ইহার নাম রামায়ণ, যিনি স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, যিনি দেবলোকে পূর্ববৎ প্রতিষ্ঠিত হইলেন সেই বিষ্ণুই এই মহাকাব্যে কীর্তিত হইয়াছেন। দেবতা গন্ধর্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ দেবলোকে হৃষ্টমনে এই রামায়ণ কাব্য নিয়ত শ্রবণ করিয়া থাকেন। বুধেরা এই আয়ুষ্কর সৌভাগ্যজনক পাপনাশক বেদময় রামায়ণ শ্রাদ্ধকালে স্মরণ করাইবেন। এই গ্রন্থ শ্রবণে অপুত্রের পুত্রলাভ এবং নির্ধনের অর্থলাভ হয়। যিনি ইহা পাদমাত্র পাঠ করেন তাঁহার সমস্ত পাপ নাশ হয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন নানাপ্রকার পাপসঞ্চয় করে সে ইহার একটিমাত্র শ্লোক পাঠ করিলেও পাপমুক্ত হইয়া থাকে। যিনি এই রামায়ণের পাঠক হইবেন তাঁহাকে

বস্ত্র ধেনু ও স্বর্ণ দান করিবে। পাঠকের পরিতোষে সমস্ত দেবতা পরিতুষ্ট হন। যে ব্যক্তি এই আয়ুষ্য আখ্যান রামায়ণ পাঠ করেন তিনি পুত্র-পৌত্রের সহিত উভয় লোকে পূজিত হন। এই রামায়ণ গ্রন্থ প্রাতে মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে বা অপরাহ্নে যখনই পাঠ কর কখনই বিষণ্ণ হইতে হয় না। অযোধ্যাপুরী বহু বৎসর জনশূন্য ছিল, পরে ঋষভ নামক রাজাকে পাইয়া আবার লোকালয় হয়। এই উত্তরকাণ্ড-সহিত রামায়ণ প্রচেতার পুত্র বাল্মীকি রচনা করেন, ব্রহ্মাও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।
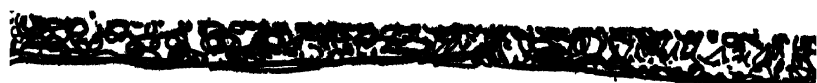
হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥

দাক্ষিণাত্য বৈদিক শাখার ব্রাহ্মণ, প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবংশের সন্তান হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের পৈতৃক নিবাস ছিল দক্ষিণ চব্বিশপরগনার মজিলপুর গ্রামে। কলকাতা সংস্কৃত কলেজের পাঠ সমাপন করবার পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্নেহানুকূল্যে হেমচন্দ্র সরকারী শিক্ষাবিভাগে সাব্‌ইনস্পেক্টরের পদে নিয়োগ লাভ করেন, কিন্তু ব্যক্তিগত অসুবিধাবশত অল্পদিনের মধ্যেই ঐ কর্মে ইস্তফা দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত-অনুবাদ শুরু হলে হেমচন্দ্র তার অন্যতম অনুবাদক নিযুক্ত হন। অতঃপর স্বয়ং কালিদাসের রঘুবংশ এবং ভারবি-কৃত কিরাতার্জুনীয়ের অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। ১৮৬৬ সালের শেষ দিকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের একটি অংশ পৃথক্‌ভাবে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' সংস্থাপন করলে কলিকাতা সমাজ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নাম গ্রহণ করেন, এবং হেমচন্দ্র তার অন্যতম আচার্য-রূপে বৃত হন। সমাজের মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদন-দায়িত্বও পড়ে তাঁর উপর। তদনুযায়ী ১৮৬৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৮৬৯এর এপ্রিল অবধি, দ্বিতীয়বার ১৮৭৭এর এপ্রিল থেকে ১৮৮৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তত্ত্ববোধিনী-সম্পাদকরূপে, এবং তারপর মাঝের কয়েকবছর বাদ দিয়ে আমৃত্যু পত্রিকা-সহকারী হিসাবে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৭৫এর সেপ্টেম্বর মাসে সমাজের আচার্য ও সহকারী সম্পাদক আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের মৃত্যু হলে হেমচন্দ্র তাঁর স্থানাভিষিক্ত হন।

হেমচন্দ্রের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি স্বাধীনভাবে সমূল-সটীক বাল্মীকি-রামায়ণের 'অতি বিস্তীর্ণ ও সুন্দর' বঙ্গানুবাদ প্রকাশ। রামানুজের টীকা-সহ সংশোধিত সংস্কৃত ও বাঙলা-সংবলিত এই গ্রন্থ ১৮৬৯ সাল থেকে দ্বারকানাথ ভঞ্জের বাল্মীকি-যন্ত্রে ৬৪ পৃষ্ঠা পরিমিত খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হতে থাকে। কথিত আছে, রামায়ণ-মুদ্রণের জন্য দ্বারকানাথ ষোল হাজার তিন শত টাকা ব্যয় বহন করেছিলেন। প্রতি কাণ্ডের আখ্যাপত্রে 'দ্বারকানাথ ভঞ্জ মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে' এই উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। এই অর্থ হেমচন্দ্র পরিশোধ করেছিলেন। ১৮৮৪ সালে দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ভঞ্জ রামায়ণ অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন।

হেমচন্দ্রের সংস্কৃতাধিকারের গাঢ়তা পণ্ডিতমণ্ডলীর মান্য লাভ করেছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর নয় খণ্ড 'হিন্দুশাস্ত্র'-সংগ্রহের ষষ্ঠ ভাগ রূপে হেমচন্দ্র-কৃত বাল্মীকি-রামায়ণের সারানুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির বিবলিওথেকা ইন্ডিকা গ্রন্থমালার জন্য হেমচন্দ্র বাদরায়ণ-বেদান্তসূত্রের বল্লভাচার্য-কৃত 'অণুভাষ্যম্' সম্পাদন করে দেন। তাঁর করা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ব্রাহ্মধর্ম'-গ্রন্থের সংস্কৃতানুবাদ দেশেবিদেশে বহু প্রশংসা অর্জন করে। এ ছাড়াও

মহানির্বাণতন্ত্র সম্পাদনায় হেমচন্দ্র আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের সহায়তা করে-ছিলেন বলে উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রণীত 'সংস্কৃত শিক্ষা'-নামে প্রথমার্থীদের পাঠ্য বই 'বাল্মীকিরামায়ণের অনুবাদক শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত' রূপে প্রকাশিত হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সংগীত-প্রকাশিকা'-পত্রের লেখক ছিলেন হেমচন্দ্র। তত্রত্য 'রাগ বিবোধ' নামক প্রসিদ্ধ সংগীতগ্রন্থের তেত্রিশটি শ্লোকের অনুবাদ-সহ বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন ধারাবাহিকভাবে, এবং ভরত-নাট্যশাস্ত্রের বিষয়বস্তুর সংকলন করেছিলেন।

সুপণ্ডিত সুরসিক সংকল্পনিষ্ঠ ও উদারচরিত্র মানুষ হিসাবে সমকালীন-গণের শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্জন করেছিলেন হেমচন্দ্র। ১৯০৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর প্রায় পঁচাত্তর বছর বয়সে তাঁর দেহান্ত ঘটে।